

PURCHASED

271
PURCHASED

একেই কি বলে সভ্যতা ? বুড় সালিকের ঘাড়ে বেঁা

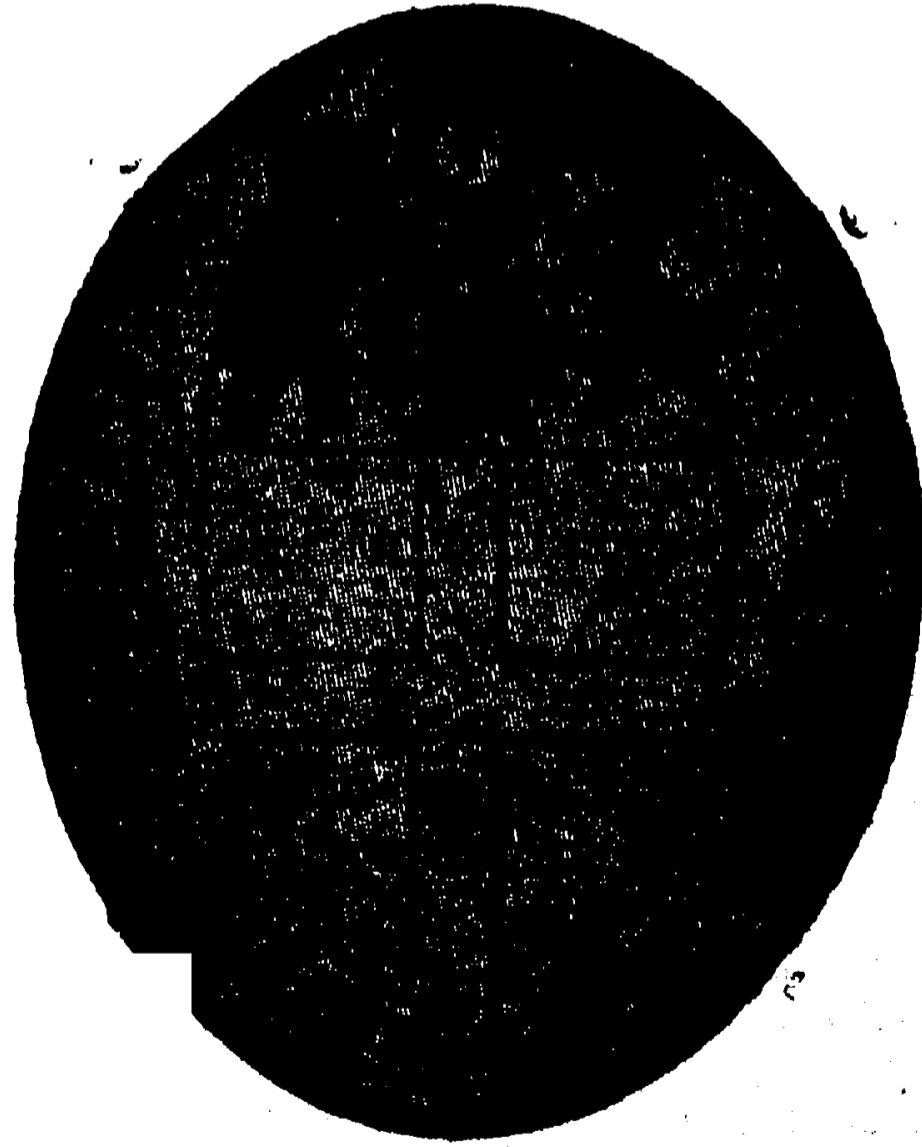
মাইকেল মধুসূদন দত্ত

(১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত)

সম্পাদক

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সজনীকান্ত দাস



বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৫৩/১, বাচস্পতি প্রকল্পের ঘোষ.

কলিকাতা-১৯৬৬

প্রকাশক
সম্পাদক
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

Banga
891.44
M 181 A. 6

THE ASIATIC SOCIETY
CALCUTTA-700016
Acc No 63150
Date 5.3.87

প্রথম সংস্করণ—বৈশাখ, ১৩৪৮

মূল্য—ছয় টাকা পঞ্চাশ পয়সা
০০.৫০

Rs 5 0 00

SL. no. 066332

ঐহরি প্রিন্টার্স

১২২/৩, রাধা দীনেশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৪ হইতে মুদ্রিত।

ভূমিকা

১২৮৭ বঙ্গাব্দের ৩০ চৈত্র কলিকাতা সাবিত্রী লাইব্রেরির দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী “বঙ্গালা সাহিত্য—বর্তমান শতাব্দী”র বিষয়ক যে বক্তৃতা প্রদান করেন, তাহাতে মধুসূদন সম্পর্কে বলিয়াছিলেন—

ঐহার জীবন শোকান্ত মহাকাব্য, ঐহার গ্রন্থগুলিও সেইরূপ শোকান্ত মহাকাব্য; ঐহার এক একখানি গ্রন্থ এক একখানি রত্ন বা রত্নখনি। কত কবিই যে উহা হইতে রত্নরাশি সঞ্চয় করিয়াছেন, করিতেছেন ও করিবেন, তাহার দীমা নাই। ঐহার প্রহসন দুইখানি আজিও প্রহসনের অগ্রগণ্য, ঐহার গায় সর্বতোমুখী প্রতিভাশালী ব্যক্তি অতি বিরল; যখন যে দেশে এ প্রকার প্রতিভা বিকাশ হয়, তখন সেই দেশ ধন্য ও পৃথিবীস্থ জাতিসমূহ মধ্যে মহামান্য হয়।—‘সাবিত্রী’ (১২২০), পৃ. ১২।

বস্তুতঃ, মধুসূদন বাংলা-সাহিত্যে প্রহসন-রচনার পথপ্রদর্শক হইয়া এবংমাত্র দুইখানি প্রহসনের রচনা করিয়াও এখন পর্য্যন্ত ঐ বিভাগে আদর্শ হইয় আছেন; সাহিত্য-হিসাবে একমাত্র দীনবন্ধুর ‘সধবার একাদশী’ ঐহার প্রহসনগুলির সহিত তুলনীয় হইতে পারে।

বেলগাছিয়া নাট্যশালার সহিত ঘনিষ্ঠ হইবার পরে পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র ও ঈশ্বরচন্দ্রের অনুরোধে মধুসূদন ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে এই দুইটি প্রহসন রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু নানা কারণে বেলগাছিয়া নাট্যশালায় এগুলি অভিনীত হয় নাই। এই ভূমিকার শেষে উদ্ধৃত কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের স্মৃতি-কথায় কারণগুলি বিবৃত হইয়াছে।

যোগীন্দ্রনাথ বসুর ‘জীবন-চরিতে’ মুদ্রিত মধুসূদনের পত্রাবলী হইতে এই প্রহসনগুলির রচনা ও প্রকাশের যে সামান্য ইতিহাস পাওয়া যায়, নিম্নে তা উদ্ধৃত হইল।

১। মধুসূদন কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে

We must have a farce with the Tragedy [কক্কুমারী]. I'll tell you what, friend Garrick, even if we prolong the play to 2 m. no one will grumble. The farce will make the old fellows laugh away all sorts of ill humours, but I shall make the Tragedy short as I can—পৃ. ১৫৮।

২। মধুসূদন কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে

Instead of lengthening it [কৃষ্ণকুমারী], I would rather write a Farce to be acted with it.—পৃ. ৪৫২।

৩। মধুসূদন কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে

After you have read over this Act [second Act of স্বচন্দ্র], please hand it over to Baboo J. M. Tagore and our noble manager. What about the Farce, the “ভগ্ন শিবমন্দির ?”—পৃ. ১১৬।

মধুসূদন ‘বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ’র নাম ‘ভগ্ন শিবমন্দির’ দিয়াছিলেন, কিন্তু রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের নির্দেশে নাম পরিবর্তন করেন।

মধুসূদনের গ্রন্থসমূহ দুইটি ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষে প্রথম প্রকাশিত হয়—কেহ কেহ এইরূপ উক্তি করিয়াছেন; কিন্তু এগুলি যে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ায় বাহির হয়, তাহা মনে করিবার সঙ্গত কারণ আছে। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে মধুসূদনকে একটি পত্র লিখিয়াছিলেন; ‘মধু-স্মৃতি’র ১২৮ পৃষ্ঠায় পত্রটি মুদ্রিত হইয়াছে। তাহাতে আছে—

The Chota Raja saw me this morning and I am glad to tell you, he has agreed to pay in advance the printing charges of the two farces and a portion of the amount due from him on account of the English Sermistha.

১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩১ ডিসেম্বর তারিখের সকালে মুদ্রণ-ব্যয় আগাম দেওয়ার কথা হইলে ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত পুস্তক বাহির হইতে পারেনা। গ্রন্থসমূহ দুইটির প্রথম সংস্করণের আখ্যা-পত্র এইরূপ ছিল—

একেই কি বলে সভ্যতা? / (গ্রন্থসমূহ)। / শ্রীমাইকেল মধুসূদন দত্ত / প্রণীত। / “—ন প্রিয়ং / প্রবক্তৃ মিচ্ছন্তি মুখা হিতৈষিণঃ।” কীরাতার্দ্রনীং / কলিকাতা। / শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ১৮৫ সংখ্যক চব্বি ইষ্টান্-হোপযন্ত্রে যন্ত্রিত। / মন ১২৬৬ সাল। /

বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ। / (গ্রন্থসমূহ)। / শ্রীমাইকেল মধুসূদন দত্ত / প্রণীত। / কলিকাতা। / শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ১৮৫ সংখ্যক চব্বি ইষ্টান্-হোপযন্ত্রে যন্ত্রিত। / মন ১২৬৬ সাল। /

‘একেই কি বলে সভ্যতা’র পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ৩৮; তন্মধ্যে শেষটা পৃষ্ঠায় (৩৫-৮) এই গ্রন্থে ব্যবহৃত ইংরেজী শব্দের বাংলা অনুবাদ দেওয়া

ছিল। এই অংশ পরবর্তী সংস্করণ হইতে বর্জিত হয়। আমরা বর্তমান সংস্করণে এই অংশ পুনর্মুদ্রিত করিয়াছি।

‘বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ’র পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ৩২।

মধুসূদনের জীবিতকালে প্রহসনগুলির আর একটি করিয়ামাত্র সংস্করণ হয়—১২৬৯ সালে। দ্বিতীয় সংস্করণে পৃষ্ঠা-সংখ্যা যথাক্রমে ৩৪ ও ৩২ ছিল।

প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের পাঠভেদ নাই বলিলেই হয়। একটি মাত্র উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ’র দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে করা হইয়াছে—“(তামাক লইয়া রামের প্রবেশ)”—এর পরে গদার উক্তি। প্রথম সংস্করণে ছিল—“কর্তাবাবুর ফর্সিটে আনতিস তো আরও ভাল হতো।” দ্বিতীয় সংস্করণে “ভাল” স্থলে “মজা” হইয়াছে।

মধুসূদন স্বয়ং এই প্রহসন দুইটি লিখিয়া খুশি ছিলেন না। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে ২৪ এপ্রিল তারিখে রাজনারায়ণকে লিখিত তাঁহার পত্রে আছে—

As a Scribbler, I am of course proud to think that you like my Farces but, to tell you the candid truth, I half regret having published those two things. You know that as yet we have not established a National Theatre, I mean we have not as yet got a body of sound, classical Dramas to regulate the national taste, and therefore we ought not to have Farces.—‘জীবন-চরিত,’ পৃ. ৩১০-১১।

প্রহসনগুলি প্রকাশিত হইবার পর অনেকে এগুলি লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্র একটি পত্রে সেই কালে রাজনারায়ণ বসুকে লিখিয়াছিলেন—

It is a wonder to me how the author could paint so humorous a picture with one hand, while the other was busy with depicting the Miltonic grandeur of Tillottama.—‘জীবন-চরিত,’ পৃ. ৪২৬।

রাজেন্দ্রলাল তাঁহার ‘বিবিধার্থ-সঙ্গুহে’ মধুসূদনের ‘একেই কি বলে সভ্যতা’র আলোচনা করিয়াছিলেন, আমরা নিম্নে তাহা অংশত উদ্ধৃত করিতেছি—

“ইয়ং বেঙ্গাল” অভিধেয় নব বাবুদিগের দোষোদ্বেষণই বর্তমান প্রহসনের এক মাত্র উদ্দেশ্য ; এবং তাহা যে অবিকল হইয়াছে ইহার প্রমাণার্থে আমরা এই মাত্র বলিতে পারি যে ইহাতে যে সকল ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে প্রায়ঃ তৎসমুদায়ই আমাদের জানিত কোন না কোন নব বাবুদ্বারা আচরিত হইয়াছে।— ৫ম পর্ব, ৬০ খণ্ড, পৃ. ২৮১।

রামগতি ঞায়রত্ন মহাশয় তাঁহার “বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালাসাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব” (ইং ১৮৭৩) পুস্তকে প্রহসন দুইখানির আলোচনা করিয়াছিলেন। নিজে গোঁড়া হিন্দু ছিলেন বলিয়া শেষ প্রহসনখানি তিনি বরদাস্ত করিতে পারেন নাই। কিন্তু নববাবুদের চরিত্র লইয়া রচিত ‘একেই কি বলে সভ্যতা’র যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন—

আমাদিগের বিবেচনায় এরূপ প্রকৃতির যতগুলি পুস্তক হইয়াছে, তন্মধ্যে এইখানি সর্বোৎকৃষ্ট। ইহার দ্বারা কলিকাতাবাসী অনেক নববাবুর চরিত্র চিত্রিত হইয়াছে, এবং সেই চিত্রগুলি যে, কিরূপ যথাযথ ও হাস্যরসোদ্দীপক হইয়াছে, তাহা পাঠকগণ একবার পাঠ করিয়া দেখিবেন।—পৃ. ২৬৭।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার “Bengali Literature” প্রবন্ধে (শতবার্ষিক সংস্করণ, বঙ্কিম-গ্রন্থাবলী, *Essays and Letters*, পৃ. ৩৭-৩৮) এই নাটকটির প্রভূত প্রশংসা করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন—

Is this Civilization? is the best (farce) in the language.

‘বঙ্গভাষার লেখক’ পুস্তকে অক্ষয়চন্দ্র সরকার-লিখিত “পিতা-পুত্র” অধ্যায়ে মধুসূদনের প্রহসন দুইটি লইয়া আলোচনা আছে।

পরিশেষে, ‘জীবন-চরিত’-প্রণেতা যোগীন্দ্রনাথ বসুর নিকট একটি পত্রে লিখিত কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের স্মৃতি-কথা হইতে এই দুইটি প্রহসনের অভিনয়-সম্পর্কে জ্ঞাতব্য কথাগুলি উদ্ধৃত করিতেছি—

...It is true that the two farces “একেই কি বলে সভ্যতা” and “বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ” were written by our friend Michael for the Belgachia Theatre, but they were not acted there. This may provoke enquiry, and would require an explanation. That explanation can be given only by two persons now living. The first is our respected Maharajah Bahadur Sir Joteendra Mohun Tagore, and the second my humble self. But as the Maharajah has not touched that point in his memorandum, I think it incumbent on me to say a few words by way of explanation.

After the farces were printed at the expense of the Rajahs of Paikpara, and the characters were cast, the rehearsals commenced. But an adverse circumstance occurred which prevented their being brought on the stage. A few of the "young Bengal" class getting a scent of the farce "একেই কি বলে সভ্যতা?" and feeling that the caricature made in it touched them too closely, raised a hue and cry, and choosing for their leader a gentleman of position and affluence who, they knew, had some influence with the Rajahs, deputed him to dissuade them from producing the farce on the boards of their Theatre. This gentleman (also a "young Bengal") fought tooth and nail for the success of his mission. The Rajahs would not yield at first, but under great pressure were obliged to give up the farce. Rajah Issur Chander Sing was so disgusted at this affair that he resolved not only to give up the other farce too, but to have no more Bengali plays acted at the Belgachia Theatre. This circumstance was not made known to our friend, Michael, who pestered me with repeated enquiries why the farces were not taken up in earnest by the Belgachia dramatic corps. Is it because we all think that they are not well written? I could only give him an evasive reply saying, that as one farce exposes the faults and failings of 'young Bengal,' and the other those of the old Hindus, and as the Rajahs were popular with both the classes they did not wish to offend either class by having them acted in their Theatre. This circumstance drew from Modhu the remark in one of his letters to me, "Mind, you broke my wings once about the farces; if you play a similar trick this time, I shall forswear Bengali and write books in Hebrew or Chinese!"

I may mention here *inter alia* that after this affair about the Bengali farces, Rajah I. C. Sing made every preparation for having some English farces acted on the boards of the Belgachia Theatre, and rehearsals actually commenced. The persons who took parts in these farces were the Rajah himself, Babu, latterly Raja, Rajendra Lall Mitter, Babu Dinanath Ghose, my humble self, and one or two other amateurs. Babu (now Maharaja Bahadur Sir) Joteendra Mohun Tagore was all along opposed to the acting of English plays or farces on the boards of a Bengalee Theatre. However the untimely death of Rajah I. C. Sing on the 29th March, 1861 put an end to the project for ever. Our Belgachia Theatre was broken up.

I must not omit to mention here that though “একেই কি বলে
সভ্যতা” and “কৃষ্ণকুমারী” failed to find a favourable reception at
the Belgachia or the Pathuriaghata Theatre, they met with
an enthusiastic welcome from the “Shobha Bazar Theatrical
Society.” The farce was acted there in 1865, and the tragedy
in 1866.—পৃ. ৬৭৬-৭৭, ৬৮১।

এই দুইটি গ্রন্থের অভিনয় সম্বন্ধে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-প্রকাশিত
‘বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস’ (৩য় সংস্করণ), পৃ. ৫৬-৮ ও পৃ. ৬৬ দ্রষ্টব্য।

একেই কি বলে সভ্যতা ?
[১২৬৯ সালে মুদ্রিত দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে]

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

কর্তা মহাশয়

গৃহিণী

নব বাবু

প্রসন্নময়ী

কালী বাবু

হরকামিনী

বাবাজী

নৃত্যকালী

বৈদ্যনাথ

কমলা

পয়োধরী }
নিতম্বিনী } খেমটাওয়ালী

বাবুদল, সারজন, চৌকিদার, যন্ত্রীগণ, খানসামা, বেহারা, দরওয়ান,
মালী, বরফওয়ালী, মুটিয়াদ্বয়, মাতাল, বারবিলাসিনীদ্বয় ইত্যাদি।

একেই কি বলে সভ্যতা ?

(প্রহসন)

প্রথমাঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

নবকুমার বাবুর গৃহ ।

নবকুমার এবং কালীনাথ বাবু—আসীন ।

কালী । বল কি ?

নব । আর ভাই বলবো কি । কর্তা এত দিনের পর বৃন্দাবন হতে ফিরে এসেছেন । এখন আমার বাড়ী থেকে বেরনো ভার ।

কালী । কি সর্বনাশ ! তবে এখন এর উপায় কি ?

নব । আর উপায় কি ? সভাটা দেখি এলিশ' কতো হলো ।

কালী । বাঃ, তুমি পাগল হলে না কি ? এমন সভা কি কেউ কখন এলিশ' করে থাকে ? এত তুফানে নৌকা বাঁচিয়ে এনে, ঘাটে এসে কি হাল্ ছেড়ে দেওয়া উচিত ? যখন আমাদের সবক্রিপ্‌সন্ লিষ্ট' অতি পুয়র' ছিল, তখন আমরা নিজে থেকে টাকা দিয়ে সভাটি সেভ' করেছিলাম, এখন—

নব । আরে ও সব কি আমি আর জানি নে, যে তুমি আমাকে আবার নতুন করে বলতে এলে ? তা আমি কি ভাই সাধ করে সভা উঠিয়ে দিতে চাচ্ছি ? কিন্তু করি কি ? কর্তা এখন কেমন হয়েছেন যে দশ মিনিট যদি আমি বাড়ী ছাড়া হই, তা হলে তখনি তত্ত্ব করেন । তা ভাই, আমার কি আর এখন সভায় এটেও' দেবার উপায় আছে । (দীর্ঘ নিশ্বাস ।)

কালী । কি উৎপাত ! তোমার কথা শুনে, ভাই, গলাটা একেবারে ষেন শুধিয়ে উঠলো । ওহে নব, বলি কিছু আছে ?

নব । হব' ! অত চেঁচিয়ে কথা কয়ো না, বোধ করি একটা ব্যাঙ আছে ।

কালী। (সহর্ষে) জষ্ট দি থিং'। তা আনো না দেখি।

নব। রসো দেখ্‌চি। (চতুর্দ্দিগ অবলোকন করিয়া) কর্তা বোধ করি
এখনো বাড়ীর ভিতর থেকে বেরোন নি। (উচ্চস্বরে) ওরে বোদে।
নেপথে। আজ্ঞে যাই।

কালী। আজ রাত্রে কিন্তু, ভাই একবার তোমাকে যেতেই হবে।
(স্বগত) হাঃ, এ বুড়ো বেটা কি অকালের বাদল হয়ে আমাদের প্লেজর'
নষ্ট কন্তো এলো? এই নব আমাদের সদার, আর মনি ম্যাটারে' এই
বিশেষ সাহায্য করে; এ ছাড়লে যে আমাদের সর্বনাশ হবে, তার
সন্দেহ নাই।

(বোদের প্রবেশ।)

নব। কর্তা কোথায় রে?

বৈজ্ঞ। আজ্ঞে দাদাবাবু, তিনি এখন বাড়ীর ভিতর থেকে বেরোন নি।

নব। তবে সেই বোতলটা আর একটা গ্লাস্, শীঘ্র করে আন তো।

[বোদের প্রস্থান।

কালী। ভাল নব, তোমাদের কর্তা কি খুব বৈষ্ণব হে?

নব। (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) ও ছুঃখের কথা ভাই আর
কেন জিজ্ঞাসা কর? বোধ করি কল্কাতায় আর এমন ভক্ত ছুটি নাই।

(বোতল ইত্যাদি লইয়া বোদের পুনঃপ্রবেশ।)

কালী। এদিকে দে।

নব। শীঘ্র নেও ভাই। এখন আর সে রাবণও নাই, সে সোনার
লঙ্কাও নাই।

কালী। না থাকলো তো বোয়ে গেল কি! এ তো আছে? (বোতল
প্রদর্শন।) হা, হা, হা! (মৃগপান।)

নব। আরে করো কি, আবার?

কালী। রসো ভাই, আরো একটুখানি খেয়ে নি। দেখ, যে গুড্
জেনেরেল'^১ হয়, সে কি সুযোগ পেলে তার প্যোরিসনে^২ প্রোবিজন্^৩
জমাতে কণ্ডুর করে? হা, হা, হা! (পুনর্মৃগপান।)

নব। (বোদের প্রতি) বোতল আর গ্লাসটা নিয়ে যা, আর শীগগীর
গোটাকতক পান নিয়ে আয়।

[বোদের প্রস্থান।

কালী। এখন চল ভাই, তোমাদের কর্তার সঙ্গে একবার দেখা করা
যাগ্গে। আজ কিন্তু তোমাকে যেতেই হবে, আজ তোমাকে কোন্ শালা
ছেড়ে যাবে।

নব। তোমার পায়ে পড়ি, ভাই, একটু আস্তে আস্তে কথা কও।

(পান লইয়া বোদের পুনঃপ্রবেশ।)

কালী। দে, এদিকে দে।

নেপথ্যে। ও বৈষ্ণনাথ

[বোদের প্রস্থান।

নব। এই যে কর্তা বাইরে আস্চেন। নেও, আর একটা পান নেও।

কালী। আমি ভাই পান তো খেতে চাই নে, আমি পান কস্তো চাই।

সে যা হউক তবে চল না, কর্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি গিয়ে।

নব। (সহাস্ত্র বদনে) তোমার, ভাই, আর অতো ক্লেশ স্বীকার কস্তো
হবে না। কর্তা তোমার গাড়ী দরোজায় দেখলেই আপনি এখানে এসে
উপস্থিত হবেন এখন।

কালী। বল কি? আই সে, '° তোমার চাকর বেটাকে, ভাই,
আর একটু ত্রাণি দিতে বল তো; আমার গলাটা আবার যেন শুখ্যে
উঠছে।

নব। কি সর্বনাশ! এম্নিই দেখ্ছি তোমার একটু যেন নেশা
হয়েছে; আবার খাবে?

কালী। আচ্ছা, তবে থাকুক্। ভাল, কর্তা এখানে এসে কি বলবো
বল দেখি?

নব। আর বলবে কি? একটা প্রণাম করে আপনার পরিচয় দিও।

কালী। কি পরিচয় দেবো বলো দেখি, ভাই? তোমাদের কর্তাকে কি
বলবো যে আমি বিএরের '°—মুখটি—স্বকৃতভঙ্গ—সোণাগাছিতে আমার
শত শব্দ—না না শব্দ নয়—শত শাবুড়ির আলুয়, আর উইল্‌সনের '°
আখড়ায় নিত্য মহাপ্রসাদ পাই—হা, হা, হা!

নব। আঃ, মিছে তামাসা ছেড়ে দেও, এখন সস্তি কি বলবে বল দেখি ?
এক কৰ্ম কর, কোন একটা মস্ত বৈষ্ণব ফ্যামিলির '৩ নাম ঠাওরাতে পার ?
তা হলে আর কথাটি কইতে হয় না।

কালী। তা পারবো না কেন ? তবে একটু মাটি দেও, উড়ে বেয়ারাদের
মতন নাকে তিলক কেটে আগে সাধু হয়ে বসি।

নব। না হে না। (চিন্তা করিয়া) গরাণহাটার কোন্ ঘোষ না পরম
বৈষ্ণব ছিল ?—তার নাম তোমার মনে আছে ?—ঐ যে যার ছেলে আমাদের
সঙ্গে এক ক্লাশে '১ পড়তো ?

কালী। আমি ভাই গরাণহাটার প্যারী তার ছুকরি বিন্দি ছাড়া
আর কাকেও চিনি না।

নব। কোন্ প্যারী হে ?

কালী। আরে, গোদা প্যারী। সে কি ? তুমি কি গোদা প্যারীকে
চেন না ? ভাই, একদিন আমি আর মদন যে তার বাড়ীতে যেয়ে কত
মজা করেছিলেম তার আর কি বলবো। সে যাক, এখন কি বলবো তাই
ঠাওরাও।

নব। (চিন্তা করিয়া) হাঁ—হয়েছে। দেখ, কালী, তোমার কে
একজন খুড়ো পরম বৈষ্ণব ছিলেন না ? যিনি বৃন্দাবনে গিয়ে মরেন।

কালী। হাঁ, একটা ওল্ড ফুল '৬ ছিল বটে, তার নাম, কৃষ্ণপ্রসাদ
ঘোষ।

নব। তবে বেশ হয়েছে। তুমি তাঁর পরিচর দিও, বাপের নামটা
চেপে যাও।

কালী। হা, হা, হা !

নব। দূর পাগল, হাসিস্ কেন ?

কালী। হা, হা, হা ! ভাল তা যেন হলো, এখন বৈষ্ণব বেটাদের ছই
একখানা। পুঁথির নাম তো না শিখলে নয়।

নব। তবেই যে সারলে। আমি তো সে বিষয়ে পরম পণ্ডিত। রসো
দেখি। (চিন্তা করিয়া) শ্রীমদ্ভগবদগীতা—গীতগোবিন্দ—

কালী। গীত কি ?

নব। জয়দেবের গীতগোবিন্দ।

কালী। ধর—শ্রীমতী ভগবতীর গীত, আর—বিন্দা দূতীর গীত—

নব। হা, হা, হা! ভায়ার কি চমৎকার মেমরি ১২।

কালী। কেন, কেন ?

নব। হু! কর্তা আসছেন। দেখ, ভাই, যেন একটা বেশ করে প্রণাম করো।

(কর্তা মহাশয়ের প্রবেশ)

কালী। (প্রণাম।)

কর্তা। চিরজীবী হও বাপু, তোমার নাম কি ?

কালী। আজ্ঞে, আমার নাম শ্রীকালীনাথ দাস ঘোষ। মহাশয়, আপনি—কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়কে বোধ করি জানতেন। আমি তাঁর ভ্রাতৃপুত্র—

কর্তা। কোন্ কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ ?

কালী। আজ্ঞে, বাঁশবেড়ের—

কর্তা। হাঁ, হাঁ, হাঁ। তুমি স্বর্গীয় কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের ভ্রাতৃপুত্র ; যিনি শ্রীবৃন্দাবনধাম প্রাপ্ত হন।

কালী। আজ্ঞে হাঁ।

কর্তা। বেঁচে থাক, বাপু। বসো। (সকলের উপবেশন।) তুমি এখন কি কর, বাপু ?

কালী। আজ্ঞে, কালেজে নবকুমার বাবুর সঙ্গে এক ক্লাশে পড়া হয়েছিল এক্ষণে কর্ম কাজের চেষ্টা করা হচে।

কর্তা। বেশ, বাপু। তোমার স্বর্গীয় খুড়া মহাশয় আমার পরম মিত্র ছিলেন। আমি তোমার সম্পর্কে জ্যেষ্ঠা হই, তা জান ?

কালী। আজ্ঞে।

কর্তা। (স্বগত) আহা, ছেলেরি দেখতে শুনেও যেমন, আর তেমনি সুশীল। আর না হবেই বা কেন ? কৃষ্ণপ্রসাদের ভ্রাতৃপুত্র কি না ?

কালী। জ্যেষ্ঠা মহাশয়, আজ নবকুমার দাদাকে আমার সঙ্গে একবার যেতে আজ্ঞা করুন—

কর্তা। কেন বাপু, তোমরা কোথায় যাবে ?

কালী। আজ্ঞে আমাদের জ্ঞানতরঙ্গিণী নামে একটা সভা আছে, সেখানে আজ মিটিং ১০ হবে।

কর্তা। কি সভা বললে বাপু?

কালী। আজ্ঞে জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা।

কর্তা। সে সভায় কি হয়?

কালী। আজ্ঞে, আমাদের কালেজে থেকে কেবল ইংরাজী চর্চা হয়েছিল, তা আমাদের জাতীয় ভাষা তো কিঞ্চিৎ জানা চাই, তাই এই সভাটি সংস্কৃতবিদ্যা আলোচনার জন্তে সংস্থাপন করেছি। আমরা প্রতি শনিবার এই সভায় একত্র হয়ে ধর্মশাস্ত্রের আন্দোলন করি।

কর্তা। তা বেশ কর। (স্বগত) আহা, কৃষ্ণপ্রসাদের ভ্রাতৃপুত্র কি না! আর এ নবকুমারেরও তো আমার ঔরসে জন্ম। (প্রকাশে) তোমাদের শিক্ষক কে বাপু?

কালী। আজ্ঞে, কেনারাম বাচস্পতি মহাশয়, যিনি সংস্কৃত কালেজের প্রধান অধ্যাপক—

কর্তা। ভাল, বাপু, তোমরা কোন্ সকল পুস্তক অধ্যয়ন কর, বল দেখি?

কালী। (স্বগত) আ মলো! এতক্ষণের পর দেখছি সাল্লা। (প্রকাশে) আজ্ঞে—শ্রীমতী ভগবতীর গীতা আর—বোপদেবের বিন্দা দূতী।

কর্তা। কি বললে, বাপু?

নব। আজ্ঞে, উনি বলছেন শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা আর জয়দেবের গীতগোবিন্দ।

কর্তা। জয়দেব? আহা, কবিকুল-তিলক, ভক্তিরস-সাগর।

কালী। জ্যেষ্ঠা মহাশয়, যদি আজ্ঞে হয় তবে এক্ষণে আমরা বিদায় হই।

কর্তা। কেন, বেলা দেখছি এখনো পাঁচটা বাজে নি, তা তোমরা, বাপু, এত সকালে যাবে কেন?

কালী। আজ্ঞে, আমরা সকাল সকাল কৰ্ম নিৰ্বাহ করবো বলে সকালে যেতে চাই, অধিক রাত্রি জাগলে পাছে বেমো-টেমো হয়, এই ভয়ে সকালে মীট ১১ করি।

কর্তা। ভাল, বাপু, তোমরা কোন্ সকল পুস্তক অধ্যয়ন কর, বল দেখি ?

কালী। (স্বগত) আ মলো! এতক্ষণের পর দেখছি সাল্লা। (প্রকাশে) আজ্ঞে—শ্রীমতী ভগবতীর গীত আর—বোপদেবের বিন্দা দূতী।

কর্তা। কি বল্লে, বাপু ?

নব। আজ্ঞে, উনি বল্ছেন শ্রীমদ্ভবদগীতা আর জয়দেবের গীতগোবিন্দ।

কর্তা। জয়দেব ? আহা, হা, কবিকুল-তিলক, ভক্তিরস-সাগর।

কালী। জ্যেষ্ঠা মহাশয়, যদি আজ্ঞে হয় তবে এক্ষণে আমরা বিদায় হই।

কর্তা। কেন, বেলা দেখছি এখনো পাঁচটা বাজে নি, তা তোমরা, বাপু, এত সকালে যাবে কেন ?

কালী। আজ্ঞে, আমরা সকল কৰ্ম নিৰ্বাহ করবো বলে সকালে যেতে চাই, অধিক রাত্রি জাগলে বেমো-টেমো হয়, এই ভয়ে সকালে মীট করি।

কর্তা। তোমাদের সভাটা কোথায়, বাপু ?

কালী। আজ্ঞে, সিকদার পাড়ার গলিতে।

কর্তা। আচ্ছা বাপু, তবে এসো গে। দেখো যেন অধিক রাত্রি করো না।

নব এবং কালী। আজ্ঞে না।

[উভয়ের প্রস্থান।

কর্তা। (স্বগত) এই কলিকাতা সহর বিষম ঠাই, তাতে করে ছেলোটিকে কি একলা পাঠয়ে ভাল কল্যোম ? (চিন্তা করিয়া) একবার বাবাজীকে পাঠয়ে দি না কেন, দেখে আশুক ব্যাপারটাই কি ? আমার মনে যেন কেমন সন্দেহ হচ্ছে যে নবকে যেতে দিয়ে ভাল করি নাই।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

সিকদার পাড়া ষ্ট্রীট।

(বাবাজীর প্রবেশ।)

বাবাজী। (স্বগত) এই তো সিকদার পাড়ার গলি, তা কই ? নব বাবুর সভাভবন কই ? রাধেকৃষ্ণ। (পরিক্রমণ) তা, দেখি এই বাড়ীটিই বুঝি হবে। (দ্বারে আঘাত।)

নেপথ্যে। তুমি কে গা ? কাকে খুঁজচো গা ?

বাবাজী। ওগো, এই কি জ্ঞানতরঙ্গিণী সভার বাড়ী ?

নেপথ্যে। ও পুঁটি দেখতো লা, কোন্ বেটা মাতাল এসে বুঝি দরজায় ঘা মাচ্ছে। ওর মাথায় খানিক জল ঢেলে দে তো।

বাবাজী। (স্বগত) প্রভো, তোমারি ইচ্ছে। হায়, এত দিনের পর কি মাতাল হলেম !

নেপথ্যে। তুই বেটা কে রে ? পালা, নইলে এখনি চৌকিদার ডেকে দেবো।

বাবাজী। (বেগে পরিক্রমণ করিয়া সরোষে) কি আপদ ! রাধেকৃষ্ণ ! কর্তা মহাশয়ের কি আর লোক ছিল না, যে তিনি আমাকেই এ কর্মে পাঠালেন ? (পরিক্রমণ) এই দেখ্চি একজন ভদ্রলোক এদিকে আস্চে, তা একেই কেন জিজ্ঞাসা করি নে।

(একজন মাতালের প্রবেশ।)

মাতাল। (বাবাজীকে অবলোকন করিয়া) ওগো, এখানে কোথা যাত্রা হচ্ছে গা ?

বাবাজী। তা বাবু, আমি কেমন করে বলবো ?

মাতাল। সে কি গো ? তুমি না সং সেক্চেচ ?

বাবাজী। রাধেকৃষ্ণ !

মাতাল। তবে, শালা, তুই এখানে কচ্চিস্ কি ? হাঃ শালা।

[প্রস্থান।

বাবাজী। কি সৰ্বনাশ ! বেটা কি পাষণ্ড গা ? রাধেকৃষ্ণ ! এ গলিতে কি কোন ভদ্রলোক বসতি করে গা ?—এ আবার কি ? (অবলোকন করিয়া) আহাহা, স্ত্রীলোক ছুটি যে দেখতে নিতান্ত কদাকার তা নয়। এঁরা কে ?—হরেকৃষ্ণ, হরেকৃষ্ণ। (একদৃষ্টে অবলোকন।)

(দুই জন বারবিলাসিনীর পশ্চাতে দৃষ্টি করিতে করিতে প্রবেশ।)

প্রথম। ওলো বামা, গুরো পোড়ারমুখোর আক্কেল দেখলি ? আমাদের সঙ্গে যাচ্চি বলে আবার কোথায় গেল ?

দ্বিতীয়। তবে বুঝি আস্ত্য আস্ত্য পদীর বাড়ীতে ঢুকেচে। তোর যেমন পোড়া কপাল, তাই ও হতোভাগাকে রেখেচিস। আমি হলে এত দিনে কুলোর বাতাস দিয়ে বিদায় কর্তুম।

প্রথম। দাঁড়া না, বাড়ী যাই আগে। আজ মুড়ো খেঙ্গরা দে বিষ ঝাড়বো। আমি তেমন বান্দা নই, বাবা। এই বয়েসে কত শত বেটার নাকের জলে, চক্ষের জলে করে ছেড়েচি। চল না, আগে মদনমোহন দেখে আসি ; এসে ওর শ্রাদ্ধ করবো এখন।

দ্বিতীয়। তুই যদি তাই পারবি তা হলে আর ভাবনা কি—ও থাকি, ঐ মোল্লার মতন কাচা খোলা কে একটা দাঁড়য়ে রয়েছে, দেখ্ ?

প্রথম। হ্যাঁ তো, হ্যাঁ তো। এই যে আমাদের দিকে আসচে। ওলো বামা, ওটা মোল্লা নয় ভাই, রসের বৈরিগী ঠাকুর। ঐ যে কুঁড়োজালি হাতে আছে। (হাস্ত করিয়া) আহাহা, মিন্‌ষের রকম দেখ না—যেন তুলসীবনের বাঘ।

বাবাজী। (নিকটে আসিয়া) ওগো, তোমরা বলতে পার, এখানে জ্ঞানতরঙ্গিনী সভা কোথা ?

দ্বিতীয়। তরঙ্গিণী আবার কে? (থাকিকে ধারণ করিয়া হস্ত ।)
বাবাজী, তরঙ্গিণী তোমার বধুমীর নাম বুঝি?

প্রথম। আহা, বাবাজী, তোমার কি বধুমী হারয়েচে? তা পথে
পথে কেঁদে বেড়ালে কি হবে? যা হবার তা হয়েছে, কি করবে ভাই?
এখন আমাদের সঙ্গে আসবে তো বল?—কেমন বামা, ভেক নিতে পারবি?

দ্বিতীয়। কেন পারব না? পাঁচ সিকে পেলেই পারি। কি বল,
বাবাজী।

প্রথম। বাবাজী আর বলবেন কি? চল্ আমরা বাবাজীকে হরিবোল
দিয়ে নিয়ে যাই। বল হরি, হরিবোল।

বাবাজী। (স্বগত) কি বিপদ! রাধেকৃষ্ণ। (প্রকাশে) না বাছা,
তোমরা যাও, আমার ঘাট হয়েছে।

দ্বিতীয়। হেঁ, আমরা যাব বই কি? তোমার তো সেই তরঙ্গিণী বই
আর মন উঠবে না? তা, আমরা যাই, আর তুমি এইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে
কাঁদ। (বাবাজীর মুখের নিকট হস্ত নাড়িয়া) “সাধের বধুমী প্রাণ হারয়েছে
আমার”।

[দুই জন বারবিলাসিনীর প্রস্থান।

বাবাজী। আঃ, কি উৎপাত! এত যন্ত্রণাও আজ কপালে ছিল!—
কোথাই বা সভা আর কোথাই বা কি? লাভের মধ্যে কেবল আমারি যন্ত্রণা
সার। (পরিক্রমণ করিয়া) যদি আবার ফিরে যাই তা হলে কর্তাটি রাগ
করবেন। আমি যে ঘোর দায়ে পড়লেম! এখন করি কি? (চিন্তাভাবে
অবস্থিতি, পরে সম্মুখে অবলোকন করিয়া) হেঁ, ভাল হয়েছে, এই একটা
মুষ্কিলআসান আস্চে, এর পিছনের আলোয় আলোয় এই বেলা প্রস্থান
করি—না—ও মা, এ যে সারজন সাহেব, রোঁদ ফিরতে বেরয়েচে
দেখচি; এখানে চূপ করে দাঁড়িয়ে থাকলে কি জানি যদি চোর বল্যে ধরে?
কিন্তু এখন যাই কোথা? (চিন্তা) তাই ভাল, এই আড়ালে দাঁড়াই—
ও মা, এই যে এসে পড়লো। (বেগে পলায়ন।)

(সারজন ও চৌকিদারের আলোক লইয়া প্রবেশ ।)

সার । হাল্লো' ! চওকীডার ! এক আডমী ওটার ডৌড়কে গিয়া
নেই ?

চৌকি । নেই ছাব, হামতো কুচ নেহি দেখা ।

সার । আলবট্ গিয়া, হাম্ ডেকা । টোম্ জল্‌ডী ডৌড়কে যাও,
উষ্টরফ ডেকো, যাও—যাও—জল্‌ডী যাও, ইউৎ সুওর ।

চৌকি । (বেগে অশ্রু দিকে গমন করিতে করিতে) কোন্‌ হেয় রে,
খাড়া রও ।

সার । ড্যাম ইউর আইজ —ইটার, ইউ ফুলং ।

চৌকি । (ভয়ে) হাঁ ছাব, ইধর্ । (বেগে প্রস্থান ।)

সার । (ক্রোধে) আ ! ইফ আই ক্যেন্‌ ক্যেচ হিম°—

নেপথে । (উচ্চৈঃস্বরে) পাকডো পাকডো—উছ্‌ছ্‌ছ্‌—

নেপথে । আমি যাচ্ছি বাবা, আর মারিস নে বাবা, দোহাই বাবা,
তোর পায়ে পড়ি বাবা ।

নেপথে । শালা চোট্টা, তোমারা ওয়াস্তে দৌউড়কে হামারা জান গীয়া ।

নেপথে । উছ্‌ছ্‌ছ্‌ছ্‌—বাবা, আমি চোর নই বাবা, আমি ভেকধারী
বৈষ্ণব, বাবা ।

(বাবাজীকে লইয়া চৌকিদারের প্রবেশ ।)

সার । আ ইউৎ, টোম্ চোট্টা হেয় ?

বাবাজী । (সত্রাসে) না সাহেব বাবা, আমি কিছু জানি নে,
আমি—গ্যে, গ্যে, গ্যে—

সার । ছেং ইউর° গ্যে, গ্যে, গ্যে,—চুপরাও, ইউ র্‌ডী নিগর্,°
ডেকলাও টোমারা ব্যেগ°মে কিয়া হেয় । (বলপূর্বক মালা গ্রহণ করিয়া
আপনার গলায় পরিধান) হা, হা, হা, হা ! বাপ রে বাপ,—হাম বড়া হিঁহু
হুয়া—রাচে, কিস্‌ ডে ! হা, হা, হা !

বাবাজী। (সত্রাসে) দোহাই সাহেব মহাশয়, আমি গরিব বৈষ্ণব, আমি কিছু জানি নে, দোহাই বাবা, আমাকে ছেড়ে দেও।—(গমনোচ্ছত।)

চৌকি। খাড়া রও, শালা।

বাবাজী। দোহাই কোম্পানির—দোহাই কোম্পানির।

সার। হোল্ড ইউর টং, ইউ ব্ল্যাক্‌ক্রট্‌^৯। ইয়েহ্‌ ব্যোগ্‌মে^{১০} আওর কিয়া হেয় ডেকে গা। (বুলি বলপূর্বক গ্রহণ এবং চারি টাকা ভূতলে পতন।)

সার। দেট্‌স্‌ রাইট্‌! ইউ স্মুটি ডেভল্‌^{১১}। কেস্কা চোরি কিয়া? (চৌকিদারের প্রতি) ওস্কা ঠানেমে লে চলো।

বাবাজী। দোহাই সাহেবের, আমি চুরি করি নি, আমাকে ছেড়ে দেও—দোহাই ধর্ম্মঅবতার, আমি ও টাকা চাই নে।

সার। সো নেই হোগা, টোম্‌ ঠানেমে চলো—কিয়া? টোম্‌ যাগে নেই? আল্‌বট্‌ যানে হোগা।

চৌকি। চলবে, থানেমে চল্‌।

বাবাজী। দোহাই কোম্পানির—আমি টাকা কড়ি কিছুই চাই নে; তুমি বরঞ্চ টাকা নিয়ে যা ইচ্ছে হয় কর বাবা, কিন্তু আমাকে ছেড়ে দেও, বাবা।

সার। (হাস্তমুখে) কিয়া? টোম্‌ নেই মাংটা! (আপন জেবে টাকা রাখিয়া চৌকিদারের প্রতি) ওয়েল্‌ দেন্‌^{১২} হাম্‌ ডেক্‌টা ওস্কা কুচ্‌ কস্মুর নেই, ওস্কা ছোড়্‌ ডেও।

বাবাজী। (সোল্লাসে) জয় মহাপ্রভু।

চৌকি। (বাবাজীর প্রতি জনাস্তিকে) তোম্‌ হাম্‌কে। তো কুচ্‌ দিয়া নেহিঁ—আচ্ছা যাও, চলা যাও।

বাবাজী। না দাদা, আমি একবার জ্ঞানতরঙ্গিনী সভায় যাব।

চৌকি। হাঁ, হাঁ, ঐ বাড়ীমে—ও বড়া মজাকি জাগ্‌গা হেয়।

সার। ডেকে চোকীডার, রোপেয়াকা বাট্‌—(ওষ্ঠে অঙ্গুলি প্রদান।)

চৌকি। যো হুকুম, খাবিন্‌।

সার। মম্! ইজ্ দি ওয়াড, মাই বয়^{১০}! আবি চলো।

[সারজন ও চৌকিদারের প্রশ্ন।

বাবাজী। রাধেকৃষ্ণ! আঃ বাঁচলেম; আজ কি কুলগ্নেই বাড়ী থেকে বেরিয়েছিলেম! ভাগ্যে টাকা কটা সঞ্চে ছিল, আর সারজন বেটারও হাতপাতা রোগ আছে, তাই রক্ষে—নইলে আজকে কি হাজতেই থাকতে হতো, না কি হতো, কিছু বলা যায় না।

(হোটেল বাক্স লইয়া দুই জন মুটিয়ার প্রবেশ।)

এ আবার কি? রাধেকৃষ্ণ কি ছুর্গন্ধ! এ বেটারা এখানে কি আনছে?
(অন্তে অবস্থিতি।)

প্রথম। ইঃ, আজ্ যে কত চিজ্ পেটিয়েচে তার হিসাব নাই, মোর গরদান্টা যেন বেঁকে যাচ্ছে।

দ্বিতীয়। দেখ্ মামু, এই হেঁতু বেটারাই ছুনিয়াদারির মজা করে ছেলে। বেটারগো কি আরামের দীন, ভাই।

প্রথম। মর বেকুফ্, ও হারাম্খোর বেটারগো কি আর দীন আছে? ওরা না মানে আল্লা, না মানে ছেবতা।

দ্বিতীয়। লেকীন্ ক্যেবল এই গরুখেগো বেটারগো দৌলতেই মোগর পৌঁচঘর এত ফেপে ওট্তেচে; সাম হলেই বেটারা বাছড়ের মাফিক ঝাঁকে ঝাঁকে আসে পড়ে; আর কত যে খায়, কত যে পিয়ে যায়, তা কে বল্তি পারে।

প্রথম। ও কাদের মেঁয়া, মোদের কি সারারাত এহানে দেঁড়য়ে থাক্তি হবে? দরওয়ানজীকে ডাক না। ও দরওয়ানজী! এ নাড়ুয়াবাদি শালা গেল কোহানে?—ও দরওয়ানজী; দরওয়ানজী।

নেপথ্যে। কোন্ হেয় রে।

প্রথম। মোরা পৌঁচঘরের মুটে গো।

নেপথ্যে। আও, ভিতর চলে আও।

[মুটিয়াগণের প্রশ্ন।

বাবাজী। (অগ্রসর হইয়া স্বগত) কি আশ্চর্য্য! এসব কিসের বাক্স? উঃ, থু, থু, রাধেকৃষ্ণ! আমি তো এ জ্ঞানতরঙ্গিণী সভার বিষয় কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না।

নেপথ্যে। বেলফুল।

নেপথ্যে। চাই বরোফ্।

(মালী এবং বরফ্‌ওয়ালার প্রবেশ ।)

মালী। বেলফুল,—ও দরওয়ানজী, বাবুরো এসেচে।

নেপথ্যে। না, আবি আয়া নেহি, থোড়া বাদ আও।

বরফ্। চাই বরফ্—কি গো দরওয়ানজী।

নেপথ্যে—তোস্বি থোড়া বাদ আও।

[মালী এবং বরফ্‌ওয়ালার প্রস্থান।]

বাবাজী। (স্বগত) কি সর্বনাশ, আমি তো এর কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না।

নেপথ্যে দূরে। বেলফুল—চাই বরোফ্!

(যন্ত্রীগণ সহিত নিতম্বিনী আর পয়োধরীর প্রবেশ ।)

নিত। কাল্ যে ভাই কালীবাবু আমাকে ব্র্যোণ্ডি খাইয়েছিল—উঃ, আমার মাথাটা যেন এখনো ঘুচ্ছে। আজ যে ভাই আমি কেমন করে নাচবো তাই ভাব্‌চি।

পয়ো। আমার ওখানেও সদানন্দ বাবু কাল ভারি ধুম লাগিয়েছিল। আজ কাল সদানন্দ ভাই খুব তোয়ের হয়ে উঠেছে। এমন ইয়ার মানুষ আর ছুটি পাওয়া ভার।

যন্ত্রী। চল, ভিতরে যাওয়া যাউক্। ও দরওয়ানজী।

নেপথ্যে। কোন্‌ হায়?

পয়ো। বলি আগে ছয়র খোলো, তার পরে কোন্‌ হায় দেখতে পাবে এখন।

দৌবা। জী, মহারাজ।

নব। আচ্ছা, তোম যাও।

দৌবা। জো হুকুম, মহারাজ।

[প্রস্থান।

নব। আজ ভাই দেখ্‌চি এই বাবাজী বেটা একটা ভারি হেঙ্গাম করে
বস্বে এখন। বোধ করি, ও ঐ মাগীদের ভিতরে ঢুকতে দেখেছে।

কালী। পুঃ, তুমি তো ভারি কাউয়ার্ড^১ হে! তোমার যে কিছু
মরাল করেজ্^২ নেই। ও বেটাকে আবার ভয়?—চল।

নব। না হে না, তুমি ভাই এ সব বোঝ না। চল দেখি গে বেটার
হাতে কিছু ও কৰ্ম করে দিয়া যদি মুখ বন্দ কন্তো পারি।

কালী। নন্সেন্স^৩! তার চেয়ে শালাকে গোটাকত কিক্^৪ দিয়ে
একেবারে বৈকুণ্ঠে পাঠাও না কেন। ড্যাম্‌দি ক্রাট্^৫! ও শালাকে এ
পৃথিবীতে কে চায়? ওর কি আর কোন মিসন্^৬ আছে?

নব। দূর পাগল, এ সব ছেলেমানুষের কৰ্ম নয়। চল, আমরা দুজনেই
ওর কাছে যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

ইতি প্রথমাক।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

সভা।

কতিপয় বাবুর প্রবেশ।

চৈতন্য। নব রার কালী যে আজ এত দেরী করছে এর কারণ কি ?

বলাই। আমি তা কেমন করে বলবো ? ওহে ওদের কথা ছেড়ে দেও, ওরা সকল কর্ম্মই লীড্‌' নিতে চায়, আর ভাবে যে আমরা না হলে বুঝি আর কোন কর্ম্মই হবে না।

শিবু। যা বল ভাই, কিন্তু ওরা দুজনে লেখা পড়া বেশ জানে ?

বলাই। বিটুইন আওয়ার্সেলভস্‌, এমন কি জানে ?

মহেশ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, সকলেরি বিদ্যা জানা আছে! সে দিন যে নব একখানা চিঠি লিখেছিল, তা তো দেখিইছো, তাতে লিওলি মরের^০ যে দুর্দশা তা তোমনে আছে ?

বলাই। এতেও আবার প্রাইড্‌'টুকু দেখেছো ? কালী আবার ওর চেয়ে এক কাটি সরেস্‌।

চৈতন্য। আঃ, তারা ফ্রেণ্ড্‌ মানুষ, ও সকল কথায় কাজ কি ? বিশেষ ওরা আছে বলে তাই আজও সভা চলছে—তা জান ?

মহেশ। তা টুকুথ্‌^০ বলবো তার আর ফ্রেণ্ড্‌ কি ?

বলাই। আচ্ছা, সে কথা যাউক ; আমরাও তো মেম্বর^০ বটে, তবে তাদের দুজনের জগ্গে আমাদের ওএট্‌^০ করবার আবশ্যিক কি ?

শিবু। তাই তো। আমাদের তো কোরম্‌^০ হয়েছে, তবে এখন সভার কর্ম্ম আরম্ভ করা যাউক না কেন ?

মহেশ। হিয়র্, হিয়র্,^১ আমি এ মোসন সেকেণ্ড^১ করি।

বলাই। হা, হা, হা, এতে দেখছি কারো অবজেক্‌সন^১ নাই, একবার নেম্‌ কন^১—ব্রাভো!^১ হা, হা, হা।

মহেশ। (ঘড়ি দেখিয়া) নটা বাজতে কেবল পাঁচ মিনিট বাকী আছে, বোধ করি নব আর কালী আজ এলো না, তা আমি চৈতন্য বাবুকে চ্যারম্যান্‌ প্রোপোজ্‌^১ করি।

সকলে । হিয়র, হিয়র ।

চৈতন । (গাত্রোথান করিয়া) জেণ্টেলমেন,^{১০} আপনারা অনুগ্রহ করে আমাকে যে পদে নিযুক্ত কল্লেন, তার কৰ্ম আমি যত দূর পারি প্রাণপণে চালাতে কসুর করবো না,—নাউ টু বিজনেস্^{১১} ।

সকলে । হিয়র, হিয়র ! (করতালি ।)

চৈতন । (উচ্চস্বরে) খানসামা—বেয়ারা—

নেপথ্যে । জী, আজ্ঞে ।

চৈতন । গোটা দুই ব্রাণ্ডি আর তামাক নে আয় । (উপবিষ্ট হইয়া)
যদি কারো বিয়ার খেতে ইচ্ছা হয় তো বল ।

বলাই । এমন সময়ে কোন্ শালা বিয়ার খায় ।

সকলে । হিয়র, হিয়র ।

(খানসামা এবং বেয়ারার মদ্য এবং তামাক লইয়া প্রবেশ ।)

চৈতন । সব বাবু লোক্কো সরাব দেও, (সকলের মদ্য পান) আর
বোতল গ্লাস সব হিঁয়া ধর্ দেও ।

খান । আচ্ছা বাবু ।

[বোতল ইত্যাদি রাখিয়া প্রস্থান ।

চৈতন বেয়ারা—ঐ খেমটাওয়ালীদের ডেকে দে তো । আর দেখ,
খানিকটে বরফ আন ।

বেয়ারা । যে আজ্ঞে ।

[প্রস্থান ।

বলাই । আমি আমাদের নতুন চেয়ারমেনের হেল্থ^{১২} দিতে চাই ।

সকলে । হিয়র, হিয়র (মদ্যপান করিয়া) হিপ্, হিপ্, হরে,
হরে^{১৩} ।

(নিতম্বিনী, পয়োধরী এবং যম্মীগণের প্রবেশ ।)

চৈতন । আরে এসো, বসো! কেমন ভাই, চিনতে পার ? তবে
ভাল আছ তো ? (সকলের উপবেশন ।)

নিত । যেমন রেখেছেন ।

চৈতন। আমি আর তোমাকে রেখেছি কই? আমার কি তেমন
কপাল?

সকলে। ব্রাভো, হিয়ার, (করতালি)।

চৈতন। ও পয়োধরি, একটু এদিকে সরে বসো না।

পয়ো। না, আমি বেশ আছি।

চৈতন। (দ্বিতীয়ের প্রতি) বলাই বাবু, এঁদের একটু কিছু
খাওয়াও না।

চৈতন। এই এসো (সকলের মতপান)।

শিব। (চতুর্থের প্রতি) ও শালা, তুই ঘুমুচ্চিস না কি?

মহেশ। (হাই তুলিয়া) না হে তা নয়, ঘুমবো কেন?— নব
আসে নি বটে?

সকলে। (হাস্য করিয়া) ব্রাভো, ব্রাভো।

চৈতন। (পয়োধরীর হস্ত ধারণ করিয়া) একটি গাও না ভাই।

পয়ো। এর পর হলে ভাল হয় না?

চৈতন। না না, আবার কেন? শুভ কর্মে বিলম্বে কাজ কি।

পয়ো। আচ্ছা তবে গাই, (যন্ত্রীদিগের প্রতি) আড়খেম্টা।

গীত

রাগিণী শঙ্করা তাল খেম্টা

এখন্ কি আর নাগর্ তোমার

আমার্ প্রতি, তেমন্ আছে।

নূতন্ পেয়ে পুরাতনে

তোমার্ সে যতন্ গিয়েছে ॥

তখন্কার ভাব থাকতো যদি,

তোমায় পেতেম্ নিরবধি,

এখন, ওহে গুণনিধি,

আমায় বিধি বাম্ হয়েছে।

যা হবার আমার হবে,

তুমি তো হে সুখে রবে,

বল দেখি শুনি তবে,

কান্ নতুনে মন মজেছে ॥

সকলে। কিয়াবাৎ, সাবাস্, বেঁচে থাক বাবা, জীতা রও বাবা।

চৈতন। ও বলাই বাবু, তুমি কেমন সাকী হে ?

বলাই। সাকী আবার কি ?

চৈতন। যে মদ দেয় তাকে পার্শ্বীতে সাকী বলে।

শিবু। (গাইয়া) “গর্ ইয়ার নহো সাকী”—তা, এসো (সকলের, মত্ত পান)।

চৈতন। চুপ কর তো, কে যেন উপরে আসছে না ?

বলাই। বোধ করি নব আর কালী—

(নব এবং কালীর প্রবেশ।)

সকলে। (সকলে গাত্রোখান করিয়া) হিপ্ হিপ্ হুরে।

কালী। (প্রমত্তভাবে) হুরে, হুরে।

নব। বসো, ভাই, সকলে বসো, (সকলের উপবেশন) দেখ ভাই আজ আমাদের একসকিউজ্ ২০ কর্তে হবে, আমাদের একটু কর্ম ছিল বলে তাই আসতে দেরি হয়ে গেছে।

শিবু। (প্রমত্তভাবে) ছাট্‌স এ লাঠ ২১।

নব। (ক্রুদ্ধভাবে) হোয়াট, ২২ তুমি আমাকে লায়র ২৩ বল ? তুমি জান না আমি তোমাকে এখনি গুট ২৪ করবো ?

চৈতন। (নবকে ধরিয়া বসাইয়া) হাঃ, যেতে দেও, যেতে দেও, একটা ট্রাইফ্লিং ২৫ কথা নিয়ে মিছে ঝকড়া কেন ?

নব। ট্রাইফ্লিং! ও আমাকে লাইয়র ২৬ বললে—আবার ট্রাইফ্লিং ? ও আমাকে বাঙ্গালা করে বললে না কেন ? ও আমাকে মিথ্যাবাদী বললে না কেন ? তাতে কোন শালা রাগতো ? কিন্তু—লাইয়র—এ কি বরদাস্ত হয়।

চৈতন। আরে যেতে দেও, ও কথার আর মেন্সন ২৭ করো না।
(উপবেশন করিয়া।)

নব। কি গো পয়োধরি, নিতম্বিনি, তোমরা ভাল আছ তো ?

পয়ো। হ্যাঁ, আমরা তো আছি ভাল, কিন্তু তোমায় যে বড় ভাল দেখছি নে—এখন তোমাকে ঠাণ্ডা দেখলে বাঁচি।

নব। আমি তো ঠাণ্ডাই আছি, তবে এখন গরম হবো—ওহে বলাই, একটু ব্রোণ্ডি দেও তো।

সকলে। ওহে আমাদের ভুলো না হে। (সকলের মতপান।)

নব। ওহে কালী, তুমি যে চুপ করে রয়েচো।

কালী। আমি ঐ বৈষ্ণব শালার ব্যবহার দেখে একেবারে অবাক হয়েছি। শালা এদিকে মালা ঠক্ ঠক্ করে, আবার ঘুষ খেয়ে মিথ্যা কথা কইতে স্বীকার পেলে? শালা কি হিপক্রীট^{২৫}।

নব। মরুক, সে থাক্। ও পয়োধরি, তোমরা একবার ওঠ না, নাচটা দেখা যাক।

সকলে। না না, আগে তোমার ইস্পীচ^{২৬}।

নব। (গাত্রোথান করিয়া) আচ্ছা; জেন্টেলমেন, আপনারা সকলে এই দেয়ালের প্রতি একবার চেয়ে দেখুন; এই যে কয়েকটি অক্ষর দেখছেন, এই সকল একত্র করে পড়লে “জ্ঞানতরঙ্গিনী সভা” পাওয়া যায়।

সকলে। হিয়ার, হিয়ার।

নব। জেন্টেলমেন, এই সভার নাম জ্ঞানতরঙ্গিনী সভা—আমরা সকলে এর মেম্বর—আমরা এখানে মীট কর্যে যাতে জ্ঞান জন্মে তাই করে থাকি—এও^{২৭} উই আর জলি গুড, ফেলোজ্^{২৮}।

সকলে। হিয়ার, হিয়ার, উই আর জলি গুড ফেলোজ্।

নব। জেন্টেলমেন, আমাদের সকলের হিন্দুকুলে জন্ম, কিন্তু আমরা বিদ্যাবলে সুপারসিনের^{২৯} শিকলি কেটে ফ্রী^{৩০} হয়েছি; আমরা পুস্তলিকা দেখে হাঁটু নোয়াতে আর স্বীকার করি নে, জ্ঞানের বাতির দ্বারা আমাদের অজ্ঞান অন্ধকার দূর হয়েচে; এখন আমার প্রার্থনা এই যে, তোমরা সকলে মাথা মন এক করে, এদেশের সোসীয়াল রিফরমেশন^{৩১} যাতে হয় তার চেষ্টা কর।

সকলে। হিয়ার, হিয়ার।

নব। জেন্টেলমেন, তোমাদের মেয়েদের এজুকেট^{৩২} কর—তাদের স্বাধীনতা দেও—জাতভেদ তফাৎ কর আর বিধবাদের বিবাহ দেও—তা হলে এবং কেবল তা হলেই, আমাদের প্রিয় ভারতভূমি ইংলণ্ড প্রভৃতি সভ্য দেশের সঙ্গে টক্কর দিতে পারবে—নচেৎ নয়।

সকলে। হিয়ার, হিয়ার।

নব। কিন্তু জেটেলম্যোন, এখন এ দেশ আমাদের পক্ষে যেন এক মস্ত জেলখানা ; এই গৃহ কেবল আমাদের লিবরটি হল * অর্থাৎ আমাদের স্বাধীনতার দালান ; এখানে যার যে খুসি, সে তাই কর। জেটেলম্যোন, ইন্ দি নেম্ অব ফ্রীডম, লেট্ অস এঞ্জয় আওরসেল্ভস্ * ।

(উপবেশন ।)

সকলে। হিয়ার, হিয়ার,—হিপ, হিপ, হুরে, হু—রে ; লিবরটি হল—বি ফ্রী—লেট্ অস এঞ্জয় আওরসেল্ভস্ ।

নব। ওরে বলাই, একবার সকলকে দেও না ।

বলাই। আচ্ছা,—এই এসো (সকলের মদ্যপান) ।

নব। তবে এইবার নাচ আরম্ভ হোক। কম্, ওপেন্ দি ব্ল, মাই বিউটিস্ * ।

পয়ো, নিত। নৃত্য এবং গীত ।

নব। কিয়াবাং, জীতা রও। বেঁচে থাক, ভাই ।

কালী। হুরে, জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা ফর এভর্ ।

সকলে। জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা ফর এভর্ * (করতালি) ।

নব। চল ভাই, এখন সপর টেবিলে * যাওয়া যাউক ।

চৈতন। (গাত্রোথান করিয়া)—থী চিয়ার্স ফর্ * আমাদের চ্যারম্যান ।

সকলে। হিপ্, হিপ্, হিপ্—হুরে ! হু—রে- হুরে ।

নব। ও পয়োধরি, তুমি, ভাই, আমার আরম্ভ নেও ।

পয়ো। তোমার কি নেবো, ভাই ?

নব। এসো, আমার হাত ধর ।

কালী। ও নিতম্বিনি, তুমি ভাই, আমাকে ফেভর * কর। আহা ! কি সফট * হাত !

সকলে। ব্রাভো। (করতালি ।)

[যন্ত্রীগণ ব্যতীত সকলের প্রস্থান ।

তবলা। ও ভাই, দেখো তো ও বোতলটায় আর কিছু আছে কি না ।

বেহালা। কৈ, দেখি ? হ্যা, আছে। এই নেও (উভয়ের মদ্যপান)

তবলা। আঃ, খাসা মাল যে হে।

নেপথ্যে। হিপ, হিপ, হুরে।

বেহালা। চল ভাই এক ছিলিম গাঁজার চেঁটা দেখি গিয়ে—এ
ব্রাণ্ডিতে আমাদের সানে না।

[সকলের প্রশ্নান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

নবকুমার বাবুর শয়নমন্দির

প্রসন্নময়ী, নৃত্যকালী, কমলা এবং হরকামিনী আসীন।

প্রসন্ন। এই নেও—

নৃত্য। কি খেললে ভাই?

প্রসন্ন। চিড়িতনের দহলা।

নৃত্য। আরে মলো, চিড়িতন যে রঙ, ক্রপ খেললি কেন?

প্রসন্ন। তুই, ভাই, মিছে বকিস্ কেন? হাতে রঙ না থাকে পাস

দে যা।

নৃত্য। এই এসো, আমি টেকা মারলেম।

হর। এই নেও।

নৃত্য। ও কি ও, পাস দিলে যে?

হর। হাতে ক্রপ না থাকলে পাস দেবো না তো কি করবো।

নৃত্য। এস কমল, এবার ভাই তোমার খেলা।

হর। আমি ভাই বিবি দিলাম।

নৃত্য। মর্, ও যে আমাদের পিট, তুই বিবি দিলি কেন?

কমলা। বাঃ বিবি দেবে না তো কি? সায়েব কোথা?

নৃত্য। এই যে সাহেব আমার হাতে রয়েছে—?

কমলা। আমি তো ভাই আর জান নই।

নৃত্য। মর্ ছুঁড়ি, খেলার ইসারায় বুঝতে পারিস্ নে? তোর মোত্তন
বোকা মেয়ে তো আর ছুঁড়ি নাই লা, তুই যদি তাস না খেলতে পারিস্ তবে
খেলতে আসিস্ কেন?

কমলা। কেন, খেলতে পারবো না কেন ?

নৃত্য। একে কি কেউ খেলা বলে ? তুই আমার টেক্কার উপর বিবি দিলি।

কমলা। কেন ? বিবিটে ধরা গেলে বুঝি ভাল হতো ?

হর। আর ভাই, মিছে গোল করিস্ কেন ?

নৃত্য। (কমলার প্রতি) কি আপোদ, যখন সায়েব আমার হাতে আছে তখন তোর আর ভয় কি ?

কমলা। বস্, তুই পাগল হলি না কি লো ? তোর হাতে সাহেব তা আমি টের পাব কেমন করে লা ?

নৃত্য। তুই ভাই যদি তাস খেলা কাকে বলে তা জানতিস্ তবে অবিশি টের পেতিস্।

কমলা। ও প্রসন্ন, শুনলি তো ভাই, এমন কি কখন হয় ? বিবি ধরা গেমে, বিবি পালাবার বাগ পেলে কি কেউ তা ছাড়ে ?

নেপথ্যে। ও প্রসন্ন—

প্রসন্ন। চুপ্ কর্ লো, চুপ্ কর্, ঐ শোন্, মা ডাকচেন—

নেপথ্যে। ও বোউ—

প্রসন্ন। (উচ্চস্বরে) কি, মা—

নেপথ্যে। ওলো, তোরা ওখানে কি করচিস্ লা।

প্রসন্ন। (উচ্চস্বরে) আমরা মা, দাদার বিছানা পাড়চি।

হর। ও ঠাকুরঝি, তাস যোড়াটা ভাই, নুকোও, ঠাকরুণ দেখতে পেলে আর রক্ষে থাকবে না।

প্রসন্ন। (তাস বালিশের নীচে গোপন করিয়া) আয় ভাই আমরা সকলে এই চাদরখানা ধরে ঝাড়তে থাকি, তা হলে মা কিছু টের পাবেন না।

নৃত্য। আরে মলো—আবার টেক্কা—

কমলা। আরে তাতে বয়ে গেল কি ? সায়েব কি বিবি ধরতে পারে না ?

হর। তোদের পায়ে পড়ি ভাই চুপ কর্, ঐ দেখ্ ঠাকরুণ উপরে আসচেন। ধর, সকলে মিলে এই চাদরখানা ধর।

(গৃহিণীর প্রবেশ ।)

গৃহিণী । ওলো, তোরা এখানে কি করচিস্ লা ।

প্রসন্ন । এই যে মা, আমরা দাদার বিছানা পাড়চি ।

গৃহিণী । ও মা, তোদের কি সন্ধ্যা অবধি একটা বিছানা পাড়তে গেল ।
তা হবে না কেন ? তোরা এখন সব কলিকালের মেয়ে কি না ।

নৃত্য । কেন জেঠাইমা, আমরা কলিকালের মেয়ে কেন ?

গৃহিণী । আর তোরা দেখচি একেবারে কুড়ের সদার হয়ে পড়েচিস্ ।
ভাগ্যে আজ নব বাড়ী নেই, তা নৈলে তো সে এতক্ষণ শুতে আসতো ।

প্রসন্ন । হ্যাঁ মা দাদা আজ কোথায় গেছেন গা ?

গৃহিণী । ঐ যে রামমোহন রায়—না—কার কি সভা আছে— ?

কমলা । ছোটদাদা কি তবে তাঁর জ্ঞানতরঙ্গিণী সভায় গেছেন ?

হর । (জনাস্তিকে প্রসন্নের প্রতি) তবেই হয়েছে ! ও ঠাকুরঝি,
আজ দেখচি তোর ভারি আছলাদের দিন ! দেখ, হয়তো তোর দাদা
আজ আবার এসে তোকে নিয়ে সেই রকম রঙ্গ বাধায় ।

গৃহিণী । বউ মা কি বলছে, প্রসন্ন ?

নেপথ্যে । ও বেমোল, মা ঠাকুরগণ কোথায় গো ? কস্তা মশায়
বৈটকখানা থেকে উঠেছেন ।

গৃহিণী । তবে আমি যাই, তোরা মা বিছানা করে শীঘ্র নীচে আয় ।

[প্রস্থান ।

হর । (সহাস্ত্র বদনে) ও ঠাকুরঝি ! বল না রে, সে দিন তোর
ভাই কি করেছিল ?

প্রসন্ন । আঃ, ছি !

নৃত্য । কেন, কেন, কি করেছিল ? বল না কেন, ভাই ?

হর । (সহাস্ত্র বদনে) বল না ঠাকুরঝি ?

প্রসন্ন । না ভাই, তুই যদি আমাকে এত বিরক্ত করিস্, তবে এই
আমি চল্লেম ।

নৃত্য । কেন ? বল না কি হয়েছিল । ও ছোট বউ, তা তুই ভাই বল ।

হর । তবে বলবো ? সে দিন বাবু জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা থেকে ফিরে
এসে ঠাকুরঝিকে দেখেই অমনি ধরে ওর গালে একটি চুমো খেলেন ;

ঠাকুরঝি তো ভাই পালাবার জগ্গে ব্যস্ত, তা তিনি বললেন যে—কেন ? এতে দোষ কি ? সায়েবরা যে বোনের গালে চুমো খায়, আর আমরা কল্লেই কি দোষ হয় ?

প্রসন্ন । ছি, যাও মেনে, বউ ।

নৃত্য । ও মা, ছি ! ইংরিজী পড়লে কি লোক এত বেহায়া হয় গা ।

হর । আরও শোন্ না, আবার বাবু বলেন কি ?—

প্রসন্ন । তোর দাদা মদ খেয়ে কি করে লো ?

হর । কেন ভাই, সে জ্ঞানতরঙ্গিনী সভাতেও যায় না, আর বোনের গায়েও হাত দেয় না, আর যা করুক ; সে যা হউক, ঠাকুরঝি, তুই ভাই তোর দাদাকে নে না কেন ? আমি না হয় বাপের বাড়ী গিয়ে থাকি ; তোর ভাতার তো তোকে একবার মনেও করে না । তা নে, তুই ভাই, তোর দাদাকে নে ।

প্রসন্ন । হ্যা, আর তুই গিয়ে তোর দাদাকে নে থাক্ ।

নেপথ্যে । ছোড় দেও হামকো ।

নেপথ্যে । তোমার পায়ে পড়ি, দাদাবাবু, এত চেষ্টে কথা কয়ো না, কত্তা মশায় ঐ ঘরে ভাত খাচ্ছেন ।

নেপথ্যে । ডেম' কত্তা মশায় । আমি কি কারো তক্কা রাখি ?

কমলা । ঐ যে ছোট্টদাদা আসছেন ।

নৃত্য । আয়, ভাই, আমরা লুক্য়ে একটু তামাসা দেখি ।

হর । (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) না ভাই, আমার আর ওসব ভাল লাগে না । আঃ, সমস্ত রাতটা মুখ থেকে প্যাঁজ আর মদের গন্ধ ভক্ ভক্ করে বেরোবে এখন, আর এমন নাক্ ডাকুনি বোধ করি মরা মানুষও শুন্লে জেগে উঠে ! ছি !

কমলা । আয় লো আয় । (সকলের গুপ্তভাবে অবস্থিতি ।)

(নববাবুকে লইয়া বৈগুনাথের প্রবেশ ।)

নব । (প্রমত্তভাবে) বোদে—মাই গুড ফেলো—তাকে আমি রিফরম্ কতো চাই । তুই বুঝলি ?

বোদে । যে আজ্ঞে ।

নব । বোদে,—একটা বিয়ার—না, ঐ ব্রাণ্ডি ল্যাও ।

বৈষ্ণব। যে আজ্ঞে, আপনি যেয়ে ঐ বিছানায় বসুন। আমি ত্রাণ্ডি এনে দিচ্ছি। (স্বগত) দাদাবাবু যদি শীঘ্র ঘুমিয়ে না পড়ে, তবেই দেখছি আজ একটা কাণ্ড হবে এখন। কত্না এঁকে এমন দেখলে কি আর কিছু বাকী রাখবেন।

নব। (শয্যোপরি উপবিষ্ট হইয়া) ল্যাও—ত্রাণ্ডি ল্যাও—জলদি।

বৈষ্ণব। আজ্ঞে, এই যাই।

[প্রস্থান।

নব। (স্বগত) ড্যাম কত্না—ওল্ড ফুল° আর কদিন বাঁচবে? আমি প্রাণ থাকতে এ সভা কখনই এবলিশ কর্তে পারবো না। বুড়ো একবার চখ্ বুজলে হয়, তা হলে আর আমাকে কোন্ শালার সাধ্য যে কিছু বলতে পারে? হা, হা, হা, ওন্ট আই এঞ্জয় মিসেল্ফ?° (উচ্চস্বরে) ল্যাও—মদ ল্যাও।

হর। (কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া) কি সর্বনাশ! ওলো ঠাকুরঝি—
প্রসন্ন। (ঐ) কি?

হর। ঐ দেখচিস্, কত্না ঠাকুরগের ঘরে ভাত খেতে বসেছেন।

প্রসন্ন। তা আমি কি করবো?

হর। তুই, ভাই, কাছে গিয়ে তোর দাদাকে চুপ্ করতে বল না।

প্রসন্ন। (সভয়ে) ও মা, তা তো ভাই আমি পারবো না।

হর। (সহাস্ত্র বদনে) আঃ, তায় দোষ কি? তুই তো ভাই আর কচি মেয়েটি নোস, যে বেটাছেলের মুখ দেখলে ডরাবি? যা না লা।

নব। ল্যাও—মদ ল্যাও।

হর। ও মা? কি সর্বনাশ! (অগ্রসর হইয়া) কর কি? কত্না বাড়ীর ভেতরে ভাত খাচ্ছেন, তা জান?

নব। (সচকিতে) এ কি? পয়োধরী যে? আরে এসো, এসো। এ অভাজনকে কি ভাই তুমি এত ভালবাস, যে এর জন্তে ক্লেশ স্বীকার করে এত রাত্রে এই নিকুঞ্জবনে এসেছ—হা, হা, হা, এসো, এসো। (গাত্তোথান।)

হর। ও ঠাকুরঝি, কি বক্চে বুঝতে পারিস্ ভাই?

প্রসন্ন। (সহাস্ত্র বদনে) ও, ভাই, তোদের কথা, আমি আর ওর কি বুঝবো?

নব। (পরিক্রমণ করিতে করিতে) এসো ভাই, আমি তোমার ডেম্‌ড স্নেভ্‌।* এসো—(ভূতলে পতন।)

হর, প্রসন্ন, ইত্যাদি। (অগ্রসর হইয়া) ওমা, এ কি হলো ? (ক্রন্দন।)

নেপথ্যে। কেন, কেন, কি হয়েছে ?

(গৃহিণীর পুনঃপ্রবেশ।)

গৃহিণী। (নবকুমারকে অবলোকন করিয়া) এ কি, এ কি ? এ আমার সোনার চাঁদ যে মাটিতে গড়াচ্ছে ? ওমা, কি হলো ? (ক্রন্দন করিতে করিতে) ওঠো বাবা, ওঠো। ওমা, আমার কি হলো ! ওমা, আমার কি হলো ! ও প্রসন্ন, তুই ওঁকে একবার শীঘ্র ডেকে আনত লা। (প্রসন্নের প্রস্থান) ওমা, ওমা, আমার কি হলো ! (ক্রন্দন।)

নৃত্য। উঃ, জেঠাই মা, দেখ, দাদার মুখ দিয়ে কেমন একটা বদগন্ধ বেরুচ্ছে।

গৃহিণী। উঃ, ছি ! তাই তো লো। ওমা, এ কি সর্বনাশ ! আমার ছুধের বাছাকে কি কেউ বিষ্ টিষ্ খাইয়ে দিয়েছে না কি ? ওমা, আমার কি হবে ! (ক্রন্দন।)

(প্রসন্নের সহিত কর্তার প্রবেশ।)

কর্তা। এ কি ?

গৃহিণী। এই দেখ, আমার নব কেমন হয়ে পড়েছে। ওমা, আমার কি হবে !

কর্তা। (অবলোকন করিয়া সরোষে) কি সর্বনাশ, রাধেকৃষ্ণ ! হা ছুরাচার ! হা নরাধম ! হা কুলান্দার !

গৃহিণী। (সরোষে) এ কি ? বুড়ো হলে লোক পাগল হয় না কি ? যাও, তুমি আমার সোনার নবকে অমন করে বকুচো কেন ?

কর্তা। (সরোষে) সোনার নব ! হ্যাঁ ! ওকে যখন প্রসব করেছিলে, তখন নুন খাইয়ে মেরে ফেলতে পার নি ?

নব। হিয়র, হিয়র, ছরে।

গৃহিণী। ওমা, আবার কি হলো ! এমন এলোমেলো বকুচে কেন ? ওমা, ছেলেটিকে তো ভূতে টুতে পায় নি।

কর্তা। তোমার কি কিছুমাত্র জ্ঞান নাই? তুমি কি দেখতে পাচ্চ না যে ও লক্ষ্মীছাড়া মাতাল হয়েছে?

নব। হিয়র, হিয়র।

কর্তা। (সরোষে) চুপ্, বেহায়া, তোক কি কিছুমাত্র লজ্জা নাই?

নব। ড্যাম লজ্জা, মদ্ ল্যাও।

কর্তা। শুনলে তো?

গৃহিণী। ওমা, আমার এ দুধের বাছাকে এ সব্ কে শেখালে গা?

কর্তা। আর শেখাবে কে? এ কল্কাতা মহাপাপ নগর—কলির রাজধানী, এখানে কি কোন ভদ্র লোকের বসতি করা উচিত?

গৃহিণী। ওমা, তাই তো, এত কে জানে, মা?

কর্তা। কাল প্রাতেই আমি তোমাদের সকলকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রা করবো! এ লক্ষ্মীছাড়াকে আর এখানে রেখে কাজ নেই। চল, এখন আমরা যাই। এই বানরটা একটু ঘুমুক—

নব। হিয়র, হিয়র, আই সেকেণ্ড দি রেজোলুসন।

কর্তা। হায়, আমার বংশে এমন কুলাঙ্গার জন্মেছিল?

গৃহিণী। ও প্রসন্ন, ও কমলা, ওলো তোরা মা এখানে একটু থেকে আয়।

[কর্তা এবং গৃহিণীর প্রস্থান।

হর। (অগ্রসর হইয়া) ও ঠাকুরঝি, এই ভাই তোর দাদার দশা দেখ্। হায়, এই কল্কেতায় যে আজকাল কত অভাগা স্ত্রী আমার মতন এইরূপ যন্ত্রণা ভোগ করে তার সীমা নাই। হে বিধাতা! তুমি আমাদের উপর এত বাম হলে কেন?

প্রসন্ন। তা এ আজ আর নতুন দেখিলি না কি? জ্ঞানেতরঙ্গিণী সভাতে এই রকম জ্ঞানই হয়ে থাকে।

হর। তা বই আর কি, ভাই? আজকাল কল্কেতায় যারা লেখা পড়া শেখেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেরই কেবল এই জ্ঞানটি ভাল জন্মে। তা ভাই দেখ্ দেখি, এমন স্বামী থাকলিই বা কি আর না থাকলিই বা কি। ঠাকুরঝি! তাকে বলতে কি ভাই, এই সব দেখে শুনে আমার ইচ্ছে করে যে গলায় দড়ি দে মরি। (দীর্ঘনিশ্বাস) ছি, ছি, ছি! (চিন্তা করিয়া) বেহায়ারা আবার বলে কি, যে আমরা সাহেবদের মতন সভ্য হয়েছি। হা আমার পোড়া কপাল! মদ্ মাস খোয়েচলাটলি কল্লেই কি সভ্য হয়?— একেই কি বলে সভ্যতা?

(যবনিকা পতন।)

ইংরাজী কথার অর্থ

প্রথমমূহ

প্রথম গর্ভাক

১	এবলিশ্	...	রহিত।
২	সবক্রিপসন্ লিষ্ট	...	চাঁদার বাহ।
৩	পুস্বর	...	অল্প।
৪	সেভ্	...	রক্ষা।
৫	অ্যাটেণ্ড	...	উপস্থিতি।
৬	হব্	...	চুপ কর।
৭	জষ্ট দি থিং	...	তাইতো চাই।
৮	প্লেজর	...	আমোদ।
৯	মনি ম্যাটারে	...	টাকার বিষয়ে।
১০	গুড্ জেনেরেল	...	উত্তম সেনাপাক্ষ।
১১	গোরিসনে	...	দুর্গে।
১২	প্রোবিজন্	...	খাত্তসামগ্রী।
১৩	আই সে	...	আমি বলি।
১৪	বিএরের	...	মদের।
১৫	উইল্‌সনের	...	উইল্‌সন সাহেবের।
১৬	ফ্যামিলির	...	পরিবারের।
১৭	ক্রাশে	...	শ্রেণীতে।
১৮	গুড্ ফুল	...	বুড় পাগল।
১৯	মেমরি	...	স্মরণশক্তি।
২০	মিটাং	...	সভা।
২১	মীট্	...	সভায় উপস্থিত হওন।

দ্বিতীয় গর্ভাক

১	হান্নো	...	এ কি ?
২	ইউ	...	তুমি।
৩	ড্যাম্ ইণ্ড্ আইজ্, ইচার, ইউ ফুল...	...	তুই কি কাণা ? এদিকে বানর।

৪	ইফ আই কোন্ কোচ্, হিম্	..	যত্নপি আমি তাহাকে ধস্তো পারি চ
৫	আ ইউ	..	মবু বেটা।
৬	হোং ইওর	..	ছেড়ে দে তোর।
৭	ইউ ব্লডী নিগব্	..	তুই কাল ভূত।
৮	বোং	..	ধলিয়া।
৯	হোল্ড ইউর টং, ইউ ব্ল্যাক্ ক্রট্	..	চুপ করু শাম পণ্ড।
১০	বোংমে	..	ধলিয়ার ভিতর।
১১	দেট্,স্, রাইট্ ! ইউ স্টি ডেভল্	..	বটে বটে, কৃষ্ণ পিশাচ।
১২	ওয়েল্ দেন্	..	তবে।
১৩	মম্ ! ইজ্, দি ওয়ার্ড, মাই বয়	..	চুপ্।
১৪	মেমরি	..	স্মরণশক্তি।
১৫	ফাউল্ কট্লেট্	..	রামপক্ষীর মাংস।
১৬	মটন চপ্,	..	মেঘের জী।
১৭	কাউয়াড্	..	ভীক্।
১৮	মরাল করেজ্	..	আন্তরিক সাহস।
১৯	ননসেন্স	..	নিরর্থক শব্দ।
২০	কিক্	..	পদাঘাত।
২১	ড্যাম্ দি ক্রট্	..	মরুক, শালা।
২২	মিসন্	..	দৈবনিযুক্ত কর্ম।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাক

১	লীড্	..	প্রাধান্য।
২	বিটুইন্ আওয়ারসেল্ভস্	..	আমাদের বিবেচনায়।
৩	লিগুলি ময়ের	..	একজন প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণিক।
৪	প্রাইড্	..	দর্প।
৫	ফ্রেণ্ড্	..	বন্ধু।
৬	টুকুথ্	..	সত্য।
৭	মেম্বর	..	সভাসম্।
৮	ওএট্	..	অপেক্ষা করণ।

৯	কোরম্	...	কোন সমাজে যত লোক বৈঠক করিলে কার্যসিদ্ধি হয়—ইতি রামকমল সেন।
১০	হিয়র, হিয়র	...	শোন হে শোন।
১১	মোসন্ সেকেণ্ড	...	এও আমার মত।
১২	অবজেক্‌সন	...	বাধা।
১৩	নেম্ কন্	...	সকলেই যে এ বিষয়ে সম্মত।
১৪	ব্রাভো	...	সাবাস্।
১৫	চারম্যান প্রোপোজ	...	সভাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করিতে ইচ্ছা।
১৬	জেন্টেলমেন্	...	হে মহোদয়গণ।
১৭	নাউ টু বিজ্‌নেস	...	এস, এখন কর্ম আরম্ভ করা যাউক।
১৮	চেয়ারমেনের হেলথ্	...	সভাধ্যক্ষের স্বাস্থ্য।
১৯	হিপ্, হিপ্, ছরে ছরে	...	সাবাস্ সাবাস্।
২০	এক্সকিউজ	...	ক্ষমা করা।
২১	আর্টস এ লাই	...	মিথ্যা কথা।
২২	হোয়াট	...	কি ?
২৩	লায়র	...	মিথ্যাবাদী
২৪	শুট	...	গুলি করা।
২৫	টাইম্লীং	...	সামান্য।
২৬	লাইয়র	...	মিথ্যাবাদী।
২৭	মেসন	...	উল্লেখ।
২৮	হিপক্রীট	...	ভণ্ডতপস্বী।
২৯	ইম্পীচ	...	বক্তৃতা।
৩০	এণ্ড	...	এবং।
৩১	উই আর জলি গুড ফেলোজ	...	আমরা সকলেই মজার মানুষ।
৩২	সুপারস্টিমেনের	...	পৌত্তলিক ধর্মের।
৩৩	ক্রী	...	মুক্ত, স্বাধীন।
৩৪	সোসীয়াল রিফর্মেন	...	আচার ব্যবহারাদি, সভ্যতা।
৩৫	এজুকেট	...	শিক্ষাদান।
৩৬	লিবরটী হল	...	স্বাধীনতার হর্ম্য।
৩৭	জেন্টেলমেন, ইন দি নেম অব ক্রীডম লেট অস এঞ্জয় আওরসেল্‌তস্	...	হে মহোদয়গণ! এস, আমরা স্বাধীন হয়ে সুখ ভোগ করি।
৩৮	কম্, ওপেন্ দি ব্ল. মাই বিউটিস	...	হে সুন্দরীষয়, নৃত্য আরম্ভ কর।

৩৯	ফর এভর	...	চিরকালের নিমিত্ত ।
৪০	সপর টেবিলে	...	রাত্রিকালে ভোজনের স্থানে ।
৪১	খ্রী চিয়াস ফর	...	তিনবার চীংকার ।
৪২	ফেভর	...	অনুগ্রহ ।
৪৩	সফ্ ট	...	কোমল ।

দ্বিতীয়-গর্ভাঙ্ক

১	ড্যাম	...	মরু ।
২	মাই গুড ফেলো	...	হে আমার প্রিয়বর ।
৩	রিফরম্	...	সভ্য ।
৪	ড্যাম কস্তা—ওল্ড ফুল	...	মরুক কর্তা বুড় পাগল ।
৫	গুট আই এঞ্জয় মিসেল্ফ	...	আমি কি সুখভোগ করবো না ।
৬	ড্যাম্ ড স্নেভ্	...	ক্রীতদাস ।
৭	হিয়ার, হিয়ার, আই সেকেণ্ড দি রেজোলুসন	[শোন শোন, আমারও এই মত] ।	

বুড় জালকের ঘাড়ে রেঁ।

[১২৬৯ সালে মুদ্রিত দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে]

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

ভক্তপ্রসাদবাবু।

পঞ্চানন বাচস্পতি।

আনন্দ বাবু।

গদাধর।

হানিফ গাজি।

রাম

পুঁটি।

ফতেমা (হানিফের পত্নী)

ভগী।

পঞ্চী।

বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ

প্রথমাঙ্ক

প্রথম গর্তাঙ্ক

পুষ্করিণীতটে বাদামতলা।

গদাধর এবং হানিফ্ গাজীর প্রবেশ।

হানি। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) এবার যে পিরির দরগায় কত ছিন্নি দিছি তা আর বলবো কি। তা ভাই কিছুতেই কিছু হয়ে উঠলো না। দশ ছালা ধানও বাড়ী আন্তি পারুলাম না—খোদাতালার মজ্জি!

গদা। বিষ্টি না হলো কি কখনও ধান হয় রে? তা দেখ্ এখন কত্তাবাবু কি করেন।

হানি। আর কি করবেন? উনি কি আর খাজনা ছাড়বেন?

গদা। তবে তুই কি করবি?

হানি। আর মোর মাথা করবো! এখনে মলিই বাঁচি। এবার যদি লাজলখান্ আর গরু ছুটো যায় তা হলি তো আমিও গেলাম। হা আল্লা! বাপ্দাদার ভিটেটাও কি আখেরে ছাড়তি হলো!

গদা। এই যে কত্তাবাবু এদিকে আস্ছেন। তা আমিও তোর হয়ে তুই এক কথা বলতে কসুর করবো না। দেখ্ কি হয়!

(ভক্তবাবুর প্রবেশ।)

হানি। কত্তাবাবু, সালাম করি।

ভক্ত। (বৃক্ষমূলে উপবেশন করিয়া) হারে হান্কে, তুই বেটা তো ভারি বজ্জাত্। তুই খাজনা দিস্ নে কেন রে, বল তো? (মালা জপন।)

হানি। আগে কত্তা, এবারহার ফসলের হাল আপনি তো সব ওয়াকিফ্ হয়েছেন।

ভক্ত। তোদের ফসল হোক আর না হোক তাতে আমার কি
বয়ে গেল।

হানি। আগে, আপনি হচ্যেন কত্তা—

ভক্ত। মর্ বেটা, কোম্পানীর সরকার তো আমাকে ছাড়বে না।
তা এখন বল—খাজনা দিবি কি না।

হানি। কত্তাবাবু, বন্দা অনেক কল্যে রাইওৎ, এখনে আপনি আমার
উপর মেহেরবানি না কল্যি আমি আর যাবো কনে। আমি এখনে বারোটি
গোশা পয়সা ছাড়া আর এক কড়াও দিতি পারি না।

ভক্ত। তুই বেটা তো কম বজ্জাত্ নস্ রে। তোর ঠেয়ে এগারো
সিকে পাওয়া যাবে, তুই এখন তাতে কেবল তিন সিকে দিতে চাস্।
গদা—

গদা। আজ্ঞেএএএ।

ভক্ত। এ পাজি বেটাকে ধরে নে যে জমাদারের জিষে করে দে
আয় তো।

গদা। যে আজ্ঞে। (হানিফের প্রতি) চল রে।

হানি। কত্তাবাবু, আমি বড় কাল রাইওৎ। আপনার খায়ে
পরেই মানুষ হইছি, এখনে আর যাবো কনে?

ভক্ত। নে যা না—আবার দাঁড়াস্ কেন ?

গদা। চল না।

হানি। দোয়াই কত্তার, দোয়াই জমীদারের। (গদার প্রতি
জনাস্তিকে) তুই ভাই আমার হয়ে ছুএট্টা কথা বল না কেন ?

গদা। আচ্ছা তবে তুই একটু সরে দাঁড়া। (ভক্তের প্রতি
জনাস্তিকে) কত্তাবাবু—

ভক্ত। কি রে—

গদা। আপনি হান্ফেকে এবারকার মত মাফ করুন।

ভক্ত। কেন ?

গদা। ও বেটা এবার যে ছুঁড়ীকে নিকে করেছে তাকে কি আপনি
দেখেছেন ?

ভক্ত। না।

গদা। মশায়, তার রূপের কথা আর কি বলবো। বয়েস বছর উনিশ, এখনও ছেলে পিলে হয় নি, আর রঙ যেন কাঁচা সোণা।

ভক্ত। (মালা শীঘ্র জপিতে জপিতে) অ্যা, অ্যা, বলিস্ কি রে?

গদা। আজ্ঞে, আপনার কাছে কি আর মিথ্যে বলচি? আপনি তাকে দেখতে চান তো বলুন।

ভক্ত। (চিন্তা করিয়া) মুসলমান মাগীদের মুখ দিয়ে যে প্যাঁজের গন্ধ ভক্ভক্ করে বেরোয় তা মনে হলো বমি এসে।

গদা। কতাবাবু, সে তেমন নয়।

ভক্ত। (চিন্তা করিয়া) মুসলমান! যবন! য়েচ্ছ! পরকালটাও কি নষ্ট করবো?

গদা। মশায়, মুসলমান হলো তো বয়ে গেল কি? আপনি না আমাকে কত বার বলেছেন যে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে গোয়ালাদের মেয়েদের নিয়ে কেলি কতেন।

ভক্ত। দীনবন্ধো, তুমিই যা কর। হাঁ, স্ত্রীলোক—তাদের আবার জাত কি? তারা তো সাক্ষাৎ প্রকৃতিস্বরূপা, এমন তো আমাদের শাস্ত্রেও প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে;—বড় সুন্দরী বটে, অ্যা? আচ্ছা ডাক, হান্ফেকে ডাক।

গদা। ও হানিফ্, এদিকে আয়।

হানি। অ্যা, কি?

ভক্ত। ভাল, আমি যদি আজ তিন সিকে নিয়ে তোকে ছেড়ে দি তবে তুই বাদ্বাকি টাকা কবে দিবি বল্ দেখি?

হানি। কতামশায়, আল্লাতাল্লা চায় তো মাস ছাড়েকের বিচেই দিতি পারবো।

ভক্ত। আচ্ছা, তবে পয়সাপুলো দেওয়ান্জীকে দে গে।

হানি। (সহর্ষে) য্যাগ্যে কস্তা, (স্বগত) বাঁচলাম। বারো গণ্ডা পয়সা তো গাঁটি আছে, আর আট সিকে কাছায় বান্ধে আনেছি, যদি বড় পেড়াপিড়ি কস্তো তা হলি সব দিয়ে ফ্যালতাম্। (প্রকাশে) সালাম কস্তা।

[প্রস্থান।

ভক্ত। ওরে গদা—

গদা। আজ্ঞেএএএ।

ভক্ত। এ ছুঁড়ীকে তো হাত কতো পারবি ?

গদা। আজ্ঞে, তার ভাবনা কি ? গোটা কুড়িক্ টাকা খরচ কল্যে—

ভক্ত। কু-ড়ি টা-কা! বলিস্ কি ?

গদা। আজ্ঞে এর কম হবে না, বরঞ্চ জেয়াদা নাগলেও নাগদে পারে, হাজারো হোক ছুঁড়ী বউমানুষ কি না।

ভক্ত। আচ্ছা, আমি যখন বৈটকখানায় যাবো তখন আসিস্. টাকা দেওয়া যাবে।

গদা। যে আজ্ঞে।

ভক্ত। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) ও কে বাচম্পতি না ?

(বাচম্পতির প্রবেশ।)

কে ও ? বাচম্পতি দাদা যে! প্রণাম। এ কি ?

বাচ। আর দুঃখের কথা কি বলবো, এত দিনের পর মা ঠাকুরপের পরলোক হয়েছে! (রোদন।)

ভক্ত। বল কি ? তা এ কবে হলো ?

বাচ। অগ্ৰ চতুর্থ দিবস।

ভক্ত। হয়েছিল কি ?

বাচ। এমন কিছু নয়, তবে কি না বড় প্রাচীন হয়েছিলেন।

ভক্ত। প্রভো, তোমারই ইচ্ছা! এ বিষয়ে ভাই আক্ষেপ করা বৃথা।

বাচ। তা সত্য বটে, তবে এক্ষণে আমি এ দায় হতে যাতে মুক্ত হই তা আপনাকে কতো হবে। যে কিঞ্চিৎ ব্রহ্মত্র ভূমি ছিল, তা তো আপনার বাগানের মধ্যে পড়াতে বাজ্জিয়াপ্ত হয়ে গিয়েছে।

ভক্ত। আরে, যা হয়ে বয়ে গিয়েছে সে কথা আর কেন ?

বাচ। না, সে তো গিয়েইছে—“গতশ্চ শোচনা নাস্তি”—সে তো এমনেও নেই অমনেও নেই, তবে কি না আপনার অনেক ভরসা করে থাকি, তা, যাতে এ দায় হতে উদ্ধার হতে পারি, তা আপনাকে অবশ্যই করতে হবে।

ভক্ত। আমার ভাই এ নিতান্ত কুসময়, অতি অল্প দিনের মধ্যেই প্রায়
বিশ হাজার টাকা খাজনা দাখিল কতো হবে।

বাচ। আপনার এ রাজসংসার। না কমলার কৃপায় আপনার অপ্রতুল
কিসের? কিঞ্চিৎ কটাক্ষ কল্যে আমার মত সহস্র লোক কত দায় হতে
উদ্ধার হয়।

ভক্ত। আমি যে এ সময়ে ভাই তোমার কিছু উপকার করে উঠি, এমন
তো আমার কোন মতেই বোধ হয় না। তা তুমি ভাই অন্তরে চেপ্তা কর।
দেখি, এর পরে যদি কিছু কতো পারি।

বাচ। বাবুজী, আপনি হচেন ভূস্বামী, রাজা; আপনার সম্মুখে তো
আর অধিক কিছু বলা যায় না; তা আপনার যা বিবেচনা হয় তাই করুন।
(দীর্ঘনিশ্বাস) এক্ষণে আমি তবে বিদায় হলেম।

ভক্ত। প্রণাম।

[বাচস্পতির প্রস্থান।]

আঃ, এই বেটারাই আমাকে দেখছি ডুবুলে। কেবল দাও! দাও!
বই আর কথা নাই। ওরে গদা—

গদা। আজ্ঞেএএ।

ভক্ত। ছুঁড়ী দেখতে খুব ভাল তো রে!

গদা। কস্তামশায়, আপনার সেই ইচ্ছেকে মনে পড়ে তো!

ভক্ত। কোন্ ইচ্ছে?

গদা। আজ্ঞে, ঐ যে ভট্টাচার্য্যদের মেয়ে। আপনি যাকে—
(অর্কোক্তি)—তার পরে যে বেরিয়ে গিয়ে কসবায় ছিল।

ভক্ত। হাঁ! হাঁ! ছুঁড়ীটে দেখতে ছিল ভাল বটে (দীর্ঘনিশ্বাস
পরিত্যাগ করিয়া) রাধে কৃষ্ণ! প্রভো তুমিই সত্য। তা সে ইচ্ছের এখন
কি হয়েছে রে?

গদা। আজ্ঞেসে এখন বাঙ্কারে হয়ে পড়েছে। হান্ফের মাগ তার
চাইতেও দেখতে ভাল।

ভক্ত। বলিস্ কি! অ্যা? আজ রাতে ঠিকঠাক কতো পারবি
তো?

গদা। আজ্ঞে, আজ না হয় কাল পরশুর মধ্যে করে দেব।

ভক্ত । দেখ, টাকার ভয় করিস না। যত খরচ লাগে আমি দেব।
গদা । যে আজ্ঞে। (স্বগত) কত্তাটি এমনি খেপে উঠলিই তো
আমরা বাঁচি,—গো মড়কেই মুচির পার্বণ।

ভক্ত । (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) ও—কে ও রে ?

গদা । আজ্ঞে, ও ভগী আর তার মেয়ে পাঁচি। জল আন্তে আস্চে।

ভক্ত । কোন্ ভগী রে ?

গদা । আজ্ঞে, পীতেশ্বরে তেদীর মাগ।

ভক্ত । ঐ কি পীতেশ্বরের মেয়ে পঞ্চী ? এযে গোবরে পদ্মফুল
ফুটেছে।

গদা । আজ্ঞে, ও আজ দুদিন হল শশুরবাড়ী থেকে এসেছে।

ভক্ত । (স্বগত) “মেদিনী হইল মাটি নিতম্ব দেখিয়া। অত্মপি
কাঁপিয়া উঠে থাকিয়া থাকিয়া ॥” আহা! “কুচ হৈতে কত উচ্চ মেরু চূড়া
ধরে। শীহরে কদম্ব ফুল দাড়িম্ব বিদরে ॥”

গদা । (স্বগত) আবার ভাব্ লাগলো দেখচি। বুড়া হলে
লোভান্তি হয়; কোন ভালমন্দ জিনিস সামনে দিয়ে গেলে আর রক্ষে
থাকে না।

ভক্ত । ওরে গদা—

গদা । আজ্ঞেএএ।

ভক্ত । এদিকে কিছু কতো টতো পারিস ?

গদা । আজ্ঞে, ও বড় সহজ কথা নয়। ওর বড়মানুষের ঘরে বিয়ে
হয়েছে শুনেছি।

(কলসী লইয়া ভগী এবং পঞ্চীর প্রবেশ।)

ভক্ত । ওগো বড়বউ, এ মেয়েটি কে গা ?

ভগী । সে কি কত্তাবাবু ? আপনি আমারে পাঁচিকে চিন্তে
পারেন না ?

ভক্ত । এই কি তোমার সেই পাঁচি ? আহা, ভাল ভাল, মেয়েটি বেঁচে
থাকুক্। তা এর বিয়ে হয়েছে কোথায় ?

ভগী । আজ্ঞে খানাকুল কৃষ্ণনগরে পালেদের বাড়ী।

ভক্ত । হাঁ, হাঁ, তারা খুব বড়মানুষ বটে। তা জামাইটি কেমন গা ?

ভগ্নী। (স্বগর্বে) আজ্ঞে জামাইটি দেখতে বড় ভাল। আর কল্কেতায় থেকে লেখাপড়া শেখে। শুনেছি যে লাট সাহেব তারে নাকি বড় ভালবাসেন, আর বছর২ এক একখানা বই দিয়ে থাকেন।

ভক্ত। তবে জামাইটি কল্কেতাতেই থাকে বটে ?

ভগ্নী। আজ্ঞে হাঁ। মেয়েটিকে যে এবার মশায় কত করে এনেছি তার আর কি বলবো। বড় ঘরে মেয়ে দিলে এই দশাই ঘটে।

ভক্ত। হাঁ, তা সত্য বটে। (স্বগত) ছুঁড়ীর যৌবনকাল উপস্থিত, তাতে আবার স্বামী থাকে বিদেশে। এতেও যদি কিছু না কত্যা পারি তবে আর কিসে পারবো। (প্রকাশে) ও পাঁচি, একবার নিকটে আয় তো তোকে ভাল করে দেখি। সেই তোকে ছোটটি দেখেছিলেম, এখন ছুই আবার ডাগর ডোগরটি হয়ে উঠেচিস্।

ভগ্নী। যা না মা, ভয় কি ? কস্তাবাবুকে গিয়ে দণ্ডবৎ কর, বাবু যে তোর জেঠা হন।

পঞ্চী। (অগ্রসর হইয়া প্রণাম করিয়া স্বগত) ও মা! এ বুড় মিন্‌সে তো কম নয় গা। এ কি আমাকে খেয়ে ফেলতে চায় না কি ? ও মা, ছি! ও কি গো? এ যে কেবল আমার বুকের দিকেই তাকিয়ে রয়েছে? মর্।

ভক্ত। (স্বগত) “শীহরে কদম্ব ফুল দাড়িম্ব বিদরে।” আহা হা।

ভগ্নী। আপনি কি বলছেন ?

ভক্ত। না। এমন কিছু নয়। বলি মেয়েটি এখানে কদিন থাকবে।

ভগ্নী। ওর এখানে এক মাস থাকবার কথা আছে।

ভক্ত। (স্বগত) তা হলেই হয়েছে। ধনঞ্জয় অষ্টাদশ দিনে একাদশ অক্ষৌহিনী সেনা সমরে বধ করেন,—আমি কি আর এক মাসে একটা তেলীর মেয়েকে বশ কত্যা পারবো না? (প্রকাশে) কৃষ্ণ হে তোমার ইচ্ছে।

ভগ্নী। কস্তাবাবু! আপনি কি বলছেন ?

ভক্ত। বলি, পীতাম্বর ভায়া আজ কোথায় ?

ভগ্নী। সে মূনের জন্ত কেশবপুরের হাটে গেছে।

ভক্ত। আসবে কবে ?

ভগী । আজ্ঞে চার পাঁচ দিনের মধ্যে আসবে বলে গেছে । কত্তাবাবু, এখন আমরা তবে ঘাটে জল আনতে যাই ।

ভক্ত । হাঁ, এসো গে ।

ভগী । আয়, মা, আয় ।

[ভগী এবং পক্ষীর প্রস্থান ।

ভক্ত । (স্বগত) পীতেশ্বরে না আসতে এ কর্মটা সারতে পারলে হয় । (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) আহা ! ছুঁড়ী কি সুন্দরী । কবির। যে নবর্যোবনা স্ত্রীলোককে মরালগামিনী বলে বর্ণনা করেন, সে কিছু মিথ্যা নয় । (প্রকাশে) ও গদা—

গদা । আজ্ঞে । (স্বগত) এই আবার সামল্য দেখ্‌চি ।

ভক্ত । কাছে আয় না । দেখ্‌ এ বিষয়ে কিছু কত্যা পারিস্ ?

গদা । কত্তামশায় ! এ আমার কর্ম নয় । তবে যদি আমার পিসী পারে তা বলতে পারি নে ।

ভক্ত । তবে যা, দৌড়ে গিয়ে তোর পিসীকে এসব কথা বল্‌গে । আর দেখ, এতে যত টাকা লাগে আমি দেবো ।

গদা । যে আজ্ঞে, তবে আমি যাই । (গমন করিতে ২) কত্তা আজকে কল্পতরু, তা দেখি গদার কপালে কি ফলে ।

[প্রস্থান ।

ভক্ত । (স্বগত) প্রভো, তোমারই ইচ্ছা । আহা, ছুঁড়ীর কি চমৎকার রূপ গা, আর একটু ছেনালিও আছে । তা দেখি কি হয় ।

(চাকরের গাড়া গামছা লইয়া প্রবেশ ।)

এখন যাই, সন্ধ্যা আফ্রিকের সময় উপস্থিত হলো । (গাত্রোথান করিয়া) দীনবন্ধো ! তুমিই যা কর । আঃ এ ছুঁড়ীকে যদি হাত কত্যা পারি ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

হানিফ্, গাজির নিকেতন-সম্মুখে।

(হানিফ্ এবং ফতেমার প্রবেশ।)

হানি। বলিস্ কি ? পঞ্চাশ টাকা ?

ফতে। মুই কি আর ঝুঁট কথা বলছি।

হানি। (সরোষে) এমন গরুখোর হারামজাদা কি হেঁচুদের বিচে আর দুজন আছে ? শালা রাইওৎ বেচারীগো জানে মারো, তাগোর সব লুটে লিয়ে, তার পর এই করে। আচ্ছা দেখি, এ কুন্দানির মুলুকে এনছাফ আছে কি না। বেটা কাফেরকে আমি গোরু খাওয়ায়ে তবে ছাড়বো। বেটার এত বড় মক্ছুর। আমি গরিব হলাম বল্যে বয়ে গেলো কি ? আমার বাপ দাদা নওয়াবের সরকারে চাকরী করেছে আর মোর বুন কখনো বারয়ে গিয়ে তো কসবগিরি করে নি। শালা—

ফতে। আর মিছে গোসা কর কেন ? ঐ দেখ, যে কুটনী মাগীকে মোর কাছে পেটয়েছ্যাল, সে ফের এই দিগে আসতেছে।

হানি। গস্তানীর মাথাটা ভাঙ্তি পান্তাম, তা হলি গা-টা ঠাণ্ডা হতো।

ফতে। চল, মোরা একটু তফাতে দাঁড়াই, দেখি মাগী আশ্বে কি করে।

[উভয়ের প্রস্থান।]

(পুঁটির প্রবেশ।)

পুঁটি। (চতুর্দিক অবলোকন করিয়া স্বগত) থু, থু ! পাতিনেড়ে বেটাদের বাতীতেও আসতে গা বমি বমি করে। থু, থু। কুঁকড়র পাখা প্যাঙ্কের খোসা। থু, থু। তা করি কি ? ভক্তবাবু কি এ কর্মে কখনও ক্ষান্ত হবে। এত যে বড়, তবু আজো যেন রস উতলে পড়ে। আজ না হবে তো ত্রিশ বছর ওর কন্ম কচ্ছি, এতে যে কত কুলের ঝি বউ, কত রাঁড়, কত মেয়ের পরকাল খেয়েছি তার কিছু ঠিকানা নাই। (সহাস্ত বদনে) বাবু এদিকে আবার পরম বৈষ্টব, মালা ঠকঠকিয়ে বেড়ান্—ফি

সোমবারে হবিষ্টি করেন—আ মরি, কি নিষ্ঠে গা! (চিন্তা করিয়া) সে যাক্ মেনে, দেখি এখন এ মাগীকে পারি কি না। পীতেশ্বরে তেলীর মেয়েকে এসব কথা বলতে ভয় পায়। সে তো আর ছুঃখী কাজালের বউ নয় যে ছুই চার টাকা দেখলে নেচে উঠবে। আর ভক্তবাবুর যদি যুবকাল থাকতো তা হলেও ক্ষতি ছিলো না। ছুঁড়ী যদি নারাজ হয়ে রাগতো তা হলে নয় কথাটা ঠাট্টা করেই উড়িয়ে দিতেম। তা দেখি, এখানে কি হয়? (উচ্চৈঃস্বরে) ও ফতি! তুই বাড়ী আছিস্?

নেপথ্যে। ও কে ও?

পুঁটি। আমি, একবার বেরো তো।

(ফতেমার প্রবেশ।)

ফতে। পুঁটি দিদি যে, কি খবর?

পুঁটি। হানিফ্ কোথায়?

ফতে। সে ক্ষেতে লাঙ্গল দিতি গেছে।

পুঁটি। (স্বগত) আপদ্ গেছে। মিন্‌সে যেন যমের দূত (প্রকাশ্যে) ও ফতি, তুই এখন বলিস্ কি ভাই?

ফতে। কি বলবো?

পুঁটি। আর কি বলবি? সোনার খাবি, সোনার পরবি, না এখানে বাঁদী হয়ে থাকবি?

ফতে। তা ভাই যার যেমন নসিব্। তুই মোকে জওয়ান খসম্ ছেড়ে একটা বুড়র কাছে যাতি বলিস্। তা সে বুড় মলি ভাই আমার কি হবে?

পুঁটি। আঃ! ও সব কপালের কথা, ও সব কথা ভাবতে গেলে কি কাজ চলে? এই দেখ্ পঁচিশটে টাকা এনেছি। যদি এ কম্ব করিস্ তো বল্, টাকা—দি; আর না করিস্ তো তাও বল্, আমি চল্‌লম।

ফতে। দাঁড়া ভাই, একটু সবুর করনা কেন।

পুঁটি। তুই যদি ভাই আমার কথা শুনিস্ তবে তোর আর দেরি করে কাজ নেই।

ফতে। (চিন্তা করিয়া) আচ্ছা ভাই, দে, টাকা দে।

পুঁটি। দেখিস্ ভাই, শেষে যেন গোল না হয়।

ফতে। তার জন্তে ভয় কি? আমি সাঁজের বেলা তাদের বাড়ীতে যাব এখন। দে, টাকা দে। তা ভাই, এ কথা তো কেউ মালুম্ কতিয় পারবে না?

পুঁটি। কি সৰ্বনাশ! তাও কি হয়! আর এ কথা লোকে টের পেলে আমাদের যত লাজ তোর তো আর তত নয়। আমরা হল্যেম হিঁছু, তুই হলি নেড়েদের মেয়ে, তোদের তো আর কুলমান নাই, তোরা রাঁড় হল্যে আবার বিয়ে করিস্।

ফতে। (সহাস্ত্র বদনে) মোরা রাঁড় হল্যি নিকা করি, তোরা ভাই কি করিস্ বল্ দেখি। সে যা হোক মেনে, এখন দে, টাকা দে।

পুঁটি। এই নে।

ফতে। (টাকা গণনা করিয়া) এ যে কেবল এক কম পাঁচ গুণ্ডা টাকা হলো!

পুঁটি। ছ টাকা ভাই আমার দস্তুরি।

ফতে। না, না, তা হবে না, তুই ভাই ছ টাকা নে।

পুঁটি। না ভাই, আমাকে না হয় চারটে টাকা দে।

ফতে। আচ্ছা তবে তুই বাকি দুটো টাকা ফিরিয়ে দে।

পুঁটি। এই নে—আর দেখ্, তুই সাঁজের বেলা ঐ আঁব-বাগানে যাস্, তার পরে আমি এসে তোকে নে যাবো।

ফতে। আচ্ছা, তুই তবে এখন যা।

পুঁটি। দেখ্ ভাই, এ কম মানুষের টাকা নয়; এ টাকা বজ্জাতি করে হজম করাতোর আমার কস্ম নয়, তা এখন আমি চল্লেম।

[প্রস্থান।

(হানিফের পুনঃপ্রবেশ।)

হানি। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া সরোষে) হারামজাদীর মাথাটা ভাঙ্গি, তা হল্যি গা জুড়য়। হা আল্লা, এ কাফের শালা কি মুসলমানের ইজ্জত্ মাতিয় চায়। দেখিস্ ফতি, যা কয়ে দিছি, যেন ইয়াদ্ থাকে, আর তুই সম্বন্ধে চলিস্; বেটা বড় কাফের, যেন গায়-টায় হাত না দিতি পায়।

ফতে। তার জন্মি কিছু ভাবতি হবে না। ঐ দেখ, এদিকে কেটা আসতেচে, পালাই।

[প্রস্থান।

(বাচম্পতির প্রবেশ।)

বাচ। (স্বগত) অনেক কাঠের দেখছি আবশ্যিক হবে, তা ঐ প্রাচীন তেতুলগাছটাই কাটা যাউক না কেন? আহা! বাল্যাবস্থায় যে ঐ বৃক্ষমূলে কত ক্রীড়া করেছি তা স্মরণপথারুঢ় হল্যে মনটা চঞ্চল হয়। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) দূর হোক, ও সব কথা আর এখন ভাবলে কি হবে। (উচ্চৈঃস্বরে) ও হানিফ গাজী।

হানি। আগ্যে, কি বল্চো?

বাচ। ওরে দেখ, একটা তেতুলগাছ কাটতে হবে, তা তুই পারবি?

হানি। পারবো না কেন?

বাচ। তবে তোর কুড়ালিখানা নে আমার সঙ্গে আয়।

হানি। ঠাকুর, কস্তাবাবু এই ছরাদের জন্মি তোমাকে কি দেছে গা?

বাচ। আরে ও কথা আর কেন জিজ্ঞাসা করিস? যে বিষে কুড়িক ব্রহ্মত্র ছিল তা তো তিনি কেড়ে নিয়েছেন, আর এই দায়ের সময় গিয়ে জানালেম, তা তিনি বল্যেন যে এখন আমার বড় কুসময়, আমি দিতে পারবো না; তার পরে কত করে বল্যে কয়ে পাঁচটি টাকা বার করেছি। (দীর্ঘনিশ্বাস) সকলি কপালে করে।

হানি। (চিন্তা করিয়া) ঠাকুর, একবার এদিকে আসো তো, তোমার সাথে মোর খোড়া বাৎ চিত্ আছে।

বাচ। কি বাৎ চিত্, এখানেই বল্ না কেন?

হানি। আগ্যে না, একবার এদিকে যাতি হবে।

বাচ। তবে চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

(ফতেমার এবং পুঁটির পুনঃপ্রবেশ।)

পুঁটি। না ভাই, ও আঁব-বাগানে হলো না।

ফতে। তবে তুই ভাই মোকে কোথায় নিয়ে যেতে চাস্ তা বল?

পুঁটি। দেখ্, ঐ যে পুখুরের ধারে ভাঙ্গা শিবের মন্দির আছে, সেইখানে তোকে যেতে হবে, তা তুই রাত্ চার ঘড়ীর সময় ঐ গাছতলায় দাঁড়াস্, তার পরে আমি এসে যা কত্বে হয় করে কন্মে দেবো।

ফতে। আচ্ছা, তবে তুই যা, দেখিস্ ভাই এ কথা যেন কেউ টের টোর না পায়।

পুঁটি। ওলো, তুই কি কায়ত না বামণের মেয়ে যে তোর এতো ভয় লো ?

ফতে। আমি যা হই ভাই, আমার আদমি এ কথা টের পালি আমাগো ছুজনকেই গলা টিপে মেরে ফেলাবে।

পুঁটি। (সত্রাসে) সে সস্তি কথা। উঃ! বেটা যেন ঠিক্ যমদূত। তবে আমি এখন যাই।

[প্রস্থান।

ফতে। (স্বগত) দেখি, আজ রাতির বেলা কি তামাশা হয়; এখন যাই, খানা পাকাই গে।

[প্রস্থান।

(বাচস্পতি এবং হানিফের পুনঃপ্রবেশ ।)

বাচ। শিব! শিব! এ বয়সেও এতো? আর তাতে আবার যবনী। রাম বলো! কলিদেব এত দিনেই যথার্থরূপে এ ভারতভূমিতে আবির্ভূত হলেন। হানিফ্, দেখ্, যে কথা বল্যোম তাতে, যেন খুব সতর্ক থাকিস্। এতে দেখ্ছি আমাদের উভয়েরই উপকার হতে পারবে।

হানি। য্যাগ্যে, তার জগ্গি ভাবতি হবে না।

বাচ। এখন চল্। তোর কুড়ালি কোথায়?

হানি। কুরুল্খান বৃষ্টি ক্ষেতে পড়ে আছে। চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

ইতি প্রথমাক্।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

ভক্তপ্রসাদ বাবুর বৈটকখানা।

ভক্তবাবু আসীন।

ভক্ত। (স্বগত) আঃ! বেলাটা কি আজ আর ফুরবে না? (হাই তুলিয়া) দীনবন্ধো! তোমারই ইচ্ছা। পুঁটি বলে যে পক্ষী ছুঁড়ীকে পাওয়া ছুঁড়র, কি চুঃখের বিষয়! এমন কনকপদ্মটি তুলতে পাল্লেম না হে! সমাগরা পৃথিবীকে জয় করো পার্থ কি অবশেষে প্রমীলার হস্তে পরাভূত হলোয়ন। যা হোক, এখন যে হান্ফের মাগ্টাকে পাওয়া গেছে এও একটা আহ্লাদের বিষয় বটে। ছুঁড়ী দেখতে মন্দ নয়, বয়স অল্প, আর নবযৌবনমদে একবারে যেন ঢলে ঢলে পড়ে। শাস্ত্রে বলেছে যে যৌবনে কুকুরীও ধন্য! (চতুর্দিক্ অবলোকন করিয়া) ইঃ! এখনও না হবে তো প্রায় দুই তিন দণ্ড বেলা আছে। কি উৎপাৎ!

(আনন্দ বাবুর প্রবেশ।)

কে ও, আনন্দ নাকি? এসো বাপু এসো, বাড়ী এসেছো কবে?

আন। (প্রণাম ও উপবেশন করিয়া) আজ্ঞে, কাল রাত্রে এসে পৌঁছেছি।

ভক্ত। তবে কি সংবাদ, বল দেখি শুনি।

আন। আজ্ঞে, সকলই সুসংবাদ। অনেক দিন বাড়ী আসা হয় নি বল্যে মাস খানেকের ছুটি নিয়ে এসেছি।

ভক্ত। তা বেশ করেছে। আমার অস্থিকার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল?

আন। আজ্ঞে, অস্থিকার সঙ্গে কল্কেতায় তো আমার প্রায় রোজই সাক্ষাৎ হয়।

ভক্ত। কেন? তুমি না পাথুরেঘাটার থাক।

আন। আজ্ঞে, থাকতেম বটে, কিন্তু এখন উঠে এসে খিদিরপুরে বাসা করেছি!

ভক্ত। অম্বিকার লেখাপড়া হচে কেমন?

আন। জেঠা মহাশয়, এমন ক্লেবর্ ছোকরা তো হিন্দুকালেজে আর ছুটি নাই।

ভক্ত। এমন কি ছোকরা বললে, বাপু?

আন। আজ্ঞে, ক্লেবর্, অর্থাৎ সুচতুর—মেধাবী।

ভক্ত। হাঁ! হাঁ! ও তোমাদের ইংরাজী কথা বটে? ও সকল বাপু, আমাদের কাণে ভাল লাগে না। জহীন্ কিম্বা চালাক্ বললে আমরা বুঝতে পারি। ভাল, আনন্দ! তুমি বাপু অতি শিষ্ট ছেলে, তা বল দেখি, অম্বিকা তো কোন অধর্মাচরণ শিখছে না।

আন। আজ্ঞে, অধর্মাচরণ কি?

ভক্ত। এই দেব ব্রাহ্মণের প্রতি অবহেলা, গঙ্গাস্নানের প্রতি ঘৃণা, এই সকল খ্রীষ্টিয়ানি মত—

আন। আজ্ঞে, এ সকল কথা আমি আপনাকে বিশেষ করে বলতে পারি না।

ভক্ত। আমার বোধ হয় অম্বিকাপ্রসাদ কখনই এমন কুকর্মাচারী হবে না—সে আমার ছেলে কি না। প্রভো! তুমিই সত্য! ভাল, আমি শুনেছি যে কল্কেতায় না কি সব একাকার হয়ে যাচ্ছে? কায়স্থ, ব্রাহ্মণ, কৈবর্ত, সোণারবেণে, কপালী, তাঁতী, জোলা, তেলী, কলু, সকলই না কি একত্রে উঠে বসে, আর খাওয়া দাওয়াও করে? বাপু, এ সকল কি সত্য?

আন। আজ্ঞে, বড় যে মিথ্যা তাও নয়।

ভক্ত। কি সর্বনাশ! হিন্দুয়ানির মর্যাদা দেখ্‌চি আর কোন প্রকারেই রৈলো না! আর রৈইই বা কেমন করে? কলির প্রতাপ দিন দিন বাড়ছে বই তো নয়। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) রাধে কৃষ্ণ!

(গদাধরের প্রবেশ।)

কেও?

গদা। আজ্ঞে, আমি গদা। (এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান।)

ভক্ত। (ইসারা।)

গদা। (ঐ)

ভক্ত। (স্বগত) ইঃ, আজ কি সন্ধ্যা হবে না না কি। (প্রকাশে)
ভাল, আনন্দ। শুনেছি—কল্কেতায় না কি বড় বড় হিন্দু সকল মুসলমান
বাবুর্চী রাখে?

আন। আজ্ঞে, কেউ কেউ শুনেছি রাখে বটে।

ভক্ত। থু! থু! বল কি? হিন্দু হয়ে নেড়ের ভাত খায়? রাম!
রাম! থু! থু!

গদা। (স্বগত) নেড়ীদের ভাত খেলে জাত যায়, কিন্তু তাদের
মেয়েদের নিলে কিছু হয় না। বাঃ! বাঃ! কস্তাবাবুর কি বুদ্ধি!

ভক্ত। অশ্বিকাকে দেখ্চি আর বিস্তর দিন কল্কেতায় রাখা
হবে না।

আন। আজ্ঞে, এখন অশ্বিকাকে কালেক থেকে ছাড়ান কোন মতেই
উচিত হয় না।

ভক্ত। বল কি, বাপু? এর পরে কি ইংরাজী শিখে আপনার কুলে
কলঙ্ক দেবে? আর “মরা গরুতেও কি ঘাস খায়” এই বলে কি
পিতৃপিতামহের শ্রাদ্ধটাও লোপ করবে?

নেপথ্যে। (শংখ, ঘণ্টা, মৃদঙ্গ, করতাল ইত্যাদি।)

ভক্ত। এসো, বাপু, ঠাকুরদর্শন করি গে।

আন। যে আজ্ঞে, চলুন।

[উভয়ের প্রস্থান।

গদা। (স্বগত) এখন বাবুরা তো গেলো। (চতুর্দিক অবলোকন
করিয়া) দেখি একটু আরাম করি। (গদির উপর উপবেশন।) বাঃ, কি
নরম বিছানা গা। এর উপরে বসলিই গা-টা যেন ঘুম ঘুম কতো থাকে।
(উচ্চৈঃস্বরে) ও রাম!

নেপথ্যে। কে ও?

গদা। আমি গদাধর। ও রাম, বলি এক ছিলিম অনুরী তামাক
টামাক খাওয়া না।

নেপথ্যে। রোস্, খাওয়াচি।

গদা। (তাকিয়ায় ঠেস দিয়া স্বগত) আহা, কি আরামের জিনিস।
এই বাবু বেটারাই মজা করে নিলে। যারা ভাতের সঙ্গে বাটি বাটি ঘি

আর ছদ্‌ খায়, আর এমনি বালিশের উপর ঠেস দিয়ে বসে তাদের কতো সুখী কি আর আছে ?

(তামাক লইয়া রামের প্রবেশ ।)

রাম। ও কি ও? তুই যে আবার ওখানে বসিছিস্ ?

গদা। একবার ভাই বাবুগিরি করে জন্মটা সফল করে নি। দে, ছঁকটা দে। কস্তাবাবুর ফর্সিটে আনতিস্ তো আরও মজা হতো।
(ছঁকা গ্রহণ ।)

রাম। হা! হা! হা! তুই বাবুদের মতন্ তামাক খেতে কোথায় শিখলি রে? এ যে ছাতারের নেত্য! হা! হা! হা!

গদা। হা! হা! হা! তুই ভাই একবার আমার গা-টা টেপ্ তো।

রাম। মর্ শালা, আমি কি তোর চাকোর? হা! হা! হা!

গদা। তোর পায় পড়ি ভাই, আয় না। আচ্ছা, তুই একবার আমার গা টিপে দে, আমি নৈলে আবার তোর গা টিপে দেব এখন।

রাম। হা! হা! হা! আচ্ছা, তবে আয়।

গদা। রোস্, ছঁকটা আগে রেখে দি। এখন আয়।

রাম। (গাত্র টেপন ।)

গদা। হা! হা! হা! মর্, অমন্ করে কি টিপ্ তে হয় ?

রাম। কেমন, এখন ভাল লাগে তো! হা! হা! হা!

গদা। আজ ভাই ভারি মজা কল্যোম্, হা! হা! হা!

রাম। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) পালা রে পালা, ঐ দেখ কস্তাবাবু আস্চে।

[ছঁকা লইয়া হাসিতে বেগে প্রস্থান ।

গদা। (গাত্রোখান করিয়া স্বগত) বুড় বেটা এমন সময়ে এসে সব নষ্ট কল্যো। ইস্! আজ বুড়র ঠাট দেখলে হাসি পায়! শান্তিপুর্ন ধুতি, জামদানের মেরজাই, ঢাকাই চাদোর, জরির জুতো, আবার মাথায় তাজ। হা! হা! হা!

(ভক্তবাবুর পুনঃপ্রবেশ ।)

ভক্ত। ও গদা।

গদা। আজ্ঞেএএএ।

ভক্ত। ওরা কি এসেছে বোধ হয় ?

গদা। আজ্ঞে, এতক্ষণে এসে থাকতে পারবে, আপনি আসুন।

ভক্ত। যা তুই আগে যেয়ে দেখে আয় গে।

গদা। যে আজ্ঞে।

[প্রস্থান।

ভক্ত। (স্বগত) এই তাজ্‌টা মাথায় দেওয়া ভালই হয়েছে। নেড়ে মাগীরে এই সকল ভাল বাসে ; আর এতে এই একটা আরও উপকার হচে যে টিকিটা ঢাকা পড়েছে। (উচ্চৈঃস্বরে) ও রামা—

নেপথ্যে। আজ্ঞে যাই।

ভক্ত। আমার হাতবাক্সটা আর আরসিখানা আন তো। (স্বগত) দেখি, একটু আতর গায় দি। নেড়েরা আবাল বৃদ্ধ বনিতা আতরের খস্বু বড় পছন্দ করে, আর ছোট শিশিটাক টেকে করে সঙ্গে নে যাই। কি জানি যদি মাগীর গায়ে প্যাঞ্জের গন্ধ থাকে, না হয় একটু আতর মাখিয়ে তা দূর করবো।

(বাক্স ও আরসি লইয়া রামের পুনঃপ্রবেশ।)

ভক্ত। (আরসিতে মুখ দেখিয়ে আতরের শিশি লইয়া বাক্স পুনরায় বন্ধ করিয়া) এই নে যা, আর দেখ, যদি কেউ আসে তো বলিস্ যে আমি এখন জপে আছি।

রাম। যে আজ্ঞে।

[প্রস্থান।

ভক্ত। (পরিক্রমণ করিয়া স্বগত) আঃ! গদা বেটা যে এখনও আস্চে না ? বেটা কুড়ের শেষ।

(গদার পুনঃপ্রবেশ।)

কি হলো রে ?

গদা। আজ্ঞে, পিসী তাকে নে গেছে, আপনি আসুন।

ভক্ত। তবে চল্ যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

এক উজানের মধ্যে এক ভগ্ন শিবের মন্দির।

(বাচম্পতি ও হানিফের প্রবেশ।)

বাচ। ও হানিফ্!

হানি। জী।

বাচ। এই তো সেই শিবমন্দির; এখনো তো দেখছি কেউ আসে নি। তা চল, আমরা ঐ অশ্বখ গাছের উপরে এই বেলা লুকিয়ে বসে থাকি গে।

হানি। আপনার যেমন মরজি।

বাচ। কিন্তু দেখ, আমি যতক্ষণ না ইসারা করি, তুই চুপ করে বসে থাকিস্।

হানি। ঠাছর, তা তো থাকুপো; লেकिन্ আমার সামনে যদি আমার বিবির গায়ে হাত দেয়, কি কোন রকম বেইজ্জৎ কত্তি যায়, তা হলি তো আমি তখনি সে হারামজাদা বেটার মাথাটা টাণ্ডে ছিঁড়ে ফেলাবো! আমার তো এখনে আর কোন ভয় নেই; আমি দোসরা এলাকায় ঘরের ঠ্যাকুনা করিছি।

বাচ। (স্বগত) বেটা একে সাক্ষাৎ যমদূত, তাতে আবার রেগেছে, না জানি আজ একটা কি বিভ্রাটই বা ঘটায়। (প্রকাশে) দেখ, হানিফ্ অমন রাগলে চলবো না, তা হলে সব নষ্ট হবে; তুই একটু স্থির হয়ে থাক্।

হানি। আরে খোও ম্যানে, ঠাছর! আমার লজ্জ গরম হয়ে উঠতেছে, আর হাত দুখানা যেন নিস্পিস্ কত্তেছে,—একবার শালারে এখন পালি হয়, তা হলি মনের সাথে তারে কিল্য়ে গেরাম ছাড়েঁ যাব, আর কি?

বাচ। না, তবে আমি এর মধ্যে নাই; আমার কথা যদি না শুনিস্ তবে আমি চল্যোম। (গমনোচ্ছত)।

হানি। আরে, রও না, ঠাছর! এত গোসা হতেছ কেন? ভাল, কও দিনি, আমি এখানে যদি চুপ করে থাকি তা হলি আখেরে তো শালারে শোধ দিতি পারবো?

বাচ। হাঁ, তা পারবি বৈ কি।

হানি। আচ্ছা, তবে চল, তুমি যা বলবে তাই করবো এখনে।

বাচ। তবে চল, ঐ গাছে উঠে চুপ করে বসে থাকি গে।

[উভয়ের প্রস্থান।]

(ফতেমা ও পুঁটির প্রবেশ।)

ফতে। ও পুঁটি দিদি! মোরে একোথায় আনে ক্যালালি? না ভাই, মোরে বড় ডর লাগে, সাপেই খাবে না কি হবে কিছু কতি পারি নে।

পুঁটি। আরে এই যে শিবের মন্দির, আর তো ছু কোশ পাঁচ কোশ যেতে হবে না। তা এইখানে দাঁড়া না। কত্তাবাবু ততখন আসুন।

ফতে। না ভাই, যে আঁদার, বড় ডর লাগে। এই বনের মন্দির মোরা ছুটিতি কেমন কোরে থাকুপো?

পুঁটি। (স্বগত) বলে মিথ্যে নয়। যে অন্ধকার, গা-টাও কেমন ছম্ ছম্ করে, আবার শুনেছি এখানে না কি ভূতের ভয়ও আছে। (পশ্চাতে দৃষ্টি করিয়া) আঃ, এঁর যে আর আসা হয় না।

ফতে। তুই নৈলে থাক্ ভাই, মুই আর রতি পারবো না। (গমনোত্তর।)

পুঁটি। (ফতের হস্ত ধারণ করিয়া) আ মর, ছুঁড়ী! আমি থাকলে কি হবে? (স্বগত) হায়, আমার কি এখন আর সে কাল আছে? তালশাস পেকে শক্ত হলো আর তাকে কে খেতে চায়? (প্রকাশে) তুই, ভাই, আর একটুখানি দাঁড়া না। কত্তাবাবু এলো বল্যে।

ফতে। না ভাই, মুই তোর কড়ি পাতি চাই নে, মোর আদমি এ কথা মালুম কতিয় পাল্যি মোরে আর আস্তো রাখুপে না।

পুঁটি। আরে, মিছে ভয় করিস্ কেন? সে কেমন করে জানতে পারবে বল্; সে কি আর এখানে দেখতে আসছে? তা এতো ভয়ই বা কেন? একটু দাঁড়া না। (সচকিতে স্বগত) ও মা, ঐ মন্দিরের মধ্যে কি একটা শক্ত হলো না? রাম! রাম! রাম! (ফতেকে ধারণ।)

ফতে। (বিষন্ন ভাবে) তুই যদি না ছাড়িস্ ভাই তবে আর কি করবো; এখনে আন্না যা করে! তা চল্ মোরা ঐ মসজিদের মন্দির যাই; আবার এখানে কেটা কোন দিক্ হতে দেখ্তি পাবে।

পুঁটি। না না না, এই ফাঁকেই ভালো। (স্বগত) আঃ, এ বুড় ডেকুরা মরেছে না কি?

ফতে। (সচকিতে) ও পুঁটি দিদি, ঐ দেখ্ দেখি কে ছুঁজন আস্চে আমি ভাই ঐ মসজিদের মন্দি মুকুই।

পুঁটি। না লো না, ঐখানে দাঁড়া না। আমি দেখ্ চি, বুঝি আমাদের কস্তাবাবুই বা হবে। (দেখিয়া) হাঁ তো, ঐ যে তিনিই বটে, আর সঙ্গে গদা আস্চে। আঃ, বাঁছলেম।

ফতে। না ভাই, মুই যাই।

পুঁটি। আরে, দাঁড়া না; যাবি কোথা?

(ভক্ত ও গদাধরের প্রবেশ।)

পুঁটি। আঃ, কস্তাবাবু, কতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ধরে গিয়েছে। আপনি দেরি কল্যে বলে আমরা আরো ভাবছিলাম, ফিরে যাই।

ভক্ত। হ্যাঁ, একটু বিলম্ব হয়েছে বটে—তা এই যে আমার মনো-মোহিনী এসেছেন। (স্বগত) আহা, যবনী হোলো তায় বয়ে গেল কি? ছুঁড়ী রূপে যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী! এ যে আঁস্তাকুড়ে সোণার চাঙ্গড়! (প্রকাশে গদার প্রতি) গদা, তুই একটু এগিয়ে দাঁড়া তো যেন এদিকে কেউ না এসে পড়ে।

গদা। গদা যে আজে।

ভক্ত। ও পুঁটি, এটি তো বড় লাজুক দেখ্ চি রে, আমার দিকে একবার চাইতেও কি নাই? (ফতের প্রতি) সুন্দরি, একবার বদন তুলে দুটো কথা কও, আমার জীবন সার্থক হউক্। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল!—তায় লজ্জা কি?

গদা। (স্বগত) আর ও নাম কেন? এখন আন্না আন্না বলো।

ভক্ত। আহা! এমন খোস্-চেহারা কি হানকের ঘরে সাজে? রাজরাণী হোলে তবে এর যথার্থ শোভা পায়।

“ময়ূর চকোর শুক চাতকে না পায়।

হায় বিধি পাকা আম দাঁড়কাকে খায় ॥”

বিধুমুখি, তোমার বদনচন্দ্র দেখে আজ আমার মনকুমুদ প্রফুল্ল হোলো।—আঃ!

পুঁটি। (স্বগত) কত্না আজ বাদে কাল শিল্পে ফুঁকবেন, তবু রসিকতাটুকু ছাড়েন না। ও মা! ছাইতে কি আগুন এত কালও থাকে গা? (প্রকাশে) কত্নাবাবু, ও নেড়েদের মেয়ে, ওরা কি ওসব বোঝে

ভক্ত। আরে, তুই চুপ্ কর না কেন?

পুঁটি। যে আজে।

ফতে। পুঁটি দিদি, মুই তোর পায়ে সেলাম করি, তুই মোকে হেতা থেকে নিয়ে চল।

পুঁটি। আ মব্, একশো বার ঐ কথা? বাবু এত করে বল্চ্যে তবু কি তোর আর মন ওঠে না? হাজার হোক নেড়ের জাত কি না,—কথায় বলে “তেতুল নয় মিষ্টি, নেড়ে নয় ইষ্টি।” কত্নাবাবুকে পেলে কত বামুণ কায়েতে বত্যা যায়, তা তুই নেড়ে বৈ ত নস্, তোদের জাত আছে, না ধম্ম আছে? বরং ভাগ্যি করে মান্ যে বাবুর চোখে পড়েছিল্!

ফতে। না ভাই, মুই অনেকক্ষণ ঘর ছেড়ে এসেচি, মোর আদমি আসে এখনি মোকে খোজ করবে, মুই যাই ভাই।

ভক্ত। (অঞ্চল ধারণ করিয়া) প্রেয়সি, তুমি যদি যাবে, তবে আমি আর বাঁচবো কিসে?—তুমি আমার প্রাণ—তুমি আমার কলিজা—তুমি আমার চন্দো পুরুষ!—

“তুমি প্রাণ, তুমি ধন, তুমি মন, তুমি জন,
নিকটে যে ক্ষণ থাক সেই ক্ষণ ভাল লো।
যত জন আর আছে, তুচ্ছ করি তোমা কাছে,
ত্রিভুবনে তুমি ভাল আর সব কাল লো॥”

তা দেখ ভাই, বৃত্ত বল্যে হেলা করো না; তুমি যদি চলে যাও তা হলে আর আমার প্রাণ থাকবে না।

গদা। (স্বগত) ভেলা মোর ধন রে? এই তো বটে।

পুঁটি। কত্নাবাবু, কতির ভয় হচ্যে যে পাছে ওকে কেউ এখানে দেখতে পায়; তা ঐ মন্দিরের মধ্যে গেলেই ত ভাল হয়।

ভক্ত। (চিন্তিত ভাবে) অঁ্যা—মন্দিরের মধ্যে ?—হাঁ; তা ভগ্নশিবে তো শিবই নাই, তার ব্যবস্থাও নিয়েছি। বিশেষ এমন স্বর্গের অপ্সরীর জন্মে হিন্দুয়ানি ত্যাগ করাই বা কোন্ ছার ?

নেপথ্যে গম্ভীর স্বরে। বটে রে পাষণ্ড নরাধম ছুরাচার ? (সকলের ভয়।)

ভক্ত। (সত্রাসে চতুর্দিকে দেখিয়া) অঁ্যা—আ-আ-আ—আমি না! ও বাবা! এ কি ? কোথা যাব !

পুঁটি। (কম্পিত কলেবরে) রাম—রাম—রাম—রাম ! আমি তখনি ত জানি—রাম—রাম—রাম !

ভক্ত। ও গদা! কাছে আয় না।

গদা। (কম্পিত কলেবরে) আগে বাঁচি, তবে—

(নেপথ্যে হুঙ্কার-ধ্বনি।)

পুঁটি। ই—ই—ই—ই ! (ভূতলে পতন ও মূর্চ্ছা।)

ভক্ত। রাধাশ্যাম—রাধাশ্যাম !—ও মা গো—কি হবে!

(নেপথ্যে।) এই দেখ না কি হয় ?

ভক্ত। (কর যোড় করিয়া সকাতির) বাবা! আমি কিছু জানি নে, দোহাই বাবা, আমাকে ক্ষমা কর। (অষ্টাঙ্গে প্রণিপাত।)

(ওষ্ঠ ও চিবুক বস্ত্রাবৃত করিয়া হানিফের দ্রুত প্রবেশ, গদাকে চপেটাঘাত ও তাহার ভূতলে পতন, পরে ভক্তের পৃষ্ঠদেশে বসিয়া মুষ্টিঘাত এবং পুঁটিকে পদপ্রহার করিয়া বেগে প্রস্থান।)

ভক্ত। অঁা—অঁা—অঁা!

(নেপথ্যে হইতে বাচম্পতির রামপ্রসাদী পদ—“মায়ের এই তো বিচার বটে, বটে বটে গো আনন্দময়ি, এই তো বিচার বটে,” এবং প্রবেশ।)

গদা। (দেখিয়া) এই যে দাদাঠাকুর এসেছেন! আঃ! বাঁচলেন; বামুণের কাছে ভূত আসতে পায় না! (পৃষ্ঠদেশে হাত বুলাইয়া) বাবা! ভূতের হাত এমন কড়া।

বাচ। এ কি! কস্তাবাবু যে এমন করে পড়ে রয়েছেন?—হয়েছে কি? অঁ্যা?

ভক্ত। (বাচস্পতিকেকে দেখিয়া গাত্রোখান করিয়া) কে ও ? বাচপোৎ দাদা না কি ? আঃ ; ভাই , আজ ভূতের হাতে মরেছিলাম আর কি ? তুমি যে এসে পড়েছো, বড় ভাল হয়েছে ।

পুঁটি। (চেতন পাইয়া) রাম—রাম—রাম—রাম !

গদা। ও পিসি, সেটা চলে গিয়েছে, আর ভয় নাই, এখন ওঠ ।

পুঁটি। (উঠিয়া) গিয়েছে ! আঃ, রক্ষে হোলো । তা চল, বাছা, আর এখানে নয় ; আমি বেঁচে থাকলে অনেক রোজগার হবে । (বাচস্পতিকেকে দেখিয়া) ও মা ! এই যে ভট্টচাজ্জি মোশাই এখানে এসেছেন ।

বাচ। কত্তাবাবু, আমি এই দিক্ দিয়ে যাচ্ছিলেম, মানুষের গৌগানির শব্দ শুনে এলেম । তা বলুন দেখি ব্যাপারটাই কি ? আপনিই বা এ সময়ে এখানে কেন ? আর এরাই বা কেন এসেছে ? এ তো দেখছি হানিফ গাজীর মাগ্ ।

ভক্ত। (স্বগত) এক দিকে বাঁচলেম, এখন আর এক দিকে যে বিষম বিভ্রাট ! করি কি ? (প্রকাশে বিনীত ভাবে) ভাই, তুমি তো সকলি বুঝেছ, তা আর লজ্জা দিও না । আমি যেমন কৰ্ম্ম করেছিলেম তার উপযুক্ত ফলও পেয়েছি । তা হাদেখ ভাই, তোমার হাতে ধরে বল্চি, এই ভিক্ষাটি আমাকে দেও যে, এ কথা যেন কেউ টের না পায় । বড় বয়েসে এমন কথা প্রকাশ হলে আমার কুলমানে একেবারে ছাই পোড়বে । তুমি ভাই, আমার পরম আত্মীয়, আমি আর অধিক কি বল্‌বো ।

বাচ। সে কি, কত্তাবাবু ? আপনি হলেন বড়মানুষ—রাজা ; আর আমি হলেম দরিদ্র ব্রাহ্মণ, আর সেই ব্রহ্মত্রটুকু যাওয়া অবধি দিনান্তেও অন্ন যোটা ভার, তা আমি আপনার আত্মীয় হব এমন ভাগ্য কি করেছি ?—

ভক্ত। হয়েছে—হয়েছে, ভাই ! আমি কল্যই তোমার সে ব্রহ্মত্র জমি ফিরে দেবো, আর দেখ, তোমার মাতৃশ্রাদ্ধে আমি ষৎসামান্য কিঞ্চিৎ দিয়েছিলেম, তা আমি তোমাকে নগদ আরও পঞ্চাশটি টাকা দেবো কিন্তু এই কৰ্ম্মটি করো যেন আজকের কথাটা কোনরূপে প্রকাশ না হয় ।

বাচ। (হাস্তমুখে) কত্তাবাবু, কৰ্মটা বড় গর্হিত হয়েছে অবশ্যই বলতে হবে; কিন্তু যখন ব্রাহ্মণে কিঞ্চিৎ দান কত্যা স্বীকার হলেন, তখন তার তো এক প্রকার প্রায়শ্চিত্তই করা হলো, তা আমার সে কথার প্রসঙ্গেই বা প্রয়োজন কি?—তার জন্তে নিশ্চিত থাকুন।

(স্বাভাবিক বেশে হানিফ্ গাজীর প্রবেশ।)

হানি। কত্তাবাবু, সালাম করি।

ভক্ত। (অতি ব্যাকুল ভাবে) এ কি! অ্যা! এ আবার কি সর্বনাশ উপস্থিত?

হানি। (হাস্তমুখে) কত্তাবাবু, আমি ঘরে আশ্বে ফতির তল্লাস কলাম, তা সকলে কলে যে সে এই ভাঙ্গা মন্দিরির দিকি পঁটির সাথে আয়েছে, তাই তারে টুঁড়তি টুঁড়তি আশ্বে পড়িছি। *আপনার যে মোছলমান হতি সাধ গেছে, তা জান্তি পাল্লি, ভাবনা কি ছিল? ফতি তো ফতি, ওর চায়েও সোণার চাঁদ আপনারে আশ্বে দিতি পাক্তাম, তা এর জন্তি আপনি এত তজ্দি নেলেন কেন? তোবা! তোবা!

ভক্ত। (চিন্তা করিয়া নম্রভাবে) বাবা হানিফ্, আমি সব বুঝেছি, তা আমি যেমন তোমার উপর অহেতু অত্যাচার করেছিলেম, তেমনি তার বিধিমত শাস্তিও পেয়েছি, আর কেন? এখন কাস্ত দাও। আমি বরঞ্চ তোমাকে কিছু দিতেও রাজি আছি, কিন্তু বাপু এ কথা যেন আর প্রকাশ না হয়, এই ভিক্ষাটি আমি চাই। হে বাবা, তোর হাতে ধরি!

হানি। সে কি, কত্তাবাবু?—আপনি যে নাড়্যেদের এত গাল পাড়তেন, এখনে আপনি খোদ সেই নাড়্যে হতি বসেছেন, এর চায়ে খুসীর কথা আর কি হতি পারে? তা এ কথা তো আমার জাত কুটুমগো কতিই হবে।

ভক্ত। সর্বনাশ!—বলিস্ কি হানিফ্? ও বাচ্পোৎ দাদা, এইবারেই তো গেলেম। ভাই, তুমি না রক্ষ কল্যে আর উপায় নাই। তা একবার হানিফ্কে তুমি ছটো কথা বুঝিয়ে বলো।

বাচ। (ঈষৎ হাস্তমুখে) ও হানিফ্, একবার এদিকে আয় দেখি. একটা কথা বলি। (হানিফ্কে এক পার্শ্বে লইয়া গোপনে কথোপকথন।)

ভক্ত। রাধে—রাধে—রাধে, এমন বিভ্রাটে মানুষ পড়ে! একে তো অপমানের শেষ; তাতে আবার জ্বালের ভয়। আমার এমনি হচেযে পৃথিবী ছু ভাগ হলে আমি এখনি প্রবেশ করি। যা হোক, এই নাকে কাণে খত, এমন কস্মে আর নয়।

ফতে। (অগ্রসর হইয়া সহাস্ত বদনে) কেন, কস্তাবাবু?—নাড়ের মায়ে কি এখনে আর পছন্দ হচে না?

ভক্ত। দূর হ, হতভাগি, তোর জন্তেই ত আমার এই সর্বনাশ উপস্থিত!

ফতে। সে কি কস্তাবাবু?—এই, মুই আপনার কল্জে হছেলাম, আরো কি কি হছেলাম; আবার এখন মোরে দূর কত্তি চাও।

ভক্ত। কেবল তোকে দূর? এ জঘন্য কস্মটাই আজ অবধি দূর কল্যেম। এতোতেও যদি ভক্তপ্রসাদের চেতন না হয়, তবে তাঁর বাড়া গর্দভ আর নাই।

গদা। (জনাস্তিকে) ও পিসি, তবেই তো গদার পেসা উঠলো!

পুঁটি। উঠুক বাছা; গতর থাকে তো ভিক্ষে মেগে খাবো। কে জানে মা যে নেড়ের মেয়েগুলর সঙ্গে পোষা ভূত থাকে? তা হলে কি আমি এ কাজে হাত দি?

বাচ। (অগ্রসর হইয়া) কস্তাবাবু আপনি হানিফকে ছুটি শত টাকা দিন, তা হলেই সব গোল মিটে যায়।

ভক্ত। ছু-শো টা-কা! ও বাবা, আমি যে ধনে প্রাণে গেলেম। বাচপোৎ দাদা, কিছু কন্ জন্ কি হয় না?

বাচ। আজ্ঞে না এর কমে কোন মতেই হবে না।

ভক্ত। (চিন্তা করিয়া) আচ্ছা, তবে চল, তাই দেব। আমি বিবেচনা করে দেখলেম যে এ কস্মের দক্ষিণাস্ত এইরূপেই হওয়া উচিত। যা হোক ভাই, তোমাদের হতে আমি আজ বিলক্ষণ উপদেশ পেলেম। এ উপকার আমি চিরকালই স্বীকার করবো। আমি যেমন অশেষ দোষে দোষী ছিলেম, তেমনি তার সমুচিত প্রতিফলও পেয়েছি। এখন নারায়ণের কাছে এই প্রার্থনা করি যে এমন দুর্ঘটি যেন আমার আর কখন না ঘটে।

বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ।

৬৩

বাইরে ছিল সাধুর আকার, মনটা কিন্তু ধর্ম ধোয়া।
পুণ্য খাতায় জমা শূন্য, ভণ্ডামিতে চারটি পোয়া ॥
শিক্ষা দিলে কিলের চোটে, হাড় গুঁড়িয়ে খোয়ের মোয়া।
যেমন কর্ম ফললো ধর্ম, “বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁয়া ॥”

[সকলের প্রশ্নান।

(যবনিকা পতন।)

সমাপ্ত

স্বপ্নকুমারী নাটক

[১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে প্রকাশিত তৃতীয় সংস্করণ হইতে]

কৃষ্ণকুমারী নাটক

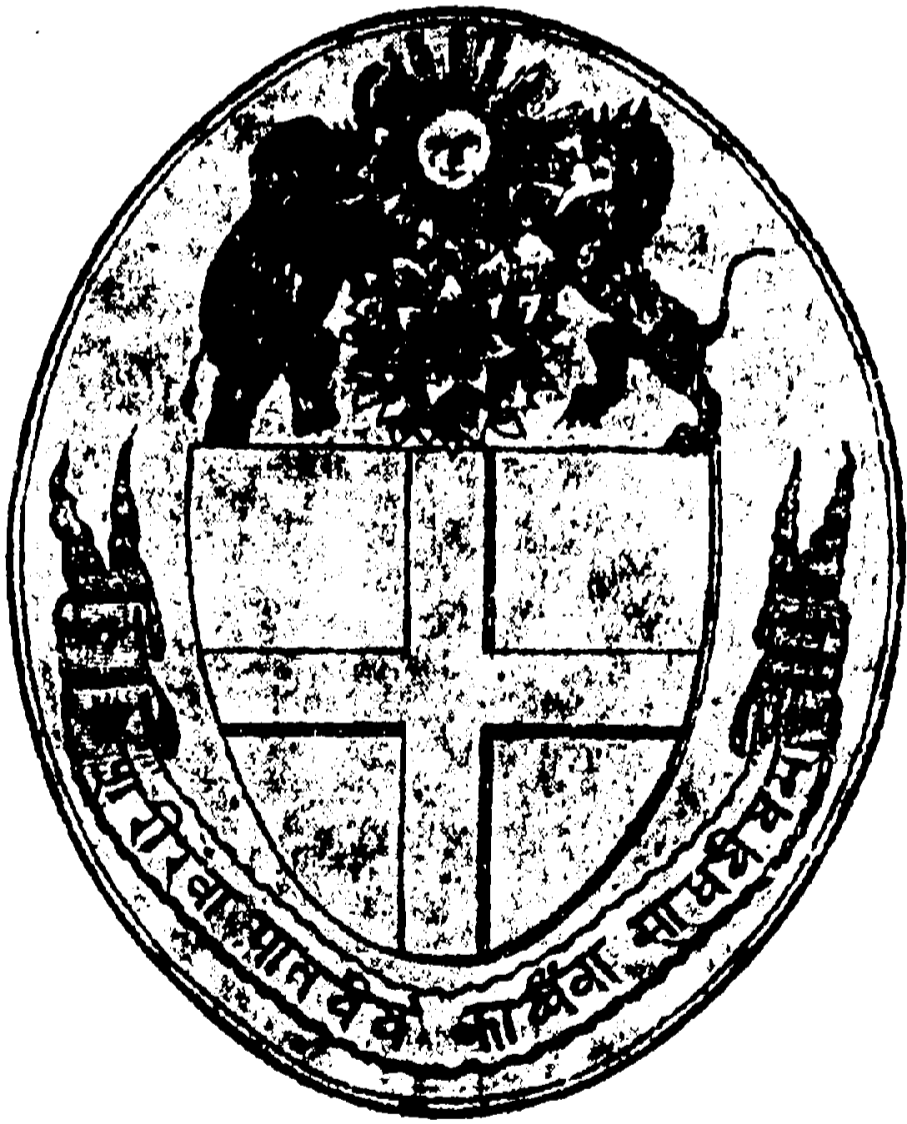
মাইকেল মধুসূদন দত্ত

[১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত]

সম্পাদক :

ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সজনীকান্ত দাস



বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৪৩১, আচার্য্য প্রহ্লাদচন্দ্র রোড

কলিকাতা-৬

প্রকাশক
শ্রীভারপ্রসন্ন ভট্টাচার্য
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৮
দ্বিতীয় মুদ্রণ—শ্রাবণ, ১৩৫০
তৃতীয় সংস্করণ—কাস্তন, ১৩৫২
চতুর্থ সংস্করণ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬২
পঞ্চম সংস্করণ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৯
ষষ্ঠ মুদ্রণ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৩

মূল্য দুই টাকা পঞ্চাশ পয়সা

শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্ড বিখাস রোড, কলিকাতা-৩৭
হইতে শ্রীগুপতি দে কর্তৃক মুদ্রিত

১১—২৯/৩/১৯৬৬

ভূমিকা

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' রচনার সঙ্গে সঙ্গেই মধুসূদন তাঁহার বর্ষশ্রেষ্ঠ নাটক 'কৃষ্ণকুমারী' লিখিতে প্রবৃত্ত হন। এই নাটক রচনা প্রসঙ্গে সে গের সুবিখ্যাত নট, বেলগাছিয়া নাট্যশালার সর্বপ্রধান অভিনেতা কেশবচন্দ্র ক্রোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁহারই উৎসাহে মধুসূদন পুনরায় নাটক-চর্চায় হস্তক্ষেপ করেন। এ বিষয়ে 'জীবন-চরিত'-লেখক বলিয়াছেন—

...কেশব বাবুর অভিনয়-নৈপুণ্যে এবং নাটকীয় দোষ, গুণ বিচার শক্তিতে মুগ্ধ হইয়া মধুসূদন তাঁহার একান্ত গুণপক্ষপাতী ছিলেন। শর্মিষ্ঠা ও একেই কি বলে সভ্যতা রচনার সময়ে তিনি, অনেক স্থলে, কেশব বাবুর পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন। নূতন নাটক রচনার সঙ্কল্প হৃদয়ে উদ্ভিত হইলে মধুসূদন প্রথমে মহাভারতীয় সুভদ্রা-উপাখ্যান অমিত্রচ্ছন্দে লিখিয়া তাহা কেশব বাবুকে দেখিবার জন্ত পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু, কাব্যাংশে সুন্দর হইলেও, তাহা অভিনয়ের উপযোগী হইবে না, কেশব বাবু সুভদ্রা নাটক সম্বন্ধে এইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন। মধুসূদন ইহার পর সত্রাট আলটামাসের ছুহিতা, সুলতানা রিজিয়ার চরিত্র অবলম্বনে আর একখানি নাটক আরম্ভ করিয়া তাহার সংক্ষিপ্ত আদর্শ কেশব বাবুকে এবং মহারাজা বতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহকে দেখাইবার জন্ত পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু মুসলমান-চরিত্র অবলম্বনে রচিত নাটক সাধারণ হিন্দু-দর্শকের প্রীতিকর হইবে না ভাবিয়া রিজিয়া সম্বন্ধেও তাঁহারা কেহই উৎসাহ প্রকাশ করিতে পারেন নাই। রিজিয়ার পরিবর্তে কোন হিন্দু ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে নাটক রচনা করিলে তাহা অধিকতর আদরণীয় হইবার সম্ভাবনা, তাঁহারা মধুসূদনকে এইরূপ পরামর্শ দিয়াছিলেন। কেশব বাবু মধুসূদনকে লিখিয়াছিলেন যে, "রাজপুত জাতির ইতিহাস এরূপ বিস্তৃত ও বৈচিত্র্যপূর্ণ যে, মধুসূদনের ঞ্চায় প্রতিভাবান্ পুরুষ তাহা হইতে অনায়াসেই গ্রন্থরচনার উপযোগী উপাদান সংগ্রহ করিতে পারেন।" ইহা হইতেই মধুসূদন কৃষ্ণকুমারী রচনার প্রণোদিত হইয়াছিলেন। মধুসূদনকে লিখিত কেশব বাবুর সেই পত্র নিয়ে সন্নিবিষ্ট হইল ;—

My dear Dutt,

The synopsis of your Rizia was made over to Jotindra babu the day that I received it from you, with a request that he would consult the Chota Raja and acquaint you with their united opinion in respect to the Drama. I saw them both, day before yesterday, at the

Emerald Bower, and had a talk on the subject. They say that the synopsis is not sufficiently full to enable them to judge of the nature and merits of the play. Besides, Baboo Jotindra thinks, and the Raja seems to participate in the opinion, that Mahomedan names will not perhaps hear well in a Bengalee Drama, and they doubt whether an experiment of doubtful success, is worth being hazarded by the author of শনিষ্ঠা and তিলোত্তমা । They also anticipate impediments in the way of success from the too numerous characters in the play, and believe that the female parts, at least a majority of them, cannot be expected to be well represented. By the bye, a thought strikes me. Can't we cull out a subject from the history of the Rajputs? I believe the field is pretty extensive and may yield innumerable hints for the imagination of a writer like yourself.

Yours affectionately
Keshob Chandra Ganguly.

—‘জীবন-চরিত,’ পৃ. ৪৩৮-৪২ ।

কেশব বাবুর এই পত্র সম্ভবতঃ ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসের প্রথমেই লিখিত । মধুসূদন পত্রপ্রাপ্তি মাত্রের টড-প্রণীত রাজস্থান হইতে নাটকের উপাদান সংগ্রহে প্রবৃত্ত হন এবং কৃষ্ণকুমারীর কাহিনী মনোনীত করেন । ঐ বৎসরের ৬ আগষ্ট আরম্ভ করিয়া ৭ সেপ্টেম্বর তিনি ‘কৃষ্ণকুমারী নাটক’ রচনা সমাপ্ত করেন । ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে রচিত হইলেও প্রায় এক বৎসর পরে ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে ‘কৃষ্ণকুমারী নাটক’ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় । পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ১১৫ । আখ্যাপত্রটি এইরূপ ছিল—

কৃষ্ণকুমারী নাটক । / শ্রীমাইকেল মধুসূদন দত্ত / প্রণীত । / আপরিতোবাঘিহ্বাং
ন সাধু মত্তে প্রয়োগবিজ্ঞানং । / বলবদপি শিক্তানামান্নপ্রত্যয়ং চেতঃ ॥ /
কালিদাস । কলিকাতা । শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ১৮২ সংখ্যক / ভবনে
ষ্ট্যান্‌হোপ্‌ স্ট্রে বসিত । / সন ১২৬৮ সাল । /

কেশবচন্দ্রের প্রতি কৃতজ্ঞতাবশতঃ মধুসূদন নাটকটি তাঁহাকে উৎসর্গ করেন । কেশবচন্দ্রের নিকট লিখিত একখানি পত্রেও তিনি যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়াছিলেন—

My Dear Gangooly, Here is Kissen Cumari—your Kissen Cumari, I dedicate her to the first actor of the age, to a Gentleman of whose friendship I am proud, and whose modesty, cheerfulness and talents endear him to all who know him. Should we ever have a

national Drama, and that Drama a future historian to commemorate its rise and progress, may be associate my humble name with yours. God bless you, old boy !

And now work away like a jolly fellow, and set Jotinder Baboo to write the songs. He is sure to do every justice to the play.— Don't depend upon me, for I am going to plunge deep into Heroic Poetry again.

Yours ever affectionately,

Michael M. S. Dutt

—‘জীবন-চরিত,’ পৃ. ৪৭০।

যোগীন্দ্রনাথ বসু লিখিয়াছেন,—“কৃষ্ণকুমারীর সঙ্গীতগুলি মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের রচিত” (পৃ. ৪৪৩)। কিন্তু নগেন্দ্রনাথ সোম বলেন, মাত্র দুইটি সঙ্গীত যতীন্দ্রমোহন রচনা করিয়াছিলেন। (‘মধু-স্মৃতি,’ পৃ. ৩০২-৩)। নগেন্দ্রবাবুর উক্তিই ঠিক বলিয়া মনে হয়; কারণ, “মঙ্গলাচরণে” মধুসূদন স্বয়ং লিখিয়াছেন—

এ কাব্যেও আমি সঙ্গীত ব্যতীত পঞ্চ রচনা পরিত্যাগ করিয়াছি। অমিত্রাকর পঞ্চই নাটকের উপযুক্ত পঞ্চ; কিন্তু অমিত্রাকর পঞ্চ এখনও এ দেশে এত দূর পর্যন্ত প্রচলিত হয় নাই, যে তাহা সাহসপূর্বক নাটকের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়া সাধারণ জনগণের মনোরঞ্জন করিতে পারি।

‘কৃষ্ণকুমারী নাটক’র মুদ্রাক্ষন-ব্যয়ভার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বহন করিয়াছিলেন। এই নাটক সম্বন্ধে আর একটি উল্লেখযোগ্য কথা এই যে, ইহা পাশ্চাত্য আদর্শে রচিত; ‘শশ্মিষ্ঠা নাটক’ ও ‘পদ্মাবতী’র ন্যায় ইহাতে সংস্কৃত আদর্শ অবলম্বিত হয় নাই। সঙ্গীতগুলি সব কয়টিই নেপথ্যে গৈয়। ‘পদ্মাবতী’ রচনার পর তিনি রাজনারায়ণ বসুকে লিখিয়াছিলেন (১৫ মে, ১৮৬০)—

If I should live to write other Dramas, you may rest assured I shall not allow myself to be bound down by the *dicta* of Mr. Viswanath of the Sahitya-Darpan. I shall look to the great Dramatists of Europe for models. That would be founding a real National Theatre.—‘মধু-স্মৃতি,’ পৃ. ৩০১।

‘কৃষ্ণকুমারী নাটকে’ এই আদর্শ অবলম্বিত হইয়াছিল।

মধুসূদনের জীবনীকারেরা ‘কৃষ্ণকুমারী নাটক’কে বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম “বিষাদাস্ত” নাটক বলিয়াছেন। এই উক্তি ঠিক নহে। ১২৫৮ বঙ্গাব্দে (১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে) যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্তের ‘কীৰ্ত্তিবিনাস নাটক’ প্রকাশিত হয়।

ইহা পঞ্চাঙ্গে বিভক্ত একটি “করুণাভিনয় প্রবন্ধ”। এই নাটকের “ভূমিকা”য় গ্রন্থকার বিয়োগান্ত নাটক রচনার বিরুদ্ধে যুক্তি খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। শেষ অঙ্কের শেষ দৃশ্যে সৌদামিনী ও রাজপুত্রের যুগপৎ মৃত্যুতে নাটকটি অতিশয় বিষাদান্ত হইয়াছে। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত উমেশচন্দ্র মিত্রের ‘বিধবা বিবাহ নাটক’ও বিয়োগান্ত। বিধবা সুলোচনার বিষপানে আত্মহত্যায় এই নাটকের পরিণতি ও সমাপ্তি ঘটিয়াছে। সুতরাং ‘কৃষ্ণকুমারী নাটক’কে প্রথম বিষাদান্ত নাটক কিছুতেই বলা চলে না। তবে প্রথম “ঐতিহাসিক” বিষাদান্ত নাটক বলিলে ভুল হইবে না।

‘কৃষ্ণকুমারী নাটক’র রচনা ও অভিনয় সম্পর্কে অনেক সংবাদ বিভিন্ন সময়ে বন্ধুদের নিকট লিখিত মধুসূদনের পত্রে আছে। তন্মধ্যে কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের নিকট লিখিত পত্রগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আমরা নিম্নে ‘কৃষ্ণকুমারী নাটক’ সংক্রান্ত যাবতীয় পত্রাংশ ‘মধু-স্মৃতি’ (১ম সং) হইতে উদ্ধৃত করিলাম। কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের নিকট লিখিত পত্রগুলি সর্বপ্রথমে উদ্ধৃত হইল; শেষের পত্রগুলি রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত।

(ক) মধুসূদন কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে—

১। My dear Gangooly, Last Sunday, I submitted another “Synopsis” of a Drama on an entirely Hindu subject. I dare say you have already seen it. If so, is it not beautiful? For two nights, I sat up for hours pouring over the tremendous page of Tod and about I. A. M. last Saturday, the *Muses smiled*! As a true realizer of the Dramatist’s conceptions you ought to be quite in love with কৃষ্ণকুমারী, as I am. Lord! What a romantic Tragedy it will make; I have made the List of Dramatis Personae as short as I could, for I wish to leave no loop-whole for our Manager to escape through. Fancy, only 5 or 6 males, and but 4 Females in a historic tragedy! If the Chota Raja should grumble about the Females, please tell him I undertake to find 3 out of the 4!

I wish you would stir them up, সখে মাধব! It is a down-right shame that such a theatre, as that at Belgatchia, should be the abode of Bats, or what is tantamount to it, the gaze of Bat-like men! as the boatswain says the “Tempest.”

“Heigh, my hearts; cheerly, cheerly, my hearts; yare, yare. Take in, the top-sail; tend to the Master’s whistle. Blow, till thou burst thy wind, if room enough!”

If you all like the plot, I promise you the play in six weeks, if not earlier. But I must be met half-way. *বীমা ভেতাল* is not the *ভাল* for me.

If you have *not* seen the "Synopsis," run to Jotinder Baboo and he will show it to you.

With sentiments of very kind regards to self and friend *Deeno meah*. Yours very sincerely.

P. S. We must have a farce with the tragedy. I tell you what, friend Garrick, even if we prolong the play to 2 A. M. no one will grumble. The farce will make the old fellows laugh away all sorts of ill humours, but I shall make the tragedy as short as I Can.—*পৃ. ১০৮-১০৯।*

৩। You must know, my brilliant friend, that just now I have no time to write a Drama "*on spec*" as they call it. I am engaged in writing a poem on the death of Meghanad, the celebrated son of Ravan, generally known as "Indrajit"—besides, it is high time that I should resume my legal studies, seeing that the year is nearly at an end, and I may be called up for an examination next January. But if the Chota Raja really makes up his mind to reopen his theatre, I am his man! This, I wish, you would ascertain next Sunday, when I suppose you will have an opportunity of seeing both him and Jotinder. Ask the Chota Rajah candidly what his real intentions are. There is no use writing a play and then leaving it to rot in my desk. All this you must ascertain next Sunday, and communicate to me the result of the mission, next Monday. If the Chota Rajah, is for a play, and I *sincerely hope* he is, you shall have Krishna Koomary before you are many weeks older.

You suggest an under-plot, the suggestion is good—*what* can be bad that comes from you, O thou *avatar* of the Roman Roscius and the English Garrick!—But it will involve the necessity of two more females. The story of Krishna, though tragic, is barren of incidents. Instead of lengthening it, I would rather write a Farce to be acted with it. But *Master's Hookum* is my motto.—*পৃ. ১১০।*

৪। My dear Gangooly, Many thanks to you and Jotinder Baboo though I am not particularly interested in the question of getting the work printed. This I look upon as a secondary matter. What I want is to have it acted and acted by such an actor as your noble-self. The play would be an experiment, and, unless well

supported by great histrionic talent, could not be expected to create any very great sensation.

To complicate the Plot, by the introduction of one or two more characters (male), would be to complicate it in every sense of the word ; for you must remember that play is a historical one, and to introduce battles and political discussions would be to astonish the weak senses of the audience and the reader. I am for two more females. This জগৎসিংহ of জয়পুর had a favourite mistress. Tod gives her name as the "Essence of Camphor" ; I think we may bring her in and allow her jealousy full play. Her arts would offer a fine contrast to the innocence of our Heroine—though they are never to be brought together, and I also intend to make her contribute an air of comicality to some of the scenes—and she should have her "Familiar" or সখী ।

A "synopsis" can hardly be supposed to give a reader a full idea of the Plot as it rises in the Dramatist's mind. But if you examine the one, forwarded by me, carefully, you will find the Queen a very necessary character ;—so also the ভগ্নস্বিনী । And here, I must make a few remarks on the disadvantages we, "Indian Bards", labour under, with reference to Female characters :—

The position of European females, both dramatically as well as socially, are very different. It would shock the audience if I were to introduce a female (a virtuous one) discoursing with a man, unless that man be her husband, brother or father. This describes a circle around me, beyond the boundary line of which I cannot step. The consequence is, I am obliged to have a larger number of females to give my Plot an air of fulness, and I must here tell you, my dear G., what, I dare say, you will allow at least to some extent, viz., that we Asiatics are of a more romantic turn of mind than our European neighbours. Look at the splendid Shakespearean Drama. If you leave out the Midsummer Night's Dream, Romeo and Juliet and perhaps one or two more, what play would deserve the name of *Romantic* ? Romantic in the sense in which Saccotala is Romantic ? In the great European Drama you have the stern realities of life, lofty passion, and heroism of sentiment. With us it is all softness, all romance. We forget the world of reality and dream of Fairylands. The genius of the Drama has not yet received even a moderate degree of development in this country. Ours are dramatic poems ; and even Wilson, the great foreign admirer of our ancient language, has been compelled to admit this. In the

Sarmista, I often stepped out of the path of the Dramatist, for that of the mere Poet. I often forget the real in search of the poetical. In the present play I mean to establish a vigilant guard over myself. I shall not look this way or that way for poetry ; if I find her before me I shall not drive her away ; and I fancy, I may safely reckon upon coming across her now and then. I shall endeavour to *create* characters who speak as nature suggests and not mouth-mere poetry. The proof of the Pudding, however, is in the eating, and I hope to send you the First Act in time to enable you to read with Jotinder Baboo, next Sunday. As for the language, the Drama to be written in, I shall follow Dr. Johnson's advice :—"If there be," says he, "what I believe there is, in every nation a style which never becomes obsolete, a certain mode of phraseology so consonant and congenial to the analogy and principles of its respective language, as to remain settled and unaltered, this style is to be probably sought in the common intercourse of life, among those who speak only to be understood, without the ambition of elegance." And he commends Shakespeare for having adopted this language ; and this advice I mean to adopt except where the thoughts rise high of their own accord and clothe themselves with loftier diction, and that will be in the more Tragic parts of the play.

You must remember these remarks, my dear fellow, when you sit down to peruse the Play, and I must at the same time beg of you, to treat me with the *utmost* candour. No human being is infallible, and I the last man to feel hurt when my faults are pointed out to me, either by friend or foe. If this Tragedy be a success, it must ever remain as the foundation-stone of our National Theatre. Excuse this long letter, and believe me, Ever yours most sincerely.

P. S. Blank verse only in soliloquies ? What say you ? As this play will be full of acting and dialogue, there won't be many openings for Blank verse ; but a little of it won't hurt anybody, I think.—'बहु-श्रुति,' पृ. १७०-७२ ।

8 । My Dear Gangooly, Tho' I have nearly finished the first three Acts, I have not had time to make a fair copy of them. The pleasure of composition is outweighed by the trouble of copying ! Here is the First Act. That *शदनिका* will play the Duce with *शनदसि* । I hope the portion of the play I am sending, would not disappoint you and other friends. You will find the Second Act more solemn. The most beautiful plays in the world are combination of Tragedy,

and Comedy. I have, not given any verse—of that, by and by. Let me know by Monday, what you think of this Act. You are welcome to strike off, add, alter and all that. In great haste. Ever yours sincerely.—‘মধু-স্মৃতি,’ পৃ. ৭৬০।

৫। My dear Gangooly, Here you are. This is Act No. ৩. The Fourth Act has also been completed, but I must make a fair copy of it before I send it to you.

Jotinder Baboo writes to me to say that he is not well enough to read the play just now, and that he has made it over to the Chota Rajah. Now, from what I know of the Chota Rajah, I am afraid he will not look into it at all, unless there is some one at him. This task you must undertake, you and Deenoo Baboo. You must *force* him to read the scenes with you. If not, I have laboured in vain.

If the Chota Rajah *really* wishes to reopen his Theatre, he ought to send the Mss. at once to the Printers and then read over the proofs with you. Yours as ever.

P. S. I do not know how it is, but I fancy that everything will end in smoke—‘মধু-স্মৃতি,’ পৃ. ৭৬০।

৬। My dear G. Here is the Fourth Act. As a humble member of the noble Belgatchia Amateur Company, I am doing what I can to promote its glory. If the other members won't stir themselves, it is no fault of mine. By Jove! Here is a play— if meritorious in no other respect, at least *brimful* of acting, acting, acting! I shall soon finish the Last Act; it will be highly Tragic. Poor Kissen Kumari will die. Yours in haste.—‘মধু-স্মৃতি,’ পৃ. ৭৬০।

৭। My dear Gangooly, I wish you had not thought of Shakespeare so much, as you appear to have done, when you sat down to peruse poor Kissen Kumari. Some of the defects you point out, are defects indeed, but it does not fall to the lot of every one to rise superior to them, and even Shakespeare himself does not do so often. As a first rate actor, you are, as a matter of course, a first rate dramatic critic: but do not believe for a moment that there are *three* men in all Bengal who would discover these *secret* failings of the play.

As for “variety of action” there is not much of it, to be sure, but that result I could not very well avoid, owing to the original barrenness of the Plot. I do not pretend to understand much about

acting, that is your province ; but I am disposed to believe that you are mistaken in thinking that the play would not succeed on the stage. With the actors we have, we can not expect very great amount of success : but I fancy it would create a deeper sensation than any Play yet produced. If all our actors were like yourself, it would be a different thing. Most of the Shakespearean Dramas were no better acted, at first. I suspect, than ours are. As for the male characters, that is another inconvenience of the Plot. I have tried to represent Juggut Sing as I find him in history, a somewhat silly and voluptuous fellow ; Bheem Sing as a sad, serious man. The other characters are invented, but I had to *conform* them to the principal characters. As for Dhanadass, I never dreamt of making him the counterpart of Yago. The plot does not admit of such a character, even I could invent it—which I gravely doubt ! I wish *Bullender* to be serious and light, like the "Bastard" in King John. Dhanadass is an ordinary rogue, indeed, but he will do admirably, if you take him by the hand !

As for the females, there I am on my own element, and I hope you will like them all. The Queen of such an unfortunate Prince, as the Rana Bheem Sing, cannot but be sad and grave ; the princess, I hope is dignified, yet gentle. But that Madanika is my favourite. Kissen Kumari falling in love with a man she has never seen before, is by no means uncommon in our own ancient History of Fable ; the name of Rukmini will occur to you at once ; I believe there are allusions to her in the play. I am aware that it will be hard to get good female actors ; but we must make the most of what we have. This is a misfortune I cannot remedy. I have great faith in you as a Teacher.

I am happy you like the language. Ease can be only obtained by practice ; and I am as yet a mere novice. But I hope I am a *progressive animal*. As the play is a tragedy, I have not thought it proper to begin any scene with the determination of being *comic* ; in my humble opinion such a thing would not be in keeping with the nature of the Play. But whenever in the course of the dialogue a pleasant remark has suggested itself I have not neglected it. The only piece of criticism I shall venture upon, is this ;—never *strive* to be comic in a tragedy ; but if an opportunity presents itself unsought to be gay, do not neglect it in the less important scenes, so as to have an agreeable variety. This I believe to be Shakespeare's plan.

Perhaps, you will not find many scenes in his higher tragedies in which he is *studiously* comic. However, both yourself and our friend Tagore are welcome to brush up into a comic glow any scene, that would admit of such a thing. I am not such an ungrateful fellow as to find fault with my friends for trying to make me look handsomer !

As for beginning the play with a soliloquy, that is of little consequence ; little mannerism does no harm, and I promise you, I shan't do it again.

Perfection, my dear fellow, can only be attained by long practice. So you must not be very severe upon poor me. If spared, perhaps, I shall yet do better !

I am truly happy that you like the play upon the whole. I hope Jotinder Baboo and our Manager will sail in the same boat with you. The style of criticism you bring to bear upon the play, is the very highest possible ; such an *aesthetic storm* would sink the ship of every dramatist in the world, save and except Shakespeare ; and even he would suffer considerable damage ! A word about the Scenes :—I am very fond of busy and varied scenes ; and as for the French idea of not allowing one set of actors to retire and introduce another, I have no great respect for it, and yet I like to preserve "unity of place" and, as far as I can, that of time also. Examine each Act and you will find unity of place if not of time.

Your letter fills my heart with hope. I fancy you can move the Chota Rajah, if you really wish it. As for Jotinder Baboo, his enthusiasm requires little pushing from behind. If these two gentlemen like it, they can make this an age of glory in the literary annals of their country ! Let them but seriously encourage the drama, and they will see wonders ! If not, we must strike our heads and say,—“Alas ! born an age too soon” !

I am quite ready to undertake another drama, but this must be acted first. We ought to take up Indo-Mussulman subjects. The Mohomedans are a *fiercer* race than ourselves, and would afford splendid opportunity for display of passion. Their women are more cut out for intrigue than ours.

Excuse this scrawl. Hoping you are quite well personally and domestically.

1st September, 1860

Yours most sincerely.

P. S. 1. I shall after the opening soliloquy and remove it to some other place.

P. S. II. I am sorry Jotinder Baboo is still ailing. I hope to go and see him to-morrow. I wish you would begin the work of revision at once ;—I am so impatient! After this, must look to "Rizia."—I hope that will be a drama after your own heart! The prejudice against Moslem names must be given up. If you like, I can pick up other subjects from Tod. But I must first finish my *Meghanada*. That will take me some months.

५। My dear Gangooly, You must not fancy that I have been idle. *Kissen Kumari* was finished two days ago. Begun 6th August finished 7th September—rather quick work, old fellow! But in these days of steam and other stimulating powers, a man must keep pace with the times. But though I have finished the drama you can't have it for some days yet. I have to make a fresh or fair copy and that is really bothersome. In the mean time let me know how you are getting on. Have you seen our Manager? What saith the man of Millions? Verily, brother Keshub, my heart is set upon seeing *Kissen Cumari* acted at *Belgatchia*, and the Chota Rajah ought to do it. I wish you would make it a point to see him to-morrow on the subject. Take *Denuo Meah* with you and go like a good fellow. If Jotinder Baboo is better, as I hope he is, take him with you also. Mind you, you all broke my wings once about the farces; if you play a similar trick this time, I shall forswear Bengali and write books in Hebrew and Chinese! If you see the Chota Rajah to-morrow and he shows symptoms of a yielding spirit, we can have a meeting Sunday after next (to-morrow week) at *Belgatchia*, and I shall go over. If the Chota Rajah begins to talk of his brother's absence, silence him by saying—"Pooh, my lord, we know your brother never says "nay," to anything you wish to do. This sort of *bosh* won't go down with boys like ourselves! Ha! Ha!"—

I flatter myself you will like the Fifth act. I shed tears when poor *Kissen Cumari* stabbed herself and fell on her bed! And then the poor queen also dies—but behind the scenes. There are three scenes in this Act. I am afraid the play has grown longer than I intended, but never mind. No one would grumble at a good play for being a little too long. What more?—as we say in Sanskrit किमधिकं ? —'बहु-वृत्ति,' पृ. १२७-७१।

६। My dear Gangooly, Many thanks for your letter with enclosure. By Jove, this act is really brilliant! I have written to

our friend Baboo J. M. Tagore about the songs. The first and second acts are already in type.

It strikes me that if the drama is to be acted, you had better at once organise your company and begin operations with the two acts already printed. Go on rehearsing at Jotinder's and then you can settle whether we are to do the thing in the Town Theatre or blaze out at dear old Belgatchia. I vote for Belgatchia.

Now master Dhanadas, allow me to give you a bit of advice. Put down Issur Chunder Sing as "Jagat Sing," and then you will very soon find yourself at Belgatchia! Do you see him now? I hope Preonath will take up ভীমসিংহ। Denoo সত্যদাস; Jodoo বলেশ্বর; Sreenath the other মন্ত্রী। By the bye—do you think Kissondhon will do for Kissen Kumari? Make Kali মদনিকা। Under your guidance, he is sure to do very well. (16 January 1861.)
—'মধু-স্মৃতি,' পৃ. ৭৬৮।

১০। And now old boy, *what* about Kissen Kumari? What has our elegant friend Baboo J. M. Tagore done? What does he intend doing? What says our "Manger"? I am afraid, brother Keshub, we are all losing that fine enthusiasm we once had in matters dramatic! As for me, excuse my vanity; I think I have some little excuse—another branch of the art is seducing my soul at present from the "Old Love": how will *you* answer at the Bar of Posterity!

If Kissen Kumari does not satisfy our friend, I am just now comparatively free, and don't mind plunging in again! However give me all the news you can. I should be sorry to see the play acted in rainy weather, and the cold weather has fairly commenced.

If the Rajahs of Paikparah are bent upon shutting their doors against সন্ন্যাসী, I hope the poor Goddess will still find a warm friend in Baboo Jotindra Mohan Tagore!—'মধু-স্মৃতি,' পৃ. ৭৬৮-৬৯।

(খ) মধুসূদন রাজনারায়ণকে :

১। My dear Raj, It is many weeks since I last wrote to you or heard from you, but I have been dramatizing, writing a regular tragedy in—prose! The plot is taken from *Tod*, Vol. I, P. 461. I suppose you are well acquainted with the story of the unhappy princeess Kissen Kumari. There is one more Act to be written—viz. the fifth—'মধু-স্মৃতি,' পৃ. ৭৩৯।

২।...I have finished my Tragedy on the death of the Rajput Princess Kissen Kumari. Babu J. M. Tagore and his friends have got hold of it and it will be shortly printed. They speak of it in a very flattering manner. But you must judge for yourself.—‘মধু-স্মৃতি,’ পৃ. ৭৪২।

৩। ...Kissen Kumari will be ready for publication in a week or two and the Odes are now in the hands of the printer. I think I deserve some credit even for doing so much in this really fearful weather.—‘মধু-স্মৃতি,’ পৃ. ৭৪৫।

৪। You will be glad to hear that Kissen Kumary, the beautiful Rajput Princess, will be out in a day or two. I shall instruct my printer to send you a copy, as early as possible, and then you must tell me what you think of it.—‘মধু-স্মৃতি,’ পৃ. ৭৪৭।

৫। You surprise me. Is it possible that Kissen Kumari has not yet reached you? I must write to my printer again on the subject.—‘মধু-স্মৃতি,’ পৃ. ৭৪৮।

৬। You must take the trouble of writting to me again, for I am anxious to know what you think of the Tragedy; but if not, you must allow me to ask you the meaning of this long silence. Has the book disappointed you? Here people speak well of it; tho' I must say that men of your stamp are anything but common here.

How [Here?] you are old boy, a Tragedy, a volume of Odes, and one half of a real Epic poem! All in the course of one year; and that year only half old! If I deserve credit for nothing else, you must allow that I am, at least, an *Industrious dog*.—‘মধু-স্মৃতি,’ পৃ. ৭৪৯-৫০।

৭।...I am not at all dissatisfied with your criticism on Kissen Kumari, but I flatter myself you will thank more highly of her as you grow more acquainted with the piece. I have certain Dramatic notions of my own, which I follow invariably. Some of my friends—and I fancy you are among them, as soon as they see a Drama of mine, begin to apply the canons of criticism that have been given forth by the masterpieces of William Shakespeare. They perhaps forget that I write under very different circumstances. Our social and moral developments are of a different character. We are no doubt actuated by the same passions, but in us those passions assume a milder shape. But hang all Philosophy. I shall put down on paper the thoughts as they spring up in me, and let the world say what it will.—‘মধু-স্মৃতি,’ পৃ. ৭৫১।

উপরোক্ত পত্রাবলীতে 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে'র অভিনয় সম্পর্কে মধুসূদন যে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা বস্তুতঃ সত্য হইয়াছিল। 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' বেলগাছিয়া নাট্যশালায় অভিনীত হয় নাই। কেন হয় নাই, তাহার অস্পষ্ট আভাস পত্রে আছে। 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে'র প্রতি এই অবহেলার জগুই মধুসূদন কয়েকটি নাটকের খসড়া প্রস্তুত করিয়াও রচনা সম্পূর্ণ করেন নাই। শোভাবাজার নাট্যশালায় (শোভাবাজার প্রাইভেট থিয়েট্রিক্যাল সোসাইটি) ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারি সোমবার 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' সর্বপ্রথম অভিনীত হয়। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত 'বঙ্গীয় নাট্যশালায় ইতিহাস' (২য় সং, পৃ. ৬৩-৬৪) হইতে এই অভিনয়ের বিবরণ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

...গত শুক্রবার রাত্রিতে শোভাবাজারের সখের থিয়েটারের দল সম্রাস্ত ও সুনির্বাচিত দর্শকদের সমক্ষে, বাবু মাইকেল মধুসূদন দত্ত-প্রণীত সুপরিচিত বিরোগান্ত 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের প্রথম প্রকাশ্য অভিনয় দেখাইয়া সকলকে আনন্দিত করেন। 'কৃষ্ণকুমারী' বাংলা ভাষায় সর্বশ্রেষ্ঠ এবং একমাত্র মৌলিক নাটক।...নাট্যক্ষেত্রে এই নাটকটির বিচিত্র ঘটনাবলীর অভিনয় কম কৃতিত্বের কথা নয়। এ জগু শোভাবাজারের অভিনেতাদের যে-সকল ক্রটিবিচ্যুতি হইয়াছে, সেগুলি ক্রমের চক্ষে দেখা উচিত। কোন অভিজ্ঞ শিক্ষাদাতার সাহায্য ব্যতিরেকে বাহা করা সম্ভব, তাঁহারা তাহা করিয়াছেন।...এই দলের অভিনেতাদের মধ্যে ঐহারা ধনদাস, মদনিকা, ভীমসিংহ, বলেন্দ্র ও সত্যদাস-চরিত্রের অভিনয় করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অভিনয়ের বেশ ক্রমতা আছে। চেষ্টা করিলে তাঁহারা কালে সুদক্ষ অভিনেতা হইবেন, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ('হিন্দু পেট্রিফট' হইতে অনূদিত)

'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে কে কোন্ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার একটি তালিকা মহেন্দ্রনাথ বিশ্বাসিধির 'সন্দর্ভ-সংগ্রহ' পুস্তকে দেওয়া আছে। আমরা তালিকাটি উদ্ধৃত করিতেছি,—

(পুরুষগণ)

স্বত্রধার	...	বাবু ক্ষেত্রমোহন বসু
ভীমসিংহ	(উদয়পুরের রাণা)	শ্রীবিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়
বলেন্দ্র সিংহ	(ঐ রাণার ভ্রাতা)	বাবু প্রিয়নাথ বসু মল্লিক
সত্যদাস	(রাণার মন্ত্রী)	কুমার আনন্দকৃষ্ণ
জগৎ সিংহ	(জয়পুর-মহারাজ)	" শ্রীউপেন্দ্রকৃষ্ণ
নারায়ণ মিশ্র	(জগৎসিংহ-মন্ত্রী)	বাবু বেণীমাধব ঘোষ
ধনদাস	(মহারাজের পারিষদ)	" মণিমোহন সরকার
মৃত	...	" বেণীমাধব ঘোষ
ভৃত্য	...	শ্রীজীবনকৃষ্ণ দেব

	(স্ত্রীগণ)	
কৃষ্ণকুমারী	(রাণা-কন্যা)	কুমার ব্রজেন্দ্রকৃষ্ণ
অহল্যা বাই	(রাণার রাণী)	কুমার অমরেন্দ্রকৃষ্ণ
তপস্বিনী	...	শ্রীউদয়কৃষ্ণ দেব
বিলাসবতী	(মহারাজের রক্ষিতা বেণী)	বাবু হরলাল সেন
মদনিকা	(বিলাসবতীর পরিচারিকা)	বাবু রামকুমার মুখোপাধ্যায়
প্রথম সহচরী	...	শ্রীহরলাল সেন
দ্বিতীয় সহচরী	...	বাবু নকুড়চন্দ্র মুখোপাধ্যায়

জোড়াসাঁকো ঠাকুর-বাড়ীতেও 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' অভিনীত হইয়াছিল ; এই অভিনয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কৃষ্ণকুমারীর মাতার ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। কলিকাতার প্রথম সাধারণ রঙ্গালয়—গ্যাশনাল থিয়েটারে 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' অভিনীত হয় ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ২২এ ফেব্রুয়ারি শনিবার, গিরিশচন্দ্র ঘোষ ভীম সিংহের ভূমিকা গ্রহণ করেন। সাধারণ রঙ্গমঞ্চে ইহাই তাঁহার প্রথম আবির্ভাব। গ্রেট গ্যাশনাল থিয়েটারও 'কৃষ্ণকুমারী নাটক'র (২৪ জানুয়ারি, ১৮৭৪) অভিনয় করিয়াছিলেন।

সাধারণ রঙ্গমঞ্চে 'কৃষ্ণকুমারী নাটক'র আর একটি অভিনয় উল্লেখযোগ্য। মধুসূদনের মৃত্যুর পর তাঁহার অপোগণ্ড সন্তানগণের সাহায্যকল্পে গ্যাশনাল থিয়েটার কর্তৃক ১৬ই জুলাই ১৮৭৩ তারিখে কলিকাতার অপেরা হাউসে মহা সমারোহে 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' অভিনীত হয়। এই অভিনয়ে হিন্দু গ্যাশনাল থিয়েটারের অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী-প্রমুখ কয়েক জন খ্যাতনামা অভিনেতাও যোগদান করিয়াছিলেন। মহাকবির উদ্দেশে গিরিশচন্দ্র ঘোষ-রচিত এই গানটি সর্বপ্রথমে গীত হয় :—

বাগেশী—আড়াঠেকা

কে রচিবে মধুচন্দ্র মধুকর মধু বিনে ।
 মধুহীন বঙ্গভূমি হইয়াছে এত দিনে ॥
 কুহকী কল্পনাবলে, কে আনিবে রঙ্গমলে,
 কুমারী কৃষ্ণা-কমলে, মোহিতে যনে ।
 বীরমদে অধুনাদে, কে আনিবে মেঘনাদে,
 কাঁদিবে প্রমীলা সনে, কেলিবিপিনে ॥

—গিরিশ-স্মৃতিাবলী, ১ম ভাগ (২য় সং), পৃ. ৪৫৬ ।

মধুসূদনের জীবিতকালে 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে'র তিনটি সংস্করণ হইয়াছিল। প্রথম সংস্করণ ১২৬৮ সালে (পৃ. ১১৫), দ্বিতীয় সংস্করণ ১২৭২ সালে (পৃ. ১১৫) ও তৃতীয় সংস্করণ ১২৭৬ সালে (পৃ. ১১৮) প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় সংস্করণের পুস্তকে খুঁটিনাটি পরিবর্তন আছে, কিন্তু তৃতীয় সংস্করণ দ্বিতীয়েরই পুনর্মুদ্রণ মাত্র। অনাবশ্যক বোধে পাঠভেদ দেওয়া হইল না।

মঙ্গলাচরণ

মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়,

মহাশয়েষু।

মহাশয়!

আমি এই অভিনব কাব্য আপনাকে সমর্পণ করিতেছি। আপনি আধুনিক বঙ্গদেশীয় নট-কুলশিরোমণি; ইহার দোষ গুণ আপনার কাছে কিছুই অবিদিত থাকিবেক না। বিশেষতঃ, আমার এই বাঞ্ছা, যে ভবিষ্যতে এ দেশীয় পণ্ডিতসম্প্রদায় জানিতে পারেন, যে আপনার সদৃশ দর্শন-কাব্য-বিশারদ এক জন মহোদয় ব্যক্তি মাদৃশ জনের প্রতি অকৃত্রিম সৌহার্দ প্রকাশ করিতেন।

আমাদিগের পরমাত্মীয় রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ মহাশয় অকালে কালগ্রাসে পতিত হওয়াতে, দর্শনকাব্যের উন্নতি বিষয়ে যে কত দূর ক্ষতি হইয়াছে, তাহা দর্শনকাব্যপ্রিয় মহাশয়গণের অবিদিত নহে। আমি এই ভরসা করি, যে মৃত রাজা মহাশয় যে সুবীজ রোপিত করিয়া গিয়াছেন, তাহার বৃদ্ধি বিষয়ে অন্যান্য মহাশয়েরা যত্নবান হন। এই কাব্য-বিষয়ে উক্ত রাজা মহাশয় আমাকে যে কত দূর উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা মনে পড়িলে ইচ্ছা হয় না, যে আর এ পথের পথিক হই। হায়! বিধাতা এ বঙ্গভূমির প্রতি কেন প্রতিকূলতা প্রকাশ করিলেন?

এ কাব্যেও আমি সঙ্গীত ব্যতীত পদ্য রচনা পরিত্যাগ করিয়াছি। অমিত্রাক্ষর পদ্যই নাটকের উপযুক্ত পদ্য; কিন্তু অমিত্রাক্ষর পদ্য, এখনও এ দেশে এত দূর পর্য্যন্ত প্রচলিত হয় নাই, যে তাহা সাহসপূর্বক নাটকের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়া সাধারণ জনগণের মনোরঞ্জন করিতে পারি। তথাচ ইহাও বক্তব্য, যে আমাদিগের সুমিষ্ট মাতৃভাষায় রঙ্গভূমিতে গদ্য অতীব সুশ্রাব্য হয়। এমন কি, বোধ করি, অন্য কোন ভাষায় তদ্রূপ হওয়া সুকঠিন। যাহা হউক, এ অভিনব কাব্য আপনার এবং অন্যান্য গুণগ্রাহী মহোদয়গণ সমীপে আদরণীয় হইলে, পরিশ্রম সফল বোধ করিব, ইতি।

গ্রন্থকার

মিবেদনমিতি।

নাটোল্লিখিত ব্যক্তিগণ ।

ভীম সিংহ	উদয়পুরের রাজা
বলেন্দ্র সিংহ	রাজভ্রাতা ।
সত্যদাস	রাজমন্ত্রী ।
জগৎ সিংহ	জয়পুরের রাজা ।
নারায়ণ মিশ্র	রাজমন্ত্রী ।
ধনদাস	রাজসহচর ।
অহল্যা দেবী	ভীম সিংহের পাটেশ্বরী ।
কৃষ্ণকুমারী	ভীম সিংহের ছহিতা ।
তপস্বিনী ।				
বিলাসবতী ।				
মদনিকা ।				

ভৃত্য, রক্ষক, দূত, সন্ন্যাসী, ইত্যাদি ।

কুম্ভকুমারী নাটক

প্রথমাক্ষ

প্রথম গর্ভাক্ষ

জয়পুর—রাজগৃহ।

(রাজা জয়সিংহ, পশ্চাতে পত্র হস্তে মন্ত্রীর প্রবেশ ।)

রাজা। আঃ কি আপদ! তোমরা কি আমাকে এক মুহূর্তের জন্তেও
বিশ্রাম কস্তে দেবে না? তুমিই যা হয় একটা বিবেচনা করগে না।

মন্ত্রী। মহারাজ, অনন্তদেবই পৃথিবীর ভার সর্বদা সহ করেন। তা
আপনি এতে বিরক্ত হবেন না।

রাজা। হা! হা! মন্ত্রিবর, অনন্তদেবের সঙ্গে আমার ভুলনাটা কি
প্রকারে সঙ্গত হয়? তিনি হলেন দেবাংশ, আমি একজন ক্ষুদ্র মনুষ্য মাত্র;
আহার, নিদ্রা, সময়বিশেষে আরাম—এ সকল না হলে আমার জীবন রক্ষা করা
তুষ্কর। তা দেখ, আমার এখন কিঞ্চিৎ অলস ইচ্ছা হচে। এ সকল পত্র না
হয় সন্ধ্যার পর দেখা যাবে, তাতে, হানি কি? যখনদল কিম্বা মহারাষ্ট্রের সৈন্য
ত এই মুহূর্তেই এ নগর আক্রমণ কতে আসচে না—

(ধনদাসের প্রবেশ)

আরে, ধনদাস? এস, এস, তবে ভাল আছ ত?

ধন। আজ্ঞা, এ অধীন মহারাজের চিরদাস। আপনার শ্রীচরণপ্রসাদে
এর কি অমঙ্গল আছে?

মন্ত্রী। (স্বগত) সব প্রতুল হলো—আর কি ? একে মনসা, তায় আবার ধূনার গন্ধ ! এ কর্মনাশাটা থাকতে দেখছি কোন কর্মই হবে না। দূর হোক ! এখন যাই। অনিচ্ছুক ব্যক্তির অনুসরণ করা পণ্ড পরিশ্রম।

[প্রস্থান।

রাজা। তবে সংবাদ কি, বল দেখি ?

ধন। (সহাস্ত বদনে) মহারাজ, এ নিকুঞ্জবনের প্রায় সকল ফুলেই আপনার এক একবার মধুপান করা হয়েছে, নূতনের মধ্যে কেবল ভেরেণ্ডা, ধুতুরা প্রভৃতি গোটা কত কদর্য ফুল বাকি আছে। কৈ ? জয়পুরের মধ্যে মহারাজের উপযুক্ত স্ত্রীলোক ত আর একটিও দেখতে পাওয়া যায় না।

রাজা। সে কি হে ? সাগর বারিশূন্য হলো না কি ?

ধন। আর, মহারাজ ! এমন অগস্ত্য অবিশ্রান্ত শুষতে লাগলে, সাগরে কি আর বারি থাকে ?

রাজা। তবে এখন এ মেঘবরের উপায় কি, বল দেখি ?

ধন। আজ্ঞা, তার জন্মে আপনি চিন্তিত হবেন না। এ পৃথিবীতে একটা ত নয়, সাতটা সাগর আছে !

রাজা। ধনদাস, তোমার কথা শুনে আমার মনটা বড় চঞ্চল হয়ে উঠলো। তবে এখন উপায় কি, বল দেখি ?

ধন। আজ্ঞা, উপায়ের কথা পরে নিবেদন করছি। আপনি অগ্রে এই চিত্রপটখানির প্রতি দৃষ্টিপাত করুন দেখি। এখানি একবার আপনাকে দেখাবার নিমিত্তেই আমি এখানে আনলেম।

রাজা। (চিত্রপট অবলোকন করিয়া) বাঃ, এ কার প্রতিমূর্তি হে ? এমন রূপ ত আমি কখন দেখি নাই।

ধন। মহারাজ, আপনি কেন ? এমন রূপ, বোধ হয়, এ জগতে আর কেউ কখন দেখে নাই।

রাজা। তাই ত ! আহা ! কি চমৎকার রূপ ! ওহে ধনদাস, এ কমলিনীটি কোন্ সরোবরে ফুটেছে, আমাকে বলতে পার ? তা হলে আমি বায়ুগতিতে এখনই এর নিকটে যাই।

ধন। মহারাজ, এ বিষয়ে এত ব্যস্ত হলে কি হবে ? এ বড় সাধারণ ব্যাপার

নয়। এ সুধা চন্দ্রলোকে থাকে। এর চারি দিকে রুদ্রচক্র অহর্নিশি ঘুরছে।
একটি ক্ষুদ্র মাছিও এর নিকটে যেতে পারে না।

রাজা। কেন? বৃত্তান্তটা কি, বল দেখি শুনি?

ধন। আজ্ঞা, মহারাজ—

রাজা। বলই না কেন? তায় দোষ কি?

ধন। মহারাজ, ইনি উদয়পুরের রাজত্বহিতা—এঁর নাম কৃষ্ণকুমারী।

রাজা। (সসন্ত্রমে) বটে? (পট অবলোকন করিয়া) ধনদাস, তুমি যে বলছিলে এ সুধা চন্দ্রলোকে থাকে, সে যথার্থই বটে। আহা! যে মহদ্বংশে শত রাজসিংহ জন্ম গ্রহণ করেছেন; যে বংশের যশঃসৌরভে এ ভারতভূমি চির পরিপূর্ণ; সে বংশে এরূপ অনুপমা কামিনীর সম্ভব না হলে আর কোথায় হবে? যে বিধাতা নন্দনকাননে পারিজাত পুষ্পের সৃজন করেছেন, তিনিই এই কুমারীকে উদয়পুরের রাজকুলের ললামরূপে সৃষ্টি করেছেন। আহা, দেখ, ধনদাস—

ধন। আজ্ঞা করুন।

রাজা। তুমি এ বংশনিদান বাপ্পা রায়ের যথার্থ নাম কি, তা জান ত?

ধন। আজ্ঞা—না।

রাজা। সে মহাপুরুষকে লোকে আদর করে বাপ্পা নাম দিয়াছিল; তাঁর যথার্থ নাম শৈলরাজ। আহা! তিনি যে শৈলরাজ, তা এ চিত্রপটখানি দেখলেই বিলক্ষণ জানা যায়!

ধন। কেমন করে, মহারাজ?

রাজা। মরু মুখ! ভগবতী মন্দাকিনী শৈলরাজের গৃহে জন্ম গ্রহণ করেন কি না?

ধন। (স্বগত) মাছ ভায়া টোপটি ত গিলেছেন। এখন এঁকে কোন ক্রমে ডাঙায় তুলতে পাল্যে হয়।

রাজা। দেখ, ধনদাস!

ধন। আজ্ঞা করুন, মহারাজ!

রাজা। তুমি এ চিত্রপটখানি আমাকে দাও—

ধন। মহারাজ, এ অধীন আপনার ক্রীত দাস; এর যা কিছু আছে, সে সকলই মহারাজের। তবে কি না—তবে কি না—

রাজা। তবে কি, বল?

ধন। আজ্ঞা, এ চিত্রপটখানি এ দাসের নয় ; তা হলে মহারাজকে এক্ষণেই দিতেম। উদয়পুর থেকে আমার এক জন বান্ধব এ নগরে এসেছেন। তিনিই আমাকে এ চিত্রপটখানি বিক্রয় কতোয় দিয়েছেন।

রাজা। বেশ ত। তোমার বান্ধবকে এর উচিত মূল্য দিলেই ত হবে ?

ধন। (স্বগত) আর যাবে কোথা ? এইবার ফাঁদে ফেলেছি। (প্রকাশে) আজ্ঞা, তা হবে না কেন ? তিনি বিক্রয় কতোয় এসেছেন ; যথার্থ মূল্য পেলে না দেবেন কেন ? তবে কি না, তিনি যে মূল্য প্রার্থনা করেন, সেটা কিছু অধিক বোধ হয়।

রাজা। ধনদাস, এ চিত্রপটখানি একটি অমূল্য রত্ন। ভাল, বল দেখি, তোমার বান্ধব কত চান ?

ধন। (স্বগত) অমূল্য রত্ন বটে ? তবে আর ভয় কি ? (প্রকাশে) মহারাজ, তিনি বিশ সহস্র মুদ্রা চান। এর কমে কোন মতেই বিক্রয় কতোয় স্বীকার করেন না। অনেক লোকে তাঁকে ষোল সহস্র মুদ্রা পর্য্যন্ত দিতে চেয়েছিল, কিন্তু তাতে তিনি——

রাজা। ভাল, তবে তিনি যা চান তাই দেওয়া যাবে। আমি কোষাধ্যক্ষকে এক পত্র দি ; তুমি তার কাছ থেকে এ মুদ্রা লয়ে তোমার বন্ধুকে দিও। কৈ ? এখানে যে লিখবার কোন উপকরণ নাই।

ধন। মহারাজ, আজ্ঞা করেন ত আমি এখনই সব এনে প্রস্তুত করে দি।

রাজা। তবে আন।

ধন। যে আজ্ঞা, আমি এলেম বলে।

[প্রস্থান।

রাজা। (স্বগত) মহারাজ ভীম সিংহের যে এমন একটি সুন্দরী কন্যা আছে তা ত আমি স্বপ্নেও জানতেম না। হে রাজলক্ষ্মি, তুমি কোন্ ঋষিবরের অভিশাপে এ জলধিতলে এসে বাস কচ্যো ?

(মসীভাজন প্রভৃতি লইয়া ধনদাসের পুনঃপ্রবেশ।)

ধন। মহারাজ, এই এনেছি। (রাজার উপবেশন এবং লিপিকরণ—স্বগত) মন্ত্রণার প্রথমেই ত ফল লাভ হলো। এখন দেখা যাক, শেষটা কিরূপ দাঁড়ায়। কৌশলের ক্রটি হবে না। তার পর আর কিছু না হয়, জানলেম যে চোরের

রাত্রিবাসই লাভ! আর মন্দই বা কি? কোন ব্যয় নাই অথচ বিলক্ষণ লাভ হলো!

রাজা। এই নাও। (পত্রদান।)

ধন। মহারাজা, আপনি স্বয়ং দাতা কর্ণ!

রাজা। তুমি আমাকে যে অমূল্য রত্ন প্রদান কল্লে, এতে তোমার কাছে আমি চিরবাধিত থাকলেম।

ধন। মহারাজ, আমি আপনার দাস মাত্র! দেখুন মহারাজ, আপনি যদি এ দাসের কথা শোনেন, তা হলে আপনার অনায়াসে এ স্ত্রীরত্নটি লাভ হয়।

রাজা। (উঠিয়া) বল কি, ধনদাস? আমার কি এমন অদৃষ্ট হবে?

ধন। মহারাজ, আপনি উদয়পুরের রাজকুমারীর সঙ্গে পরিণয় ইচ্ছা প্রকাশ করবামাত্রই, আপনার সে আশা ফলবতী হবে, সন্দেহ নাই। আপনার পূর্বপুরুষেরা ঐ বংশে অনেক বার বিবাহ করেছেন; আর আপনি কুলে, মানে, রূপে, গুণে সর্বপ্রকারেই কুমারী কৃষ্ণার উপযুক্ত পাত্র। যেমন পঞ্চালদেশের ঈশ্বর রূপদ তাঁর কৃষ্ণাকে পৌরবকুলতিলক পার্থকে দিতে ব্যগ্র ছিলেন, আপনার নাম শুনেলে মহারাজ ভীমসেনও সেইরূপ হবেন।

রাজা। হাঁ—উদয়পুরের রাজসংসারে আমার পূর্বপুরুষেরা বিবাহ করেন বটে; কিন্তু মহারাজ ভীমসেন নিতান্ত অভিমানী, যদি তিনি এ বিষয়ে অসম্মত হন, তবে ত আমার আর মান থাকবে না।

ধন। মহারাজ, আপনি সূর্য্যবংশচূড়ামণি! মহোদয় ব্যক্তির। আপনাদের গুণবিষয়ে প্রায়ই আত্মবিশ্বাস। এই জন্মে আপনি আপন মাহাত্ম্য জানেন না। জনক রাজা কি দাশরথিকে অবহেলা করেছিলেন?

রাজা। (চিন্তা করিয়া) আচ্ছা—তুমি একবার মন্ত্রিবরকে ডাক দেখি।

ধন। যে আজ্ঞা, মহারাজ।

[প্রস্থান।

রাজা। (স্বগত) দেখি, মন্ত্রীর কি মত হয়। এ বিষয়ে সহসা হস্তক্ষেপ করাটা উচিত নয়। আহা, যদি ভীমসিংহ এতে সম্মত হন, তবে আমার জন্ম সফল হবে। (উপবেশন।)

(মন্ত্রীর সহিত ধনদাসের পুনঃপ্রবেশ।)

মন্ত্রী। দেব, অনুমতি হয় ত, এ পত্র কথানি রাজসম্মুখে পাঠ করি।

রাজা। (সহাস্ত্র বদনে) না, না! ও সব সন্ধ্যার পরে দেখা যাবে। এখন বসো। তোমার সঙ্গে আমার অন্য কোন কথা আছে।

মন্ত্রী। (বসিয়া) আজ্ঞা করুন।

রাজা। দেখ, মন্ত্রিবর, মহারাজ ভীমসিংহের কি কোন সন্তান সন্ততি আছে?

মন্ত্রী। আজ্ঞা, হাঁ আছে।

রাজা। কয় পুত্র, কয় কন্যা, তা তুমি জান?

মন্ত্রী। আজ্ঞা না, এ আশীর্বাদক কেবল রাজকুমারী কৃষ্ণার নাম শ্রুত আছে। ধন। মহাশয়, রাজকুমারী কৃষ্ণা নাকি পরম সুন্দরী?

মন্ত্রী। লোকে বলে যে যাজ্ঞসেনী স্বয়ং পুনরায় ভূমণ্ডলে অবতীর্ণা হয়েছেন!

ধন। তবে মহাশয়, আপনি আমাদের মহারাজের সঙ্গে এ রাজকুমারীর বিবাহের চেষ্টা পান না কেন? মহারাজও ত স্বয়ং নরনারায়ণ অবতার!

মন্ত্রী। তার সন্দেহ কি? তবে কি না এতে যৎকিঞ্চিৎ বাধা আছে।

রাজা। কি বাধা?

মন্ত্রী। আজ্ঞা, মহারাজ, মরুদেশের মৃত অধিপতি বীরসিংহের সঙ্গে এই রাজকুমারীর পরিণয়ের কথা উপস্থিত হয়েছিল; পরে তিনি অকালে লোকান্তর প্রাপ্ত হওয়াতে, সে ক্রিয়া সম্পন্ন হয় নাই। আমি পরম্পরায় শুনেছি যে, সে দেশের বর্তমান নরপতি মানসিংহ নাকি এই কন্যার পাণিগ্রহণ কতো ইচ্ছা করেন।

রাজা। বটে? বামন হয়ে চাঁদে হাত! এই মানসিংহ একটা উপপত্নীর দত্তক পুত্র, এ কথা সর্বত্র রাষ্ট্র। তা এ আবার রাজকুমারীকে বিবাহ কতো চায়? কি আশ্চর্য্য! ছুরাত্মা রাবণ কি বৈদেহীর উপযুক্ত পাত্র? দেখ, মন্ত্রী, তুমি এই দণ্ডেই উদয়পুরে লোক পাঠাও! আমি এ রাজকন্যাকে বরণ করবো। (উঠিয়া) মানসিংহ যদি এতে কোন অত্যাচার করে, তবে আমি তাকে সমুচিত প্রতিফল না দিয়া ক্ষান্ত পাব না!

মন্ত্রী। ধর্ম্মাবতার, এ কি ঘরাও বিবাদের সময়? দেখুন, দেশবৈরিদল চতুর্দিকে দিন দিন প্রবল হয়ে উঠছে।

রাজা। আঃ, দেশবৈরিদল! তুমি যে দেশবৈরিদলের কথা ভেবে ভেবে একেবারে বাতুল হলে। এক যে দিল্লীর সত্রাট, তিনি ত এখন বিষহীন ফণী। আর যদি মহারাষ্ট্রের রাজার কথা বল, সেটা ত নিতান্ত লোভী।

যৎকিঞ্চিৎ অর্থ পেলেই ত তার সন্তোষ। তা যাও। তুমি এখন যথাবিধি দূত প্রেরণ করগে। মানসিংহের কি সাধ্য যে, সে আমার সঙ্গে বিবাদ করে ?

ধন। (জনাস্তিকে) মহারাজ, এ দাসকে পাঠালে ভাল হয় না ?

রাজা। (জনাস্তিকে) সে ত ভালই হয়। তুমি একজন সৎশক্ত সৎক্রিয়, তোমার যাওয়ায় হানি কি ? (প্রকাশে) দেখ, মন্ত্রী, তুমি ধনদাসকে উদয়পুরে পাঠিয়ে দাও।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞা, মহারাজ ! (ধনদাসের প্রতি) মহাশয়, আপনি তবে আমার সঙ্গে আসুন। এ বিষয়ে যা কর্তব্য সেটা স্থির করা যাকগে।

রাজা। যাও, ধনদাস, যাও।

ধন। যে আজ্ঞা, মহারাজ।

[মন্ত্রী এবং ধনদাসের প্রস্থান।

রাজা। (পরিক্রমণ করিয়া স্বগত) আহা, এমন মহার্ন রত্ন কি আমার ভাগ্যে আছে ? তা দেখি, বিধাতা কি করেন। ধনদাস অত্যন্ত সুচতুর মানুষ ; ও যদি সুচারুরূপে এ কর্মটা নির্বাহ কত্যা না পারে, তবে আর কে পারবে ?

(ধনদাসের পুনঃপ্রবেশ ।)

ধন। মহারাজ,—

রাজা। কি হে, তুমি যে আবার ফিরে এলে ?

ধন। আজ্ঞা, মন্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে আমার একটা কথা ঐক্য হচে না। তারই জন্তে আবার রাজসম্মুখে এলেম।

রাজা। কি কথা ?

ধন। আজ্ঞা, এ দাসের বিবেচনায় কতকগুলি সৈন্য সঙ্গে নিলে ভাল হয় ; কিন্তু মন্ত্রী এতে এই আপত্তি করেন যে, তা কত্যা গেলে অনেক অর্থের ব্যয় হবে।

রাজা। হা ! হা ! হা ! বৃদ্ধ হলে লোকের এমন বুদ্ধিই ঘটে ! তবে মন্ত্রীর কি ইচ্ছা যে তুমি একলা যাও ?

ধন। আজ্ঞা, এক প্রকার তাই বটে।

রাজা। কি লজ্জার কথা ! একে ত মহারাজ ভীমসেন অত্যন্ত অভিমানী, তাতে এ বিষয়ে যদি কোন ক্রটি হয়, তা হলেই বিপরীত ঘটে উঠবে।

ধন। আজ্ঞা, তার সন্দেহ কি? এ দাসও তাই বলছিল।

রাজা। আচ্ছা—তুমি মন্ত্রীকে এই কথা বলগে, তিনি তোমার সঙ্গে এক শত অশ্ব, পাঁচটা হস্তী, আর এক সহস্র পদাতিক প্রেরণ করেন। এ বিষয়ে কৃপণতা কল্যে কাষ হবে না।

ধন। মহারাজ, আপনি প্রতাপে ইন্দ্র, ধনে কুবের, আর বুদ্ধেও স্বয়ং বৃহস্পতি অবতার! বিবেচনা করে দেখুন, যখন সুরপতি বাসব সাগর মস্থন করে অমৃতলাভের বাসনা করেছিলেন, তখন কি তিনি সে বৃহৎ ব্যাপারে একলা প্রবৃত্ত হয়েছিলেন?

রাজা। দেখ, ধনদাস,—

ধন। আজ্ঞা করুন—

রাজা। যেমন নলরাজা রাজহংসকে দময়ন্তীর নিকটে দূত করে পাঠিয়েছিলেন, আমিও তোমাকে তেমনি পাঠাচ্ছি। দেখ, ধনদাস, আমার কৰ্ম্ম যেন নিষ্ফল না হয়।

ধন। মহারাজ, আপনার কৰ্ম্ম সাধন কত্যা যদি প্রাণ যায়, তাতেও এ দাস প্রস্তুত; কিন্তু রাজচরণে একটি নিবেদন আছে।

রাজা। কি?

ধন। মহারাজ, নলরাজা যে হংসকে দূত করে পাঠিয়েছিলেন, তার সোনার পাখা ছিল; এ দাসের কি আছে মহারাজ?

রাজা। (সহাস্র বদনে) এই নাও। তুমি এই অঙ্গুরীটি গ্রহণ কর।

ধন। মহারাজ, আপনি স্বয়ং দাতা কর্ণ!

রাজা। তবে আর বিলম্ব কেন? তুমি মন্ত্রীর নিকট গিয়ে, অতুই যাতে যাত্রা করা হয়, এমন উদ্যোগ করগে। যাও, আর বিলম্ব করো না। আমি এখন বিলাসকাননে গমন করি।

ধন। (স্বগত) এখন তোমার যেখানে ইচ্ছা, গমন কর। আমার যা কৰ্ম্ম তা হয়েছে। (পরিক্রমণ) ধনদাস বড় সামান্য পাত্র নন। কোথায় উদয়পুরের একজন বণিকের চিত্রপট কৌশলক্রমে প্রায় বিনা মূল্যেই হস্তগত করা হলো; আবার তাই রাজাকে বিক্রয় করে বিলক্ষণ অর্থ সংগ্রহ করলেম! এ কি সামান্য বুদ্ধির কৰ্ম্ম! হা! হা! হা! বিশ সহস্র মুদ্রা! হা! হা! হা! মধ্যে থেকে আবার এই অঙ্গুরীটিও লাভ হয়ে গেল। (অবলোকন করিয়া) আহা! কি চমৎকার মণিখানি! আমার প্রণিতামহও এমন বহুমূল্য মণি

কখন দেখেন নাই ! যা হোক, ধন্য ধনদাস ! কি কৌশলই শিখেছিলে ! জ্যোতির্বেত্তারা বলে থাকেন যে গ্রহদল রবিদেবের সেবা করে তাঁর প্রসাদেই তেজঃ লাভ করেন ; আমরাও রাজ-অনুচর ; তা আমরা যদি রাজপূজায় অর্থলাভ না করি, তবে আর কিসে করব ? তা এই ত চাই ! আরে, এ কালে কি নিতান্ত সরল হলে কাজ চলে ! কখন বা লোকের মিথ্যা গুণ গাইতে হয় ; কখন বা অহেতু দোষারোপ কতে হয় ; কারো বা ছোটো অসত্য কথায় মনঃ রাখতে হয় আর কারু কারু মধ্যে বা বিবাদ বাধিয়ে দিতে হয় ; এই ত সংসারের নিয়ম । অর্থাৎ, যেমন করে হোক, আপনার কার্য উদ্ধার করা চাই ! তা না করে, যে আপনার মনের কথা ব্যক্ত করে ফেলে, সেটা কি মানুষ ? হঁঃ ! তার মন তো বেষ্টার দ্বার বলেই হয় ! কোন আবরণ নাই । যার ইচ্ছা সেই প্রবেশ কতে পারে ! একপ লোকের ত ইহকালে অন্ন মেলা ভার আর পরকালে—পরকাল কি ? পরকালে বাপ নির্বংশ—আর কি ! হা ! হা ! যাই, অগ্রে ত টাকাগুলো হাত করিগে ; পরে একবার মন্ত্রীর কাছে যেতে হবে । আঃ, সেটা আবার এক বিষম কণ্টক ! ভাল, দেখা যাক, মন্ত্রীভায়ার কত বুদ্ধি ।

[প্রস্থান ।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

জয়পুর—বিলাসবতীর গৃহ

(বিলাসবতী ।)

বিলা । (স্বগত) কি আশ্চর্য্য মহারাজ যে আজ এত বিলম্ব কচেন, এর কারণ কি ? (দীর্ঘনিশ্বাস) ভাল—আমি এ লম্পট জগৎসিংহের প্রতি এত অনুরাগিণী হলেম কেন ? এ নবর্যোবনের ছলনায় যাকে চিরদাস করবো, মনে করেছিলাম, পোড়া মদনের কৌশলে আমিই আবার তার দাসী হলেম যে ! আমি কি পাখীর মতন আহারের অন্বেষণে জালে পড়লেম ? তা না হলে রাজাকে না দেখে আমার মনঃ এত চঞ্চল হয় কেন ? (দীর্ঘনিশ্বাস)

রাজার আসবার ত সময় হয়েছে; আমাকে আজ কেমন দেখাচে কে জানে ?
(দর্পণের নিকট অবস্থিতি ।)

(মদনিকার প্রবেশ ।)

(প্রকাশে) ওলো মদনিকে, একবার দেখ্ ত, ভাই, আমার মুখখানা আজ আরসিতে কেমন দেখাচে ?

মদ । আহা, ভাই, যেন একটি কনকপদ্ম বিমল সরোবরে ফুটে রয়েছে !
তা ও সব মরুক্ গে যাক ! এখন আমি যে কথা বলতে এলেম, তা আগে মন দিয়ে শোন ।

বিলা । কি, ভাই ? মহারাজ বুরি আসচেন ?

মদ । আর মহারাজ ! মহারাজ কি আর তোমার আছেন যে আসবেন ?

বিলা । কেন ? কেন ? সে কি কথা ? কি হয়েছে, শুনি—

মদ । আর শুনবে কি ? ঐ যে ধনদাস দেখচো, ওকে ত তুমি ভাল করে চেন না । ও পোড়ারমুখোর মতন বিশ্বাসঘাতক মানুষ কি আর ছুটি আছে ?

বিলা । কেন ? সে কি করেছে ?

মদ । কি আর করবে ? তুমি যত দিন তার উপকার করেছিলে, তত দিন সে তোমার ছিল ; এখন সে অন্য পথ ভাবচে ।

বিলা । বলিস্ কি লো ? আমি তো তোর কথা কিছুই বুঝতে পাল্যেম না ।

মদ । বুঝবে আর কি ? তুমি উদয়পুরের রাজা ভীমসিংহের নাম শুনেছ ?

বিলা । শুনবো না কেন ? তিনি ইন্দুকুলের চূড়ামণি ; তাঁর নাম কে না শুনেছে ?

মদ । তোমার প্রিয় বন্ধু ধনদাস সেই রাজার মেয়ে কৃষ্ণার সঙ্গে মহারাজের বিবাহ দেবার চেষ্টা পাচে ।

বিলা । এ কথা তোকে কে বললে ?

মদ । কেন ? এ নগরে তুমি ছাড়া বোধ হয়, এ কথা সকলেই জানে !
ধনদাস যে স্বয়ং কাল সকালে পত্র কত্বে উদয়পুরে যাত্রা করবে । ও কি ও ?
তুমি যে কাঁদতে বসলে ? ছি ! ছি ! এ কথা শুনে কি কাঁদতে হয় ?
মহারাজ ত আর তোমার স্বামী নন, যে তোমার সতীনের ভয় হলো ?

বিলা। যা, তুই এখন যা—(রোদন)।

মদ। ও মা! এ কি? তোমার চক্ষের জল যে আর থাকে না! কি আপদ। আমি যদি, ভাই, এমন জানতেম, তা হলে কি আর এ কথা তোমাকে শোনাই?—ঐ যে ধনদাস এ দিকে আসচে। দেখ ভাই, তুমি যদি এ বিষয় নিবারণ কতো চাও, তবে তার উপায় চেষ্টা কর। কেবল চক্ষের জল ফেললে কি হবে? তোমার চক্ষের জল দেখে কি মহারাজ ভুলবেন, না ধনদাস ডরাবে?

বিলা। আয়, ভাই, তবে আমরা একটু সরে দাঁড়াই। ঐ ধনদাস আসচে। দেখি না, ও এখানে এসে কি করে? (অন্তরালে অবস্থিতি।)

(ধনদাসের প্রবেশ।)

ধন। (স্বগত) হা! হা! মন্ত্রীভায়া আমার সঙ্গে অধিক সৈন্য পাঠাতে নিতান্ত অসম্মত ছিলেন; কিন্তু এমনি কৌশলটি করলেম যে ভায়ার আমার মতেই শেষ মত দিতে হলো! হা! হা! রাজাই হউন, আর মন্ত্রীই হউন, ধনদাসের কাঁদে সকলকেই পড়তে হয়! শর্মা আপন কর্মটি ভোলেন না! এই ত আপাততঃ সৈন্যদলের ব্যয়ের জন্তে যে টাকাটা পাওয়া যাবে, সেটা হাত কতো হবে; আর পথের মধ্যে যেখানে যা পাব, তাও ছাড়া হবে না। এত লোক যার সঙ্গে, তার আর ভয় কি? (চিন্তা করিয়া) বিলাসবতীর উপর মহারাজের যে অনুরাগটি ছিল, তার ত দিন দিন হ্রাস হয়ে আসছে। এখন আর কেন? এর দ্বারায় ত আমার আর কোন উপকার হতে পারে না। তবে কি না—স্ত্রীলোকটা পরমসুন্দরী। ভাল—তা একবার দেখাই যাক না কেন? (প্রকাশে) কৈ হে? বিলাসবতা কোথায়? কৈ, কেউ যে উত্তর দেয় না?

(বিলাসবতীর পুনঃপ্রবেশ।)

বিলা। কি হে, ধনদাস? তবে কি ভাবছিলে, বল দেখি শুনি?

ধন। আর কি ভাববো, ভাই? তোমার অপরাধ রূপের কথাই ভাবছিলেম!

বিলা। আমার অপরাধ রূপের কথা? এ কথা তোমাকে কে শিখিয়ে দিলে, বল দেখি?

ধন। আর কে শিখিয়ে দেবে, ভাই? আমার এই চক্ষু দুটিই শিখিয়ে দিয়েছে।

বিলা। বেশ! বেশ! ওহে ধনদাস, তুমি যে একজন পরম রসিক পুরুষ হয়ে পড়লে হে?

ধন। আর ভাই, না হয়ে করি কি? দেখ, গৌরীর চরণ স্পর্শে একটা পাষণ মহারত্নের শোভা পেয়েছিল, তা এ ধনদাস ত তোমারই দাস!

বিলা। ভাল ধনদাস, তুমি নাকি মহারাজের কাছে একখানা চিত্রপট বিশ হাজার টাকায় বিক্রী করেছ?

ধন। অ্যা—তা—না! এ—এ কথা তোমাকে কে বললে?

বিলা। যে বলুক না কেন? এ কথাটা সত্য ত?

ধন। না, না। এমন কথা তোমাকে কে বললে? তুমিও যেমন ভাই! আজকাল বিশ হাজার টাকা কে কাকে দিয়ে থাকে?

বিলা। এ আবার কি? তুমি ভাই, এ অঙ্গুরীটি কোথায় পেলে?

ধন। (স্বগত) আঃ, এ মাগী ত ভারি জ্বালাতে আরম্ভ কল্যে হে? (প্রকাশে) এ অঙ্গুরীটি মহারাজ আমাকে রাখতে দিয়েছেন।

বিলা। বটে? ভাই ত বলি! ভাল, ধনদাস, মরুভূমি আকাশের জল পেলে যেমন যত্নে রাখে, বোধ হয়, তুমিও মহারাজের কোন বস্তু পেলে তেমনি যত্নে রাখ, না?

ধন। কে জানে, ভাই? তুমি এ কি বল, আমি কিছুই বুঝতে পারি না।

বিলা। না—তা পারবে কেন? তোমার মতন সরল লোক ত আর দুটি নাই। আমি বলছিলাম কি, যে, মরুভূমি যেমন জল পাবামাত্রই তাকে একেবারে শুষে নেয়, তুমিও রাজার কোন দ্রব্যাদি পেলে ত ভাই কর? সে যাক মেনে; এখন আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। তুমি নাকি উদয়পুরের রাজকন্যার সঙ্গে মহারাজের বিবাহ দেবার চেষ্টা পাচ্যো?

ধন। (স্বগত) কি সর্বনাশ! এ বাঘিনী আবার এ সব কথা কেমন করে শুনলে?

বিলা। কি গো ঘটক মহাশয়, আপনি যে চূপ করে রইলেন?

ধন। তোমাকে এ সব মিছে কথা কে বললে বলন্ত?

বিলা। মিছে কথা বৈ কি? আমি তোমার ধূর্তপনা এত দিনে বিলক্ষণ করে টের পেয়েছি; তুমি আমার সঙ্গে ঘেরূপ ব্যবহার করেছ, আর আমাকে যে সব

কথা বলেছ, সে সব মহারাজ শুনলে, তোমাকে উদয়পুরে ঘটকালি কত্যা না পাঠিয়ে, একেবারে যমপুরে পাঠাতেন ! তা তুমি জান ?

ধন । তা এখন তুমি বলবেই ত ? তোমার দোষ কি, ভাই ? এ কালের ধর্ম ! এ কলিকাল কি না ? এ কালে যার উপকার কর, সে আবার অপকার করে ! মনে করে দেখ দেখি, ভাই, তুমি কি ছিলে, আর কি হয়েছে ! এখন যে তুমি এই রাজ-ইন্দ্ৰাণীর সুখভোগ কচো, সেটি কার প্রসাদে ? তা এখন আমার নামে চুকলি না কাটলে চলবে কেন ? তুমি যদি আমার অপবাদ না করবে, ত আর কে করবে ? তুমিও ত একজন কলিকালের মেয়ে কি না ?

বিলা । হাঁ—আমি কলিকালের মেয়ে বটে ; কিন্তু তুমি যে স্বয়ং কলি অবতার । তুমি আমাকে পূর্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাও, কিন্তু সে সব কথা তুমি আপনি একবার মনে করে দেখ দেখি । তুমিই না অর্ধের লোভে আমার ধর্ম নষ্ট করালে ? আমি যদিও ছুখী লোকের মেয়ে, তবুও ধর্মপুথে ছিলাম । এখন, ধনদাস, তুমিই বল দেখি, কোন্ ছুখী বেদে এ পাখীটিকে ফাঁদ পেতে ধরে এনে এ সোনার পিঞ্জরে রেখেছে ? (রোদন ।)

ধন । (স্বগত) এ মেয়েমানুষটিকে আর কিছু বলা ভাল হয় না ; এ যে সব কথা জানে, তা মহারাজ শুনলে আর নিস্তার থাকবে না । (প্রকাশে) আমি ত ভাই, তোমার হিত বৈ অহিত কখন করি নাই ; তা তুমি আমার উপর এ বৃথা রাগ কর কেন ?

বিলা । এ বিবাহের কথা তবে কে তুললে ?

ধন । তা আমি কেমন করে জানবো ?

বিলা । কেমন করে জানবে ? তুমি হচ্যো এর ঘটক, তুমি জানবে না ত আর কে জানবে ?

ধন । হা ! হা ! তোমাদের মেয়েমানুষের এমনি বুদ্ধিই বটে ! আরে আমি যে ঘটক হয়েছি, সে কেবল তোমার উপকারের জন্তে বৈ ত নয় ! তুমি কি ভেবেছ, যে আমি গেলে আর এ বিবাহ হবে ? সে বিষয়ে নিশ্চিত থাক ! তার পর তখন টের পাবে, ধনদাস তোমার কেমন বন্ধু ।

নেপথ্যে । ওগো, ধনদাস মহাশয় এ বাড়ীতে আছেন ? মহারাজ তাঁকে একবার ডাকচেন ।

ধন । ঐ শোন ! আমি ভাই, এখন বিদায় হই । তুমি এ বিষয়ে কোন মতেই ভাবিত হইও না । যদিও মহারাজ এ বিবাহ করেন, তবু আমি বেঁচে

থাকতে তোমার কোন চিন্তা নাই। তোমার যে এই নবযৌবন আর রূপ, এ ধনপতির ভাণ্ডার! (স্বগত) এখন রূপ নিয়ে ধুয়ে খাও; আমি ত এই তোমার মাথা খেতে চললেম!

[প্রস্থান।

বিলা। (দীর্ঘনিশ্বাস ও স্বগত) এখন কি যে অদৃষ্টে আছে কিছুই বলা যায় না! কৈ? মহারাজ ত আজ আর এলেন না।

(মদনিকার পুনঃপ্রবেশ।)

মদ। কেমন, ভাই? আমি যা বলেছিলেম, তা সত্য কি না? তবে এখন এর উপায় কি? এ বিবাহ হলে, তুমি চিরকালের জন্যে গেলে।

বিলা। আর উপায় কি?

মদ। উপায় আছে বৈ কি? ভাবনা কি? ধনদাস ভাবে যে ওর মতন সুচতুর মানুষ আর ছুটি নাই; কিন্তু এইবার দেখা যাবে ও কত বুদ্ধি ধরে। এসো, তুমি আমার সঙ্গে এসো। ও ছুটকে ঠকান বড় কথা নয়।

বিলা। তবে চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

ইতি প্রথমাস্ক।

দ্বিতীয়ঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

উদয়পুর—রাজগৃহ।

(অহল্যাদেবী এবং তপস্বিনীর প্রবেশ ।)

অহ। ভগবতি, আমার ছুঃখের কথা আর কেন জিজ্ঞাসা করেন! আমি যে বেঁচে আছি, সে কেবল ভগবান্ একলিঙ্গের প্রসাদে আর আপনাদের আশীর্ব্বাদে বৈ ত নয়! আহা! মহারাজের মুখখানি দেখলে আমার হৃদয় বিদৌর্ণ হয়! ভগবতি, আমরা কি পাপ করেছি, যে বিধাতা আমাদের প্রতি একেবারে এত বাম হলেন!

তপ। রাজমহিষি, আপনি এত উতলা হবেন না। সংসারের নিয়মই এই। কখন সুখ, কখন শোক, কখন হর্ষ, কখন বিষাদ আছেই ত! লোকে যাকে রাজভোগ বলে, সে যে কেবল সুখভোগ, তা নয়। দেখুন, যে সকল লোক সাগরপথে গমনাগমন করে, তারা কি সর্ব্বদাই শান্ত বায়ু সহযোগে যায়! কত মেঘ, কত ঝড়, কত বৃষ্টি, সময়বিশেষে যে তাদের গতি রোধ করে, তার কি সংখ্যা আছে?

অহ। (দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) ভগবতি, সেই প্রলয় ঝড় যে দেখেছে, সেই জানে, যে সে কি ভয়ঙ্কর পদার্থ! আপনি যদি আমাদের ছুরবস্থার কথা শোনেন, তা হল্যে—

তপ। দেবি, আমি চির-উদাসীনী। এ ভবসাগরের কল্লোল আমার কর্ণকূহরে প্রায়ই প্রবেশ কতে পারে না! তবে যে—

অহ। (অতি কাতরভাবে) ভগবতি, মহারাজের বিরস বদন দেখলে আর বাঁচতে ইচ্ছা করে না! আহা! সে সোনার শরীর একেবারে যেন কালি হয়ে গেছে! বিধাতার এ কি সামান্য বিড়ম্বনা!

তপ। মহিষি, সুবর্ণকাস্তি অগ্নির উত্তাপে আরও উজ্জ্বল হয়! তা আপনাদের এ ছুরবস্থা আপনাদের গৌরবের বৃদ্ধি বৈ কখন হ্রাস করবে না! দেখুন, স্বয়ং ধর্ম্মপুত্র বৃষ্টিচির কি পর্য্যন্ত ক্লেশ না সহ্য করেছিলেন!

অহ। ভগবতি, আমার বিবেচনায় এ রাজভোগ করা অপেক্ষা যাবজ্জীবন বনবাস করা ভাল ! রাজপদ যদি সুখদায়ক হতো, তা হলে কি আর ধর্মরাজ, রাজ্যত্যাগ করে মহাযাত্রায় প্রবৃত্ত হতেন।

তপ। হাঁ—তা সত্য বটে। ভাল, রাজমহিষি, আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি ; বলি, আপনারা রাজকুমারীর বিবাহের বিষয়ে কি স্থির করেছেন, বলুন দেখি ?

অহ। আর কি স্থির করবো ? মহারাজের কি সে সব বিষয়ে মন আছে ? (দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) ভগবতি, আপনাকে আর কি বলবো, আমি এমন একটু সময় পাই না, যে মহারাজের কাছে এ কথাটিরও প্রসঙ্গ করি।

তপ। সে কি মহিষি ? এ কর্মে অবহেলা করা ত কোন মতেই উচিত হয় না। সুকুমারী রাজকুমারী কৃষ্ণার যৌবনকাল উপস্থিত ; তা তার এ সময় বিবাহ না দিলে, আর কবে দেবেন ?———ঐ না মহারাজ এই দিকে আসচেন ?

অহ। ভগবতি, একবার মহারাজের মুখপানে চেয়ে দেখুন ? হে বিধাতঃ, এ হিন্দুকুলসূর্য্যকে তুমি এ রাজগ্রাস হত্যে কবে মুক্ত করবে ? হায়, এ কি প্রাণে সয় ? (রোদন।)

তপ। দেবি, শাস্ত হউন। আপনার এ সময়ে এত চঞ্চলা হওয়া উচিত নয়। মহারাজ আপনাকে এ অবস্থায় দেখলে যে কত দূর ক্ষুব্ধ হবেন, তা আপনিই বিবেচনা করুন।

অহ। ভগবতি, মহারাজের এ দশা দেখলে কি আর বাঁচতে ইচ্ছা হয় ? হে বিধাতঃ, আমি কোন্ জন্মে কি পাপ কর্যেছিলাম, যে তুমি আমাকে এত যন্ত্রণা দিলে ? (রোদন।)

তপ। (স্বগত) আহা ! পতির দুঃখ দেখে পতিপরায়ণা স্ত্রী কি স্থির হত্যে পারে ? (প্রকাশে) মহিষি, আপনি এখন একটু সরে দাঁড়ান, পরে কিঞ্চিৎ শাস্ত হয়ে মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করবেন। (হস্ত ধরিয়া) আসুন, আমরা দুজনেই একবার সরে দাঁড়াই গে। (অন্তরালে অবস্থিতি।)

(ভৃত্যসহিত রাজা ভীমসিংহের প্রবেশ।)

রাজা। রামপ্রসাদ !—

ভৃত্য। মহারাজ !

রাজা। এই পত্র কখনা সত্যদাসকে দে আয়। আর দেখ, তাঁকে বলিস্, যে এ সকলের উত্তর যেন আজিই পাঠিয়ে দেন।

ভৃত্য। যে আজ্ঞা, মহারাজ!

রাজা। উত্তরের মর্ম যা যা হবে, তা আমি প্রতি পত্রের পৃষ্ঠে লিখে দিয়েছি।

ভৃত্য। যে আজ্ঞা, মহারাজ!

[প্রস্থান।

রাজা। (স্বগত) হে বিধাতঃ, একেই কি লোকে রাজভোগ বলে।

তপ। (অগ্রসর হইয়া) মহারাজ, চিরজীবী হউন।

রাজা। (প্রণাম করিয়া) ভগবতি, বহুদিনের পর আপনার পাদপদ্ম দর্শন করে আমি যে কি পর্য্যন্ত সুখী হলোম, তার আর কি বলবো? রাজমহিষী কোথায়? তাঁকে যে এখানে দেখ্চি নে?

তপ। আজ্ঞা, তিনি এই ছিলেন, বোধ করি, আবার এখন আসবেন।

রাজা। ভগবতি, আপনি এত দিন কোথায় ছিলেন?

তপ। আজ্ঞা—আমি তীর্থ-পর্য্যটনে যাত্রা করেছিলেম। মহারাজের সর্বপ্রকারে মঙ্গল ত?

রাজা। এই যেমন দেখছেন। ভগবান্ একলিঙ্গের প্রসাদে আর আপনাদের আশীর্ব্বাদে রাজলক্ষ্মী এখনও ত এ রাজগৃহে আছেন, কিন্তু এর পর থাকবেন কি না, তা বলা দুষ্কর।

তপ। মহারাজ, এমন কথা কি বলতে আছে? মন্দাকিনী কি কখন শৈলরাজগৃহ পরিত্যাগ করেন; কমলা এ রাজভবনে ত্রেতাযুগ অবধি অবস্থিতি কচোন। শরৎকালের শশীর ঞ্চায় বিপদমেঘ হতো পুনঃ পুনঃ মুক্তা হয়ে পৃথিবীকে আপন শোভায় শোভিত করেছেন। এ বিপুল রাজকুল কি কখন শ্রীভ্রষ্ট হতে পারে? আপনি এমন কথা মনেও করবেন না।

(অহল্যাদেবীর পুনঃপ্রবেশ।)

আমুন, মহিষী আমুন।

অহ। (রাজার হস্ত ধরিয়া) নাথ, এত দিনের পর যে একবার অন্তঃপুরে পদার্পণ কল্যে, এও এ দাসীর পরম সৌভাগ্য।

রাজা। দেবি, আমি যে তোমার কাছে কত অপরাধী আছি, তা মনে কল্যে অত্যন্ত লজ্জা হয়। কিন্তু কি করি? আমি কোন প্রকারেই ইচ্ছাকৃত দোষে

দোষী নই। তা এসো, প্রিয়ে বসো। (তপস্বিনীর প্রতি) ভগবতি, আপনিও আসন পরিগ্রহ করুন। (সকলের উপবেশন।)

(ভৃত্যের পুনঃপ্রবেশ।)

ভৃত্য। ধর্ম্যাবতার, মন্ত্রীমহাশয় এই পত্রখানি রাজসম্মুখে পাঠিয়ে দিলেন।

রাজা। কৈ? দেখি। (পত্র পাঠ করিয়া) আঃ, এত দিনের পর, বোধ হয়, এ রাজ্য কিছু কালের জন্তে নিরাপদ হলো।

[ভৃত্যের প্রস্থান।]

অহ। নাথ, এ কি প্রকারে হলো?

রাজা। মহারাষ্ট্রের অধিপতির সঙ্গে একপ্রকার সন্ধি হবার উপক্রম হয়েছে। তিনি এই পত্রে অঙ্গীকার করেছেন, যে ত্রিশ লক্ষ মুদ্রা পেলে স্বদেশে ফিরে যাবেন। দেবি, এ সংবাদে রাজা দুর্ঘ্যোথনের মতন আমার হর্ষবিষাদ হলো। শত্রুবলস্বরূপ প্লাবন যে এ রাজভূমি ত্যাগ কল্যে, এ হর্ষের বিষয় বটে; কিন্তু যে হেতুতে ত্যাগ কল্যে, সে কথাটি মনে হলো আমার আর এক দণ্ডের জন্তেও প্রাণধারণ কতো ইচ্ছা করে না। (দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) হায়! হায়! আমি ভুবনবিখ্যাত শৈলরাজের বংশধর, আমাকে এক জন ছুঁই, লোভী গোপালের ভয়ে অর্থ দিয়া রাজ্যরক্ষা কতো হলো? ধিক্ আমাকে! এ অপেক্ষা আমার আর কি গুরুতর অপমান হতে পারে?

তপ। মহারাজ, আপনি ত সকলই অবগত আছেন। দ্বাপরে চন্দ্রবংশপতি যুধিষ্ঠির বিরাট রাজার সভাসদপদে নিযুক্ত হয়ে কালযাপন করেন। এই সূর্য্যবংশ-চূড়ামণি নলও সারথিপদ গ্রহণ করেছিলেন। তা এ সকল বিধাতার লীলা বৈ ত নয়।

রাজা। আজ্ঞা, হাঁ, তার সন্দেহ কি?

অহ। মহারাষ্ট্রের অধিপতি যে সসৈন্তে স্বদেশে গেলেন, এ কেবল ভগবান্ একলিঙ্গের অনুগ্রহে।

রাজা। (সহাস্ত বদনে) দেবি, তুমি কি ভেবেছ, যে ও নরাধম আমাদের একেবারে পরিত্যাগ করে গেল? বিড়াল একবার যেখানে ছুঁধের গন্ধ পায়, সে স্থান কি আর ছাড়তে চায়? ধনের অভাব হলোই ও যে আবার আসবে, তার সন্দেহ নাই।

তপ। মহারাজ, যিনি ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমানের কর্তা, তিনিই আপনাকে ভবিষ্যতে রক্ষা করবেন ; আপনি সে বিষয়ে উৎকণ্ঠিত হবেন না।

অহ। নাথ, এ জঞ্জাল ত এক প্রকার মিটে গেল। এখন তোমার কৃষ্ণার বিবাহের বিষয়ে মনোযোগ কর।

রাজা। তার জন্তে এত ব্যস্ত হবার আবশ্যিক কি ?

অহ। সে কি, নাথ ? এত বড় মেয়ে হলো, আরো কি তাকে আইবড় রাখা যায় ? (নেপথ্যে দূরে বংশীধ্বনি।)

রাজা। এ কি ? আহা ! এ বংশীধ্বনি কে কচে ?

অহ। (অবলোকন করিয়া) ঐ যে তোমার কৃষ্ণা তার সখীদের সঙ্গে উঠানে বিহার কচে।

তপ। আহা, মহারাজ, দেখুন, যেন বনদেবী আপন সহচরীগণ লয়ে বনে ভ্রমণ কচেন !

অহ। নাথ, তোমার কি এই ইচ্ছা যে, কোন পাষণ্ড যবন এসে এই কমলটিকে এ রাজসরোবর থেকে তুলে নে যায় ?

রাজা। সে কি, প্রিয়ে ?

অহ। মহারাজ, দিল্লীর অধিপতি, কিম্বা অন্য কোন যবনরাজ, জনরবস্বরূপ বায়ুসহযোগে এ পদ্মের সৌরভ পেলে কি আর রক্ষা থাকবে ? কেন, তোমার পূর্বপুরুষ ভীমসেনের প্রণয়িনী পদ্মিনীদেবীর কথা তুমি কি বিস্মৃত হলো ? (নেপথ্যে দূরে বংশীধ্বনি।)

রাজা। আহা ! কি মধুর ধ্বনি !

(নেপথ্যে গীত।)

[ধানী মূলতানী—কাওয়ালী]

শুনিয়ে মোহন, মুরলী গান।
করি অনুমান, গেল বুঝি কুলমান।
প্রাণ কেমন করে, সুমধুর স্বরে,
ধৈর্য মন না ধরে ;
সাধ সতত হয় শ্যাম দরশনে,
লাজ ভয় হলো অবসান।

নারি, সহচরি, রহিতে ভবনে,
ত্রিভঙ্গ শ্যাম বিহনে,
চিত যে বক্ষিত তুরিত মিলনে,
না দেখি তাহার সুবিধান ॥

তপ। আ, মরি, মরি! কি সুধাবর্ষণ! মহারাজ, আমরা তপোবনে কখন কখন এইরূপ সুস্বর আকাশমার্গে শুনে থাকি। তাতে করে আমার জ্ঞান ছিল, যে সুরসুন্দরী ভিন্ন এ স্বর অণ্ডের হয় না।

রাজা। আহা, তাই ত! ভাল, মহিষি, কৃষ্ণার এখন বয়েস কত হলো?

অহ। সে কি, মহারাজ? তুমি কি জান না? কৃষ্ণা যে এই পোনেরতে পা দিয়েছে!

তপ। মহারাজ, এ কলিকালে স্বয়ম্বরের প্রথাটা একেবারেই উঠে গেছে; নতুবা আপনার এ কৃষ্ণার পাণিগ্রহণ লোভে এত দিন সহস্র সহস্র রাজা এসে উপস্থিত হতেন।

রাজা। (দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) ভগবতি, এ ভারতভূমির কি আর সে শ্রী আছে! এ দেশের পূর্বকালীন বৃত্তান্ত সকল স্মরণ হলো, আমরা যে মনুষ্য, কোন মতেই ত এ বিশ্বাস হয় না! জগদীশ্বর যে আমাদের প্রতি কেন এত প্রতিকূল হলেন, তা বলতে পারি নে। হায়! হায়! যেমন কোন লবণাসু-তরঙ্গ কোন সুমিষ্টবারি নদীতে প্রবেশ করো তার সুস্বাদ নষ্ট করে, এ ছুই যবনদলও সেইরূপ এ দেশের সর্বনাশ করেছে। ভগবতি, আমরা কি আর এ আপদ হতে কখন অব্যাহতি পাবো?

অহ। হা অদৃষ্ট! এখন কি আর সে কাল আছে? স্বয়ম্বরসমারোহ দূরে থাকুক, এখন যে রাজকুলে সুন্দরী কন্যা জন্মে, সে কুলের মান রক্ষা করা ভার।

তপ। তা সত্য বটে। প্রভো, তোমারই ইচ্ছা। মহারাজ, ভারতভূমির এ অবস্থা কিছু চিরকাল থাকবে না। যে পুরুষোত্তম সাগরমগ্না বসুধাকে বরাহরূপ ধরে উদ্ধার করেছিলেন, তিনি কি এ পুণ্যভূমিকে চিরবিস্মৃত হয়ে থাকবেন? অত্যাধি চন্দ্রসূর্যের উদয় হচে, এখনও এক পাদ ধর্ম আছে।

রাজা। আর ভাগ্যে যা আছে, তাই হবে। দেবি, তুমি কৃষ্ণাকে একবার এখানে ডাক ত। আহা! অনেক দিন হলো, মেয়েটিকে ভাল করে দেখি নাই।

অহ। এই যে ডেকে আনি।

তপ। মহিষি, আপনার যাবার আবশ্যিক কি? আমিই যাচ্যি।

অহ। (উঠিয়া) বলেন কি, ভগবতি! আপনি যাবেন কেন?

রাজা। (অবলোকন করিয়া) আর কাকেও যেতে হবে না। ঐ দেখ, কৃষ্ণা আপনিই এই দিকে আসচে।

তপ। আহা! মহারাজ, আপনার কি সৌভাগ্য! মহিষি, আপনাকেও আমি শত ধন্যবাদ দি, যে আপনি এ দুর্লভ রত্নটিকে লাভ করেছেন! আহা! আপনি কি স্বয়ং উমাকে গর্ভে ধরেছেন! আপনারা যে পূর্বজন্মে কত পুণ্য করেছিলেন, তার সংখ্যা নাই।

অহ। (উপবেশন করিয়া সজলনয়নে) ভগবতি, এখন এই আশীর্বাদ করুন, যেন মেয়েটি স্বচ্ছন্দে থাকে। ওর রূপলাবণ্য, সচ্চরিত্র, আর বিদ্যাবুদ্ধি দেখে, আমার মনে যে কত ভাব উদয় হয়, তা বলতে পারি নে।

(কৃষ্ণকুমারীর প্রবেশ।)

এসো, মা এসো। মা, তুমি কি ভগবতী কপালকুণ্ডলাকে চিনতে পাচ্যো না?

কৃষ্ণা। ভগবতীর শ্রীচরণ অনেক দিন দর্শন করি নাই, তাইতে, মা, ওঁকে প্রথমে চিনতে পারি নাই। (প্রণাম করিয়া) ভগবতি, আপনি এ দাসীর দোষ মার্জনা করুন।

তপ। বৎসে, তুমি চিরসুখিনী হও। (রাগীর প্রতি) মহিষি, যখন আমি তীর্থযাত্রায় যাই, তখন আপনার এ কনকপদ্মটি মুকুল মাত্র ছিল।

রাজা। বসো, মা, বসো। তুমি ও উঠানে কি করছিলে, মা?

কৃষ্ণা। (বসিয়া) আজ্ঞা, আমি ফুলগাছে জল দিয়ে, শিক্ষক মহাশয় যে নূতন তানটি আজ শিখিয়ে দিয়েছেন, তাই অভ্যাস করছিলাম। পিতঃ, আপনি অনেক দিন আমার উঠানে পদার্পণ করেন নাই, তা আজ একবার চলুন। আহা! সেখানে যে কত প্রকার ফুল ফুটেছে, আপনি দেখে কত আনন্দিত হবেন এখন।

অহ। ওটি কি ফুল, মা?

কৃষ্ণা। মা, এটি গোলাব; আমার ঐ উঠান থেকে তোমার জন্মে ভুলে এনেছি। (মাতার হস্তে অর্পণ।)

রাজা। পূর্বকালে এ পুষ্প এ দেশে ছিল না। যে সর্পের সহকারে আমরা এ মণিটি পেয়েছি, তার গরলে এ ভারতভূমি প্রতিদিন দহ হচে।

(দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) এ কুমরত্ন ছুঁই যবনেরাই এ দেশে আনে ! (দূরে হৃন্দুভিধ্বনি ।)

সকলে । (চকিতে) এ কি ?

রাজা । রামপ্রসাদ !

নেপথ্যে । মহারাজ !

(ভৃত্যের পুনঃ প্রবেশ ।)

রাজা । দেখ, ত, এ হৃন্দুভিধ্বনি হচে কেন ?

ভৃত্য । যে আজ্ঞা, মহারাজ !

[প্রস্থান ।

রাজা । এ আবার কি বিপদ উপস্থিত হলো, দেখ । মহারাষ্ট্রপতি সন্ধি অবহেলা করে, আবার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন না কি ? (উঠিয়া) আঃ, এ ভারত-ভূমিতে এখন এইরূপ মঙ্গলধ্বনিই লোকের কর্ণকুহরে সচরাচর প্রবেশ করে ! আমি শুনেছি যে, কোন কোন সাগরে ঝড় অনবরতই বইতে থাকে ; তা এ দেশেরও কি সেই দশা ঘটলো ! হায় ! হায় !—

(ভৃত্যের পুনঃ প্রবেশ ।)

কি সমাচার ?

ভৃত্য । আজ্ঞা, মহারাজ, সকলই মঙ্গল । জয়পুরের অধিপতি রাজা জগৎসিংহ রায় রাজসম্মুখে কোন বিশেষ কার্যের নিমিত্তে দূত প্রেরণ করেছেন ।

রাজা । বটে ? আঃ, রক্ষা হোক ! আমি ভাবছিলাম, বলি বুঝি আবার কি বিপদ উপস্থিত হলো ।—জয়পুরের অধিপতি আমার পরম আত্মীয় । জগদীশ্বর করুন, যেন তিনি কোন বিপদগ্রস্ত হয়ে আমার নিকটে দূত না পাঠিয়ে থাকেন । (তপস্বিনীর প্রতি) ভগবতি, আমাকে এখন বিদায় দিন । (রাণীর প্রতি) প্রেয়সি, আমাকে পুনরায় রাজসভায় যেতে হলো ।

অহ । (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) জীবিতেশ্বর, এ অধীনীর এমন কি সৌভাগ্য, যে ক্ষণকালও নাথের সহবাসসুখ লাভ করে !

রাজা । দেবি, এ বিষয়ে তোমার আক্ষেপ করা বৃথা । লোকে যাকে নরপতি বলে, বিশেষ বিবেচনা করে দেখলে, সে নরদাস বৈ নয় ! অতএব

যার এত লোকের সম্ভাষণ কতো হয়, সে কি তিলান্বিতের নিমিত্তেও বিশ্রাম কতো পারে !

[ভৃত্যের সহিত প্রশ্নান ।

অহ । ভগবতি, চলুন, তবে আমরাও যাই । (কৃষ্ণার প্রতি) এসো, মা—আমরা তোমার পুষ্পাটানে একবার বেরিয়ে আসিগে ।

কৃষ্ণা । যাবে, মা ? চল না ।—দেখ, মা, আজ পিতা একবার আমার উদ্ভানটি দেখলেন না ?

[সকলের প্রশ্নান ।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

উদয়পুর—রাজপথ

(পুরুষবেশে মদনিকার প্রবেশ ।)

মদ । (স্বগত) হা ! হা ! হা ! তোমার নাম কি, ভাই ? আমার নাম মদনমোহন । হা ! হা ! হা !—না না ;—এমন করে হাসলে হবে না । (আপনার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) বড় চমৎকার বেশটা হয়েছে, যা হোক ! কে বলে যে আমি বিলাসবতীর সখী মদনিকা ? হা ! হা ! হা !—দূর হোক !—মনে করি যে হাসবো না ; আবার আপনা আপনিই হাসি পায় । ধনদাস স্বয়ং ধূর্তচূড়ামণি ; সে যখন আমাকে চিনতে পারে নাই, তখন আর ভয় কি ?—বিলাসবতীর নিতাস্ত ইচ্ছা যে এ বিরাহটা কোন মতে না হয় ; তা হলে ধনদাসের মুখে এক প্রকার চূণকালি পড়ে । দেখা যাক, কি হয় । আমি ত ভাঙা মঙ্গলচণ্ডী এখানে এসে উপস্থিত হয়েছি । আবার রাজা মানসিংহকে কৃষ্ণকুমারীর নামে জাল করে এক পত্রও লিখেছি । হা ! হা ! হা ! পত্রখানা যে কৌশল করে লেখা হয়েছে, মানসিংহ তা পাবা মাত্রই কৃষ্ণার জন্মে একেবারে অস্থির হবে । রুক্মিণীদেবী, শিশুপালের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্মে, যদুপতিকে যেক্রপ মিনতি করে পত্র লিখেছিলেন, আমরাও সেইরূপ করে লিখে দিয়েছি । এখন দেখা যাক, আমাদের এ শিশুপালের ভাগ্যে কি ঘটে ? ঐ যে ধনদাস মন্ত্রীর সঙ্গে এ

দিকে আসচে। আমি ঐ মন্ত্রীকে বিলাসবতীর কথা যে করো বলেছি, বোধ হয়, এর মন আমাদের রাজার উপর সম্পূর্ণ চটে গেছে। দেখি না, ওদের কি কথোপকথন হয়। (অন্তরালে অবস্থিতি ।)

(সত্যদাস এবং ধনদাসের প্রবেশ ।)

ধন। মন্ত্রী মহাশয়, যৌবনাবস্থায় লোকে কি না করে থাকে ? তা আমাদের নরপতি যে কখন কখন ভগবান্ কন্দর্পের সেবক হন, সে কিছু বড় অসম্ভব নয়। মহারাজের অতি অল্প বয়েস। বিশেষতঃ, আপনিই বলুন দেখি, বড় বড় ঘরে কি কাণ্ড না হচে ?

সত্য। আজ্ঞা, তা সত্য বটে। কিন্তু আমি শুনেছি, যে জয়পুরের অধিপতি বিলাসবতী নামে একটা বারবিলাসিনীর এত দূর বাধ্য, যে—

ধন। হা! হা! বলেন কি মহাশয়? অলি কি কখন কোন ফুলের বাধ্য হয়ে থাকে ?

সত্য। মহাশয়, আমি শুনেছি, যে এই বিলাসবতী বড় সামান্য পুষ্প নয়।

ধন। (স্বগত) তা বড় মিথ্যা নয়। নৈলে কি আমার মন টলে। (প্রকাশে) আজ্ঞা, আপনাকে এ কথা কে বল্যে? সে একটা সামান্য স্ত্রী, আজ আছে, কাল নাই।

সত্য। মহাশয়, রাজনন্দিনী কৃষ্ণা রাজকুলপতি ভীমসিংহের জীবন-স্বরূপ। তা তিনি যে এ সব কথা শুনলে, এ বিবাহে সন্মত হন, এমন ত আমার কোন মতেই বিশ্বাস হয় না।

ধন। কি সর্বনাশ! মহাশয়, এ কথা কি মহারাজের কর্ণগোচর করা উচিত ?

সত্য। আজ্ঞা, তা ত নয়; কিন্তু জনরবের শত রসনা কে নিরস্ত করবে? এ বিবাহের কথা প্রচার হল্যে যে কত লোকে কত কথা কবে, তার কি আর সংখ্যা আছে ?

ধন। মহাশয়, চন্দ্রে কলঙ্ক আছে বলে কি কেউ তাঁকে অবহেলা করে ?

সত্য। আজ্ঞা, না। কিন্তু এ ত সেরূপ কলঙ্ক নয়। এ যে রাজগ্রাস। এতে আপনাদিগের নরপতির শ্রীর সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হবার সম্ভাবনা।

ধন। (স্বগত) এ ত বিষম বিভ্রাট ! বিভ্রাটই বা কেন ? বরঞ্চ আমারই উপকার। মহারাজ যদি এ সারিকাটিকে পিঞ্জর খুলে ছেড়ে দেন, তা হলে আর পায় কে ? আমি ত কাঁদ পেতেই বসে আছি।

সত্য। মহাশয় যে নিরুত্তর হলেন ?

ধন। আজ্ঞা—না ; ভাবছি কি বলি, এ তুচ্ছ বিষয়ে যদি আপনার এত দূর বিরাগ জন্মে থাকে, তবে না হয় আমি মহারাজকে এই সম্বন্ধে একখানি পত্র লিখি, যে তিনি পত্রপাঠমাত্রেই সে ছুঁটা স্ত্রীকে দেশান্তর করেন। তা হলে, বোধ করি, আর কোন আপত্তি থাকবে না।

সত্য। আজ্ঞা, এর অপেক্ষা আর সুপরামর্শ কি আছে ? রাজা জগৎসিংহ যদি এ কৰ্ম করেন, তা হলে ত আর এ বিবাহের পক্ষে কোন বাধাই নাই।

ধন। আজ্ঞা, এ না করবেন কেন ? তাম্রের পরিবর্তে স্বর্ণ কে না গ্রহণ করে ?

সত্য। তবে আমি এখন বিদায় হই। আপনিও বাসায় স্নেহে বিশ্রাম করুন। মহারাজার সহিত পুনরায় সায়ংকালে সাক্ষাৎ হবে এখন।

[প্রস্থান।

ধন। (স্বগত) আমাদের মহারাজের সুখ্যাতিটি দেখছি বিলক্ষণ দেদীপ্যমান ! ভাল, এই যে জনরব, একে কি নীরব করবার কোন পন্থাই নাই ? কেমন কর্যেই বা থাকবে ? এর গতি মহানদের গতির তুল্য। প্রথমতঃ পর্বত-নির্ঝর থেকে জল ঝরে একটি জলাশয়ের সৃষ্টি হয় ; তা থেকে প্রবাহ বেরিয়ে ক্রমে ক্রমে বেগবান্ হয় ; পরে আর আর স্রোতের সহকারে মহাকায় ধারণ করে। এ জনরবের ব্যাপারও সেইরূপ। (মদনিকাকে দূরে দর্শন করিয়া) আহা হা ! এ সুন্দর বালকটি কে হে ? এটিকে যেন চিনি চিনি বোধ হচ্ছে।—একে কি আর কোথাও দেখেছি ? (প্রকাশে) ওহে ভাই, তুমি একবার এই দিকে এসো ত :

মদ। (অগ্রসর হইয়া) আপনি কি আজ্ঞা কচোন ?

ধন। তোমার নাম কি, ভাই ?

মদ। আজ্ঞা, আমার নাম মদনমোহন।

ধন। বাঃ, তোমার বাপ মা বুঝি তোমার রূপ দেখেই এ নামটি রেখেছিলেন ? তুমি এখানে কি কর, ভাই ?

মদ। আজ্ঞা, আমি রাজসংসারে থেকে লেখাপড়া শিখি।

ধন। হঁ! মুক্তাফলের আশাতেই লোকে সমুদ্রে ডুব দেয়। রাজসংসার অর্থরত্নাকর। তা তুমি এমন স্থানে কি কেবল লেখাপড়াই কর ? কেন ? তোমাদের দেশে কি টোল নাই ? সে যা হোক, তুমি রাজনন্দিনী কৃষ্ণাকে দেখেছ ?

মদ। আজ্ঞা, দেখবো না কেন ? যারা চন্দ্রলোকে বাস করে, তাদের কি আর অমৃত দেখতে বাকি থাকে ?

ধন। বাহবা, বেশ! আচ্ছা ভাই, বল দেখি, তোমাদের রাজকুমারী দেখতে কেমন ?

মদ। আজ্ঞা, সে রূপ বর্ণনা করা আমার সাধ্য নয়; কিন্তু তিনি বিলাসবতীর কাছে নন।

ধন। অঁ্যা—কার কাছে নন ?

মদ। ও মহাশয়, আপনি কিছু কাণে খাট বটে?—বিলাসবতী।
বিলাসবতী।—শুনতে পেয়েছেন ?

ধন। অঁ্যা—বিলাসবতী কে ?

মদ। হা! হা! বিলাসবতী কে, তা কি আপনি জানেন না? হা!
হা! হা!

ধন। (স্বগত) কি সর্বনাশ! তার নাম এ ছোড়া আবার কোথ থেকে শুনলে ? (প্রকাশে) আমি তাকে কেমন কর্যে জানবো ?

মদ। আঃ, আমার কাছে আর মিছে ছলনা করেন কেন ? আপনি মন্ত্রিবরকে যা যা বলছিলেন, আমি তা সব শুনেছি।

ধন। (স্বগত) এ কথার আর অধিক আন্দোলন কিছু নয়। (প্রকাশে)
হা দেখ ভাই, আমার দিব্য, তুমি যা শুনেছ, শুনেছ, কিন্তু অণ্ডের কাছে এ
কথার আর প্রসঙ্গ করো না।

মদ। কেন ? তাতে হানি কি ?

ধন। না ভাই, তোমাকে না হয় আমি কিছু মেটাই খেতে দিচি, এ সব
রাজারাজড়ার কথায় তোমার থেকে কাজ কি ?

মদ। (সরোষে) তুমি ত ভারি পাগল হে! আমাকে কি কচি ছেলে
পেয়েছো, যে মিঠাই দেখিয়ে ভোলাবে ?

ধন। তবে বল, ভাই, তুমি কি পেলেন সস্তুষ্ট হও ?

মদ। আচ্ছা, তোমার হাতে ঐ যে অঙ্গুরীটি আছে, ঐটি আমাকে দেও, তা হলে আমি আর কাকেও কিছু বলবো না।

ধন। ছি ভাই, তুমি আমাকে পাগল বলছিলে ; আবার তুমিও পাগল হলে না কি ? এ নিয়ে তুমি কি করবে ? এ কি কাকেও দেয় ?

মদ। আচ্ছা, তবে আমি এই রাজমহিষীর কাছে যাই। (গমনোচ্ছত ।)

ধন। ওহে ভাই, আরে দাঁড়াও, দাঁড়াও, রাগ ভরেই চল্যে যে ? একটা কথাই শুনে যাও। (স্বগত) এ কথা প্রচার হল্যে সব বিফল হবে। এখন করি কি ? এ অমূল্য অঙ্গুরীটিই বা দি কেমন করে !—কি করা যায় ? দিতে হলো !—হায় ! হায় ! এ অঙ্গুরীটি যে কত যত্নে মহারাজের কাছ থেকে পেয়েছিলেম,—আর ভাবলেই বা কি হবে ?

মদ। ও মহাশয়, আপনি কাঁদছেন না কি ? হা ! হা ! হা !

ধন। (স্বগত) কি আশ্চর্য্য ! একটা শিশু আমাকে ঠকালে হে ? ছি ! ছি ! আর কি করি ? দি ! ভাল, এ কস্মিটা সফল কহ্যে পাল্যে, রাজার নিকট বিলক্ষণ কিঞ্চিৎ পাবার সম্ভাবনা আছে। (প্রকাশে) এই নাও, ভাই। দেখো, ভাই, এ কথা যেন প্রকাশ না হয়।

মদ। (অঙ্গুরী লইয়া) যে আজ্ঞা—তবে আমি চল্যেম। (অন্তরালে অবস্থিতি ।)

ধন। (স্বগত) দূর ছোঁড়া হতভাগা ! আজ যে কি কুলগ্নে তোর মুখ দেখেছিলেম, তা বলতে পারি নে। আর কি হবে, যাই এখন বাসায় যাই।

[প্রস্থান ।

মদ। (অগ্রসর হইয়া স্বগত) হা ! হা ! ধনদাসের দুঃখ দেখলে কেবল হাসি পায়। হা ! হা ! বেটা যেমনি ধূর্ত, তেমনি প্রতিফল হয়েছে '—এখনই হয়েছে কি ? একে সমুচিত শাস্তি দিতে হবে, তা নৈলে আমার নামই নয়। তা এখন কেন যাই না ! একবার নারীবেশ ধরে রাজকুমারী কৃষ্ণার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি গে। ভাল, আমার পরিচয়টা কি দেব ? (চিন্তা করিয়া) হাঁ। তাই ভাল ! মরুদেশের রাজা মানসিংহের দূতী। হা ! হাঁ ! হাঁ !

[প্রস্থান ।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

উদয়পুর—রাজ-উদ্যান।

(অহল্যাদেবী এবং তপস্বিনীর প্রবেশ ।)

তপ। মহিষি, এ পরম আহ্লাদের বিষয় বটে। জয়পুরের রাজবংশ ভগবান্ অংশুমালীর এক মহাতেজোময় অংশুস্বরূপ। তা মহারাজ জগৎসিংহ যে কৃষ্ণকুমারীর উপযুক্ত পাত্র, তার সন্দেহ নাই।

অহ। আজ্ঞা, হাঁ; এ কথা অবশ্যই স্বীকার কতো্য হবে।

তপ। আমি শুনেছি, যে রাজার অতি অল্প বয়েস; আর তিনি এক জন পরম ধর্মপরায়ণ ও বিদ্যানুরাগী পুরুষ।

অহ। আপনার আশীর্ব্বাদে যেন এ সকল সত্যই হয়। প্রলয় ঝড় কমলিনীকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলে; কিন্তু মলয়সমীরণ বইলে তার শোভা যেন দ্বিগুণ বেড়ে উঠে! গুণহীন স্বামীর হাতে পড়লে কি স্ত্রীলোকের শ্রী থাকে? (চিন্তা করিয়া) কি আশ্চর্য্য! ভগবতি, আমি এই কৃষ্ণার বিবাহের বিষয়ে যে কত দূর ব্যগ্র ছিলাম, তার আর কি বলবো? কিন্তু এখন যে তার বিবাহ হবে, এ কথা আবার মনে উদয় হলে, আমার প্রাণটা যেন কেঁদে উঠে। (রোদন ।)

তপ। আহা! মায়ের প্রাণ কি না! হতেই ত পারে।

অহ। ভগবতি, আমার এ হৃদয়সরোবরের পদ্মটি কাকে দেবো? কে তুলে লয়ে চলে যাবে? আমি যে সারিকাটিকে এত দিন প্রাণপণে পালন কল্যেম, তাকে আমি কেমন করে পরের হাতে দেবো? আমার এ আঁধার ঘরের মণিটি গেলে আমি কেমন করে প্রাণধারণ করবো? (রোদন ।)

তপ। দেবি, এ সকল বিধাতার নিয়ম। যেখানে কন্ঠা, সেখানেই এ যাতনা সহ্য কতো্য হয়। দেখুন, গিরীশমহিষী মেনকা সম্বৎসরের মধ্যে তাঁর উমার চন্দ্রানন কেবল তিনটি দিন বই দেখতে পান না! তা ও চিন্তা বৃথা। চলুন, এখন আমরা অন্তঃপুরে যাই। বোধ হয়, মহারাজ এতক্ষণ রাজসভা থেকে উঠেছেন।

অহ। যে আজ্ঞা—তবে চলুন।

[উভয়ের প্রস্থান ।]

(কৃষ্ণকুমারী এবং মদনিকার প্রবেশ ।)

কৃষ্ণা । বল কি, দূতি ? তোমার কথা শুনে, আমার ভয় হয় । তুমি এত ক্লেশ পেয়ে এখানে এলে ?

মদ । রাজনন্দিনি, পোষা পাখী পিঞ্জর থেকে উড়ে বেরুলে, যেমন বনের পাখীসকল তার পশ্চাতে লাগে, আমারও প্রায় সেই দশা ঘটেছিল । কিন্তু আপনার চন্দ্রবদন দেখে, আমি সে সব দুঃখ এতক্ষণে ভুললেম !

কৃষ্ণা । ভাল দূতি, রাজা মানসিংহ, আমার পিতার কাছে দূত না পাঠিয়ে তোমাকে আমার কাছে পাঠালেন কেন ?

মদ । আজ্ঞা, রাজনন্দিনি, আপনি অতি বুদ্ধিমতী । আপনি ত বুঝিতেই পারেন । যে যাকে ভাল বাসে, সে কি তার মন না জেনে কোন কন্ঠে হাত দেয় ?

কৃষ্ণা । (সহাস্রবদনে) কেন ? তোমাদের মহারাজ কি আমাকে ভাল বাসেন ?

মদ । রাজনন্দিনি, ভাল বাসেন কি না, তা আবার জিজ্ঞাসা কর্চেন ? আমাদের মহারাজ রাত দিন কেবল আপনার কথাই ভাবচেন, আপনার নামই কচ্চেন । তাঁর কি আর কোন কন্ঠে মন আছে ?

কৃষ্ণা । কি আশ্চর্য্য ! তিনি ত আমাকে কখন দেখেন নাই । তবে যে তিনি আমার উপর এত অশ্রুজল হলেন, এর কারণ ? ভাল দূতি, বল দেখি, তোমাদের মহারাজের কয় রাণী ?

মদ । রাজনন্দিনি, মহারাজের এখনও বিবাহ হয় নাই । আমি শুনেছি, তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন, যে আপনাকে না পেলে তিনি আর কাকেও বিবাহ করবেন না ।

কৃষ্ণা । সত্য না কি ?

মদ । রাজনন্দিনি, আমি কি আপনার কাছে আর মিথ্যা কথা বলছি ? মহারাজ আপনার রূপ প্রথমে স্বপ্নে দেখেন, তার পর লোকের মুখে আপনার আবার গুণ শুনে তিনি যেন একেবারে পাগল হয়ে উঠেছেন !

কৃষ্ণা । দেখ, দূতি, আমার মাথা খাও, তুমি যথার্থ বল দেখি, তোমাদের রাজা দেখতে কেমন ?

মদ । রাজনন্দিনি, তাঁর রূপের কথা এক এক করে আপনাকে আর কি বলবো ? তাঁর সমান রূপবানু পুরুষ আমার চক্ষে ত কখন দেখি নাই । আহা !

রাজনন্দিনি, সে রূপের কথা আমাকে মনে করে দিলেন, আমার মনটা যেন একেবারে শিহরে উঠলো। আ, মরি মরি! কি বর্ণ; কি গঠন! যেন সাক্ষাৎ কম্পর্প। রাজনন্দিনি, আমি সঙ্গে করে মহারাজের একখানা চিত্রপট এনেছি; আপনি যদি দেখতে চান, ত আমি কোন সময়ে এনে দেখাব। দেখলেই আপনি বুঝতে পারবেন, যে তাঁর কেমন রূপ।

কৃষ্ণা। (স্বগত) এ দূতীর কথা কি সত্য হবে? হতেও পারে। (প্রকাশে) দেখ, দূতি, তুমি আবার এসে আমার সঙ্গে দেখা করো। এখন আমি যাই। আমার সখীরা ঐ সরোবরের কূলে আমার অপেক্ষা কচে।

মদ। যে আজ্ঞা।

কৃষ্ণা। (কিঞ্চিং গমন করিয়া) দেখো, তুমি ভুল না, দূতি! তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে।

[প্রস্থান।

মদ। (স্বগত) লোকে বিলাসবতীকে রূপবতী বলে। কিন্তু মহারাজ যদি এ নারীরত্নটি পান, তা হলে কি আর তার মুখ দেখতে চাইবেন? আহা! এমন রূপ কি আর এ পৃথিবীতে আছে? আবার গুণও তেমনি! যেন সাক্ষাৎ কমলা। আহা! এমন সরলা স্ত্রী কি আর হবে? (চিন্তা করিয়া) সে যা হোক। এঁর মনটা রাজা মানসিংহের দিকে একবার ভাল করে লওয়াতে পাল্যে হয়। নদী একবার সমুদ্রের অভিমুখী হলে, আর কি কোন দিকে ফেরে? (চিন্তা করিয়া) রাজা মানসিংহের দূত যে অতি দুরাই এখানে আসবে, তার কোন সন্দেহ নাই। তিনি কি আর সে পত্র পেয়ে নিশ্চিত থাকবেন? এই যে মহারাজ ভীমসিংহ এই দিকে আসছেন। আমি এই গাছটার আড়ালে একটু দাঁড়াই না কেন? (অস্তুরালে অবস্থিতি।)

(রাজার সহিত অহল্যাদেবী এবং তপস্বিনীর পুনঃ প্রবেশ।)

তপ। মহারাজ, রাজদূতের নামটা কি বলছিলেন?

রাজা। আজ্ঞা, তার নাম ধনদাস। ব্যক্তিতে অতি গুণবান্ আর বহুদর্শী। আর রাজা জগৎসিংহ স্বয়ং মহাগুণী পুরুষ, তাঁর সুখ্যাতিও বিস্তর।

তপ। মহারাজ, আপনাদের প্রতি ভগবান্ একলিঙ্গের অসীম কৃপা বলতে হবে। এই দেখুন, কি আশ্চর্য ঘটনা! তিনি রঘুকুল-তিলক রামচন্দ্রকে জানকী

সুন্দরীর পাণিগ্রহণ কতো এনে উপস্থিত করে দিলেন। এ হতে আর আনন্দের বিষয় কি আছে, বলুন ?

রাজা। আজ্ঞা, সকলই আপনাদের আশীর্বাদ।

তপ। আমার মানস এই যে, এ পরিণয়-ক্রিয়াটি সুসম্পন্ন হলে আমি আবার তীর্থযাত্রায় নির্গত হবো। তা এতে আর বিলম্ব কি ? শুভ কর্ম শীঘ্রই করা উচিত।

অহ। নাথ, তবে আর এ কর্মে বিলম্বের প্রয়োজন কি ? আমার কৃষ্ণা—(রোদন।)

রাজা। (হাত ধরিয়ে) প্রিয়ে, এ শুভ কর্মের কথা উপলক্ষে কি তোমার রোদন করা উচিত ?

অহ। প্রাণেশ্বর, আমার হৃদয়নিধিকে কেমন করে এক জন পরের হাতে সমর্পণ করবো ? (রোদন।)

রাজা। (দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়ে) দেবি, বিধাতার বিধি কে খণ্ডন কতো পারে ? ভেবে দেখ, তুমি আপনি এখন কোথায় আছ, আর আগেই বা কোথায় ছিলে ? বিধাতার সৃষ্টি এইরূপেই চলে আসচে। কত শত কুমুমলতা, কত শত ফলবৃক্ষ লোকে এক উদ্যান থেকে এনে আর এক উদ্যানে রোপণ করে ; আর তারাও নূতন আশ্রমে ফলফুলে শোভমান হয়।

(নেপথ্যে গীত।)

[আশাগৌরী—আড়া।]

অস্থী ভ্রমর দলে।

নলিনী মলিনী ক্রমে বিষাদে সলিলে ॥

অবসান দিনমান, শশী প্রকাশিল,

কুমুদী হেরি হাসিলো,

যুবক যুবতী, হরষিত অতি,

বিরহিণী ভাসিছে আঁখিজলে।

চক্রবাক চক্রবাকী, বিরহে ভাবিত,

কপোতী পতি মিলিত,

নিশি আগমনে, কেহ স্থধী মনে,

কার মনঃ দহিছে হৃদয়নে ॥

রাজা। আহা!

অহ। মহারাজ, আমার এ কোকিলটি এ বনস্থলী ছেড়ে গেলে কি আর আমি বাঁচবো! (রোদন।)

তপ। মহিষি, আপনি এত উতলা হবেন না। দেখুন, আপনার দুঃখে মহারাজাও অতি বিষণ্ণ হচেন।

(কৃষ্ণার পুনঃ প্রবেশ।)

রাজা। এসো, মা, এসো। (শিরশ্চুম্বন।)

কৃষ্ণা। পিতঃ, মা আমার এমন কচেন কেন? তুমি কাঁদ কেন মা?

অহ। (কৃষ্ণাকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া) বাছা, তুমি কি এত দিনের পর তোমার এ দুঃখিনী মাকে ছেড়ে চললে? আমার আর কে আছে, মা, যে আমাকে এমন করে মা বলে ডাকবে? (রোদন।)

কৃষ্ণা। সে কি মা? তোমাকে ছেড়ে আমি কার কাছে যাব মা? (রোদন।)

রাজা। ভগবতি, মোহস্বরূপ কুমুমের কণ্টক কি সামান্য তীক্ষ্ণ!

তপ। আজ্ঞা, তার সন্দেহ কি? এই জন্মেই পূর্বকালে মহর্ষিকুলে প্রায় অনেকেই সংসারধর্ম পরিত্যাগ করে, বনবাসী হতেন।

(ভৃত্যের প্রবেশ।)

রাজা। কি সমাচার, রামপ্রসাদ?

ভৃত্য। ধর্মাবতার, মরুদেশের ঈশ্বর রাজা মানসিংহ রায় রাজসম্মুখে দূত প্রেরণ করেছেন।

রাজা। (স্বগত) রাজা মানসিংহ আমার নিকট দূত পাঠিয়েছেন কেন? (প্রকাশে) আচ্ছা, সত্যদাসকে দূতের যথাবিধি সমাদর কতো বল্গে যা। আমি ত্বরায় যাচ্ছি।

ভৃত্য। যে আজ্ঞা, মহারাজ।

[প্রস্থান।]

রাজা। প্রিয়ে, চল, আমরা অন্তঃপুরে যাই। আমাকে আবার রাজসভায় যেতে হলো।

কৃষ্ণা । (স্বগত) এ দূতীর কথা যদি সত্য হয়, তা হলে, বোধ হয়, এ দূত আমার জন্মেই এসেছে । এখন পিতা কি স্থির করেন, বলা যায় না ।

অহ । চলুন । (তপস্বিনীর প্রতি) ভগবতি, আপনিও আসুন ।

[সকলের প্রস্থান ।

মদ । (চিত্রপট হস্তে অগ্রসর হইয়া স্বগত) আহা ! রাজমহিষীর শোক দেখলে বুক ফেটে যায় ! তা এমন মেয়েকে মা বাপে যদি এত স্নেহ না করবে, তবে আর করবে কাকে ? এই যে নূতন দূত কোন্ দেশ থেকে এলো, সেটা ভাল করে জানতে পেলেন না । যাই, দেখিগে বৃত্তান্তটা কি ? আমার ত বিলক্ষণ বিশ্বাস হচেযে যে এ দূত রাজা মানসিংহই পাঠিয়েছেন ।—আহা, পরমেশ্বর যেন তাই করেন । এখন গিয়ে ত আবার পুরুষ-বেশ ধরিগে । এ যদি মানসিংহের দূত হয়, তবে আজ ধনদাসের সর্বনাশ করবো ! হা ! হা ! যারা স্ত্রীলোককে অবোধ বল্যে ঘৃণা করে, তারা এটা ভাবে না, যে স্ত্রীলোকের শক্তিকূলে জন্ম ! যে মহাদেব ত্রিভুবনকে এক নিমিষে নষ্ট কত্যা পারেন, ভগবতী কৌশলক্রমে তাঁকে আপনার পদতলে ফেলে রেখেছেন । হায় ! হায় ! স্ত্রীলোকের বুদ্ধির কাছে কি আর বুদ্ধি আছে ? এই দেখাই যাবে, ধনদাসেরই কত বুদ্ধি, আর আমারই বা কত বুদ্ধি ।—এই যে রাজনন্দিনী আবার এই দিকে ফিরে আসচেন । হয়েছে আর কি !—মুখ দেখে বেশ বোধ হচেযে, মনটা যেন একটু ভিজ্জেচে । তাই যদি না হবে, তা হলে আমাকে এত ঘন ঘন দেখতে চান কেন ? এইবার চিত্রপটখানা দেখাতে হবে । দেখি না, তাতে কি ভাব দাঁড়ায় । হা, হা, হা । এ ত মানসিংহের কোন পুরুষেরই প্রতিমূর্তি নয় । নাই বা হলো, বয়ে গেল কি ? কাঠের বিড়াল হোক না কেন, হাঁড়র ধরতে পাল্যেই হয় ।

(কৃষ্ণার পুনঃ প্রবেশ ।)

কৃষ্ণা । এই যে ! দূতি, তুমি আমার তন্মাস কচ্যো না কি ? তোমাদের মহারাজ যে দূত পাঠিয়েছেন, আমি এই শুনে এলেন । আমি ভেবেছিলাম, তুমি যেন আমাকে একটা উপকথাই কইতেছিলে—

মদ । রাজনন্দিনি, তাও কি কখন হয় । আমাদের মতন লোকের কি কখন এমন সাহস হয়ে থাকে ?

কৃষ্ণা। দেখ, দূতি, এ বিষয়ে আমি দেখছি, একটা না একটা বিষম বিবাদ ঘটে উঠবে! তুমি কি শোন নি যে জয়পুরের রাজাও আমার জন্তে দূত পাঠিয়েছেন?

মদ। রাজনন্দিনি, তাতে কি আমাদের মহারাজ ডরাবেন? আপনি অল্পমতি দিলে তিনি জয়পুরকে এক মুহূর্তে ভস্মরাশি করে ফেলতে পারেন।

কৃষ্ণা। (সহাস্ত্রবদনে) তুমি ত তোমার রাজার প্রশংসা সর্বদাই কচ্যো। তা দেখি, কি হয়।

মদ। রাজনন্দিনি, আপনি মহারাজের দিকে হলে, তাঁকে আর কে পায়?

কৃষ্ণা। (হাসিয়া) দেখ, দূতি, পারিজাত ফুল লয়ে ইন্দ্রের সঙ্গে যত্নপতির বিবাদ ত আরম্ভ হলো। এখন দেখি, কে জেতেন! তুমি তবে এখন তোমাদের রাজদূতের সঙ্গে একবার দেখা করগে।

মদ। যে আজ্ঞা। (কিঞ্চিং গিয়া পুনরাগমনপূর্বক) রাজনন্দিনি, আপনাকে যে আমাদের মহারাজের একখানা চিত্রপট দেখাব বলেছিলাম, এই দেখুন। (হস্তে প্রদান) এখানি এখন আপনার কাছে থাক; আমাকে আবার ফিরে দেবেন।

[প্রস্থান।

কৃষ্ণা। (স্বগত) কি আশ্চর্য্য! রাজা মানসিংহের কথা শুনে আমার মনটা যে এত চঞ্চল হলো, এর কারণ কি? (চিত্রপটের প্রতি দৃষ্টি করিয়া) অ্যা! এমন রূপ! আহা! কি অধর! কি হাস্য! এমন রূপবান্ পুরুষ কি পৃথিবীতে আছে? আ মরি, মরি!—ও দূতী যা বলেছিল, তা সত্য বটে! হায়! হায়! আমার অদৃষ্টে কি তা হবে?—আমার মনটা যে অতি চঞ্চল হয়ে উঠলো।—না—এখানে আর থাকা উচিত নয়; কে আবার এসে দেখবে। যাই, আপনার ঘরে যাই। সেখানে নির্জনে চিত্রপটখানি দেখিগে। আহা! কি চমৎকার—

[চিত্রপটের প্রতি দৃষ্টি করিতে করিতে প্রস্থান।

ইতি দ্বিতীয়ঙ্ক।

তৃতীয়ঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

উদয়পুর—রাজনিকেতন-সম্মুখে।

(মরুদেশের দূত এবং [পুরুষবেশে] মদনিকার প্রবেশ ।)

দূত । কি আশ্চর্য্য ! তবে এ পত্রের কথাটা সত্য ?

মদ । আজ্ঞা, হাঁ, সত্য বৈ কি ? রাজকুমারী পত্র লিখে প্রথমে আমাকে দেন ; তার পর আমি একজন বিশ্বাসী লোক দিয়ে আপনাদের দেশে পাঠাই ।

দূত । যা হউক, আমাদের মহারাজের অতি সৌভাগ্য বলতে হবে, তা না হলে তোমাদের সুকুমারী কি তাঁর প্রতি এত অহুরক্ত হন ? আহা ! বিধাতার কি অদ্ভুত লীলা ! কেউ বা মহামণির লোভে অন্ধকারময় খনিতে প্রবেশ করে, আর কেউ বা তা পথে কুড়িয়ে পায় ! এ সকল কপালগুণে ঘটে বৈ ত নয় ! মহারাজ এ পত্র পাওয়া অবধি যেরূপ হয়ে উঠেছেন, তার আর তোমাকে কি বলবো ?

মদ । দেখুন দূত মহাশয়, আপনি একটু সাবধান হয়ে চলবেন । এ পত্রের কথা এখানে প্রকাশ করবেন না, তা হলে রাজনন্দিনী লজ্জায় একেবারে প্রাণত্যাগ করবেন ।

দূত । হাঁ ! সে কি কথা ? আমি ত পাগল নই । এ কথাও কি প্রকাশ কত্যা আছে ?

মদ । এই যে জয়পুরের দূত ধনদাস, ওকে, বোধ হয়, আপনি ভাল করে চেনেন না ।

দূত । না, ওঁর সঙ্গে আমার বিশেষ আলাপ নাই ।

মদ । মহাশয়, ওটা যে আপনাদের রাজার কত নিন্দা করে, তা শুনলে বোধ হয়, আপনি অগ্নির ছায় জ্বলে উঠেন ।

দূত । বটে ?

মদ । আর তাতে রাজনন্দিনী যে কি পর্য্যন্ত ক্ষুব্ধ, তা আর আপনাকে কি বলবো । মহাশয়, ওকে একবার কিছু শিক্ষা দিতে পারেন ? তা হলে বড় ভাল হয় ।

দূত । কেন ? ওটা বলে কি ?

মদ। মহাশয়, ওটা যা বলে, সে কথা আমাদের মুখে আনতে লজ্জা করে। ও লোকের কাছে বলে বেড়ায় কি যে মহারাজ মানসিংহ একটা ভ্রষ্টা স্ত্রীর দস্তক পুত্র মাত্র; আর তিনি মরুদেশের প্রকৃত অধিকারী নন।

দূত। অ্যা—কি বল্লে? ওর এত বড় যোগ্যতা! কি বলবো? আমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, নতুবা এই দণ্ডেই ওর মস্তকচ্ছেদ কতোম!

মদ। মহাশয়, এতে এত রাগলে কাজ চলবে না। যদি বাক্যবাণ দ্বারা ও ছুরাচারকে কোন দণ্ড দিতে পারেন, ভালই; নচেৎ অন্য কোন অত্যাচার করাটা ভাল হয় না।

দূত। আচ্ছা, আমি এখন রাজমন্ত্রীর কাছে যাই। এর পর যা পরামর্শ হয়, করা যাবে। শৃগালের মুখে সিংহের নিন্দা! এ কি কখনও সহ হয়।

[প্রস্থান।

মদ। (স্বগত) বাঃ! কি গোলযোগই বাধিয়ে দিয়েছি! এখন জগদীশ্বর এই করুন, যেন এতে রাজনন্দিনী কৃষ্ণার কোন ব্যাঘাত না জন্মে। ভাল, এও ত বড় আশ্চর্য্য! আমি একজন বেশ্যার সহচরী, বনের পাখীর মতন কেবল স্বেচ্ছার অধীন; কখনই সংসার-পিঞ্জরে বদ্ধ হই নাই। কিন্তু এ সুকুমারী রাজকুমারীর প্রকৃতি দেখে আমার মনটা এমন হলো কেন?—সত্য বটে!—লজ্জা আর সুশীলতাই স্ত্রীজাতির প্রধান অলঙ্কার। আহা! এ ছুটি পদ্য এ সরোবর থেকে যে আমি কি কুলগ্নে তুলে ফেলেছিলাম, তা কেবল এখন বুঝতে পাচ্চি। এই যে ধনদাস এ দিকে আসচে।

(ধনদাসের প্রবেশ।)

মহাশয়, ভাল আছেন ত?

ধন। আরে মদন যে! তবে ভাল আছ ত? ভাই, তুমি সে অঙ্গুরীটি কোথায় রেখেছো?

মদ। আজ্ঞা, আপনাকে বলতে লজ্জা করে। আর বোধ হয়, আপনি তা শুনলেও রাগ করবেন।

ধন। সে কি? কেন? রাগ করবো কেন?

মদ। আজ্ঞা, তবে শুনুন। এই নগরে মদনিকা বলে একটি বড় সুন্দরী মেয়ে মানুষ আছে, তাকে আমি বড় ভাল বাসি! সেই আমার কাছ থেকে সে অঙ্গুরীটি কেড়ে নিয়েছে।

ধন। কি সর্বনাশ! তেমন অমূল্য রত্ন কি একটা বেশ্যাকে দিতে হয়? তোমার ত নিতান্ত শিশুবুদ্ধি হে। ছি! ছি! আর তুমি এত অল্প বয়েসে এমন সব লোকের সঙ্গে সহবাস কর?

মদ। দেখুন দেখি, এই আপনি বললেন, রাগ করবো না, তবে আবার রাগ করেন কেন?

ধন। (স্বগত) তাও বটে; আমিই বা রাগ করি কেন? (প্রকাশে) হা! হা! ওহে, আমি তামাসা কহিয়েলুম। যা হউক, তুমি যে, দেখছি, এক জন বিলক্ষণ রসিক পুরুষ হে। ভাল, তোমার এ মদনিকা কোথায় থাকে, বল দেখি, ভাই।

মদ। আজ্ঞা, তার বাড়ী গড়ের বাইরে।

ধন। (স্বগত) স্ত্রীলোকটার বাড়ীর সন্ধান পেলে অঙ্গুরীটা না হয় কিছু দিয়ে কিনে লওয়ার চেষ্টা পাওয়া যায়। আর যদি সহজে না দেয়, তারও উপায় করা যেতে পারে। (প্রকাশে) হাঁ! কোথায় বললে ভাই?

মদ। আজ্ঞা, এই গড়ের বাইরে।

ধন। ভাল, সে মেয়েমানুষটি দেখতে ভাল ত?

মদ। আজ্ঞা, বড় মন্দ নয়। মহাশয়, এ দিকে দেখছেন, রাজা মানসিংহের দূত মন্ত্রীর সঙ্গে এই দিকে আসছেন।

ধন। ভাল কথা মনে কল্যে, ভাই। তোমাকে আমি যে যে কথা অন্তঃপুরে বলতে বলেছিলুম, তা বলেছো ত?

মদ। আজ্ঞা, আপনার কাজে আমার কি কখনও অবহেলা আছে?

ধন। তোমার যে ভাই কত গুণ, তা আমি একমুখে কত বলবো?—তা বল দেখি, তোমার মদনিকা কোথায় থাকে?

মদ। তার জন্মে আপনি এত ব্যস্ত হচেন কেন? এক দিন, না হয়, আপনার সঙ্গে তার দেখা করিয়ে দেবো, তা হলেই ত হবে? আমি এখন যাই, আর দাঁড়াব না। (স্বগত) দেখি, এ ঘটক ভায়ার ভাগ্যে আজ কি ঘটে।

[প্রস্থান।

ধন। (স্বগত) অঙ্গুরীটির উদ্ধার না কল্যে আমার মন কোন মতেই স্থির হচে না। সেটির মূল্য প্রায় দশ হাজার টাকা। তা সহজে কি ত্যাগ করা যায়। আহা! মহারাজকে যে কত প্রকারে ভুলিয়ে সেটি পেয়েছিলুম, তা

মনে পড়লে চক্ষে জল এসে। তা বড় দায়ে না পড়লে আর সে আমার হাতছাড়া হতে পারতো না। দেখি, এই মদনিকার বাড়ীর সন্ধানটা পেলে একবার বুঝতে পারি। ধনদাসের চতুরতা কি নিতান্তই বিফল হবে ?

(সত্যদাসের সহিত দূতের পুনঃ প্রবেশ ।)

সত্য। এই যে ধনদাস মহাশয় এখানে রয়েছেন। তা চলুন, একবার রাজসভাতে যাওয়া যাউক।

দূত। মহাশয়, ইনিই রাজা জগৎসিংহের দূত না ?

সত্য। আজ্ঞা, হাঁ।

দূত। (ধনদাসের প্রতি) মহাশয়, আমরা যখন উভয়েই একটি অমূল্য রত্নের আশায় এ দেশে এসেছি, তখন আমরা উভয়ে উভয়ের বিপক্ষ বটি, কিন্তু তা বল্যে আমাদের পরস্পরে কি কোন অসহ্যবহার করা উচিত ?

ধন। আজ্ঞা, তাও কি হয় ?

দূত। তবে একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করি ;—বলি, আপনি যে নিরন্তর মরুদেশের রাজ্যেখরের নিন্দা করেন, সেটা কি আপনার উপযুক্ত কর্ম ?

ধন। বলেন কি মহাশয় ? এ কথা আপনাকে কে বললে ?

দূত। মহাশয়, বাতাস না হলে বৃক্ষপল্লব কখনই লড়ে না।

ধন। মহাশয়ের আমার সঙ্গে নিতান্ত বিবাদ করবার ইচ্ছা বটে ?

দূত। আপনার সঙ্গে আমার বিবাদ করায় কি ফল ? কিন্তু আপনি যে এ ছক্ষর্মের সমুচিত ফল পাবেন, তার সন্দেহ নাই। আপনাদের নরপতি বেশ্যাদাস ; নৃত্য, গীত, প্রেমালাপ—এই সকল বিছাতেই পরম নিপুণ ; তা তিনি কি রাজেন্দ্রকেশরী মানসিংহের সমতুল্য ব্যক্তি ? না সুকুমারী রাজকুমারী কৃষ্ণার উপযুক্ত পাত্র ?

ধন। (সত্যদাসের প্রতি) মহাশয়, শুনলেন ত ? (কর্ণে হস্ত দিয়া দূতের প্রতি) ঠাকুর, কি বলবো, তুমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, তা না হল্যে তোমাকে আমি আজ্ঞা অমনি ছাড়তেম না !

দূত। কেন ? তুমি কি কত্যা ? ওঃ ! বড় স্পর্ধা যে ?

সত্য। মহাশয়রা ক্ষান্ত হউন। আপনাদের এ বৃথা বাগ্‌দম্বে প্রয়োজন কি ? বিশেষতঃ এ স্থলে কি আপনাদের এরূপ অসৌজন্য প্রকাশ করা উচিত ?

ধন। আজ্ঞা, হাঁ, তা সত্য বটে। কিন্তু আপনি বিবেচনা করুন, আমার এ বিষয়ে অপরাধ কি? উনিই ত বিবাদ কচেন।

(বলেন্দ্র সিংহের প্রবেশ।)

বলে। এ কি এ, মহাশয়? আপনাদের মধ্যে ঘোর ঘন্দ উপস্থিত যে? আপনারা কি লক্ষ্য ভেদ হতে না হতেই যুদ্ধ আরম্ভ কল্যেন?

দূত। আজ্ঞা, না। যুদ্ধ আরম্ভ হবে কেন? তবে কি না, এই জয়পুরের দূত মহাশয়কে আমি ছুই একটা হিতোপদেশ দিচ্ছিলেম।

বলে। কি হিতোপদেশ দিলেন, বলুন দেখি? আপনার ত এই ইচ্ছা, যে উনি এ বিবাহের আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে স্বদেশে প্রস্থান করেন? হা! হা! হা!

ধন। হা! হা! হা! আজ্ঞা, এক প্রকার তাই বটে।

দূত। আজ্ঞা, হাঁ! আমার বিবেচনায় ওঁর তাই করা উচিত হচ্যে! মহাশয়, মান বড় পদার্থ। অতএব এমন যে মান, এর রক্ষার বিষয়ে অবহেলা করা অতি অকর্তব্য।

বলে। হা! হা! দূত মহাশয়, আপনি যে দেখছি, স্বয়ং চাণক্য অবতার! ভাল মহাশয়, আমি শুনেছি, যে আপনাদের মরুদেশে ভগবতী পৃথিবী নাকি বক্ষ্যা নারীর স্বভাব ধরেন? তা বলুন দেখি, আপনাদের রাজকর্ম্য কিরূপে চলে?

দূত। বীরবর, বক্ষ্যা স্ত্রী লয়ে কি কেউ সংসার করে না?

বলে। হা! হা! বেশ। (ধনদাসের প্রতি) ও গো মহাশয়, আপনাদের অম্বরদেশের বর্ণনটা একবার করুন দেখি শুনি!

ধন। আজ্ঞা, আমার কি সাধ্য, যে তার বর্ণন করি? যদি পঞ্চানন হন, তথাপি অম্বরের সুখসম্পত্তির সূচারূপে বর্ণন হয় না।—মহাশয়, আমাদের অম্বর সাক্ষাৎ অম্বরপ্রদেশই বটে! সেখানে অজনা কুল তারাকুলতুল্য সুন্দর; আর মেঘে যেমন সৌদামিনী আর বারিবিন্দু, রাজভাগারে তেমনি হীরক ও মুক্তা প্রভৃতি, তাতে আবার আমাদের মহারাজ ত স্বয়ং শশধর—

দূত। হাঁ, শশধরের মায় কলঙ্কী বটেন!

বলে। হা! হা! কি বল, ধনদাস?

ধন। আজ্ঞা, ও কথায় আর কি বলবো ? পেচক সূর্য্যের আলো ত কখনই সহ্য কতে পারে না ! আর যদিও ক্ষুধার পীড়নে রাত্ৰিকালে কোটরের বাহির হয়, তবু সে চন্দ্ৰের প্রতি কখন প্রকাশিত নয়নে দৃষ্টিপাত করতে পারে না, তেজোময় বস্তুমাত্রই তার চক্ষের বিষ !

বলে। হা ! হা ! হা ! কেমন, দূতবর ! এইবার ? (নেপথ্যে যন্ত্রধ্বনি)
ও আবার কি ? (নেপথ্যে বাত।)

সত্য। এই যে মহারাজ রাজসভায় আসচেন। চলুন, আমরা এখন যাই।

(রক্ষকের প্রবেশ।)

রক্ষক। (যোড়করে) বীরবর, গণেশগঙ্গাধর শাস্ত্রী নামে একজন দূত মহারাষ্ট্রপতির শিবির থেকে সিংহদ্বারে এসে উপস্থিত হয়েছেন। আপনার কি আজ্ঞা হয় ?

বলে। দূত ? মহারাষ্ট্রপতির শিবির থেকে ? আচ্ছা, তাঁকে রাজসভায় নে যাও ; আমি যাচ্ছি। চলুন তবে আমরা সকলেই একবার রাজসভায় যাই।

[সকলের প্রস্থান।]

(মদনিকার পুনঃ প্রবেশ।)

মদ। (স্বগত) এখন ত আমার কার্য্যসিদ্ধি হয়েছে ; আর এ নগরে বিলম্ব করবার প্রয়োজন কি ? আমার কৌশলক্রমে রাজনন্দিনী রাজা মানসিংহের উপর এমন অসুরাগিণী হয়েছেন, যে তিনি রাজা জগৎসিংহের নাম শুনলে একবারে যেন জ্বলে উঠেন ; আর আমার পত্র পেয়ে মানসিংহও দূত পাঠিয়েছেন। তবে আর এখানে থেকে কি হবে ?—যাব বটে, কিন্তু রাজনন্দিনীকে ছেড়ে যেতে প্রাণটা যেন কেমন করে। আহা ! এমন সুশীলা মেয়ে কি আর ছুটি আছে ! হে পরমেশ্বর, এই যে আমি বনে আগুন লাগিয়ে চললেম, এ যেন দাবানলের রূপ ধরে এ সুলোচনা কুরঙ্গীকে দগ্ধ না করে। প্রভু, তুমিই একে কৃপা করে রক্ষা করো। যাই, আমাকে আবার ধনদাসের আগে জয়পুরে পৌঁছিতে হবে।

[প্রস্থান।]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

উদয়পুর—রাজ-উদ্যান।

(তপস্বিনীর প্রবেশ।)

তপ। (স্বগত) কি আশ্চর্য্য ! আমি ত্রিপতিতে ভগবান্ গোবিন্দরাজের মন্দিরে কৃষ্ণকুমারীর বিষয়ে যে কুস্বপ্নটা দেখেছিলাম, তা কি যথার্থই হলো ? রাজা মানসিংহ ও রাজা জগৎসিংহ উভয়েই যখন রাজনন্দিনীর পাণিগ্রহণ আশায় এ নগরে দূত প্রেরণ করেছেন, তখন এ মাতঙ্গদ্বয় কি বিনা যুদ্ধে নিরস্ত হবে ? না এদের ভয়ঙ্কর বিগ্রহে বনস্থলীর সামান্য দুর্দশা ঘটবে ? হায়, হায়, কি বিধাতার বিড়ম্বনা ! (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) দীনবন্ধো, তুমিই সত্য ! কৃষ্ণাও দেখছি রাজা মানসিংহের প্রতি নিতান্ত অনুরাগিনী হয়ে উঠেছে। তা যাই, এ সব কথা রাজমহিষীকে একবার জানান কর্তব্য।

[প্রস্থান।]

(কৃষ্ণকুমারীর প্রবেশ।)

কৃষ্ণা। (স্বগত) সে দূতীটি পাখী হয়ে উড়ে গেল না কি ? আমি যে তার অন্বেষণে কত স্থানে লোক পাঠিয়েছি, তার আর সংখ্যা নাই। (দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) কি আশ্চর্য্য ! এ যে কি মায়াবলে আমাকে এত উত্তলা করে গেল, আমি ত তার কিছুই বুঝতে পারি না। হা রে, অবোধ মনঃ ! কেন বৃথা এত চঞ্চল হোস্ ? নিশার স্বপ্ন কি কখন সফল হয় ? এ দূতীটি কি আমাকে ছলনা করে গেল ? তাই বা কেমন করে বলি ? ওদের রাজার দূত পর্য্যন্ত এসেচে। (চিন্তা করিয়া) ভগবতী কপালকুণ্ডলাকে আমার মনের কথাগুলি বলে কি ভাল করেছি ?—তা এরূপ রহস্য কি মনে গোপন করে রাখা যায় ? যেমন কীট ফুলের মুকুল কেটে নির্গত হয়, এও তাই করে। ঐ যে ভগবতী মার সঙ্গে কথা কইতে কইতে এই দিকে আসচেন। বুঝি আমার কথাই হচে ! ও মা, ছি ! ছি ! কি লজ্জা ! মা শুনলে বলবেন কি ? আমি মাকে এ মুখ আর কেমন করে দেখাবো ? বিধাতা যে এ অদৃষ্টে কি লিখেছেন, কিছুই বলা যায় না। যাই, এখন সঙ্গীতশালায় পালাই।

[প্রস্থান।]

(অহল্যাদেবীর সহিত তপস্বিনীর পুনঃ প্রবেশ ।)

অহ । বলেন কি, ভগবতি ? আপনি কি এ কথা কৃষ্ণার মুখে শুনেছেন ?

তপ । আজ্ঞা, হাঁ । সেই আপনিই বলেছে ।

অহ । কি আশ্চর্য্য !—

তপ । মহিষি, লজ্জা যুবতীর হৃদয়মন্দিরে দৌবারিক স্বরূপ । তার পরাভব করা কি সহজ কর্ম্ম ? আমি যে কত কৌশলে এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হয়েছি, তা আপনাকে আর কি বলবো ?

অহ । আহা ! এই জন্মেই বুঝি মেয়েটিকে এত বিরসবদন দেখতে পাই ! ভাল, ভগবতি, কৃষ্ণা যে রাজা মানসিংহের উপর এত অমুরাগিনী হলো, এর কারণ কিছু বুঝতে পেরেছেন ?

তপ । মহিষি, ও সকল দৈব ঘটনা ! ঐ যে সূর্য্যমুখী ফুলটি দেখছেন, ওটি ফুটলেই সূর্য্যদেবের পানে চেয়ে থাকে ; কিন্তু কেন যে চায়, তা কেউ বলতে পারে না !

অহ । সূর্য্যদেবের উজ্জ্বল কান্তি দেখে সূর্য্যমুখী তাঁর অধীন হয় ; আমার কৃষ্ণা ত আর রাজা মানসিংহকে দেখে নাই—

তপ । দেবি, মনচক্ষু দিয়ে লোকে কি না দেখতে পায় ? বিশেষ ভগবান্ কর্ম্মপের যে কি লীলাখেলা, তা কি আপনি জানেন না ? দময়ন্তী সতী কি রাজা নলকে আপন চর্ম্মচক্ষু দেখে তাঁর প্রতি অমুরাগিনী হয়েছিলেন ? (সচকিতে) আহা, কি মনোহর সৌরভ ! দেবি, দেখুন দেখি, এই যে সুগন্ধটি গন্ধবহের সহকারে আকাশে ভাসছে, এর যে কোন্ ফুলে জন্ম, তা আমরা দেখতে পাচ্চি না । কিন্তু আমাদের বিলক্ষণ প্রতীতি হচে, যে সে ফুলটি অতীব সুন্দর । এ যেন নীরবে আমাদের কাছে আপন জন্মদাতা কুসুমের সূচারুতার ব্যাখ্যা কচে । দেবি, যশঃস্বরূপ সৌরভেরও, জানবেন, এই রীতি । মরুদেশের অধিপতি মানসিংহ রায় ত এক জন যশোহীন পুরুষ নন ।

অহ । আজ্ঞা, তা সত্য বটে । (নেপথ্যে যন্ত্রধ্বনি ।)

তপ । দেখুন মহিষি, রাজনন্দিনীর মনের যা ভাব, তা এখনই প্রকাশ হবে ।

(নেপথ্যে গীত ।)

[ভৈরবী—সখ্যমান]

তারে না হেরে আঁখি বুঝে,
প্রাণ হরে কামশরে জরজরে ।

রজনী দিবসে মানসে নাহি সুখ,
মনোহুথ তোরি বিনে, সই, কহিব কাহারে ।
মলয় পবন দাহন সদা করে,
কোকিলের কুহুরবে তায় হৃদয় বিদরে ॥

তপ । আহা ! ঋতুরাজ বসন্ত উপস্থিত হলে, কোকিলকে কি কেউ নীরব করে রাখতে পারে ? সে অবশ্যই আপন মনের কথা বনস্থলে দিবারাত্র পঞ্চশ্বরে ব্যক্ত করে । যৌবনকাল এলে মানবজাতির হৃদয়ও সেইরূপ চুপ করে থাকতে পারে না ।

অহ । সে যা হউক । ভগবতি, আপনার কথাটা শুনে যে আমার মন কত উত্তলা হয়ে উঠলো, তা বলতে পারি না । হায়, হায়, আমার মতন হতভাগিনী স্ত্রী কি আর আছে ? মেয়েটির ভাল করে বিবাহ দেবো, এই সাধটি বড় সাধ ছিল, কিন্তু বিধির বিড়ম্বনায় দেখছি সকলই বিফল হলো । (রোদন ।)

তপ । কেন, মহিষি ? বিফলই হবে কেন ?

অহ । ভগবতি, আপনি কি ভেবেছেন, যে মহারাজ মরুদেশের রাজাকে মেয়ে দেবেন ? একে ত রাজা মানসিংহের সঙ্গে তাঁর বড় সন্দাব নাই, তাতে আবার জয়পুরের দূত এখানে আগে এসেছে ।

তপ । তা হলই বা ! যে ধীবর প্রথমে ডুব দেয়, তাকেই কি সাগর উৎকৃষ্ট মুক্তাফল দিয়ে থাকেন ? এ কি কথা, মহিষি ? আপনাদের কঁায়া, আপনারা যাকে ইচ্ছা হয়, তাকেই দেবেন ; এতে আবার অগ্রপশ্চাৎ কি ?

অহ । (দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) ভগবতি, আমরা কি স্বেচ্ছাধীন ।—আহা ! ভগবতি, একবার এ দিকে চেয়ে দেখুন । (অগ্রসর হইয়া) এসো, মা, এসো—

(কৃষ্ণার পুনঃ প্রবেশ ।)

তোমার আজ এত বিরস বদন দেখছি কেন ?

কৃষ্ণা । না, মা, বিরসবদন হবো কেন ?

অহ। ও কি ও ? তুমি কাঁদচো কেন মা ?

কৃষ্ণা। (নিরুত্তরে রাগীর গলা ধরিয়ে রোদন।)

অহ। ছি মা, ছি ! কেন ? তোমার কিসের অভাব, যে তুমি এমন
ছুঃখিত হলে ?

তপ। (স্বগত) আহা, এ ব্রতে নূতন ব্রতী কি না ! স্মৃতরাং ব্রতের
উদ্দেশ্য দেবতাকে না পেলো কি এ আর স্থির হতে পারে।

অহ। ছি ! ছি ! ও কি, মা ?

কৃষ্ণা। মা, আমি কি অপরাধ করেছি, যে তোমরা আমাকে জলে ভাসিয়ে
দিতে উদ্বৃত হয়েছো ? (রোদন।)

অহ। বালাই ! কেন মা ? তোমাকে জলে ভাসিয়ে দেবো কেন ? মেয়েরা
কি চিরকাল বাপের ঘরে থাকে, মা ? (রোদন।)

তপ। বৎসে, পক্ষিশাবক কি চিরকাল জন্মনীড়ে থেকে কালাতিপাত
করে ? এই যে তোমার মা, ইনি কেমন করে পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করে পতির
গৃহে বাস কচেন ? তুমিও তো তাই করবে ; তাতে আর ক্লোভ কি ?

কৃষ্ণা। ভগবতি,—(রোদন।)

অহ। স্থির হও, মা স্থির হও। ছি, মা, কেঁদো না। (রোদন।)

কৃষ্ণা। মা, আমাকে এত দিন প্রতিপালন করে কি অবশেষে বনবাস
দেবে ? (রোদন।)

তপ। মহিষি, ঐ যে মহারাজ এই দিকে আসছেন ! উনি আপনাদের
ছুজনকে এ দশায় দেখলে অত্যন্ত ছুঃখিত হবেন। তা আপনি এক কৰ্ম করুন,
রাজনন্দিনীকে লয়ে একটু সরে যান।

অহ। আয়, মা, আমরা এখন যাই।

[অহল্যাদেবী ও কৃষ্ণার প্রস্থান।]

তপ। (স্বগত) আমি ভেবেছিলাম, যে অনিদ্রা, নিরাহার, কঠোর তপস্যা
—এ সকল সংসারমায়াশৃঙ্খল থেকে মুক্তি দান করে। তা কৈ ? আমি যে
সে মুক্তি লাভ করেছি, এমন ত কোন মতেই বোধ হয় না। আহা ! এঁদের
ছুজনের শোক দেখলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। (দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) হে
বিধাতঃ, এই মানবহৃদয়ে তুমি যে ইন্দ্রিয়সকলের বীজ রোপণ করেছ, তাদের
নির্মূল করা কি মনুষ্যের সাধ্য ? বিলাপধ্বনি শুনলে যোগীন্দ্রেরও মন চঞ্চল
হয়ে উঠে।

(রাজা ভীমসিংহের প্রবেশ ।)

রাজা । ভগবতি, মহিষী না এখানে ছিলেন ?

তপ । আজ্ঞা, হাঁ । তিনি এই ছিলেন ; বোধ হয়, আবার এখনি এলেন বলে ।

রাজা । তাঁর সঙ্গে আমার কোন বিশেষ কথা আছে । (পরিক্রমণ করিয়া) বোধ হয়, আপনিও শুনে থাকবেন, মরুদেশের অধিপতি রাজা মানসিংহ রায়ও কৃষ্ণার পাণিগ্রহণ ইচ্ছায় আমার নিকট দূত পাঠিয়েছেন ।

তপ । আজ্ঞা, হাঁ, শুনেছি বটে ।

রাজা । (দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) ভগবতি, এ সব কেবল আমার কপালগুণে ঘটে !

তপ । আজ্ঞা, সে কি, মহারাজ ? এমত ত সর্বত্রই হচে ।

রাজা । ভগবতি, আপনি চিরতপস্বিনী, সুতরাং এ দেশের লোকের চরিত্র বিশেষরূপে জানেন না । এই বিবাহ উপলক্ষে যে কত গোলযোগ হয়ে উঠবে, তার কি সংখ্যা আছে ?

(অহল্যাদেবীর পুনঃ প্রবেশ ।)

প্রায়সি, তোমার কৃষ্ণার বিবাহ যে স্বচ্ছন্দে সম্পন্ন হয়, এমন ত আমার কোন মতেই বিশ্বাস হয় না ।

অহ । সে কি, নাথ ?

রাজা । আর বলবো কি বল ? এ বিষয়ে মহারাষ্ট্রের অধিপতি আবার রাজা মানসিংহের পক্ষ হয়ে, আমাকে অনুরোধ কচেন যে—

তপ । নরনাথ, তবে রাজনন্দিনীকে রাজা মানসিংহকেই প্রদান করুন না কেন ? তিনিও ত একজন সামান্য রাজা নন—

অহ । জীবিতেশ্বর, এ দাসীরও এই প্রার্থনা ।

রাজা । বল কি, দেবি ? রাজা জগৎসিংহ আমার এক জন পরম আত্মীয় ; তাতে আবার তাঁর দূতই আগে এসেছে ; এখন আমি কি বলে তাঁকে এ বিষয়ে নিরাশ করি ? (দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) হে বিধাতঃ, তুমি এই যে প্রমাদ-অগ্নির সূত্র কল্যে, এ কি রক্তশোভঃ ব্যতীত আর কিছুতে নির্বাণ হবে ?

অহ। প্রাণেশ্বর, মহারাষ্ট্রপতি যে এতে হাত দেন, এর কারণ কি ? তিনি না স্বদেশে ফিরে যেতে উত্তম ছিলেন ?

রাজা। দেবি, তুমি সে নরাধমের চরিত্র ত ভাল করে জান না। সে ত এই চায়। একটা ছল ছুতা পেলে হয়।

তপ। ভাল, মহারাজ, আপনি যদি এ বিষয়ে সম্মত না হন, তা হলে মহারাষ্ট্রপতি কি করবেন ?

রাজা। তা হলে তার দস্যুদল আবার দেশ লুট কতে আরম্ভ করবে ! হয়। হয়। তাতে কি আর দেশে কিছু থাকবে ? ভগবতি, আমার কি আর এখন সে অবস্থা আছে, যে আমি এমন প্রবল শত্রুকে নিরস্ত করি ?

তপ। মহারাজ, মা কমলার প্রসাদে আপনার কিসের অভাব ?

অহ। (রাজার হস্ত ধারণ করিয়া) নাথ, এতে এত উতলা হইও না। বোধ হচে, ভগবান্ একলিঙ্গের প্রসাদে এ উদ্বেগ অতি ত্বরায়ই শান্ত হবে।

রাজা। মহিষি, তুমি ত রাজপুত্রী। তুমি কি জান না, যে এ বিবাহে আমি যাকে নিরাশ করবো, সেই তৎক্ষণাৎ অসিকোষ দূরে নিক্ষেপ করবে ? প্রিয়ে, তোমার কৃষ্ণা কি সতীর মতন আপন পিতার সর্বনাশ কতে এসেছে ? হয়, আমি বিধাতার নিকট এমন কি পাপ করেছি, যে তিনি আমার প্রতি এত প্রতিকূল হলেন ! আমার এমন অমূল্য রত্নটিও কি অনল হয়ে আমাকে দগ্ধ কতে লাগলো ! আমার হৃদয়নিধি হতে যে আমার সর্বনাশের সূচনা হবে, এ স্বপ্নেরও অগোচর।

অহ। (নিরুত্তরে রোদন।)

তপ। ও কি ? মহিষি, আপনি কি করেন ?

অহ। ভগবতি, শমন কি আমাকে বিস্মৃত হয়েছেন ? (রোদন।)

তপ। বালাই ! তিনি আপনার শত্রুকে স্মরণ করুন। মহারাজ, আজ্ঞা হয় ত, আমরা এখন অস্ত্রপুরে যাই।

অহ। নাথ, আমার কৃষ্ণার এতে দোষ কি, বলুন দেখি ? বাছা ত আমার ভাল মন্দ কিছুই জানে না। মহারাজ, তাকে এমন করে বল্যে কি মায়ের প্রাণে সয় ?—বাছা, কেনই বা তোর এ অভাগিনীর গর্ভে জন্ম হয়েছিল !—
(রোদন।)

রাজা। (হস্ত ধরিয়া) দেবি, আমার এ অপরাধ মার্জনা কর। হায়! হায়! আমি কি নরাধম! আমার মত ভাগ্যহীন পুরুষ, বোধ করি আর নাই। এমন অমৃতও আমার পক্ষে বিষ হলো! তা চল, প্রিয়ে, এখন অন্তঃপুরে যাই। সূর্য্যদেবও অন্তাচলে চললেন। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হে দিননাথ, তোমাকে যে লোকে এই রাজকুলের নিদান বলে; তা তুমিও কি এর ছুঁখে মলিন হলে।

[সকলের প্রস্থান।

(কৃষ্ণার পুনঃ প্রবেশ।)

কৃষ্ণা। (পরিক্রমণ করিয়া স্বগত) আহা! সে এক সময় আর এ এক সময়! আমি কেন বৃথা আবার এখানে এলেম? এ সকল কি আমার আর ভাল লাগে! (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) আহা! আমি এই মল্লিকা ফুলটিকে আদর করে বনবিনোদিনী নাম দিয়েছিলাম। এই সুচারু শমীবৃক্ষটিকে সখী বলে বরণ করেছিলাম। (সচকিতে) ও কি? আহা! সখি, তুমি কি এ হতভাগিনীর ছুঁখ দেখে দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়চো? কেন? তুমি ত চিরসুখিনী; তোমার খেদের বিষয় কি? মলয়সমীরণ তোমার একান্ত অনুগত, সর্বদাই তোমার সঙ্গে মধুর স্বরে প্রেমালাপ কচে, তা তুমি কি পরের ছুঁখ বুঝতে পার? কি আশ্চর্য্য! (চিন্তা করিয়া) হায়, হায়! এ মায়াবিনী যে কি কুলগ্নে এ দেশে এসেছিল, তা বলা যায় না। কি আশ্চর্য্য! আমি যঁাকে কখন দেখি নাই; যঁার নাম কখন শুনি নাই; যঁার সহিত কখন বাক্যালাপ করি নাই; তাঁর জন্মে আমার প্রাণ অস্থির হয় কেন? কেবল সেই দূতীর কুইকেই আমার মন এত চঞ্চল হলো? আহা! আমি কেনই বা সে চিত্রপট দেখেছিলাম? কেনই বা সে মনোহর মূর্ত্তি আমার হৃদপদ্মে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম? লোকে বলে, যে সে মরুদেশ অতি বহু স্থল; সেখানে বসুমতী না কি সর্বদা বিধবাবেশ ধরে থাকেন; কুম্বাদিরূপ কোন অলঙ্কার পরেন না। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! আমার মনে সে দেশ যেন নন্দনকানন বোধ হচে! আমি তার বিষয় যে কত মনে করি, তা আমার মনই জানে। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) একবার যাই, দেখিগে, সে দূতীর কোন অঘেষণ পাওয়া গেল কি না! (পরিক্রমণ করিয়া সচকিতে) এ কি? এ উজান হঠাৎ এমন পদ্মগন্ধে পরিপূর্ণ হলো কেন?

(সভয়ে) কি আশ্চর্য্য ! আমি যে গতিহীন হলেম ! আমার সর্ব্বাঙ্গ যেন সহসা সিহরে উঠলো । (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) ও কি ? ও ! ও ! ও ! (মূর্ছাপ্রাপ্তি ; আকাশে কোমল বাত্ম ।)

(বেগে তপস্বিনীর প্রবেশ ।)

তপ । (স্বগত) কি সর্ব্বনাশ ! কি সর্ব্বনাশ ! (কৃষ্ণাকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া) এ কি এ ? সর্ব্বনাশ ! ভাগ্যে আমি এই দিক্ দিয়ে যাচ্ছিলাম ! উঠ, মা, উঠ । এমন কেন হলো ?

কৃষ্ণা । (সুগুভাবে) দেবি, আপনি ঐ মিষ্ট কথাগুলিন আবার বলুন । আমি ভাল করে শুনি । কি বললেন ? আহা ! “যে যুবতী এ বিপুল কুলের মান আপন প্রাণ দিয়া রাখে, সুরপুরে তার আদরের সীমা থাকে না ।” আহা ! এ অভাগিনীর কপালে কি এমন সুখ আছে ?

তপ । সে কি মা ? ও কি বলচো ? (স্বগত) হায়, হায়, দেখ দেখি, বিধাতার কি বিড়ম্বনা ! একে ত এ রাক্ষসী বেলা, তাতে আবার কৃষ্ণার নবযৌবন ; কে জানে কার দৃষ্টি—

কৃষ্ণা । (উঠিয়া সসম্বন্ধে) ভগবতি, আপনি আবার এখানে কোথথেকে এলেন ?

তপ । কেন, মা, সে কি ?

কৃষ্ণা । (চতুর্দিক্ অবলোকন করিয়া) কি আশ্চর্য্য ! ভগবতি, আমি যে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখছিলাম, তা শুনলে আপনি একেবারে অবাক্ হবেন ।

তপ । কি স্বপ্ন, মা ?

কৃষ্ণা । বোধ হলো, যেন আমি কোন সুবর্ণমন্দিরে একখানি কমল-আসনে বসে রয়েছি, এমন সময়ে একটি পরম সুন্দরী স্ত্রী একটি পদ্য হাতে করে আমার সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন । দাঁড়িয়ে বললেন,—বাছা, তুমি আমাকে প্রণাম কর । আমি সম্পর্কে তোমার জননী হই ।

তপ । তার পর ?

কৃষ্ণা । আমি প্রণাম কল্যেম । তার পর তিনি বললেন,—দেখ, বাছা, যে যুবতী এ বিপুল কুলের মান আপন প্রাণ দিয়া রাখে, সুরপুরে তার আদরের সীমা

নাই! আমি এই কুলেরই বধু ছিলাম। আমার নাম পদ্মিনী। তুমি যদি আমার মত কৰ্ম কর, তা হলে আমারই মতন যশস্বিনী হবে।

তপ। তার পর, তার পর?

কৃষ্ণা। উঃ, ভগবতি, আপনি আমাকে একবার ধরুন। আমার সর্বশরীর কাঁপচে।

তপ। কি সর্বনাশ! চল, মা, তুমি অস্ত্রপুরে চল। এখানে আর কাজ নাই। দেখ, মা, আমাকে যা বললে, এ কথা তুমি আর কাকেও বলো না।
(আকাশে কোমল বাত।)

কৃষ্ণা। আহা, হা! ভগবতি, ঐ শুনুন!

তপ। কি সর্বনাশ! বৎসে, আমি কি শুনবো?

কৃষ্ণা। সে কি, ভগবতি? শুনলেন না, কেমন সুমধুর ধ্বনি।
আহা, হা!

তপ। চল, মা, এখানে আর থেকে কাজ নাই। তুমি শীঘ্র করে এখান থেকে চল।

[উভয়ের প্রস্থান।]

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

উদয়পুর—নগরতোরণ।

(বলেন্দ্রসিংহ এবং কতিপয় রক্ষকের প্রবেশ।)

বলে। রঘুবরসিংহ!—

প্রথ। (যোড়করে) কি আজ্ঞা, বীরবর?

বলে। দেখ, তোমরা সকলে অতি সাবধানে থেকে। আজ কাকেও এ নগরে প্রবেশ কতো দিও না।

প্রথ। যে আজ্ঞা! আপনার বিনা অনুমতিতে, কার সাধ্য, এ নগরে প্রবেশ করে।

বলে। আর দেখ, যদি মহারাষ্ট্রপতির শিবিরে কোন গোলযোগ শুনতে পাও, তবে তৎক্ষণে আমাকে সংবাদ দিও।

প্রথ। যে আজ্ঞা।

বলে। (অবলোকন করিয়া স্বগত) এই মহারাষ্ট্রের শৃগালটা কি সামান্য ধূর্ত ! এমন অর্থলোভী, অহিতকারী নরাধম দস্যু কি আর ছুটি আছে ? কিন্তু মানসিংহের সহিত এর যে সহসা এত সৌহার্দ হলো, এর কারণ আমি কিছুই বুঝিতে পারি নাই। (চিন্তা করিয়া) কোন না কোন কারণ অবশ্যই আছে। তা নৈলে ও এমন পাত্র নয়, যে বৃথা ক্লেশ স্বীকার করে। কৃষ্ণাকে যে বিবাহ করুক না কেন, ওর তাতে বয়ে গেল কি ?

[প্রশ্নান।

(নেপথ্যে) রণবাচ্য।—

দ্বিতী। ভাল, রঘুবরসিংহ—

প্রথ। কি হে ?

দ্বিতী। তোমাকে, ভাই, আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো ; তুমি না কি সর্বদাই আমাদের সেনাপতি বলেন্দ্রসিংহের নিকট থাকো ; রাজসংসারের বৃত্তান্ত তুমি যত জান, এত আর কেউ জানে না।

প্রথ। হাঁ, কিছু কিছু জানি বটে। তা কি জিজ্ঞাসা করবে, বলই না শুনি।

দ্বিতী। দেখ, ভাই, আমি শুনেছিলাম, যে এই মহারাষ্ট্রপতির সঙ্গে আমাদের মহারাজের সন্ধি হয়েছিল ; তা উনি যে আবার এসে থানা দিয়ে বসলেন, এর কারণ ?

প্রথ। সে কি ? তুমি কি এর কিছুই শোন নাই ?

দ্বিতী। না, ভাই !

তৃতী। কৈ ? আমরা ত এর কিছুই জানি না।

প্রথ। মরুদেশের রাজা মানসিংহ, আর জয়পুরের অধিপতি জগৎসিংহ, উভয়েই আমাদের রাজনন্দিনীকে বিবাহ করবার আশায় দূত পাঠিয়েছেন।

তৃতী। হাঁ, তা ত জানি। বলি, এ বিষয়ে মহারাষ্ট্রের রাজা হাত দেন কেন ?

প্রথ। আমাদের মহারাজের সম্পূর্ণ ইচ্ছা, যে মেয়েটি জগৎসিংহকে দেন ; কিন্তু এ রাজার সঙ্গে জগৎসিংহের চিরকাল বিবাদ ; এঁর ইচ্ছা, যে মহারাজ রাজকুমারীকে মানসিংহকে প্রদান করেন।

দ্বিতী। ভাল, ভাই, ইনি যদি বিবাহের ঘটকালি কতোই এসেচেন, তবে আবার সঙ্গে এত সৈন্য সামন্তের প্রয়োজন কি ?

প্রথ। হা! হা! এও বুঝতে পাল্যে না, ভাই? এর মত ভিখারী ত আর ছুটি নাই। এ ত এমনি গোলযোগই চায়। একটা কিছু উপলক্ষ হলেই, ছলে হোক, বলে হোক, এর ভিষ্কার ঝুলি পূর্ণ হয়।

দ্বিতী। তা সত্য বটে। তা আমাদের মহারাজ কি স্থির করেছেন, জান?

প্রথ। আর কি স্থির করবেন? জয়পুরের রাজদূতকে বিদায় করবার অনুমতি দিয়েছেন। আর অল্প দিনের মধ্যেই মহারাষ্ট্রপতির সঙ্গে ভগবান্ একলিঙ্গের মন্দিরে সাক্ষাৎ করবেন। তার পর বিবাহের বিষয় কি হয়, বলা যায় না।

তৃতী। ভাল, তুমি কি বোধ কর, ভাই, যে জয়পুরের রাজা এতে চূপ করে থাকবেন?

প্রথ। বলা যায় না। শুনেছি, রাজা না কি বড় রণপ্রিয় নন। তবু যা হউক, রাজপুত্র কি না? এত অপমান কি সহ্য কতো পারবেন?

তৃতী। ওহে, এ দিকে ছুজন কে আসছে, দেখ দেখি।

প্রথ। সকলে সতর্ক হও হে। যেন মন্ত্রী মহাশয় বোধ হচে।

(সত্যদাস এবং ধনদাসের প্রবেশ।)

সত্য। রঘুবরসিংহ—

প্রথ। (যোড়করে) আজ্ঞা।

সত্য। সব মঙ্গল ত?

প্রথ। আজ্ঞা, হাঁ।

সত্য। আচ্ছা। (ধনদাসের প্রতি) মহাশয়, একটু এই দিকে আসুন।

ধন। মন্ত্রী মহাশয়, এ কর্মটা কি ভাল হলো?

সত্য। আজ্ঞা, ও কথা আর বলবেন না। মহারাজ যে এতে কি পর্যাস্ত ক্ষুণ্ণ, তা আপনিই কেন বুঝে দেখুন না! কিন্তু কি করেন? এতে ত আর কোন উপায় নাই।

ধন। আজ্ঞা, হাঁ, এ কথা ষথার্থ বটে। কিন্তু আমার, দেখছি, সর্বনাশ হলো! আমি যে কি কুলগ্নে আপনাদের দেশে এসেছিলাম, তা বলতে পারিনি।

সত্য। কেন, মহাশয়?

ধন। আর কেন মহাশয়? প্রথমতঃ দেখুন, আমার যা কিছু ছিল, সে সব ঐ দস্যবল লুটে নিলে। তার পর রাজা মানসিংহের দূতের হাতে আমি যে কি পর্যাস্ত অপমান সহ্য করেছি, তা ত আপনি বিলক্ষণ অবগত আছেন, আবার—

সত্য। মহাশয়, যা হয়েছে ; হয়েছে। ও সব কথা আর মনে করবেন না। এখন অনুগ্রহ করে এই অঙ্গুরীটি গ্রহণ করুন। মহারাজ এটি আপনাকে দিতে দিয়েছেন।

ধন। মহারাজের প্রসাদ শিরোধার্য। (অঙ্গুরীয় গ্রহণ।)

সত্য। মহাশয়, আপনি এক জন সুচতুর মনুষ্য। অতএব আপনাকে অধিক বলা বাহুল্য। আপনি মহারাজ জগৎসিংহকে এ বিষয়ে ক্রান্ত হতে পরামর্শ দেবেন। এ আত্মবিচ্ছেদের সময় নয়। (চিন্তা করিয়া) দেখুন, আপনি যদি এ কৰ্ম কভো পারেন, তা হলে মহারাজ আপনাকে যথেষ্ট পরিতুষ্ট করবেন।

ধন। যে আঞ্জা। আমি চেষ্টার ক্রটি করবো না। তার পর জগদীশ্বরের হাত।

সত্য। আমি কৰ্মকারকদের প্রতি রাজ-আদেশ পাঠিয়েছি। আপনার পথে কোন ক্লেশ হবে না।

ধন। তবে আমি এখন বিদায় হই।

সত্য। যে আঞ্জা, আসুন তবে।

[প্রস্থান।]

ধন। (স্বগত) দেখি দেখি, অঙ্গুরীটি কেমন ? (অবলোকন করিয়া) বাঃ, এটি যে মহারত্ন ! এর মূল্য প্রায় লক্ষ টাকা হবে ! হা ! হা ! ধনদাসের ভাগ্য ! মাটি ছুঁলে সোনা হয়। হা হা হা ! যাকে বিধাতা বুদ্ধি দেন, তাকে সকলই দেন। (চিন্তা করিয়া) এ বিবাহে কৃতকার্য হলেম না বলে যদি মহারাজ বিরক্ত হন, হলেনই বা ; না হয়, ওঁর রাজ্য ত্যাগ করে অন্যত্র গিয়ে বাস করবো। আর কি ! আমার ত এখন আর ধনের অভাব নাই। হা ! হা ! বুদ্ধিবলেই ধনদাস ধনপতি ! তবে কি না, এই একটা বাধা দেখছি ; বিলাসবতীর আশাটা তা হলে একেবারে ছাড়তে হয়। যে মুগ লক্ষ্য করে এত দিন বনে বনে পর্যটন কল্যেয়, তাকে এখন এক প্রকার আয়ত্ত করে কেমন করে ফেলে যাই। (চিন্তা করিয়া) কেন ? ফেলেই বা যাব কেন, আমি কি আর একটা বেশ্যাকে ভুলাতে পারবো না ! কত কত লোক স্বর্গকণ্ঠকে বশ করেছে, আর আমি কি একটা সামান্য বারাজনার মনঃ চুরি কভো পারবো না ! হা ! হা ! তা দেখি কি হয়।

[প্রস্থান।]

প্রথ। (অগ্রসর হইয়া) ওহে, তোমরা কেউ এ লোকটিকে চেন ?

দ্বিতী। চিনবো না কেন ? ও যে জয়পুরের দূত । আঃ, এক দিন রাত্রে ভাই, ও যে আমাকে কষ্টটা দিয়েছিল, তা আর কি বলবো ?

তৃতী। কেন ? কেন ?

দ্বিতী। আমি, ভাই, পুরস্কারের লোভে মদনিকা বলে একটা মেয়েমানুষের তত্ত্বে ওর সঙ্গে বেরিয়েছিলাম । সমস্ত রাতটা ঘুরে ঘুরে মলেম, কিছুই হলো না । শেষ প্রাতঃকালে বাসায় ফিরে যাবার সময় বেটা আমাকে কেবল চারটি গুণ্ডা পয়সা হাতে দিয়ে বল্যে কি, যে তুমি মিটাই কিনে খেও । হা ! হা ! হা !

প্রথ। হা ! হা ! যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল ! (আকাশমার্গে দৃষ্টিপাত করিয়া) উঃ, রাত্রি যে প্রভাত হলো ।

নেপথ্যে গীত ।

[ভৈরব—কাওয়ালী ।]

যাইতেছে যামিনী, বিকসিত নলিনী ।

প্রিয়তম দিবাকর হেরিয়ে

প্রমোদিনী ভানুভামিনী ;

শশী চলিল তাই হেরে

বিষাদে বিমলিনী কুমুদিনী

অতি ছুখিনী ।

মধুকর ধায় মধুর কারণে ফুলবনে

বিহঙ্গের মধুর স্বরে মোহিত করে

প্রমোদ ভরে বিপিনচরে,

নব তৃণাসনে হরষিত মনোহরিনী ॥

তৃতী। ঐ শুনলে ত ? চল, আমরা এখন যাই । (নেপথ্যে রণবাণ ।)

প্রথ। হাঁ—চল— । ঐ যে আর এক দল আসচে ।

[সকলের প্রস্থান ।

ইতি তৃতীয়াক ।

চতুর্থাঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

জয়পুর—রাজগৃহ।

(রাজা জগৎসিংহ এবং মন্ত্রী ।)

রাজা। বল কি, মন্ত্রী ? এ সংবাদ তোমাকে কে দিলে ?

মন্ত্রী। মহারাজ, ধনদাস হয় অত্ৰ বৈকালে কি কল্য প্রাতে এসে উপস্থিত হবে। তার মুখে এ সকল কথা শুনলেই ত আপনি বিশ্বাস করবেন ?

রাজা। কি আপদ। আমি কি তোমার কথায় অবিশ্বাস কচ্যি হে ? আমি জিজ্ঞাসা কচ্যি কি, বল এ কথা তুমি কার কাছে শুনলে ?

মন্ত্রী। মহারাজ, আমারই কোন চরের মুখে শুনেছি। সে অতি বিশ্বাসযোগ্য পাত্র।

রাজা। বটে ? তবে রাজা ভীমসিংহ আমাকে অবহেলা করে মানসিংহকেই কন্যাপ্রদান করবেন, মানস করেছেন ?

মন্ত্রী। আজ্ঞা, শুনেছি, যে রাজকুলপতি ভীমসিংহের আপনার প্রতি অত্যন্ত স্নেহ ; তিনি কেবল দায়গ্রস্ত হয়ে আপনার বিরুদ্ধ কর্মে প্রবৃত্ত হয়েছেন। মহারাজ, আমি ত পূর্বেই এ সকল কথা রাজসম্মুখে নিবেদন করেছিলাম, কিন্তু আমার দৌর্ভাগ্যক্রমে আপনি সে সময়ে ধনদাসের পরামর্শই শুনলেন।

রাজা। আঃ, সে গত বিষয়ের অত্মশোচনে ফল কি ?

মন্ত্রী। আজ্ঞা, তার সন্দেহ কি ? তবে কি না, বিবেচনা করুন, ধনদাসই এই অনর্থের মূল ! সেই কেবল স্বার্থ সাধনের জন্মে এ রাজ্যের সর্বনাশটা কল্যে !

রাজা। কেন ? কেন ? তার অপরাধ কি ?

মন্ত্রী। আজ্ঞা, আমি আর কি বলবো ? ধনদাসের চরিত্র ত আপনি বিশেষরূপে জানেন না।

রাজা। কেন ? কি হয়েছে, বল না।

মন্ত্রী। আজ্ঞা এ সকল কথা রাজসম্মুখে কওয়া আমার কোন মতেই উচিত হয় না। কিন্তু—

রাজা। কেন ? ধনদাসের এতে অপরাধটা কি ?

মন্ত্রী। মহারাজ, রাজকুমারী কৃষ্ণার প্রতিমূর্তি যে ও আপনাকে কেন এনে দেখায়, তা কি আপনি এখনও বুঝতে পাচ্ছেন না ?

রাজা। কৈ, না ! কি কারণ, বল দেখি শুনি।

মন্ত্রী। এই বিবাহের উপলক্ষে একটা গোলযোগ বাধিয়ে আপনার উদর পূর্ণ করবে, এই কারণ, আর কারণ কি ? মহারাজ, ওর মত স্বার্থপর মানুষ কি আর ছুটি আছে ?

রাজা। বটে ? তাই ও এ বিষয়ে এত উচোগী হয়েছিল ? আমি তখন বুঝতে পারি নাই। আচ্ছা, ও আগে ফিরে আসুক। তা এখন এ বিষয়ে কি কর্তব্য, বল দেখি ?

মন্ত্রী। আজ্ঞা, আমার বিবেচনায় এ বিষয়ে নিরস্ত হওয়াই শ্রেয়ঃ।

রাজা। (সরোষে) বল কি, মন্ত্রী ? তুমি উন্মাদ হলে না কি ? এমন অপমান কি কেউ কোথাও সহ্য কতে পারে ?—কেন, আমার কি অর্থ নাই ?—সৈন্য নাই ? না কি বল নাই ?

মন্ত্রী। আজ্ঞা, রাজলক্ষ্মীর প্রসাদে মহারাজের অভাব কিসের ?

রাজা। তবে আমাকে এতে ক্লান্ত হতে বলচো কেন ? মান অপেক্ষা কি ধন, না জীবন প্রিয়তর ? ছি ! তুমি এমন কথা মুখেও আন ! দেখ, প্রতি দুর্গপতিকে তুমি এখনই গিয়ে পত্র পাঠাও, যে তারা পত্রপাঠমাত্র সসৈন্যে এ নগরে এসে উপস্থিত হয়। আর দেখ—

মন্ত্রী। আজ্ঞা করুন—

রাজা। তুমি যে সে দিন ধনকুলসিংহের কথা বলছিলে, তিনি কে, আমাকে ভাল করে বল দেখি।

মন্ত্রী। আজ্ঞা, তিনি মরুদেশের মৃত রাজা ভীমসিংহের পুত্র। কিন্তু তাঁর পিতার লোকান্তর প্রাপ্তির পর জন্ম হওয়ায়, কোন কোন লোক বলে যে তিনি বাস্তবিক ভীমসিংহের পুত্র নন।

রাজা। বটে ? মরুদেশের বর্তমান রাজা মানসিংহ ত গোমানসিংহের পুত্র। গোমানসিংহ ধনকুলসিংহের পিতামহ, বীরসিংহের কনিষ্ঠ ছিলেন ; তা ধনকুলসিংহই মরুদেশের প্রকৃত অধিকারী।

মন্ত্রী। মহারাজ, এ কলিকালে কি আর ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার আছে ? যার শক্তি, তারই জয়। কুমার ধনকুলসিংহ কি আর রাজসিংহাসন পাবেন !

রাজা। অবশ্য পাবেন! আমি তাঁকে মরুদেশের সিংহাসনে বসাবো! দেখ, মন্ত্রী, তুমি শীঘ্র গিয়ে পত্র লেখ। মানসিংহের এত বড় যোগ্যতা, যে সে আমার বিপক্ষতা করে! এখন দেখি, সে আপন রাজ্য কি করে রাখে।

মন্ত্রী। মহারাজ,——

রাজা। (গাত্রোথান করিয়া) আর বৃথা বাক্যব্যয়ে প্রয়োজন কি? যাও——

মন্ত্রী। মহারাজ, আমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। এই মহৎকুলের প্রসাদে মনুষ্যত্ব লাভ করেছি। আপনার স্বর্গীয় পিতা——

রাজা। আঃ! কি উৎপাত! আমি কি আর তোমাকে চিনি না; মন্ত্রী, তুমি যে আমাকে আপন পরিচয় দিতে আরম্ভ কল্যে?

মন্ত্রী। আজ্ঞা, তা নয়। তবে কি না আমার পরামর্শে এ বিষম কাণ্ডে সহসা প্রবৃত্ত হওয়া উচিত হয় না।

রাজা। মন্ত্রী, মানবজীবন চিরস্থায়ী নয়; কিন্তু অপযশঃ চিরস্থায়ী। আমি যদি এ অপমান সহ্য করি, তা হলে ভবিষ্যতে লোকে আমাকে কাপুরুষের দৃষ্টান্তস্থল করবে। বরঞ্চ ধনে প্রাণে মরবো, সেও ভাল, কিন্তু এ কথাটি যেন কেউ না বলে, যে অম্বর-অধিপতি মরুদেশের রাজার ভয়ে ভীত হয়েছিলেন। ছি! ছি! আমার সে অপযশঃ হতে সহস্রগুণে মরণ ভাল। তা তুমি যাও।

মন্ত্রী। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) যে আজ্ঞা, মহারাজ! (স্বগত) বিধাতার নির্বন্ধ কে খণ্ডন কতে পারে? হায়! হায়! ছুষ্ট ধনদাসটাই এই অনর্থ ঘটালে!

[প্রস্থান।

রাজা। (স্বগত) এই ত আর এক কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ আরম্ভ হলো! এত দিন রাজভোগে মত্ত ছিলাম, এখন একটু পরিশ্রমই করে দেখি। তরবার চিরকাল কোষে আবদ্ধ থাকলে মলিন ও কলঙ্কিত হয়। (চিন্তা করিয়া) যা হউক, ধনদাসকে এবার বিলক্ষণ দণ্ড দিতে হবে। আমি যত কুরুক্ষ্ম করেছি, সকলেতেই ঐ ছুষ্ট আমার গুরু। ওঃ! বেটার কি চমৎকার বুদ্ধি! তা দেখি, এবারও কি হয়?

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

জয়পুর—বিলাসবতীর গৃহ।

(বিলাসবতী এবং মদনিকা ।)

বিলা। বাঃ, তোর, ভাই, কি বুদ্ধি ? ধন্য যা হউক।

মদ। (সহাস্ত বদনে) সে বড় মিছা কথা নয় ! আমি উদয়পুরে যে সকল কাণ্ড করে এসেছি, তা মনে হলে আপনা আপনি হেসে মতো হয়। হা ! হা ! হা !

বিলা। তাই ত ? কি আশ্চর্য্য ! ভাল, ধনদাস কি তোকে যথার্থই চিনতে পারে নাই ?

মদ। তা পারলে কি ও আমাকে আর এ অঙ্গুরীটি দিত ?

বিলা। ভাল, ভাই, তুই লোকের কাছে কি বলে আপনার পরিচয়টা দিতিস্ ?

মদ। কেন ? উদয়পুরের লোককে বলতেম, আমার জয়পুরে বাড়ী। আর জয়পুরের লোককে বলতেম, আমার উদয়পুরে বাড়ী। আর যেখানে দেখতেম, ছুই দেশেরই লোক আছে, সেখানে আদতে যেতেম না।

বিলা। বাঃ, তোর কি বুদ্ধি ভাই !

মদ। হা ! হা ! রাজমন্ত্রী, রাজা মানসিংহের দূত, রাজকুমারী, আমি কার সঙ্গে না দেখা করেছি ? আর কত বেশ যে ধরতেম, তার আর কি বলবো ?

বিলা। তাই ত ? ভাল, মদনিকে, রাজকুমারী কৃষ্ণা না কি বড় সুন্দরী ?

মদ। আহা ! সুন্দরী বলো সুন্দরী ? ও কথা, ভাই, আর জিজ্ঞাসা করো না। আমি বলি, এমন রূপলাবণ্য পৃথিবীতে আর কোথায়ও নাই ! (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ ।)

বিলা। ও কি লো ? তুই যে একবারে বিরসবদন হলি ? কেন ? তিনি কি এতই তোর মনঃ ভুলিয়েছেন ? ই ! ই ! অবাক্ কল্যে মা !

মদ। ভাই, বলবো কি ? রাজনন্দিনী কৃষ্ণার কথা মনে হলে প্রাণ যেন কেঁদে উঠে। আহা ! সে মুখ যে একবার দেখে, সে কি আর ভুলতে পারে !

বিলা। বলিস্ কি লো ? তিনি কি এমন সুন্দরী ? কি আশ্চর্য্য ! আয়, ভাই, আমরা এখানে বসি। তবে আমাকে রাজকুমারীর কথাটা ভাঙ্গ করে বল দেখি, শুনি।

মদ। কেন? তাঁর কথা শুনে আর তোমার কি উপকার হবে, বল?

বিলা। কে জানে, ভাই? তোর মুখে তাঁর কথা শুনে আমার এমনি ইচ্ছা হচ্চে, যে উদয়পুরে গিয়ে তাঁকে একবার দেখে আসি।

মদ। যে, ভাই, কৃষ্ণকুমারীকে কখন দেখে নাই, বিধাতা তাকে বৃথা চক্ষুঃ দিয়েছেন!—সে যাক মেনে, এখন মহারাজ কদিন এখানে আসেন নাই, বল দেখি।

বিলা। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) ও কথা আর কেন জিজ্ঞাসা করিস? আজ তিন দিন।

মদ। বটে? তবে তিনি ধনদাসের ফিরে আসবার দিন অবধি আর এখানে আসেন নাই। বোধ করি, তিনি এ বিবাহের বিষয়ে বড় ক্ষুণ্ণ হয়েছেন! তা হবেনই ত। তাঁর দূতকে আমি যে জুতো খাইয়ে এসেছি,—হা! হা! ধনদাস, ভাই, আর এ জন্মেও কারো ঘটকালি করবে না। হা! হা! হা!

বিলা। হা! হা! হা! বোধ হয় না।

মদ। দেখ, সখি, মহারাজ, বোধ করি, আজ এখানে আসবেন এখন। তা তুমি, ভাই, যদি তাঁকে আজ পাবে না ধরিয়ে ছাড়, তবে আমি আর এ জন্মে তোমার সঙ্গে কথা কইবো না।

বিলা। ও মা, সে কি লো? ছি। ছি। তাও কি কখন হয়?

মদ। হবে না কেন? বুদ্ধি থাকলেই সব হয়। এই যে এসো না, তোমাকে, না হয়, মানভঙ্গের পালাটা অভিনয় করে দেখিয়ে দি। (উপবেশন) আমি যেন মানিনী নায়িকা, বসে আছি; তুমি নায়ক হয়ে এসে আমাকে সাধ। (বদনাবৃত্তকরণ।)

বিলা। হা! হা! হা! বেশ লো বেশ! তুই, ভাই, কত রঙ্গই জানিস? তা আমি এখন কি করবো, বল?

মদ। (গাত্রোথান করিয়া) কি আপদ! তুমিই না হয়, মান করে বসো। আমি নায়ক হয়ে সাধি!

বিলা। (উপবেশন করিয়া) আচ্ছা—এই আমি বসলেম।

মদ। এখন মান কর।

বিলা। এই কল্যেয়ম। (বদনাবৃত্তকরণ।)

মদ। হে সুন্দরি, তোমার বদনশশীকে অভিমানরূপ রাহগ্রাস্ত্রে দেখে আজ আমার চিত্তচকোর—

বিলা। হা! হা! হা!

মদ। ছি! ছি! ও কি? ঐ ত সব নষ্ট কল্যে।—এমন সময়ে কি হাসতে হয়?

বিলা। ঐ না, মহারাজ এই দিকে আসচেন?

মদ। তাই ত। দেখো, ভাই, মহারাজ এলে যেন এমন করে হেসে উঠ না। আমি এখন যাই। এত দিনের পর আজ ধনদাসের মাথা খাবার যোগাড় হয়েছে।

[প্রস্থান।

(রাজা জগৎসিংহের প্রবেশ।)

রাজা। (স্বগত) আজ তিন দিন এখানে আসি নাই। আর কেমন করেই বা আসবো? আমার কি আর নিশ্বাস ত্যাগ করবার সাবকাশ ছিল।—এ তিন দিনে প্রায় নব্বই হাজার সৈন্য এসে এ নগরে একত্র হয়েছে। আর ধনকুলসিংহও প্রায় আট, দশ হাজার লোক সঙ্গে করে আসচেন। শত সহস্র বীর। দেখি, এখন মানসিংহ আপন রাজ্য কেমন করে রক্ষা করে? সে যাক। এ গৃহে ত পুষ্প-ধনুঃ আর পঞ্চ শর ব্যতীত অন্য কোন অস্ত্রের কথা নাই। এ ভগবান্ কন্দর্পের রণভূমি! তা কই, বিলাসবতী কোথায়! (প্রকাশে) ওহে, বসন্ত এলে কি কোকিল নীরবে থাকে? (অবলোকন করিয়া) এই যে—কেন প্রিয়ে, তুমি এত বিরসবদন হয়ে বসে রয়েছো কেন? এ কি—এ কয়েক দিন না আসাতে তুমি কি আমার উপর বিরক্ত হয়েছ? (নিকটে উপবেশন।) দেখ ভাই, তুমি কখন এমন ভেবো না, যে আমি সাধ করে তোমার কাছে আসি নাই।—কি আশ্চর্য্য! আমার সঙ্গে কথা কইলে কি, ভাই, তোমার জ্ঞাত যাবে? একটা কথাই কও। এ কি? একবারে নিস্তব্ধ!—তা তুমি যদি ভাই, আমার সঙ্গে একান্তই কথা না কবে, তবে বল, আমি ফিরে যাই। আমি শত সহস্র কৰ্ম ফেলে রেখে তোমার এখানে এলেম, আর তুমি নীরব হয়ে বসে রইলে।

বিলা। যাও না কেন; আমি কি তোমাকে বারণ করছি?

রাজা। কেন, ভাই, আমি কি অপরাধ করেছি, যে তুমি আমার উপর মাজ এত দয়াহীন হলে?

বিলা। সে কি, মহারাজ? আপনি হচ্যেন রাজকুল-চূড়ামণি; তাতে মাঝার রাজা ভীমসিংহের জামাই হবেন;—আমি এক জন—

রাজা। তুমি, দেখছি, ভাই, আমার উপর যথার্থই রেগেছো।—ছি!
ও কি? তুমি যে আবার নীরব হলে? দেখ, যে ব্যক্তি এত অকুগত, তার
উপর কি এত রাগ করা উচিত? (নেপথ্যে যন্ত্রধ্বনি) আহা! এমন সুমধুর
ধ্বনি শুনলেও কি তোমার আর রাগ যায় না?

(নেপথ্যে গীত।)

[কাফীজংলা—৪৭।]

মনে বুঝে দেখ না,

এ মান সহজে যাবে না,

তা কি জান না?

যে করে তোমারে যতন অতি,

চাতুরী তাহার প্রতি;

তার প্রতীকার, না হলে আর

কোন কথা কবে না!

যে দোষে তোমার মনোমোহিনী

হয়েছে অভিমানিনী,

সে দোষে এ বিধি, হে গুণনিধি,

পায়ে ধরে সাধনা!

রাজা। হা! হা! হা! সত্য বটে! দেখ, ভাই, তোমার সখীরা
আমাকে বড় সৎপরামর্শ দিচ্ছে। তা এসো, তোমার পায়েই ধরি! এখন
তুমি আমার সব দোষ ক্ষমা কর। (পদধারণ।)

বিলা। (ব্যগ্রভাবে) করেন কি, মহারাজ? ছি! ছি! আমি কেবল
আপনার সঙ্গে পরিহাস কচ্ছিলেম বৈ ত নয়। বলি দেখি, মহারাজ নারীর
মান রাখেন কি না।

রাজা। আর, ভাই, পরিহাস! ভাগ্যে তোমার রোগের ঔষধ পেলেম,
তাই রক্ষা।—যা হউক, এখন ত আমাদের আবার ভাব হলো?

বিলা। কেন, সখে, আমাদের ত ভাবের অভাব কখনই ছিল না!

(মদনিকার পুনঃ প্রবেশ।)

রাজা। আরে এসো! দেখ, সখি, তোমাকে দেখলে আমার ভয় হয়।

মদ। ও মা!—সে কি, মহারাজ? আপনি কি কথা আজ্ঞা করেন?

রাজা। তুমি, সখি, মদন-কেতু। তুমি যে স্থানে বায়ু-চালনা কতো্য থাক, সেখানে কি আর রক্ষা থাকে। অনবরত কামদেবের রণভেরি বাজতে থাকে, প্রমাদ-প্রেমযুদ্ধ উপস্থিত হয়, আর পঞ্চশরের আঘাতে লোকের প্রাণ বাঁচান ভার হয়ে উঠে।

মদ। আপনার তার নিমিত্তে চিন্তা কি, মহারাজ? আপনি যদি মদনের শেলাঘাতে পড়েন, তার উচিত ঔষধ আপনার কাছেই ত রয়েছে। এমন বিশল্যকরণী থাকতে আপনার ভয় কি?

রাজা। হা! হা! সাবাস্, সখি, ভাল কথা বলেছো। তুমি, ভাই, সরস্বতীর পিতামহী!—যা হউক, বড় তুষ্ট হলেম। এই নাও। (স্বর্ণহার প্রদান।)

মদ। (প্রণাম করিয়া) আমি মহারাজের এক জন ক্ষুদ্র দাসী মাত্র।

রাজা। বসো। (মদনিকার উপবেশন।) দেখ, সখি, তুমি ধনদাসের বিষয়ে আমাকে যে সকল কথা বলছিলে, সে কি সত্য?

মদ। মহারাজ, আপনি যদি এ দাসীর কথায় প্রত্যয় না করেন, আমার সখীকে বরং জিজ্ঞাসা করুন।

রাজা। ধনদাস যে পরম ধূর্ত আর স্বার্থপর, তা আমি এখন বিলক্ষণ টের পেয়েছি; কিন্তু ওর যে এত দূর সাহস, এ, ভাই, আমার কখনই বিশ্বাস হয় না!

মদ। মহারাজ, স্বচক্ষে দেখলে, স্বকর্ণে শুনলে ত আপনার বিশ্বাস হবে?

রাজা। হাঁ। তা হবে না কেন? এর অপেক্ষা আর সাক্ষ্য কি আছে!

মদ। আজ্ঞা, তবে আমি এলেম বলে।

[প্রস্থান।

বিলা। নরনাথ, তুষ্ট ধনদাসই এ সব অনর্থের মূল।

রাজা। তার সন্দেহ কি? আমার এ বিবাহে কি প্রয়োজন ছিল? বিশেষতঃ (হস্ত ধরিয়া) বিশেষতঃ, তুমি থাকতে, ভাই, আমি কি আর কাকেও ভাল বাসতে পারি!

বিলা। ঐ তো, মহারাজ, এই সকল মধু-মাথা কথা কয়েই আপনারা কেবল আমাদের মনঃ চুরি করেন। (নিকটবর্তিনী হইয়া) যথার্থ বলুন সেখি, মহারাজ, এ বিবাহে আপনার এখনও মন আছে কি না?

রাজা। রাম বল! এ বিবাহে আমার কি আবশ্যিক? তবে কি না, ধনদাসের মন্ত্রণা শুনে আমার, ভাই, অহি-মৃষিকের ব্যাপার হয়েছে, মানটা ত রক্ষা করা চাই। সেই জন্মেই এ সব উদ্যোগ—

(মদনিকার পুনঃ প্রবেশ ।)

মদ। মহারাজ, আপনি সত্ত্বর এই দিকে একবার পদার্পণ কল্যে ভাল হয়। ধনদাস আসচে। (বিলাসবতীর প্রতি) ভাই, এখন মহারাজকে একবার প্রমাণটা দেখিয়ে দেও। (রাজার প্রতি) আশুন তবে, মহারাজ!

রাজা। (উঠিয়া) আচ্ছা, তবে চল। তুমি যেখানে যেতে বল, সেখানেই যাব। এমন মাজির হাতে নৌকা দেব, তার ভয় কি? (উভয়ের অন্তরালে অবস্থিতি ।)

বিলা। (স্বগত) ধনদাস ধূর্তরাজ, কিন্তু মদনিকা আজ যে ফাঁদ পেতেছে, তা থেকে এ শৃগাল ভায়ার নিষ্কৃতি পাওয়া তুষ্কর।

(ধনদাসের প্রবেশ ।)

এসো, এসো, ধনদাস, বসো। তবে, ভাই, ভাল আছ ত?

ধন। (বসিয়া) আর, ভাই, ভাল? কেমন করে ভাল থাকবো, বল? উদয়পুর থেকে ফিরে আসা অবধি, মহারাজ একবারও আমাকে রাজসম্মুখে ডাকেন নাই। আর কত লোকের মুখে যে কত কথা শুনি, তার আর কি বলবো? তবে তুমি যে আমাকে মনে রেখেছো, এই ভাল।

বিলা। গগন কি, ভাই, চিরকাল মেঘাবৃত থাকে?

ধন। না, তা ত থাকে না। তবে কি না, তুমি যদি, ভাই, আমার এ মেঘাবৃত গগনের পূর্ণশশী হও, তা হলে আমাকে আর পায় কে?

মদ। (জনান্তিকে) মহারাজ, শুনছেন।

রাজা। (জনান্তিকে) চূপ—

ধন। (স্বগত) মদনিকা না হবে ত সহস্র বার আমাকে বলেচে, যে বিলাসবতী মনে মনে আমাকেই ভাল বাসে। আর এর ভাব ভঙ্গি দেখলে সে কথাটায় এক প্রকার বিলক্ষণ বিশ্বাসও হয়। (প্রকাশে) তুমি যে, ভাই, চূপ করে রইলে? আমি যে তোমাকে কত ভালবাসি, তা কি তুমি জান না?

বিলা। (ব্রীড়া-সহকারে) তা ভাই, আমি কেমন করে জানবো?

ধন। সে কি, ভাই? তুমি কি এও জান না, যে ভেক সর্বদা কমলিনীর সহিত সহবাস করে বটে, কিন্তু সে ফুল যে কি সুধারসের আকর, তা কেবল মধুকরই জানে। তুমি যে কি পদার্থ, তা কি গাড়ল রাজাগুলার কৰ্ম বোঝা? হা! হা! হা! হা!

রাজা। (জনান্তিকে) শুনলে? শুনলে বেটার স্পর্কার কথা? ইচ্ছা হয় যে, এ নরাধমের মাথাটা এই মুহূর্তেই কেটে ফেলি। (অসি নিষ্কাশ্য করণে উদ্ভত।)

মদ। (জনান্তিকে) ও কি মহারাজ? আপনি করেন কি? (হস্ত ধারণ।)

ধন। দেখ, বিলাসবতি,—

বিলা। কি বল, ভাই?

ধন। আমি ভাই, তোমার নিতান্ত চিহ্নিত দাস, আর আমি এ রাজসংসারে কৰ্ম করে যা কিছু সংগ্রহ করেছি, সে সকলই তোমার। (স্বগত) এ মাগীর কাছে রাজদত্ত যে সকল বহুমূল্য রত্ন আছে, তার কাছে সে কোথায় লাগে? তা একে একবার হাত করবার কি? এ দেশ থেকে একে একবার নে যেতে পাল্যে হয়। (প্রকাশে) তুমি যে, ভাই, চূপ করে রইলে?

বিলা। আমি আর কি বলবো?

ধন। দেখ, কাল সকালে তো রাজা সৈন্য লয়ে মরুদেশ আক্রমণ কতো যাত্রা করবে। তা সে শস্ত্রবিদ্যায় যত নিপুণ, তা কারই অগোচর নাই! রণভূমি দেখে মুর্ছনা না গেলে বাঁচি। হা! হা! হা! তা আমি বেশ জানি, এমন ভীত মানুষ ত আর ছুটি নাই।

রাজা। (জনান্তিকে) কি! বেটা এত বড় কথা আমাকে বলে? (মারিতে উদ্ভত।)

মদ। (ধরিয়৷ জনান্তিকে) করেন কি, মহারাজ? একটু শাস্ত হউন, আরো কি বলে, শুনুন না।

ধন। আমার বিলক্ষণ বোধ হচ্ছে, যে হয় এ যুদ্ধে মারা যাবে, নয় মুখে চূণকালি নিয়ে দেশে ফিরে আসবে!—

রাজা। (জনান্তিকে) ভাল, দেখি, কার মুখে চূণকালি পড়ে। কৃতঘ্ন! পামর!

ধন। তা তুমি যদি, ভাই, বল, তবে আমি সব প্রস্তুত করি। চল, আমরা কাল ছুজনে এ দেশ থেকে চলে যাই। ও অধম কাপুরুষের কাছে থাকলে তোমার আর কি উপকার হবে? বালির বাঁধের ভরসা কি বল?

রাজা। (অগ্রসর হইয়া সরোষে ধনদাসের গলদেশ আক্রমণ করিয়া) রে ছুরাচার নরাধম দাসীপুত্র ! এই কি তোর কৃতজ্ঞতা ! তুই যে দেখচি, চির-উপকারী জনের গলায় ছুরি দিতে পারিস্।

ধন। (সভয়ে) কি সর্বনাশ ! ইনি যে এখানে ছিলেন, তা ত আমি স্বপ্নেও জানতেম না। কি হবে ? কোথায় যাব ? এই বারে গেলেম, আর কি ? এই ছুচারিণী মাগীই আমাকে মজালে।

রাজা। তোর মুখে যে আর কথাটি নাই ? তুই যে কেমন লোক, তা আমি এত দিনের পর টের পেলেম। তোর অসাধ্য কর্ম নাই। তা বশুমতী এমন ছুরাচার পাষণ্ডের ভার আর সহ করবেন না। (অসি নিষ্কাশ)।

বিলা। (সসন্ত্রমে রাজার হস্ত ধরিয়া) মহারাজ, করেন কি ? ক্ষমা দেন। এ ক্ষুদ্র প্রাণীর শোণিতে আপনার অসি কলঙ্কিত হবে মাত্র। সিংহ কখন শৃগালকে আক্রমণ করে না। তা মহারাজ, আমাকে এর প্রাণটি ভিক্ষা দেন।

রাজা। প্রিয়ে, তোমার কথার অণুথা কত্যা পারি না। আচ্ছা, প্রাণদণ্ড করবো না। (অসি কোষস্থ করিয়া) কিন্তু যাতে আমাকে ওর মুখাবলোকন কত্যা না হয়, এমন দণ্ড বিধান করা আবশ্যিক।——রক্ষক !——

নেপথ্যে। মহারাজ !

(রক্ষকের প্রবেশ ।)

রাজা। দেখ, এ ছুরাচারকে নগরপালের নিকট এই মুহূর্তে লয়ে যা। আর তাকে বল্গে, যে এর মাথা মুড়িয়ে, ঘোল ঢেলে, গালে চূণ কালি দিয়ে, একে দেশান্তর করে দেয়। আর এর যা কিছু সম্পত্তি আছে, সব দরিদ্র ব্রাহ্মণদিগকে বিতরণ করে।

রক্ষক। যে আজ্ঞা, ধর্মাবতার ! (ধনদাসের প্রতি) চল,——

ধন। (করযোড়ে সজল নয়নে) মহারাজ——

রাজা। চূপ, বেহায়া। আর আমি তোর কোন কথা শুনতে চাইনে। নে যা একে ! ওর মুখ দেখলে পাপ হয়।

রক্ষক। চল।

[ধনদাসকে লইয়া রক্ষকের প্রস্থান ।

মদ। (অগ্রসর হইয়া) আহা ! প্রাণটা বেঁচেছে যে, এই রক্ষা ! এখনই ভায়ার লীলা সম্বরণ হয়েছিল আর কি। হা ! হা ! যা হউক, ইঁদুর ভায়া সমস্ত রাত্রি চুরি করে করে খেয়ে, শেষ রাত্রে কাঁদে পড়েছেন। হা ! হা ! হা !

বিলা। এ সব, ভাই, তোরই কৌশলে ঘটলো। যা হউক, মহারাজ যে ওর প্রাণটি দিলেন, এই পরম লাভ। তবে কি না, মহারাজের চোক্ ছুটি যে এত দিনে খুললো, এও আছলাদের বিষয়।

রাজা। এ ছুরাচার আমাকে যে সব কুপথে ফিরিয়েছে, তা মনে হলে লজ্জা হয় ! কিন্তু কি করি, কেবল তোমার অনুরোধে ওটাকে অল্প দণ্ড দিয়ে ছেড়ে দিতে হলো।

নেপথ্যে। (রণবাণ) (মহারাজের জয় হউক) (রাজকুমারের জয় হউক)।

রাজা। (সচকিতে) বোধ হয়, কুমার ধনকুলসিংহ এসে উপস্থিত হলেন। প্রিয়ে, এখন আমাকে বিদায় দিতে হবে। আমাকে এখন যেতে হলো।

বিলা। সে কি, মহারাজ ? এত শীঘ্র ? তবে আবার কখন দেখা হবে, বলুন ?

রাজা। তা ভাই, কেমন করে বলবো ? আমি কাল প্রাতেই যুদ্ধে যাত্রা করবো। যদি বেঁচে থাকি, তবে আবার দেখা হবে, নচেৎ এ জন্মের মত এই সাক্ষাৎ হলো। (হস্ত ধরিয়া) দেখ, ভাই, যদি আমি মরেই যাই. তা হলে আমাকে নিতান্ত ভুল না, একবার মনে করো, আর অধিক কি বলবো।

বিলা। (নিরুস্তরে রোদন)।

মদ। (সজল নয়নে) বালাই, মহারাজ, এমন কথা কি, মুখে আনতে আছে।

রাজা। সখি, এ বড় সামান্য ব্যাপার ত নয়। পৃথিবীর ক্ষত্রিয়-কুল এ রণক্ষেত্রে একত্র হবে ! সে যা হউক। এখন এসো, বিলাসবতি, আমাকে হাস্তমুখে বিদায় দাও এসে।

মদ। এসো, সখি, মহারাজের সঙ্গে দ্বার পর্য্যন্ত যাই। আর কাঁদলে কি হবে, ভাই ? এখন পরমেশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা কর, যে মহারাজ যেন ভালয় ভালয় স্বরাজ্যে ফিরে আসেন।

[সকলের প্রস্থান।]

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

জয়পুর—নগরপ্রান্তে রাজপথ-সম্মুখে দেবালয়। দেবালয়ের গবাক্ষদ্বারে
বিলাসবতী এবং মদনিকা।

মদ। আর কেন, সখি? চল, এখন বাড়ী গিয়ে স্নানাদি করা যাক্গে,
বেলা প্রায় দুই প্রহর হলো। বিশেষ দেবদর্শনের ছলে এখানে এসেছি, আর
এখানে থাকলে লোকে বলবে কি?

নেপথ্যে। (রণবাণী)

বিলা। ঐ শোন লো, শোন। মহারাজ বুঝি আবার ফিরে আসছেন।

মদ। তোমার এমনি ইচ্ছাটাই বটে! ভাল করে চেয়ে দেখ দেখি, কে
আসচে?

বিলা। সখি, আমি চক্ষুর জলে একবারে যেন অন্ধ হয়ে পড়েছি। তা
কৈ? আমি ত কাকেও দেখতে পাচ্ছি না।

মদ। এখন ভাই, কাঁদলে আর কি হবে? ঐ দেখ, মন্ত্রী মহাশয় আসছেন।

(নীচে মন্ত্রীর প্রবেশ।)

মন্ত্রী। বিধাতার নির্বন্ধ কে খণ্ডন কতো পারে? হায়, একটা তুচ্ছ
অগ্নিকণা এ ঘোরতর দাবানল হয়ে জ্বলে উঠলো! আহা, এতে যে কত সুন্দর
তরু আর কত পশু পক্ষী পুড়ে ভস্ম হয়ে যাবে, তার কি আর সংখ্যা আছে।
(দীর্ঘ নিশ্বাস) এখন আর আক্ষেপ করা বৃথা! এ জলস্রোতঃ যখন পর্বত
থেকে বেরিয়েছে, তখন এর গতি রোধ করা কার সাধ্য? (নেপথ্যাভিমুখে)
এ কি? অর্জুনসিংহ, তোমার দল যে এখনও এখানে রয়েছে?

নেপথ্যে। আজ্ঞা, এই আমরা চললেম আর কি।

মন্ত্রী। কি সর্বনাশ! তোমার কি কিছুমাত্র ভয় নাই? এ কি? এ সব
ময়দার গাড়ী এখনও পড়ে রয়েছে?

নেপথ্যে। মহাশয়, গরু পাওয়া ভার।

মন্ত্রী। (কর্ণ দিয়া) অ্যা—কি বললে? গরু পাওয়া ভার! কি
সর্বনাশ! তোমরা তবে কি কতো আছ?

নেপথ্যে। উঠ হে, উঠ, শীঘ্র করে গাড়ী গুলন যুতে ফেল।

ঐ। আজ্ঞা, এই হলো আর কি ?

ঐ। ও হে বাছকরেরা, তোমরা ঘুমুতে লাগলে না কি ? বাজাও !
বাজাও !

ঐ। মহাশয়, আশীর্বাদ করুন, এই আমরা চললেম। বাজাও হে,
বাজাও।

ঐ। (রণবাছ) মহারাজের জয় হউক।

মন্ত্রী। (স্বগত) দেখিগে, আর কোন্ দল কোথায় কি কচ্যে ? আঃ, এ
সব কি একজন হতে হয়ে উঠে ? ভগবান্ সহস্রলোচন পারেন কি না, সন্দেহ ;
আমার ত দুই চক্ষুঃ বৈ নয়।

[প্রস্থান।

বিলা। মদনিকে, চল, ভাই, আমরা ওই ময়দার গাড়ীর পেছনে পেছনে
মহারাজের নিকট যাই।

মদ। তুমি, সখি, পাগল হলে না কি ? চল, বরং বাড়ী যাই। দেখ, বেলা
প্রায় দুই প্রহরের অধিক হলো। এখন রাজহংসীরা সরোবরে ভেসে গা শীতল
কচ্যে। তা আমাদের আর এখানে থাকা উচিত হয় না।

বিলা। আমার কি আর, ভাই, ঘরে ফিরে যেতে মনঃ আছে ?

মদ। হা ! হা ! হা ! তুমি, ভাই, কৃষ্ণযাত্রা আরম্ভ কল্যে নাকি ?
হা ! হা ! হা ! সখি, কৃষ্ণ বিনে এ পোড়া প্রাণ আর বাঁচে না। হা ! হা !
হা ! ওহে রাধে ! এ যমুনা-পুলিনে বসে একলা কাঁদলে আর কি হবে ?
তোমার বংশীবদন যে এখন মধুপুরে কুজা সুন্দরীকে লয়ে কেলী কচ্যেন।
হা ! হা ! হা !

বিলা। ছি ; যাও মেনে, ভাই ! ও সব তামাসা এখন আর ভাল
লাগে না।

মদ। এ কি ? ধনদাস না ?

(নীচে দরিদ্রবেশে ধনদাসের প্রবেশ।)

ধন। (চতুর্দিক্ অবলোকন করিয়া স্বগত) হে বিধাতঃ, তোমার মনে কি
এই ছিল ! আমি এত কাল রাজসংসারে থেকে নানাবিধ সুখ ভোগ করে,

অবশেষে অস্বাভাবিক ক্রোধের কুকুরের শব্দ আমাকে কি দ্বারে দ্বারে ফিরতে হলো? তা তোমারই বা দোষ কি? আমারই কর্মের দোষ। পাপকর্মের প্রতিফল এইরূপেই ত হয়ে থাকে। হায়! হায়! লোভমদে মত্ত হলে লোকের কি আর জ্ঞান থাকে? তা না হলে রঘুপতি কি সীতাকে ফেলে সুবর্ণ-মুগের অনুসরণ কতেন? এই লোভমদে মত্ত হয়ে আমি যে কত কুকর্ম করেছি, তার সংখ্যা নাই। (রোদন।) প্রভু, আমার অশ্রুজল দিয়া তুমি আমার পাপপঙ্কে মলিন আত্মাকে ধোত কর। (রোদন।) হায়! হায়! আমার যদি এ জ্ঞান পূর্বে হতো, তবে কি আর আমার এ দুর্দশা ঘটতো।

মদ। আহা! সখি, শুনলে ত? দেখ, সখি, ধনদাসের দশা দেখে আমার যে কি পর্য্যন্ত দুঃখ হচ্ছে, তা আর কি বলবো? তুমি, ভাই, এখানে একটু থাক, আমি গিয়ে ওর সঙ্গে গোট্টা দুই কথা কয়ে আসি।

[প্রস্থান।

ধন। (স্বগত) ধনসঞ্চয়ের নিমিত্তে লোকে কি না করে? কিন্তু সে ধন কারো সঙ্গে যায় না। হায়, এ কথাটি যে লোকে কেন না বোঝে, এই আশ্চর্য্য। এই যে আমি এত করে একগাছি রত্নমালা গোঁথেছিলাম, সে গাছি এখন কোথায় গেলো? কে ভোগ করবে? হাঃ।

(মদনিকার প্রবেশ।)

মদ। ধনদাস যে।

ধন। অ্যা—কেন—কে ও? মদনিকা? (স্বগত) আরো কি যন্ত্রণা বাকি আছে? (প্রকাশে) দেখ, ভাই, আমি যত দূর দণ্ড পেতে হয়, তা পেয়েছি, তা তুমি আবার—

মদ। না, না, তোমার ভয় নাই। আমি তোমার আর কোন মন্দ করবো না। তোমার দুঃখ আমি যে কি পর্য্যন্ত দুঃখী হয়েছি, তা তোমাকে আর কি বলবো? ধনদাস, আমি, ভাই, সতী স্ত্রী নই বটে, কিন্তু আমার ত নারীর প্রাণ বটে—হাজার হউক, পরের দুঃখ দেখলে আমার মনে বেদনা হয়। তা, ভাই, যা হবার হয়েছে, এখন এই নাও, আমি তোমাকে এই অঙ্গুরীটি দিলাম।

ধন। (সচকিত্তে) আঃ, এ অঙ্গুরীটি, ভাই, তুমি কোথা পেলো?

মদ। কেন? তুমিই যে আমাকে দিয়েছিলে। এখন ভুলে গেলে না কি? উদয়পুরের মদনমোহনকে তোমার মনে পড়ে কি? (ঈষৎ হাস্য।)

ধন। অ্যা—কাকে বললে, ভাই ?

মদ। মদনমোহনকে—যে তোমাকে মদনিকাকে দেখাতে চেয়েছিল। আজ তা হলো ত ? এই দেখ—আমিই সেই মদনিকা !

ধন। তুমি কি তবে উদয়পুরে গিয়েছিলে ?

মদ। আর কেমন করে বলবো ? আমি না হলে এ সকল ঘটনা ঘটায় কে ? ধনদাস, তুমি ভেবেছিলে, যে তোমার চেয়ে ধূর্ত আর নাই, কিন্তু এখন টের পেলে ত, যে সকলেরই উপর উপর আছে ? ভেবে দেখ দেখি, ভাই, তুমি কত বড় ছুষ্ট ছিলে। সে যা হউক, চের হয়েছে। এখন যদি তোমার সে ছুষ্ট বুদ্ধি গিয়ে থাকে, তবে আমার সঙ্গে এসো। দেখি, আমি যাকে ভেঙেচি, তাকে আবার গড়তে পারি কি না।

ধন। তোমার কথা শুনে ভাই, আমি অবাক হয়েচি ! তুমিই তবে সেই মদনমোহন ? কি আশ্চর্য্য !—আমি কি কিছুমাত্র চিনতে পারি নাই ?

মদ। এসো, তুমি আমার সঙ্গে এসো। ঐ দেখ, বিলাসবতী উপরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওর কাছে, ভাই, আর পিরীতের কথাই নামও করো না। আর দেখ, এ জন্মে কাকেও মেয়েমানুষ বলে অবহেলা করো না। তার ফল ত দেখলে ? কি বল ? হা ! হা ! হা ! (বিলাসবতীর প্রতি) এসো, সখি, তুমি একবার নেবে এসো। আমার ভারি খিদে পেয়েছে। চল হে, ধনদাস, চল।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

উদয়পুর—রাজগৃহ।

(রাজা ভীমসিংহ এবং মন্ত্রীর প্রবেশ ।)

রাজা। কি সর্বনাশ! তার পর?

মন্ত্রী। আজ্ঞা, রাজা মানসিংহ অসি স্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা করেছেন, যে হয় তিনি সুকুমারী রাজকুমারী কৃষ্ণাকে বিবাহ করবেন, নয় উদয়পুরকে ভস্মসাৎ করে মহারাজের রাজ্য ছারখার করবেন। রাজা জগৎসিংহেরও এইরূপ পণ।

রাজা। (ক্ষোভ ও বিরক্তির সহিত) বটে? এ কলিকালে লোকে একেই কি বীরত্ব বলে থাকে? (ললাটে করপ্রহার করিয়া) হায়! হায়! মৃতদেহে কে না খড়্গ প্রহার কতে পারে? আমার যদি এমন অবস্থা না হতো, তা হলে কি আর এঁরা এত দর্প কতে পারতেন? দেখ, আমার ধনাগার অর্থশূন্য সৈন্য বীরশূন্য, সুতরাং আমি অভিমতের মতন এ সপ্ত রথীর মধ্যে যেন নিরস্ত হয়ে রয়েছি; তা আমার সর্বনাশ করা কিছু বিচিত্র কথা নয়।—হে বিধাতঃ এ অপমান আমাকে আর কত দিন সহ্য কতে হবে? শমন আমাকে কত দিনে গ্রাস করবেন?

মন্ত্রী। মহারাজ, আপনি এত চঞ্চল হলে—

রাজা। (সরোষে) বল কি, সত্যদাস? এ সকল কথা শুনে স্থির হতে থাকা যায়? মরুদেশের অধিপতি কে, যে তিনি আমাকে শাসন? আর রাজা জগৎসিংহও যে এখন আত্মবিশ্বস্ত হলেন, এও বড় আশ্চর্য! (পরিক্রমণ ।)

মন্ত্রী। (স্বগত) হায়! হায়! এ কি রাগের সময়? আমাদের এখন যে অবস্থা, তাতে কি এ প্রবল বৈরীদলকে কটুক্তিতে বিরক্ত করা উচিত (দীর্ঘনিশ্বাস) হা বিধাতঃ, কুমারী কৃষ্ণাকে লয়ে যে এত বিলাট ঘটবে, স্বপ্নেরও অগোচর।

রাজা। (উপবেশন করিয়া) সত্যদাস, বসো।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞা, মহারাজ। (উপবেশন ।)

রাজা। এখন এতে কি কর্তব্য, তা বল দেখি? আমি ত কোন দিকে

এ বিপদ-সাগরের কুল দেখতে পাচ্ছি না। (দীর্ঘনিশ্বাস) মন্ত্রী, এ রাজ-সিংহাসনে উপবিষ্ট হওয়া অবধি আমি কত যে সুখভোগ করেছি, তা ত তুমি বিলক্ষণ জান। তা বিধাতা কি অপরাধ দেখে আমার প্রতি এত প্রতিকূল হলেন, বল দেখি! এমন যে মণিময় রাজকিরীট, এও আমার শিরে যেন অগ্নিময় হলো! হায়! শমন কি আমাকে বিস্মৃত হলেন! এ কৃষ্ণা আমার গৃহে কেন জন্মেছিল? হায়!

মন্ত্রী। নরনাথ, এ সূর্য্যবংশীয় রাজারা পূর্বকালে আপন কুল মান রক্ষার্থে যা যা কীর্ত্তি করে গেছেন, তা কি আপনার কিছুই মনে হয় না?

রাজা। সত্যদাস, তুমি ও সকল কথা আমাকে এখন আর কেন স্মরণ করিয়ে দাও? আলোক থেকে অন্ধকারে এসে পড়লে, সে অন্ধকার যেন দ্বিগুণ বোধ হয়; ও সব পূর্বকথা মনে হলে কি আমার আর এক দণ্ডও বাঁচতে ইচ্ছা করে—

মন্ত্রী। মহারাজ—

রাজা। হায়, এ শৈলরাজের বংশে আমার মতন কাপুরুষ আর কে কবে জন্মগ্রহণ করেছে? ব্যাধের ভয়ে শৃগাল গহ্বরে প্রবেশ করে; কিন্তু সিংহের কি সে রীতি?

(বলেন্দ্রসিংহের প্রবেশ।)

এসো, ভাই, বসো। তুমি এ সকল সংবাদ শুনেছ ত?

বলে। (উপবেশন করিয়া) আজ্ঞে, হ্যাঁ, মন্ত্রীর নিকট সকলই অবগত হয়েছি। আর আমিও যে কয়েক জন দূত পাঠিয়েছিলাম, তাদের মধ্যে তিন জন ফিরে এসেছে। যবনপতি আমীর আর মহারাত্রিপতি মাধবজী, উভয়েই রাজা মানসিংহের পক্ষ হয়েছেন।

রাজা। সে কি? আমীর না ধনকুলসিংহের দলে ছিলেন?

বলে। আজ্ঞা, ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি প্রবঞ্চনায় ধনকুলসিংহের প্রাণ নাশ করে, এখন আবার রাজা মানসিংহের সহায় হয়েছেন।

রাজা। আঁ! বল কি? আহা হা! আমি দেখছি, বিশ্বাসঘাতকতা এ যবনকূলের কুলব্রত!

মন্ত্রী। আজ্ঞা, তার আর সন্দেহ নাই; ভারতবর্ষে তার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে।

রাজা। জয়পুর থেকে, ভাই, কি সংবাদ এসেছে, বল দেখি শুনি।

বলে। আজ্ঞা, রাজা জগৎসিংহও প্রাণপণে যুদ্ধের আয়োজন কচেন। আর অনেক অনেক রাজবীরও তাঁর সহায় হয়েছেন।

মন্ত্রী। হায়! হায়! এ সময়ের কথা শুনলে যে কত দিক থেকে কত লোক গর্জে উঠবে, তার সংখ্যা নাই। ঝড় আরম্ভ হলে সাগরের তরঙ্গসমূহ কখনই শান্তভাবে থাকে না।

রাজা। না, তা ত থাকেই না। তবে এখন এতে কি কর্তব্য? তুমি কি বল, বলো?

বলে। আজ্ঞা, আর কি বলবো? মহারাজের কিম্বা স্বদেশের হিতসাধনে, যদি আমার প্রাণ পর্যন্ত দিতে হয়, তাতেও আমি প্রস্তুত আছি। তবে কি না, এ বিপদ হতে নিষ্কৃতি পাওয়া মনুষ্যের অসাধ্য। যা হোক, যে পর্যন্ত আমার কায় প্রাণে বিচ্ছেদ না হয়, আমি যত্নে কখনই বিরত হবো না। এখন দেবতারা—

রাজা। ভাই, এখন কি আর সে কাল আছে, যে দেবতারা মানবজাতির ছুখে ছুখী হবেন। ছুরস্ত কলির প্রতাপে অমরকুলও অন্তর্হিত হয়েছেন। তবে এখনও যে চন্দ্র সূর্যের উদয় হয়ে থাকে, সে কেবল বিধাতার অলঙ্ঘনীয় বিধি বলে।

বলে। যদি আপনি আজ্ঞা করেন, তা হলে, না হয় একবার দেখি, বিধাতা আমাদের অদৃষ্টে কি লিখেছেন।

রাজা। (দীর্ঘনিশ্বাস) তা, ভাই, আর দেখতে হবে কেন? বুঝেই দেখ না, যদি কোন ব্যক্তি 'বিধাতা আমার কপালে কি লিখেছেন, দেখি,' এই বলে কোন উচ্চ পর্বত থেকে লাফ দেয়; কিম্বা জলস্ত অনলে প্রবেশ করে, তা হলে বিধাতা যে তার কপালে কি লিখেছেন, তা তৎক্ষণাৎ প্রকাশ পায়।

বলে। আজ্ঞা, তা যথার্থ বটে। তবু,——

মন্ত্রী। (বলেদের প্রতি) আপনি একবার এই পত্রখানি পড়ে দেখুন দেখি। (পত্রপ্রদান।)

রাজা। ও কি পত্র, মন্ত্রী?

মন্ত্রী। মহারাজ, এ পত্রখানি আমি গত রাত্রে পাই। কিন্তু এ যে কে কোথ থেকে লিখেছে, আর কে দিয়ে গেছে, তার আমি কোন সন্ধানই পাই না।

বলে। কি সর্বনাশ! রাম, রাম, রাম, রাম!—এমন কথা কি মুখে
আনতে আছে!

রাজা। কেন, ভাই, বৃত্তান্তটা কি, বল দেখি, শুনি?

বলে। আজ্ঞা, এ কথা আমি মুখে উচ্চারণ কতে পারি না, যদি আপনার
ইচ্ছা হয়, পড়ে দেখুন। এ কথা আপনার কর্ণগোচর করা আমার সাধ্য নয়।
(রাজাকে পত্র-প্রদান।)

মন্ত্রী। কথাটা অত্যন্ত ভয়ানক বটে, কিন্তু——

বলে। রাম! রাম! আর ও কথায় প্রয়োজন কি? রাম, রাম! এও
কি কথা! ছি, ছি, ছি!

মন্ত্রী। (জনাস্তিকে) তা—বলি—বলি—এ উপায় ভিন্ন আর যদি অন্য
কোন উপায় থাকে, তা বরং আপনি বিবেচনা করে দেখুন——

বলে। আমি বিলক্ষণ বিবেচনা করেছি! মহাশয়, এ কি মনুষ্যের কর্ম?

মন্ত্রী। আজ্ঞা, কুল মান রক্ষা করা মানবজাতির প্রধান কর্ম। বিশেষতঃ
ক্ষত্রকুলের যে কি রীতি, তা ত আপনি জানেন।

রাজা। (ক্ষণিক নিস্তরু থাকিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগপূর্বক) মন্ত্রী,——

মন্ত্রী। মহারাজ!

রাজা। এ পত্রখানি তোমাকে কে লিখেছে হে?

মন্ত্রী। মহারাজ, তা আমি বলতে পারি না।

রাজা। দেখ, মন্ত্রী, এ চিকিৎসক অতি কটু ঔষধের ব্যবস্থা দেয় বটে, কিন্তু
এ দেখচি, রোগ নিরাকরণ কতে সুনিপুণ। (দীর্ঘনিশ্বাস এবং নীরবে অবস্থান।)

মন্ত্রী। আজ্ঞা, হাঁ! আর বোধ হয়, এ রোগের এই ভিন্ন আর কোন
ঔষধ নাই।

রাজা। বলেছ,——

বলে। আজ্ঞা——

রাজা। (দীর্ঘনিশ্বাস) ভাই, কি হবে?

বলে। আজ্ঞা, এ পত্রখানি আমাকে দেন, আমি ছিঁড়ে ফেলি। এ যে
শত্রুর লিপি, তার কোন সন্দেহ নাই। কি সর্বনাশ!

রাজা। তুমি কি বল, সত্যদাস?

মন্ত্রী। মহারাজ, বিপদকাল উপস্থিত হলে, লোকে রক্ষা হেতু আপন বক্ষঃ
বিদীর্ণ করেও দেবপূজায় রক্তদান করে থাকে।

রাজা। সত্যদাস, তা যথার্থ বটে। কিন্তু বক্ষঃ বিদীর্ণ করে রক্ত দেওয়াতে আর এ কৰ্ম্মেতে অনেক পৃথক্।

মন্ত্রী। আজ্ঞা তা বটে। সে যাতনা অপেক্ষা এ যাতনা অধিকতর, কিন্তু বিবেচনা করে দেখুন, এ সময়ে সৰ্ব্বনাশ হবার সম্ভাবনা; তা সৰ্ব্বনাশ অপেক্ষা—

রাজা। সত্যদাস, এ কথাটা মনে হলে সৰ্ব্বশরীর লোমাঞ্চিত হয়, আর চতুর্দিক্ যেন অন্ধকার দেখি। আঃ, কি হলো! হা পরমেশ্বর!—না, না, না,—এও কি হয়?—

মন্ত্রী। মহারাজ, মনে করে দেখুন। কত শত রাজসতী এই বংশের মানরক্ষার্থে অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করে দেহ ত্যাগ করেছেন; বিশেষতঃ যিনি নরপতি, তিনি প্রজাগণের পিতাম্বরূপ, তা এক জনের মায়ায় কি শত সহস্র জনকে ধনে প্রাণে নষ্ট করা উচিত?

রাজা। হাঁ, তা বটে। কিন্তু তা বলে আমি কি এই অদ্ভুত নিষ্ঠুর ব্যাপারে সন্মত হতে পারি? আর রাজমহিষী এ কথা শুনলেই বা কি বলবেন? আমাদের পুরুষকুলে জন্ম; সুতরাং আমরা অনেক সহ্য কত্যা পারি; কিন্তু—

মন্ত্রী। আজ্ঞা, তিনি এ কথা কেমন করে টের পাবেন?

রাজা। সত্যদাস, এ কথা কি গোপন থাকবে?

মন্ত্রী। আজ্ঞা, তা না থাকতে পারে। তবে কি না, এটা একবার চুকে গেলে আর ততো ভাবনা নাই। কারণ, যে বিধাতা হতে শোকের সৃষ্টি হয়েছে, তিনিই আবার সেই শোককে অল্পজীবী করেছেন। অতএব শোক কিছু চিরস্থায়ী নয়।

রাজা। (চিন্তা করিয়া) আমার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ।—না,—তাতেই বা কি হবে? কেবল আত্মহত্যার পাপ গ্রহণ করা। বিশেষতঃ, আপন রাজ্যের ও পরিবারের সমূহ বিপদ জেনে মরাও কাপুরুষতা। না, না,—কৃষ্ণা থাকতে এ বিবাদ যে মেটে, এমন ত কোন মতেই বোধ হয় না। আর এ বিবাদ ভঞ্জন না হলেও সৰ্ব্বনাশ। উঃ—না,—না, (গাত্রোথান) তা বলে কি আমি এ কৰ্ম্মে সন্মত হতে পারি? সত্যদাস, এমন কৰ্ম্ম চণ্ডালেও কত্যা পারে না। আর চণ্ডাল ত মনুষ্য, এমন কৰ্ম্ম পশু পক্ষীরাও কত্যা বিমুখ হয়। দেখ, যে সকল জন্তুরা মাংসালী, তারাও আবার আপন শাবকগণকে প্রাণপণ যত্নে প্রতিপালন করে।

মন্ত্রী। আজ্ঞা, মহারাজ, এ তর্কবিতর্কের বিষয় নয়। আপনি কি বলেন, বীরবর ?

বলে। আমি এতে আর কি বলবো ?

রাজা। বলো, আমি কি, ভাই, ইচ্ছা করে আমার স্নেহপুস্তলিকা কৃষ্ণার প্রাণনাশ কত্যা সম্মত হতে পারি ? যে এ পত্র লিখেছে, বোধ হয়, অপত্যস্নেহ যে কার নাম, সে তা কখনই জানে না। ভাই, এ কথাটা মনে হলে প্রাণ যে কেমন করে উঠে, তার আর কি বলবো ? উঃ—(বক্ষঃস্থলে হস্ত প্রদান) হে বিধাতঃ, আমার অদৃষ্টে কি এই লিখেছিলে ? আহা ! এমন সরলা বালা !— আমার প্রাণপ্রতিমা নিরপরাধে—আহা ! ও মা কৃষ্ণা—আঃ—(মূর্ছাপ্রাপ্তি ।)

মন্ত্রী। কি সর্বনাশ ! কি সর্বনাশ !

বলে। হায়, এ কি হলো ?—কি হবে ? এখানে কে আছে রে ?

(ভূত্যের প্রবেশ ।)

ভূত্য। কি সর্বনাশ ! এ কি ?—মহারাজ !—এ কি ?

মন্ত্রী। বীরবর, এ দেখছি, বিষম বিপদ উপস্থিত। তা আসুন, আমরা মহারাজকে এখান থেকে নিয়ে যাই। রামপ্রসাদ, তুই শীঘ্র গিয়ে রাজবৈদ্যকে ডেকে আনগে যা।

ভূত্য। যে আজ্ঞা।

[প্রস্থান ।

মন্ত্রী। আপনি মহারাজকে ধরুন।

[রাজাকে লইয়া উভয়ের প্রস্থান ।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

উদয়পুর—একলিঙ্গের মন্দির-সম্মুখে।

(ভূত্যের প্রবেশ ।)

ভূত্য। (স্বগত) উঃ, কি অন্ধকার ! আকাশে একটিও তারা দেখা যায় না। (চতুর্দিক অবলোকন করিয়া) কি ভয়ানক স্থান। এখানে যে কত ভূত,

কত প্রেত, কত পিশাচ থাকে, তার কি সংখ্যা আছে। মহারাজ যে এমন সময়ে এ দেউলে কেন এলেন, তা ত কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না। (সচকিতে) ও বাবা! ও কি ও? তবে ভাল!—একটা পেঁচা। আমার প্রাণটা একবারে উড়ে গেছলো! শুনেছি, পেঁচাগুলো ভুভুড়ে পাখী। তা হতে পারে। ও মধুর স্বর ভূতের কানে বই আর কার কানে ভাল লাগবে। দূর! দূর! (পরিভ্রমণ) কি আশ্চর্য! আজ ক দিন হলো, মহারাজ অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। আহার, নিদ্রা, রাজকর্ম, সকলই একবারে পরিত্যাগ করেছেন, আর সর্বদাই “হে বিধাতঃ, আমার কপালে কি এই ছিল! হা! বৎসে কৃষ্ণা, যে তোমার রক্ষক, তাকেই কি আবার গ্রহদোষে তোমার ভক্ষক হতে হলো!” কেবল এই সকল কথাই ওঁর মুখে শুনেতে পাই। (নেপথ্যে পদশব্দ—সচকিতে) ও আবার কি? লম্বা যেন ভালগাছ! ও বাবা! কি সর্বনাশ! এ কি নন্দী না ভৃঙ্গী, না বীরভদ্র? বুঝি বীরভদ্রই হবে। তা না হলে এমন দীর্ঘ আকার আর কার আছে। উঃ। ও বাবা! এই দিকেই যে আসচে।

(রক্ষকের প্রবেশ।)

কে ও? ও। রঘুবরসিংহ! আঃ! বাঁচলেন। আমি, ভাই, তোমাকে বীরভদ্র ভেবে পলাতে উত্তত হয়েছিলাম। তা তুমিও প্রায় বীরভদ্র বট।

রক্ষ। চূপ কর হে। এত চেষ্টিয়ে কথা কইও না।

ভৃত্য। কেন? কেন? কি হয়েছে?

রক্ষ। মহারাজ, বোধ হয়, অত্যন্ত সঙ্কটে পড়েছেন; বাঁচেন কি না, সন্দেহ।

ভৃত্য। বল কি, রঘুবরসিংহ?

রক্ষ। মহারাজ থেকে থেকে কেবল মুর্ছা যাচেন। ভগবান্ শঙ্কুদাস আর তাঁর প্রধান প্রধান চেলারা অনেক ঔষধপত্র দিচেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়ে উঠচে না। আহাঃ, মহারাজের হুঃখ দেখলে বুক ফেটে যায়। আর রাজকুমার বলেঙ্গুও, দেখচি, অত্যন্ত কাতর। দেখ, ভাই, বড় ঘরে ভেয়ে ভেয়ে এমন প্রণয় আমি কোথাও দেখি নাই। হুই জনে যেন এক প্রাণ।

ভৃত্য। তার সন্দেহ কি?

রক্ষ। তুমি ত, ভাই, সর্বদাই মহারাজের কাছে থাক। তা মহারাজের এমন হবার কারণটা কিছু বুঝতে পার?

ভৃত্য। কৈ, না! কেন? তুমিও ত, ভাই, রাজকুমারের ওখানে থাক।
তা তুমি কি কিছু জান না?

রক্ষ। কে জানে, ভাই, কিছুই ত বুঝতে পারি না! তবে অনুমানে বোধ
হয়, রাজকুমারী কৃষ্ণার বিবাহ বিষয়ই এ বিপদের মূল কারণ; দেখ, এ কয়েক
দিন সেনানী মহাশয়ের আর মন্ত্রী মহাশয়ের মুখে সর্বদা তাঁরই নাম শুনতে পাই।

ভৃত্য। বটে? আমিও, ভাই, মহারাজের মুখে তাই শুনি।

(বলেন্দ্রসিংহের প্রবেশ।)

বলে। (স্বগত) কি সর্বনাশ; এ কি আমার কর্ম; হস্তী সুকুমার
কুম্মকে দলন করে ফেলে বটে? তা সে পশু বৈ ত নয়। রূপ লাভ্য
গুণবিষয়ে তার চক্ষুঃ অন্ধ। কিন্তু মনুষ্য কি কখন পশুর কাজ কতো পারে?
না, না, এ আমার কর্ম নয়। আমার এখনি এ স্থান হতে প্রস্থান করাই
কর্তব্য। (প্রকাশে) রঘুবরসিংহ?

রক্ষ। কি আজ্ঞা, বীরপতি!

বলে। শীঘ্র আমার ঘোড়া আনতে বলো।

রক্ষ। যে আজ্ঞা! (ভৃত্যের প্রতি) ওহে, বড় অন্ধকারটা হয়েছে;
এসো না, ভাই, আমরা দুজনই যাই।

ভৃত্য। আচ্ছা, চল।

[উভয়ের প্রস্থান।]

(মন্ত্রীর প্রবেশ।)

মন্ত্রী। (হস্ত ধরিয়া) রাজকুমার, রক্ষা করুন, আর কি বলবো? আপনি
এত বিরক্ত হলে সর্বনাশ হয়! আসুন, মহারাজ আপনাকে আবার ডাকছেন।

বলে। (হস্ত ছাড়াইয়া) তুমি বল কি, মন্ত্রী? আমি কি চণ্ডাল? না
পাষণ্ড? এ কি আমার কর্ম? এ কলঙ্কসাগরে মহারাজ আমাকে কেন মগ্ন
কতো চান? অ্যা? আমি কি বলে মনকে প্রবোধ দেবো, বল দেখি? কৃষ্ণা
আমার প্রাণপুতলিকা। আমি কেমন করে নিরপরাধে তার প্রাণ বিনষ্ট
করি?—ঐহিক সুখের জন্মে লোক পরকাল নষ্ট করে; কেন না, পরকালে যে
কি ঘটবে, তার নিশ্চয় নাই। কিন্তু তুমি বল দেখি, পাপ কর্মের প্রতিফল
কি ইহ কালেও ভোগ কতো হয় না?—মাত্র, তুমি এ ঘৃণাম্পদ কর্ম কতো
আমাকে আর অনুরোধ করো না।

মন্ত্রী। (হস্ত ধরিয়্যা) রাজকুমার, আপনি মন্দিরের ভিতরে আসুন। এ সব কথাই যোগ্য স্থল এ নয়।

[উভয়ের প্রস্থান।

(চারি জন সন্ন্যাসীর প্রবেশ।)

সকলে। (মন্দিরের সম্মুখে প্রণাম করিয়া) বোম্ ভোলানাথ! (সকলের উপবেশন এবং শিবস্তব গীতান্তে) বোম্ মহাদেব!

প্রথম। গোসাই জি, আপনি যে বলছিলেন, অত্ন রাত্রে মহারাজের কোন বিপদ হবে, এর কারণ কি? আর আপনিই বা তা কি প্রকারে জানতে পারলেন?

দ্বিতীয়। বাপু, তোমরা আমার চেলা। অত্নএব তোমাদের নিকট আমার কোন বিষয় গোপন রাখা অতি অকর্তব্য। অত্ন সায়ংকালীন ধ্যানে দেখলেম, যেন দেবদেবের চক্ষু জলধারা পড়ছে! কিঞ্চিৎ পরে রাজভবনের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করাতে বোধ হলো, যেন সে স্থল হতে একটা রক্তশ্রোতঃ নির্গত হচ্ছে। তৎপরে আকাশের প্রতি দৃষ্টিপাত করে দেখলেম, যেন প্রচণ্ড অগ্নিতে লক্ষ্মীদেবী দগ্ধ হচ্ছেন, আর সকল দেবগণ হাহাকার কচ্চেন। এ সকলের পরেই এই ঘোরতর অন্ধকার আর মেঘগর্জন আরম্ভ হলো। বাপু, এ সকল কুলক্ষণ। এতে যে কোন বিশেষ বিপদ উপস্থিত হবে, তার সন্দেহ নাই।

প্রথম। তা আপনি কেন মহারাজকে এ বিষয় জ্ঞাত করান না।

দ্বিতীয়। বাপু, বিধাতার যা নির্বন্ধ, তা অবশ্যই ঘটবে; অত্নএব মহারাজকে এ বিষয় জ্ঞাত করালে কেবল তাঁকে উদ্বিগ্ন করা হবে। আর কোন উপকার নাই।

তৃতীয়। এই ত এক যুদ্ধ উপস্থিত, আর কি বিপদ ঘটতে পারে?

দ্বিতীয়। তা কেবল ভগবান্ একলিঙ্গই জানেন। আমার অনুমান হয়, যার নিমিত্তে এই যুদ্ধ উপস্থিত, তার প্রতিই কোন অনিষ্ট ঘটতে পারে। যা হউক, সে কথায় আর প্রয়োজন নাই! এক্ষণে চল, আমরা এ স্থান হতে প্রস্থান করি। আকাশ যেরূপ মেঘাবৃত হয়েছে, বোধ হয়, অতি দ্রুত একটা ভয়ানক ঝড় বৃষ্টি হবে।

সকলে। বোম্ কেদার! হর-হর-হর! বোম্-বোম্-বোম্!

[সকলের প্রস্থান।

(বলেন্দ্র এবং মন্ত্রীর পুনঃ প্রবেশ ।)

মন্ত্রী । রাজকুমার, পিতৃসত্যপালনহেতু রঘুপতি রাজভোগ পরিত্যাগ করে বনবাসে গিয়েছিলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতৃতুল্য। তা মহারাজের আজ্ঞা অবহেলা করা আপনার কোন মতেই উচিত হয় না।

বলে । আর ও সব কথায় আবশ্যিক কি ? আমি যখন মহারাজের পা চুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করেছি, তখন কি আর তোমার মনে কোন সন্দেহ আছে ?

মন্ত্রী । আজ্ঞা, না, তা কেমন করে থাকবে ?

বলে । দেখ, মন্ত্রি, তুমি মহারাজকে সাবধানে রাজপুরে আন। হায় ! হায় ! আমার অন্তরে এমন কেন ঘটলো ? অবশ্য আমার পূর্বজন্মে কোন পাপ ছিল ; তা না হলে—

(নেপথ্যে) । বীরবর, আপনার ঘোড়া প্রস্তুত ।

বলে । আচ্ছা । আমি চললেম, মন্ত্রি ।

[প্রস্থান ।

মন্ত্রী । (স্বগত) রাজকুমার মে এ ছুরাহ কর্মে সন্মত হবেন, এমন ত কোন সম্ভাবনাই ছিল না। যাহা হউক, এখন বহু কষ্টে সন্মত হলেন। আহা ! রাজকুমারী কৃষ্ণার মৃত্যু ভিন্ন আর কোন উপায় নাই। হায়, হায় ! হে বিধাতঃ, এ কি তোমার সামান্য বিড়ম্বনা ।

(রাজার প্রবেশ ।)

রাজা । সত্যদাস, বলেন্দ্র কি গেছে ? হায়, হায় ! হে বিধাতঃ, আমার অন্তরে কি তুমি এই লিখেছিলে ? বাছা, আমি কি আর তোমার সে চন্দ্রানন দেখতে পাব না ? হায়, হায় ! ছিঃ, আমি কি পামণ্ড ! নরাধম—

মন্ত্রী । মহারাজ, এখন চলুন, রাজপুরে চলুন ।

রাজা । সত্যদাস, আমি ও মশানে আর কেমন করে প্রবেশ করবো ?

মন্ত্রী । ধর্মাবতার,——

রাজা । সত্যদাস, তুমি আমাকে কেন আর ধর্মাবতার বল ? আমি চণ্ডাল অপেক্ষাও অধম । আমি স্বয়ং কলি অবতার ।

মন্ত্রী । মহারাজ, এ সকল বিধাতার ইচ্ছা বৈ ত নয় !

(ঝড় ও আকাশে মেঘগর্জন ।)

রাজা। (আকাশের প্রতি কিঞ্চিৎ দৃষ্টিপাত করিয়া) রজনী দেবী বুঝি এ পামরের গর্হিত কর্ম দেখে, এই প্রচণ্ড কোপ ধারণ করেছেন ; আর চন্দ্র ও নক্ষত্র প্রভৃতি মণিময় আভরণ পরিত্যাগ করে, চামুণ্ডা-রূপে গর্জন কচেন। উঃ! কি ভয়ানক ব্যাপার! কি কালস্বরূপ অন্ধকার! হে তমঃ, তুমি কি আমাকে গ্রাস কতে উত্তত হয়েছো? উঃ! মেঘবাহন অন্ধকারকে পুনঃ পুনঃ ঐ দীপ্তিমান্ কশাঘাত করে যেন দ্বিগুণ ক্রোধান্বিত কচেন। বজ্রের কি ভয়ঙ্কর শব্দ! এ কি প্রলয়কাল! তা আমার মস্তকে কেন বজ্রাঘাত হউক না? (উর্ধ্বে অবলোকন করিয়া) হে কাল, আমাকে গ্রাস কর। হে বজ্র! এ পাপাত্মাকে বিনষ্ট কর। হে নিশাদেবি! এ পাষণ্ডকে পৃথিবীতে আর কেন রাখ! বিনাশ কর।—কৈ? এখনও বজ্রাঘাত হলো না?—কৈ? বিলম্ব কেন? (হতজ্ঞানে আপন মস্তকে হস্ত দিয়া) এই নেও!— এই নেও! (কিঞ্চিৎ নীরব) কৈ? বজ্র ভয়ে পলায়ন কল্যেন নাকি? (বিকট হাস্য ।)

মন্ত্রী। (স্বগত) এ কি বিপদ উপস্থিত! মহারাজ যে ক্ষিপ্তপ্রায় হলেন। (প্রকাশে) মহারাজ, আপনি ও কি করেন? আনুন, এক্ষণে রাজপুরে যাই।

রাজা। (না শুনিয়া) পরমেশ্বর কি কল্যে?—মৃত্যু হবে না? কেন হবে না? কেন?—কেন?—অ্যা! কি হবে? তবে কি হবে?—আমার কি হবে? (রোদন ।)

মন্ত্রী। (স্বগত) এ কি সর্বনাশ! এখন কি করি? একে লয়ে যাবার উপায় কি?

রাজা। এ কি? ও মা কৃষ্ণা! কেন, মা?—এস, এস, একবার তোমার মস্তক চুম্বন করি। তোমার কি হয়েছে, মা?—আহা!—আমি যে তোমার ছুঃখী পিতা, মা। যাকে তুমি এত ভাল বাসতে।—(রোদন) ও কি ভাই বলেছ? ও কি?—ও কি?—কি কর?—কি কর? এমন কর্ম—ওঃ—(মূর্ছাপ্রাপ্তি ।)

মন্ত্রী। (স্বগত) এ কি? এ কি? এ কি সর্বনাশ!—কি হবে? এখানে যে কেউ নাই। (উচ্চৈঃস্বরে) কে আছিস্ রে!

(ভৃত্য ও রক্ষকের প্রবেশ ।)

ভৃত্য । এ কি ?—কি সর্বনাশ !

মন্ত্রী । ধর, ধর, মহারাজকে শীঘ্র রাজপুরে লয়ে চল ।

[রাজাকে লইয়া প্রস্থান ।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

উদয়পুর—কৃষ্ণকুমারীর মন্দির ।

(অহল্যাদেবী এবং তপস্বিনীর প্রবেশ ।)

অহ । (চতুর্দিক্ অবলোকন করিয়া) ভগবতি, কৈ, আমার কৃষ্ণা ত এখানে নাই ?

তপ । বোধ করি, তবে রাজনন্দিনী এখনও সঙ্গীতশালা থেকে আসেন নাই । তা আপনি এত উত্তলা হলেন কেন ?

অহ । (নিরুত্তরে রোদন ।)

তপ । (হস্ত ধরিয়া) ছি, ছি ! ও কি মহিষি ? স্বপ্ন কি কখন সত্য হয় ? তা হলে এ পৃথিবীতে যে কত শত দরিদ্র রাজা হতো ; আর কত শত রাজা দরিদ্র হতেন, তার সীমা নাই । কত লোক যে কত কি স্বপ্নে দেখে, তা কি সব সত্য হয় ?

অহ । ভগবতি, আমার প্রাণটা কেমন কচ্যে ; আপনি আমার কৃষ্ণাকে ডাকুন । আমি একবার তার চাঁদবদনখানি ভাল করে দেখি । (রোদন ।)

তপ । মহিষি, আপনি এত উত্তলা হবেন না । আপনি এমন কি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছেন, বলুন দেখি শুনি ।

অহ । ভগবতি, সে স্বপ্নের কথা মনে হলে, আমার সর্বদা শিহরে উঠে ! (রোদন ।)

তপ । কেন, বৃন্তাস্তটাই কি ?

অহ । আমার বোধ হলো, যেন আমি ঐ ছয়ারের কাছে দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময় এক জন ভীমরূপী বীর পুরুষ একখান অসি হস্তে করে এই মন্দিরে এসে প্রবেশ কল্যে—

তপ । কি আশ্চর্য্য ! তার পর ?

অহ। আমার কৃষ্ণা যেন ঐ পালঙ্কের উপর একলা শুয়ে আছে। আর ঐ বীরপুরুষ কল্যে কি, যেন ঐ পালঙ্কের নিকটে এসে তাকে খড়াঘাত কত্বে উত্তত হলো; আমি ভয়ে অমনি চীৎকার করে উঠলেম, আর নিদ্রাভঙ্গ হয়ে গেল। ভগবতি, আমার কপালে কি হবে, বলতে পারি না। (রোদন।)

তপ। আপনি কি জানেন না, মহিষি, যে স্বপ্নে মন্দ দেখলে ভাল হয়, আর ভাল দেখলে মন্দ হয়?

অহ। সে যা হোক, ভগবতি, আমি আজ রাত্রে আমার কৃষ্ণাকে কখনই এ মন্দিরে শুতে দেবো না।

তপ। (সহাস্ত্র বদনে) কেন মহিষি, তাতে দোষ কি? (নেপথ্যে যন্ত্রধ্বনি) ঐ শুনুন। আমি বলেছিলাম কি না, যে রাজনন্দিনী সঙ্গীতশালায় আছেন। তা চলুন, আমরা সেখানেই যাই। মহিষি, আপনি কৃষ্ণার সম্মুখে কোন মতেই এত উতলা হবেন না। মেয়েটি আপনাকে এ অবস্থায় দেখলে অত্যন্ত বিষণ্ণ হবে। তা তাকে আর কেন বৃথা মনঃপীড়া দেবেন? আর বিবেচনা করে দেখুন না কেন, স্বপ্ন নিদ্রাদেবীর ইন্দ্রজাল বৈ ত নয়। চলুন, আমরা এখন যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।]

(খড়্গহস্তে বলেন্দ্রসিংহের প্রবেশ।)

বলে। (স্বগত) আমি যে কত শত বার এই মন্দিরে প্রবেশ করেছি, তার সংখ্যা নাই। কিন্তু আজ প্রবেশ কত্বে যেন আমার পা আর উঠতে চায় না। তা হবেই ত। চোরের মতন সিঁদ কেটে গৃহস্থের ঘরে ঢোকা কি বীর পুরুষের ধর্ম? হায়! মহারাজ কেন আমাকে এ বিষম ঝন্ঝটে ফেললেন? এ নিদারুণ কর্ম কি অশু কারো দ্বারা হতে পারতো না? ইচ্ছা করে যে কৃষ্ণাকে না মেরে আপনিই মরি! (দীর্ঘনিশ্বাস) কিন্তু তাতে ত কোন ফল দর্শাবে না? (শয্যার নিকটবর্তী হইয়া) কৈ? কৃষ্ণা ত এখানে নাই। বোধ হয়, এখনও শুতে আসে নাই। তা এখন কি করি? (পরিক্রমণ।) (নেপথ্যে গীত।) (স্বগত) আহা! হে বিধাতঃ, আমি কি এমন কোকিলাকে চিরকালের জন্তে নীরব কত্বে এলেম? এ পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত আছে? এই যে কৃষ্ণা এ দিকে আসছেন। হায়, হায়! হে বিধাতঃ, তুমি কি নিমিত্ত এ রাজবংশের প্রতি এত প্রতিকূল হলে! এমন নিধি দিয়ে কি আবার তাকে অপহরণ করবে! হায়, হায়! বৎসে, তুমি কেন এ নিষ্ঠুর ব্যাঘ্রের গ্রাসে পড়তে আসচো। (অস্তুরালে অবস্থিতি।)

(কৃষ্ণার সহিত তপস্বিনীর পুনঃ প্রবেশ ।)

তপ। বাছা, এত রাত্রি পর্য্যন্ত কি গান বাজেতে মত্ত থাকতে হয় ? যাও, রাজমহিষী যে শয়নমন্দিরে গেলেন। তুমিও গিয়ে শয়ন করগে, আর বিলম্ব করো না।

কৃষ্ণা। ভাল, ভগবতি, মাকে আজ এত উতলা দেখলেম কেন, বলুন দেখি ? উনি আমাকে আজ রাত্রে এ মন্দিরে শুতে মানা করছিলেন কেন ?

তপ। রাজনন্দিনি, একে ত মায়ের প্রাণ ; তাতে আবার তুমি তাঁর একটি মাত্র মেয়ে। আর এখন এ বিবাহের বিষয়ে যে গোলযোগ বেধে উঠেছে——

কৃষ্ণা। (সহাস্ত বদনে) তবে মা কি ভাবেন, যে আমাকে কেউ এ মন্দির থেকে চুরি করে নে যাবে ?

তপ। বৎসে, তাও কি কখন হয় ! চন্দ্রলোক থেকে অমৃত অপহরণ করা কি যার তার সাধ্য।

কৃষ্ণা। (গবাক্স খুলিয়া) উঃ, ভগবতি, দেখুন, কি অন্ধকার রাত্রি। নিশানাথের বিরহে রজনী দেবী যেন বেশভূষা পরিত্যাগ করে ছুঃখসাগরে মগ্ন হয়ে রয়েছেন।

তপ। (সহাস্ত বদনে) বাছা, তুমি আবার এ সব কথা কোত্থেকে শিখলে ! যাও, শয়ন করগে। আমিও এখন কুটীরে যাই। রাত্রি প্রায় ছই প্রহর হলো।

কৃষ্ণা। যে আজ্ঞা।

তপ। তবে আমি এখন আসিগে।

[প্রস্থান ।

কৃষ্ণা। (স্বগত) রাজা মানসিংহ একবার যুদ্ধে হেরেছিলেন বটে, কিন্তু শুনেছি, যে তিনি নাকি আবার অনেক সৈন্যসামন্ত লয়ে জয়পুরের রাজাকে আক্রমণ করবার উদ্যোগে আছেন ;—তা দেখি, বিধাতা আমার কপালে কি করেন। (দীর্ঘনিশ্বাস) সুভদ্রার জন্তে অর্জুন যেমন যুদ্ধকূলের সঙ্গে ঘোরতর যুদ্ধ করেছিলেন, এও বৃষ্টি সেইরূপ হয়ে উঠলো। (গবাক্স খুলিয়া) ইঃ, কি ভয়ানক বিদ্যুৎ। যেন প্রলয়কালের বিস্ফুলিঙ্গ পাপাত্মার অশেষণে পৃথিবী পর্য্যটন কচে। আর মেঘের গর্জন শুনে মহামহাবীর পুরুষেরও স্তম্ভকম্প হয়। উঃ, কি ভয়ঙ্কর ঝড়ই হচে। আজ এ কি মহাপ্রলয় উপস্থিত ? এ

মন্দির পর্বতের শ্রায় অটল ; প্রবল ঝড় বইলেও এতে কোন ভয় নাই । কিন্তু যারা কুঁড়ের মত ছোট ছোট ঘরে থাকে, না জানি তাদের আজ কত কষ্ট হচে । আহা ! পরমেশ্বর তাদের রক্ষা করুন । হে বিধাতঃ, সেই মনুষ্য, সেই বুদ্ধি, সেই আকার, কিন্তু কেউ বা অপূর্ব উচ্চ সুবর্ণ অট্টালিকায় ইস্রতুল্য ঐশ্বর্য্য ভোগ কচে, আর কেউ বা আশ্রয়বিহীন হয়ে বৃক্ষমূলে অতি কষ্টে কালাতিপাত করে । কিন্তু তাও বলি, অট্টালিকায় বাস কলোই যে লোকে সুখী হয়, এমন নয় । আমার ত কিছুই অভাব নাই, তবে কেন আমি সুখী হই না ? মনের সুখই সুখ । (দীর্ঘনিশ্বাস) ভাল, আমার মনটা আজ এত চঞ্চল হলো কেন ? পৃথিবীর কোন বস্তুই ভাল লাগচে না । আমার মনঃ যেন পিঞ্জরবদ্ধ পক্ষীর শ্রায় ব্যাকুল হয়েছে । দেখি দেখি, যদি একটু শয়ন করে সুস্থ হতে পারি । তাই যাই । হে মহাদেব, এ অধীনীর প্রতি দয়া করে এর মনের চঞ্চলতা দূর কর । প্রভু, এ দাসী তোমার নিতান্ত শরণাগত । (শয়ন ।)

(বলেঙ্গুসিংহের পুনঃ প্রবেশ ।)

বলে । (স্বগত) হায় ! হায় ! আমি এমন কৰ্ম্ম কতে এলেম, যে পাছে একেবারে রসাতলে প্রবেশ করি, এই ভয়ে পৃথিবীতে পাদক্ষেপণ কতেও আশঙ্কা হচে । আমার এমনি বোধ হচে যেন পদে পদে মেদিনী আমাকে গ্রাস কতে আসচেন । তা হলেও এক প্রকার ভাল হয় । রজনী দেবি, তুমিই আমার সাক্ষী । আমি এ কৰ্ম্ম আপন ইচ্ছায় কচি না । (নিকটবর্তী হইয়া) হায় ! হায় ! আমি এ রাজকুলমুগাল থেকে এ প্রফুল্ল কনক-পদ্মটি ষথার্থই কি ছিন্ন ভিন্ন কতে এলেম । এমন সুবর্ণমন্দিরে সিঁদ দিয়ে এর জীবনরূপ ধন অপহরণ করা অপেক্ষা কি আর পাপ আছে । (চিন্তা করিয়া) তা কি করি ? জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আজ্ঞা অবহেলা করাও মহাপাপ । (দীর্ঘনিশ্বাস) আমার দেখচি মারীচ রাক্ষসের দশা ঘটলো, কোন দিকেই পরিত্রাণ নাই । তা জন্মের মতন বাহার চন্দ্রবদনখানি একবার দেখে নি ! (মুখ দেখিয়া) হে বিধাতঃ, আমি কি রাহু হয়ে এমন পূর্ণ শশীকে গ্রাস কতে এলেম ? আমি কি প্রায়ের কালরূপে একে চিরকালের নিমিস্তে জলমগ্ন কতে এলেম । (নয়ন মার্জন) আহা মা ! আমি নিষ্ঠুর চণ্ডাল ! নিরপরাধে তোমার প্রাণ নষ্ট কতে এসেছি । আহা ! বাছা এখন নিরুদ্বেগচিত্তে নিজাদেবীর ক্রোড়ে বিরাম লাভ কচেন ; আর বোধ হয়, নানাবিধ মনোহর স্বপ্নদ্বারা পরম সুখানুভব কচেন ; কিন্তু নিকটে যে

পিতৃব্যস্বরূপ কাল এসে উপস্থিত হয়েছে, তা ভ্রমেও জানেন না। হায়! হায়! যাকে আমি এত প্রাণতুল্য ভালবাসি, যার মমতাগুণে যুদ্ধজীবী জনের কঠিন হৃদয়ে অপার স্নেহরস প্রবাহিত হয়েছে, তাকে কি আমার নষ্ট কতো হলো? বলেন্দ্রের অস্ত্রের কি শেষে এই কীর্ত্তি হলো? ধিক্! ধিক্! (চিন্তা করিয়া) তবে আর কেন?—ওঃ! এ স্নেহনিগড় ভগ্ন করা কি মনুষ্যের কৰ্ম্ম? দ্রৌপদীর বস্ত্রের গায় একে যত খোল, ততই বাড়ে! হে পৃথিবি, তুমি সাক্ষী। হে রজনী দেবি, তুমি সাক্ষী। (মারিতে হস্ত উত্তোলন।)

কৃষ্ণা। (সহসা গাত্রোখান করিয়া) অঁ্যা—অঁ্যা—কাকা! এ কি? এ কি? বলে। (অসি ভূতলে নিক্ষেপ।)

কৃষ্ণা। অঁ্যা—কাকা! এ কি? আপনি যে এমন সময়ে এখানে এসেছেন? বলে। না, এমন কিছু নয়! কেবল তোমাকে একবার দেখতে এসেছি। তা বৎসে! তা বৎসে! আমাকে বিদায় দেও। আমি চল্যম।

কৃষ্ণা। কাকা, আপনি একজন মহাবীর পুরুষ; তা আপনার কি এ দাসীর সঙ্গে প্রবঞ্চনা করা উচিত?

বলে। (বদনাবৃত করিয়া নিরুত্তরে রোদন।)

কৃষ্ণা। (অসি অবলোকন করিয়া স্বগত) এ কি? (অসি বন্ধুস্থলে গোপন ও প্রকাশে) কাকা, আমি আপনার পায়ে ধচি, আপনি আমাকে সকল বৃত্তান্ত খুলে বলুন।

বলে। বাছা, তুমি এ নরাধম নিষ্ঠুরকে আর কাকা বলো না। আমি তোমার কাকা নই, আমি চণ্ডাল, আমি তোমার কাল হয়ে এসেছিলাম। (রোদন।)

কৃষ্ণা। সে কি, কাকা?

বলে। হা আমার কুললক্ষ্মি!—হে পৃথিবি, তুমি দ্বিধা হয়ে আমাকে স্থান দান কর! (রোদন।)

কৃষ্ণা। (হস্ত ধারণ) কেন, কাকা, আপনি এত চঞ্চল হলেন কেন?

বলে। কৃষ্ণা, আমি তোমার প্রাণ নষ্ট কতো এসেছিলাম।

কৃষ্ণা। কেন, কাকা, আপনার কাছে আমি কি অপরাধ করেছি?

বলে। বাছা, তুমি স্বয়ং কমলা অবতীর্ণা! তুমি কি অপরাধ কাকে বলে, তা জান? (রোদন) মরুদেশের রাজা মানসিংহ আর জয়পুরের রাজা জগৎসিংহ, উভয়েই এই প্রতিজ্ঞা করেছেন, যে হয় তোমাকে বিবাহ করবেন,

নয় উদয়পুরীকে ভয়রাশি করে এ রাজ্য লণ্ডণ্ড করবেন। আমাদের যে এখন কি অবস্থা, তা ত তুমি বিলক্ষণ জান! এই জ্ঞেই——

কৃষ্ণা। কাকা, আমার পিতারও কি এই ইচ্ছা, যে——

বলে। মা, আমি আর কি বলবো? তাঁর অমুমতি ভিন্ন আমি কি এমন চণ্ডালের কৰ্ম্ম কতো প্রবৃত্ত হই?

কৃষ্ণা। বটে? তা এর নিমিত্তে আপনি এত কাতর হচেন কেন? আপনি পিতাকে এখানে একবার ডেকে আনুন গে। আমি তাঁর পাদপদ্মে জন্মের মতন বিদায় হই। কাকা, আমি রাজপুত্রী! রাজকুলপতি ভীমসিংহের মেয়ে। আপনি বীরকেশরী। আপনার ভাইঝি আমি কি মৃত্যুকে ভয় করি? (আকাশে কোমল বাত) ঐ শুনুন! কাকা, একবার ঐ ছয়ারের দিকে চেয়ে দেখুন। আহা! কি অপক্লপ রূপ-লাবণ্য! উনিই পদ্মিনী সতী। উনি আমাকে এর আগে আর একবার দেখা দিয়েছিলেন; জননি, তোমার দাসী এলো বলে। দেখ, কাকা, এ মন্দির সহসা নন্দনকাননের সৌরভে পরিপূর্ণ হলো। আহা! আমার কি সৌভাগ্য!

নেপ। (পদশব্দ)

বলে। এ কি? এ কি?

(রাজার পশ্চাৎ পশ্চাৎ মন্ত্রীর প্রবেশ।)

রাজা। (ক্ষিপ্তপ্রায় ইতস্ততঃ অবলোকন।)

মন্ত্রী। (কৃষ্ণাকে দেখিয়া স্বগত) এই যে, তবে এখনও হয় নাই। আঃ! রক্ষা হউক! (অগ্রসর হইয়া বলেন্দ্রের প্রতি জনাস্তিকে) রাজকুমার, আর দেখেন কি? সৰ্বনাশ উপস্থিত! মহারাজ হঠাৎ উন্মাদপ্রায় হয়েছেন।

বলে। সে কি? সৰ্বনাশ! (রাজার নিরাসনে উপবেশন।) হায়, হায়! কি হলো। তা মন্ত্রি, তুমি ওঁকে এখানে আনলে কেন?

মন্ত্রী। কি করি? উনি আপনিই এই দিকে এলেন। সূতরাং, আমাকে ওঁর সঙ্গে আসতে হলো। কি জানি, যদি অণু কোথাও যান। আর একটা ভাবলেন, যে মহারাজের যখন এ অবস্থা হলো, তখন আর এ গুরুতর পাপকৰ্ম্মে প্রয়োজন কি? তাই আপনাকে নিবেদন কতো এলেন। এর পর আমার অদৃষ্টে যা হবার হবে। হায়, হায়, রাজকুমার——

রাজা। বলেন্দ্র! হি ভাই! এমন কৰ্ম্মও করে। (গাত্রোথান করিতে)

করিতে) কর কি, কর কি ? না,—না, না, না,—মানসিংহ, মানসিংহ, মানসিংহ ! হঁ ! তাকে তো এখনই নষ্ট করবো। আমি এই চল্যম। (কিঞ্চিৎ গমন) এই যে আমার কৃষ্ণা ! কেন, মা ? কেন ?—মা, একবার বীণাধ্বনি কর।—মা, একটি গান কর।—আহা—ঐ, ঐ, হা আমার কুললক্ষ্মী ! তুমি কোথা গেলে ! (রোদন।)

কৃষ্ণা। (রাজার অবস্থাকে শোক জ্ঞান করিয়া) কাকা, পিতা এমন কচ্যেন কেন ? পিতঃ, আপনি এ সামান্য বিষয়ে এত আক্ষেপ করেন কেন ? জীব মাত্রেই শমনের অধীন। তা এতে দুঃখ কল্যে আর কি হবে ? জীবন কখনই চিরস্থায়ী নয়। যে আজ না মরে, সে কাল মরবে। কুলমান রক্ষার জন্মে প্রাণদান অপেক্ষা আর কি পুণ্যকর্ম আছে ? (আকাশে কোমল বাত) ঐ শুভুন ! রাজসতী পদ্মিনী আমাকে ডাকছেন ! উনি এর আগে আমাকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলেছিলেন, যে “কুলমান রক্ষার জন্মে যে যুবতী আপন প্রাণ দান করে, সুরলোকে তার আদরের সীমা নাই।” পিতঃ, আপনি এ দাসীকে জন্মের মতন বিদায় দেন ! এই অন্তকালে যে মায়ের পা ছুঁখানি দেখতে পেলেম না, এই একটা বড় দুঃখ মনে রইল ! (রোদন।)

বলে। ছি, মা, ছি ! তুমি ও সকল কথা আর মুখে এনো না ! তোমার শত্রুর অন্তকাল উপস্থিত হউক।

কৃষ্ণা। কাকা, এমন জীব নাই, যে বিধাতা তার অদৃষ্টে মরণ লেখেন নাই। কিন্তু সকলের ভাগ্যে মৃত্যু যশোদায়ক হয় না। অনেক তরুকে লোকে কেটে পুড়িয়ে ফেলে ; কিন্তু আবার কোন কোন তরুর কাঠে দেবপ্রতিমা নির্মাণ হয়। কুলমান রক্ষার্থে কিন্না পরের উপকারের জন্মে যে মরে, সে চিরস্মরণীয় হয়।

বলে। তুমি, মা, আর ও সব কথা কইও না। তুমি আমাদের জীবন-সর্বস্ব ! তোমার অপেক্ষা কি এ রাজপদ প্রিয়তর ?

কৃষ্ণা। কাকা, আপনি এমন কথা মুখেও আনবেন না। আপনি আমাকে বাল্যকালাবধি প্রাণতুল্য ভালবাসেন, তা আপনি এখন আমার সকল অপরাধ মার্জনা করে আমাকে বিদায় দেন ! পিতঃ, আপনি নরপতি ; বিধাতা আপনাকে কত শত সহস্র প্রাণীর প্রতিপালন কত্যা এই রাজপদে নিযুক্ত করেছেন ; তা আপনার তাদের সুখ দুঃখ বিস্মৃত হওয়া কোন মতেই উচিত হয় না। আপনি এ দাসীকে জন্মের মতন বিদায় দেন। আপনি নীরব হলেন কেন ? আমি কি অপরাধ করেছি, যে আপনি আর আমার সঙ্গে কথা কবেন

না? পিতঃ, আপনার এত আদরের মেয়েকে এইবার শেষ আশীর্বাদ করুন,
যেন এ ভবমন্ত্রণা হতে মুক্ত হয়ে সুরপুরাতে যেতে পারি। (চরণে পতন।)

রাজা। এ না মানসিংহের দূত?—এত বড় স্পর্ধা, আমাকে রুদ্ধ করে?

কৃষ্ণা। (উঠিয়া) কেন, পিতঃ, আমি আপনার নিকট কি অপরাধ করেছি?

রাজা। কি অপরাধ?—আমার নিকটে ছলনা?—দূর হঃ, দূর হঃ!

মন্ত্রী। এ কি সর্বনাশ!—

কৃষ্ণা। হা বিধাতঃ, আমার অদৃষ্টে কি এই ছিল? এ সময়ে পিতাও কি
বিমুখ হলেন? কাকা, আমি পিতার নিকটে কি অপরাধ করেছি, যে উনি
আমার প্রতি বিরক্ত হলেন? (আকাশে কোমল বাত) আঃ, আমি এই যাই।—
কাকা, আপনার চরণে ধরি (চরণে পতন।) আপনিই আমাকে বিদায় দেন।

বলে। উঠ মা, উঠ! ছি, মা, ছি! (হস্ত ধরিয়া উত্তোলন) তুমি
আমাদের জীবনসর্বস্ব! তোমাকে বিদায়—(আকাশে কোমল বাত।)

কৃষ্ণা। জননি, এই আমি এলেম। (সহসা খড়গাঘাত ও শব্দোপরি
পতন।)

সকলে। এ কি! এ কি সর্বনাশ! কি সর্বনাশ!

বলে। হে বিধাতঃ, তোমার মনে কি এই ছিল! হে পরমেশ্বর, আমাদের
কি করলে! বৎসে, তুমি কি আমাদের যথার্থই ত্যাগ করলে! হায়, হায়!
(রোদন।)

(তপস্বিনীর প্রবেশ।)

তপ। এ কি? (অবলোকন করিয়া) কি সর্বনাশ! এ রাজকুললক্ষ্মী
এ অবস্থায় কেন? হায়, হায়! এ রত্নদীপ কে নির্বাণ কল্যে?—হায়, হায়!
(রোদন।)

বলে। আর ভগবতি, আমাদের কি হবে! এ দিকে এই, আবার ও দিকে
মহারাজের দশা দেখেচেন? আহা! দাদা, তোমার অদৃষ্টে কি এই ছিল!
ভগবতি—

তপ। কেন, কেন? মহারাজের কি হয়েছে? উনি অমন কচোন কেন?

বলে। আর ভগবতি, সকলই আমার অদৃষ্টে করে! মহারাজ হঠাৎ মহা
উন্মাদ হয়ে উঠেছেন।

তপ। কেন? কারণ কি?

(অহল্যাদেবীর বেগে প্রবেশ ।)

অহ। (নেপথ্য হইতে) কৈ ? কৈ ? আমার কৃষ্ণা কোথায় ?
(অবলোকন করিয়া) এ কি ? আমার কৃষ্ণা এমন হয়ে রয়েছে কেন ?—
ঔয়া !—এ যে রক্ত !—মহারাজ, এমন কে করলে ?

তপ। মহিষি, মহারাজকে আপনি আর কেন জিজ্ঞাসা কচ্যেন ? ওঁতে
কি আর উনি আছেন ?

অহ। তবে বুঝি উনিই এ কৰ্ম করেছেন ! ও মা, আমার কি সর্বনাশ
হলো ! (কৃষ্ণার মুখাবলোকন করিয়া রোদন) আহা ! বাছা আমার সুবর্ণলতার
ন্যায় পড়ে আছেন ! ও মা কৃষ্ণা, আমি তোমার অভাগিনী মা এসে ডাকছি
যে। ও মা, তুমি আমাকে কি অপরাধে ছেড়ে চলো, মা ? উঠ, মা, উঠ।
ও মা, ও মা, তুমি কি আমার উপর রাগ করেছো ? (রোদন ।)

কৃষ্ণা। (মুহূৰ্ত্তে) মা,—এসেছো ?—আমাকে পায়ের ধূলা দেও। মা,—
পিতা আমার উপর অত্যন্ত রাগ করেছেন,—তুমি ওঁকে আমার সকল দোষ কৰ্মা
করুতে বলো। মা, আমি তোমার নিকটেও অনেক বিষয়ে অপরাধী আছি, সে
সকল কৰ্মা করে আমাকে এ জন্মের মতন বিদায় দেও। মা, তোমার এ হুঃখিনী
মেয়েকে এর পর এক এক বার মনে করো (মৃত্যু—আকাশে কোমল বাত ।)

অহ। ও মা, তুমি কি অপরাধ করেছিলে, মা ! (রোদন) এ কি ?
আবার যে মা আমার চূপ করলেন ? ও মা, কৃষ্ণা ! ও মা ! ও মা !
ও মা ! (মুর্ছা ।)

তপ। এ আবার কি হলো ?—রাজমহিষী যে হঠাৎ অজ্ঞান হলেন। মহিষি,
উঠুন, মহিষি, উঠুন, হায়, হায় ! একবারে কি সব ছারখার হলো ?

অহ। (চেতন পাইয়া) ভগবতি, আমি কি স্বপ্ন—মহারাজ, এ কৰ্ম কে
করলে ? ঠাকুরপো, তুমিই বল না কেন ?—ও কি ? (উঠিয়া) তোমরা যে
সকলেই চূপ করে রৈলে ?

রাজা। আঃ ! (অগ্রসর হইয়া) মহিষী যে ? (হস্ত ধরিয়া) দেখ, তুমি
আমার কৃষ্ণাকে দেখেচো ? কৈ ?

অহ। মহারাজ, তুমি ও হাত দিয়ে আমাকে ছুঁও না। তোমার হাতে
আমার কৃষ্ণার রক্ত লেগে রয়েছে। মহারাজ, আমি তোমার কাছে এ জন্মের
মতন বিদায় হলেম।

[বেগে প্রস্থান ।]

মন্ত্রী। ভগবতি, আপনি একবার যান, মহিষী কোথায় গেলেন দেখুন গে।

[তপস্বিনীর প্রস্থান।]

রাজা। মহিষি, কোথা যাও ? কোথা যাও ?—গেলে, গেলে, গেলে ?
তুমিও গেলে। (রোদন) হা কৃষ্ণা ! হা কৃষ্ণা ! হা কৃষ্ণা ! আমি যাই মা,
আমি যাই। ভাই বলেন্দ্র, কৃষ্ণা !—কৃষ্ণা ! আমার কৃষ্ণা ! (রোদন।)

মন্ত্রী। রাজকুমার, আমি চিরকাল এই বংশের অধীন, আমাকে কি শেষে
এই দেখতে হলো। (রোদন।)

(অস্তঃপুরে রোদনধ্বনি, তপস্বিনীর পুনঃ প্রবেশ।)

তপ। হায় ! হায় ! কি হলো !—রাজকুমার, রাজমহিষীও স্বর্গারোহণ
কল্যেন। হায়, হায় ! আমি এমন সর্বনাশ কোথাও দেখি নাই। এ কি
বিধাতার সামান্য বিড়ম্বনা ? হায়, হায়, হায় !

বলে। মন্ত্রি, আর কি ? সকলই শেষ হলো। (রোদন) হায় ! হায় !
হায় ! যুত্ব কি আমাকে ভুলে আছেন।—দাদা, ঐ দেখুন, আমাদের রাজকুললক্ষ্মী
মহানিজায় অবশ হয়ে আছেন। আর এ রাজ্যে প্রয়োজন কি ? হায়, হায় !

রাজা। বলেন্দ্র, ভাই, কৃষ্ণা ! কৃষ্ণা !—আমার কৃষ্ণা !

বলে। আহা হা ! দাদা, তোমার জ্ঞান শূন্য হয়েছে, তুমি এর কিছুই
জ্ঞানতে পাচ্যো না। হায় ! হায় ! হায় ! তা, ভাই, এ তো তোমার সৌভাগ্য
বলতে হবে ! হায়, এমন সময়ে জ্ঞান থাকা চেয়ে অজ্ঞান হওয়া ভাল ! এ
যাতনা কি সহ করা যায় ! (রোদন।)

সত্য। রাজকুমার, আর আক্ষেপ করা বৃথা। মহারাজকে এখান থেকে
লয়ে যাওয়া যাক। আর আসুন, এ বিষয়ে যা কর্তব্য, দেখা যাক্গে। এ
দিকের তো সকলি শেষ হলো। হায়, হায় ! হে বিধাতঃ, তোমার কি অদ্ভুত
লীলা। আসুন, রাজকুমার, আর বিলম্ব প্রয়োজন কি।

(যবনিকা পতন।)

গ্রন্থ সমাপ্ত।

চতুর্দশপদী কবিতাবলী

[১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে]

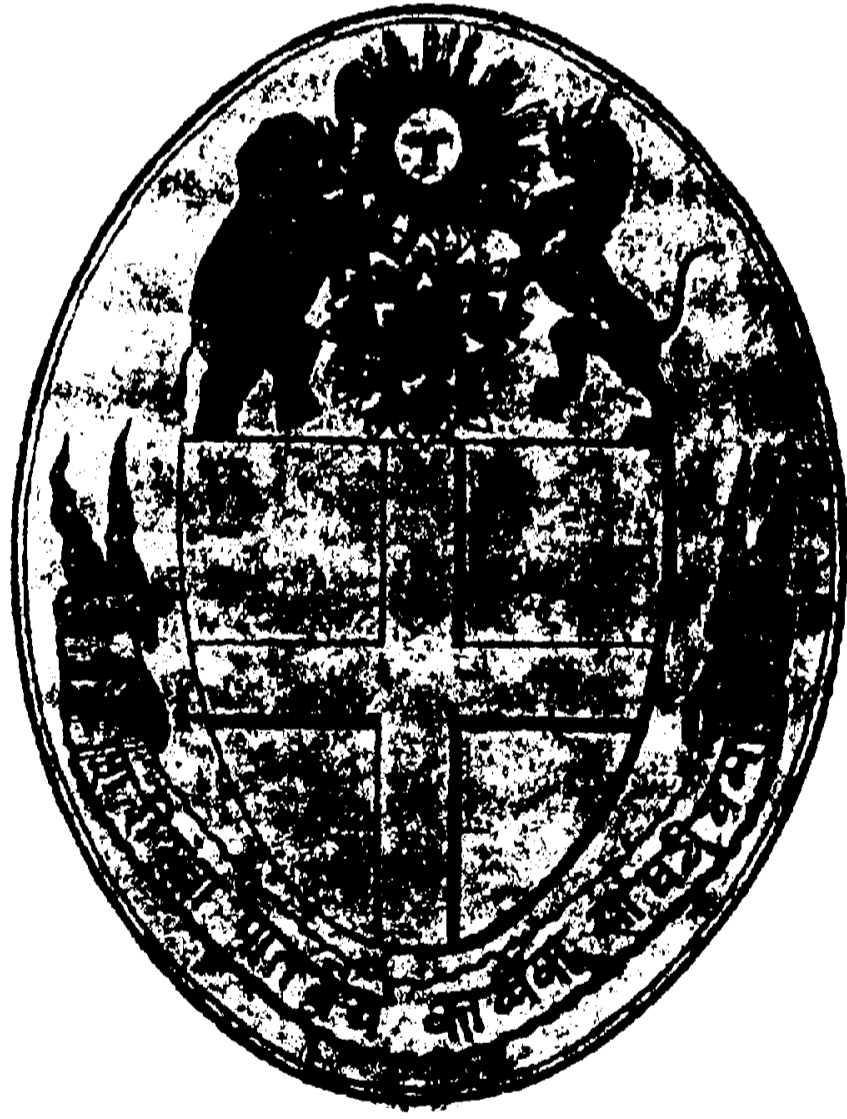
চতুর্দশশতাব্দী কবিতাবলী

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

[১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত]

সম্পাদক :

ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীসজনীকান্ত দাস



বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৪৩১, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড

কলিকাতা-৬

প্রকাশক
শ্রীমন্তকুমার গুপ্ত
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ—অগ্রহায়ণ, ১৩৪৭
... ..
পঞ্চম মুদ্রণ— জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬২
ষষ্ঠ মুদ্রণ— কার্তিক ১৩৬৮

মূল্য—১.৫০ ন.প.

মুদ্রাকর—শ্রীনিরঞ্জনকুমার দাস
শ্রীনিরঞ্জন প্রেস—৫৭ ইন্ডিয়া বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭
১১—১০১১১৬১

ভূমিকা

যদি নূতন পদ্ধতি প্রবর্তনের দিক্ দিয়া প্রতিভার বিচার করিতে হয়, তাহা হইলে বাংলা-সাহিত্যে মধুসূদনকে শ্রেষ্ঠ কবি-প্রতিভা বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। শুধু ব্ল্যাক্ ভার্স বা অমিত্রাক্ষর ছন্দই নয়, মধুসূদন বাংলা ভাষায় ইউরোপীয় পদ্ধতিতে গীতি-কবিতা, মহাকাব্য, প্রহসন ও নাটকেরও আদি-প্রবর্তক। ইতালীয় কবিদের “Heroic Epistles”-এর ধরণে ‘বীরাক্ষনা কাব্যে’ পত্রচ্ছলে কার্যরচনার যে রীতি মধুসূদন অনুসরণ করিয়াছেন, বাংলা ভাষায় তাহাও নূতন; ‘ব্রজাক্ষনা কাব্যে’ তিনি রাধাকৃষ্ণের বৈষ্ণবি প্রেমকে সম্পূর্ণ নূতন আধুনিক রূপ দিয়াছেন। ফরাসী কবি La Fontain-এর ধরণে রচিত “রসাল ও স্বর্ণলতিকা”-জাতীয় “নীতিগর্ভ কাব্যে”র বাংলা দেশে তিনিই প্রথম প্রবর্তক এবং তাঁহার ‘হেক্টর-বধ’ বাংলা গণের একটি নূতন বিশিষ্ট রূপ।

বাংলা কাব্যে সনেটও মধুসূদনের একান্ত নিজস্ব আবিষ্কার; “চতুর্দশপদী” নামও তাঁহারই দেওয়া। তাঁহার জীবন-চরিতগুলি হইতে এ বিষয়ে যতটুকু তথ্য পাওয়া গিয়াছে, তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাস। ‘মেঘনাদবধ কাব্যে’র ৫ই সর্গ রচনা সমাপ্ত হইয়াছে, কবি তৃতীয় সর্গে হাত দিয়াছেন; ‘কৃষ্ণকুমারী নাটক’ রচনাও সমাপ্ত হইয়াছে (সেপ্টেম্বর, ১৮৬০)। এই সময়ে এক রবিবারে মধুসূদন রাজনারায়ণ বসুকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ এইরূপ—

...I want to introduce the sonnet into our language and some morning ago, made the following:—[আমি আমাদের মাতৃভাষায় সনেটের প্রবর্তন করিতে চাই, এবং কয়েক দিন আগে এক সকালে এটি রচনা করিয়াছি :—]

কবি-মাতৃভাষা।

নিজাগারে ছিল মোর অমূল্য-রতন
অগণ্য; তা সবে আমি অবহেলা করি,

অর্থলোভে দেশে দেশে করিছ ভ্রমণ,
 বন্দরে বন্দরে যথা বাণিজ্যের তরী।
 কাটাইছ কত কাল সুখ পরিহরি,
 এই ব্রতে, যথা তপোবনে তপোধন,
 অশন, শয়ন ত্যজে, ইষ্টদেবে স্মরি,
 তাঁহার সেবায় সদা সঁপি কায় মন।
 বঙ্গকুল-লক্ষ্মী মোরে নিশার স্বপনে
 কহিলা—“হে বৎস, দেখি তোমার ভকতি,
 সুপ্রসন্ন তব প্রতি দেবী সরস্বতী।
 নিজ গৃহে ধন তব, তবে কি কারণে
 ভিখারী তুমি হে আজি, কহ ধন-পতি ?
 কেন নিরানন্দ তুমি আনন্দ সদনে ?*

What say you to this my good friend ! In my humble opinion if cultivated by men of genius, our sonnet in time would rival the Italian.

[এ বিষয়ে তোমার কি মত, বন্ধু ! আমি মনে করি, যদি প্রতিভাশালী ব্যক্তিরা ইহার অনুশীলন করেন, তাহা হইলে আমাদের সনেট একদিন ইতালীয় সনেটের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারিবে।]

এই পত্র হইতেই জানা যায়, মধুসূদন এই সময়ে ইতালীয় ভাষার চর্চা করিতেছিলেন ; কবি তাসোর (Tasso) মূল কাব্য পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন। ইহার পর অনেক দিন সনেট বা চতুর্দশপদী কবিতা রচনা স্থগিত থাকে। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের ৯ জুন ‘ক্যাণ্ডিয়া’ জাহাজযোগে তিনি বিলাত যাত্রা করেন। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের “ভর্সেল্‌স”-এ (Versailles) অবস্থানকালে আবার তিনি চতুর্দশপদী কবিতা রচনায় মনোনিবেশ করেন। ঐ বৎসরের ২৬ জানুয়ারি তারিখে তিনি গৌরদাস বসাককে যে পত্র লেখেন, তাহাতে আছে—

You again date you letter from “Bagirhat.” Is this “Bagirhat” on the bank of my own native river ? I have been

* এই প্রথম সনেটটিই পরবর্তী কালে সুবিখ্যাত “বঙ্গভাষা” (৩ নং) কবিতায় রূপান্তরিত হইয়াছিল। মাত্র চারি বৎসরে মধুসূদনের ভাষার ও ভাবের প্রসার লক্ষ্য করিবার মত।

lately reading Petrarca—the Italian Poet, and scribbling some “sonnets” after his manner. There is one addressed to this very river কবতক্ষ । I send you this and another—the latter has been very much liked by several European friends of mine to whom I have been translating it. I dare say, you will like it too. Pray, get these sonnets copied and sent to Jatindra and Rajnarain and let me know what they think of them. I dare say the sonnet “চতুর্দশ-পদী” will do wonderfully well in our language. I hope to come out with a small volume, one of these days. I add a third ; I flatter myself that since the day of his death ভারতচন্দ্র রায় never had such an *elegant* compliment paid to him. There’s variety for you, my friend. I should wish you to show these things to Rajendra also, for he is a good judge. Write to me what you all think of this new style of Poetry. Believe me, my dear fellow, our Bengali is a very beautiful language, it only wants men of genius to polish it up.

[তোমার পত্রের শিরোনামায় পুনরায় বাগেরহাটের উল্লেখ দেখিতেছি । আমার জন্মভূমির নদীর তীরে যে বাগেরহাট, এ বাগেরহাট কি সেই ? আমি সম্প্রতি ইতালীয় কবি পেত্রার্কোর কাব্য পাঠ করিতেছিলাম—তাঁহার ধরণে কয়েকটি সনেট লিখিয়া ফেলিয়াছি । এই কবতক্ষকে সম্বোধন করিয়াই একটি সনেট লিখিত । ঐটি এবং সঙ্গে আর একটি সনেট পাঠাইলাম ; শেষেরটির অনুবাদ কয়েক জন ইউরোপীয় বন্ধুকে শুনাইয়াছিলাম, তাঁহাদের ওটি অত্যন্ত পছন্দ হইয়াছে । ভরসা করিয়া বলিতে পারি, তোমারও ভাল লাগিবে । দোহাই তোমার, এগুলির নকল যতীন্দ্র ও রাজনারায়ণকে পাঠাইবে এবং তাঁহাদের মতামত আমাকে জানাইবে । আমাদের ভাষায় চতুর্দশ-পদী কবিতা যে ভাল ভাবেই চলিবে, এ কথা বলিবার সাহস আমার আছে । শীঘ্রই এক খণ্ড পুস্তকে এগুলি প্রকাশ করিবার মতলব আছে । তিন নম্বরের একটি কবিতাও পাঠাইতেছি ; মৃত্যুর পর আজ পর্যন্ত ভারতচন্দ্র রায়কে এমন মার্জিত প্রশংসাবাদ কেহ করে নাই—এ আত্ম-প্রশংসা আমার প্রাপ্য । এগুলি বন্ধু, তোমার কাছে নূতন ঠেকিবে । আমার ইচ্ছা, রাজেন্দ্রও এগুলি দেখেন, তাঁহার বিচারবুদ্ধির উপর আমার আস্থা আছে । এই নূতন পদ্ধতির কাব্য সম্বন্ধে তোমাদের সকলের মতামত আমাকে জানাইবে । ভাই, আমার নিজের বিশ্বাস, আমাদের ভাষা অতি মনোহারী, প্রতিভাশালী ব্যক্তির হাতে ইহা মার্জিত হইবার অপেক্ষা করিতেছে মাত্র ।]

গৌরদাস বসাক মধুসূদন-প্রেরিত সনেটগুলি তাঁহার নির্দেশমত যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে দেখিতে দেন । ২১ মার্চ (১৮৬৫) তারিখে

গৌরদাস বাবুকে লেখা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের একটি পত্র হইতে জানা যায় যে, মধুসূদন তাঁহার পত্রে তিনটির উল্লেখ করিলেও মোট চারিটি সনেট পাঠাইয়াছিলেন। সনেট চারিটি যথাক্রমে এইরূপ—অন্নপূর্ণার ঝাঁপি (৫ নং), জয়দেব (৮ নং), সায়ংকাল (২১ নং), কবতক্ষ নদ (৩৪ নং)। যতীন্দ্রমোহনের পত্র অংশতঃ উদ্ধৃত করিতেছি :—

I have persued the four sonnets with attention and I should think they are fully worthy of our poet's pen. Of the four I give greater preference to two. I mean the one addressed to Jaidev and the other describing Evening. The ideas of the latter tho' perhaps not quite original are wholly new in the Bengallee and his adaptations are so peculiarly happy that they almost deserve the credit of originality. Our poet takes nothing but what he is sure to improve, and ideas and sentiments however foreign assume a natural grace and beauty when they pass thro' his crucible. The third sonnet is full of tender feelings but I think it has not the simplicity and ease which characterize the other two. As desired I have handed over all the four sonnets together with Michaels letter to our friend Rajender and I dare say he will be glad to give them a place in his Periodical.

[সনেট চারিটি আমি মনোযোগের সহিত পড়িয়াছি এবং আমার বিবেচনায় সেগুলি আমাদের কবির লেখনীর সম্পূর্ণ মর্যাদা রাখিয়াছে। চারিটির মধ্যে দুইটি আমার বেশী ভাল লাগিয়াছে—জয়দেব সম্বোধন করিয়া লিখিত সনেটটি এবং সায়ংকালের বর্ণনা-সম্বলিত সনেটটি। শেষেরটির ভাব যদিও সম্পূর্ণ মৌলিক নয়, তথাপি বাংলা ভাষায় একেবারে নূতন ; এবং মধুসূদন এমন আশ্চর্য্য চমৎকার ভাবে মর্মানুবাদ করিয়াছেন যে, কবিতাটি প্রায় মৌলিক কবিতার গৌরব লাভ করিয়াছে। আমাদের কবি যেখান হইতে বাহাই গ্রহণ করুন না, তাঁহার হাতে গৃহীত বস্তু উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয় এবং ভাব ও অল্পভূতি যত বিদেশী হউক, তাঁহার রচনা-কটায়ে পড়িলে সকলই স্বাভাবিক মাধুর্য্য ও সৌন্দর্য্য লাভ করে। তৃতীয় সনেটটি যদিও কমনীয় ভাবে ভরা, তথাপি আমার মনে হয়, এটি অল্প দুইটির মত সহজ ও প্রাঞ্জল হইয়া উঠে নাই। আপনার নির্দেশ-মত আমি সনেট চারিটি মাইকেলের পত্র সহ আমাদের বন্ধু রাজেন্দ্রকে দিয়াছি ; ভরসা করি, তিনি খুশী হইয়াই তাঁহার পত্রিকায় সেগুলিকে স্থান দিবেন।]

রাজেন্দ্রলাল মিত্র তৎসম্পাদিত 'রহস্য-সন্দর্ভ'* পত্রিকায় (১৯২১ সংবৎ, ২ পর্ব, ২১ খণ্ড, পৃ. ১৩৬) তন্মধ্যে দুইটি সনেট মুদ্রিত করেন— "কবতক্ষ নদ" ও "সায়ঙ্কাল"। ভূমিকায় রাজেন্দ্রলাল যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

চতুর্দশপদী কবিতা।

নিম্নস্থ চতুর্দশপদী কবিতাদ্বয় শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুসূদন দত্তকর্তৃক প্রণীত। উক্ত মহোদয়ের শর্মিষ্ঠা তিলোত্তমা মেঘনাদাদি কাব্য বঙ্গভাষায় উৎকৃষ্ট বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। মেঘনাদ বাঙ্গালী মহাকাব্য বলিবার উপযুক্ত। অপর কবিবর কেবল উক্তম কাব্য লিখিয়াছেন এমত নহে। তাঁহাকর্তৃক বঙ্গভাষায় অমিত্রাক্ষর কবিতার সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়াও তিনি এতদেশীয়দিগের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত আছেন। তাঁহার এই অভিনব কবিতা তাঁহার কবিত্ব-মার্গণ্ডের অমুপযুক্ত অংশ নহে।

অতি অল্প কালের মধ্যে মধুসূদন "ভর্সেল্‌স" নগরে বসিয়াই শতাধিক সনেট রচনা করেন এবং তাঁহার প্রকাশক কলিকাতার ষ্ট্যানহোপ প্রেসের স্বত্বাধিকারী ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোম্পানীকে সেগুলি পাঠাইয়া দেন। ঐ সঙ্গে আরও কয়েকটি অসমাপ্ত কাব্য ছিল। প্রকাশক এগুলি সমস্তই ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ১লা আগস্ট তারিখে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। প্রথম সংস্করণ পুস্তকের আখ্যাপত্র এইরূপ ছিল—

চতুর্দশপদী-কবিতাবলি। / শ্রীমাইকেল মধুসূদন দত্ত / প্রণীত। / †
কলিকাতা। / শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং ষ্ট্যানহোপ, ষ্ট্রো / মুদ্রিত। / সন ১২৭৩
সাল, ইংরাজী ১৮৬৬। /

পুস্তকের পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ১ + ১২২। প্রথম সংস্করণে এই পুস্তকের তিনটি ভাগ ছিল—(১) উপক্রম, (২) চতুর্দশপদী কবিতাবলি, (৩) অসমাপ্ত কাব্যাবলি। "উপক্রম" ভাগে লিখা প্রেসে ছাপা মধুসূদনের স্বহস্তাক্ষরে দুইটি সনেট (বর্তমান সংস্করণের ১-২) ; "চতুর্দশপদী

* নগেন্দ্রনাথ সোম ভ্রমক্রমে 'মধু-স্মৃতি'তে (পৃ. ৩২৬) 'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ'র নাম করিয়াছেন। 'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ' তখন বঙ্গ হইয়া গিয়াছিল।

† আখ্যাপত্রের এইখানে যে সীলটি ব্যবহৃত হইয়াছিল, তাহার প্রতিলিপি বর্তমান সংস্করণের আখ্যাপত্রেও দেওয়া হইল।

কবিতাবলি” অংশে ১০০টি সনেট (বর্তমান সংস্করণের ৩-১০২) এবং “অসমাপ্ত কাব্যাবলি”তে নিম্নলিখিত খণ্ডিত কবিতাগুলি ছিল : ১। সুভদ্রা-হরণ। ২। তিলোত্তমা-সম্ভব। ৩। নীতিগর্ভ কাব্য—(ক) ময়ূর ও গৌরী, (খ) কাক ও শৃগালী, (গ) রসাল ও স্বর্ণলতিকা। পরবর্তী সংস্করণগুলিতে “উপক্রম” ও “চতুর্দশপদী কবিতাবলি” অংশ একত্র হইয়াছে এবং “অসমাপ্ত কাব্যাবলি” অংশ পরিত্যক্ত হইয়াছে। ‘মধুসূদন-গ্রন্থাবলী’তে এই পরিত্যক্ত অংশ “বিবিধ—কাব্য” খণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছে। “অসমাপ্ত কাব্যাবলি” সম্বন্ধে প্রকাশকের (ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং) মন্তব্য “পাঠভেদ” অংশে দ্রষ্টব্য।

‘চতুর্দশপদী কবিতাবলী’ প্রকৃতপক্ষে মধুসূদনের শেষ কাব্য এবং সর্বাপেক্ষা পরিণত মনের কাব্য। চৌদ্দ পংক্তি এবং চৌদ্দ অক্ষরের গণ্ডীর মধ্যে তাঁহার স্বভাবতঃ উচ্ছ্বাসপ্রবণ মন অনেকখানি সংযত হইতে বাধ্য হইয়াছে। সনেটের কঠোর ও দৃঢ় গঠন-গুণে অল্প পরিধির মধ্যে একটি ভাবকে সম্পূর্ণতা দান করিবার জন্য কবিকে ভাষা সম্বন্ধে অত্যন্ত সজাগ থাকিতে হইয়াছে। মিলের বন্ধনও ভাষা-গঠনে সবিশেষ সহায়ক হইয়াছে। ফলে মধুসূদনের চতুর্দশপদীর অনেক পংক্তি আজ প্রবাদবাক্য হইতে পারিয়াছে। এই পদ্ধতি প্রবর্তনে মধুসূদনের অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার সম্মুখে স্বদেশীয় কোনও আদর্শ ছিল না; ভাঙাগড়ার কাজ তাঁহাকে নিজ জ্ঞানবুদ্ধি ও হুঃসাহসমত করিতে হইয়াছে।

‘চতুর্দশপদী কবিতাবলী’তে আর একটি লক্ষণীয় বিষয়—মধুসূদনের অপূর্ব দেশপ্রেম। ভারতবর্ষ এবং বিশেষ করিয়া মাতৃভূমি বাংলা দেশের প্রতি তাঁহার ঐকান্তিক ভালবাসা এই সনেট কয়টিতে ওতপ্রোত হইয়া আছে। এই প্রেমের তুলনা বাংলা-সাহিত্যেও ছলভ। এই পুস্তকের ১০২টি সনেটের মধ্যে বৈদেশিক ব্যক্তি ও বিষয় হইয়া লিখিত (৪৩, ৮২, ৮৩, ৮৪ ও ৮৫ নং) ৫টিকে বাদ দিলে বাকী প্রায় সবগুলিই স্বদেশীয় বিষয় এবং স্বদেশীয় প্রকৃতির বর্ণনাসম্বলিত। এগুলিতে মধুসূদনের অসামান্য কবি-হৃদয়ের পরিচয় নিহিত আছে। শুধু প্রকৃতি-বর্ণনাই নয়, তাঁহার

সমগ্র জীবনের রূঢ় বাস্তব ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নানা আকারে এগুলিতে প্রকাশ পাইয়াছে। ভারতবর্ষকে, বাংলা দেশকে, ভারতের এবং বঙ্গদেশের কবি ও মনস্বী ব্যক্তিগণকে তিনি কত শ্রদ্ধা করিতেন, তাহার প্রকাশেই 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' সমৃদ্ধ নয়—দেশের "বউ কথা কও" পাখী, "বটবৃক্ষ-তলে শিব-মন্দির," "শ্মশান," "কোজাগর লক্ষ্মীপূজা" প্রভৃতি সাধারণ বস্তু ও বিষয়ের স্মৃতিও তাঁহার কল্পনাকে সঞ্জীবিত করিয়াছে। অথচ আশ্চর্যের বিষয়, ইহার প্রত্যেকটিই সুদূর প্রবাসে ফ্রান্সের একটি প্রসিদ্ধ নগরে বসিয়া লেখা—সেখানে তাঁহার আশে পাশে চতুর্দিকে বিজাতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির অবাধ বিস্তার এবং বিপুল সমৃদ্ধির চমকপ্রদ প্রকাশ! ইউরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি নিজের চিরজীবনের গভীর আকর্ষণ ও ঐকান্তিক প্রবণতা সত্ত্বেও তিনি সেই সভ্যতার মাঝখানে বসিয়া দেশের নদী, নদীতীরের বটবৃক্ষ, ঈশ্বরী পার্টনী এবং অনূর্ণার কাঁপাটিকে ভুলিতে পারেন নাই। মধুসূদনের কবি-জীবনের অসাধারণ মহত্ত্ব এইখানে। 'জীবন-চরিত'-প্রণেতা যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় সত্যই লিখিয়াছেন—

মধুসূদনের কবিশক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হইতে হইলে, যেমন তাঁহার মেঘনাদবধ ও বীরাজনা পাঠ করা আবশ্যিক, মধুসূদনকে জানিতে হইলে, তেমনি তাঁহার চতুর্দশপদী কবিতাবলী পাঠ করিবার প্রয়োজন।—৪র্থ সংস্করণ, পৃ. ৫৮৩।

'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' প্রকাশিত হইলে মনস্বী রাজেন্দ্রলাল মিত্র 'রহস্য-সন্দর্ভে' (৩ পর্ব, ৩৪ খণ্ড, পৃ. ১৬০) তাহার যে সমালোচনা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে এই কবিতাগুলিতে স্বাভাৱিকতা ও দেশপ্রেমের প্রকাশ দেখিয়া সে কালে মধুসূদনের বাল্যসহপাঠীরাও কিরূপ বিস্ময় বোধ করিয়াছিলেন, তাহার আভাস আছে। সেই ছুপ্রাপ্য আলোচনাটি আমরা উদ্ধৃত করিতেছি :—

যে সকল ব্যক্তি "ওলো লো মালিনীর" কণ্ঠস্থ শব্দবন্ধারে মুগ্ধ হন ও অহুপ্রাসই কবিতার সার বলিয়া কৃতনিশ্চয় আছেন তাঁহাদের নিকট এই নূতন গ্রন্থ-খানি কোন মতে সমাদৃত হইবে না। পরন্তু ষাঁহারা উৎকৃষ্ট প্রসঙ্গ, অশৌকিক কল্পনা শক্তি, চমৎকার লক্ষণা, প্রাজ্ঞ রচনা ও প্রকৃষ্ট ওজোগুণ বিশিষ্ট বাক্যে মনের আনন্দ সাধন করিতে পারেন, ষাঁহারা জ্ঞাত আছেন যে কবিতার মূলই সঙ্গীত, এবং

তদভাবে সহস্র অনুপ্রাসও চিত্তের প্রকৃত অনুমোদন করিতে পারে না, যাঁহারা রচনার অলঙ্কারকে অলঙ্কার বলিয়া জানেন, তাহাই প্রধান পদার্থ মনে করেন না, তাঁহাদিগের নিকট দত্তজার এই নূতন গ্রন্থ অবশ্যই উপাদেয় বলিয়া গৃহীত হইবে। এই গ্রন্থরূপ উপহার প্রাপ্তিতে আমরা পরম পুলকিত হইয়াছি, যেহেতু ইহার দৃষ্টে আমাদের এই হৃদয়ঙ্গম হইল যে নব্য যুবকগণ অনেকেই ইংরাজি নবানুসারে মত্ত হইয়া বাঙ্গালীর অবহেলা করিলেও আমাদের প্রকৃত সন্ধিধানেরা মাতৃভাষার কদাপি অবহেলা করিবেন না, এবং তাঁহাদের প্রযত্নে তাহা চিরকাল সালঙ্কতা ও সমাদৃত্য থাকিবেক। শ্রীযুক্ত দত্তজ ইউরোপীয় নানা ভাষায় প্রবীণ। ইংরাজি লাতিন ও গ্রীক ভাষায় তেঁহ পণ্ডিত বলিয়া প্রসিদ্ধ, তন্নিম্ন ফরাসী ইতালীয় ও জার্মান ভাষা প্রভৃতিতে অভিজ্ঞ। তেঁহ দেশীয় পৌত্তলিক ধর্মে বিরক্ত হইয়া তাহার বিসর্জনপূর্বক খ্রীষ্টীয় ধর্মগ্রহণ করেন, ও ইউরোপীয় রমণীর পাণিপীড়ন করেন; অধিকন্তু প্রাপ্তযৌবনে তিনি বিষয়ানুরোধে বঙ্গদেশ ত্যাগ করিয়া মাদ্রাজ প্রদেশে বহুকাল যাপন করেন, পরে ইউরোপীয় ব্যবহার শাস্ত্রের প্রকৃষ্টরূপে অধ্যয়নার্থে কএক বৎসরাবধি স্বদেশ-পরিত্যাগ পূর্বক বিভিন্ন বর্ষে দিনপাত করিতেছেন, তত্রাপি এক মুহূর্তের নিমিত্ত তিনি মাতৃভাষা বিস্মৃত হয়েন নাই; প্রত্যুত ফ্রান্স দেশের বার্সেল্‌স্‌ নগরে মাতৃভাষাতেই আপন গূঢ় ভাবসকল সঙ্কীর্ণিত করিতেছেন, এবং বর্তমান গ্রন্থে তাহারই কএকটি গীত সমাহৃত হইয়াছে। মাতৃভাষার বলবত্তা-বিষয়ে এতদপেক্ষায় প্রবল দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া ভার। পরন্তু ইহাও স্মর্তব্য যে দত্তজ বাল্যকালে বাঙ্গালীভাষা শিক্ষায় তাদৃশ বিশেষ অনুধাবন করেন নাই, ও কার্যানুরোধে যৌবনের মুখ্যাংশ ইংরাজীর অনুশীলনে বিনিয়োগ করেন, তথা প্রবাসে বাস, তথাকার প্রচলিত ভাষা বাঙ্গালী নহে, ও গৃহ মধ্যে ইংরাজী সহধর্মিণী থাকায় পুত্র কলত্রের সহিতও বাঙ্গালী ভাষায় কথোপকথন করিতে হয় না, তথাপি বাঙ্গালী কবিতারচনে তাঁহার যে প্রকার ক্ষমতা তাদৃশ আর কাহার দৃষ্ট হয় নাই; এ ঘটনা প্রকৃত আধিদৈবিক শক্তি না থাকিলে কদাপি সম্ভবে না। ফলে অধুনা বাঙ্গালী কবির মধ্যে দত্তজ সর্বশ্রেষ্ঠ এ কথা বলিলে, বোধ হয়, কেহই আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হইবেন না। যাঁহারা দত্তজার মেঘনাদ বধ, তিলোত্তমাসম্ভব, শশিষ্ঠা প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন ও তদগ্রন্থের রসানুভব করিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট এ বিষয়ের প্রমাণ প্রয়োগ করিবার আবশ্যক রাখে না অগ্নের নিমিত্ত আমরা প্রস্তাবিত কবিতাবলির উল্লেখ করিলাম তৎ পাঠে অনেকে আমাদের সহিত এক মত হইবেন সন্দেহ নাই।

প্রথম সংস্করণের পুস্তকে “প্রকাশক-দিগের বিজ্ঞাপনে” কয়েকটি কবিতার যে পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, এ যুগের পাঠক তাহা পড়িলে কৌতুক বোধ করিবেন। আমরা কৌতুহলী পাঠকদের অবগতির জন্ত এই অংশ উদ্ধৃত করিলাম :—

চতুর্দশপদীর ৮০ সংখ্যক কবিতাটি [বর্তমান সংস্করণে ৮২] গ্রন্থকার ইটালীর অধিপতি ভিক্টর ইমানুয়েলকে উপঢৌকন স্বরূপ প্রেরণ করেন। ইটালীখর স্বীয় প্রধান মন্ত্রীকে দিয়া দত্তজ মহাশয়কে এক প্রশংসাসূচক উত্তর লিখিয়া পাঠান। এই কবিতা ইটালীদেশীয় সুপ্রসিদ্ধ কবি দাস্তের উপর লিখিত হয়। ইনি ফ্লোরেন্স নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। ১৩০০ খ্রীঃ অব্দে উক্ত নগরের একজন প্রধান মাজিস্ট্রেটের পদে অভিষিক্ত হইয়া কোন সম্প্রদায়বিশেষের বিরোধে লিপ্ত থাকাতে তিনি স্বদেশ হইতে নির্বাসিত হন। নির্বাসিতাবস্থায় লা কমেডিয়ান নামে জগদ্বিখ্যাত কাব্য ইটালি ভাষায় রচনা করেন। এই কাব্যে স্বর্গ ও নরকের বিষয় অতি সুন্দররূপে বর্ণিত আছে। এরূপ অনুমান করা হয় যে, কবিগুরু দাস্তে ভাজিলের সমভিব্যাহারে নরকে প্রবেশ করিয়া পাপীদিগের যন্ত্রণা ভোগ বর্ণনা করেন। তিনি লাতিন ভাষায় আর কতকগুলি কাব্য লিখিয়া আপন যশঃ আরো বিস্তীর্ণ করেন। ১৮৩০ সালে ফ্লোরেন্স নগরে তাঁহার স্মরণার্থে একটি সমাধি-মন্দির নিৰ্মিত হয়।

৮১ সংখ্যক [ম. গ্র—৮৩] কবিতাটি পণ্ডিতবর গোল্ডষ্টুকরকে লিখিত হয়। ইনি জার্মানি দেশ-নিবাসী সংস্কৃত ভাষায় একজন মহাপণ্ডিত এবং বোডিন কালেজে উক্ত ভাষার প্রধান অধ্যাপক ; কতকগুলি সংস্কৃত গ্রন্থ সংশোধনপূর্বক পুনর্মুদ্রিত করিয়াছেন, বিশেষতঃ সুবিখ্যাত উইলসন্ সাহেবকৃত সংস্কৃত অভিধানের সংশোধন ও পুনর্মুদ্রাঙ্কন কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। প্রায় দশ বৎসর হইল এই কার্যে ব্যাপৃত আছেন, অত্যাপিও স্বরবর্ণের আচ্ছন্ন “অ” শেষ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। ইংলণ্ডে অধুনা সংস্কৃত ভাষার উন্নতি-সাধন বিষয়ক “সংস্কৃত টেক্সট সোসাইটি” নামে যে এক সমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে, ইনি তাহারও একজন প্রধান সম্পাদক।

৮২ সংখ্যক [ম. গ্র—৮৪] কবিতাটি আলফ্রেড টেনিসনের উপর লিখিত। ইনি ইংলণ্ড দেশীয় ইদানীন্তন সুপ্রসিদ্ধ কবি। ইংরাজী ভাষায় অনেকগুলি প্রসিদ্ধ কাব্য রচনা করিয়া আপন নাম চিরস্মরণীয় করিয়াছেন। ইনি অত্যাপি জীবিত আছেন।

ভিক্টর হ্যাগো ফ্রান্সদেশীয় ইদানীন্তন অতি প্রসিদ্ধ কবি। ১৮০২ খ্রীঃ অব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। দশ বৎসর বয়ঃক্রম হইলে কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন, পরে অনেকগুলি কাব্য, নাটক এবং উপন্যাস লিখিয়া এই জগৎগুলে বিস্তর ষশঃ বিস্তার করিয়াছেন।

‘চতুর্দশপদী কবিতাবলী’ প্রকাশিত হইবার পরেও মধুসূদন কয়েকটি সনেট রচনা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পীড়ার সংবাদে একটি, পরেশনাথ পাহাড়ের উপর একটি, “পুরুলিয়া মণ্ডলীর প্রতি” একটি, “কবির ধর্মপুত্র” একটি, “পঞ্চকোট গিরি” একটি, “পঞ্চকোটস্থ রাজ্যশ্রী” একটি এবং ঢাকা নগরীর উপর একটি—মোট এই সাতটি সনেট বিভিন্ন সাময়িক-পত্রিকা ও অগ্ৰাণ্ড উৎস হইতে ‘মধু-স্মৃতি’-প্রণেতা নগেন্দ্রনাথ সোম তাঁহার পুস্তকে পুনর্মুদ্রিত করিয়াছেন। এই কবিতাগুলি আমাদের “বিবিধ—কাব্য”খণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছে।

কবিতাগুলির দুর্লভ শব্দ ও বাক্যাংশের অর্থ ও অগ্ৰাণ্ড প্রয়োজনীয় মন্তব্য পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।

মধুসূদনের জীবিতকালে প্রকাশিত দুইটি সংস্করণেই মুদ্রাকর-প্রমাদবশতঃ দুই এক স্থলে ছন্দপতন ও অর্থ-অসঙ্গতি ঘটিয়াছে, পরিশিষ্টে সেগুলিও প্রদর্শিত হইল।

নির্ঘণ্ট পত্র

কবিতার নাম	পৃষ্ঠা	কবিতার নাম	পৃষ্ঠা
উপক্রম	... ১	সীতাদেবী	... ১৯
বঙ্গভাষা	... ২	মহাভারত	... ১৯
কমলে কামিনী	... ৩	নন্দন-কানন	... ২০
অন্নপূর্ণার ঝাঁপি	... ৩	সরস্বতী	... ২১
কাশীরাম দাস	... ৪	কপোতাক্ষ নন্দ	... ২১
কৃষ্ণিবাস	... ৪	ঈশ্বরী পার্টনী	... ২২
জয়দেব	... ৫	বসন্তে একটি পাখীর প্রতি	... ২৩
কালিদাস	... ৬	প্রাণ	... ২৩
মেঘদূত	... ৬	কল্পনা	... ২৪
"বউ কথা কও"	... ৭	রাশি-চক্র	... ২৫
পরিচয়	... ৮	স্বতন্ত্রা-হরণ	... ২৫
যশের মন্দির	... ৯	মধুকর	... ২৬
কবি	... ১০	নদী-তীরে প্রাচীন ষাটশ শিব-মন্দির	২৬
দেব-দোল	... ১১	ভরসেলস নগরে রাজপুরী ও উচ্চান	২৭
শ্রীপঞ্চমী	... ১১	কিরাত-আর্জুনীয়ম্	... ২৮
কবিতা	... ১২	পরলোক	... ২৮
আশ্বিন মাস	... ১২	বঙ্গদেশে এক মান্ত বন্ধুর উপলক্ষে...	২৯
মাগ্ন্যকাল	... ১৩	শ্মশান	... ৩০
মাগ্ন্যকালের তারা	... ১৪	করণ-রস	... ৩০
নিশা	... ১৪	সীতা—বনবাসে	... ৩১
নিশাকালে নদী-তীরে বটবৃক্ষ- তলে শিব-মন্দির	... ১৫	বিজয়া-দশমী	... ৩২
ভায়াপথ	... ১৬	কোজাগর-সন্নীপূজা	... ৩৩
হুম্মে কীট	... ১৬	বীর-রস	... ৩৩
বটবৃক্ষ	... ১৭	গদা-বৃদ্ধ	... ৩৪
সৃষ্টিকর্তা	... ১৭	গোগৃহ-রণে	... ৩৫
সূর্য	... ১৮	কুক্কেশ্রে	... ৩৫
		শৃঙ্গার-রস	... ৩৬

কবিতার নাম	পৃষ্ঠা	কবিতার নাম	পৃষ্ঠা
সুভদ্রা	... ৩৭	কবিগুরু দাস্তে	... ৫১
উর্ধ্বশী	... ৩৮	পণ্ডিতবর ষিওডোর গোল্ডষ্টুকর...	... ৫২
রৌদ্র-রস	... ৩৮	কবিবর আলফ্রেড টেনিসন্	... ৫৩
দুঃশাসন	... ৩৯	কবিবর ভিক্তর হ্যাগো	... ৫৩
হিড়িম্বা	... ৪০	ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	... ৫৪
উচ্চানে পুষ্করিণী	... ৪১	সংস্কৃত	... ৫৫
নূতন বৎসর	... ৪১	রামায়ণ	... ৫৫
কেউটিয়া সাপ	... ৪২	হরিপর্কতে দ্রৌপদীর মৃত্যু	... ৫৬
শ্রামা-পক্ষী	... ৪৩	ভারত-ভূমি	... ৫৭
ঘেষ	... ৪৩	পৃথিবী	... ৫৭
বশঃ	... ৪৪	আমরা	... ৫৮
ভাষা	... ৪৫	শকুন্তলা	... ৫৯
সাংসারিক জ্ঞান	... ৪৬	বাল্মীকি	... ৫৯
পুষ্করবা	... ৪৬	শ্রীমন্তের টোপর	... ৬০
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত	... ৪৭	কোন এক পুস্তকের ভূমিকা পড়িয়া	... ৬১
শনি	... ৪৮	মিত্রাকর	... ৬১
সাগরে তরি	... ৪৮	ব্রজ-বৃত্তাস্ত	... ৬২
সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর	... ৪৯	ভূত কাল	... ৬২
শিশুপাল	... ৫০	* * *	... ৬৩
তারা	... ৫০	আশা	... ৬৪
অর্থ	... ৫১	সমাপ্তে	... ৬৫

চতুর্দশপদী কবিতাবলী

১

উপক্রম

যথাবিধি বন্দি কবি আনন্দে আসরে,
কহে, ষোড় করি কর, গোড় সুভাজনে ;—
সেই আমি, ডুবি পূর্বে ভারত-সাগরে,
তুলিল যে তিলোত্তমা-মুকুতা যৌবনে ;
কবি-গুরু বাল্মীকির প্রসাদে তৎপরে,
গম্ভীরে বাজায় বীণা, গাইল, কেমনে
নাশিলা সুমিত্রা-পুত্র, লঙ্কার সমরে,
দেব-দৈত্য-নরাতঙ্ক—রক্ষেন্দ্র-নন্দনে ;—
কল্পনা দূতীর সাথে ভ্রমি ব্রজ-ধামে
শুনিল যে গোপিনীর হাহাকার ধ্বনি,
(বিরহে বিহ্বলা বালা হারা হয়ে শ্যামে ;)—
বিরহ-লেখন পরে লিখিল লেখনী
যার, বীর জায়া-পক্ষে বীর পতি-গ্রামে ;
সেই আমি, শুন, যত গোড়-চূড়ামণি !—

২

ইতালী, বিখ্যাত দেশ, কাব্যের কানন,
বহুবিধ পিক যথা গায় মধুস্বরে,
সঙ্গীত-সুধার রস করি বরিষণ,
বাসন্ত আমোদে মন পূরি নিরন্তরে ;—
সে দেশে জনম পূর্বে করিলা গ্রহণ
ফ্রাঙ্কিস্কা পেতরার্কি কবি ; বাক্‌দেবীর ব

মধুসূদন-গ্রন্থাবলী

বড়ই যশস্বী সাধু, কবি-কুল-ধন,
 রসনা অমৃতে সিক্ত, স্বর্ণ বাণী করে ।
 কাব্যের খনিতে পেয়ে এই ক্ষুদ্র মণি,
 স্বমন্দিরে প্রদানিলা বাণীর চরণে
 কবীন্দ্র ; প্রসন্নভাবে গ্রহিলা জননী
 (মনোনীত বর দিয়া) এ উপকরণে ।
 ভারতে ভারতী-পদ উপযুক্ত গণি,
 উপহার রূপে আজি অরপি রতনে ॥

ফরাসীস দেশস্থ ভরসেলস্ নগরে ।

১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ।

৩

বঙ্গভাষা

হে বঙ্গ, ভাঙারে তব বিবিধ রতন ;—
 তা সবে, (অবোধ আমি !) অবহেলা করি,
 পর-ধন-লোভে মত্ত, করিহু ভ্রমণ
 পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি ।
 কাটাইহু বহু দিন সুখ পরিহরি !
 অনিদ্রায়, নিরাহারে সঁপি কায়, মনঃ,
 মজ্জিহু বিফল তপে অবরণ্যে বরি ;—
 কেলিহু শৈবলে ; ভুলি কমল-কানন !
 স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী কয়ে দিলা পরে,—
 “ওরে বাছা মাতৃ-কোষে রতনের রাজি,
 এ ভিখারী-দশা তবে কেন তোর আজি ?
 যা ফিরি, অজ্ঞান তুই, যা রে ফিরি ঘরে !”
 পালিলাম আজ্ঞা সুখে ; পাইলাম কালে
 মাতৃ-ভাষা-রূপে খনি, পূর্ণ মণিজালে ॥

কমলে কামিনী

কমলে কামিনী আমি হেরিনু স্বপনে
কালিদহে । বসি বামা শতদল-দলে
(নিশীথে চন্দ্রিমা যথা সরসীর-জলে
মনোহরা ।) বাম করে সাপটি হেলনে
গজেশে, গ্রাসিছে তারে উগরি সঘনে ।
গুঞ্জরিছে অলিপুঞ্জ অক্ষ পরিমলে,
বহিছে দহের বারি মূহু কলকলে ।—
কার না ভোলে রে মনঃ, এ হেন ছলনে !
কবিতা-পঙ্কজ রবি, শ্রীকবিকঙ্কণ,
ধন্য তুমি বঙ্গভূমে ! যশঃ-সুধাদানে
অমর করিলা তোমা অমরকারিণী
বাগ্‌দেবী ! ভোগিলা ছুখ জীবনে, ব্রাহ্মণ,
এবে কে না পূজে তোমা, মজি তব গানে ?—
বঙ্গ-হৃদ-হৃদে চণ্ডী কমলে কামিনী ॥

অন্নপূর্ণার ঝাপি

মোহিনী-রূপসী-বেশে ঝাপি কাঁখে করি,
পশিছেন, ভবানন্দ, দেখ তব ঘরে
অন্নদা ! বহিছে শূণ্ণে সঙ্গীত-লহরী,
অদৃশ্যে অপ্সরাচয় নাচিছে অম্বরে ।—
দেবীর প্রসাদে তোমা রাজপদে বরি,
রাজাম্বন, রাজছত্র, দিবেন সত্বরে
রাজলক্ষ্মী ; ধন-শ্রোতে তব ভাগ্যতরি
ভাসিবে অনেক দিন, জননার বরে ।

কিন্তু চিরস্থায়ী অর্থ নহে এ সংসারে ;
 চঞ্চলা ধনদা রমা, ধনও চঞ্চল ;
 তবু কি সংশয় তব, জিজ্ঞাসি তোমারে ?
 তব বংশ-যশঃ-কাঁপি—অন্নদামঙ্গল—
 যতনে রাখিবে বঙ্গ মনের ভাণ্ডারে,
 রাখি যথা সুধামৃতে চন্দ্রের মণ্ডলে ॥

৬

কাশীরাম দাস

চন্দ্রচূড়-জটাজালে আছিল। যেমতি
 জাহ্নবী, ভারত-রস ঋষি দ্বৈপায়ন,
 ঢালি সংস্কৃত-হৃদে রাখিলা তেমতি ;
 তৃষ্ণায় আকুল বঙ্গ করিত রোদন ।
 কঠোরে গঙ্গায় পূজি ভগীরথ ব্রতী,
 (সুধন্য তাপস ভবে, নর-কুল-ধন !)
 সগর-বংশের যথা সাধিলা মুকতি,
 পবিত্রিলা আনি মায়ে, এ তিন ভুবন ;
 সেই রূপে ভাষা-পথ খননি স্ববলে,
 ভারত-রসের স্রোতঃ আনিয়াছ তুমি
 জুড়াতে গোঁড়ের তৃষা সে বিমল জলে ।
 নারিবে শোধিতে ধার কভু গোঁড়ভূমি ।
 মহাভারতের কথা অমৃত-সমান ।
 হে কাশি, কবীশদলে তুমি পুণ্যবান ॥

৭

কুন্তিবাস

জনক জননী তব দিলা শুভ ঋণে
 কুন্তিবাস নাম তোমা !—কীর্তির বসতি

সতত তোমার নামে সুবঙ্গ-ভবনে,
কোকিলের কণ্ঠে যঃ স্বর, কবিপতি,
নয়নরঞ্জন-রূপ কুহু যৌবনে,
রশ্মি মাণিকের দেহে আপনি ভারতী,
বুঝি কয়ে দিলা নাম নিশার স্বপনে,
পূর্ব-জন্মের তব স্মরি হে ভকতি !
পবন-নন্দন হনু, লজ্জি ভীমবলে
সাগর, ঢালিলা যথা রাঘবের কানে
সীতার বারতা-রূপ সঙ্গীত-লহরী ;—
তেমতি, যশস্বি, তুমি সুবঙ্গ-মণ্ডলে
গাও গো রামের নাম সুমধুর তানে,
কবি-পিতা বাঙ্গালীকিকে তপে তুষ্ট করি !

৮

জয়দেব

চল যাই, জয়দেব, গোকুল-ভবনে
তব সঙ্গে, যথা রঙ্গে তমালের তলে
শিখিপুচ্ছ-চূড়া শিরে, পীত ধড়া গলে
নাচে শ্যাম, বামে রাধা—সৌদামিনী ঘনে !
না পাই যাদবে যদি, তুমি কুতূহলে
পূরিও নিকুঞ্জরাজী বেগুর স্বননে !
ভুলিবে গোকুল-কুল এ তোমার ছলে,—
নাচিবে শিখিনী সুখে, গাবে পিকগণে,—
বহিবে সমীর ধীরে সুস্বর-লহরী,—
মৃচ্ছতর কলকলে কালিন্দী আপনি
চলিবে ! আনন্দে শুনি সে মধুর ধ্বনি,
ধৈরজ ধরি কি রবে ব্রজের সুন্দরী ?

মাধবের রব, কবি, ও তব বদনে,
কে আছে ভারতে ভক্ত নাহি ভাবি মনে ?

৯

কালিদাস

কবিতা-নিকুঞ্জে তুমি পিককুল-পতি !
কার গো না মজে মনঃ ও মধুর স্বরে ?
শুনিয়াছি লোক-মুখে আপনি ভারতী,
সৃজি মায়াবলে সরঃ বনের ভিতরে,
নব নাগরীর বেশে তুষিলেন বরে
তোমায় ; অমৃত রসে রসনা সিকতি,
আপনার স্বর্ণ বীণা অরপিতা করে !—
সত্য কি হে এ কাহিনী, কহ, মহামতি ?
মিথ্যা বা কি বলে বলি ! শৈলেন্দ্র-সদনে,
লভি জন্ম মন্দাকিনী (আনন্দ জগতে !)
নাশেন কলুষ যথা এ তিন ভুবনে ;
সঙ্গীত-তরঙ্গ তব উথলি ভারতে
(পুণ্যভূমি !) হে কবীন্দ্র, সুধা-বরিষণে,
দেশ-দেশান্তরে কর্ণ তোষে সেই মতে !

১০

মেঘদূত

কামী যক্ষ দক্ষ, মেঘ, বিরহ-দহনে,
দূত-পদে বরি পূর্বে, তোমায় সাধিল
বহিতে বারতা তার অলকা-ভবনে,
যেখানে বিরহে প্রিয়া ক্লম্ব মনে ছিল ।
কত যে মিনতি কথা কাতরে কহিল
তব পদতলে সে, তা পড়ে কি হে মনে ?

জানি আমি, তুষ্ট হয়ে তার সে সাধনে
 প্রদানিলা তুমি তারে যা কিছু যাচিল ;
 তেঁই গো প্রবাসে আজি এই ভিন্কা করি ;—
 দাসের বারতা লয়ে যাও শীঘ্রগতি
 বিরাজে, হে মেঘরাজ, যথা সে যুবতী,
 অধীর এ হিয়া, হায়, যার রূপ স্মরি !
 কুসুমের কানে স্বনে মলয় যেমতি
 মৃচ্ছ নাদে, কয়ো তারে, এ বিরহে মরি !

১১

গরুড়ের বেগে, মেঘ, উড় শুভক্ষণে ।
 সাগরের জলে সুখে দেখিবে, সুমতি,
 ইন্দ্র-ধনুঃ-চূড়া শিরে ও শ্যাম মূরতি,
 ব্রজে যথা ব্রজরাজ যমুনা-দর্পণে
 হেরেন বরাজ, যাহে মজি ব্রজাঙ্গনে
 দেয় জলাঞ্জলি লাজে ! যদি রোধে গতি
 তোমার, পর্বত-বৃন্দ, মল্লি ভীম স্বনে
 বারি-ধারা-রূপ বাণে বিঁধো, মেঘপতি,
 তা সকলে, বীর তুমি ; কারে ডর রণে ?
 এ দূর গমনে যদি হও ক্রান্ত কভু,
 কামীর দোহাই দিয়া ডেকো গো পবনে
 বহিতে তোমার ভার । শোভিবে, হে প্রভু,
 খগেন্দ্রে উপেন্দ্র-সম, তুমি সে বাহনে !—
 কৌস্তভের রূপে পরো—তড়িত-রতনে ॥

১২

“বউ কথা কও”

কি ছখে, হে পাখি, তুমি শাখার উপরে
 বসি, বউ কথা কও, কও এ কাননে ?—

মানিনী ভামিনী কি হে, ভামের গুমরে,
 পাখা-রূপ ঘোমটায় ঢেকেছে বদনে ?
 তেঁই সাধ তারে তুমি মিনতি-বচনে ?
 তেঁই হে এ কথাগুলি কহিছ কাতরে ?
 বড়ই কৌতুক, পাখি, জনমে এ মনে,—
 নর-নারী-রঙ্গ কি হে বিহঙ্গিনী করে ?
 সত্য যদি, তবে শুন, দিতেছি যুক্তি ;
 (শিখাইব শিখেছি যা ঠেকি এ কু-দায়ে)
 পবনের বেগে যাও যথায় যুবতী ;
 “কুম, প্রিয়ে,” এই বলি পড় গিয়া পায়ে !—
 কভু দাস, কভু প্রভু, শুন, ক্লম-মতি,
 প্রেম-রাজ্যে রাজাসন থাকে এ উপায়ে ॥

পরিচয়

যে দেশে উদয়ি রবি উদয়-অচলে,
 ধরণীর বিশ্বাধর চুস্বেন আদরে
 প্রভাতে ; যে দেশে গেয়ে, সুমধুর কলে,
 ধাতার প্রশংসা-গীত, বহেন সাগরে
 জাহুবী ; যে দেশে ভেদি বারিদ-মণ্ডলে
 (তুষারে বপিত বাস উর্জ কলেবরে,
 রজতের উপবীত স্রোতঃ-রূপে গলে,)
 শোভেন শৈলেন্দ্র-রাজ, মান-সরোবরে
 (স্বচ্ছ দরপণ !) হেরি ভীষণ মূর্তি ;—
 যে দেশে কুহরে পিক বাসন্ত কাননে ;—
 দিনেশে যে দেশে সেবে নলিনী যুবতী ;—
 চাঁদের আমোদ যথা কুমুদ-সদনে ;—

চতুর্দশপদী কবিতাবলী

৯

সে দেশে জনম মম ; জননী ভারতী ;
তেঁই প্রেম-দাস আমি, ওলো বরাদনে !

১৭

কে না জানে কবি-কুল প্রেম-দাস ভবে,
কুসুমের দাস যথা মারুত, সুন্দরি,
ভাল যে বাসিব আমি, এ বিষয়ে তবে
এ বৃথা সংশয় কেন ? কুসুম-মঞ্জরী
মদনের কুঞ্জে তুমি । কভু পিক-রবে
তব গুণ গায় কবি ; কভু রূপ ধরি
অলির, যাচে সে মধু ও কানে গুঞ্জরি,
ব্রজে যথা রসরাজ রাসের পরবে !
কামের নিকুঞ্জ এই । কত যে কি ফলে,
হে রসিক, এ নিকুঞ্জে, ভাবি দেখ মনে !
সরঃ ত্যজি সরোজিনী ফুটিছে এ স্থলে,
কদম্ব, বিন্ধিকা, রস্তা, চম্পকের সনে !
সাপিনীরে হেরি ভয়ে লুকাইছে গলে
কোকিল ; কুরঙ্গ গেছে রাখি ছ-নয়নে !

১৫

যশের মন্দির

সুবর্ণ দেউল আমি দেখিছু স্বপনে
অতি-তুঙ্গ শৃঙ্গ শিরে ! সে শৃঙ্গের তলে,
বড় অপ্রশস্ত সিঁড়ি গড়া মায়া-বলে,
বহুবিধ রোধে রুদ্ধ উর্দ্ধগামী জনে !
তবুও উঠিতে তথা—সে দুর্গম স্থলে—
করিছে কঠোর চেষ্টা কষ্ট সহি মনে

বহু প্রাণী । বহু প্রাণী কাঁদিছে বিকলে,
 না পারি লভিতে যত্নে সে রত্ন-ভবনে ।
 ব্যথিল হৃদয় মোর দেখি তা সবারে ।—
 শিয়রে দাঁড়িয়ে পরে কহিলা ভারতী,
 মুহু হাসি ; “ওরে বাছা, না দিলে শক্তি
 আমি, ও দেউলে কার সাধ্য উঠিবারে ?
 যশের মন্দির ওই ; ওথা যার গতি,
 অশক্ত আপনি যম ছুঁইতে রে তারে !”

কবি

কে কবি—কবে কে মোরে ? ঘটকালি করি,
 শব্দে শব্দে বিয়া দেয় যেই জন,
 সেই কি সে যম-দমী ? তার শিরোপরি
 শোভে কি অক্ষয় শোভা যশের রতন ?
 সেই কবি মোর মতে, কল্পনা সুন্দরী
 যার মনঃ-কমলেতে পাতেন আসন,
 অস্তগামি-ভানু-প্রভা-সদৃশ বিতরি
 ভাবের সংসারে তার সুবর্ণ-কিরণ ।
 আনন্দ, আক্ষেপ, ক্রোধ, যার আঞ্জা মানে ;
 অরণ্যে কুসুম ফোটে যার ইচ্ছা-বলে ;
 নন্দন-কানন হতে যে সুজন আনে
 পারিজাত কুসুমের রম্য পরিমলে ;
 মরুভূমে—তুষ্ট হয়ে যাহার খেয়ানে
 বহে জলবতী নদী মুহু কলকলে !

১৭

দেব-দোল

ওই যে শুনিছ ধ্বনি ও নিকুঞ্জ-বনে,
 ভেবো না গুঞ্জরে অলি চুষ্টি ফুলাধরে,
 ভেবো না গাইছে পিক কল কুহরণে,
 তুষ্টিতে প্রত্যাষে আজি ঋতু-রাজেশ্বরে !
 দেখ, মীলি, ভক্তজন, ভক্তির নয়নে,
 অধোগামী দেব-গ্রাম উজ্জল-অশ্বরে,—
 আসিছেন সবে হেথা—এই দোলাসনে—
 পূজিতে রাখালরাজ—রাধা-মনোহরে !
 স্বর্গীয় বাজনা ওই ! পিককুল কবে,
 কবে বা মধুপ, করে হেন মধু-ধ্বনি ?
 কিম্বরের বীণা-তান অপ্সরার রবে !
 আনন্দে কুসুম-সাজ ধরেন ধরণী,—
 নন্দন-কানন-জাত পরিমল ভবে
 বিতরেন বায়ু-ইন্দ্র পবন আপনি !

১৮

শ্রীপঞ্চমী

নহে দিন দূর, দেবি, যবে ভূভারতে
 বিসর্জ্জবে ভূভারত, বিস্মৃতির জলে,
 ও তব ধবল মূর্তি সুদল কমলে ;—
 কিন্তু চিরস্থায়ী পূজা তোমার জগতে !
 মনোরূপ-পদ্ম যিনি রোপিতা কোশলে
 এ মানব-দেহ-সরে, তাঁর ইচ্ছামতে
 সে কুসুমে বাস তব, যথা মরকতে
 কিম্বা পদ্মরাগে জ্যোতিঃ নিত্য ঝলঝলে !

কবির হৃদয়-বনে যে ফুল ফুটিবে,
সে ফুল-অঞ্জলি লোক ও রাঙা চরণে
পরম-ভক্তি-ভাবে চিরকাল দিবে
দশ দিশে, যত দিন এ মর ভবনে
মনঃ-পদ্য ফোটে, পূজা, তুমি, মা, পাইবে!—
কি কাজ মাটির দেহে তবে, সনাতনে ?

১৯

কবিতা

অন্ধ যে, কি রূপ কবে তার চক্ষে ধরে
নলিনী ? রোধিলা বিধি কর্ণ-পথ যার,
লভে কি সে সুখ কভু বীণার সুস্বরে ?
কি কাক, কি পিকধ্বনি,—সম-ভাব তার !
মনের উদ্যান-মাঝে, কুসুমের সার
কবিতা-কুসুম-রত্ন !—দয়া করি নরে,
কবি-মুখ-ব্রহ্ম-লোকে উরি অবতার
বাণীরূপে বাণীপাণি এ নর-নগরে ।—
দুর্শ্রুতি সে জন, যার মনঃ নাহি মজে
কবিতা-অমৃত-রসে ! হায়, সে দুর্শ্রুতি,
পুষ্পাঞ্জলি দিয়া সদাঃযে জন না ভজে
ও চরণপদ্য, পদ্যবাসিনি ভারতি !
কর পরিমলময় এ হিয়া-সরোজে—
তুমি যেন বিজে, মা গো, এ মোর মিনতি ।

-২০-

আশ্বিন মাস

সু-শ্যামাঙ্গ বঙ্গ এবে মহাব্রতে রত ।
এসেছেন ফিরে উমা, বৎসরের পরে,

মহিষমর্দিনীরূপে ভকতের ঘরে ;
 বামে কমকায়ী রমা, দক্ষিণে আয়ত-
 লোচনা বচনেশ্বরী, স্বর্ণবীণা করে ;
 শিখিপৃষ্ঠে শিখিধ্বজ, যাঁর শরে হত
 তারক—অসুরশ্রেষ্ঠ ; গণ-দল যত,
 তার পতি গণদেব, রাঙা কলেবরে
 করি-শিরঃ ;—আদিব্রহ্ম বেদের বচনে ।
 এক পদে শতদল ! শত রূপবতী—
 নক্ষত্রমণ্ডলী যেন একত্রে গগনে !—
 কি আনন্দ ! পূর্ব কথা কেন কয়ে, স্মৃতি,
 আনিছ হে বারি-ধারা আজি এ নয়নে ?—
 ফলিবে কি মনে পুনঃ সে পূর্ব ভকতি ?

২১

সায়ংকাল

চেয়ে দেখ, চলিছেন মুদে অস্তাচলে
 দিনেশ, ছড়ায় স্বর্ণ, রত্ন রাশি রাশি
 আকাশে । কত বা যত্নে কাদম্বিনী আসি
 ধরিতেছে তা সবারে সুনীল আঁচলে ।—
 কে না জানে অলঙ্কারে অঙ্গনা বিলাসী ?
 অতি-ভরা গড়ি ধনী দৈব-মায়া-বলে
 বহুবিধ অলঙ্কার পরিবে লো হাসি,
 কনক-কঙ্কণ হাতে, স্বর্ণ-মালা গলে !
 সাজাইবে গজ, বাজী ; পর্বতের শিরে
 সুবর্ণ কিরীট দিবে ; বহাবে অশ্বরে
 নদশ্রোতঃ, উজ্জ্বলিত স্বর্ণবর্ণ নীরে !
 সুবর্ণের গাছ রোপি, শাখার উপরে

হেমাঙ্গ বিহঙ্গ খোবে !—এ বাজী করি রে
শুভ ক্ষণে দিনকর কর-দান করে !

২২

সায়ংকালের তারা

কার সাথে তুলনিবে, লো সুর-সুন্দরি,
ও রূপের ছটা কবি এ ভব-মণ্ডলে ?
আছে কি লো হেন খনি, যার গর্ভে ফলে
রতন তোমার মত, কহ, সহচরি
গোধূলির ? কি ফণিনী, যার সু-কবরী
সাজায় সে তোমা সম মণির উজ্জলে ?—
ক্ষণমাত্র দেখি তোমা নক্ষত্র-মণ্ডলে
কি হেতু ? ভাল কি তোমা বাসে না শর্করী ?
হেরি অপরূপ রূপ বুঝি ক্ষুণ্ণ মনে
মানিনী রজনী রাণী, তেঁই অনাদরে
না দেয় শোভিতে তোমা সখীদল-সনে,
যবে কেলি করে তারা সুহাস-অশ্বরে ?
কিস্তি কি অভাব তব, ওলো বরাজনে,—
ক্ষণমাত্র দেখি মুখ, চির আঁখি স্মরে !

২৩

নিশা

বসন্তে কুসুম-কুল যথা বনস্থলে,
চেয়ে দেখ, তারাচয় ফুটিছে গগনে,
মৃগাক্ষি !—সুহাস-মুখে সরসীর জলে,
চন্দ্রিমা করিছে কেলি প্রেমানন্দ-মনে ।
কত যে কি কহিতেছে মধুর স্বননে
পবন—বনের কবি, ফুল ফুল-দলে, "

বুঝিতে কি পার, প্রিয়ে ? নারিবে কেমনে,
 প্রেম-ফুলেশ্বরী তুমি প্রমদা-মণ্ডলে ?
 এ হৃদয়, দেখ, এবে ওই সরোবরে,—
 চন্দ্রিমার রূপে এতে তোমার মূর্তি !
 কাল বলি অবহেলা, প্রেয়সি, যে করে
 নিশায়, আমার মতে সে বড় দুর্শ্মতি ।
 হেন সুবাসিত শ্বাস, হাস স্নিগ্ধ করে
 যার, সে কি কভু মন্দ, ওলো রসবতি ?

২৪

নশাকালে নদী-তীরে বটবৃক্ষ-তলে শিব-মন্দির

রাজসূয়-যজ্ঞে যথা রাজাদল চলে
 রতন-মুকুট শিরে ; আসিছে সঘনে
 অগণ্য জ্ঞানাকীর্তজ, এই তরুতলে
 পূজিতে রজনী-যোগে বৃষভ-বাহনে ।
 ধূপরূপ পরিমল অদূর কাননে
 পেয়ে, বহিতেছে তাহে হেথা কুতূহলে
 মলয় ; কৌমুদী, দেখ, রজত-চরণে
 বীচি-রব-রূপ পরি নূপুর, চঞ্চলে
 নাচিছে ; আচার্য্য-রূপে এই তরু-পতি
 উচ্চারিছে বীজমন্ত্র । নীরবে অশ্বরে,
 তারাদলে তারানাথ করেন প্রণতি
 (বোধ হয়) আরাধিয়া দেবেশ শঙ্করে !
 তুমিও, লো কল্লোলিনি, মহাত্মতে ব্রতী,—
 সাজায়েছ, দিব্য সাজে, বর-কলেবরে !

ছায়াপথ

কহ মোরে, শশিপ্রিয়ে, কহ, কৃপা করি,
 কার হেতু নিত্য তুমি সাজাও গগনে,
 এ পথ,—উজ্জ্বল কোটি মণির কিরণে ?
 এ সুপথ দিয়া কি গো ইন্দ্রাণী সুন্দরী
 আনন্দে ভেটিতে যান নন্দন-সদনে
 মহেন্দ্রে, সঙ্কেতে শত বরাজী অঙ্গরী,
 মলিনি ক্ষণেক কাল চারু তারা-গণে—
 সৌন্দর্য্যে ?—এ কথা দাসে কহ, বিভাবরি !
 রাণী তুমি ; নীচ আমি ; তেঁই ভয় করে,
 অমুচিত বিবেচনা পার করিবারে
 আলাপ আমার সাথে ; পবন-কিঙ্করে,—
 ফুল-কুল সহ কথা কহ দিয়া যারে,
 দেও কয়ে ; কহিবে সে কানে, মৃচ্ছরে,
 যা কিছু ইচ্ছহ, দেবি, কহিতে আমারে ।

কুম্বে কৌট

কি পাপে, কহ তা মোরে, লো বন-সুন্দরি,
 কোমল হৃদয়ে তব পশিল,—কি পাপে—
 এ বিষম যমদূত ? কাঁদে মনে করি
 পরাণ যাতনা তব ; কত যে কি তাপে
 পোড়ায় ছরস্ত তোমা, বিষদস্তে হরি
 বিরাম দিবস নিশি ! মূদে কি বিলাপে
 এ তোমার ছখ দেখি সখী মধুকরী,
 উড়ি পড়ি তব গলে যবে লো সে কাঁপে ?

বিষাদে মলয় কি লো, কহ, সুবদনে,
নিশ্বাসে তোমার ক্লেশে, যবে লো সে আসে
যাচিতে তোমার কাছে পরিমল-ধনে ?
কানন-চন্দ্রিমা তুমি কেন রাত্ন-গ্রাসে ?
মনস্তাপ-রূপে রিপু, হায়, পাপ-মনে,
এইরূপে, রূপবতি, নিত্য সুখ নাশে !

২৭

বটরক্ষ

দেব-অবতার ভাবি বন্দে যে তোমারে,
নাহি চাহে মনঃ মোর তাহে নিন্দা করি,
তরুরাজ ! প্রত্যক্ষতঃ ভারত-সংসারে,
বিধির করুণা তুমি তরু-রূপ ধরি !
জীবকুল-হিতৈষিনী, ছায়া সু-সুন্দরী,
তোমার ছহিতা, সাধু ! যবে বসুধারে
দগধে আগ্নেয় তাপে, দয়া পরিহরি,
মিহির, আকুল জীব বাঁচে পূজি তাঁরে ।
শত-পত্রময় মঞ্চে, তোমার সদনে,
খেচর—অতিথি-ব্রজ, বিরাজে সতত,
পদ্মরাগ ফলপুষ্পে ভূঞ্জি হৃষ্ট-মনে ;—
মৃদু-ভাষে মিষ্টালাপ কর তুমি কত,
মিষ্টালাপি, দেহ-দাহ শীতলি যতনে !
দেব নহ ; কিন্তু গুণে দেবতার মত ।

২৮

সৃষ্টিকর্তা

কে সৃজিলা এ সুবিশ্বে, জিজ্ঞাসিব কা
এ রহস্য কথা, বিশ্বে আমি মন্দমতি ?

পার যদি, তুমি দাসে কহ, বসুমতি ;—
 দেহ মহা-দীক্ষা, দেবি, ভিক্ষা, চিনিবারে
 তাঁহায়, প্রসাদে যঁাৰ তুমি, রূপবতি,—
 ভ্রম অসম্ভমে শূন্যে ! কহ, হে আমারে,
 কে তিনি, দিনেশ রবি, করি এ মিনতি,
 যঁাৰ আদি জ্যোতিঃ, হেম-আলোক সঞ্চারে
 তোমার বদন, দেব, প্রত্যহ উজ্জলে ?—
 অধম চিনিতে চাহে সে পরম জনে,
 যঁাহার প্রসাদে তুমি নক্ষত্র-মণ্ডলে
 কর কেলি নিশাকালে রজত-আসনে,
 নিশানাথ । নদকুল, কহ কলকলে,
 কিম্বা তুমি, অনুপতি, গন্ত্যার স্বননে ।

২৯

সূর্য্য

এখনও আছে লোক দেশ দেশান্তরে
 দেব ভাবি পূজে তোমা, রবি দিনমণি,
 দেখি তোমা দিবামুখে উদয়-শিখরে,
 লুটায়ৈ ধরণীতলে, করে স্তুতি-ধ্বনি ;
 আশ্চর্য্যের কথা, সূর্য্য, এ না মনে গণি ।
 অসীম মহিমা তব, যখন প্রথরে
 শোভ তুমি, বিভাবসু, মধ্যাহ্নে অম্বরে
 সমুজ্জল করজালে আবরি মেদিনী !
 অসীম মহিমা তব, অসীম শক্তি,
 হেম-জ্যোতিঃ-দাতা তুমি চন্দ্র-গ্রহ-দলে ;
 উৰ্ব্বরা তোমার বীৰ্য্যে সতী বসুমতী ;
 বারিদ, প্রসাদে তব, সদা পূর্ণ জলে ;—

কিস্ত কি মহিমা তাঁর, কহ, দিনপতি,
কোটি রবি শোভে নিত্য যঁর পদতলে !

৩০

সীতাদেবী

অনুক্ৰম মনে মোর পড়ে তব কথা,
বৈদেহি ! কখন দেখি, মুদিত নয়নে,
একাকিনী তুমি, সতি, অশোক-কাননে,
চারি দিকে চেড়ীবৃন্দ, চন্দ্রকলা যথা
আচ্ছন্ন মেঘের মাঝে ! হায়, বহে বৃথা
পদ্মাক্ষি, ও চক্ষুঃ হতে অশ্রু-ধারা ঘনে !
কোথা দাসরথি শূর—কোথা মহারথী
দেবর লক্ষ্মণ, দেবি, চিরজয়ী রণে ?
কি সাহসে, স্নকেশিনি, হরিল তোমারে
রাক্ষস ? জানে না মূঢ়, কি ঘটবে পরে !
রাহু-গ্রহ-রূপ ধরি বিপত্তি আধারে
জ্ঞান-রবি, যবে বিধি বিড়ম্বন করে !
মজ্জিবে এ রক্ষোবংশ, খ্যাত ত্রিসংসারে,
ভূকম্পনে দ্বীপ যথা অতল সাগরে !

৩১

মহাভারত

কল্পনা-বাহনে সুখে করি আরোহণ,
উত্তরিবু, যথা বসি বদরীর তলে,
করে বীণা, গাইছেন গীত কুতূহলে
সত্যবতী-সুত কবি,—ঋষিকুল-ধন !
শুনিবু গম্ভীর ধ্বনি ; উন্মীলি নয়ন
দেখিবু কৌরবেশ্বরে, মস্ত বাহুবলে ;

দেখিহু পবন-পুত্রে, ঝড় যথা চলে
 ছক্কারে! আইলা কর্ণ—সূর্যোর নন্দন—
 তেজস্বী। উজ্জলি যথা ছোটে অনস্বরে
 নক্ষত্র, আইলা ক্ষেত্রে পার্থ-মহামতি,
 আলো করি দশ দিশ, ধরি বাম করে
 গাণ্ডীব—প্রচণ্ড-দণ্ড-দাতা রিপু প্রাতি।
 তরাসে আকুল হৈহু এ কাল সমরে,
 দ্বাপরে গোগৃহ-রণে উত্তর যেমতি।

নন্দন-কানন

লও দাসে, হে ভারতি, নন্দন-কাননে,
 যথা ফোটে পারিজাত ; যথায় উর্বশী,—
 কামের আকাশে বামা চির-পূর্ণ-শশী,—
 নাচে করতালি দিয়া বীণার স্বননে ;
 যথা রস্তা, তিলোসুমা, অলকা রূপসী
 মোহে মনঃ সুমধুর স্বর বরিষণে,—
 মন্দাকিনী বাহিনীর স্বর্ণ তীরে বসি,
 মিশায়ে সু-কণ্ঠ-রব বৌচির বচনে !
 যথায় শিশিরের বিন্দু ফুল্ল ফুল-দলে
 সদা সজঃ ; যথা অলি সতত গুঞ্জরে ;
 বহে যথা সমীরণ বহি পরিমলে ;
 বসি যথা শাখা-মুখে কোকিল কুহরে ;
 লও দাসে ; আখি দিয়া দেখি তব বলে
 ভাব-পটে কল্পনা যা সদা চিত্র করে।

৩৩

সরস্বতী

তপনের তাপে তাপি পথিক যেমতি
 পড়ে গিয়া দড়ে রড়ে ছায়ার চরণে ;
 তৃষাত্তুর জন যথা হেরি জলবতী
 নদীরে, তাহার পানে ধায় ব্যগ্র মনে
 পিপাসা-নাশের আশে ; এ দাস তেমতি,
 জলে যবে প্রাণ তার ছুঁখের জ্বলনে,
 ধরে রাঙা পা ছুঁখানি, দেবি সরস্বতি !—
 মার কোল-সম, মা গো, এ তিন ভুবনে
 আছে কি আশ্রম আর ? নয়নের জলে
 ভাসে শিশু যবে, কে সাস্থনে তারে ?
 কে মোচে আঁখির জল অমনি আঁচলে ?
 কে তার মনের খেদ নিবারিতে পারে,
 মধুমাখা কথা কয়ে, স্নেহের কৌশলে ?—
 এই ভাবি, কৃপাময়ি, ভাবি গো তোমারে !

৩৪

কপোতাক্ষ নদ

সতত, হে নদ, তুমি পড় মোর মনে ।
 সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে ;
 সতত (যেমতি লোক নিশার স্বপনে
 শোনে মায়া-যন্ত্রধ্বনি) তব কলকলে
 জুড়াই এ কান আমি ভ্রাস্তির ছলনে !—
 বহু দেশে দেখিয়াছি বহু নদ-দলে,
 কিন্তু এ স্নেহের তৃষ্ণা মিটে কার জলে ?
 হৃৎ-স্রোতোরূপী তুমি জন্ম-ভূমি-স্তনে !

আর কি হে হবে দেখা ?—যত দিন যাবে,
 প্রজারূপে রাজরূপ সাগরেরে দিতে
 বারি-রূপ কর তুমি ; এ মিনতি, গাবে
 বঙ্গজ-জনের কানে, সখে, সখা-রীতে
 নাম তার, এ প্রবাসে মজি প্রেম-ভাবে
 লইছে যে তব নাম বঙ্গের সঙ্গীতে !

৩৫

ঈশ্বরী পাটনী

“সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটনী।”

অন্নদামঙ্গল।

কে তোর তরিতে বসি, ঈশ্বরী পাটনি ?
 ছলিতে তোরে রে যদি কামিনী কমলে—
 কোথা করী, বাম করে ধরি যারে বলে,
 উগরি, গ্রাসিল পুনঃ পূর্বে সুবদনী ?
 রূপের খনিতে আর আছে কি রে মণি
 এর সম ? চেয়ে দেখ, পদ-ছায়া-ছলে,—
 কনক কমল ফুল এ নদীর জলে—
 কোন্ দেবতারে পূজি, পেলি এ রমণী ?
 কাঠের সঁউতি তোর, পদ-পরশনে
 হইতেছে স্বর্ণময় ! এ নব যুবতী—
 নহে রে সামান্য নারী, এই লাগে মনে ;
 বলে বেয়ে নদী-পারে যা রে শীঘ্রগতি ।
 মেগে নিস, পার করে, বর-রূপ ধনে
 দেখায়ে ভকতি, শোন, এ মোর যুক্তি !

৩৬

বসন্তে একটি পাখীর প্রতি

নহ তুমি পিক, পাখি, বিখ্যাত ভারতে,
 মাধবের বার্তাবহ ; যার কুহরণে
 ফোটে কোটি ফুল-পুঞ্জ মঞ্জু কুঞ্জবনে !—
 তবুও সঙ্গীত-রঙ্গ করিছ যে মতে
 গায়ক, পুলক তাহে জনমে এ মনে !
 মধুময় মধুকাল সর্বত্র জগতে,—
 কে কোথা মলিন কবে মধুর মিলনে,
 বসুমতী সতী যবে রত প্রেমব্রতে ?—
 ছরন্তু কৃতান্তু-সম হেমন্ত এ দেশে*
 নির্দয় ; ধরার কষ্টে ছুঁ ছুঁ অতি !
 না দেয় শোভিতে কভু ফুলরসে কেশে,
 পরায় ধবল বাস বৈধব্যে যেমতি !—
 ডাক তুমি ঋতুরাজে, মনোহর বেশে
 সাজাতে ধরায় আসি, ডাক শীঘ্রগতি !

* ফরাসী দেশে ।

৩৭

প্রাণ

কি সুরাজ্যে, প্রাণ, তব রাজ-সিংহাসন !
 বাহু-রূপে ছই রথী, দুর্জয় সমরে,
 বিধির বিধানে পুরী তব রক্ষা করে ;—
 পঞ্চ অনুচর তোমা সেবে অনুক্ষণ ।
 সুহাসে জ্ঞানে গন্ধ দেয় ফুলবন ;
 যতনে শ্রবণ আনে সুমধুর স্বরে ;

সুন্দর যা কিছু আছে, দেখায় দর্শন
ভূতলে, সুনীল নভে, সর্ব চরাচরে !
স্পর্শ, স্বাদ, সদা ভোগ যোগায়, সুমতি !
পদরূপে তুই বাজী তব রাজ-দ্বারে ;
জ্ঞান-দেব মন্ত্রী তব—ভাবে বৃহস্পতি ;—
সরস্বতী অবতার রসনা সংসারে !
স্বর্গশ্রোতোরূপে লহু, অবিরল-গতি,
বহি অঙ্গে, রঙ্গে ধনী করে হে তোমারে !

৩৮

কল্পনা

লও দাসে সঙ্গে সঙ্গে, হেমাঙ্গি কল্পনে,
বাগ্‌দেবীর প্রিয়সখি, এই ভিক্ষা করি ;
হায়, গতিহীন আমি দৈব-বিড়ম্বনে,—
নিকুঞ্জ-বিহারী পাখী পিঞ্জর-ভিতরি !
চল যাই মনানন্দে গোকুল-কাননে,
সরস বসন্তে যথা রাধাকান্ত হরি
নাচিছেন, গোপীচয়ে নাচায় ; সঘনে
পুরি বেগুরবে দেশ ! কিম্বা, শুভঙ্করি,
চল লো, আতঙ্কে যথা লঙ্কায় অকালে
পূজেন উমায় রাম, রঘুরাজ-পতি ;
কিম্বা সে ভীষণ ক্ষেত্রে, যথা শরজ্বালে
নাশিছেন ক্ষত্রকূলে পার্থ মহামতি ।—
কি স্বরগে, কি মরতে, অতল পাতালে,
নাহি স্থল যথা, দেবি, নহে তব গতি !

৩৯

রাশি-চক্র

রাজপথে, শোভে যথা, রম্য-উপবনে,
 বিরাম-আলয়বৃন্দ ; গড়িলা তেমতি
 দ্বাদশ মন্দির বিধি, বিবিধ রতনে,
 তব নিত্য পথে শূণ্ণে, রবি, দিনপতি !
 মাস কাল প্রতি গৃহে তোমার বসতি,
 গ্রহেন্দ্র ; প্রবেশ তব কখন স্কন্ধে,—
 কখন বা প্রতিকূল জীব-কুল প্রতি !
 আসে বিরামালয়ে সেবিত্তে চরণে
 গ্রহব্রজ ; প্রজাব্রজ, রাজাসন-তলে
 পূজে রাজপদ যথা ; তুমি, তেজাকর,
 হৈমময় তেজঃ-পুঞ্জ প্রসাদের ছলে,
 প্রদান প্রসন্ন ভাবে সবার উপর ।
 কাহার মিলনে তুমি হাস কুতূহলে,
 কাহার মিলনে বাম,—শুনি পরস্পর ।

৪০

সুভদ্রা-হরণ

তোমার হরণ-গীত গাব বঙ্গাসরে
 নব তানে, ভেবেছিহু, সুভদ্রা সুন্দরি ;
 কিন্তু ভাগ্যদোষে, শুভে, আশার লহরী
 শুখাইল, যথা গ্রীষ্মে জলরাশি সরে !
 ফলে কি ফুলের কলি যদি প্রেমাদরে
 না দেন শিশিরায়ুত তারে বিভাবরী ?
 সূতাছতি না পাইলে, কুণ্ডের ভিতরে,
 স্মিয়মাণ, অভিমানে তেজঃ পরিহরি,

বৈশ্বানর ! ছরদৃষ্ট মোর, চন্দ্রাননে,
কিন্তু (ভবিষ্যৎ কথা কহি) ভবিষ্যতে
ভাগ্যবান্‌তর কবি, পূজি দ্বৈপায়নে,
ঋষি-কুল-রত্ন দ্বিজ, গাবে লো ভারতে
তোমার হরণ-গীত ; তুষ্টি বিজ্ঞ জনে,
লভিবে সুযশঃ, সাক্ষি এ সঙ্গীত-ব্রতে ।

৪১

মধুকর

শুনি শুন গুন ধ্বনি তোর এ কাননে,
মধুকর, এ পরাণ কাঁদে রে বিষাদে ।—
ফুল-কুল-বধু-দলে সাধিস্ যতনে
অনুকণ, মাগি ভিক্ষা অতি মৃদু নাদে,
তুমকী বাজায়ে যথা রাজার তোরণে
ভিখারী, কি হেতু তুই ? ক মোরে, কি সাদে
মোমের ভাণ্ডারে মধু রাখিস্ গোপনে,
ইন্দ্র যথা চন্দ্রলোকে, দানব-বিবাদে,
সুধায়ত ? এ আয়াসে কি সুফল ফলে ?
কৃপণের ভাগ্য তোর ! কৃপণ যেমতি
অনাহারে, অনিদ্রায়, সঞ্চয়ে বিকলে
বৃথা অর্থ ; বিধি-বশে তোর সে ছর্গতি !
গৃহ-চ্যুত করি তোরে, লুটি লয় বলে,
পর জন পরে তোর শ্রমের সঙ্গতি ।

৪২

নদী-তীরে প্রাচীন দ্বাদশ শিব-মন্দির

এ মন্দির-বৃন্দ হেথা কে নির্মিল কবে ?
কোন জন ? কোন কালে ? জিজ্ঞাসিব কারে ?

কহ মোরে, কহ তুমি কল কল রবে,
 ভুলে যদি, কল্লোলিনি, না থাক লো তারে !
 এ দেউল-বর্গ গাঁথি উৎসর্গিল যবে
 সে জন, ভাবিল কি সে, মাতি অহঙ্কারে,
 থাকিবে এ কীর্তি তার চিরদিন ভবে,
 দীপরূপে আলো করি বিস্মৃতি-আধারে ?
 বৃথা ভাব, প্রবাহিনি, দেখ ভাবি মনে ।
 কি আছে লো চিরস্থায়ী এ ভবমণ্ডলে ?
 গুঁড়া হয়ে উড়ি যায় কালের পীড়নে
 পাথর ; হতাশে তার কি ধাতু না গলে ?—
 কোথা সে ? কোথা বা নাম ? ধন ? লো ললনে ?
 হায়, গত, যথা বিশ্ব তব চল জলে ।

৪৩

ভরসেল্‌স নগরে রাজপুরী ও উদ্যান

কত যে কি খেলা তুই খেলিস্ ভুবনে,
 রে কাল, ভুলিতে কে তা পারে এই স্থলে ?
 কোথা সে রাজেন্দ্র এবে, যার ইচ্ছা-বলে
 বৈজয়ন্ত-সম ধাম এ মর্ত্য-নন্দনে
 শোভিল ? হরিল কে সে নরাঙ্গরা-দলে,
 নিত্য যারা, নৃত্যগীতে এ সুখ-সদনে,
 মজাইত রাজ-মনঃ, কাম-কুতূহলে ?
 কোথা বা সে কবি, যারা বীণার স্বননে,
 (কথারূপ ফুলপুঞ্জ ধরি পুট করে)
 পূজিত সে রাজপদ ? কোথা রথী যত,
 গাণ্ডীবি-সদৃশ যারা প্রচণ্ড সমরে ?
 কোথা মন্ত্রী বৃহস্পতি ? তোর হাতে হত ।

রে ছরস্ত, নিরস্তর যেমত সাগরে
চলে জল, জীব-কুলে চালাস্ সে মত ।

৪৪

কিরাত-আজু নৌরম্

ধর ধনুঃ সাবধানে পার্থ মহামতি ।
সামান্য মেনো না মনে, ধাইছে যে জন
ক্রোধভরে তব পানে ! ওই পশুপতি,
কিরাতের রূপে তোমা করিতে ছলন !
ছ্কারি আসিছে ছদ্মী যুগরাজ-গতি,
ছ্কারি, হে মহাবাহু, দেহ তুমি রণ ।
বীর-বীর্যে আশা-লতা কর ফলবতী—
বীরবীর্যে আশুতোষে তোষ, বীর-ধন !
করেছ কঠোর তপঃ এ গহন বনে ;
কিন্তু, হে কোন্সেয়, কহি, যাচিছ যে শর,
বীরতা-ব্যতীত, বীর, হেন অস্ত্র-ধনে
নারিবে লভিতে কভু,—ছল্লভ এ বর !—
কি লাজ, অর্জুন, কহ, হারিলে এ রণে ?
মৃত্যুঞ্জয় রিপু তব, তুমি, রথি, নর !

৪৫

পরলোক

আলোক-সাগর-রূপ রবির কিরণে,
ডুবে যথা প্রভাতের তারা সুহাসিনী ;—
ফুটে যথা প্রেমামোদে, আইলে যামিনী,
কুসুম-কুলের কলি কুসুম-যৌবনে ;—
বহি যথা সুপ্রবাহে প্রবাহ-বাহিনী,
লভে নিরবাণ সুখে সিদ্ধুর চরণে ;—

এই রূপে ইহ লোক—শাস্ত্রে এ কাহিনী—
 নিরন্তর সুখরূপ পরম রতনে
 পায় পরে পরলোকে, ধরমের বলে ।
 হে ধর্ম, কি লোভে তবে তোমারে বিস্মরি,
 চলে পাপ-পথে নর, ভুলি পাপ-ছলে ?
 সংসার-সাগর-মাঝে তব স্বর্ণতরি
 তেয়াগি, কি লোভে ডুবে বাতময় জলে ?
 ছ দিন বাঁচিতে চাহে, চির দিন মরি ?

৪৬

বঙ্গদেশে এক মান্য বন্ধুর উপলক্ষে

হায় রে, কোথা সে বিদ্যা, যে বিদ্যার বলে,
 দূরে থাকি পার্থ রথী তোমার চরণে
 প্রণমিলা, দ্রোণগুরু ! আপন কুশলে
 তুষিলা তোমার কর্ণ গোগৃহের রণে ?
 এ মম মিনতি, দেব, আসি অকিঞ্চনে
 শিখাও সে মহাবিদ্যা এ দূর অঞ্চলে ।
 তা হলে, পূজিব আজি, মজ্জি কুতূহলে,
 মানি যারে, পদ তাঁর ভারত-ভবনে !
 নমি পায়ে কব কানে অতি মৃদুস্বরে,—
 বেঁচে আছে আজু দাস তোমার প্রসাদে ;
 অচিরে ফিরিব পুনঃ হস্তিনা-নগরে ;
 কেড়ে লব রাজ-পদ তব আশীর্বাদে ।—
 কত যে কি বিদ্যা-লাভ দ্বাদশ বৎসরে
 করিহু, দেখিবে, দেব, স্নেহের আহ্লাদে ।

শ্মশান

বড় ভাল বাসি আমি ভ্রমিতে এ স্থলে,—
 তবু-দীক্ষা-দায়ী স্থল জ্ঞানের নয়নে ।
 নীরবে আসীন হেথা দেখি ভস্মাসনে
 মৃত্যু—তেজোহীন আঁখি, হাড়-মালা গলে,
 বিকট অধরে হাসি, যেন ঠাট-ছলে ।
 অর্থের গৌরব বৃথা হেথা—এ সদনে—
 রূপের প্রফুল্ল ফুল শুষ্ক হতাশনে,
 বিছা, বুদ্ধি, বল, মান, বিফল সকলে ।
 কি সুন্দর অট্টালিকা, কি কুটীর-বাসী,
 কি রাজা, কি প্রজা, হেথা উভয়ের গতি ।
 জীবনের শ্রোতঃ পড়ে এ সাগরে আসি ।
 গহন কাননে বায়ু উড়ায় যেমতি
 পত্র-পুষ্পে, আয়ু-কুঞ্জে, কাল, জীব-রাশি
 উড়ায়, এ নদ-পাড়ে তাড়ায় তেমতি ।

করণ-রস

সুন্দর নদের তীরে হেরি নু সুন্দরী
 বামারে, মলিন-মুখী, শরদের শশী
 রাহুর তরাসে যেন ! সে বিরলে বসি,
 মৃদে কাঁদে সুবদনা ; ঝরঝরে ঝরি,
 গলে অশ্রু-বিন্দু, যেন মুক্তা-ফল খসি !
 সে নদের শ্রোতঃ অশ্রু-পরশন করি,
 ভাসে, ফুল কমলের স্বর্ণকান্তি ধরি,
 মধুলোভী মধুকরে মধুরসে রসি,

গন্ধামোদী গন্ধবহে সুগন্ধ প্রদানি ।
 না পারি বুঝিতে মায়া, চাহিহু চঞ্চলে
 চৌদিকে ; বিজন দেশ ; হৈল দেব-বাণী ;—
 “কবিতা-রসের স্রোতঃ এ নদের ছলে ;
 করুণা বামার নাম—রস-কূলে রাণী ;
 সেই ধন্য, বশ সতী যার তপোবলে !”

৪৯

সীতা-বনবাসে

ফিরাইলা বনপথে অতি ক্ষুণ্ণ মনে
 সুরথী লক্ষ্মণ রথ, তিনি চক্ষুঃ-জলে ;—
 উজ্জলিল বন-রাজী কনক কিরণে
 শ্রুন্দন, দিনেন্দ্র যেন অস্তুর অচলে ।
 নদী-পারে একাকিনী সে বিজন বনে
 দাঁড়ায়ে, কহিলা সতী শোকের বিহ্বলে ;—
 “ত্যজিলা কি, রঘু-রাজ, আজি এই ছলে
 চির জগ্গে জানকীরে ? হে নাথ ! কেমনে—
 কেমনে বাঁচিবে দাসী ও পদ-বিরহে ?
 কে, কহ, বারিদ-রূপে, স্নেহ-বারি দানে,
 (দাবানল-রূপে যবে তুখানল দহে)
 কুড়াবে, হে রঘুচূড়া, এ পোড়া পরাণে ?”
 নীরবিলা ধীরে সাধ্বী ; ধীরে যথা রহে
 বাহু-জ্ঞান-শূন্য মূর্তি, নির্ম্মিত পাষণে !

৫০

কত ক্ষণে কাঁদি পুনঃ কহিলা সুন্দরী ;—
 “নিজায় কি দেখি, সত্য ভাবি কুস্বপনে ?

হায়, অভাগিনী সীতা ! ওই যে সে তরি,
 যাহে বহি বৈদেহীয়ে আনিলে এ বনে
 দেবর ! নদীর স্রোতে একাকিনী, মরি !—
 কাঁপি ভয়ে ভাসে ডিঙ্গা কাণ্ডারী-বিহনে !
 অচিরে তরঙ্গ-চয়, নিষ্ঠুরে লো ধরি,
 গ্রাসিবে, নতুবা পাড়ে তাড়ায়ে, পীড়নে
 ভাঙ্গি বিনাশিবে ওরে ! হে রাঘব-পতি,
 এ দশা দাসীর আজি এ সংসার-জলে !
 ও পদ ব্যতীত, নাথ, কোথা তার গতি !”—
 মূর্ছায় পড়িলে সতী সহসা ভূতলে,
 পাষণ-নির্মিত মূর্তি কাননে যেমতি
 পড়ে, বহে ঝড় যবে প্রলয়ের বলে ।

বিজয়া-দশমী

“যেয়ো না, রজনী, আজি লয়ে তারাদলে !
 গেলে তুমি, দয়াময়ি, এ পরাগ যাবে !—
 উদিলে নির্দয় রবি উদয়-অচলে,
 নয়নের মণি মোর নয়ন হারাবে !
 বার মাস তিতি, সত্যি, নিত্য, অশ্রুজলে,
 পেয়েছি উমায় আমি ! কি সাস্থনা-ভাবে—
 তিনটি দিনেতে, কহ, লো তারা-কুস্তলে,
 এ দীর্ঘ বিরহ-জ্বালা এ মন জুড়াবে ?
 তিন দিন স্বর্ণদীপ জ্বলিতেছে ঘরে
 দূর করি অঙ্ককার ; শুনিতোছি বাণী—
 মিষ্টতম এ সৃষ্টিতে এ কর্ণ-সুহরে !
 ষিগুণ আধার ঘর হবে, আমি জানি,

নিবাও এ দীপ যদি !”—কহিলা কাতরে
নবমীর নিশা-শেষে গিরীশের রাণী ।

৫২

কোজাগর-লক্ষ্মীপূজা

শোভ নভে, নিশাপতি, এবে হে বিমলে !—
হেমাঙ্গি রোহিণি, তুমি, অঙ্গ-ভঙ্গি করি,
হুলাহুলি দিয়া নাচ, তারা-সঙ্গি-দলে !—
জান না কি কোন্ ব্রতে, লো সুর-সুন্দরি,
রত ও নিশায় রঙ্গ ? পূজে কুতূহলে
রমায় শ্যামাঙ্গী এবে, নিদ্রা পরিহরি ;
বাজে শাখ, মিলে ধূপ ফুল-পরিমলে ।
ধন্য তিথি ও পূর্ণিমা, ধন্য বিভাবরী !
হৃদয়-মন্দিরে, দেবি, বন্দি এ প্রবাসে
এ দাস, এ ভিক্ষা আজি মাগে রাঙা পদে,—
থাক বঙ্গ-গৃহে, যথা মানসে, মা, হাসে
চিররুচি কোকনদ ; বাসে কোকনদে
সুগন্ধ ; সুরভে জ্যোৎস্না ; সূতারা আকাশে ;
শুক্লির উদরে মুক্তা ; মুক্তি গঙ্গা-হৃদে !

৫৩

বীর-রস

ভৈরব-আকৃতি শূরে দেখিষু নয়নে
গিরি-শিরে ; বায়ু-রথে, পূর্ণ ইরশ্মদে,
প্রলয়ের মেঘ যেন ! ভীম শরাসনে
ধরি বাম করে বীর, মত্ত বীর-মদে,
টঙ্কারিছে মুহুমূর্ছঃ, ছুকারি ভীষণে !
ব্যোমকেশ-সম কায় ; ধরাতল পদে,

রতন-মণ্ডিত শিরঃ ঠেকিছে গগনে,
 বিজলী-ঝলসা-রূপে উজলি জ্বলে ।
 চাঁদের পরিধি, যেন রাহুর গরাসে,
 ঢালখান ; উরু-দেশে অসি তীক্ষ্ণ অতি,
 চৌদিকে, বিবিধ অস্ত্র । সুধিহু তরাসে,—
 “কে এ মহাজন, কহ, গিরি মহামতি ?”
 আইল শব্দ বহি স্তবধ আকাশে—
 বীর-রস এ বীরেন্দ্র, রস-কুল-পতি !”

গদা-যুদ্ধ

ছই মস্ত হস্তী যথা উর্দ্ধ গুণ্ড করি,
 রকত-বরণ ঝাঁখি, গরজে সঘনে,—
 ঘুরায়ে ভীষণ গদা শূণ্ণে, কাল রণে,
 গরজিলা তুর্য্যোধন, গরজিলা অরি
 ভীমসেন । ধূলা-রাশি, চরণ-তাড়নে
 উড়িল ; অধীরে ধরা থর থর থরি
 কাঁপিল ;—টলিল গিরি সে ঘন কম্পনে ;
 উথলিল দ্বৈপায়নে জলের লহরী,
 ঝড়ে যেন । যথা মেঘ, বজ্রানলে ভরা,
 বজ্রানলে ভরা মেঘে আঘাতিলে বলে,
 উজলি চৌদিক তেজে, বাহিরায় ত্বরা
 বিজলী ; গদায় গদা লাগি রণ-স্থলে,
 উগরিল অগ্নি-কণা দরশন-হরা ।
 আতঙ্কে বিহঙ্গ-দল পড়িল ভূতলে ॥

৫৫

গোগৃহ-রণে

হুঙ্কারি টঙ্কারিলা ধনুঃ ধনুর্দারী
 ধনঞ্জয়, মৃত্যুঞ্জয় প্রলয়ে যেমতি !
 চৌদিকে ঘেরিল বীরে রথ সারি সারি,
 স্থির বিজলীর তেজঃ, বিজলীর গতি !—
 শর-জালে শূর-ব্রজে সহজে সংহারি
 শূরেন্দ্র, শোভিলা পুনঃ যথা দিনপতি,
 প্রথর কিরণে মেঘে খ-মুখে নিবারি,
 শোভেন অম্লানে নভে । উত্তরের প্রতি
 কহিলা আনন্দে বলী ;—“চালাও স্তন্দনে,
 বিরাট-নন্দন, দ্রুতে, যথা সৈন্য-দলে
 লুকাইছে ছুর্য্যোধন হেরি মোরে রণে,
 তেজস্বী মৈনাক যথা সাগরের জলে
 বজ্রাগ্নির কাল তেজে ভয় পেয়ে মনে ।—
 দণ্ডিব প্রচণ্ডে ছুঁষ্টে গাণ্ডীবের বলে ।”

৫৬

কুরুক্ষেত্রে

যথা দাবানল বেড়ে অনল-প্রাচীরে
 সিংহ-বৎসে । সপ্ত রথী বেড়িলা তেমতি
 কুমারে । অনল-কণা-রূপে শর, শিরে
 পড়ে পুঞ্জ পুঞ্জ পুড়ি, অনিবার-গতি !
 সে কাল অনল-তেজে, সে বনে যেমতি
 রোষে, ভয়ে সিংহ-শিশু গরজে অস্থিরে,
 গরজিলা মহাবাহু চারি দিকে ফিরে
 রোষে, ভয়ে । ধরি ঘন ধূমের মূর্তি,

তুমি, পার্থ, ভাগ্য-বলে জাগিলা স্কন্ধে,
মরতে স্বরগ-ভোগ ভোগিতে সোহাগে ।

৬০

উর্বশী

যথা তুষারের হিয়া, ধবল-শিখরে,
কভু নাহি গলে রবি-বিভার চুম্বনে,
কামানলে ; অবহেলি মন্থথের শরে
রথীন্দ্র, হেরিলা, জাগি, শয়ন-সদনে
(কনক-পুতলী যেন নিশার স্বপনে)
উর্বশীরে । “কহ, দেবি, কহ এ কিঙ্করে,—”
সুধিলা সস্তাষি শূর সুমধুর স্বরে,
“কি হেতু অকালে হেথা, মিনতি চরণে ?”
উন্মদা মদন-মদে, কহিলা উর্বশী ;
“কামাতুরা আমি, নাথ, তোমার কিঙ্করী ;
সরের সুকান্তি দেখি যথা পড়ে খসি
কৌমুদিনী তার কোলে, লও কোলে ধরি
দাসীরে ; অধর দিয়া অধর পরশি,
যথা কৌমুদিনী কাঁপে, কাঁপি থর থরি ।”

৬১

রৌদ্র-রস

শুনিহু গস্তীর ধ্বনি গিরির গহ্বরে,
ক্ষুধার্ত কেশরী যেন নাদিছে ভীষণে ;
প্রলয়ের মেঘ যেন গর্জিছে গগনে ;
সচূড়ে পাহাড় কাঁপে থর থর ধরে,
কাঁপে চারি দিকে বন যেন ভুকম্পনে ;
উথলে অদূরে সিঙ্কু যেন ক্রোধ-ভরে,

যবে প্রভঞ্জন আসে নির্ঘোষ ঘোষণে ।
 জিজ্ঞাসিনু ভারতীরে জ্ঞানার্থে সত্বরে !
 কহিলা মা ;—“রৌদ্র নামে রস, রৌদ্র অতি,
 রাখি আমি, ওরে বাছা, বাঁধি এই স্থলে,
 (কৃপা করি বিধি মোরে দিলা এ শক্তি)
 বাড়বাগ্নি মগ্ন যথা সাগরের জলে ।
 বড়ই কর্কশ-ভাষী, নিষ্ঠুর, দুর্শক্তি,
 সতত বিবাদে মত্ত, পুড়ি রোষানলে ।”

৬২

দুঃশাসন

মেঘ-রূপ চাপ ছাড়ি, বজ্রাগ্নি যেমনে
 পড়ে পাহাড়ের শৃঙ্গে ভীষণ নির্ঘোষে ;
 হেরি ক্ষেত্রে ক্ষত্র-গ্নানি ছুঁই দুঃশাসনে,
 রৌদ্ররূপী ভীমসেন ধাইলা সরোষে ;
 পদাঘাতে বসুমতী কাঁপিলা সঘনে ;
 বাজিল উরুতে অসি গুরু অসি-কোষে ।
 যথা সিংহ সিংহনাদে ধরি যুগে বনে
 কামড়ে প্রগাঢ়ে ঘাড় লছ-ধারা শোষে ;
 বিদরি হৃদয় তার ভৈরব-আরবে,
 পান করি রক্ত-স্রোতঃ গর্জিলা পাবনি ।
 “মানাগ্নি নিবানু আমি আজি এ আহবে
 বর্কর !—পাঞ্চালী সতী, পাণ্ডব-রমণী,
 তার কেশপাশ পশি, আকর্ষিলি যবে,
 কুরু-কুলে রাজলক্ষ্মী ত্যজিলা তখনি ।”

হিড়িম্বা

উজলি চৌদিক এবে রূপের কিরণে,
 বীরেশ ভীমের পাশে কর যোড় করি
 দাঁড়াইলা, প্রেম-ডোরে বাঁধা কায় মনে
 হিড়িম্বা ; সুবর্ণ-কাস্তি বিহঙ্গী সুন্দরী
 কিরাতের ফাঁদে যেন ! ধাইল কাননে
 গন্ধামোদে অন্ধ অলি, আনন্দে গুঞ্জরি,—
 গাইল বাসন্ত্যামোদে শাখার উপরি
 মধুমাখা গীত পাখী সে নিকুঞ্জ-বনে ।
 সহসা নড়িল বন ঘোর মড়মড়ে,
 মদ-মত্ত হস্তী কিম্বা গণ্ডার সরোষে
 পশিলে বনেতে, বন যেই মতে নড়ে ।
 দীর্ঘ-তাল-তুল্য গদা ঘুরায়ে নির্ঘোষে,
 ছিন্ন করি লতা-কূলে, ভাঙি বৃক্ষ রড়ে,
 পশিল হিড়িম্ব রক্ষঃ—রৌদ্র ভগ্নী-দোষে ।

ক্রোধাক্ষ মেঘের চক্ষু জ্বলে যথা খরে
 ক্রোধাগ্নি ভড়িত-রূপে ; রকত-নয়নে
 ক্রোধাগ্নি ! মেঘের মুখে যেমতি নিঃসরে
 ক্রোধ-নাদ বজ্রনাদে, সে ঘোর ঘোষণে
 ভয়ান্ত ভূধর ভূমে, খেচর অশ্বরে,
 ঘন হুঙ্কার-ধ্বনি বিকট বদনে ;—
 “রক্ষঃ-কুল-কলঙ্কিনি, কোথা লো এ বনে
 তুই ? দেখি, আজি তোরে কে বা রক্ষা করে !”
 মূর্ত্তিমান্ রৌদ্র-রসে হেরি রসবতী,
 সভয়ে কহিলা কাঁদি বীরেশ্বের পদে,—

“লৌহ-ক্রম চিল ওই ; সফরীর গতি
দাসীর ! ছুটিছে দুষ্ট ফাটি বীর-মদে,
অবলা অধীনা জনে রক্ষ, মহামতি,
বাঁচাই পরাণ ডুবি তব কৃপা-হৃদে ।”

৬৫

উদ্যানে পুষ্করিণী

বড় রম্য স্থলে বাস তোর, লো সরসি !
দগধা বসুধা যবে চৌদিকে প্রথরে
তপনের, পত্রময়ী শাখা ছত্র ধরে
শীতলিতে দেহ তোর ; মৃৎ খাসে পশি,
সুগন্ধ পাখার রূপে, বায়ু বায়ু করে ।
বাড়াতে বিরাম তোর আদরে, রূপসি,
শত শত পাতা মিলি মিষ্টে মরমরে ;
স্বর্ণ-কান্তি ফুল ফুটি, তোর তটে বসি,
যোগায় সৌরভ-ভোগ, কিঙ্করী যেমতি
পাট-মহিষীর খাটে, শয়ন-সদনে ।
নিশায় বাসের রঙ্গ তোর, রসবতি,
লয়ে চাঁদে,—কত হাসি প্রেম-আলিঙ্গনে !
বৈতালিক-পদে তোর পিক-কুল-পতি ;
ভ্রমর গায়ক ; নাচে খঞ্জন, ললনে ।

৬৬

নূতন বৎসর

ভূত-রূপ সিন্ধু-জলে গড়ায়ে পড়িল
বৎসর, কালের ঢেউ, ঢেউর গমনে ।
নিত্যগামী রথচক্র নীরবে ঘুরিল
আবার আয়ুর পথে । হৃদয়-কাননে,

কত শত আশা-লতা শুখায়ে মরিল,
 হায় রে, কব তা কারে, কব তা কেমনে !
 কি সাহসে আবার বা রোপিব ষতনে
 সে বীজ, যে বীজ ভূতে বিফল হইল ।
 বাড়িতে লাগিল বেলা ; ডুবিলে সত্বরে
 তিমিরে জীবন-রবি । আসিছে রজনী,
 নাহি যার মুখে কথা বায়ু-রূপ স্বরে ;
 নাহি যার কেশ-পাশে তারা-রূপ মণি ;
 চির-রুদ্ধ দ্বার যার নাহি মুক্ত করে
 উষা,—তপনের দূতী, অরুণ-রমণী ।

৬৭

কেউটিয়া সাপ

বিষাগার শিরঃ হেরি মণ্ডিত কমলে
 তোর, যম-দূত, জন্মে বিশ্বয় এ মনে !
 কোথায় পাইলি তুই,—কোন্ পুণ্যবলে—
 সাজাতে কুচূড়া তোর, হেন সুভূষণে !
 বড়ই অহিত-কারী তুই এ ভবনে ।
 জীব-বংশ-ধ্বংস-রূপে সংসার-মণ্ডলে
 সৃষ্টি তোর । ছটফটি, কে না জানে, জ্বলে
 শরীর, বিষাগ্নি যবে জালাস্ দংশনে ?—
 কিন্তু তোর অপেক্ষা রে, দেখাইতে পারি,
 তীক্ষ্ণতর বিষধর অরি নর-কূলে ।
 তোর সম বাহু-রূপে অতি মনোহারী,—
 তোর সম শিরঃ-শোভা রূপ-পদ্ম-ফুলে ।
 কে সে ? কবে কবি, শোন্ ! সে রে সেই নারী,
 যৌবনের মদে যে রে ধর্ম-পথ ভুলে ।

৬৮

শ্যামা-পক্ষী

আঁধার পিঞ্জরে তুই, রে কুঞ্জ-বিহারি
 বিহঙ্গ, কি রঙ্গে গীত গাইস সুস্বরে ?
 ক মোরে, পূর্বের সুখ কেমনে বিস্মরে
 মনঃ তোর ? বুঝা রে, যা বুঝিতে না পারি !
 সঙ্গীত-তরঙ্গ-সঙ্গে মিশি কি রে ঝরে
 অদৃশ্যে ও কারাগারে নয়নের বারি ?
 রোদন-নিনাদ কি রে লোকে মনে করে
 মধুমাখা গীত-ধ্বনি, অজ্ঞানে বিচারি ?
 কি ভাবে, হৃদয়ে তোর কি ভাব উথলে ?—
 কবির কুভাগ্য তোর, আমি ভাবি মনে ।
 ছুখের আঁধারে মজি গাইস্ বিরলে
 তুই, পাখি, মজায়ে রে মধু-বরিষণে !
 কে জানে যাতনা কত তোর ভব-তলে ?—
 মোহে গন্ধে গন্ধরস সহি ছুতাশনে !

৬৯

ধেঘ

শত ধিক্ সে মনেরে, কাতর যে মনঃ
 পরের সুখেতে সদা এ ভব-ভবনে !
 মোর মতে নর-কুলে কলঙ্ক সে জন
 পোড়ে আঁখি যার যেন বিষ-বরিষণে,
 বিকশে কুসুম যদি, গায় পিক-গণে
 বাসন্ত আমোদে পূরি ভাগ্যের কানন
 পরের ! কি গুণ দেখে, কব তা কেমনে,
 প্রসাদ তোমার, রমা, কর বিতরণ

তুমি ? কিন্তু এ প্রসাদ, নমি যোড় করে
 মাগি রাঙা পায়ে, দেবি ; দ্বেষের অনলে
 (সে মহা নরক ভবে !) সুখী দেখি পরে,
 দাসের পরাণ যেন কভু নাহি জ্বলে,
 যদিও না পাত তুমি তার ক্ষুদ্র ঘরে
 রত্ন-সিংহাসন, মা গো, কুভাগ্যের বলে !

৭০

বসন্তে কানন-রাজি সাজে নানা ফুলে,
 নব বিধুমুখী বধু যাইতে বাসরে
 যেমতি ; তবু সে নদ, শোভে যার কূলে
 সে কানন, যদপিও তার কলেবরে
 নাহি অলঙ্কার, তবু সে দুখ সে ভুলে
 পড়শীর সুখ দেখি ; তবুও সে ধরে
 মূর্ত্তি তার হিয়া-রূপ দরপণে তুলে
 আনন্দে ! আনন্দ-গীত গায় মৃচ্ স্বরে !—
 হে রমা, অজ্ঞান নদ, জ্ঞানবান্ করি,
 সৃজেছেন দাসে বিধি ; তবে কেন আমি
 তব মায়া, মায়াময়ি, জগতে বিস্মরি,
 কু-ইন্দ্রিয়-বশে হব এ কুপথ-গামী ?
 এ প্রসাদ যাচি পদে, ইন্দ্রিরা সুন্দরি,
 দ্বেষ-রূপ ইন্দ্রিয়ের কর দাসে স্বামী ।

৭১

যশঃ

লিখিছু কি নাম মোর বিফল যতনে
 বালিতে, রে কাল, তোর সাগরের তীরে ?

ফেন-চূড় জল-রাশি আসি কি রে ফিরে,
 মুছিতে তুচ্ছেতে ত্বরা এ মোর লিখনে ?
 অথবা খোদিনু তারে যশোগিরি-শিরে,
 গুণ-রূপ যন্ত্রে কাটি অক্ষর সুক্ষণে,—
 নারিবে উঠাতে যাহে, ধুয়ে নিজ নীরে,
 বিস্মৃতি, বা মলিনিতে মলের মিলনে ?—
 শূন্য-জল জল-পথে জলে লোক স্মরে ;
 দেব-শূন্য দেবালয়ে অদৃশ্যে নিবাসে
 দেবতা ; ভাস্মের রাশি ঢাকে বৈশ্বানরে ।
 সেই রূপে, ধড় যবে পড়ে কাল-গ্রাসে,
 যশোরূপাশ্রমে প্রাণ মর্ত্যে বাস করে ;—
 কুয়শে নরকে যেন, সুয়শে—আকাশে !

৭২

ভাষা

“O matre pulchra—

Filia pulchrior !”

HOR.

লো সুন্দরী জননী

সুন্দরীতরা দুহিতা !—

মূঢ় সে, পণ্ডিতগণে তাহে নাহি গণি,
 কহে যে, রূপসী তুমি নহ, লো সুন্দরি
 ভাষা !—শত ধিক্ তারে ! ভুলে সে কি করি
 শকুন্তলা তুমি, তব মেনকা জননী ?
 রূপ-হীনা দুহিতা কি, মা যার অঙ্গরী ?—
 বীণার রসনা-মূলে জন্মে কি কুধ্বনি ?
 কবে মন্দ-গন্ধ শ্বাস শ্বাসে ফুলেশ্বরী
 নলিনী ? সীতারে গর্ভে ধরিলা ধরণী ।

দেব-যোনি মা তোমার ; কাল নাহি নাশে
 রূপ তাঁর ; তবু কাল করে কিছু ক্ষতি ।
 নব রস-সুধা কোথা বয়েসের হাসে ?
 কালে সুবর্ণের বর্ণ ম্লান, লো যুবতি !
 নব শশিকলা তুমি ভারত-আকাশে,
 নব-ফুল বাক্য-বনে, নব মধুমতী ।

সাংসারিক জ্ঞান

“কি কাজ বাজায় বীণা ; কি কাজ জাগায়
 সুমধুর প্রতিধ্বনি কাব্যের কাননে ?
 কি কাজ গরজে ঘন কাব্যের গগনে
 মেঘ-রূপে, মনোরূপ ময়ূরে নাচায় ?
 স্বতরিতে তুলি তোরে বেড়াবে কি বায়ে
 সংসার-সাগর-জলে, স্নেহ করি মনে
 কোন জন ? দেবে অন্ন অর্দ্ধ মাত্র খায়ে,
 ক্ষুধায় কাতর তোরে দেখি রে তোরণে ?
 ছিঁড়ি তার-কুল, বীণা ছুড়ি ফেল দূরে !”—
 কহে সাংসারিক জ্ঞান—ভবে বৃহস্পতি ।
 কিন্তু চিত্ত-ক্ষেত্রে যবে এ বীজ অঙ্কুরে,
 উপাড়ে ইহায় হেন কাহার শক্তি ?
 উদাসীন-দশা তার সদা জীব-পুরে,
 যে অভাগা রাঙা পদ ভজে, মা ভারতি ।

পুরুষবা

যথা ঘোর বনে ব্যাধ বধি অজাগরে,
 চিরি শিরঃ তার, লভে অমূল রতনে ;

বিমুখি কেশীরে আজি, হে রাজা, সমরে,
 লভিলা ভুবন-লোভ তুমি কাম-ধনে ।
 হে সুভগ, যাত্রা তব বড় শুভ ক্ষণে !—
 ঐ যে দেখিছ এবে, গিরির উপরে,
 আচ্ছন্ন, হে মহীপতি, মূর্ছা-রূপ ঘনে
 চাঁদে, কে ও, তা জান ? জিজ্ঞাস সত্বরে,
 পরিচয় দেবে সখী, সমুখে যে বসি ।
 মানসে কমল, বলি, দেখেছ নয়নে ;
 দেখেছ পূর্ণিমা-রাত্রে শরদের শশী ;
 বধিয়াছ দীর্ঘ-শৃঙ্গী কুরঙ্গে কাননে ;—
 সে সকলে ধিক্ মান ! ওই হে উর্বশী !
 সোণার পুতলি যেন, পড়ি অচেতনে ।

৭৫

দ্বৈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

শ্রোতঃ-পথে বহি যথা ভীষণ ঘোষণে
 ক্ষণ কাল, অল্লায়ুঃ পয়োরশি চলে
 বরিষায় জলাশয়ে ; দৈব-বিড়ম্বনে
 ঘটিল কি সেই দশা সুবঙ্গ-মণ্ডলে
 তোমার, কোবিদ বৈচ্য ? এই ভাবি মনে,—
 নাহি কি হে কেহ তব বান্ধবের দলে,
 তব চিতা-ভস্মরাশি কুড়ায়ে যতনে,
 স্নেহ-শিল্পে গড়ি মঠ, রাখে তার তলে ?
 আছিলে রাখাল-রাজ কাব্য-ব্রজধামে
 জীবে তুমি ; নানা খেলা খেলিলা হরষে ;
 যমুনা হয়েছ পার ; তেঁই গোপগ্রামে
 সবে কি ভুলিল তোমা ? স্মরণ-নিকষে,

ধূসূদন-গ্রন্থাবলী

ধ্বং-রেখা-সম এবে তব নামে
নাহি কি হে জ্যোতিঃ, ভাল স্বর্গের পরশে ?

৭৬

শনি

কেন মন্দ গ্রহ বলি নিন্দা তোমা করে
জ্যোতিষী ? গ্রহেন্দ্র তুমি, শনি মহামতি !
ছয় চন্দ্র রত্নরূপে সুবর্ণ টোপরে
তোমার ; সুকটিদেশে পর, গ্রহ-পতি
হৈম সারসন, যেন আলোক-সাগরে !
সুনীল গগন-পথে ধীরে তব গতি ।
বাখানে নক্ষত্র-দল ও রাজ-মূর্তি
সঙ্গীতে, হেমাঙ্গ বীণা বাজায় অম্বরে ।
হে চল রশ্মির রাশি, সুধি কোন জনে,—
কোন জীব তব রাজ্যে আনন্দে নিবাসে ?
জন-শূন্য নহ তুমি, জানি আমি মনে,
হেন রাজা প্রজা-শূন্য,—প্রত্যয়ে না আসে !—
পাপ, পাপ-জাত মৃত্যু, জীবন-কাননে,
তব দেশে, কীটরূপে কুসুম কি নাশে ?

৭৭

সাগরে তরি

হেরিনু নিশায় তরি অপথ সাগরে,
মহাকায়া, নিশাচরী, যেন মায়া-বলে,
বিহঙ্গিনী-রূপ ধরি, ধীরে ধীরে চলে,
রঙ্গে সুধবল পাখা বিস্তারি অম্বরে !
রতনের চূড়া-রূপে শিরোদেশে জলে
দীপাবলী, মনোহরা নানা বর্ণ করে,—

শ্বেত, রক্ত, নীল, মিশ্রিত পিঙ্গলে ।
 চারি দিকে ফেনাময় তরঙ্গ সুস্বরে
 গাইছে আনন্দে যেন, হেরি এ সুন্দরী
 বামারে, বাখানি রূপ, সাহস, আকৃতি ।
 ছাড়িতেছে পথ সবে আশ্বে ব্যস্তে সরি,
 নীচ জন হেরি যথা কুলের যুবতী ।
 চলিছে গুমরে বামা পথ আলো করি,
 শিরোমণি-তেজে যথা ফণিনীর গতি ।

৭৮

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সুরপুরে সশরীরে, শূর-কুল-পতি
 অর্জুন, স্বকাজ যথা সাধি পুণ্য-বলে
 ফিরিলা কানন-বাসে ; তুমি হে তেমতি,
 যাও সুখে ফিরি এবে ভারত-মণ্ডলে,
 মনোছানে আশা-লতা তব ফলবতী !—
 ধন্য ভাগ্য, হে সুভগ, তব ভব-তলে !
 শুভ ক্ষণে গর্ভে তোমা ধরিলা সে সতী,
 তিত্তিবেন যিনি, বৎস, নয়নের জলে
 (স্নেহাসার !) যবে রঙ্গে বায়ু-রূপ ধরি
 জনরব, দূর বঙ্গে বহিবে সত্বরে
 এ তোমার কীর্তি-বার্তা ।—যাও দ্রুতে, তরি,
 নীলমণি-ময় পথ অপথ সাগরে !
 অদৃশ্যে রক্ষার্থে সঙ্গে যাবেন সুন্দরী
 বঙ্গ-লক্ষ্মী ! যাও, কবি আশীর্ব্বাদ করে !—

শিশুপাল

নর-পাল-কুলে তব জনম সুক্ৰণে
 শিশুপাল ! কহি শুন, রিপুরুপ ধরি,
 ওই যে গরুড়-ধ্বজে গরজেন ঘনে
 বীরেশ, এ ভব-দহে মুকতির তরি !
 টঙ্কারি কাম্মূক, পশ ছল্কারে রণে ;
 এ ছার সংসার-মায়া অস্থিমে পাসরি ;
 নিন্দাছলে বন্দ, ভক্ত, রাজীব চরণে ।
 জানি, ইষ্টদেব তব, নহেন হে অরি
 বাসুদেব ; জানি আমি বাণ্দেরীর বরে ।
 লৌহদস্ত হল, শুন, বৈষ্ণব সুমতি,
 ছিঁড়ি ক্ষেত্র ; তোমায় ক্ষণ যাতনি তেমতি
 আঞ্জি, তীক্ষ্ণ শর-জালে বধি এ সমরে,
 পাঠাবেন স্তবৈকুণ্ঠে সে বৈকুণ্ঠ-পতি ।

তারি

নিত্য তোমা হেরি প্রাতে ওই গিরি-শিরে
 কি হেতু, কহ তা মোরে, সুচারু-হাসিনি ?
 নিত্য অবগাহি দেহ শিশিরের নীরে,
 দেও দেখা, হৈমবতি, থাকিতে যামিনী ।
 বহে কলকল রবে স্বচ্ছ প্রবাহিণী
 গিরি-তলে ; সে দর্পণে নিরখিতে ধীরে
 ও মুখের আভা কি লো, আইস, কামিনি,
 কুম্ম-শয়ন থুয়ে সুবর্ণ মন্দিরে ?—

কিন্মা, দেহ কারাগার তেয়াগি ভূতলে,
 স্নেহ-কারী জন-প্রাণ তুমি দেব-পুরে,
 ভাল বাসি এ দাসেরে, আইস এ ছলে
 হৃদয় আঁধার তার খেদাইতে দূরে ?
 সত্য যদি, নিত্য তবে শোভ নভস্তলে,
 জুড়াও এ আঁখি ছুটি নিত্য নিত্য উরে ॥

৮১

অর্থ

ভেবো না জনম তার এ ভবে কুক্ষণে,
 কমলিনী-রূপে যার ভাগ্য-সরোবরে
 না শোভেন মা কমলা সুবর্ণ কিরণে ;—
 কিন্তু যে, কল্পনা-রূপ খনির ভিতরে
 কুড়ায়ে রতন ব্রজ, সাজায় ভূষণে
 স্বভাষা, অঙ্গের শোভা বাড়ায়ে আদরে !
 কি লাভ সঞ্চয়ি, কহ, রজত কাঞ্চনে,
 ধনপ্রিয় ? বাঁধা রমা চির কার ঘরে ?
 তার ধন-অধিকারী হেন জন নহে,
 যে জন নিৰ্বংশ হলে বিস্মৃতি-আঁধারে
 ডুবে নাম, শিলা যথা তল-শূণ্য দহে ।
 তার ধন-অধিকারী নারে মরিবারে ।—
 রসনা-যন্ত্রের তার যত দিন বহে
 ভাবের সঙ্গীত-ধ্বনি, বাঁচে সে সংসারে ॥

৮২

কবিগুরু দাস্তে

নিশাস্তে, সুবর্ণ-কাস্তি নক্ষত্র যেমতি
 (তপনের অমুচর) সুচারু কিরণে

খেদায় তিমির-পুঞ্জ ; হে কবি, তেমতি
 প্রভা তব বিনাশিল মানস-ভুবনে
 অজ্ঞান ! জনম তব পরম সূক্ষণে !
 নব কবি-কুল-পিতা তুমি, মহামতি,
 ব্রহ্মাণ্ডের এ সুখণ্ডে । তোমার সেবনে
 পরিহরি নিদ্রা পুনঃ জাগিলা ভারতী ।
 দেবীর প্রসাদে তুমি পশিলা সাহসে
 সে বিষম দ্বার দিয়া ঐাধার নরকে,
 যে বিষম দ্বার দিয়া, ত্যজি আশা, পশে
 পাপ প্রাণ, তুমি, সাধু, পশিলা পুলকে ।
 যশের আকাশ হতে কভু কি হে খসে
 এ নক্ষত্র ? কোন্ কীট কাটে এ কোরকে ?

৮৩

পণ্ডিতবর থিওডোর গোল্ডষ্ট্রু কর

মথি জলনাথে যথা দেব-দৈত্য-দলে
 লভিলা অমৃত-রস, তুমি শুভ ক্ষণে
 যশোরূপ সুধা, সাধু, লভিলা স্ববলে,
 সংস্কৃতবিদ্যা-রূপ সিদ্ধুর মথনে !
 পণ্ডিত-কুলের পতি তুমি এ মণ্ডলে ।
 আছে যত পিকবর ভারত-কাননে,
 সুসঙ্গীত-রঙ্গে তোষে তোমার শ্রবণে ।
 কোন্ রাজা হেন পূজা পায় এ অঞ্চলে ?
 বাজায়ে সুকল বীণা বাঙ্গলীকি আপনি
 কহেন রামের কথা তোমায় আদরে ;
 বদরিকাশ্রম হতে মহা গীত-ধ্বনি
 গিরি-জাত শ্রোতঃ-সম ভীম-ধ্বনি করে !

সখা তব কালিদাস, কবি-কুল-মণি !—
কে জানে কি পুণ্য তব ছিল জন্মান্তরে ?

৮৪

কবির আলফ্রেড টেনিসন্

কে বলে বসন্ত অস্ত, তব কাব্য-বনে,
শ্বেতদ্বীপ ? ওই শুন, বহে বায়ু-ভরে
সঙ্গীত-তরঙ্গ রঙ্গে ! গায় পঞ্চ স্বরে
পিকেশ্বর, তুষি মনঃ সুধা-বরিষণে ।
নীরব ও বীণা কবে, কোথা ত্রিভুবনে
বাগ্‌দেবী ? অবাক্ কবে কল্লোল সাগরে ?
তারারূপ হেম তার সুনীল গগনে,
অনন্ত মধুর ধ্বনি নিরন্তর করে ।
পূজক-বিহীন কভু হইতে কি পারে
সুন্দর মন্দির তব ? পশ, কবিপতি,
(এ পরম পদ পুণ্য দিয়াছে তোমারে)
পুষ্পাঞ্জলি দিয়া পূজ করিয়া ভকতি ।
যশঃ-ফুল-মালা তুমি পাবে পুরস্কারে ।
ছুঁইতে শমন তোমা না পাবে শকতি ।

৮৫

কবির ভিক্তর হ্যাপো

আপনার বীণা, কবি, তব পাণি-মূলে
দিয়াছেন বীণাপাণি, বাজাও হরষে !
পূর্ণ, হে যশস্বি, দেশ তোমার সুযশে,
গোকুল-কানন যথা প্রফুল্ল বকুলে
বসন্তে ! অমৃত পান করি তব ফুলে
অলি-রূপ মনঃ মোর মত্ত গো সে রসে !

হে ভিক্তর, জয়ী তুমি এই মর-কূলে !
 আসে যবে যম, তুমি হাসো হে সাহসে !
 অক্ষয় বৃক্ষের রূপে তব নাম রবে
 তব জন্ম-দেশ-বনে, কহিনু তোমারে ;
 (ভবিষ্যদ্বক্তা কবি সতত এ ভবে,
 এ শক্তি ভারতী সতী প্রদানেন তারে)
 প্রস্তুতের স্তম্ভ যবে গল্যে মাটি হবে,
 শোভিবে আদরে তুমি মনের সংসারে !

৮৬

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

বিদ্যার সাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে ।
 করুণার সিন্ধু তুমি, সেই জানে মনে,
 দীন যে, দীনের বন্ধু !—উজ্জল জগতে
 হেমাঙ্গির হেম-কাস্তি অম্লান কিরণে ।
 কিন্তু ভাগ্য-বলে পেয়ে সে মহা পর্বতে,
 যে জন আশ্রয় লয় সুবর্ণ চরণে,
 সেই জানে কত গুণ ধরে কত মতে
 গিরীশ । কি সেবা তার সে সুখ-সদনে !—
 দানে বারি নদীরূপ বিমলা কিঙ্করী ;
 যোগায় অমৃত ফল পরম আদরে
 দীর্ঘ-শিরঃ তরু-দল, দাসরূপ ধরি ;
 পরিমলে ফুল-কুল দশ দিশ ভরে ;
 দিবসে শীতল শ্বাসী ছায়া, বনেশ্বরী,
 নিশার সুশাস্ত নিদ্রা, ক্রাস্তি দূর করে !

৮৭

সংস্কৃত

কাণ্ডারী-বিহীন তরি যথা সিঙ্কু-জলে
সহি বহু দিন ঝড়, তরঙ্গ-পীড়নে,
লভে কূল কালে, মন্দ পবন-চালনে ;
সে সুদশা আজি তব সুভাগ্যের বলে,
সংস্কৃত, দেব-ভাষা মানব-মণ্ডলে,
সাগর-কল্লোল-ধ্বনি, নদের বদনে,
বজ্রনাদ, কম্পবান্ বীণা-তার-গণে !—
রাজাশ্রম আজি তব । উদয়-অচলে,
কনক-উদয়াচলে, আবার, সুন্দরি,
বিক্রম-আদিত্যে তুমি হের লো হরষে,
নবদ আদিত্যের রূপে ! পূর্ব-রূপ ধরি,
ফোট পুনঃ পূর্বরূপে, পুনঃ পূর্ব-রসে !
এত দিনে প্রভাতিল ছুখ-বিভাবরী ;
ফোট মনানন্দে হাসি মনের সরস ।

৮৮

রামায়ণ

সাধিনু নিজায় বৃথা সুন্দর সিংহলে ।—
স্মৃতি, পিতা বাল্মীকির বৃদ্ধ-রূপ ধরি,
বসিলা শিয়রে মোর ; হাতে বীণা করি,
গাইলা সে মহাগীত, যাহে হিয়া জলে,
যাহে আজু আঁখি হতে অশ্রু-বিন্দু গলে !
কে সে মূঢ় ভূভারতে, বৈদেহি সুন্দরি,
নাহি আর্জে মনঃ যার তব কথা স্মরি,
নিত্য-কান্তি কমলিনী তুমি ভক্তি-জলে !

দিব্য চক্ষুঃ দিলা গুরু ; দেখিছু সূক্ষ্মে
 শিলা জলে ; কুম্ভকর্ণ পশিল সমরে,
 চলিল অচল যেন ভীষণ ঘোষণে,
 কাঁপায়ে ধরায় ঘন ভীম-পদ-ভরে ।
 বিনাশিলা রামামুজ মেঘনাদে রণে ;
 বিনাশিলা রঘুরাজ রক্ষোরাজেশ্বরে ।

হরিপর্বতে দ্রৌপদীর মৃত্যু

যথা শমী, বন-শোভা, পবনের বলে,
 আধারি চৌদিক, পড়ে সহসা সে বনে ;
 পড়িলা দ্রৌপদী সতী পর্বতের তলে ।—
 নিবিল সে শিখা, যার সুবর্ণ-কিরণে
 উজ্জ্বল পাণ্ডব-কুল মানব-মণ্ডলে !
 অশ্বে গেলা শশিকলা মলিনি গগনে ।
 মুদীলা, শুখায়ে, পদ্য সরোবর-জলে ।
 নয়নের হেম-বিভা ত্যজিল নয়নে ।—
 মহাশোকে পঞ্চ ভাই বেড়ি সুন্দরীরে
 কাঁদিলা, পুরি সে গিরি রোদন-নিনাদে ;
 দানবের হাতে হেরি অমরাবতীরে
 শোকাক্ত দেবেশ্র যথা ঘোর পরমাদে ।
 তিতিল গিরির বক্ষঃ নয়নের নীরে ;
 প্রাতিশ্চনি-ছলে গিরি কাঁদিল বিষাদে ।

৯০

ভারত-ভূমি

“Italia ! Italia ! O tu.cui feo la sorte,
Dono infelice di bellezza !”

FILICIAIA.

“কুক্ষণে তোরে লো, হায়, ইতালি ! ইতালি !
এ দুখ-জনক রূপ দিয়াছেন বিধি ।”

কে না লোভে, ফণিনীর কুস্তলে যে মণি
ভূপতিত তারারূপে, নিশাকালে ঝলে ?
কিন্তু কৃতান্তের দূত বিষদন্তে গণি,
কে করে সাহস তারে কেড়ে নিতে বলে ?—
হায় লো ভারত-ভূমি ! বৃথা স্বর্ণ-জলে
ধুইলা বরাঙ্গ তোর, কুরঙ্গ-নয়নি,
বিধাতা ? রতন সিঁথি গড়ায়ে কৌশলে,
সাজাইলা পোড়া ভাল তোর লো, যতনি !
নহিস্ লো বিষময়ী যেমতি সাপিনী ;
রক্ষিতে অক্ষম মান প্রকৃত যে পতি ;
পুড়ি কামানলে, তোরে করে লো অধীনী
(হা ধিক্ !) যবে যে ইচ্ছে, যে কামী দুর্মতি !
কার শাপে তোর তরে, ওলো অভাগিনি,
চন্দন হইল বি ; সুধা তিত অতি ?

৯১

পৃথিবী

নির্ম্মি গোলাকারে তোমা আরোপিলা যবে
বিশ্ব-মাঝে স্রষ্টা, ধরা ! অতি হৃষ্ট মনে
চারি দিকে তারা-চয় সুমধুর রবে
(বাজায় স্বর্ণ বীণা) গাইল গগনে,

কুল-বালা-দল যবে বিবাহ-উৎসবে
 ছলাছলি দেয় মিলি বধু-দরশনে ।
 আইলেন আদি প্রভা হেম-ঘনাসনে,
 ভাসি ধীরে শূন্যরূপ সুনীল অর্ণবে,
 দেখিতে তোমার মুখ । বসন্ত আপনি
 আবরিলা শ্যাম বাসে বর কলেবরে ;
 আঁচলে বসায় নব ফুলরূপ মণি,
 নব ফুল-রূপ মণি কবরী উপরে ।
 দেবীর আদেশে তুমি, লো নব রমণি,
 কটিতে মেখলা-রূপে পরিলা সাগরে ।

৯২

আমরা

আকাশ-পরশী গিরি দমি গুণ-বলে,
 নির্ম্মল মন্দির যারা সুন্দর ভারতে ;
 তাদের সম্ভান কি হে আমরা সকলে ?—
 আমরা,—দুর্ব্বল, ক্ষীণ, কুখ্যাত জগতে,
 পরাধীন, হা বিধাতঃ, আবদ্ধ শৃঙ্খলে ?—
 কি হেতু নিবিল জ্যোতিঃ মণি, মরকতে,
 ফুটিল ধুতুরা ফুল মানসের জলে
 নির্গন্ধে ? কে কবে মোরে ? জানিব কি মতে ?
 বামন দানব-কূলে, সিংহের ঔরসে
 শৃগাল কি পাপে মোরা কে কবে আমারে ?—
 রে কাল, পূরিবি কি রে পুনঃ নব রসে
 রস-শূন্য দেহ তুই ? অমৃত-আসারে
 চেতাইবি মৃত-কলে ? পুনঃ কি হরষে,
 গুরুকে ভারত-শশী ভাতিবে সংসারে ?

৯৩

শকুন্তলা

মেনকা অপ্সরারূপী, ব্যাসের ভারতী
 প্রসবি, ত্যজিলা ব্যস্তে, ভারত-কাননে,
 শকুন্তলা সুন্দরীরে, তুমি, মহামতি,
 কণ্ঠরূপে পেয়ে তারে পালিলা যতনে,
 কালিদাস! ধন্য কবি, কবি-কুল-পতি!—
 তব কাব্যশ্রমে হেরি এ নারী-রতনে
 কে না ভাল বাসে তারে, ছদ্মস্ত যেমতি
 প্রেমে অন্ধ? কে না পড়ে মদন-বন্ধনে?
 নন্দনের পিক-ধ্বনি সুমধুর গলে;
 পারিজাত-কুসুমের পরিমল শ্বাসে;
 মানস-কমল-রুচি বদন-কমলে;
 অধরে অমৃত-সুধা; সৌদামিনী হাসে;
 কিন্তু ও যুগাঙ্কি হতে যবে গলি, ঝলে
 অশ্রুধারা, ধৈর্য্য ধরে কে মর্ত্যে, আকাশে?

৯৪

বাল্ম্যকি

স্বপনে ভ্রমিছু আমি গহন কাননে
 একাকী। দেখিছু দূরে যুব এক জন,
 দাঁড়িয়ে তাহার কাছে প্রাচীন ব্রাহ্মণ—
 দ্রোণ যেন ভয়-শূণ্য কুরুক্ষেত্র-রণে।
 “চাহিস্ বধিতে মোরে কিসের কারণে?”
 ছিঙ্কাসিলা দ্বিজবর মধুর বচনে।
 “বধি তোমা হরি আমি লব তব ধন,”
 উত্তরিলো যুব জন ভীম গরজনে।—

পরিবরতিল স্বপ্ন । শুনিবু সত্বরে
 সুধাময় গীত-ধ্বনি, আপনি ভারতী,
 মোহিতে ব্রহ্মার মনঃ, স্বর্ণ বীণা করে,
 আরস্তিলা গীত যেন—মনোহর অতি !
 সে ছরস্ত যুব জন, সে বৃদ্ধের বরে,
 হইল, ভারত, তব কবি-কুল-পতি !

৯৫

শ্রীমন্তের টোপর

—“শ্রীপতি—

শিরে হৈতে ফেলে দিল লক্ষের টোপর ।”

চণ্ডী ।

হেরি যথা শফরীরে স্বচ্ছ সরোবরে,
 পড়ে মৎস্বরঙ্ক, ভেদি সুনীল গগনে,
 (ইন্দ্র-ধনুঃ-সম দীপ্ত বিবিধ বরণে)
 পড়িল মুকুট, উঠি, অকূল সাগরে,
 উজলি চৌদিক শত রতনের করে
 দ্রুতগতি ! মৃচ্ হাসি হেম ঘনাসনে
 আকাশে, সম্ভাষি দেবী, সুমধুর স্বরে,
 পদ্মারে, কহিলা, “দেখ, দেখ লো নয়নে,
 অবোধ শ্রীমন্ত ফেলে সাগরের জলে
 লক্ষের টোপর, সখি ! রক্ষিব, স্বজনি,
 খুল্লনার ধন আমি ।”—আশু মায়া-বলে
 স্বর্ণ ক্ষেমঙ্করী-রূপ লইলা জননী ।
 বজ্রনখে মৎস্বরঙ্কে যথা নভস্তলে
 বিঁধে বাজ, টোপর মা ধরিলা তেমনি ।

৯৬

কোন এক পুস্তকের ভূমিকা পড়িয়া

টাড়ালের হাত দিয়া পোড়াও পুস্তকে !
 করি ভস্মরাশি, ফেল, কস্মনাশা-জলে !—
 সুভাবের উপযুক্ত বসন, যে বলে
 নার বুনিবারে, ভাষা ! কুখ্যাতি-নরকে
 যম-সম পারি তারে ডুবাতে পুলকে,
 হাতী-সম গুঁড়া করি হাড় পদতলে !
 কত যে ঐশ্বর্য্য তব এ ভব-মণ্ডলে,
 সেই জানে, বাণীপদ ধরে যে মস্তকে !
 কামার্ত্ত দানব যদি অঙ্গরীরে সাধে,
 ঘণায় ঘুরায় মুখ হাত দে সে কানে ;
 কিন্তু দেবপুত্র যবে প্রেম-ডোরে বাঁধে
 মনঃ তার, প্রেম-সুধা হরষে সে দানে ।
 দূর করি নন্দঘোষে, ভজ শ্যামে, রাধে,
 ও বেটা নিকটে এলে ঢাকো মুখ মানে ।

৯৭

মিত্রাকর

বড়ই নির্ভুর আমি ভাবি তারে মনে,
 লো ভাষা, পীড়িতে তোমা গড়িল যে আগে
 মিত্রাকর-রূপ বেড়ি ! কত ব্যথা লাগে
 পর যবে এ নিগড় কোমল চরণে—
 স্মরিলে হৃদয় মোর জ্বলি উঠে রাগে !
 ছিল না কি ভাব-ধন, কহ, লো ললনে,
 মনের ভাঙারে তার, যে মিথ্যা সোহাগে
 ভূলাতে তোমারে দিল এ কুচ্ছ ভূষণে ?—

কি কাজ রঞ্জে রাঙি কমলের দলে ?
 নিজ-রূপে শশিকলা উজ্জল আকাশে !
 কি কাজ পবিত্রি মন্ত্রে জাহ্নবীর জলে ?
 কি কাজ সুগন্ধ ঢালি পারিজাত-বাসে ?
 প্রকৃত কবিতা-রূপী প্রকৃতির বলে,—
 চীন-নারী-সম পদ কেন লৌহ-ফাঁসে ?

ব্রজ-বৃত্তান্ত

আর কি কাঁদে, লো নদি, তোর তীরে বসি,
 মথুরার পানে চেয়ে, ব্রজের সুন্দরী ?
 আর কি পড়ে লো এবে তোর জলে খসি
 অশ্রু-ধারা ; মুকুতার কম রূপ ধরি ?
 বিন্দা,—চন্দ্রাননা দূতী—ক মোরে, রূপসি
 কালিন্দি, পার কি আর হয় ও লহরী,
 কহিতে রাখার কথা, রাজ-পুরে পশি,
 নব রাজে, কর-যুগ ভয়ে যোড় করি ?—
 ব্রজের হৃদয়-রূপ রঙ্গ-ভূমি-তলে
 সাক্ষিল কি এত দিনে গোকুলের লীলা ?
 কোথায় রাখাল-রাজ পীত ধড়া গলে ?
 কোথায় সে বিরহিণী প্যারী চারুশীলা ?—
 ডুবাতে কি ব্রজ-ধামে বিস্মৃতির জলে,
 কাল-রূপে পুনঃ ইন্দ্র বৃষ্টি বরষিলা !

ভূত কাল

কোন্ মূল্য দিয়া পুনঃ কিনি ভূত-কালে,
 —কোন্ মূল্য—এ মন্ত্রণা করে লয়ে করি ?

কোন্ ধন, কোন্ মুদ্রা, কোন্ মণি-জালে
 এ ছল্লভ দ্রব্য-লাভ ? কোন্ দেবে স্মরি,
 কোন্ যোগে, কোন্ তপে, কোন্ ধর্ম ধরি ?
 আছে কি এমন জন ব্রাহ্মণে, চণ্ডালে,
 এ দীক্ষা-শিক্ষার্থে যারে গুরু-পদে বরি,
 এ তত্ত্ব-স্বরূপ পদ্য পাই যে মৃগালে ?—
 পশে যে প্রবাহ বহি অকুল সাগরে,
 ফিরি কি সে আসে পুনঃ পর্বত-সদনে ?
 যে বারির ধারা ধরা সতৃষ্ণায় ধরে,
 উঠে কি সে পুনঃ কভু বারিদাতা ঘনে ?—
 বর্তমানে তোরে, কাল, যে জন আদরে
 তার তুই ! গেলে তোরে পায় কোন্ জনে ?

১০০

* * *

প্রফুল্ল কমল যথা সুনির্মল জলে
 আদিত্যের জ্যোতিঃ দিয়া আঁকে স্ব-মূর্তি ;
 প্রেমের সুবর্ণ রঙে, স্নেহেত্রা যুবতি,
 চিত্রেছ যে ছবি তুমি এ হৃদয়-স্থলে,
 মোছে তারে হেন কার আছে লো শক্তি
 যত দিন আমি আমি এ ভব-মণ্ডলে ?—
 সাগর-সঙ্গমে গঙ্গা করেন যেমতি
 চির-বাস, পরিমল কমলের দলে,
 সেই রূপে থাক তুমি ! দূরে কি নিকটে,
 যেখানে যখন থাকি, ভজিব তোমারে ;
 যেখানে যখন যাই, যেখানে যা ঘটে !
 প্রেমের প্রতিমা তুমি, আলোক আধারে !
 অধিষ্ঠান নিত্য তব স্মৃতি-সৃষ্ট মঠে,—
 সতত সঙ্গিনী মোর সংসার-মাঝারে ।

১০১

আশা

বাহু-জ্ঞান শূন্য করি, নিদ্রা মায়াবিনী
 কত শত রঙ্গ করে নিশা-আগমনে !—
 কিন্তু কি শক্তি তোর এ মর-ভবনে
 লো আশা !—নিদ্রায় কেলি আইলে যামিনী,
 ভাল মন্দ ভুলে লোক যখন শয়নে,
 ছুখ, সুখ, সত্য, মিথ্যা ! তুই কুহকিনী,
 তোর লীলা-খেলা দেখি দিবার মিলনে,—
 জাগে যে স্বপন তারে দেখাস, রঙ্গিণি !
 কাজালী যে, ধন-ভোগ তার তোর বলে ;
 মগন যে, ভাগ্য-দোষে বিপদ-মাগরে,
 (ভুলি ভূত, বর্তমান ভুলি তোর ছলে)
 কালে তীর-লাভ হবে, সেও মনে করে !
 ভবিষ্যৎ-অন্ধকারে তোর দীপ জ্বলে ;—
 এ কুহক পাইলি লো কোন্ দেব-বরে ?

১০২

সমাপ্তে

বিসর্জিব আজি, মা গো, বিস্মৃতির জলে
 (হৃদয়-মণ্ডপ, হায়, অন্ধকার করি !)
 ও প্রীতিমা ! নিবাইল, দেখ, হোমানলে
 মনঃ-কুণ্ডে অশ্রু-ধারা মনোহুঃখে ঝরি !
 সুখাইল ছরদৃষ্ট সে ফুল্ল কমলে,
 যার গন্ধামোদে অন্ধ এ মনঃ, বিস্মরি
 সংসারের ধর্ম, কর্ম ! ডুবিল সে তরি,
 কাব্য-নদে খেলাইলু যাহে পদ-বলে
 অল্প দিন ! নারিলু, মা, চিনিতে তোমারে
 শৈশবে, অবোধ আমি ! ডাকিলা যৌবনে ;
 (যদিও অধম পুত্র, মা কি ভুলে তারে ?)
 এবে—ইন্দ্রপ্রস্থ ছাড়ি যাই দূর বনে !
 এই বর, হে বরদে, মাগি শেষ বারে,—
 জ্যোতির্ময় কর বঙ্গ—ভারত-রতনে !

পাঠভেদ

মধুসূদনের জীবিতকালে 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র দুইটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণ ১২৭৩ সালে, ইংরাজী ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে, "শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং ষ্ট্যান্‌হোপ্‌ যন্ত্রে মুদ্রিত" করেন। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১১২। "প্রকাশকদিগের বিজ্ঞাপনে" লিখিত আছে—

মাইকেল মধুসূদন ইংলণ্ডে দেড় বৎসর থাকিয়া [১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাস হইতে] ১৮৬৩ সালের অক্টোবর মাসে ফ্রান্স রাজ্যে গমন করেন এবং ভরসেল্‌স নামক তথাকার সুপ্রসিদ্ধ নগরে দুই বৎসর কাল অবস্থিতি করেন। তিনি এই সময়ে 'চতুর্দশপদী কবিতাবলি' নাম দিয়া এক শতটি কবিতা ছাপাইবার জন্ত আমাদিগের নিকট পাঠাইয়া দেন।...

আমরা গ্রন্থকারের হস্তাক্ষর দেখিয়াই উক্ত কবিতাগুলির মুদ্রাকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছি; পরন্তু কবির অস্থপস্থিতি নিবন্ধন প্রকৃৎ সংশোধন করিতে, বোধ হয়, কোন কোন স্থানে ভুল রহিয়া গিয়া থাকিবে,...

...তিনি সুভদ্রার হরণ-বৃত্তান্ত লিখিতে আরম্ভ করিয়া সময়াভাবে শেষ করিতে পারেন নাই।...তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য আদ্যন্ত সংশোধিত করিবার এবং বিভালম্বোপযোগী আর একখানি নীতিগর্ভ পুস্তক রচনা করিবারও মানস করিয়াছিলেন; কিন্তু সময়াভাবে সে গুলিও শেষ করিতে পারেন নাই, সকলেরই কিয়দংশ মাত্র লিখিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন।...

আমরা উপযুক্ত সুভদ্রাহরণ, তিলোত্তমা, ও হিতোপদেশের ষে অংশ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম তাহা 'অসমাপ্ত কাব্যাবলি' শিরোনাম দিয়া চতুর্দশপদীর শেষভাগে সংযোজিত করিয়া দিলাম।...

১লা আগষ্ট ১৮৬৬।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং।

"অসমাপ্ত কাব্যাবলি" (পৃ. ১০১-২২) দ্বিতীয় সংস্করণে পরিত্যক্ত হইয়াছিল। এগুলি বর্তমান গ্রন্থাবলীর "বিবিধ" খণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১২৭৫ সালে, ইংরেজী ১৭ মার্চ ১৮৬৯। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১০২। প্রকাশক ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং। কবি এই সময় ইউরোপ হইতে প্রত্যাভর্তন করিয়াছেন।

প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের পাঠভেদ পর-পৃষ্ঠায় দেওয়া হইল—

কবিতা-সংখ্যা	পংক্তি	প্রথম সংস্করণ	দ্বিতীয় সংস্করণ
২	২	পায়ের	পেয়ে
৩	১০	গৃহে তব	মাতৃ-কোষে
৫	১৪	মণ্ডল	মণ্ডলে
৮	১৪	ভাবে মনে	ভাবি মনে
৯	৭	অপিল্লা	অরপিল্লা
	৯	বল্যে	বলে
১০	১	দহি	দধ্ব
	৪	যথা ক্ষুণ্ণ মনে প্রিয়া শূণ্ণঘরে ছিল।	যেখানে বিরহে প্রিয়া ক্ষুণ্ণ মনে ছিল।
	১৪	মুদে, কয়্যো তারে, দূত, এ বিরহে মরি!	মুহু নাদে, কয়্যো তারে এ বিরহে মরি!
১২	৪	ঢাকিয়াছে ঘোমটায় সুচন্দ্র-বদনে ?	পাখা-রূপ ঘোমটায় ঢেকেছে বদনে ?
১৩	৩	গাই	গেয়ে
	৮	মানঃ-সরোবরে	মান-সরোবরে
১৪	৫	তুই !	তুমি।
	৬	তোর	তব
১৮	২	ভূভারতে	ভূভারত
২৪	৯	আশ্চর্য্য-রূপ	আচাৰ্য্য-রূপে
৩৪	—	কবতক্ষ-নদ	কপোতাক্ষ-নদ
৪৮	—	করণা-রস	করণ-রস
	১১	দৈব-বাণী	দেব-বাণী
৫১	৬	পেয়েছি তোমায়	পেয়েছি উমায়
৬২	৮	কামড়ি	কামড়ে
৬৪	১১	লৌহ-নখ	লৌহ-ক্রম
৭৮	১২	অকুল সাগরে	অপথ সাগরে

পারিশিষ্ট

তুর্কহ শব্দ ও বাক্যাংশের ব্যাখ্যা

- ১। ভারত-সাগরে—মহাভারত-রূপ সমুদ্রে। পতি-গ্রামে—পতিগণে।
- ৩। বঙ্গভাষা—এই কবিতার আদি রূপ “ভূমিকা”য় দ্রষ্টব্য। সেইটিই বাংলার সনেট-আবিষ্কর্তা মধুসূদনের প্রথম সনেট।
অবরণ্যে—অবরণ্যে ব্যাকরণসম্মত পাঠ। শৈবল—শৈবাল, শেওলা।
- ৪। কমলে কামিনী—বিশেষ বিবরণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর ‘চণ্ডীমণ্ডলে’ দ্রষ্টব্য।
বঙ্গ-হৃদ-হৃদে চণ্ডী কমলে কামিনী—কালীদেহে কমলে কামিনী যেমন অপূর্ব,
বঙ্গবাসীর হৃদয়-সরোবরে চণ্ডীকাব্যে তেমনই।
- ৫। অন্নপূর্ণার ঝাঁপি—বিশেষ বিবরণ ভারতচন্দ্রের ‘অন্নদামঙ্গলে’ দ্রষ্টব্য।
রাখে ষথা সূধামৃতে চন্দ্রের মণ্ডলে—[দেবতার] যেমন সমুদ্র-মহানলক সূধা
চন্দ্রের মণ্ডলে ষত্বে লুক্কায়িত রাখিয়াছিলেন।
- ৬। ভাষা-পথ—ভাষা এখানে চলিত ভাষা, মাতৃভাষা।
- ৭। নয়নরঞ্জন-রূপ কুসুম ঘোবনে—দ্বিতীয় সংস্করণে এই পাঠ আছে, প্রথম সংস্করণে
“কুসুম-ঘোবনে” আছে। “নয়নরঞ্জন রূপ কুসুম-ঘোবনে” হওয়া সঙ্গত।
- ৮। সৌদামিনী ঘনে—ঘনে = মেঘে ; মেঘে সৌদামিনী।
নাহি ভাবি মনে—“ভাবি” মূল্যাকর-প্রমাদ, প্রথম সংস্করণে “ভাবে” আছে।
“ভাবে” হইলেই অর্থ হয়।
- ৯। বলে—“বলিয়া”র অপভ্রংশ। প্রথম সংস্করণে “বল্যো” ছিল।
- ১২। ভামের—কোপের।
- ১৩। কলে—কলসনে, শব্দে।
- ১৪। বিষ্ণিকা—তেলাকুচা।
- ১৫। উর্দ্ধগামী জনে—উর্দ্ধগামী জনের পক্ষে।
বিকলে—বিকল হইয়া ; এ-কার ষোগে এইরূপ ক্রিয়া-বিশেষণের প্রয়োগ
মধুসূদন বহু স্থানে করিয়াছেন ; ষথা, মৃদে (২১, ২৬), চঞ্চলে (৪৮),
ক্রতে (৫৫), প্রচণ্ডে (৫৫), প্রগাঢ়ে (৬২)।
ওধা—ওধানে।
- ১৭। মালি—উন্মীলিত করিয়া, মেলিয়া। বায়ু-ইন্দ্র—বায়ুগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

- ১৮। ভূভারত—ভারতবর্ষের লোক। সনাতনে—“সনাতনি” ব্যাকরণসম্বন্ধে পাঠ।
- ১৯। কি কাক, কি পিকধ্বনি—কি কাকধ্বনি, কি পিকধ্বনি। অবতার—অবতীর্ণ হও।
- ২০। বামে কমকায়ী...বচনেশ্বরী—দক্ষিণে রমা এবং বামে বচনেশ্বরী হইবে ;
প্রতিমামুখী দর্শকের পক্ষে অবশ্য মধুসূদনের বর্ণনা সঙ্গত।
- ২১। মুদে—মুহু পদে। এ বাজী করি রে—এই সকল ভেলকি দেখাইয়া।
- ২২। কি ফণিনী—কি = কিংবা।
- ২৪। জোনাকীত্রজ—জোনাকীসমূহ। তারাদলে—তারকাসমূহের মধ্যস্থিত।
- ২৫। কহ দিয়া যারে—যার (পবনের) সাহায্যে বল।
- ২৭। তাঁরে—ছায়ায়।
- ২৮। অসম্মমে—নির্ভয়ে ; সম্মম = শ্রদ্ধামিশ্রিত ভয়।
- ৩০। ঘনে—অবিরলভাবে। গ্রাহ—গ্রহ।
- ৩১। বদরীর তলে—বদরিকাশ্রমে। অনশ্বরে—অশ্বরে, আকাশে (মধুসূদনের প্রয়োগ)।
- ৩২। যথায় শিশিরের বিন্দু ফুল ফুল-দলে—তুই সংস্করণেই এইরূপ আছে। একটি
অক্ষর অধিক হওয়াতে ছন্দপতন-দোষ ঘটয়াছে। “যথায়” সম্ভবতঃ
মুদ্রাকর-প্রমাদ, “যথা” হইবে।
- ৩৩। দড়ে রড়ে—দ্রুতগতি দোড়াইয়া। আশ্রম—শাস্তিপূর্ণ স্থান, আশ্রয়।
ভাসে শিশু যবে, কে সাশ্বনে তারে ?—তুই সংস্করণেই এই পাঠ আছে।
সম্ভবতঃ “ভাসে শিশু যবে, কহ, কে সাশ্বনে তারে ?” এইরূপ হইবে।
- ৩৪। বিবলে—বিদেশের স্বজনহীন অবস্থায় কবি আপনাকে নিঃসঙ্গ কল্পনা করিয়াছেন।
সখা-রীতে—বন্ধুত্বের রীতি অনুযায়ী।
- ৩৫। ঈশ্বরী পাটনী—বিশেষ বিবরণ ভারতচন্দ্রের ‘অন্নদামঞ্জলে’ দ্রষ্টব্য।
কামিনী কমলে—কমলে কামিনী।
পদ-ছায়া-ছলে...জলে—পদছায়া জলে পড়িয়া ফুল কনক-কমলের ভ্রম উৎপাদন
করিতেছে।
- ৩৯। তেজাকর—তেজ + আকর (মধুসূদনের প্রয়োগ)।
- ৪০। সুভদ্রা-হরণ—সুভদ্রা-হরণ কাব্য রচনা করিবার বাসনা মধুসূদনের ছিল, লেখা
আরম্ভ করিয়াছিলেন, শেষ হয় নাই।
ভাগ্যবান্ধর—(মধুসূদনের প্রয়োগ)।
- ৪১। তুমকী—তুমকী, একতারা। ক—কহ। সাদে—সাধে।
- ৪২। হুতাপে—অগ্নিতে। চল জলে—ধাবমান জলে, স্রোতে †

- ৪৩। বৈজয়ন্ত—ইন্ডের প্রাসাদ। কবি—কবিগণ। পুট করে—অঙ্কলিবন্ধ হস্তে।
- ৪৪। ছন্দী—ছন্দবেশী।
- ৪৫। বাতময়—ঝঙ্কাময়।
- ৪৬। বঙ্গদেশে এক মান্ন বন্ধুর উপলক্ষে—মান্ন বন্ধুর নাম না থাকিলেও ইহা যে, বিজ্ঞানাগর মহাশয়ের উদ্দেশে লেখা, তাহা বুঝা যায়। তোমার প্রসাদে আজিও বাঁচিয়া আছি এবং কত বিজ্ঞা লাভ করিয়াছি, তাহা তুমি স্নেহের আফ্লাদে দেখিবে, ইত্যাদি উক্তি বিজ্ঞানাগর মহাশয়কে লিখিত চিঠির মধ্যেই আছে।
- আজু—আজিও।
- ৪৭। ঠাট-ছলে—ঠাট্টার ছলে।
কি সুন্দর অট্টালিকা, কি কুটীর-বাসী—কি সুন্দর অট্টালিকাবাসী অথবা কি কুটীরবাসী।
এ নদ-পাড়ে—নদীপারস্থিত শ্মশানে।
- ৪৮। শরদের—শরতের। তরাসে—“গরাসে” সঙ্গত হইত।
- ৪৯। শোকের বিহ্বলে—শোকের বিহ্বলতায়। চিরজ্ঞে—চিরকালের জ্ঞান।
- ৫০। শ্যামাদী—শ্যামলা বঙ্গভূমি। বাসে—বাস করে। জ্যোৎস্না—জ্যোতি।
- ৫১। চাঁদের পরিধি—পরিধি = বৃত্ত।
- ৫২। দৈপায়নে—দৈপায়ন-ভ্রমে। দরশন-হরা—দৃষ্টিবিলম্বকারী।
- ৫৩। “সিংহ-বৎসে।” স্থলে “সিংহ-বৎসে,” হইলে ভাল হইত।
অস্তের শয়নে—অস্তিম শয়নে।
- ৫৪। রূপস—রূপবান্। চৌপর—টোপর। উভে—উভয়কে।
- ৫৫। সূনাগকেশরী—সুদৃশ নাগকেশর-ফুল। সিহরি—শিহরি।
- ৫৬। উন্নদা—উন্নতা।
- ৫৭। চাপ—ধনু। আরবে—আরাবে, শব্দে। পাবনি—পবন-পুত্র ভীম।
- ৫৮। রোত্র—ক্রুদ্ধ।
- ৫৯। খরে—প্রথররূপে। তড়িত—তড়িৎ।
- ৬০। ঢেউর গমনে—তরঙ্গ-প্রবাহে।
- ৬১। মোহে গন্ধে গন্ধরস সহি হতাশনে—অগ্নিআলা সহিয়া ধূপ স্নগন্ধে মোহিত করে।
- ৬২। বদপিও—বদপি (মধুসূদনের প্রয়োগ)।

- ৭২। ভাষা—কবি এখানে মাতৃভাষা বাংলার বন্দনা করিতেছেন।
বয়েসের হাসে—বয়স্কার হাসিতে।
- ৭৩। সাংসারিক জ্ঞান—কবির বিচিত্র আত্মবিলাপ, দারিদ্র্যের তাড়নে তিনি যেন
পরভূত হইতেছেন।
বায়ে—বাহিয়া। খায়ে—খাইয়া। ছুড়ি—ছুঁড়ি।
- ৭৪। অজাগর—অজগর (মধুসূদনের প্রয়োগ)। অমূল—অমূল্য।
- ৭৫। অন্নায়ুঃ—ছন্দের জন্ত “অন্ন-আয়ু” পড়িতে হইবে। জীবে—জীবনে,
জীবিতকালে।
- ৭৬। ছয় চন্দ্র—ছয় উপগ্রহ, আধুনিক গণনায় আট উপগ্রহ। শারসন—কোমরবন্ধ
ধীরে—শনির গতি মৃদু ; এই কারণে শনৈশ্চর নাম। চল—চলনশীল।
- ৭৭। অপথ—পথরেখাহীন।
- ৭৮। নীলমণি-ময় পথ—সমুদ্রের নীল জলপথ।
- ৭৯। ষাতনি—ষাতনা দিয়া।
- ৮০। এ ছলে—এই ছন্দবেশ ধরিয়া অর্থাৎ তারা-রূপে। উরে—উদিত হইয়া।
- ৮৫। গল্যে—গলিয়া।
- ৯১। কুল-বালা-দল যবে—যবে = যথা (মধুসূদনের প্রয়োগ)।
- ৯২। অমৃত-আসারে—অমৃতধারায়। শুরুকে—শুরুপক্ষে।
- ৯৪। পরিবরতিল—পরিবর্তিত হইল।
- ৯৫। মংশুরক—মাছরাঙা। লক্ষের টোপর—লক্ষ মূদ্রা মূল্যের টোপর।
- ৯৭। কুচ্ছ—কুৎসিত।
- ১০১। কেলি—খেলা।
- ১০২। পদ-বলে—পা-তুইটিকে বৈঠা করিয়া, আপন পায়ের জোরে। কেহ কেহ
সরস্বতীর চরণ-কৃপায়—এ অর্থ করিয়াছেন ; তাহা সঙ্গত মনে হয় না।

मधुसूदन-ग्रन्थाली
(काव्य)

তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য

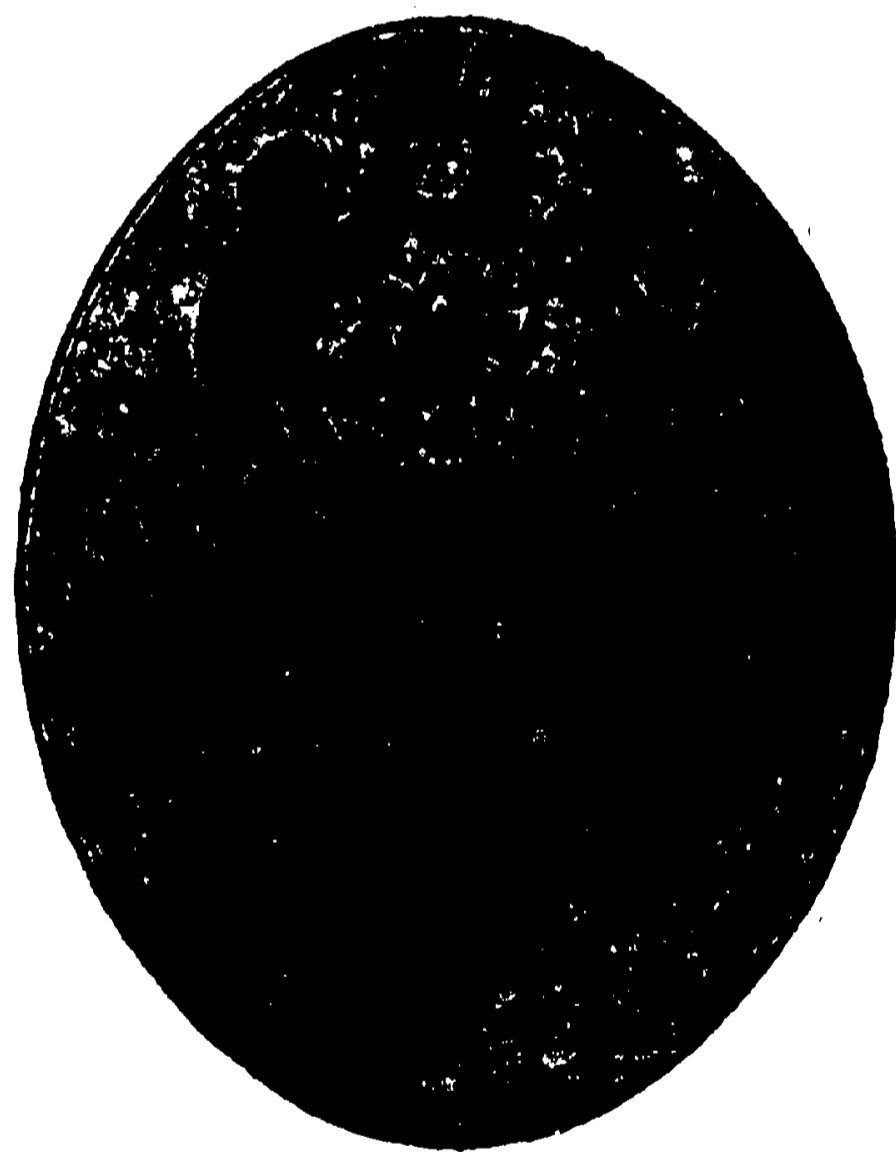
মাইকেল মধুসূদন দত্ত

[১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত]

সম্পাদক :

ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীসজনীকান্ত দাস



বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৪৩১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড

কলিকাতা-৬

প্রকাশক
শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম মুদ্রণ—ফাল্গুন, ১৩৪৭ ; দ্বিতীয় মুদ্রণ—অগ্রহায়ণ, ১৩৫০ ;
তৃতীয় মুদ্রণ—মাঘ, ১৩৫৫ ; চতুর্থ মুদ্রণ—পৌষ, ১৩৬১
পঞ্চম মুদ্রণ—শ্রাবণ, ১৩৬৮

মূল্য তিন টাকা

মুদ্রাকর—শ্রীসনৎকুমার দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্ডিয়া স্ট্রিট, কলিকাতা-৩৭
১১—১২. ৮. ৬১

ভূমিকা

১২৮৭ সালের ৩০ চৈত্র কলিকাতার “সাবিত্রী লাইব্রেরী”র দ্বিতীয় বাৎসরিক অধিবেশনে পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী “বাঙ্গালা সাহিত্য। (বর্তমান শতাব্দীর)” আলোচনায় বলিয়াছিলেন—

আমরা মাইকেলের তিলোত্তমাসম্ভব প্রকাশ হইতে নূতন সাহিত্যের উৎপত্তি ধরিয়া লইব। যদি ইহার পূর্বে একরূপ নূতন সাহিত্যের কিছু থাকে, কেহ আমাদের সেই ভ্রমাকার দূর করিয়া দিলে একান্ত বাধিত হইব।

বস্তুতঃ ক্রান্তিকারী বা যুগান্তকারী গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যে যদি একটিও প্রকাশিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে ‘তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য’ সেই গ্রন্থ। বাংলা গদ্য-সাহিত্যে ‘বেতালপঞ্চবিংশতি,’ ‘আলালের ঘরের দুলাল’ ও ‘দুর্গেশনন্দিনী’ সমবেতভাবে যে পরিবর্তন আনিয়াছে, বাংলা কাব্য-সাহিত্যে একা ‘তিলোত্তমাসম্ভব’ সেই পরিবর্তন আনিতে সক্ষম হইয়াছে।

এই কাব্যখানি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষার গতি ও প্রকৃতি আমূল পরিবর্তিত হইয়াছে। পয়ার এবং ত্রিপদীর একঘেয়ে পদচারণের মধ্যে বাংলা কাব্য প্রায় মুমূর্ষু হইয়া আসিয়াছিল; ‘তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য’ অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রয়োগ করিয়া মধুসূদন যেন মৃতদেহে জীবন সঞ্চার করিলেন। শুধু কাব্য নয়, অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তনে বাংলা-গদ্যও সতেজ ও ওজস্বী হইবার অবকাশ পাইয়াছে।

ইংরেজী ব্ল্যাক্ ভার্ভের আদর্শে এই নূতন ছন্দে ‘তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য’ রচনার ইতিহাস কৌতুককর। যোগীন্দ্রনাথ বসুর ‘জীবন-চরিতে’র (তৃতীয় সংস্করণ) ২৫৭ হইতে ২৬০ পৃষ্ঠায় এবং নগেন্দ্রনাথ সোমের ‘মধু-স্মৃতি’র ১২৪ হইতে ১৩০ পৃষ্ঠায় এই কাহিনী বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ আছে। ব্ল্যাক্ ভার্ভে রচিত পাশ্চাত্য মহাকাব্যের সহিত মধুসূদনের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল বলিয়াই তিনি যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গে অমিত্রছন্দে বাংলা কাব্য রচনার দায়িত্ব লইয়া বাজি রাখিতে পারিয়াছিলেন। শিক্ষা, সাধনা, পাণ্ডিত্য ও আত্মপ্রত্যয়ের সহিত অসামান্য কবিপ্রতিভা যুক্ত হওয়াতে তিনি অত্যল্পকালমধ্যেই সে বাজি জিতিতেও সক্ষম হইয়াছিলেন। এই ঘটনার প্রত্যক্ষ বিবরণ স্বয়ং যতীন্দ্রমোহন দিয়াছেন। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের ১ ডিসেম্বর গৌরদাস বসাকের নিকট এক পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন—

...there is one incident which of course I shall never forget and that is with reference to the introduction of blank verse into our language. Of this, no doubt, you are aware, but you wish me to give some details : well, here they are.

It was a fine evening when we were sitting in the lower hall of the Belgachia Villa where the stage had been set up for the performance of the 'Ratnavali.' Both the brothers, Rajahs Protap Chunder Singh and Issur Chunder Singh were there, and so was our favourite poet. It was a rehearsal night, and the amateurs were coming in one by one ; the conversation gradually turned upon the subject of Drama in general and of Bengali Drama in particular. Michael said that "no real improvement in the Bengali Drama could be expected until blank verse was introduced into it." I replied that "it did not seem to me possible to introduce this kind of verse into our language, for I held that the very nature and construction of the Bengali language, was ill adapted for the stately measure and sonorous cadence of blank verse."

"I do not agree with you," said he, "and I think it is well worth making an attempt." "You remember," I added, "how once the late Issur Chunder Gupta made a caricature of blank verse in Bengali, beginning with the lines.

"কবিতা কয়লা কলা পাকা যেন কাঁদি, ইচ্ছা হয় ষত পাই পেট ভরে খাই।"

"Oh !" said he, "it is no reason because old Issur Gupta could not manage to write blank verse that nobody else will be able to do it." "But," I said, "if I am correctly informed the French, which is no doubt a more copious and elaborate language than our own, has not in it any poem in blank verse. No wonder then that the Bengali should be found unsuited to this kind of versification." "You forget, my dear fellow," he replied, "that the Bengali is born of the Sanskrit than which a more copious and elaborate language does not exist." "True," said I, "but as yet the Bengali seems to be a weakling though born of a healthy and robust mother." "Write me down an ass," said he laughingly, "if I am not able to convince you of your error within a short time." Then looking sharply at me he added "and what if I succeed in proving to you that the Bengali is quite capable of the blank verse form of poetry."

"Why then," I replied, "I shall willingly stand all the expenses of printing and publishing any poem which you may write in blank verse." * * * "Done," said he clapping his hands,

"you shall get a few stanzas from me within two or three days" and as a matter of fact within three or four days the first canto of the তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য was sent to me. I was so agreeably surprised, and at the same time so charmed with the artistic manner in which the verses were written, not to speak of the sentiments and the rich imageries of the poetry, that I at once took the MS. to my friends the Rajahs of Paikpara. It was then read by several of our friends who had some reputation for literary taste and I was glad to find that they all agreed with me in my opinion of the composition. Very large indents were no doubt made upon the Sanskrit vocabulary but for all that our poet's attempt could not but be pronounced a complete success. A few days after I again met Michael in the Belgachia Hall. He came up smiling to me and shaking me heartily by the hand, as was his wont, he asked me "How I liked his specimen verses?" "Like them?" said I, "why they are simply charming; you have won the bet and I frankly acknowledge my defeat." At this he laughed and said "I am so glad I have been able to convince you of the capacity of our "weakling" as you thought our Bengali language to be." My late lamented friend Rajah Issur Chunder then said "well, now our friend, Michael, must complete his little poem as soon as possible." "Certainly," said Michael, "and I hope to do so in about a fortnight." The poem was indeed completed within a very short time, and was printed and published at the Stanhope Press, the best Bengalee Press then in existence. By way of a compliment the little volume was dedicated to my humble self and the original Manuscript was also handed over to me. This as you know is carefully preserved in my library. A short time after Michael with his usual exuberance of spirit proposed that we must have a photograph of the presentation of the MS. by the poet to my humble self. At first I was not much inclined to meet his wishes, but he would not listen to my excuses. So we both went by appointment to the studio of Messrs. Binecke and Co. the best photographic establishment then in Calcutta and there a photograph was taken, but neither I nor Michael liked the *pose* or the general execution of the picture, and it was arranged that we should call another day and take a second chance. With one thing or another this did not come to pass for some time, and the idea went out of the poet's head.

এই কাহিনীর মধ্যে একটি কথা বিশেষভাবে স্মরণীয়। যতীন্দ্রমোহন

যখন বলিয়াছিলেন, বাংলা ভাষা অমিত্রাক্ষরের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী, তখন মধুসূদন তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন যে, “বাংলা ভাষা সংস্কৃত ভাষার ছুহিতা।” বস্তুতঃ সংস্কৃত ভাষার গাভীর্য্য ও শব্দসম্পদই বাংলা ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ সম্ভব করিয়াছে।

১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে মধুসূদন অমিত্রাক্ষর ছন্দে ‘তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের’ প্রথম দুই সর্গ রচনা করেন। ‘বিবিধার্থ-সঙ্গ্ৰহে’র সম্পাদক মনস্বী রাজেন্দ্রলাল মিত্র ১৭৮১ শকাব্দের শ্রাবণ মাসে (১৮৫৯ জুলাই-আগস্ট ; ৬ষ্ঠ পর্ব, ৬৪ খণ্ড, পৃ. ৭৯-৮৮) এই কাব্যের প্রথম সর্গটি তাঁহার পত্রিকায় মুদ্রিত করেন। মধুসূদনের নাম ছিল না, রাজেন্দ্রলাল যে ভূমিকাটুকু করিয়াছিলেন, তাহা এখানে উদ্ধৃত হইল—

কোন স্বেচ্ছক কবির সাহায্যে আমরা নিম্নস্থ কাব্য প্রকটিত করিতে সক্ষম হইলাম। ইহার রচনাপ্রণালী অপর সকল বাঙ্গালী কাব্য হইতে স্বতন্ত্র। ইহাতে ছন্দ ও ভাবের অশুশীলন, ও অস্ব্য শব্দের পরিত্যাগ, করা হইয়াছে। ঐ উপায়ে কি পর্য্যন্ত কাব্যের ওজোগুণ বর্দ্ধিত হয় তাহা সংস্কৃত ও ইংরাজী কাব্য পাঠকেরা জ্ঞাত আছেন। বাঙ্গালীতে সেই ওজোগুণের উপলব্ধি করা অতীব বাঞ্ছনীয় ; বর্তমান প্রয়াসে সে অভিপ্রায় কি পর্য্যন্ত সিদ্ধ হইয়াছে তাহা সহৃদয় পাঠকবৃন্দ নিরূপিত করিবেন।

‘বিবিধার্থ-সঙ্গ্ৰহে’র ৬ষ্ঠ পর্ব, ৬৫ খণ্ডে অর্থাৎ শকাব্দা ১৭৮১ ভাদ্র সংখ্যায় (পৃ. ১০৪-১১১) দ্বিতীয় সর্গ প্রকাশিত হয়। ইহাতেও লেখকের নাম ছিল না। তৃতীয় ও চতুর্থ সর্গ সাময়িক-পত্রে প্রকাশিত হয় নাই। সমগ্র চারি সর্গ একেবারে পুস্তকাকারে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে কলিকাতা ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস* হইতে প্রকাশিত হয় ; পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১০৪। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রথম সংস্করণ পুস্তক মুদ্রণের ব্যয়ভার বহন করেন।

মধুসূদনের জীবিতকালে এই কাব্যের আরও দুইটি সংস্করণ হইয়াছিল। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১২৬৮ সালে, পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৯৯। এই সংস্করণে মধুসূদন বহুল পরিবর্তন করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে লেখেন—

* যতীন্দ্রমোহন ভুল কারয়া ষ্ট্যানহোপ প্রেস লিখিয়াছেন।

I am going to print a plain edition of Tilottama. I wish to try and improve the text. The versification in many places is rather defective. A demand for that work is also increasing daily. You must wait for an edition with notes. Let the text be settled first.—‘জীবন-চরিত,’ পৃ. ৪৮২-৮৩।

[তিলোত্তমার একটা সাধারণ সংস্করণ বাহির করিতেছি। মূলের কিছু সংস্কারের চেষ্টায় আছি। অনেক স্থলে ছন্দের ক্রটি নজরে পড়িতেছে। এই কাব্যের চাহিদা প্রতিদিনই বাড়িতেছে। টীকা-সম্বলিত একটি সংস্করণের অবকাশ আছে। প্রথমে মূল পাঠ ঠিক হউক।]

...We are reprinting Tilottama and to tell you the candid truth I find the versification very *kancha* in many many places. I shall make quite a different thing of the Nymph. Don't fear I shall spoil her.—‘জীবন-চরিত,’ পৃ. ৪৯১।

[তিলোত্তমা পুনর্মুদ্রিত করিতেছি ; তোমাকে যদি খাঁটি সত্য বলি তাহা হইলে স্বীকার করিব, এই কাব্যের রচনা বহু স্থলে অত্যন্ত কাঁচা মনে হইতেছে। অপসরীকে একেবারে চালিয়া মাজিব। ভয় পাইও না, মাটি করিব না।]

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের পর মধুসূদন রাজনারায়ণকে লেখেন—

...Tilottama has been beautifully reprinted, and I hope considerably improved in a literary point of view. I can only undertake to say that the versification is decidedly better, you will have a copy soon.—‘জীবন-চরিত,’ পৃ. ৫২৫।

[তিলোত্তমা চমৎকার ভাবে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে এবং আমি আশা করিতেছি, সাহিত্যের দিক দিয়া প্রভূত উৎকর্ষলাভ করিয়াছে। আমি এইটুকু মাত্র বলিতে পারি যে, রচনা নিঃসংশয়ে উন্নতি লাভ করিয়াছে। তুমি শীঘ্রই এক খণ্ড বই পাইবে।]

ইহার পর ফ্রান্সে অবস্থানকালে মধুসূদন আবার নূতন করিয়া ‘তিলোত্তমাসম্ভব’ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন ; কিন্তু প্রথম সর্গের কয়েক পংক্তির অধিক অগ্রসর হইতে পারেন নাই। সেই পুনর্লিখিত অংশটি পরিশিষ্টে মুদ্রিত হইয়াছে।

তৃতীয় সংস্করণ দ্বিতীয় সংস্করণেরই প্রায় পুনর্মুদ্রণ ; দুই-একটি স্থলে সামান্য পরিবর্তন ঘটিয়াছে। ইহা চুঁচুড়ায় মুদ্রিত এবং কাশীনাথ দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত হয় ; আখ্যা-পত্রে প্রকাশকাল নাই, পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১০০। বেঙ্গল লাইব্রেরির পুস্তক-তালিকায় ইহার প্রকাশকাল “১৩ সেপ্টেম্বর ১৮৭০” দেওয়া আছে।

মধুসূদন 'তিলোত্তমাসম্ভবে'র ইংরেজী অনুবাদও আরম্ভ করিয়াছিলেন। ধবল-গিরির বর্ণনাটুকু অনূদিত হইয়াছিল। এই পাণ্ডুলিপির মালিক মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সৌজথে ইহা শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত *Mookerjee's Magazine*-এ ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসের সংখ্যায় (পৃ. ৩৮৫-৮৭) মুদ্রিত হয়। 'জীবন-চরিত', পৃ. ২৮৩-৮৫ ও 'মধু-স্মৃতি,' পৃ. ১৫০-৫২ ভ্রষ্টব্য।

'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' ও অমিত্রাক্ষর ছন্দ সম্বন্ধে মধুসূদন ও তাহার বন্ধুগণের চিঠিপত্রে অনেক সংবাদ আছে। আমরা সেগুলি 'জীবন-চরিত' (৪র্থ সং.) হইতে সংগ্রহ করিয়া নিম্নে একত্র সন্নিবিষ্ট করিলাম। এই পত্রাংশগুলি হইতে এই নূতন ছন্দ ও নূতন কাব্য সম্বন্ধে মধুসূদনের নিজের ধারণা ও সে কালের বিদ্বজ্জনসমাজে ইহা যে আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

১। ২৪ এপ্রিল ১৮৬০ তারিখে মধুসূদন রাজনারায়ণ বসুকে—

Tilottama will be published, soon, in the shape of a volume. Perhaps you don't know that it is in Four Books. Jotindro Mohan Tagore, at whose expense the work is being printed (for I am as poor as a good poet ought to be !), seems to think that the last Book is the best. You will soon, however, have an opportunity of judging for yourself. The book will come out soon, but the question is how many will read it. It is a pity you are not in Calcutta. If you were, I should have teased you to give lectures on the work. That would no doubt have gained it some readers. I am afraid you think my style hard, but, believe me, I never study to be grandiloquent like the majority of the "barren rascals" that write books in these days of literary excitement. The words come unsought, floating in the stream of (I suppose I must call it) Inspiration ! Good Blank Verse should be sonorous and the best writer of Blank Verse in English is the *toughest* of poets—I mean old John Milton ! And Virgil and Homer are anything but easy. But let that pass. You no doubt excuse many things in a fellow's First poem. I began the poem in a joke, and I see I have actually done something that ought to give our national Poetry a good lift, at any rate, that will teach the future poets of Bengal to write in a strain very different from that of the man of Krishnagar—the father of

a very vile school of poetry, though himself a man of elegant genius.

...I do not know what European told you that I had a great contempt for Bengali, but that was a fact. But now—I even go the length of believing that our Blank Verse “thrashes the Englishers” as an American would say! But joking apart, is not Blank Verse in our language quite as grand as in any other?
—পৃ. ৩০২-১৫।

২। ১৫ মে ১৮৬০ তারিখে মধুসূদন রাজনারায়ণ বসুকে—

Tilottama is printed, though the Printer has not yet sent it out. You shall have a copy as soon as possible. As I believe you are one of the writers of the Tattwabodhini Patrika, will you review the Poem in the columns of that Journal? That would be giving it a jolly lift indeed. If you should review the work, pray, don't spare me because I am your friend. Pitch it into me as much as you think I deserve. I am about the most docile dog that ever wagged a literary tail!

I feel highly flattered by the approbation of your wife. She is the first lady reader of Tilottama and her good opinion makes me not a little proud of my performance. I did not read that part of your letter to Rangalal, who is often with me, for we were boys together at Kidderpur and he used to call my mother (God rest her soul!) mother. He is a touchy fellow, but, I have no doubt, is ready to allow that, as a versifier, I ought to hang my hat a peg or two higher than he. My opinion of him is—that he has poetical feelings—some fancy, perhaps, imagination, but that his style is affected and consequently execrable. He may improve. Tilottama seems to have created some impression on him, as you will find in his very next poem.

...By the bye, can you induce the Educational Superintendent of your side of the world to take Tilottama by the hand for the higher classes of your school? With you for a teacher, the book is sure to make a tremendous impression....

P. S.—Your good wife, by the bye, is not the first lady-reader of Tilottama. The author's wife claims to have read it before her—পৃ. ৩১৭-২০।

৩। ২২ মে ১৮৬০ তারিখে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মধুসূদনকে—

I know not how to thank you adequately for the very valuable present of the manuscript তিলোত্তমা in the Poet's own

handwriting! I will preserve it with the greatest care in my Library, as a Monument that marks a grand epoch in our literature, when Bengali poetry first broke thro' the fetters of rhyme and soared exultingly into the lofty region of sublimity which is her genuine province. Time *will* come when the poem will meet with due appreciation, and will find that high place in the estimation of posterity it so richly deserves. I feel sure that my descendants (should I have any) will then be proud to think that the manuscript in the author's autograph of the first blank verse Epic in the language, is in their possession, and they will honour their ancestor the more, that he was fortunate enough to be considered worthy of such an invaluable present by the poet himself.—পৃ. ২৬৩-৬৪।

৪। রাজনারায়ণ বসু রাজেন্দ্রলাল মিত্রকে *—

If Indra had spoken Bengali he would have spoken in the style of the poem. The author's extraordinary loftiness and brilliancy of imagination, his minute observation of nature, his delicate sense of beauty, the uncommon splendour of his diction, and the rich music of his versification, charm us in every page. It is an intellectual treat of the first description; compared to it what are "Lucent syrups tinct with cinnamon?"—পৃ. ২৯৩।

৫। রাজেন্দ্রলাল মিত্র রাজনারায়ণ বসুকে—

Your opinion of Madhu's poem is entirely my own, and Jatindra Mohan Tagore, a man of well cultivated taste, and an excellent judge of poetry, whom perhaps you know concurs with me. It is the first and a most successful attempt to break through the jingling monotony of the পদ্য, and as a poem the best we have in the language. The ideas are no doubt borrowed, and Keats and Shelly and Kalidas and Milton have been largely, very largely, put in requisition; but as you very justly say, "whatever passes through the crucible of the author's mind receives an original shape," so the reader has no opportunity to notice, much less to find fault with, the mosaic character of the materials which go to the making up of *Tilottama*. The author can never expect a wide circle of readers, but then he must console himself by the reflection that Milton is not the most popular author in English.

* নগেন্দ্রনাথ সোম এই পত্রখানি রাজনারায়ণ কীৰ্ত্তক মধুসূদনকে লিখিত বলিয়াছেন।—'মধু-স্মৃতি,' পৃ. ১৩৭-৩৮।

The farce [একেই কি বলে সভ্যতা] is exquisite, and it is an wonder to me how the author could paint so humorous a picture with one hand while the other was busy with depicting the Miltonic grandeur of Tilottama.

...poor fellow! he is born in evil days, when he will get nothing for his pains save the approbation of a very select few. Our countrymen are not yet in a position to appreciate and enjoy blank verse. It requires a mental training which in these degenerate days of the *Kaliyug* no Bengalee, who has not a liberal English education, can lay claim to. We may however expect, if we escape gliding down to serfdom, to muster strong and esteem Tilottama as her autotype was in the court of Indra. For the present I hear that even the renowned Vidyasagar, for whom I have the greatest respect, thinks our pet an abortion, the worthless issue of drunkenness and stupidity. Would such abortions were plentiful in the country and men to know their value!—পৃ. ২৯৪-২৫।

৬। ১ জুলাই ১৮৬০ তারিখে মধুসূদন রাজনারায়ণ বসুকে—

The Tilottama is out. I have ordered Messrs. I. C. Bose & Co., to send up a copy to you, As soon as you get the book, you must sit down and read it through and then tell me what you think of it. I am not a man to be put out by any amount of adverse criticism, especially, when that criticism is from an honest friend, who wishes me well.

The want of what is called "human interest" will no doubt strike you at once, but you must remember that it is a story of Gods and Titans. I could not by any means shove in men and women.

You want me to explain my system of versification for the conversion of your sceptical friends. I am sure there is very little in the system to explain; our language, as regards the doctrine of accent and quantity, is an "apostate," that is to say, it cares as much for them as I do for the blessing of our Family-Priest! If your friends know English, let them read the Paradise Lost, and they will find how the verse, in which the Bengali poetaster writes, is constructed. The fact is, my dear fellow, that the prevalence of Blank verse in this country, is simply a question of time. Let your friends guide their voices by the pause (as in English Blank verse) and they will soon swear that this is the noblest measure in the Language. My

advice is Read, Read, Read. Teach your ears the new tune and then you will find out what it is.

Please tell Gour I have sent a copy of Tilottama for him to his cousin, at the Asiatic Society, not knowing where he himself is posted at present.—পৃ. ৩২০-২২।

৭। ১৪ জুলাই ১৮৬০ তারিখে মধুসূদন রাজনারায়ণ বসুকে—

You are welcome to review Tilottama when you like. By the time you propose to do so, I think, the book will be running through a second edition. But no matter, your opinion, especially, when deliberately given, ought to influence a certain class of our people. Perhaps you will laugh at the idea, but I do assure you that since the publication of the book your name has been frequently in men's mouths. Ask Rajendra. Many have said "O, that Raj Narain Bose of Midnapur is a clever fellow. He seems to appreciate this book warmly. He is right!"

...Talking about wine and all vicious indulgences, though by no means a saint and teetotal prude. I *never* drink when engaged in writing poetry; for, if I do, I can never manage to put two ideas together! There is not a line in the Tilottama written under the inspiration of even such a mild thing as a glass of rosy sherry or beer.—পৃ. ৩২৪-২৫।

৮। মধুসূদন রাজনারায়ণ বসুকে—

I cannot sufficiently thank you for your most welcome letter. Believe me, you endear yourself more to me by the candid manner in which you point out the defects of the Poem than by the praise (and it is splendid by Jove!) you bestow on it. The idea of fixed lightning, though hackneyed, is not bad. The whole beauty of the passage (in Book II 19—40) depends upon it—that is to say, if there be any beauty in it at all. You are unjust to Indra. He is a very heroic fellow, but he cannot resist "Fate." Perhaps, your partiality for the two brothers has slightly embittered your feelings against the poor king of the gods. I myself like those two fellows, and it was once my intention to have added another Book to place them more conspicuously before the reader, but I did not like to entail a larger expense on my friend, Babu Jotindra Mohan Tagore. Indeed, I wanted to stop at the end of the Third Book—but he in a manner insisted that I should finish the story. You must

not, my dear fellow, judge of the work, as a regular "Heroic Poem." I never meant it as such. It is a story, a tale, rather heroically told. You censure the erotic character of some of the allusions. Perhaps that is owing to a partiality for Kalidasa. By the bye—did I ever tell you that I taught myself Sanskrit at Madras? I am anything but a Pandit like Rajendra who is a thundering grammarian, but I know enough to read Kalidasa, and that, I think, is quite enough for me...

The new poem is doing very well, considering everything. I have heard that V.—has been speaking of it with contempt. This does not surprise me. He cannot know much of the "master-singers" whom the author of *Tilottama* imitates, and in whose school he has learnt to write poetry. This ebullition of ill-nature on the part of——has lowered him in the estimation of not a few of the serious-minded men of the day in this city. At least, that is what I hear. Jotindra thinks it is "clan-feeling" or in plainer words downright envy. Others less mild than Jotindra, call the old boy, a dirty, envious fellow. Some other Pundits, literary stars of equal magnitude, say—"ই উত্তম উত্তম অলঙ্কার আছে। মন্দ হয়নি।" But they regret the author did not write in rhyme, that would have made him popular. These men, my dear Raj, little understand the heart of a proud, silent, lonely man of song! They regret his want of popularity while, perhaps, his heart swells within him in visions of glory, such as they can form no conception of.—পৃ. ৩২৬-২৯।

৯। মধুসূদন রাজনারায়ণ বসুকে—

You will find that your criticism on *Tilottama* has not fallen on barren ground. In the present work [মেঘনাদবধ] you will see nothing in the shape of "Erotic Similes"; no silly allusions to the loves of the Lotus and the Moon; nothing about fixed lightnings, and not a single reference to the "incestuous love of Radha."

Talking of criticism, I am told the Editor of the *Indian Field* (Kissory Chand) is going to ask you through Rajendra to review *Tilottama* for his Journal. I am sure he could not have gone to a better shop.—পৃ. ৩৩০।

১০। ৩ আগস্ট ১৮৬০ তারিখে মধুসূদন রাজনারায়ণ বসুকে—

...Have you seen Rajendra's critique on *Tilottama* in the *Vividhartha*? I suppose you have. It is kind.—পৃ. ৩৩২।

১১। মধুসূদন কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে—

...I need scarcely tell *you* that the Blank form of verse is the *best* suited for Poetry in every language. A *true* poet will always succeed best in Blank verse as a bad one in Rhyme. The grace and beauty of the former's thoughts will claim attention, as the melody of the latter will conceal the poverty of his mind. Besides, a truly noble mind will always wither away under restraint, of whatever description that restraint may be. In China, they confine the feet of their women in iron shoes. What is the result? Lameness!

Our 7 footed verse is *our* "heroic" measure. I hope, one of these days to send you specimens of it. When I first began to write my ear used to rebel, but now I have grown completely reconciled to Bengali Blank verse, and its melody and power *astonish* me. The form of verse in which this drama is written, if well recited, sounds as much like prose as English Blank verse sounds like English Prose—retaining at the same time a sweet musical impression. I have used more "অনুপ্রাস" and "যমক" than I like, but I have done so to deceive the ear, as yet unfamiliar with Blank verse. Take my word for it, that Blank verse will do splendidly in Bengali and that in course of time, like the modern Europeans, we too shall equal, if not surpass, *our* classic writers. What we want at present are men of zeal, of diligence, of energy, of enthusiasm, of liberal views to give our language a jolly lift. If we have no "genius" among ourselves, let us prepare the way for future ones. Have you ever heard of Sackville—Lord Buckhurst, born in 1527? This nobleman's play, called "Gordobuc" first introduced to Englishmen the form of verse in which William Shakespeare wrote. My motto is, "Fire away, my boys!" The Namby-Pamby-Wallahs—the imitators of Bharat Chunder—*our* Pope, who has—

"Made Poetry a mere mechanical art,

And every warbler has his tune by heart!"

may frown or laugh at us, but I say—"Be hanged" to them!

পৃ. ৪৫৪-৫৬।

১২। মধুসূদন রাজনারায়ণ বসুকে—

The Tilottama is going on well. The first edition is nearly exhausted. Even the stiff old pundits are beginning to unbend themselves, and the "Someprokash" has spoken out in a manner rather encouraging than otherwise. Blank verse is the 'go'

now. As old Runjit Sing used to say, when looking at the map of India,—“*Sub lal ho jaga*” I say “*Sub Blank verse ho jaga.*” I had a long talk with Rungo Lal, last evening, on the subject of versification in general and Blank verse in particular : he said—“I acknowledge Blank verse to be the noblest measure in the language, but I say that no one but men accustomed to read the Poetry of England would appreciate it for years to come. I grinned and said “*N’importe.*” I did not care a cowry when it became popular, provided I knew that some day or other, it would become popular.

So many fellows have, of late, been at me to explain to them the structure of the new verse that I have been obliged to think of the subject and the result is that I find that the যতি instead of being confined to the 8th syllable, naturally comes in after the 2nd, 3rd, 4th, 6th, 7th, 8th, 10th, 11th & 12th Examples :—

“জয় জয় অমরারি যার ভূজবলে,
পরাজিত আদিত্যেয় দিতিসুতরিপু,
বজ্রী !”—তিলো—৪।

“চল রঙ্গে মোর সঙ্গে নির্ভয়-হৃদয়ে
অনঙ্গ।”—মেঘ—২।

“কেহ কহে দুঃস্থ কৃতান্তে গদা মারি
খেদাইলু।”—তিলো—৪।

“আইলেন ষকেশ্বরী, যুরজা সন্দরী
কুঞ্জরগামিনী।”—তিলো—২।

and so on. If this would satisfy the friends about whom you wrote to me some time ago, they are welcome to this explanation.” —পৃ. ৪৭৩-৭৫।

১৩। মধুসূদন রাজনারায়ণ বসুকে—

You will be pleased to hear that the Pundits are coming round regarding Tilottoma. The renowned Vidyasagar has at last condescended to see “Great merit” in it, and the Somprokash has spoken out in a favourable manner. The book is growing popular. I don’t know if you read the Education Gazette. If you do, you have no doubt seen the Editor’s remarks on blank verse, I do not think R.—either reads or can appreciate Milton ; otherwise he would not have made those remarks in the concluding portion of his article. He reads

Byron, Scott and Moor, very nice poets in their way no doubt, but by no means of the highest School of poetry, except, perhaps, Byron, now and then. I like Wordsworth better.

...Old father John Long is decidedly taken up with Blank Verse. He told Gour the other day ;—"In the course of four or five years Dutt will, if spared, revolutionise the language of your country !" —পৃ. ৪৭৭-৭৮।

‘তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য’ প্রকাশিত হইলে পর সে কালের সাময়িক পত্রে ইহার যে সকল সমালোচনা হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ উপরের পত্রাংশগুলিতে আছে। তন্মধ্যে ‘সোমপ্রকাশে’ পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের, ‘বিবিধার্থ-সঙ্গ্ৰহে’ রাজেশ্বরলাল মিত্রের এবং *Indian Field*-এ রাজনারায়ণ বসুর আলোচনা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। আমরা নিম্নে সেগুলি অংশতঃ উদ্ধৃত করিলাম—

শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুসূদন দত্ত নূতনবিধ পद्यে এক নূতন গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ঐ গ্রন্থ তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য। আমরা ইহার অধিকাংশ স্থল অভিনিবেশ পূর্বক পাঠ করিয়াছি। দেখিলাম গ্রন্থকার আপনার পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গ্রন্থ নূতনবিধ পद्यে নিবদ্ধ এবং ইচ্ছা পূর্বক কিঞ্চিৎ কঠিন করা হইয়াছে। এই দুই কারণ বশতঃ পাঠ মাত্র ভাল লাগে না, কিন্তু কিঞ্চিৎ অভিনিবেশ পূর্বক পাঠ করিলে চিত্ত গ্রন্থকারের প্রশংসার দিকে ধাবমান হয়।

বাঙ্গলা ভাষায় অমিত্রাক্ষর পद्य নাই। কিন্তু অমিত্রাক্ষর পद्य ব্যতিরেকে ভাষার শ্রীবৃদ্ধি হওয়া সম্ভাবিত নহে। পয়ার, ত্রিপদী, চৌপদী, প্রভৃতি যে সমস্ত পद्य আছে, তাহা মিত্রাক্ষর। কোন প্রগাঢ় বিষয়ের রচনায় তাহা উপযোগী নহে। দেশের দোষে হউক, অথবা অভ্যাস দোষে হউক, আমরাদিগের দেশের লোকেরা আদিরসপ্রিয়। পয়ারাদিচ্ছন্দ সেই আদিরসান্বিত রচনারই প্রকৃত উপযোগী। এতদ্বারা প্রগাঢ় রচনা হইবার সম্ভাবনা নাই। প্রগাঢ় রচনা বিষয়ে সংযুক্ত ও প্রযত্নোচ্চারিত বর্ণাবলী আবশ্যিক ; কিন্তু পয়ারাদি ছন্দে তাদৃশ বর্ণাবলী বিস্তার করিলে উহার শোভা এক কালে দূরে প্রস্থান করে। কোমল মধুর ও অসংযুক্ত অক্ষর দ্বারা বিরচিত হইলেই উহার শোভা হয়। অতএব প্রগাঢ় রচনার্থ ভিন্নবিধ পद्य সৃষ্টি নিতান্ত আবশ্যিক হইয়া উঠিয়াছে। তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য রচয়িতা তাহার নবাবতার করিলেন। এখন যদি অন্য অন্য লোকে তাঁহার প্রদর্শিত পথের পথিক হন, অবিলম্বে অমিত্রাক্ষর পद्यের সবিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হইয়া উঠিবে, এবং ঐ পद्यে নিঃসন্দেহ নানাবিধচ্ছন্দ আবির্ভাবিত হইবে। এখন প্রগাঢ় রচনার সময় উপস্থিত হইয়াছে। এখন আর লোকের মন সুখময় আদিরস সাগরে মগ্ন হইতে তাদৃশ উৎসুক নহে। এখন দিন দিন লোকের মন যেমন উন্নত হইতেছে তেমনি উন্নত

পদ্য সৃষ্টিও আবশ্যিক হইয়াছে। অতএব মাইকেল মধুসূদন দত্তের চেষ্টা যথোচিত সময়েই হইয়াছে, সন্দেহ নাই।

তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের অনেক স্থলই উন্নত হইয়াছে, গ্রন্থকারও উহাকে উন্নত করিবার নিমিত্ত সমুচিত যত্ন পাইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার যত্ন সম্পূর্ণরূপে সফল হয় নাই। আমাদের দেশের গ্রন্থকারেরা সচরাচর যে দোষে আকৃষ্ট হইয়া থাকেন, তিনি সম্যক্রূপে তাহার হস্ত পরিহার করিতে পারেন নাই। ফলতঃ তিনি যেকোন নূতনবিধ উন্নত পদ্যের সৃষ্টিক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তদনুরূপ বিষয়টি মনোনীত করিতে সমর্থ হন নাই।—‘সোমপ্রকাশ,’ ২৩ শ্রাবণ ১২৬৭, পৃ. ৪৪৮-৪৩।

...কাব্যের প্রধান অঙ্গ অক্ষর বা মাত্রা, বৃত্তি ও যতি ; আমরা তাহা অবশ্য প্রয়োজনীয় বোধ করি ; এবং আমাদের আধুনিক কবি দত্তজও তাহার বিকল্প-মতাবলম্বী নহেন। পরন্তু, যতির অনুরোধে যে অল্পত্র বাক্যাংশে যতিভঙ্গ হয়, ইহা আমরা বোধ করি না। নিয়মিত স্থানে যতি রাখিয়া, পরে তথায় বা অন্যত্র পদের শেষ হইবার পূর্বেই বাক্য শেষ করিলে যতিভঙ্গ হয় না, ইহাই আমাদের বক্তব্য। তাহার উদাহরণার্থে আমরা এক চরণাস্তর্গত প্রমোত্তরবিশিষ্ট কবিতায় উদ্দেশ্য করিতে পারি ; তাহাতে আমাদের বাক্য সপ্রমাণ হইবে। তত্ত্বিন্ন সামান্য কবিতায়ও তাহার অনেক দৃষ্টান্ত আছে। দেখুন, কুমারসম্ভবের ৪র্থ সর্গের ৫ম শ্লোক যথা—

উপমানমভূদ্বিলাসিনাং
করণং যত্তব কাঙ্ক্ষিতমস্তয়া।
তদ্দিদং গতমীদৃশীং দশাং
ন বিদীর্ঘ্যে—কঠিনাঃ খলু স্ত্রিয়ঃ ॥

এ স্থলে চতুর্থ পদের “ন বিদীর্ঘ্যে” পদের পরই অর্থের শেষ হইয়াছে। “কঠিনাঃ খলু স্ত্রিয়ঃ” বাক্যের সহিত পূর্ব বাক্যের বৈয়াকরণীয় কোন আসক্তি নাই, অথচ ঐ স্থান ছন্দের যতি স্থান নহে। রঘুবংশে যথা,

সোহহমাজন্মশুদ্ধানামাকলোদয়কর্ষণাম্,
আসমুদ্রক্ষিতীশানামানাকরথবজ্রানাম্,
যথাবিধি হতাগ্রীনাং যথাকামাচ্চিতার্থিনাম্,
যথাপরাধদণ্ডানাং যথাকালপ্রবোধিনাম্,
ত্যাগায় সন্তু তার্থানাং সত্যায় মিতভাষিণাম্,
যশসে বিজিগীষুণাং প্রজ্ঞায়ৈ গৃহমেধিনাম্,
শৈশবেহভ্যস্তবিজ্ঞানাং যৌবনে বিষয়েষিণাম্,
বার্দ্ধকে মূনিবৃত্তীনাং যোগেনাস্তে তহুত্যাঙ্গাম্,
রঘুণামনয়ং বক্ষ্যে,—১ম সর্গ, ৫-১০ শ্লোক।

এই বাক্যেও ইহার দৃষ্টান্ত দৃষ্ট হইবে। ইহাতে “বক্ষ্যে” পদেই অর্থের শেষ

হইয়াছে ; শ্লোকপাদের শেষ কথায় অল্প প্রসঙ্গ ; তাহার সহিত পূর্ব কথার সমন্বয় নাই। রঘুবংশের অল্পত্র—

“সমমেব সমাক্রান্তং দ্বয়ং দ্বিরদগামিনা।

তেন—সিংহাসনং পিত্র্যমখিলং চারিমণ্ডলং ॥”—৪র্থ সর্গ, ৪ শ্লোক।

এই শ্লোকেও “তেন” পদে অর্থের শেষ হইয়াছে, অথচ সেই স্থান যতির নহে। কিরাতার্জুনীয়ে ষথা—

“কৃতপ্রণামস্ত মহীং মহীভূজে

জিতাং সপত্নেন নিবেদয়িষ্যতঃ।

ন বিব্যাধে তস্ত মনঃ—নহি প্রিয়ং,

প্রবক্তু মিচ্ছন্তি মুখা হিতৈষিণঃ ॥”

এই শ্লোকে তৃতীয় পাদের “মনঃ” পদে অর্থের শেষ হইয়াছে। তৎপরের “নহি প্রিয়ং” ইত্যাদি বাক্যের সহিত তাহার কোন সমন্বয় নাই। এতাদৃশ অপর দৃষ্টান্ত অনেক সংগ্রহ করা যাইতে পারে ; পরন্তু তাহার প্রয়োজন নাই। প্রদত্ত উদাহরণেই পাঠকস্বন্দ নিশ্চিত হইবেন যে, পদমধ্যে অর্থের শেষ করায় হানি হয় না, এবং তিলোত্তমায় যে পদের প্রারম্ভে বা মধ্যে যে সকল বিরাম আছে, তাহা কোন মতে প্রকৃত যতির হানিকর নহে। দত্তজ লেখেন—

“এ হেন নির্জন স্থানে দেব পুরন্দর,

কেন গো বসিয়া আজি, কহ পদ্মাসনা,

বীণাপাণি ! কবি, দেবি, তব পদাঘুজে,

নমিয়া জিজ্ঞাসে তোমা, কহ, দয়াময়ি !”

এই পাদ-চতুষ্ঠয়ের তৃতীয় পাদের “বীণাপাণি” পদে অর্থ শেষ হইয়াছে ; কিন্তু তাহাতে যতির ভঙ্গ হয় নাই ; যেহেতু তিলোত্তমার ছন্দঃ অমিত্রাক্ষর পয়ার, তাহার লক্ষণ চতুর্দশাক্ষর বৃত্তি, অষ্টমাক্ষরে যতি, এবং এই লক্ষণ রক্ষা পাইলেই ছন্দের রক্ষা মানিতে হইবে। সেই লক্ষণানুসারে “স্থানে,” “আজি,” “দেবি” ও “তোমা” পদের পর যতি আছে ; সেই যতিতেই ছন্দের অল্পরোধ রক্ষা পায় ; বীণাপাণি শব্দের পর পৃথক্ যতি থাকায় তাহার হানি হয় না। ষষ্ঠি এই নিয়মের অন্তর্গত অষ্টমাক্ষরের পর যতি না থাকে, তাহা হইলে কাব্যকর্তাকে যতি-ভঙ্গ-দোষ স্বীকার করিতে হইবে। এক পদে চতুর্দশাক্ষরের অধিক বা অল্প থাকে, তাহা হইলে তাঁহাকে ছন্দোভঙ্গ স্বীকার করিতে হয়।

প্রস্তাবিত ছন্দের পাঠ করিবার নিয়ম স্বতন্ত্র। সামান্ত পয়ারের জ্ঞান ইহা পাঠ করিলে, অর্থেরও অল্পভব হইবেক না এবং কাব্যও পক্ষ বলিয়া বোধ হইবেক না। যাহারা ইংরাজী ভাষা জ্ঞাত আছেন, তাঁহারা যে প্রকারে মিল্টন্ কবি কৃত “পারাডাইস্ লষ্ট” নামক কাব্য পাঠ করেন, তদ্রূপে ইহার পাঠ করিলে সিদ্ধকাম হইবেন। অন্তের প্রতি বক্তব্য যে, তাঁহারা পয়ারের অষ্টম ও চতুর্দশাক্ষরে যতি

রাখিয়া, বাক্যার্থের শেষ হইলে পৃথক্ যতি রাখিলেই তিলোত্তমা-পাঠে স্থখী হইতে পারিবেন। ফলতঃ, যে প্রকারে বিরামচিহ্নস্বারে গণ্ড পাঠ করা যায়, সেই প্রকার অমিত্রাক্ষর পয়ার পাঠ করিতে হয় ; কেবল ইহার বিরাম-চিহ্ন ব্যতীত ছন্দের দুই যতি আছে, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্তব্য।

তিলোত্তমার ছন্দ ও যতি বিষয়ে এতাবন্যাত্ন লিখিয়া তাহার রচনা-কৌশল ও কবিত্ব সম্বন্ধে আমাদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করা কর্তব্য।...এ স্থলে এইমাত্র বলিলে হয় যে, দত্তজ্বর কবিত্ব-শক্তি সম্বন্ধে আমরা পূর্বে যে প্রশংসাবাদ করিয়াছিলাম, তাহা সর্বতোভাবে সিদ্ধ হইয়াছে। তিলোত্তমার যে কোন স্থানে নয়ন নিক্ষেপ করা যায়, তাহাতেই প্রকৃত কবির লক্ষণ বিলক্ষণ প্রতীত হয়। সর্বত্রই সূচাক্ষরসাম্যক ভাব অতি প্রোঞ্জল বাক্যে বিভূষিত হইয়াছে। ঐ ভাব সকল দত্তজ্বর ভূবনবিখ্যাত কালিদাস, ভবভূতি, হোমরু, মিল্টন্ প্রভৃতি কবিকুলকেশরীদিগের রচনা হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন ; কিন্তু বঙ্গভাষায় তাহার বিভাষণে দত্তজ্বর কেবল অমুবাদ করিয়া নিরস্ত হয়েন নাই ; তাঁহার মন হইতে অন্তরে যে কোন ভাব নিঃসৃত হইয়াছে, তাহাই তাঁহার স্বাভাবিক কল্পনারূপ্তির কৌশলে নূতন অবয়ব ধারণ করিয়াছে ; কিছুই প্রাচীন বলিয়া অনাদরণীয় বোধ হয় না ; প্রত্যুত, সকলই স্বল্প, দীপ্তিময় ও প্রীতিকর অমুভূত হয়। লালিত্য বিষয়ে বোধ হয়, তিলোত্তমা অতি প্রসিদ্ধ হইবেক না। তত্রাপি, পোলোমৌর খেদ-উক্তির সহিত তুলনা করিলে অতি অল্প বাঙ্গালী কাব্য পরীক্ষোত্তীর্ণ হইতে পারে। দত্তজ্বর পৌরাণিক ভূগোল ও ঋগোল পরিত্যাগ করিয়া, বিশ্বকর্ষাকে ভূমণ্ডলের প্রাস্তভাগে প্রেরণ করায় কেহ কেহ আপত্তি করিতে পারেন, এবং পোলোমৌর সহচরীর মধ্যে যশী, মনসা, সূভচনীর উল্লেখ সহদয়ের কার্য্য হয় নাই। অপর, অনেক স্থানে তুলনা ও বিশেষণ, তথা স্বর্কেশা তিলোত্তমাকে “সতী” বলিয়া বর্ণনা দূষিত মানিতে হয়। পরন্তু, ঐ সকল আপত্তিসম্বন্ধেও আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে পারি যে, বর্তমান কাব্য বঙ্গভাষার প্রধান কাব্যমধ্যে গণ্য হইবে, সন্দেহ নাই, এবং সহদয় কাব্যাত্মরাগীরা ইহার পাঠে অবশ্যই বিশেষ সম্বৃত্ত হইবেন।—‘বিবিধার্থ সঙ্গ হ’, শকাব্দ ১৭৮২, অগ্রহায়ণ ; ৬ষ্ঠ পর্ক, ৬৮ খণ্ড। (‘মধুসূতি,’ পৃ. ১৪৭-৪৭ হইতে উদ্ধৃত।)

There cannot be the slightest doubt that the author whose work has given occasion to this article is a true poet. The Bengali nation should be right glad at this his first successful appearance before the public as an epic poet for he is already very favourably known to them as a dramatist....He is the creator of blank verse in the language, and this single circumstance shows at once the original turn of his mind....As the new verse expresses the original character of the author's mind, so do the ideas and sentiments.

...The author's loftiness of imagination, his minute observation of nature, his delicate sense of beauty, and the uncommon splendour of his diction, charm us in every page of the poem. It is an intellectual luxury...the extraordinary genius of our poet has enabled him to arrange his copious store of sublime and beautiful sentiments and images into one harmonious and original whole and produce a masterpiece of poetry that will delight his nation from generation to generation.—*The Indian Field* for 2 Feb. 1861 (as quoted in the *Modern Review* for June 1936 pp. 658-60.)

রামগতি গায়রত্নের 'বান্ধালাভাষা ও বান্ধালাসাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব' মধুসূদনের জীবিতকালেই প্রকাশিত হয়। গায়রত্ন মহাশয় এই কাব্য "মিষ্টবোধ না হওয়ায় ত্যাগ" করেন। নূতন ছন্দ ও ভাষার বাধা তিনি অতিক্রম করিতে না পারিয়া লিখিয়াছিলেন—

আমরা প্রথমে ইহা পাঠ করিতে পারি নাই, বলিয়া কেহ একুপ বুঝিবেন না যে, তিলোত্তমা রসবতী নহেন ;—ইহাতে উৎকৃষ্ট রস আছে, কিন্তু সেই রস, কর্ণের অনভ্যস্ত কর্ণায়মান নূতন ছন্দ, দূর্গম, 'ভূষণ' 'অস্থির' 'কাস্তিল' 'কেলিহু' প্রভৃতি মাইকেলি নূতনবিধ ক্রিয়া-পদ, ব্যাকরণদোষ প্রভৃতি কণ্টকাকৃত কঠিন তুকে একুপ আচ্ছাদিত যে, তাহা ভেদ করিয়া স্বাদ গ্রহণ করিতে সকলের পক্ষে পরিশ্রম পোষায় না।—১ম সংস্করণ (১৮৭৩), পৃ. ২৬৯-৭০।

একটি কথা আমাদেরকে সর্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে, এই কাব্যে মধুসূদনের প্রধান লক্ষ্য ছিল ছন্দ ; কাব্যের বিষয়-বস্তু নির্ধারণ অথবা কবিত্ব-শক্তির প্রয়োগ গৌণভাবে করা হইয়াছে। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে লিখিত "মঙ্গলাচরণে" তাঁহার কৈফিয়ৎ সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে :—

যে ছন্দোবন্ধে এই কাব্য প্রণীত হইল, তদ্বিষয়ে আমার কোন কথাই বলা বাহুল্য ; কেন না একুপ পরীক্ষা-বৃক্ষের ফল সত্ত্বঃ পরিণত হয় না। তথাপি আমার বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে যে এমন কোন সময় অবশ্যই উপস্থিত হইবেক, যখন এদেশে সর্বসাধারণ জনগণ ভগবতী বাগ্বেবীর চরণ হইতে মিত্রাকর-স্বরূপ নিগড় ভগ্ন দেখিয়া চরিতার্থ হইবেন। কিন্তু হয়তো সে শুভকালে এ কাব্য-রচয়িতা এতাদৃশী ঘোরতর মহানিস্রায় আচ্ছন্ন থাকিবেক, যে কি দিকার, কি ধন্যবাদ, কিছই তাহার কর্ণকূহরে প্রবেশ করিবেক না।

আজ প্রায় শতাব্দীকালের ব্যবধানে আমরা বুঝিতে পারিতেছি, কবি মধুসূদন সে দিন ভুল করেন নাই।*

* এই "ভূমিকা"য় প্রথম সংস্করণ 'মধুসূদন'র উল্লেখ করা হইয়াছে।

তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য

[১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত তৃতীয় সংস্করণ হইতে]

মঙ্গলাচরণ ।

মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর
মহোদয় সমীপেষু ।

বিনয় পুরঃসর নিবেদনমেতৎ,

যে উদ্দেশে তিলোত্তমার সৃষ্টি হয়, তাহা সফল হইলে, দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহাকে সূর্য্যমণ্ডলে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই আদর্শের অনুকরণে আমি এই অভিনব কাব্য আপনাকে সমর্পণ করিলাম। মহাশয় যদি অনুগ্রহ করিয়া ইহাকে আশ্রয় দেন, তাহা হইলে আমি আমার এ পরিশ্রম সার্থক বোধ করিব।

যে ছন্দোবদ্ধে এই কাব্য প্রণীত হইল, তদ্বিষয়ে আমার কোন কথাই বলা বাহুল্য ; কেন না এরূপ পরীক্ষা-বৃক্ষের ফল সন্তোঃ পরিণত হয় না। তথাপি আমার বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে যে এমন কোন সময় অবশ্যই উপস্থিত হইবেক, যখন এদেশে সর্বসাধারণ জনগণ ভগবতী বাগেদবীর চরণ হইতে মিত্রাক্ষর-স্বরূপ নিগড় ভগ্ন দেখিয়া চরিতার্থ হইবেন। কিন্তু হয়তো সে শুভকালে এ কাব্য-রচয়িতা এতাদৃশী ঘোরতর মহানিত্রায় আচ্ছন্ন থাকিবেক, যে কি দিক্কার, কি ধন্যবাদ, কিছুই তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবেক না।

সে যাহা হউক, এ কাব্য আমার নিকটে সর্বদা সমাদৃত থাকিবেক, যেহেতু মহাশয়ের পাণ্ডিত্য, গুণগ্রাহকতা, এবং বন্ধুতাগুণে যে আমি কি পর্য্যন্ত উপকৃত হইয়াছি, এবং হইবারও প্রত্যাশা করি, ইহা তাহার এক প্রধান অভিজ্ঞান-স্বরূপ। আক্ষেপের বিষয় এই যে মহাশয় আমার প্রতি যেরূপ স্নেহভাব প্রকাশ করেন, আমার এমন কোন গুণ নাই যদ্বারা আমি উহার যোগ্য হইতে পারি। ইতি

প্রস্থকারস্য ।

তিলোত্তমাস্তব কাব্য

প্রথম সর্গ

ধবল নামেতে গিরি হিমাদ্রির শিরে—
অভ্রভেদী, দেব-আত্মা, ভীষণদর্শন ;
সতত ধবলাকৃতি, অচল, অটল ;
যেন উর্দ্ধবাহু সদা, শুভ্রবেশধারী,
নিমগ্ন তপঃসাগরে ব্যোমকেশ শূলী—
যোগিকুল্লেখ্য যোগী ! নিকুঞ্জ, কানন,
তরুরাজি, লতাবলী, মুকুল, কুমুম—
অগ্ন্যাগ্ন অচলভালে শোভে যে সকল,
(যেন মরকতময় কনককিরীট)
না পরে এ গিরি, সবে করি অবহেলা,
বিমুখ পৃথিবীপতি পৃথ্বীস্থে যেন
জিতেদ্রিয় ! সুনাদিনী বিহঙ্গিনীদল,
সুনাদী বিহঙ্গ, অলি মস্ত মধুলোভে,
কভু নাহি ভ্রমে তথা ! যুগেন্দ্র কেশরী,—
করীশ্বর,—গিরীশ্বরশরীর যাহার,—
শার্দূল, ভল্লুক, বনচর জীব যত—
বনকমলিনী কুরঙ্গিনী সুলোচনা,—
ফগিনী মণিকুস্তলা, বিষাকর ফণী,—
না যায় নিকটে তার—বিকট শেখর !
অদূরে ঘোর তিমির গভীর গহ্বরে,
কলকল করে জল মহাকোলাহলে,
ভোগবতী স্রোতস্বতী পাতালে যেমতি
কল্লোলিনী ; ঘন স্বনে বহেন পবন,
মহাকোপে লয়রূপে তমোগুণাধিত,

নিশ্বাস ছাড়েন যেন সর্বনাশকারী !
 দানব, মানব, যক্ষ, রক্ষ, দানবারি,—
 দানবী, মানবী, দেবী, কিবা নিশাচরী
 সকলেরি অগম—তুর্গম তুর্গ যেন !

✓ দিবানিশি মেঘরাশি উড়ে চারি দিকে,
 ভূতনাথসঙ্গে রঙ্গে নাচে ভূত যেন । ✓

এ হেন নির্জন স্থানে দেব পুরন্দর
 কেন গো বসিয়া আজি, কহ পদ্মাসনা
 বীণাপাণি ? কবি, দেবি, তব পদাস্বুজে
 প্রণমি, জিজ্ঞাসে তোমা, কহ, দয়াময়ি !
 তব কৃপা-মন্দর দানব-দেব-বল,
 শেষের অশেষ দেহ—দেহ এ দাসেরে ;
 এ বাক্সাগর আমি মধি সযতনে,
 লভি, মা, কবিতামৃত—নিরুপম সুধা !
 অকিঞ্চনে কর দয়া, বিশ্ববিনোদিনি !
 যে শশীর স্থান, মাতঃ, স্থানুর ললাটে,
 তাঁহারি আভায় শোভে ফুলকুলদলে
 নিশার শিশিরবিন্দু, মুক্তাফলরূপে !—

কহ, সতি ;—কি না তুমি জান, জ্ঞানময়ি ?—
 কোথা সে ত্রিদিব, যার ভোগ লভিবারে
 কঠোর তপস্যা নর করে যুগে যুগে,
 কত শত নরপতি রত অশ্বমেধে—
 সাগর বিপুলবংশ যে লোভেতে হত ?
 কোথা সে অমরাপুরী কনকনগরী ?
 কোথা বৈজয়ন্ত-ধাম, সুবর্ণ আলায়,
 প্রভায় মলিন যার ইন্দু, প্রভাকর ?
 কোথা সে কনকাসন, রাজছত্র কোথা,
 রবির পরিধি যেন মেরু-শৃঙ্গোপরি—
 উভয় উজ্জলতর উভয়ের তেজে ?
 কোথা সে নন্দনবন, সুখের সদন ?

কোথা পারিজাত-ফুল, ফুলকুলপতি ?
 কোথা সে উর্বশী, রূপে ঋষি-মনোহরা,
 চিত্রলেখা—জগৎজনের চিত্তে লেখা,
 মিশ্রকেশী—যার কেশ, কামের নিগড়,
 কি অমরে, কিবা নরে, না বাঁধে কাহারে ?
 কোথায় কিম্বর ? কোথা বিছাধরদল ?
 গন্ধর্ব—মদনগর্ব খর্ব যার রূপে ?
 চিত্ররথ—কামিনীকুলের মনোরথ—
 মহারথী ? কোথা বজ্র, ভীমপ্রহরণ !
 যার দ্রুত ইরশ্মদে, গভীর গর্জনে,
 দেব-কলেবর কাঁপে করি থর থর ;
 ভূধর অধীর সদা, চমকে ভুবন
 আতঙ্কে ? কোথা সে ধনুঃ, ধনুঃকুলরাজা
 আভাময়, যার চারু-রত্ন-কাস্তিছটা
 শোভে গো গগনশিরে (মেঘময় যবে)
 শিখিপুচ্ছচূড়া যেন স্রষ্টাকেশকেশে !
 কোথায় পুঙ্কর, আবর্তক—ঘনেশ্বর ?
 কোথায় মাতলি বলী ? কোথা সে বিমান,
 মনোরথ পরাজিত যে রথের বেগে—
 গতি, ভাতি—উভয়েতে তড়িৎ লাঞ্চিত ?
 কোথায় গজেন্দ্র ঐরাবত ? উচ্চৈঃশ্রবাঃ
 হযেশ্বর, আশুগতি যথা আশুগতি ?
 কোথায় পৌলোমী সতী, অনন্ত-যৌবনা,
 দেবেন্দ্র-হৃদয়-সরোবর-কমলিনী,
 দেব-কুল-লোচন-আনন্দময়ী দেবী,
 আয়তলোচনা ? কোথা স্বর্ণ কল্পতরু,
 কামদ বিধাতা যথা, যার পুত পদ
 আনন্দে নন্দনবনে দেবী মন্দাকিনী
 ধোন্ সদা প্রবাহিণী কলকল কলে ?—
 হায় রে, কোথায় আজি সে দেববিভব !

হায় রে, কোথায় আজি সে দেবমহিমা !

দুর্দাস্ত দানবদল, দৈববলে বলী,
 পরাভবি সুরদলে ঘোরতর রণে,
 পুরিয়াছে স্বর্গপুরী মহাকোলাহলে,
 বসিয়াছে দেবাসনে পামর দেবারি ।
 যথা প্রলয়ের কালে, রুদ্রের নিশ্বাস
 বাতময়, উথলিলে জল সমাকুল,
 প্রবল তরঙ্গদল, তীর অতিক্রমি,
 বসুধার কুস্তল হইতে লয় কাড়ি
 সুবর্ণকুমুম-লতা-মণ্ডিত মুকুট ;—
 যে সুচারু শ্যামঅঙ্গ ঋতুকুলপতি
 গাঁথি নানা ফুলমালা সাজান আপনি
 আদরে, হরে প্লাবন তার আভরণ ।

সহস্রেক বৎসর যুঝিয়া দানবারি,
 প্রচণ্ড দিতিজ ভূজ প্রতাপে তাপিত,
 ভঙ্গ দিয়া বিমুখ হইলা সবে রণে—
 আকুল ! পাবক যথা, বায়ু যার সখা,
 সর্বভুক্, প্রবেশিলে নিবিড় কাননে,
 মহাত্রাসে উর্দ্ধশ্বাসে পালায় কেশরী :
 মদকল নগদল, চঞ্চল সভয়ে,
 করভ করিণী ছাড়ি পালায় অমনি
 আশুগতি ; মৃগাদন শার্দূল, বরাহ,
 মহিষ, ভীষণ খড়্গী—অক্ষয়শরীরী,
 ভল্লুক বিকটাকার, দুর্দাস্ত হিংসক
 পালায় ভৈরবরবে, ত্যজি বনরাজি ;—
 পালায় কুরঙ্গ রঙ্গরসে ভঙ্গ দিয়া,
 ভুজঙ্গ, বিহঙ্গ, বেগে ধায় চারি দিকে ;—
 মহাকোলাহলে চলে জীবন-তরঙ্গ,
 জীবনতরঙ্গ যথা পবনতাড়নে !

অব্যর্থ কুলিশে ব্যর্থ দেখি সে সমরে,

পালাইলা পরিহরি সংগ্রাম কুলিশী
 পুরন্দর ; পালাইলা পাশী দেখি পাশে
 ত্রিয়মাণ, মন্ত্রবলে মহোরগ যেন !
 পালাইলা যক্ষনাথ ভীম গদা ফেলি,
 করী যেন করহীন ! পালাইলা বেগে
 বাতাকায়ে মৃগপৃষ্ঠে বায়ুকুলপতি ;
 জরজর-কলেবর, দুষ্টাসুর-শরে
 পালাইলা শিখি-পৃষ্ঠে শিখিবরাসন
 মহারথী ; পালাইলা মহিষ বাহনে
 সর্বঅস্তকারী যম, দন্তু কড়মড়ি,
 সাপটি প্রচণ্ড দণ্ড—ব্যর্থ এবে রণে ।

পালাইলা দেবগণ রণভূমি ত্যজি ;
 জয় জয় নাদে দৈত্য ভুবন পুরিল ।
 দৈববলে বলী পাপী, মহা অহঙ্কারে
 প্রবেশিল স্বর্গপুরী—কনক নগরী,—
 দেবরাজাসনে, মরি, দেবারি বসিল !
 হায় রে, যে রতির মৃগাল-ভুজপাশ,
 (প্রেমের কুসুম-ডোর,) বাঁধিত সতত
 মধুসখে, স্মরহর-কোপানল যেন
 বিরহ-অনল রূপ ধরি, মহাতাপে
 দহিতে লাগিল এবে সে রতির হিয়া ।

সুন্দ উপসুন্দাসুর, সুরে পরাভবি,
 লণ্ড ভণ্ড করিল অখিল ভূমণ্ডল ;
 ঔর্ধ্বধাষি ক্রোধানল পশি যেন জলে,
 জ্বালাইলা জলেশ্বরে, নাশি জলচরে ।
 তোমার এ বিধি, বিধি, কে পারে বুঝিতে,
 কিবা নরে, কি অমরে ? বোধাগম্য তুমি
 ত্যজি দেববলদলে দেবদলপতি
 হিমাচলে মহাবল চলিলা একাকী ;—
 যথা পক্ষরাজ বাজ, নির্দয় কিরাত

লুটিলে কুলায় তার পর্বত-কন্দরে,
 শোকে অভিমানে মনে প্রমাদ গণিয়া,
 আকুল বিহঙ্গ, তুঙ্গ-গিরি-শৃঙ্গোপরি,
 কিম্বা উচ্চশাখ বৃক্ষশাখে বসে উড়ি ;—
 ধবল অচলে এবে চলিলা বাসব ।
 বিপদের কালজাল আসি বেড়ে যবে,
 মহতজনভরসা মহত যে জন ।
 এই সুরপতি যবে ভীষণ অশনি-
 প্রহারে চূর্ণিয়াছিল শৈল-কুল-পাখা
 হৈম, শৈলরাজসুত মৈনাক পশিলা
 অতলজলধিতলে—মান বাঁচাইতে ।
 † যথা ঘোরতর বাত্যা, অস্থিরি নির্ঘোষে
 গভীর পয়োধি নীর, ধরি মহাবলে
 জলচর-কুলপতি মীনেন্দ্র তিমিরে,
 ফেলাইলে তুলে কূলে, মৎস্যনাথ তথা
 অসহায় মহামতি হয়েন অচল ;
 অভিমানে শিলাসনে বসিলা আসিয়া
 জিষ্ণু—অজিষ্ণু গো আজি দানব-সংগ্রামে
 দানবারি । মহারথী বসিলা একাকী ;—
 নিকটে বিকট বজ্র, ব্যর্থ এবে রণে,
 কমল চরণে পড়ি যায় গড়াগড়ি,
 প্রচণ্ড আঘাতে ক্ষতশরীর কেশরী
 শিখরী সমীপে যথা—ব্যথিত হৃদয়ে !
 কনক-নির্মিত ধনু—রতন-মণ্ডিত,
 (কাদম্বিনী ধনু যারে পাইলে অমনি
 যতনে সীমন্তদেশে পরয়ে হরষে)
 অনাদরে শোভে, হায়, পর্বতশিখরে,
 ‡ ধবল-ললাট-দেশ উজলি স্মৃতেজে,
 শশিকলা উমাপতি-ললাট যেমতি ।
 শূন্য তূণ—বারিশূন্য সাগর যেমনি,

যবে ঋষি অগস্ত্য শুষিলা জলদলে
 ঘোর রোষে ! শঙ্খ, যার নিনাদে আকুল
 দৈত্যকুল—করৌ-অরি-নিনাদে যেমতি
 করিবন্দ—নিরানন্দে নীরব সে এবে !
 হায় রে, অনাথ আজি ত্রিদিবের নাথ !
 হায় রে, গরিমাহীন গরিমা-নিধান !
 যে মিহির, তিমিরারি, কর-রত্ন-দানে
 ভূষেন রজনী-সখা, স্বর্ণতারাবলী,
 গ্রহরাশি,—রাহু আসি গ্রাসিয়াছে তাঁরে !

এবে দিনমণি দেব, মৃচ্ছ-মন্দ-গতি,
 অস্তাচলে চালাইলা স্বর্ণ-চক্ররথ,
 বিশ্রাম বিলাস আশে মহীপতি যথা
 সাজ করি রাজ্য-কার্য্য অবনৌমণ্ডলে ।
 শুখাইল নলিনীর প্রফুল্ল আনন,
 ছরুহ বিরহকাল কাল যেন দেখি
 সমুখে । মুদিলা আঁখি ফুলকুলেশ্বরী ।
 মহাশৌকে চক্রবাকী অবাক্ হইয়া,
 আইলো তরুর কোলে ভাসি নেত্রনীরে,
 একাকিনী—বিরহিণী—বিষণ্ণবদনা,
 বিধবা ছহিতা যেন জনকের গৃহে ।
 মৃচ্ছাসি শশী সহ নিশি দিলা দেখা,
 তারাময় সিঁথি পরিসৌমন্তে সুন্দরী ;
 বন, উপবন, শৈল, জলাশয়, সরঃ,
 চন্দ্রিমার রজ্জুকাস্তি কাস্তিল সবারে ।
 শোভিল বিমল জলে বিধুপরায়ণা
 কুমুদিনী ; স্থলে শোভে বিশদবসনা
 ধুতুরা চির যোগিনী, অলি মধুলোভী
 কভু না পরশে যারে । উতরিল ধীরে,
 বিরাম-দায়িনী নিদ্রা—রজনীর সখী—
 কুহকিনী স্বপ্নদেবী স্বজনীর সহ ।

বসুমতী সতী তাঁর চরণকমলে,
জীবকুল লয়ে নমি নীরব হইলা।

আইলা রজনী ধনী ধবল-শিখরে
ধীরভাবে, ভীমা দেবী ভীম পাশে যথা
মন্দগতি। গেলা সতী কৌমুদীবসনা
শিলাতলে দেবরাজ বিরাজেন যথা।
ধরি পাদপদ্মযুগ করপদ্মযুগে,
কাঁদিয়া সাষ্টাঙ্গে দেবী প্রণাম করিলা
দেবনাথে। অশ্রু-বিন্দু, ইন্দ্রের চরণে,
শোভিল, শিশির যেন শতদল-দলে,
জাগান অরুণে যবে উষা সাজাইতে
একচক্ররথ, খুলি সুকমল-করে
পূর্বাশার হৈম দ্বার! আইলেন এবে
নিদ্রাদেবী, সহ স্বপ্ন-দেবী সহচরী,
পুষ্পদাম সহ, আহা, সৌরভ যেমতি।
মৃচ্ছ মন্দ গন্ধবহ-বাহনে আরোহি,
আসি উতরিলা দৌহে যথা বজ্রপাণি;
কিন্তু শোকাকুল হেরি দেবকুলনাথে,
নিঃশব্দে বিনতভাবে দূরে দাঁড়াইলা,
সুকিঙ্করীবৃন্দ যথা নরেন্দ্র সমীপে
দাঁড়ায়,—উজ্জ্বল স্বর্ণপুতলীর দল।
হেরি অসুরারি দেবে শোকের সাগরে
মগ্ন, মগ্ন বিশ্ব যেন প্রলয়সলিলে,—
কাঁদিতে কাঁদিতে নিশি নিদ্রা পানে চাহি,
সুমধুর স্বরে শ্যামা কহিতে লাগিলা;—

“হায় সখি, এ কি লীলা খেলিলা বিধাতা?
দেবকুলেশ্বর যিনি, ত্রিদিবের পতি,
এই শিলাময় দেশ—অগম, বিজন,
ভয়ঙ্কর—মরি! এ কি সাজে লো তাঁহারে?
হায় রে, যে কল্পতরু নন্দনকাননে,

মন্দাকিনী তটিনীর স্বর্ণতটে শোভে
 প্রভাময়, কে ফেলে লো উপাড়ি তাহারে
 মরুভূমে ? কার বুক না ফাটে লো দেখি
 এ মিহিরে ডুবিতে এ তিমির-সাগরে !”

কহিতে কহিতে দেবী শর্করী সুন্দরী
 কাঁদিয়া তারাকুস্তলা ব্যাকুলা হইলা !

শোকের তরঙ্গ যবে উথলে হৃদয়ে,
 ছিন্ন-তার বীণা সম নীরব রসনা ;—
 অরে রে দারুণ শোক, এই তোমর রীতি !

শুনি যামিনীর বাণী, নিদ্রাদেবী তবে
 উত্তর করিলা সতী অমৃতভাষিণী,
 মধুপানে মাতি যেন মধুকরীশ্বরী
 মধুর গুঞ্জরে, আহা, নিকুঞ্জ পুরিলা ;—
 “যা কহিলে সত্য, সখি, দেখি বুক ফাটে ;
 বিধির নিব্বন্ধ কিন্তু কে পারে খণ্ডাতে ?
 আইস এবে, তুমি, আমি, স্বপ্নদেবী সহ,
 কিঞ্চিৎ কালের তরে হরি, যদি পারি,
 এ বিষম শোকশেল, যতন করিয়া ।
 ডাক তুমি, হে স্বজনি, মলয় পবনে ;
 বল তারে সুসৌরভ আশু আনিবারে ;
 কহ তব সুধাংশুরে সুধা বরষিতে ।
 যাই আমি, যদি পারি, মুদি, প্রিয়সখি,
 ও সহস্র আঁখি, মন্ত্রবলে কি কৌশলে ।
 গড়ুক স্বপ্নদেবী মায়ার পোলোমী—
 মৃগাক্ষী, পীবরসুন্দরী, স্তবিস্ব-অধরা,
 সুশোভিত কবরী মন্দারে, কুশোদরী ;
 বেড়ুক দেবেশ্রে সৃষ্টি মায়ার নন্দন ;
 মায়ার উর্বশী আসি, স্বর্ণবীণা করে,
 গায়ুক মধুর গীত মধু পঞ্চস্বরে ;
 রম্ভা-উরু রম্ভা আসি নাচুক কোতুকে ।

যে অবধি, নলিনীর বিরহে কাতর,
নলিনীর সখা আসি নাহি দেন দেখা
কনক উদয়াচল-শিখরে, উজ্জলি
দশ দিশ, হে স্বজনি, আইস তোমা দৌহে,
সাধিতে এ কার্য মোরা করি প্রাণপণ।”

তবে নিশি, সহ নিদ্রা, স্বপ্ন কুহকিনী,
হাত ধরাধরি করি, বেড়িলা বাসবে—
সুবর্ণ চম্পকদাম গাঁথি যেন রতি
দোলাইলা প্রাণপতি মদনের গলে।
ধীরভাবে দেবীদল, বেড়িয়া দেবেশে,
যাঁর যত তন্ত্র, মন্ত্র, ছিটা, কোঁটা ছিল,
একে একে লাগাইলা ; কিন্তু দৈবদোষে,
বিফল হইল সব ; যামিনী অমনি,
চঞ্চল বিষয়ে দেবী, মৃদু, কলস্বরে,—
একাকিনী, সূনাদিনী কপোতী যেমতি
কুহরে নিবিড় বনে—কহিতে লাগিলা ;—

“কি আশ্চর্য্য, প্রিয়সখি, দেখিলাম আজি।
কেবা জিনে ত্রিভুবনে আমা তিন জনে ?
চিরবিজয়িনী মোরা যাই লো যে স্থলে।
মাগর মাঝারে, কিম্বা গহন বিপিনে,
রাজসভা, রণভূমে, বাসরে, আসরে,
কারাগারে, দুঃখ, সুখ, উভয় সদনে,
করি জয় স্বর্গে, মর্ত্যে, পাতালে, আমরা ;
কিন্তু সে প্রবল বল বৃথা হেথা এবে।”

শুনি স্বপ্নদেবী হাসি—হাসে শশী যথা—
কহিলা শ্যামা স্বজনী রজনীর প্রতি ;
“মিছে খেদ কেন, সখি, কর গো আপনি ?
দেবেশ্বরমণী ধনী পুলোমহুহিতা
বিনা, আর কার সাধ্য নিবাইতে পারে
এ জলন্ত শোকানল ? যদি আজ্ঞা দেহ,

যাই আমি আনি হেথা সে চারুহাসিনী ।
 হায়, সখি, পতিহীনা কপোতী যেমতি,
 তরুবর, শৃঙ্গধর সমীপে, বিলাপি
 চাহে কাস্তে সৌমস্তিনী, বিরহবিধুরা,
 ভ্রান্তি-দূতী সহ সতী ভ্রমেন জগতে,
 শোকে ! শুন মন দিয়া, রজনী স্বজনি,
 যদি আজ্ঞা কর তবে এখনি যাইব ।”
 যাও বলি আদেশিলা শশাঙ্করঙ্গিনী ।
 চলিলা স্বপনদেবী নীলাম্বর-পথে—
 বিমল তরলতর রূপে আলো করি
 দশ দিশ ; আশুগতি গেলা কুহকিনী,
 ভূপতিত তারা যেন উঠিল আকাশে ।

গেলা চলি স্বপ্নদেবী মায়াবী সুন্দরী
 দ্রুতবেগে ; বিভাবরী নিদ্রাদেবী সহ
 বসিলা ধবল শৃঙ্গে ; আহা, কিবা শোভা ।
 যুগল কমল, যেন জগৎ মোহিতে,
 ফুটিল এক মৃগালে ক্ষীর-সরোবরে ।
 ধবল শিখরে বসি নিদ্রা, বিভাবরী,
 আকাশের পানে দৌহে চাহিতে লাগিলা,
 হায় রে, চাতকী যথা সতৃষ্ণ নয়নে
 চাহে আকাশের পানে জলধারা-আশে !

আচম্বিতে পূর্বভাগে গগনমণ্ডল
 উজ্জ্বলিল, যেন দ্রুত পাবকের শিখা,
 ঠেলি ফেলি দুই পাশে তিমির-তরঙ্গ,
 উঠিল অম্বর-পথে ; কিম্বা দ্বিষাম্পতি
 অরুণ সারথি সহ স্বর্গচক্র রথে
 উদয় অচলে আসি দরশন দিলা ।
 শতেক যোজন বেড়ি আলোক-মণ্ডল
 শোভিল আকাশে, যেন রঞ্জনের ছটা
 নীলোৎপল-দলে, কিম্বা নিকষে যেমতি

সুবর্ণের রেখা—লেখা বক্র চক্ররূপে ।
 এ সুন্দর প্রভাকর পরিধি মাঝারে,
 মেঘাসনে বসি ওগো কোন্ সতী ওই ?
 কেমনে, কহ, মা, শ্বেতকমলবাসিনি,
 কেমনে মানব আমি চাব ওঁর পানে ?
 রবিচ্ছবি পানে, দেবি, কে পারে চাহিতে ?
 এ দুর্বল দাসে কর তব বলে বলী ।

চরণ যুগল শোভে মেঘবর-শিরে,
 নীল জলে রক্তোৎপল প্রফুল্লিত যথা,
 কিম্বা মাধবের বৃকে কৌস্তুভ রতন ।
 দশ চন্দ্র পড়ি রে রাজীব পদতলে,
 পূজা ছলে বসে তথা—সুখের সদন ।
 কাঞ্চন-মুকুট শিরে—দিনমণি তাহে
 মণিরূপে শোভে ভানু ; পৃষ্ঠে মন্দ দোলে
 বেণী,—কামবধু রতি যে বেণী লইয়া
 গড়েন নিগড় সদা বাঁধিতে বাসবে !
 অনন্ত-যৌবন দেব, বসন্ত যেমনি
 সাজায় মহীর দেহ, সুমধুর মাসে,
 উল্লাসে ইন্দ্রাণী পাশে বিরাজে সতত
 অনুচর, যোগাইয়া বিবিধ ভূষণ !
 অলিপংক্তি,—রতিপতি-ধনুকের গুণ,—
 সে ধনুরাকার ধরি বসিয়াছে সুখে
 কমল নয়ন-যুগোপরি, মধু আশে
 নীরব !—হায় রে মরি ! এ তিন ভুবনে
 কে পারে ফিরাতে আঁখি হেরি ও বদন !
 পদ্মরাগ-খচিত, পদ্মের পর্ণ সম
 পট্টবস্ত্র ; সু-অঞ্চলে জলে রত্নাবলী,
 বিজলীর ঝলা যেন অচঞ্চল সদা !
 সে আঁচল ইন্দ্রাণীর পীনস্তনোপরি •
 ভাতে, কামকেতু যথা যবে কামসখা

বসন্ত, হিমাস্তে, তারে উড়ায় কোঁতুকে !
 ভুবনমোহিনী দেবী, বসি মেঘাসনে,
 আইলা অম্বরপথে মৃদুমন্দগতি,—
 নীলাশু সাগর-মুখে নীলোৎপল-দলে
 যথা রমা স্কেশিনী কেশববাসনা,
 সুরাসুর মিলি যবে মথিলা সাগরে !
 হায়, ও কি অশ্রু কবি হেরে ও নয়নে ?
 অরে রে বিকট কীট, নিদারুণ শোক,
 এ হেন কোমল ফুলে বাসা কি রে তোর—
 সর্বভুক্ সম, হায়, তুই ছুরাচার
 সর্বভুক্ ? শূন্যমার্গে কাঁদেন বিষাদে
 একাকিনী স্বরীশ্বরী ! চল, ঘনপতি !
 ঘন-কুলোত্তম তুমি, উড় দ্রুতবেগে ।
 তুমি হে গন্ধমাদন, তোমার শিখরে
 ফলে সে দুর্লভ স্বর্ণলতিকা, পরশে
 যাহার, শোকের শক্তি-শেলাঘাত হতে
 লভিবেন পরিত্রাণ বাসব স্মৃতি ! ✓

আইলা পোলোমী সতী মেঘাসনে বসি,
 তেজোরশি-বেষ্টিতা ; নাদিল জলধর ;
 সে গভীর নাদ শুনি, আকাশসম্ভবা
 প্রতিধ্বনি সপুলকে বিস্তারিলা তারে
 চারি দিকে ; কুঞ্জবন, কন্দর, পর্বত,
 নিবিড় কানন, দূর নগর, নগরী,
 সে স্বর-তরঙ্গ রঙ্গে পুরিল সবারে ।
 চাতকিনী জয়ধ্বনি করিয়া উড়িল
 শূন্য পথে, হেরি দূরে প্রাণনাথে যথা
 বিরহবিধুরা বালা, ধায় তার পানে ।
 নাচিতে লাগিল মত্ত শিখিনী স্মৃথিনী ;
 প্রকাশিল শিখী চারু চন্দ্রক-কলাপ ;
 বলাকা, মালায় গাঁথা, আইলা ঘুরিতে

যুড়িয়া আকাশপথ ; সুবর্ণ কন্দলী—
 ফুলকুলবধু সতী সদা লজ্জাবতী,
 মাথা তুলি শূন্যপানে চাহিয়া হাসিল ;
 গোপিনী শূনি যেমনি মুরলীর ধ্বনি,
 চাহে গো নিকুঞ্জপানে, যবে ব্রজধামে,
 দাঁড়ায়ে কদম্বমূলে যমুনার কূলে,
 মৃৎস্বরে সুন্দরীরে ডাকেন মুরারি ।

ঘনাসন ত্যজি আশু নামিলা ইন্দ্রাণী
 ধবলের পদদেশে । এ কি চমৎকার ?
 প্রভাকীর্ণ, তেজোময় কনকমণ্ডিত
 সোপান দেখিলা দেবী আপন সম্মুখে—
 মণি মুক্তা হীরক খচিত শত সিঁড়ি
 গড়ি যেন বিশ্বকর্মা স্থাপিলা সেখানে ।
 উঠিলেন ইন্দ্রপ্রিয়া মৃৎ মন্দ গতি
 ধবল শিখরে সতী । আচম্বিতে তথা
 নয়ন-রঞ্জন এক নিকুঞ্জ শোভিল ।
 বিবিধ কুসুমজাল, স্তবকে স্তবকে,
 বনরত্ন, মধুর সর্বস্ব, স্মরধন,
 বিকশিয়া চারি দিকে হাসিতে লাগিল—
 নীল নভস্তলে হাসে তারাদল যথা ।
 মধুকর-নিকর আনন্দধ্বনি করি
 মকরন্দ-লোভে অন্ধ আসি উতরিলা ;
 বসন্তের কলকণ্ঠ গায়ক কোকিল
 বরষিলা স্বরসুধা ; মলয় মারুত—
 ফুল-কুল-নায়ক প্রবর সমীরণ—
 প্রতি অনুকূল-ফুল-শ্রবণ-কুহরে
 প্রেমের রহস্য আসি কহিতে লাগিলা ;
 ছুটিল সৌরভ যেন রতির নিশ্বাস,
 মন্থথের মন যবে মথেন কামিনী
 পাতি প্রণয়ের ফাঁদ প্রণয়কৌতুকে

বিরলে ! বিশাল তরু, ব্রততী-রমণ,
 মঞ্জরিত ব্রততীর বাহুপাশে বাঁধা,
 দাঁড়াইল চারি দিকে, বীরবৃন্দ যথা ;
 শত শত উৎস, রজস্তুস্তের আকারে
 উঠিয়া আকাশে, মুক্তাফল কলরবে
 বরষি, আর্দ্রিল অচলের বক্ষঃস্থল ।
 সে সকল জলবিন্দু একত্র মিশিয়া,
 সৃঞ্জিল সত্বর এক রম্য সরোবর
 বিমল-সলিল-পূর্ণ ; সে সরে হাসিল
 নলিনী, ভুলিয়া ধনী তপন-বিরহ
 ক্ষণকাল ! কুমুদিনী, শশাঙ্ক-রঞ্জিনী,
 সুখের তরঙ্গে রঙ্গে ফুটিয়া ভাসিল ।
 সে সরোদর্পণে তারা, তারানাথ সহ,
 সুতরল জলদলে কাস্তি রজতেজে,
 শোভিল পুলকে—যেন নূতন গগনে ।
 অবিলম্বে শম্বরারি-সখা ঋতুপতি
 উতরিল সস্তাষিতে ত্রিদিবের দেবী ।—
 কার সঙ্গে এ কুঞ্জের দিব রে তুলনা ?
 প্রাণপতি সহ রতি ভুঞ্জে রতি যথা,
 কি ছার সে কুঞ্জবন এ কুঞ্জের কাছে ।
 কালিন্দী আনন্দময়ী তটিনীর তটে
 শোভে যে নিকুঞ্জবন—যথা প্রতিধ্বনি,
 বংশীধ্বনি শুনি ধনী—আকাশছুহিতা—
 শিখে সদা রাধানাম মাধবের মুখে,
 এ কুঞ্জের সহ তার তুলনা না খাটে ।
 কি কহিবে কবি তবে এ কুঞ্জের শোভা ?
 প্রমদার পাদপদ্ম-পরশে অশোক
 সুখে প্রসূনের হার পরে তরুবর ;
 কামিনীর বিধুমুখ-শীধু-সিক্ত হলে,
 বকুল, ব্যাকুল তার মন রঞ্জাইতে,

ফুল-আভরণে ভূষে আপনার বপু
 হরষে, নাগর যথা প্রেমলাভ আশে ;—
 কিল্ব আজি ধবলের হের বাজি-খেলা ।
 অরে রে বিজন, বঙ্ক্য, ভয়ঙ্কর গিরি,
 হেরি এ নারীন্দু-পদ-অরবিন্দ-যুগ,
 আনন্দ সাগর-নীরে মঞ্জিলি কি তুই ?
 স্মরহর দিগম্বর, স্মর প্রহরণে,
 হৈমবতী-সতী-রূপ-মাধুরী দেখিয়া,
 মাতিলা কি কামমদে তপ যাগ ছাড়ি ?
 ত্যজি ভস্ম, চন্দন কি লেপিলা দেহেতে ?
 ফেলি দূরে হাড়মালা, রত্ন কণ্ঠমালা
 পরিলা কি নীলকণ্ঠে, নীলকণ্ঠ ভব ?—
 ধন্য রে অঙ্গনাকুল, বলিহারি তোরে !

প্রবেশিলা কুঞ্জবনে পৌলোমী সুন্দরী ;
 অলিকুল ঝঙ্কারিয়া ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ি,
 মকরন্দ-গন্ধে যেন আকুল হইয়া,
 বেড়িল বাসব-ছৎ-সরসী-পদ্মিনীরে,
 স্বর্গের লভিতে সুখ স্বর্গপুরী যথা
 বেড়ে আসি দৈত্যদল ! অদূরে সুন্দরী
 মনোরম পথ এক দেখিলা সম্মুখে ।
 উভয় পারশে শোভে দীর্ঘ তরুরাজী,
 মুকুলিত-সুবর্ণ-লতিকা-বিভূষিত,
 বীর-দেহে শোভে যথা কনকের হার
 চকমকি ! দেবদারু—শৈলশৃঙ্গ যথা
 উচ্চতর ; লতাবধু-লালসা রসাল,
 রসের সাগর তরু ; মৌল—মধুক্রম ;
 শোভাঞ্জন—জটাধর যথা জটাধর
 কপর্দী ; বদরী—যার স্নিগ্ধ তলে বসি,
 ছৈপায়ন, চিরজীবী যশঃসুধা পানে,
 কছেন মধুর স্বরে, ভুবন মোহিয়া,

মহাভারতের কথা ! কদম্ব সুন্দর—
 করি চুরি কামিনীর সুরভি নিখাস
 দিয়াছে মদন যার কুসুম-কলাপে,
 কেন না মন্থ-মন মথেন যে ধনী,
 তাঁর কুচাকার ধরে সে ফুল-রতন !
 অশোক—বৈদেহি, হায়, তব শোকে, দেবি,
 লোহিত বরণ আজু প্রসূন যাহার
 যথা বিলাপীর ঔাখি ! শিমূল—বিশাল
 বৃক্ষ, ক্ষত-দেহ যেন রণক্ষেত্রে রথী
 শোণিতার্দ্ৰ ! সুইন্দুদী, তপোবনবাসী
 তাপস ; শল্মলী ; শাল ; তাল, অভভেদী
 চূড়াধর ; নারীকেল, যার স্তনচয়
 মাতৃহৃৎসম রসে তোষে তৃষাতুরে !
 গুবাক ; চালিতা ; জাম, সুভ্রমররূপী
 ফল যার ; উর্দ্ধশির তেঁতুল ; কাঁঠাল,
 যার ফলে স্বর্ণকণা শোভে শত শত
 ধনদের গৃহে যেন ! বংশ, শতচূড়,
 যাহার ছহিতা বংশী, অধর-পরশে,
 গায় রে ললিত গীত সুমধুর স্বরে !
 খর্জুর, কুম্ভীরনিভ ভীষণ মূরতি,
 তবু মধুরসে পূর্ণ ! সতত থাকে রে
 সুগুণ কুদেহে ভবে বিধির বিধানে !
 তমাল—কালিন্দীকূলে যার ছায়াতলে
 সরস বসন্তকালে রাধাকান্ত হরি
 নাচেন যুবতী সহ ! শমী—বরাজনা,
 বন-জ্যোৎস্না ! আমলকী—বনস্থলী-সখী ;
 গাস্তারী—রোগাস্তকারী যথা ধন্বন্তরি—
 দেবতাকূলের বৈত ! আর কব কত ?
 চলিলা দেব-কামিনী মরাল-গামিনী ;
 রুগুরুগু ধ্বনি করি কিঙ্কিণী বাজিল ;

শুনি সে মধুর বোল তরুদল যত,
 রতিভ্রমে পুষ্পাঞ্জলি শত হস্ত হতে
 বরষি, পূজিল স্তব্ধে রাঙা পা ছুখানি ।
 কোকিল কোকিলা সহ মিলি আরস্তিল
 মদন-কীর্তন-গান ; চলিলা রূপসী—
 যেখানে সুরাঙাপদ অর্পিলা ললনা,
 কোকনদকুল ফুটি শোভিল সেখানে ।

অদূরে দেখিলা দেবী অতি মনোহর
 হৈম, মরকতময়, চারু সিংহাসন ;
 তাহার উপরে তরু-শাখাদল মিলি,
 আলিঙ্গিয়া পরস্পরে, প্রসারে কোঁতুকে,
 নবীন পল্লবছত্র, প্রবালে খচিত,
 বেষ্টিত মাণিকরূপী মুকুলঝালরে ;
 সুপ্ত পীতাম্বর-শিরে অনন্ত যেমতি
 (ফণীন্দ্র) অযুত ফণা ধরেন যতনে ।
 চারি দিকে ফুটে ফুল ; কিংশুক, কেতকী
 স্মর-প্রহরণ উভে ; কেশর সুন্দর—
 রতিপতি করে যারে ধরেন আদরে,
 ধরেন কনকদণ্ড মহীপতি যথা ;
 পাটলি—মদন-তৃণ, পূর্ণ ফুল-শরে ;
 মাধবিকা—যার পরিমল-মধু-আশে,
 অনিল উন্মত্ত সদা ; নবীনা মালিকা—
 কানন-আনন্দময়ী ; চারু গন্ধরাজ—
 গন্ধের আকর, গন্ধ-মাদন যেমতি ;
 চম্পক—যাহার আভা দেবী কি মানবী,
 কে না লোভে ত্রিভুবনে ? লোহিতলোচনা
 জ্বা—মহিষমর্দিনী আদরেন যারে ;
 বকুল—আকুল অলি যার সুসৌরভে ;
 কদম্ব—যাহার কাস্তি দেখি, সুখে মজি,
 রতির কুচ-যুগল গড়িলা বিধাতা ;

রজনীগন্ধা—রজনী-কুস্তুল-শোভিনী,
 শ্বেত, তব শ্বেতভুজ যথা, শ্বেতভুজে !
 কর্ণিকা—কোমল উরে যাহার বিলাসী
 (তপন-তাপেতে তাপী) শিলীমুখ, সুখে
 লভে সুবিরাম, যথা বিরাজেন রাজা
 সুপট্ট-শয়নে ; হায়, কর্ণিকা অভাগা
 বরবর্ণ বৃথা যার সৌরভ বিহনে,
 সতীত্ব বিহনে যথা যুবতীযৌবন !
 কামিনী—যামিনী-সখী, বিশদ-বসনা
 ধুতুরা যোগিনী যথা, কিন্তু রতি-দূতী,
 রতি কাম সেবায় সতত ধনী রত !
 পলাশ—প্রবালে গড়া কুণ্ডলের রূপে
 ঝলকে যে ফুল বনস্থলী-কর্ণ-মূলে ;
 তিলক—ভবানী-ভালে শশিকলা যথা
 সুন্দর ! ঝুমুকা—যার চারু মূর্তি গড়ি
 সুবর্ণে, প্রমদা কর্ণে পরে মহাদরে !—
 আর আর ফুল যত কে পারে বর্ণিতে ?
 এ সব ফুলের মাঝে দেখিলা রূপসী
 শোভিছে অঙ্গনাকুল, ফুলরুচি হরি,
 রূপের আভায় আলো করি বনরাজী ;—
 পর্বততুহিতা সবে—কনক-পুতলী,
 কমলবসনা, শিরে কমলকিরীট,
 কমল-ভূষণা, কমলায়ত-নয়না,
 কমলময়ী যেমনি কমল-বাসিনী
 ইন্দ্রিরা ! কাহার করে হৈম ধূপদান,
 তাহে পুড়ি গন্ধরস, কুন্দুর, অগুরু,
 গন্ধামোদে আমোদিছে স্নিকুঞ্জবন,
 যেন মহাব্রতে ব্রতী বসুন্ধরা-পতি
 ধবল, ভূধরেশ্বর ! কার হাতে শোভে
 স্বর্ণথালে পাণ্ড অর্ঘ্য ; কেহ বা বহিছে

মণিময় পাত্রে ভরি মন্দাকিনী-বারি,
 কেহ বা চন্দন, চুয়া, কস্তুরী, কেশর,
 কেহ বা মন্দারদাম—তারাময় মালা !
 মৃদঙ্গ বাজায় কেহ রঙ্গরসে ঢলি ;
 কোন ধনী, বীণাপাণি-গঞ্জিনী, পুলকে
 ধরি বীণা, বরিষিছে স্মধুর ধনি ;
 কামের কামিনী সমা কোন বামা ধরে
 রবাব, সঙ্গীত-রস-রসিত অর্ণব ;
 বাজে কপিনাশ—ভুঃখনাশ যার রবে ;
 সপ্তস্বরী, স্মন্দিরা, আর যন্ত্র যত ;—
 তনুরা—অম্বরপথে গম্ভীরে যেমতি
 গরজে জীমূত, নাচাইয়া ময়ূরীরে ।

দেখিয়া সতীরে, যত পার্বতী যুবতী,
 নৃত্য করি মহানন্দে গাইতে লাগিলা,
 যথা যবে, আশ্বিন, হে মাস-বংশ-রাজা,
 আন তুমি গিরি-গৃহে গিরীশ-ছহিতা
 গৌরী, গিরিরাজ-রাণী মেনকা সুন্দরী,
 সহ সহচরীগণ, তিত্তি নেত্রনীরে,
 নাচেন গায়েন সুখে ! হেরিয়া শচীরে
 অচিরে পার্বতীদল গীত আরম্ভিলা ।

“স্বাগত, বিধুবদনা, বাসব-বাসনা !
 অমরাপুরী-ঈশ্বরী ! এ পর্বত-দেশে
 স্বাগত, ললনা, তুমি ! তব দরশনে,
 ধবল অচল আজি অচল হরষে !
 শৈলকুল-শত্রু শত্রু, তব প্রাণপতি ;
 কিন্তু যুথনাথ যুবে যুথনাথ সহ—
 কেশরী কেশরী সঙ্গে যুদ্ধ-রঙ্গে রত ।
 আইস, হে লাবণ্যবতি, ছহিতা যেমতি,
 আইসে নিজ পিত্রালয়ে নির্ভয় হৃদয়ে,
 কিম্বা বিহঙ্গিনী যথা বিপদের কালে,

✓
বহুবাহু তরু-কোলে ! যাঁর অশ্বেষণে
ব্যগ্র তুমি, সে রতনে পাইবা এখনি—
দেখ তব পুরন্দরে ওই সিংহাসনে !”

নীরবিলা নগবালাদল, অরবিন্দ-
ভূষণা । সম্মুখে দেবী কনক-আসনে,
নন্দনকাননে যেন, দেখিলা বাসবে ।
অমনি রমণী, হেরি হৃদয়-রমণে,
চলিলা দেবেশ-পাশে সত্বর-গামিনী,
প্রেম-কুতূহলে ; যথা বরিষার কালে,
শৈবলিনী, বিরহ-বিধুরা, ধায় রড়ে
কল কল কলরবে সাগর উদ্দেশে,
মজিতে প্রেমতরঙ্গ-রঞ্জে তরঙ্গিনী ।

যথা শূনি চিত্ত-বিনোদিনী বীণাধ্বনি,
উল্লাসে ফণীন্দ্র জাগে, শুনিয়া অদূরে
পৌলোমীর পদ-শব্দ—চির পরিচিত—
উঠিলেন শচীপতি শচী-সমাগমে !

✓ উন্মীলিলা আখণ্ডল সহস্র লোচন,
যথা নিশা-অবসানে মানস-সুসরঃ
উন্মীলে কমল-কুল ; কিম্বা যথা যবে
রজনী শ্যামাঙ্গী ধনী আইসে মৃদুগতি,
খুলিয়া অযুত আঁখি গগন কোতুকে
সে শ্যাম বদন হেরে—ভাসি প্রেম-রসে !

বাহু পসারিয়া দেব ত্রিদিবের পতি
বাঁধিলা প্রণয়পাশে চারুহাসিনীরে
যতনে, রতনাকর শশিকলা যথা,
যবে ফুল-কুল-সখী হৈমময়ী উষা
মুক্তাময় কুণ্ডল পরান ফুলকুলে !

“কোথা সে ত্রিদিব, নাথ ?”—ভাসি নেত্রনীরে
কহিতে লাগিলা শচী—“দারুণ বিধাতা
হেন বাম মোর প্রতি কিসের কারণে ?

কিন্তু এবে, হে রমণ, হেরি বিধুমুখ,
 পাশরিল দাসী তার পূর্বদুঃখ যত !
 কি ছার সে স্বর্গ ? ছাই তার সুখভোগে !
 ✓এ অধীনী সুখিনী কেবল তব পাশে ! ✓
 বাঁধিলে শৈবলবন্দ সরের শরীর,
 নলিনী কি ছাড়ে তারে ? নিদাঘ ষড়পি
 গুথায় সে জল, তবে নলিনীও মরে !
 আমি হে তোমারি, দেব !”—কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
 নীরবিলা চন্দ্রাননা অশ্রুয় অঁাখি ;—
 চুম্বিলা সে সাশ্রু অঁাখি দেব অসুরারি
 সোহাগে,—চুম্বয়ে যথা মলয়-অনিল
 উজ্জল শিশির-বিন্দু কমল-লোচনে !

“তোমারে পাইলে, প্রিয়ে, স্বর্গের বিরহ
 ছুরহ কি ভাবে কভু তোমার কিঙ্কর ?
 তুমি যথা, স্বর্গ তথা !”—কহিলা সুস্বরে,
 বাসব, হরষে যথা গরজে কেশরী
 কুশোদর, হেরি বীর পর্বত-কন্দরে
 কেশরিণী কামিনীরে ;—কহিলা সুমতি,—
 “তুমি যথা, স্বর্গ তথা, ত্রিদিবের দেবি !
 কিন্তু, প্রিয়ে, কহ এবে কুশল বারতা !
 কোথা জলনাথ ? কোথা অলকার পতি ?
 কোথা হৈমবতীসুত তারকসূদন,
 শমন, পবন, আর যত দেব-নেতা ?
 কোথা চিত্ররথ ? কহ, কেমনে জানিলা
 ধবল আশ্রয়ে আমি আশ্রয়ী, সুন্দরি ?”

উত্তর করিলা দেবী পুলোম-ছহিতা—
 মৃগাক্ষী, বিশ্ব-অধরা, পীনপয়োধরা
 কুশোদরী ;—“মম ভাগ্যে, শ্রাণ-সখা, আজি
 দেখা মোর শূণ্য মার্গে স্বপ্নদেবী সহ!
 পুঙ্করের পৃষ্ঠে বসি, সৌদামিনী যেন,

ভ্রমিতেছিল এ বিশ্ব অনাথা হইয়া,
 স্বপ্ন মোরে দিল, নাথ, তোমার বারতা !
 সমরে বিমুখ, হায়, অমরের সেনা,
 ব্রহ্ম-লোকে স্মরে তোমা ; চল, দেবপতি,
 অনতিবিলম্বে, নাথ, চল, মোর সাথে !”

শুনি ইন্দ্রাণীর বাণী, দেবেন্দ্র অমনি
 স্মরিল বিমানবরে ; গন্তুর নিনাদে
 আইল রথ, তেজঃপুঞ্জ, সে নিকুঞ্জবনে ।
 বসিলা দেবদম্পতী পদ্মাসনোপরে ।
 উঠিল আকাশে গর্জি স্বর্ণ ব্যোমযান,
 আলো করি নভস্তল, বৈনতেয় যথা
 সুধানিধি সহ সুধা বহি সযতনে ।

ইতি শ্রীতিলোত্তমাসম্ভবে কাব্যে ধবল-শিখরো নাম
 প্রথম সর্গ ।

দ্বিতীয় সর্গ

কোথা ব্রহ্মলোক ? কোথা আমি মন্দমতি
অকিঞ্চন ? যে ছল্লভ লোক লভিবারে
যুগে যুগে যোগীন্দ্র করেন মহা যোগ,
কেমনে, মানব আমি, ভব-মায়াজালে
আবৃত, পিঞ্জরাবৃত বিহঙ্গ যেমতি,
যাইব সে মোক্ষধামে ? ভেলায় চড়িয়া,
কে পারে হইতে পার অপার সাগর ?
কিন্তু, হে সারদে, দেবি বিশ্ববিনোদিনি,
তব বলে বলী যে, মা, কি অসাধ্য তার
এ জগতে ? উর তবে, উর পদ্মালয়া
বীণাপাণি ! কবির হৃদয়-পদ্মাসনে
অধিষ্ঠান কর উরি ! কল্পনা-সুন্দরী—
হৈমবতী কিঙ্করী তোমার, শ্বেতভুজে,
আন সঙ্গ, শশিকলা কোমুদী যেমতি ।
এ দাসেরে বর যদি দেহ গো, বরদে,
তোমার প্রসাদে, মাতঃ, এ ভারতভূমি
শুনিবে, আনন্দার্ণবে ভাসি নিরবাধ,
এ মম সঙ্গীতধ্বনি মধু হেন মানি !

উঠিল অম্বরপথে হৈম ব্যোমযান
মহাবেগে, ঐরাবত সহ সৌদামিনী
বহি পয়োবাহ যথা ; স্নেহ-চূড়া-শিরে
শোভিল দেব-পতাকা, বিহ্বল আকৃতি,
কিন্তু শান্তপ্রভাময় ; ধাইল চৌদিকে—
হেরি সে কেতুর কান্তি, ভ্রান্তি-মদে মতি,
অচলা চপলা তারে ভাবি, দ্রুতগামী
জীমূত, গম্ভীরে গজ্জি, লভিবার আশে
সে সুরসুন্দরী,—যথা স্বয়ম্বরস্থলে,

রাজেন্দ্রমণ্ডল, স্বয়ম্বর-রূপবতী-
 রূপমাধুরীতে অতি মোহিত হইয়া,
 বেড়ে তারে,—জরজর পঞ্চশর-শরে !
 এইরূপে মেঘদল আইল ধাইয়া,
 হেরি দূরে সে সুকেতু রতনের ভাতি ;
 কিন্তু দেখি দেবরথে দেবদম্পতীরে,
 সিহরি অম্বরতলে সাষ্টাঙ্গে পড়িল
 অমনি ! চলিল রথ মেঘময় পথে—
 আনন্দময়-মদন-সুন্দন যেমনি
 অপরাজিতা-কাননে চলে মধুকালে
 মন্দগতি ; কিম্বা যথা সেতু-বন্ধোপরে
 কনক-পুষ্পক, বহি সীতা সীতানাথে !

এড়াইয়া মেঘমালা, মাতলি সারথি
 চালাইলা দেবযান ভৈরব আরবে ;
 শুনি সে ভৈরবারব দিগ্গারণ যত—
 ভীষণ মূর্তিধর—রুঘি হুঙ্কারিল
 চারি দিকে ; চমকিল জগত ! বাসুবি
 অস্থির হইলা ত্রাসে ! চলিল বিমান ;—
 কত দূরে চন্দ্র-লোক অম্বরে শোভিল,
 রজদ্বীপ নীলজলে । সে লোকে পুলকে
 বসেন রতনাসনে কুমুদবাসন,
 কামিনী-কুলের সখী যামিনীর সখা,
 মদন রাজার বঁধু, দেব সুধানিধি
 সুধাংশু । বরবর্গিনী দক্ষের ছহিতা-
 বৃন্দ বেড়ে চন্দ্রে যেন কুমুদের দাম
 চির বিকচিত, পুরি আকাশ সৌরভে—
 রূপের আভায় মোহি রজনীমোহনে ।
 হেম হর্ষ্যে—দিবানিশি যার চারি পাশে
 ফেরে অগ্নিচক্ররাশি মহাভয়ঙ্কর—
 বিরাজয়ে সুধা, যথা মেঘবর-কোলে

চপলা, বা অবরোধে যথা কুলবধু—
 ললিতা, ভুবনস্পৃহা, প্রফুল্ল-যৌবনা ;
 নারী-অরবিন্দ সহ ইন্দু মহামতি,
 হেরি ত্রিদিবের ইন্দ্রে দূরে, প্রণমিলা
 নম্রভাবে ; যথা যবে প্রলয়-পবন
 নিবিড় কাননে বহে, তরুকুলপতি
 ব্রততী-সুন্দরীদল শাখাবলী সহ,
 বন্দে নমাইয়া শির অজেয় মারুতে ।

এড়াইয়া চন্দ্রলোকে, দেবরথ দ্রুতে
 উতরিল বসে যথা রবির মণ্ডলী
 গগনে । কনকময়, মনোহর পুরী,
 তার চারি দিকে শোভে,—মেখলা যেমতি
 আলিঙ্গয়ে অঙ্গনার চারু কুশোদরে
 হরষে পসারি বাহু,—রাশিচক্র ; তাহে
 রাশি-রাশির আলায় । নগর মাঝারে
 একচক্র রথে দেব বসেন ভাস্কর ।
 অরুণ, তরুণ সদা, নয়নরমণ
 যেন মধু কাম-বঁধু,—যবে ঋতুপতি
 বসন্ত, হিমাস্তে, শুনি পিককুলধ্বনি,
 হরষে তুষেন আসি কামিনী মহীরে,
 কাতরা বিরহে তাঁর,—বসেছে সম্মুখে
 সারথি । সুন্দরী ছায়া, মলিনবদনা,
 নলিনীর সুখ দেখি ছুঃখিনী কামিনী
 বসেন পতির পাশে নয়ন মুদিয়া,—
 সপত্নীর প্রভা নারী পারে কি সহিতে ?
 চারি দিকে গ্রহদল দাঁড়ায় সকলে
 নতভাবে, নরপতি-সমীপে যেমতি
 সচিব । অম্বরতলে তারাবৃন্দ যত—
 ইন্দীবর-নিকর—অদূরে হাসি নাচে,
 যথা, রে অমরাপুরি, কনক-নগরি,

নাচিত অঙ্গরাকুল, যবে শচীপতি,
 স্বরীশ্বর, শচী সহ দেবসভা-মাঝে,
 বসিতেন হৈমাসনে ! নাচে তারাবলী
 বেড়ি দেব দিবাকরে, মৃদু মন্দপদে ;
 করে পুরস্কারেন হাসিয়া প্রভাকর
 তা সবারে, রত্নদানে যথা মহীপতি
 সুন্দরী কিস্করীদলে তোষে—তুষ্টি ভাবে !
 হেরি দূরে দেবরাজে, গ্রহকুলরাজা
 সসম্মমে প্রণাম করিলা মহামতি ।—
 এড়াইয়া সূর্য্যালোক চলিল বিমান ।

এবে চন্দ্র সূর্য্য আর নক্ষত্রমণ্ডলী
 —রজত কনক দ্বীপ অম্বর-সাগরে —
 পশ্চাতে রাখিয়া সবে, হৈম ব্যোমযান
 উতরিল যথা শত দিবাকর জিনি,
 প্রভা—স্বয়ম্ভুর পাদপদ্মে স্থান য়ার—
 উজ্জ্বলেন দেশ ধনী প্রকৃতিরূপিণী,
 রূপে মোহি অনাদি অনন্ত সনাতনে !
 প্রভা—শক্তিকুলেশ্বরী, য়ার সেবা করি
 তিমিরারি বিভাবসু তোষেন স্বকরে
 শশী তারা গ্রহাবলী, বারিদ যেমতি
 অশ্বনিধি সেবি সদা, তোষে বসুধারে
 তৃষাতুরা, আর তোষে চাতকিনী-দলে
 জলদানে । ইন্দ্রপ্রিয়া পৌলোমী রূপসী—
 পীনপয়োধরা—হেরি কারণ-কিরণে,
 সভয়ে চারুহাসিনী নয়ন মুদিলি,
 কুমুদিনী, বিধুপ্রিয়া, তপন উদিলে
 মুদয়ে নয়ন যথা ! দেব পুরন্দর
 অশ্বরারি, তুলি রোষে দস্তোমি যে করে
 বৃত্রাসুরে অনায়াসে নাশেন সংগ্রামে,
 সেই কর দিয়া এবে প্রভার বিভাসে

চমকি ঢাকিলা আঁখি । রথ-চূড়া-শিরে
 মলিনিল দেবকেতু, ধূমকেতু যেন
 দিব্যভাগে ; যান-মুখে বিস্ময়ে মাতলি
 সূতে স্বর অঙ্কভাবে রশ্মি দিলা ছাড়ি
 হীনবল ; মহাতঙ্কে তুরঙ্গম-দল
 মন্দগতি, যথা বহে প্রতীপ গমনে
 প্রবাহ ! আ, ইল এবে রথ ব্রহ্মলোকে ।
 মেরু,—কনক-মৃগাল কারণ-সলিলে ;
 তাহে শোভে ব্রহ্মা, লাক কনক-উৎপল ;
 তথা বিরাজেন ধাতা—পদতল য়ার
 মুমুকু কুলের ধ্যেয়—মহ, মৌক্ষধাম ।

অদূরে হেরিলা এবে দেবে বঙ্গ বাসব
 কাঞ্চন-তোরণ, রাজ-তোরণ-সু, গাকার,
 আভাময় ; তাহে জলে আদিত্য আকৃতি,
 প্রতাপে আদিত্যে জিনি, রতননিক:ব ।
 নর-চক্ষু কভু নাহি হেরিয়াছে যাহা,
 কেমনে নররসনা বর্ণিবে তাহারে—
 অতুল ভব-মণ্ডলে ? তোরণ-সম্মুখে
 দেখিলা দেবদম্পতী দেবসৈন্ত-দল,—
 সমুদ্র-তরঙ্গ যথা, যবে জলনিধি
 উথলেন কোলাহলি পবন-মিলনে
 বীরদর্পে ; কিম্বা যথা সাগরের তীরে
 বালিবৃন্দ, কিম্বা যথা গগনমণ্ডলে
 নক্ষত্র-চয়—অগণ্য । রথ কোটি কোটি
 স্বর্গচক্র, অগ্নিময়, রিপুভক্ষকারী,
 বিদ্যুত-গঠিত-ধ্বজ-মণ্ডিত ; তুরগ—
 বিরাজেন সদাগতি য়ার পদতলে
 সদা, শুভ্র-কলেবর, হিমালী-আবৃত
 গিরি যথা, স্কন্ধে কেশরাবলীর গৌড়ি—
 ক্ষীরসিন্ধু-ফেনা যেন—অতি মনোহর ।

হস্তী, মেঘাকার সবে,—যে সকল মেঘ,
 সৃষ্টি বিনাশিতে যবে আদেশেন ধাতা,
 আখণ্ডল পাঠান ভাসাতে ভূমণ্ডলে
 প্রলয়ে ; যে মেঘবৃন্দ মন্ডিলে অশ্বরে,
 শৈলের পাষণ-হিয়া ফাটে মহা ভয়ে,
 বসুধা কাঁপিয়া যান সাগরের তলে
 তরাসে । অমরকুল—গন্ধর্ব, কিন্নর,
 যক্ষ, রক্ষ, মহাবলী, নানা অস্ত্রধারী—
 বারণারি ভীষণ দশনে, বজ্র-নখে
 শস্ত্রিত যেমতি, কিস্বা নাগারি গরুড়,
 গরুত্মস্ত-কুলপতি । হেন সৈন্যদল,
 অজেয় জগতে, আজি দানবের রণে
 বিমুখ, আশ্রয় আসি লভিয়াছে সবে
 ব্রহ্ম-লোকে, যথা যবে প্রলয়-প্লাবন
 গভীর গরজি গ্রাসে নগর নগরী
 অকালে, নগরবাসী জনগণ যত
 নিরাশ্রয়, মহাত্রাসে পালায় সহরে
 যথায় শৈলেন্দ্র বীরবর ধীর-ভাবে
 বজ্রপদপ্রহরণে তরঙ্গনিচয়
 বিমুখয়ে ; কিস্বা যথা, দিবা অবসানে,
 (মহতের সাথে যদি নীচের তুলনা
 পারি দিতে) তমঃ যবে গ্রাসে বসুধারে,
 (রাহু যেন চাঁদে) বিহগকুল ভয়ে
 পুরিয়া গগন ঘন কূজন-নিনাদে,
 আসে তরুবর-পাশে আশ্রমের আশে !

এ হেন দুর্বার সেনা, যার কেতুপরি
 জয় বিরাজয়ে সদা, খগেন্দ্র যেমতি
 বিশ্বস্তর-ধ্বজে, হেরি ভগ্ন দৈত্যরণে,
 হায়, শোকাকুল এবে দেবকুলপতি
 অসুরারি ! মহৎ যে পরদুঃখে দুঃখী,

নিজ দুঃখে কভু নহে কাতর সে জন ।
 কুলিশ চূর্ণিলে শৃঙ্গ, শৃঙ্গধর সহে
 সে যাতনা, ক্ষণমাত্র অস্থির হইয়া ;
 কিন্তু যবে কেশরীর প্রচণ্ড আঘাতে
 ব্যথিত বারণ আসি কাঁদে উচ্চস্বরে
 পড়ি গিরিবর-পদে, গিরিবর কাঁদে
 তার সহ ! মহাশোকে শোকাকুল রথী
 দেবনাথ, ইন্দ্রাণীর করযুগ ধরি,
 (সোহাগে মরাল যথা ধরে রে কমলে !)
 কহিলা স্মৃৎ স্বরে ;—“হায়, প্রাণেশ্বর,
 বিধির অদ্ভুত বিধি দেখি বুক ফাটে !
 শৃগাল-সমরে, দেখ, বিমুখ কেশরী-
 বৃন্দ, সুরেশ্বর, ওই তোরণ-সমীপে
 ম্রিয়মাণ অভিমানে । হায়, দেব-কুলে
 কে না চাহে ত্যজিবারে কলেবর আজি,
 যাইতে, শমন, তোর তিমির-ভবনে,
 পাসরিতে এ গঞ্জনা ? ধিক, শত ধিক্
 এ দেব-মহিমা ! অমরতা, ধিক্ তোরে ।
 হায়, বিধি, কোন্ পাপে মোর প্রতি তুমি
 এ হেন দারুণ ! পুনঃ পুনঃ এ যাতনা
 কেন গো ভোগাও দাসে ? হায়, এ জগতে
 ত্রিদিবের নাথ ইন্দ্র, তার সম আজি
 কে অনাথ ? কিন্তু নহি নিজ দুঃখে দুঃখী ।
 সৃজন পালন লয় তোমার ইচ্ছায় ;
 তুমি গড়, তুমি ভাঙ, বজায় রাখহ
 তুমি ; কিন্তু এই যে অগণ্য দেবগণ,
 এ সবার দুঃখ, দেব, দেখি প্রাণ কাঁদে ।
 তপন-তাপেতে তাপি পশু পক্ষী, যদি
 বিশ্রাম-বিলাস-আশে, যায় তরু-পাশে,
 দিনকর-খরতর-কর সহ করি

আপনি সে মহীকুহ, আশ্রিত যে প্রাণী,
যুচায় তাহার ক্লেশ ;—হায় রে, দেবেন্দ্র
আমি, স্বর্গপতি, মোর রক্ষিত যে জন,
রক্ষিতে তাহারে মম না হয় ক্ষমতা ?”

এতেক কহিয়া দেব দেবকুলপতি
নামিলেন রথ হতে সহ সুরেশ্বরী
শূণ্যমার্গে । আহা মরি, গগন, পরশি
পৌলোমীর পাদপদ্ম, হাসিল হরষে !
চলিলা দেব-দম্পতী নীলাশ্বর-পথে ।

হেথা দেবসৈন্য, হেরি দেবেশ বাসবে,
অমনি উঠিলা সবে করি জয়ধ্বনি
উল্লাসে, বারণ-বৃন্দ আনন্দে যেমতি
হেরি যুথনাথে । লয়ে গন্ধর্বেবর দল—
গন্ধর্বি, মদনগর্বি খর্বি যার রূপে—
গন্ধর্বিবকুলের পতি চিত্ররথ রথী
বেড়িলা মেঘবাহনে, অগ্নি-চক্ররাশি
বেড়ে যথা অমৃত, বা সুবর্ণ-প্রাচীর
দেবালয় ; নিষ্কোষিয়া অগ্নিময় অসি,
ধরি বাম করে চন্দ্রাকার হৈম ঢাল,
অভেদ্য সমরে, দ্রুত বেড়িলা বাসবে
বীরবৃন্দ । দেবেন্দ্রের উচ্চ শিরোপরি
ভাতিল,—রবিপরিধি উদিলেক যেন
মেরু-শৃঙ্গোপরি,—মণিময় রাজছাতা,
বিস্তারি কিরণজাল ; চতুরঙ্গ দলে
রঙ্গে বাজে রণবাণ, যাহার নিকণে—
পবন উথলে যথা সাগরের বারি—
উথলে বীর-হৃদয়, সাহস-অর্ণব ।

আইলেন কৃতাস্ত, ভীষণ দণ্ড হাতে ;
ভালে জ্বলে কোপাগ্নি, ভৈরব-ভালে যথা
বৈশ্বানর, যবে, হায়, কুলগ্নে মদন

ঘুচাইয়া রতির যুগল-ভুজ-পাশ,
 আসি, যথা মগ্ন তপঃসাগরে ভূতেশ,
 বিঁধিলা (অবোধ কাম !) মহেশের হিয়া
 ফুলশরে । আইলেন বরুণ দুর্জয়,
 পাশ হস্তে জলেশ্বর, রাগে আঁখি রাঙা—
 তড়িত-জড়িত ভীমাকৃতি মেঘ যেন ।
 আইলা অলকাপতি সাপটিয়া ধরি
 গদাবর ; আইলেন হৈমবতী-সুত,
 তারকসূদন দেব শিখীবরাসন,
 ধনুর্বাণ হাতে দেব-সেনানী ; আইলা
 পবন সর্বদমন ;—আর কব কত ?
 অগণ্য দেবতাগণ বেড়িলা বাসবে,
 যথা (নীচ সহ যদি মহতের খাটে
 তুলনা) নিদ্রাস্বজনী নিশীথিনী যবে,
 সুচারুতারা মহিষী, আসি দেন দেখা,
 যুগুগতি, খড়্গোতের ব্যূহ প্রতিসরে
 ঘেরে তরুবরে, রত্ন-কিরীট পরিয়া
 শিরে,—উজ্জলিয়া দেশ বিমল কিরণে !

কহিতে লাগিলা তবে দেব পুরন্দর ;—

“সহস্রেক বৎসর এ চতুরঙ্গ দল
 দুর্বার, দানব সঙ্গে ঘোরতর রণে
 নিরস্তুর যুঝি, এবে নিরস্ত সমরে
 দৈববলে । দৈববল বিনা, হায়, কেবা
 এ জগতে তোমা সবা পারে পরাজিতে,
 অজেয়, অমর, বীরকুলশ্রেষ্ঠ ? বিনা
 অনস্ত, কে ক্ষম, যম, সর্ব-অস্তকারি,
 বিমুখিতে এ দিক্‌পালগণে তোমা সহ
 বিগ্রহে ? কেমনে এবে এ দুর্জয় রিপু—
 বিধির প্রসাদে ছুঁই দুর্জয়,—কেমনে
 বিনাশিবে, বিবেচনা কর, দেবদল ?

যে বিধির বরে বসি দেবরাজাসনে
 আমি ইন্দ্র, মোর প্রতি প্রতিকূল তিনি,
 না জানি কি দোষে, এবে ! হায়, এ কাম্মু ক
 বৃথা আজি ধরি আমি এই বাম করে ;
 এ ভীষণ বজ্র আজি নিশ্চেষ্ট পাবক !”
 ✓ শুনি দেবেন্দ্রের বাণী, কহিতে লাগিলা
 অন্তক, গম্ভীর স্বরে গরজে যেমতি
 মেঘকুলপতি কোপে, কিম্বা বারণারি,
 বিদরি মুহূর বক্ষ তীক্ষ্ণ বজ্র-নখে—
 রোষী ;— “না বুঝিতে পারি, দেবপতি, আমি
 বিধির এ লীলা ? যুগে যুগে পিতামহ
 এইরূপে বিড়ম্বেন অমরের কুল ;
 বাড়ান দানবদর্প, শৃগালের হাতে
 সিংহেরে দিয়া লাঞ্ছনা । তুষ্ট তিনি তপে ;—
 যে তাঁহারে ভক্তিভাবে ভজে, তার তিনি
 বশীভূত ; আমরা দিক্‌পালগণ যত
 সতত রত স্বকার্যে,—লালনে পালনে
 এ ভব-মণ্ডল, তাঁরে পূজিতে অক্ষম
 যথাবিধি । অতএব যদি আজ্ঞা কর,
 ত্রিদিবের পতি, এই দণ্ডে দণ্ডাঘাতে
 নাশি এ জগৎ, চূর্ণ করি বিশ্ব, ফেলি
 স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল—অতল জলতলে ।
 পরে এড়াইয়া সবে সংসারের দায়,
 যোগধর্ম অবলম্বি, নিশ্চিন্ত হইয়া
 তুষিবে চতুরাননে, দৈত্যকূলে ভুলি,
 ভুলি এ দুঃখ, এ সুখ । কে পারে সহিতে—
 হায় রে, কহ, দেবেন্দ্র, হেন অপমান ?
 এই মতে সৃষ্টি যদি পালিতে ধাতার
 ইচ্ছা, তবে বৃথা কেন আমা সবা দিয়া
 মথাইলা সাগর ? অমৃত-পানে মোরা

অমর ; কিন্তু এ অমরতার কি ফল
এই ? হায়, নীলকণ্ঠ, কিসের লাগিয়া
ধর হলাহল, দেব, নীল কণ্ঠদেশে ?
জলুক জগত ! ভস্ম কর বিশ্ব ! ফেল
উগরিয়া সে বিষাগ্নি ! কার সাধ হেন
আজি, যে সে ধরে প্রাণ এ অমরকূলে ?”

এতেক কহিয়া দেব সর্ব-অন্তকারী
কৃতান্ত হইলা ক্ষান্ত ; রাগে চক্ষুদ্বয়
লোহিত-বরণ, রাঙা জ্বাযুগ যেন !

তবে সর্বদমন পবন মহাবলী
কহিতে লাগিলা, যথ পর্বত-গহ্বরে
ছুঙ্কারে কারাবন্ধ বারি, বিদরিয়া
অচলের কর্ণ ;—“যাহা কহিলা শমন,
অযথার্থ নহে কিছু । নিদারুণ বিধি
আমা সবা প্রতি বাম অকারণে সদা ।
নাশিতে এ সৃষ্টি, প্রলয়ের কালে যথা
নাশেন আপনি ধাতা, বিধি মম । কেন ?—
কেন, হে ত্রিদশগণ, কিসের কারণে
সহিব এ অপমান আমরা সকলে
অমর ? দিতিজ-কুল প্রতি যদি এত
স্নেহ পিতামহের, নূতন সৃষ্টি সৃজি,
দান তিনি করুন পরম ভক্তদলে ।
এ সৃষ্টি, এ স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল—আলয়
সৌন্দর্যের, রত্নাগার, সুখের সদন,—
এত দিন বাহুবলে রক্ষা করি এবে
দিব কি দানবে ? গরুড়ের উচ্চ নীড়
মেঘাবৃত,—খঞ্জন গঞ্জন মাত্র তার ।
দেহ আজ্ঞা, দেবেশ্বর ; দাঁড়াইয়া হেথা—
এ ব্রহ্ম-মণ্ডলে—দেখ সবে, মুহূর্ত্তেকে,
নিমিষে নাশি এ সৃষ্টি, বিপুল, সুন্দর,

বাহুবলে,—ত্রিভুগং লণ্ডভণ্ড করি ।”
 কহিতে কহিতে ভীমাকৃতি প্রভঞ্জন
 নিশ্বাস ছাড়িলা রোষে । থর থর থরে
 (ধাতার কনক-পদ্ম-আসন যে স্থলে,
 সে স্থল ব্যতীত) বিশ্ব কাঁপিয়া উঠিল !
 ভাঙ্গিল পর্বতচূড়া ; ডুবিল সাগরে
 তরী ; ডরে যুগরাজ, গিরিগুহা ছাড়ি,
 পলাইলা দ্রুতবেগে ; গর্ভিণী রমণী
 আতঙ্কে অকালে, মরি, প্রসবি মরিল !

তবে ষড়ানন স্কন্দ, আহা, অমুপম
 রূপে ! হৈমবতী সতী কৃত্তিকা যাঁহারে
 পালিলা, সরসী যথা রাজহংস-শিশু,
 আদরে ; অমরকুল-সেনানী সুরথী,
 তারকারি, রণদণ্ডে প্রচণ্ড-প্রহারী,
 কিন্তু ধীর, মলয় সমীর যেন, যবে
 স্বর্ণবর্ণা উষা সহ ভ্রমেন মারুত
 শিশিরমণ্ডিত ফুলবনে প্রেমামোদে ;—
 উত্তর করিলা তবে শিখীবরাসন
 মৃৎ স্বরে, যথা বাজে মুরারির বাঁশী,
 গোপিনীর মন হরি, মঞ্জু কুঞ্জবনে ;—
 “জয় পরাজয় রণে বিধির ইচ্ছায় ।
 তবে যদি যথাসাধ্য যুদ্ধ করি, রথী
 রিপুর সম্মুখে হয় বিমুখ স্মৃতি
 রণক্ষেত্রে, কি শরম তার ? দৈববলে
 বলী যে অরি, সে যেন অভেদ্য কবজে
 ভূষিত ; শতসহস্র তীক্ষ্ণতর শর
 পড়ে তার দেহে, পড়ে শৈলদেহে যথা
 বরিষার জলাসার । আমরা সকলে
 প্রাণপণে যুঝি আজি সমরে বিরত,
 এ নিমিস্তে কে ধিক্কার দিবে আমা সবে ?

বিধির নির্বন্ধ, কহ, কে পারে খণ্ডাতে ?
 অতএব শুন, যম, শুন সদাগতি,
 দুর্জয় সমরে দৌহে, শুন মোর বাণী,
 দূর কর মনস্তাপ । তবে কহ যদি,
 বিধির এ বিধি কেন ? কেন প্রতিকূল
 আমা সবা প্রতি হেন দেব পিতামহ ?
 কি কহিব আমি—দেবকুলের কনিষ্ঠ ?
 সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় যাহার ইচ্ছাক্রমে ;
 অনাদি, অনন্ত যিনি, বোধাগম্য, রীতি
 তাঁর যে, সেই সুরীতি । কিসের কারণে,
 কেন হেন করেন চতুরানন, কহ,
 কে পারে বুঝিতে ? । রাজা, যাহা ইচ্ছা, করে ;
 প্রজার কি উচিত বিবাদ রাজা সহ ?”

এতেক কহিয়া দেব স্কন্দ তারকারি
 নীরবিলা । অগ্রসরি অশুরাশি-পতি
 (বীর-কশু নাদে যথা) উত্তর করিলা ;—
 “সম্বর, অস্বরচর, বৃথা রোষ আজি !
 দেখ বিবেচনা করি, সত্য যা কহিলা
 কার্তিকেয় মহারথী । আমরা সকলে
 বিধাতার পদাশ্রিত, অধীন তাঁহারি ;
 অধীন যে জন, কহ, স্বাধীনতা কোথা
 সে জনের ? দাস সদা প্রভু-আজ্ঞাকারী ।
 দানব-দমন আজ্ঞা আমা সবা প্রতি ;
 দানব দমনে এবে অক্ষয় আমরা ;—
 চল যাই ধাতার সমীপে, দেবগণ ।
 সাগর-আদেশে সদা তরঙ্গ-নিকর
 ভীষণ নিনাদে ধায়, সংহারিতে বলে
 শিলাময় রোধ ; কিন্তু তার প্রতিঘাতে
 ফাঁফর, সাগর-পাশে যায় তারা ফিরি
 হীনবল ! চল মোরা যাই, দেবপতি,

যথা পদ্মযোনি পদ্মাসন পিতামহ ।
 এ বিপুল বিশ্ব নাশে, সাধ্য কার হেন,
 তিনি বিনা ? হে অস্তক বীরবর, তুমি
 সর্ব-অস্তকারী, কিন্তু বিধির বিধানে ।
 এই যে প্রচণ্ড দণ্ড শোভে তব করে,
 দণ্ডধর, যাহার প্রহারে ক্ষয় সদা
 অমর অক্ষয়দেহ, চূর্ণ নগরাজা,
 এ দণ্ডের প্রহরণ, বিধি আদেশিলে,
 বাজে দেহে,—সুকোমল ফুলাঘাত যেন,—
 কামিনী হানয়ে যবে মৃচ্ছ মন্দ হাসি
 প্রিয়দেহে প্রণয়িনী, প্রণয়-কৌতুকে,
 ফুলশর ! তুমি, দেব, ভীম প্রভঞ্জন,
 ভগ্ন তরুকুল যার ভীষণ নিশ্বাসে,
 তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ, বলী বিরিকির বলে
 তুমি, জলস্রোতঃ যথা পর্বত-প্রসাদে ।
 অতএব দেখ সবে করি বিবেচনা,
 দেবদল । বাড়বাগ্নি-সদৃশ জ্বলিছে
 কোপানল মোর মনে ! এ ঘোর সংগ্রামে
 ক্ষত এ শরীর, দেখ, দৈত্য-প্রহরণে,
 দেবেশ, কিন্তু কি করি ? এ ভৈরব পাশ,
 ত্রিয়মাণ—মস্তবলে মহোরগ যেন ।”

তবে অলকার নাথ, এ বিশ্ব যাহার
 রত্নাগার, উত্তরিলে যক্ষদলপতি ;—
 “নাশিতে ধাতার সৃষ্টি, যেমন কহিলা
 প্রচেতা, কাহার সাধ্য ? তবে যদি থাকে
 এ হেন শক্তি কারো, কেমনে সে জন,
 দেব কি মানব, পারে এ কৰ্ম করিতে
 নিষ্ঠুর ? কঠিন হিয়া হেন কার আছে ?
 কে পারে নাশিতে তোরে, জগৎজননি
 বসুধে, রে ঋতুকুলরমণি, যাহার

প্রেমে সদা মত্ত ভানু, ইন্দু—ইন্দীবর
 গগনের ! তারা-দল যার সখী-দল !
 সাগর যাহারে বাঁধে রজভুজ-পাশে !
 সোহাগে বাসুকি নিজ শত শিরোপরি
 বসায় ! রে অনন্তে, রে মেদিনি কামিনি,
 শ্যামাঙ্গি, মলক যার ভূষিতে উল্লাসে
 সৃজন সতত ধাতা ফুলরত্নাবলী
 বহুবিধ ! আলিঙ্গয়ে ভূধর যাহারে
 দিবানিশি ! কে আছে, হে দিকপালগণ,
 এ হেন নির্দয় ? রাজ শশী গ্রাসিবারে
 ব্যগ্র সদা ছুটে, কিন্তু রাজ,—সে দানব ।
 আমরা দেবতা,—এ কি আমাদের কাজ ?
 কে ফেলে অমূল মণি সাগরের জলে
 চোরে ডরি ? যদি প্রিয়জন যে, সে জনে
 গ্রাসে রোগ, কাটারীর ধারে গলা কাটি
 প্রণয়ী-হৃদয় কি গো নীরোগে তাহারে ?
 আর কি কহিব আমি, দেখ ভাবি সবে ।
 যদিও মতের সহ মতের বিগ্রহে ✓
 (শুষ্ক কাষ্ঠ সহ শুষ্ক কাষ্ঠের ঘর্ষণে
 যেমনি) জনমে অগ্নি, সত্যদেবী যাহে
 জ্বালান প্রদীপ ভ্রান্তি-তিমির নাশিতে ;
 কিন্তু বৃথা-বাক্যরঞ্জে কভু নাহি ফলে
 সমুচিত ফল ; এ তো অজানিত নহে ।
 অতএব চল সবে যাই যথা ধাতা
 পিতামহ । কি আজ্ঞা তোমার, দেবপতি ?”
 কহিতে লাগিল পুনঃ সুরেন্দ্র বাসব
 অশুরারি ;—“পালিতে এ বিপুল জগত
 সৃজন, হে দেবগণ, আমাসবাকার ।
 অতএব কেমনে যে রক্ষক, সে জন
 হইবে ভক্ষক ? যথা ধর্ম জয় তথা ।

অন্মায় করিতে যদি আরম্ভি আমরা,
 সুরাসুরে বিভেদ কি থাকিবেক, কহ,
 জগতে ? দিতিজবৃন্দ অধর্ম্মেতে রত ;
 কেমনে, আমরা যত অদিতিনন্দন,
 অমর, ত্রিদিব-বাসী, তার সুখভোগী,
 আচরিব, নিশাচর আচরে যেমতি
 পাপাচার ? চল সবে ব্রহ্মার সদনে—
 নিবোধি চরণে তাঁর এ ঘোর বিপদ !
 হে কৃতাস্ত দণ্ডধর, সর্ব-অস্তকারি,—
 হে সর্বদমন বায়ুকুলপতি, রণে
 অজেয়,—হে তারকসূদন ধনুর্দ্বারি
 শিখিধ্বজ,—হে বরুণ, রিপু-ভস্মকর
 শরানলে,—হে কুবের, অলকার নাথ,
 পুষ্পকবাহন দেব, ভীম গদাধর,
 ধনেশ,—আইস সবে যথা পদ্মযোনি
 পদ্মাসনে বসেন অনাদি সনাতন ।
 এ মহা-সঙ্কটে, কহ, কে আর রক্ষিবে
 তিনি বিনা ত্রিভুবনে এ সুর-সমাজে
 তাঁহারি রক্ষিত ? চল বিরিকির কাছে !”

এতেক কহিয়া দেব ত্রিদিবের পতি
 বাসব, স্মরিল চিত্ররথে মহারথী ।
 অগ্রসরি করযোড়ে নমিলা দেবেশে
 চিত্ররথ ; আশীর্ব্বাদি কহিলা সুমতি
 বজ্রপাণি, “এ দিক্‌পালগণ সহ আমি
 প্রবেশিব ব্রহ্মপুরে ; রক্ষা কর, রথি,
 দেবকুলাঙ্গনা যত দেবেশ্বরী সহ ।”

বিদায় মাগিয়া পুরন্দর সুরপতি
 শচীর নিকটে, সহ ভীম প্রভঞ্জন,
 শমন, তপনসুত, তিমিরবিলাসী,
 ষড়ানন তারকারি, দুর্জয় প্রচেতা,

ধনদ অলকানাথ, প্রবেশ করিলা
 ব্রহ্মপুরে—মোক্‌ধাম, জগত-বাঞ্ছিত ।
 তবে চিত্ররথ রথী গন্ধর্ব্ব-ঈশ্বর
 মহাবলী, দেবদত্ত শঙ্খ ধরি করে,
 ধ্বনিলা সে শঙ্খবর । সে গভীর ধ্বনি
 শুনিয়া অমনি তেজস্বিনী দেবসেনা
 অগণ্য, দুর্বার রণে, গরজি উঠিলা
 চারি দিকে । লক্ষ লক্ষ অসি, নাগরাশি
 উদগারি পাবক যেন, ভাতিল আকাশে ।
 উড়িল পতাকাচয়, হায় রে, যেমতি
 রতনে রঞ্জিত-অঙ্গ বিহঙ্গম-দল !
 উঠি রথে রথী দর্পে ধনু টঙ্কারিলা
 চাপে পরাইয়া গুণ ; ধরি গদা করে
 করিপৃষ্ঠে চড়ে কেহ, কেশরী যেমতি
 চড়ে তুঙ্গ-গিরি-শৃঙ্গে ; কেহ আরোহিলা,
 (গরুড়-বাহনে যথা দেব চক্রপাণি)
 অশ্ব, সদাগতি সদা বাঁধা যার পদে ।
 শূল হস্তে, যেন শূলী ভীষণ নাশক,
 পদাতিক-বৃন্দ উঠে ছুঁছকার করি,
 মাতি বীরমদে শূনি সে শঙ্খনিবাদ ।
 বাজিল গস্তীরে বাজ, যাব ঘোর রোল
 শূনি নাচে বীর-হিয়া, ডমরুর রোলে
 নাচে যথা কণিবর—হুরস্তু দংশক—
 বিষাকর ; ভীকু প্রাণ বিদরে অমনি
 মহাভয়ে ! সুর-সৈন্য সাজিল নিমিষে,
 দানব-বংশের ত্রাস, রক্ষা করিবারে
 স্বর্গের ঈশ্বরী দেবী পোলোমী সুন্দরী,
 আর যত সুরনারী ; যথা ঘোর বনে
 মহা মহীকুব্‌হ, বিস্তারিয়া বাহু
 অযুত, রক্ষয়ে সবে ব্রততীর কুল,

অলকে ঝলকে যার কুসুম-রতন
অমূল জগতে, রাজ-ইন্দ্রাণী-বাঞ্ছিত ।

যথা সপ্ত সিদ্ধ বেড়ে সতী বসুধারে,
জগৎজননী, ত্রিদিবের সৈন্যদল
বেড়িলা ত্রিদিবদেবী অনন্ত-যৌবনা
শচীরে, সাপটি করে চন্দ্রাকার ঢাল,
অসি, অগ্নিশিখা যেন ;—শত প্রতিসরে
বেড়িলা সুচন্দ্রানে চতুষ্কন্ধ দল ।
তবে চিত্ররথ রথী, সৃষ্টি মায়াবলে
কনক-সিংহ-আসন, অতুল, অমূল,
জগতে, যুড়িয়া কর, কহিলা প্রণমি
পৌলোমীরে, “এ আসনে বসুন মহিষী,
দেবকুলেশ্বরী ; যথা সাধ্য, আমি দাস,
দেবেন্দ্র-অভাবে, রক্ষা করিব তোমারে ।”

বসিলা কনকাসনে বাসব-বাসনা
মৃগাক্ষী । হায় রে মরি, হেরি ও বদন
মলিন, কাহার হিয়া না বিদরে আজি ?
কার রে না কাঁদে প্রাণ, শরদের শশি,
হেরি তোরে রালুগ্রাসে ? তোরে, রে নলিনি,
বিষণ্ণবদনা, যবে কুমুদিনী-সখী
নিশি আসি, ভানুপ্রিয়ে, নাশে সুখ তোর !

হেরি ইন্দ্রাণীরে যত সুচারুহাসিনী
দেবকামিনী সুন্দরী, আসি উতরিলা
মৃদুগতি ! আইলেন ষষ্ঠী মহাদেবী—
বজ্রকুলবধু যারে পূজে মহাদরে,
মঙ্গলদায়িনী ; আইলেন মা শীতলা,
দুরন্ত বসন্ততাপে তাপিত শরীর
শীতল প্রসাদে যার—মহাদয়াময়ী
ধাত্রী ; আইলেন দেবী মনসা, প্রতাপে
যাহার ফণীন্দ্র ভীত ফণিকুল সহ,

১ পাবক নিস্তেজ যথা বারি-ধারা-বলে ;
 আইলেন সুবচনী—মধুর-ভাষিণী ;
 আইলেন যক্ষেশ্বরী মুরজা সুন্দরী,
 কুঞ্জরগামিনী ; আইলেন কামবধু
 রতি ; হায় ! কেমনে বর্ণিব অল্পমতি
 আমি ও রূপমাধুরী,—ও স্থির যৌবন,
 যার মধুপানে মস্ত স্মর মধুসখা
 নিরবধি ? আইলেন সেনা সুলোচনা,
 সেনানীর প্রণয়িনী—রূপবতী সতী !
 আইলা জাহ্নবী দেবী—ভীষ্মের জননী ;
 কালিন্দী আনন্দময়ী, যার চারু কূলে
 রাধাপ্রেম-ডোরে-বাঁধা রাধানাথ, সদা
 ভ্রমেন, মরাল যথা নলিনীকাননে !
 আইলা মুরলা সহ তমসা বিমলা—
 বৈদেহীর সখী দৌহে ;—আর কব কত ?
 অগণ্য সুরসুন্দরী, ক্ষণপ্রভা-সম
 প্রভায়, সতত কিন্ত অচপলা যেন
 রত্নকান্তিছটা, আসি বসিলা চৌদিকে ;
 যথা তারাবলী বসে নীলাম্বরতলে
 শশী সহ, ভরি ভব কাঞ্চন-বিভাসে !
 বসিলেন দেবীকুল শচীদেবী সহ
 রতন-আসনে ; হায়, নীরব গো আজি
 বিষাদে ! আইলা এবে বিদ্যধরী-দল ।
 আইলা উর্বশী দেবী,—ত্রিদিবের শোভা,
 ভব-ললাটের শোভা শশিকলা যথা
 আভাময়ী । কেমনে বর্ণিব রূপ ভব,
 হে ললনে, বাসবের প্রহরণ তুমি
 অব্যর্থ ! আইলা চারু চিত্রলেখা সখী,
 বিশালাক্ষী যথা লক্ষ্মী—মাধব-রমণী ।
 আইলেন মিশ্রকেশী,—যার কেশ, ভব,

হে মদন, নাগপাশ—অজেয় জগতে ।
 আইলেন রম্ভা,—যাঁর উরুর বর্তুল
 প্রতিকৃতি ধরি, বনবধু বিধুমুখী
 কদলীর নাম রম্ভা, বিদিত ভুবনে ।
 আইলেন অলম্বুষা,—মহা লজ্জাবতী
 যথা লতা লজ্জাবতী, কিন্তু (কে না জানে ?)
 অপাঙ্গে গরল,—বিশ্ব দহে গো যাহাতে !
 আইলেন মেনকা ; হে গাধির নন্দন
 অভিমানি, যার প্রেমরস-বরিষণে
 নিবারিলা পুরন্দর তপ-অগ্নি তব,
 নিবারয়ে মেঘ যথা আসার বরষি
 দাবানল । শত শত আসিয়া অঙ্গরী,
 নতভাবে ইন্দ্রাণীরে নমি দাঁড়াইলা
 চারি দিকে ; যথা যবে,—হায় রে স্মরিলে
 ফাটে বুক !—ত্যজি ব্রজ ব্রজকুলপতি
 অক্রুরের সহ চলি গেলা মধুপুরে,—
 শোকিনী গোপিনীদল, যমুনা-পুলিনে,
 বেড়িল নীরবে সবে রাধা বিলাপিনী ॥

ইতি শ্রীতিলোত্তমাসম্ভবে কাব্যে ব্রহ্মপুত্রী-তোষণ নাম
 দ্বিতীয় সর্গ ।

তৃতীয় সর্গ

হেথা তুরাসাহ সহ ভীম প্রভঞ্জন—
বায়ুকুল-ঈশ্বর,—প্রচেষ্টাঃ পরস্তম্ভ,
দগুধর মহারথী—তপন-তনয়—
যক্ষদল-পতি দেব অলকার নাথ,
সুরসেনানী শূরেন্দ্র,—প্রবেশ করিলা
ব্রহ্মপুরী। এড়াইয়া কাঞ্চন-তোরণ
হিরণ্ময়, মৃদুগতি চলিলা সকলে,
পদ্মাসনে পদ্মযোনি বিরাজেন যথা
পিতামহ। সুপ্রশস্ত স্বর্ণ-পথ দিয়া
চলিলা দিক্‌পাল-দল পরম হরষে।
দুই পাশে শোভে হৈম তরুরাজী, তাহে
মরকতময় পাতা, ফুল রত্ন-মালা,
ফল,—হায়, কেমনে বর্ণিব ফল-ছটা ?
সে সকল তরুশাখা-উপরে বসিয়া
কলস্বরে গান করে পিকবরকুল
বিনোদি বিধির হিয়া! তরুরাজী-মাঝে
শোভে পদ্মরাগমণি-উৎস শত শত
বরষি অমৃত, যথা রতির অধর
বিশ্বময়, বর্ষে, মরি, বাক্য-সুধা, তুঘি
কামের কর্ণকুহর! সুমন্দ সমীর—
সহ গন্ধ,—বিরিঞ্চির চরণ-যুগল-
অরবিন্দে জন্ম যার —বহে অনুক্ষণ
আমোদে পুরিয়া পুরী! কি ছার ইহার
কাছে বনস্থলীর নিশ্বাস, যবে আসি
বসন্তবিলাসী আলিঙ্গয়ে কামে মাতি
সে বনসুন্দরী, সাজাইয়া তার জঁহু
ফুল-আভরণে! চারি দিকে দেবগণ

হেরিলা অযুত হর্ম্য রম্য, প্রভাকর,
 স্মেরু নগেন্দ্র যথা—অতুল জগতে !
 সে সদনে করে বাস ব্রহ্মপুরবাসী,
 রমার রম-উরসে যথা শ্রীনিবাস
 মাধব ! কোথায় কেহ কুসুম-কাননে,
 কুসুম-আসনে বসি, স্বর্ণবীণা করে,
 গাইছে মধুর গীত ; কোথায় বা কেহ
 ভ্রমে, সদানন্দ সম সদানন্দ মনে
 মঞ্জু কুঞ্জে, বহে যথা পীযুষ-সলিলা
 নদী, কল কল রব করি নিরবধি,
 পরি বক্ষস্থলে হেম-কমলের দাম ;—
 নাচে সে কনকদাম মলয়-হিল্লোলে,
 উর্বশীর বক্ষে যথা মন্দারের মালা,
 যবে নৃত্য-পরিশ্রমে ক্রান্তা সীমন্তিনী
 ছাড়ে নিশ্বাস ঘন, পূরি সুরসৌরভে
 দেব-সভা ! কাম—হায়, বিষম অনল
 অস্তুরিত !—হৃদয় যে দহে, যথা দহে
 সাগর বাড়বানল ! ক্রোধ বাতময়,
 উথলে যে শোণিত-তরঙ্গ ডুবাইয়া
 বিবেক ! ছরন্ত লোভ—বিরাম-নাশক,
 হায় রে, গ্রাসক যথা কাল, তবু সদা
 অশনায় পীড়িত ! মোহ—কুসুমডোর,
 কিন্তু তোর শৃঙ্খল, রে ভব-কারাগার,
 দৃঢ়তর ! মায়ার অজ্ঞেয় নাগপাশ !
 মদ—পরমন্তকারী, হায়, মায়া-বায়ু,
 ফাঁপায় যে হৃদয়, কুরস যথা দেহ
 রোগীর ! মাৎসর্য—যার সুখ, পরতুখে,
 গরলকণ্ঠ !—এ সব ছুষ্ট রিপু, যারা
 প্রবেশি জীবনফুলে, কীট যেন, নাশে
 সে ফুলের অপরূপ রূপ, এ নগরে

নারে প্রবেশিতে, যথা বিষাক্ত ভুজগ
মহৌষধাগারে । হেথা জিতেন্দ্রিয় সবে,
ত্রস্কার নিসর্গধারী, নদচয় যথা
লভয়ে ক্ষীরতা বহি ক্ষীরোদ সাগরে ।

হেরি সুনগর-কান্তি, ত্রাস্তিমদে মাতি,
ভুলিলা দেবেশ-দল মনের বেদনা
মহানন্দে ! ফুলবনে প্রবেশিয়া, কেহ
তুলিলা সুবর্ণফুল ; কেহ, ক্ষুধাতুর,
পাড়িয়া অমৃতফল ক্ষুধা নিবারিলা ;
কেহ পান করিলা পীযুষ-মধু সুখে ;
সঙ্গীত-তরঙ্গে কেহ কেহ রঙ্গে ঢালি
মনঃ, হৈম তরুণুলে নাচিলা কৌতুকে ।

এইরূপে দেবগণ ভ্রমিতে ভ্রমিতে
উতরিলা বিরিকির মন্দির-সমীপে
স্বর্ণময় ; হীরকের স্তম্ভ সারি সারি
শোভিছে সম্মুখে, দেবচক্ষু যার আভা
ক্ষণ সহিতে অক্ষম ! কে পারে বর্ণিতে
তঁাহার সদন, বিশ্বস্তর সনাতন
যিনি ? কিম্বা কি আছে গো এ ভবমণ্ডলে
যার সহ তাহার তুলনা করি আমি ?
মানব-কল্পনা কভু পারে কি কল্পিতে
ধাতার বৈভব—যিনি বৈভবের নিধি ?

দেখিলেন দেবগণ মন্দির-দ্ব্যারে
বসি সুকনকাসনে বিশদবসনা
ভক্তি—শক্তি-কুলেশ্বরী, পতিতপাবনী,
মহাদেবী । অমনি দিকপাল-দল নমি
সাষ্টাঙ্গে, পূজিলা মার রাঙা পা দুখানি ।
“হে মাতঃ,”—কহিলা ইন্দ্র কৃতাঞ্জলিপুটে—
“হে মাতঃ, তিমিরে যথা বিনাশেম উষা,
কলুষনাশিনী তুমি ! এ ভবসাগরে

তুমি না রাখিলে, হায়, ডুবে গো সকলে
অসহায় ! হে জননি, কৈবল্যদায়িনি,
কৃপা কর আমা সবা প্রতি—দাস তব ।”

শুনি বাসবের স্তুতি, ভক্তি শক্তীশ্বরী
আশীষ করিলা দেবী যত দেবগণে
মৃদু হাসি ; পাইলেন দিব্য চক্ষু সবে ।
অপর আসনে পরে দেখিলা সকলে
দেবী আরাধনা,—ভক্তিদেবীর স্বজনী,
একপ্রাণা দৌহে । পুনঃ সাষ্টাঙ্গে প্রণমি
কহিতে লাগিলা শচীকান্ত কৃতাঞ্জলি-
পুটে,—“হে জননি, যথা আকাশমণ্ডলা
নিদাদবাহিনী, তথা তুমি, শক্তীশ্বরী,
বিধাতার কর্ণমূলে বহ গো সতত
সেবক-হৃদয়-বাণী । আমা সবা প্রতি
দয়া কর, দয়াময়ি, সদয় হইয়া ।”

শুনিয়া ইন্দ্রের বাণী, দেবী আরাধনা—
প্রসন্নবদনা মাতা—ভক্তিপানে চাহি
—চাহে যথা সূর্য্য-মুখী রবিচ্ছবি পানে—
কহিলা,—“আইস, ওগো সখি বিধুমুখি,
চল যাই লইয়া দিক্‌পাল-দলে যথা
পদ্মাসনে বিরাজেন ধাতা ; তোমা বিনা
এ হৈম কপাট, সখি, কে পারে খুলিতে ?”—
“খুলি এ কপাট আমি বটে ; কিন্তু, সখি,”
(উত্তর করিলা ভক্তি) “তোমা বিনা বাণী
কার শুনি, কর্ণদান করেন বিধাতা ?
চল যাই, হে স্বজনী, মধুর-ভাষিণি,—
খুলিব ছয়ার আমি ; সদয় হৃদয়ে,
অবগত করাও ধাতারে, কি কারণে
আসি উপস্থিত হেথা দেবদল, তুমি ।”

তবে ভক্তি দেবীশ্বরী সহ আরাধনা

অমৃত-ভাষিণী, লয়ে দেবপতিদলে
 প্রবেশিলা মন্দগতি ধাতার মন্দিরে
 নতভাবে । কনক-কমলাসনে তথা
 দেখিলেন দেবগণ স্বয়ম্ভু লোকেশে !
 শত শত ব্রহ্ম-ঋষি বসেন চৌদিকে,
 মহাতেজা, তেজোগুণে জিনি দিননাথে,
 কাঞ্চন-কিরীট শিরে ! প্রভা আভাময়ী,—
 মহারূপবতী সতী,— দাঁড়ান সম্মুখে—
 যেন বিধাতার হাশ্রাবলী মূর্তিমতী !
 তাঁর সহ দাঁড়ান সুবর্ণবীণা করে,
 বীণাপাণি, স্বরসুধা-বর্ষণে বিনোদি
 ধাতার হৃদয়, যথা দেবী মন্দাকিনী
 কলকল-রবে সদা তুয়েন অচল-
 কুল-ইন্দ্র হিমাচলে—মহানন্দময়ী !
 ✓শ্বেতভূজা, শ্বেতাজে বিরাজে পা ছুখানি,
 রক্তোৎপল-দল যেন মহেশ-উরসে ;—✓
 জগৎ-পূজিতা দেবী—কবিকুল-মাতা !
 হেরি বিরিকির পাদ-পদ্ম, সুরদল,
 অমনি শচী-রমণ সহ পঞ্চ জন—
 নমিলা সাষ্টাঙ্গে । তবে দেবী আরাধনা
 যুড়ি কর কলস্বরে কহিতে লাগিলা ;—
 “হে ধাতঃ, জগত-পিতঃ, দেব সনাতন,
 দয়াসিদ্ধ ! সুন্দ-উপসুন্দাসুর বলী,
 দলি আদিত্যেয়-দলে বিষম সংগ্রামে,
 বসিয়াছে দেবাসনে পামর দেবারি,
 লগুভণ্ড করি স্বর্গ,—দাবানল যথা
 বিনাশে কুসুম পশি কুসুমকাননে
 সর্বভুক ! রাজ্যচ্যুত, পরাভূত রণে,
 তোমার আশ্রয় চায় নিরাশ্রয় এবে
 দেবদল,—নিদাঘাত্ত পথিক যেমতি

তরুণ-পাশে আসে আশ্রম-আশায় ।—
 হে বিভো জগৎযোনি, অযোনি আপনি,
 জগদন্ত নিরন্তক, জগতের আদি
 অনাদি ! হে সর্বব্যাপি, সর্বজ্ঞ, কে জানে
 মহিমা তোমার ? হায়, কাহার রসনা,—
 দেব কি মানব,—গুণকীর্তনে তোমার
 পারক ? হে বিশ্বপতি, বিপদের জালে
 বদ্ধ দেবকুলে, দেব, উদ্ধার গো আজি ।”

এতেক নিবেদি তবে দেবী আরাধনা
 নীরব হইলা, নমি ধাতার চরণে
 কৃতাঞ্জলিপুটে । শুনি দেবীর বচন—
 কি ছার তাহার কাছে কাকলী-লহরী
 মধুকালে ?—উত্তর করিলা সনাতন
 ধাতা ; “এ বারতা, বৎসে, অবিদিত নহে ।
 সুন্দ উপসুন্দাসুর দৈব-বলে বলী ;
 কঠোর তপস্যাফলে অজেয় জগতে ।
 কি অমর কিবা নর সমরে দুর্ব্বার
 দৌহে ! ভ্রাতৃভেদ ভিন্ন অশ্রু পথ নাহি
 নিবারিতে এ দানবদ্বয়ে । বায়ু-সখা
 সহ বায়ু আক্রমিলে কানন, তাহারে
 কে পারে রোধিতে,—কার পরাক্রম হেন ?”—

এতেক কহিলা দেবদেব প্রজাপতি ।
 অমনি করিয়া পান ধাতার বচন-
 মধু, ব্রহ্ম-পুরী সুখতরঙ্গে ভাসিল ।
 শোভিলা উজ্জ্বলতরে প্রভা আভাময়ী,
 বিশাল-নয়না দেবী ! অখিল জগত
 পূরিল সুপরিমলে, কমল-কাননে
 অযুত কমল যেন সহসা ফুটিয়া
 দিল পরিমল-সুধা সুমন্দ অনিলে ।
 যথায় সাগর-মাঝে প্রবল পবন

বলে ধরি পোত, হায়, ডুইতেছিল
 তারে, শাস্তি-দেবী তথা উতরি সত্বরে,
 প্রবোধি মধুর ভাষে, শাস্তিলা মারুতে ।
 কালের নশ্বর শ্বাস-অনলে যেখানে
 ভস্মময় জীবকুল (ফুলকুল যথা
 নিদাঘে) জীবনামৃত-প্রবাহ সেখানে
 বহিল, জীবন দান করি জীবকুলে,—
 নিশির শিশির-বিন্দু সরসে যেমতি
 প্রসূন, নীরস, মরি, নিদাঘ-জ্বলনে !
 প্রবেশিলা প্রতি গৃহে মঙ্গল-দায়িনী
 মঙ্গলা ! সুশস্ত্রে পূর্ণা হাসিলা বসুধা ;—
 প্রমোদে মোদিল বিশ্ব বিষয় মানিয়া !

তবে ভক্তি শক্তীশ্বরী সহ আরাধনা,
 প্রফুল্লবদনা যথা কমলিনী, যবে
 ত্রিষাম্পতি দিননাথ তাড়াই তিমিরে,
 কনক-উদয়াচলে আসি দেন দেখা,—
 লইয়া দিকপালদলে, যথাবিধি পূজি
 পিতামহে, বাহিরিলা ব্রহ্মালয় হতে ।

“হে বাসব,” কহিলেন ভক্তি মহাদেবী,
 “সুরেন্দ্র, সতত রত থাক ধর্মপথে ।

তোমার হৃদয়ে, যথা রাজেন্দ্র-মন্দিরে
 রাজলক্ষ্মী, বিরাজিব আমি হে সতত ।”

“বিধুমুখী সখী মম ভক্তি শক্তীশ্বরী,”—
 কহিলেন আরাধনা মৃত্ত মন্দ হাসি—
 “বিরাজেন যদি সদা তোমার হৃদয়ে,
 শচীকাস্ত, নিতাস্ত জানিও আমি তব
 বশীভূতা ! শশী যথা কৌমুদী সেখানে ।
 মণি, আভা, একপ্রাণা ; লভ এ রতনে,
 অযতনে আভা লাভ করিবে, লেবেশ !
 কালিন্দীরে পান সিদ্ধু গঙ্গার সঙ্গমে ।”

বিদায় হইলা তবে সুরদল, সেবি
 দেবীদ্বয়ে । পরে সবে ভ্রমিতে ভ্রমিতে,
 উত্তরিল। পুনঃ যথা পীযুষ-সলিলা
 বহে নিরবধি নদী কলকল কলে—
 সুবর্ণ-তটিনী ; যথা অমরী ব্রততী,
 অমর সূতরুকুল ; স্বর্ণকাস্তি ধরি
 ফুলকুল ফোটে নিত্য সুনিকুঞ্জবনে,
 ভরি সুসৌরভে দেশ । হৈম বৃক্ষমূলে,—
 রঞ্জিত কুম্ভ-রাগে,—বসিলেন সবে ।

কহিলা বাসব তবে ঈষৎ হাসিয়া,—
 “দিতিজ-ভুজ-প্রতাপে, রণ পরিহরি,
 আইলাম আমি সবে ধাতার সমীপে
 ধায়ে রড়ে,—বিধির বিধান বোধাগম !
 ভ্রাতৃভেদ ভিন্ন অন্য নাহি পথ ; কহ,
 কি বুঝ সঙ্কেত-বাক্যে, কহ, দেবগণ ?
 বিচার করহ সবে ; সাবধানে দেখ
 কি মর্শ্ব ইহার ! [✓] তুধে জল যদি থাকে, ^৫
 তবু রাজহংসপতি পান করে তারে,
 তেয়াগিয়া তৌয়ঃ ! [✓] কে কি বুঝ, কহ, শুনি ।”—

উত্তর করিলা যম ;—“ এ বিষয়ে, দেব
 দেবেন্দ্র, স্বীকারি আমি নিজ অক্ষমতা ।
 বাহু-পরাক্রমে কর্ম-নির্বাহ যেখানে,
 দেবনাথ, সেথা আমি । তোমার প্রসাদে
 এই যে প্রচণ্ড দণ্ড, ব্রহ্মাণ্ডনাশক,
 শিখেছি ধরিতে এরে ; কিন্তু নাহি জানি
 চালাইতে লেখনী, পশিতে শব্দার্ণবে
 অর্থরত্ন-লোভে—যেন বিছার ধীবর ।”

“আমিও অক্ষম যম-সম”—উত্তরিল।
 প্রভঞ্জন—“সাধিবারে তোমার এ কাজ,
 বাসব ! করীর কর যথা, পারি আমি

উপাড়িতে তরুণ, পাষণ চূর্ণিতে,
চিরধীর শৃঙ্গধরে বজ্রসম চোটে
অধীরিতে ; কিন্তু নারি তুলিতে বাছিয়া
এ সূচি, হে নমুচিসূদন শচীপতি ।”—

উত্তর করিলা তবে স্কন্দ তারকারি
মৃহু স্বরে ;—“দেহ, ওহে দেবকুলপতি,
দেহ অনুমতি মোরে, যাই আমি যথা
বসে সুন্দ উপসুন্দ,—ছরস্তু অসুর ।
যুদ্ধার্থে আহ্বানি গিয়া ভাই দুই জনে ।
শুনি মোর শঙ্খধ্বনি কৃষিবে অমনি
উভয় ; কহিব আমি—‘তোমাদের মাঝে
বীরশ্রেষ্ঠ বীর যে, বিগ্রহ দেহ আসি ।’
ভাই ভাই বিরোধ হইবে এ হইলে ।
সুন্দ কহিবেক আমি বীর-চূড়ামণি ;
উপসুন্দ এ কথায় সায় নাহি দিবে
অভিমানে । কে আছে গো, কহ, দেবপতি,
রথীকুলে, স্বীকারে যে আপন ন্যূনতা ?
ভাই ভাই বিবাদ হইলে, একে একে
বধিব উভয়ে আমি বিধির প্রসাদে—
বধে যথা বারণারি বারণ-ঈশ্বরে ।”

শুনি সেনানীর বাণী, ঈষৎ হাসিয়া
কহিতে লাগিলা দেব যক্ষকুলরাজা
ধনেশ ;—“যা কহিলেন হৈমবতীসুত,
কৃত্তিকাকুলবল্লভ, মনে নাহি লাগে ।
কে না জানে ফণী সহ বিষ চিরবাসী ?
দংশিলে ভুঞ্জঙ্গ, বিষ-অশনি অমনি
বায়ুগতি পশে অঙ্গে—ছর্বার অনল ।
যথায় যুঝিবে সুন্দাসুর ছুষ্টমতি,
নিষ্কোষিবে অসি তথা উপসুন্দ বলী
সহকারী ; উভয়ের বিক্রম উভয় ।

বিশেষতঃ, কূট-যুদ্ধে দৈত্যদল রত ।
 পাইলে একাকী তোমা, হে উমাকুমার,
 অবশ্য অশ্রায়যুদ্ধ করিবে দানব
 পাপাচার । বৃথা তুমি পড়িবে সঙ্কটে,
 বীরবর ! মোর বাণী শুন, দেবপতি
 মহেন্দ্র ; আদেশ মোরে, ধনজালে বেড়ি
 বধি আমি—যথা ব্যাধ বধয়ে শার্দূল,
 আনায়-মাঝারে তারে আনিয়া কৌশলে—
 এ ছুষ্ঠ দম্বুজ দৌহে ! অবিদিত নহে,
 বসুমতী সতী মম বসু-পূর্ণাগার,
 যথা পঙ্কজিনী ধনী ধরয়ে যতনে
 কেশর,—মদন অর্থ । বিবিধ রতন—
 তেজঃপুঞ্জ, নয়নরঞ্জন, রাশি রাশি,
 দেহ আঞ্জা, দেব, দান করি দানবেরে ।
 করি দান সুবর্ণ—উজ্জ্বল বর্ণ, সহ
 রজত, সুষ্মেত যথা দেবী শ্বেতভূজা ।
 ধনলোভে উন্মত্ত উভয় দৈত্যপতি,
 অবশ্য বিবাদ করি মরিবে অকালে—
 মরিল যেমতি দ্বন্দ্বি, হায়, মন্দমতি !
 সহ সুপ্রতীক ভ্রাতা লোভী বিভাবসু !”—

উত্তর করিলা তবে জলেশ বরুণ
 পাশী ;—“যা কহিলে সত্য, যক্ষকুলপতি,
 ✓ অর্থে লোভ ; লোভে পাপ ; পাপ—নাশকারী ।
 কিন্তু ধন কোথা এবে পাবে, ধনপতি ?
 কোথা সে বসুধা শ্যামা, সুবসুধারিণী
 তোমার ? ভুলিলে কি গো, আমরা সকলে
 দীন, পত্রহীন তরু হিমানীতে যথা,
 আজি ! আর আছে কি গো সে সব বিভব ?
 আর কি—কি কাজ কিন্তু এ মিছা বিলাপে ?
 কহ, দেবকুলনিধি, কি বিধি তোমার ?”

কহিতে লাগিলা তবে দেব পুরন্দর
 অসুরারি ;—“ভাসি আমি অজ্ঞাত সলিলে
 কর্ণধার, ভাবনায় চিন্তায় আকুল,
 নাহি দেখি অনুকূল কূল কোন দিকে !
 কেমনে চালাব তরী বুঝিতে না পারি ?
 কেমনে হইব পার অপার সাগর ?
 শূন্যতূণ আমি আজি এ ঘোর সমরে ।
 বজ্রাপেক্ষা তীক্ষ্ণ মম প্রহরণ যত,
 তা সকলে নিবারিল এ কাল সংগ্রামে
 অসুর । যখন ছুষ্ঠ ভাই ছুই জন
 আরম্ভিলা তপঃ, আমি পাঠানু যতনে
 সূকেশিনী উর্কশীরে ; কিন্তু দৈববলে
 বিফলবিভ্রমা বামা লজ্জায় ফিরিল,—
 গিরিদেহে বাজি যথা রাজীব ! সতত
 অধীর সুধীর ঋষি যে মধুর হাসে,
 শোভিল সে বৃথা, হায়, সৌদামিনী যথা
 অন্ধজন প্রতি শোভে বৃথা প্রজ্বলনে !
 যে কেশে নিগড় সদা গড়ে রতিপতি ;
 যে অপাঙ্গবিষানলে জ্বলে দেব-হিয়া ;—
 নারিল সে কেশপাশ বাঁধিতে দানবে !
 বিফল সে বিষানল, হলাহল যথা
 নীলকণ্ঠ-কণ্ঠদেশে ! কি আর কহিব,—
 বৃথা মোরে জিজ্ঞাসহ, জলদলপতি ।”

এতেক কহিয়া দেব দেবেন্দ্র বাসব
 নীরবিলা, আহা, মরি, নিশ্বাসি বিষাদে !
 বিষাদে নীরব দেখি পৌলোমীরঞ্জে,
 মৌনভাবে বসিলেন পঞ্চ দেব রথী ।

হেন কালে—বিধির অদ্ভুত লীলাখেলা
 কে পারে বুঝিতে গো এ ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলে ?—
 হেন কালে অকস্মাৎ হইল দৈববাণী ।

“আনি বিশ্বকর্মায়ে, হে দেবগণ, গড়
বামায়,—অঙ্গনাকুলে অতুলা জগতে ।
ত্রিলোকে আছেয়ে যত স্থাবর, জঙ্গম,
ভূত, তিল তিল সবাই হইতে লইয়া,
সৃজ এক প্রমদারে—ভব-প্রমোদিনী ।
তা হতে হইবে নষ্ট ছুষ্ট অমরারি ।”—

তবে দেবপতি, শুনি আকাশ-সম্ভবা
ভারতী, পবন পানে চাহিয়া কহিলা,—
“যাও তুমি, আন হেথা, বায়ুকুল-রাজা,
অবিলম্বে বিশ্বকর্মা, শিল্পীকুলরাজে !”

শুনি দেবেন্দ্রের বাণী, অমনি তখনি
প্রভঞ্জন শূন্যপথে উড়িলা স্মৃতি
আশুগ ;—কাঁপিল বিশ্ব ধর ধর করি
আতঙ্কে, প্রমাদ গণি অস্থির হইলা
জীবকুল, যথা যবে প্রলয়ের কালে,
টঙ্কারি পিনাক রোষে পিনাকী ধূর্জটি
বিশ্বনাশী পাশুপত ছাড়ে ন ছুঁকারে ।

চলি গেলা পবন, পবনবেগে দেব
শূন্যপথে । হেথা ব্রহ্মপুরে পঞ্চ জন
ভাসিলা—মানস সরে রাজহংস যথা—
আনন্দ-সলিলে সদানন্দের সদনে !
যে যাহা ইচ্ছিল তাহা পাইলা তখনি ।
যে আশা, এ ভবমরুদেশে মরীচিকা,
ফলবতী নিরবধি বিধির আলায়ে !
মাগিলেন সুধা শচীকাস্ত শাস্তমতি ;
অমনি সুধালহরী বহিল সম্মুখে
কলরবে । চাহিলেন ফল জলপতি ;
রাশি রাশি ফল আসি সুবর্ণ-বরণ—
পড়িল চৌদিকে । যাচিলেন ফুল দেব-
সেনানী ; অযুত ফুল, স্তবকে স্তবকে

বেড়িল শূরেন্দ্রে যথা চন্দ্রে তারাবলী ।
 রত্নাসন মাগি তাহে বসিলা কুবের—
 মণিময় শেষের অশেষ দেহোপরি
 শোভিলেন যেন পীতাম্বর চিন্তামণি ।
 ভ্রমিতে লাগিলা যম মহাহৃষ্টমতি,
 যথা শরদের কালে গগনমণ্ডলে,
 পবন-বাহিনারোহী, ভ্রমে কুতূহলী
 মেঘেন্দ্র, রজনীকান্ত-রজঃকাস্তি হেরি,—
 হেরি রত্নাকারা তারা,—সুখে মন্দগতি !

এড়াইয়া ব্রহ্মপুরী, বায়ুকুল-রাজা
 প্রভঞ্জন, বায়ুবেগে চলিলেন বলী
 যথায় বসেন বিশোপান্তে মহামতি
 বিশ্বকর্মা । বাতাকারে উড়িলা সুরথী
 শূন্যপথে, উথলিয়া নীলাম্বর যেন
 নীল অনুরাশি । কত দূরে ত্রিষাম্পতি
 দিনকান্ত রবিলোকে অস্থির হইলা
 ভাবি ছুট রাঙ্ক বুঝি আইল অকালে
 মুখ মেলি । চন্দ্রলোকে রোহিণীবিলাসী
 সুধানিধি, পাণ্ডুবর্ণ আতঙ্কে স্মরিয়া
 ছরস্ত বিনতাসুতে,—সুধা-অভিলাষী !
 মুদিল নয়ন হৈম তারাকুল ভয়ে,
 ভৈরব দানবে হেরি যথা বিদ্যাধরী,
 পঞ্চজিনী তমঃপুঞ্জ ; বাসুকির শিরে
 কাঁপিলা ভীক বসুধা ; উঠিলা গর্জিয়া
 সিঙ্কু, দ্বন্দ্ব রত সদা, চির-বৈরি হেরি ;—
 সাজিল তরঙ্গ-দল রণ-রঙ্গে মাতি ।

এ সবে পশ্চাতে রাখি আখির নিমিষে
 চলি গেলা আশুগতি । ঘন ঘনাবলী
 ধায় আগে রড়ে ঝড়ে, ভূত-দল ন্যথা
 ভূত-নাথ সহ । একে একে পার হয়ে

সপ্ত অন্ধি, চলিলা মরুৎকুলনিধি
 অবিশ্রান্ত, ক্রান্তি, শান্তি, সবে অবহেলি
 চলে যথা কাল। কত দূরে যমপুরী
 ভয়ঙ্করী দেখিলেন ভীম সদাগতি।
 কোন স্থলে হিমानीতে কাঁপে থরথরি
 পাপি-প্রাণ, উচ্চৈঃস্বরে বিলাপি দুর্শ্রুতি ;—
 কোন স্থলে কালাগ্নেয়-প্রাচীর-বেষ্টিত
 কারাগারে জলে কেহ হাহাকার রবে
 নিরবধি ; কোথাও বা ভীম-মূর্ত্তি-ধারী
 যমদূত প্রহারয়ে চণ্ড দণ্ড শিরে
 অদয় ; কোথাও শত শকুনি মণ্ডলী
 বজ্রনখা, বিদরিয়া বক্ষঃ মহাবলে,
 ছিন্ন ভিন্ন করে অস্ত্র ; কোথাও বা কেহ,
 তৃষায় আকুল, কাঁদে বসি নদী-তীরে,
 করিয়া শত মিনতি বৈতরণী-পদে
 বৃথা,—না চাহেন দেবী ছুরাঙ্গার পানে,
 তপস্বিনী ধনী যথা—নয়নরমণী—
 কভু নাহি কর্ণদান করে কামাতুরে—
 জিতেন্দ্রিয়া ! কোথাও বা হেরি লক্ষ লক্ষ
 উপাদেয় ভক্ষ্যদ্রব্য, ক্ষুধাতুর প্রাণী
 মাগে ভিক্ষা ভক্ষণ—রাজেন্দ্র-দ্বারে যথা
 দরিদ্র,—প্রহরী-বেত্র-আঘাতে শরীর
 জ্বরজ্বর। সতত অগণ্য প্রাণিগণ
 আসিতেছে দ্রুতগতি চারি দিক্ হতে,
 কাঁকে কাঁকে আসে যথা পতঙ্গের দল
 দেখি অগ্নিশিখা,—হায়, পুড়িয়া মরিতে !
 নিস্পৃহ এ লোকে বাস করে লোক যত।
 হায় রে, যে আশা আসি তোষে সর্বজনে
 জগতে, এ ছরস্তু অস্ত্রকপূরে গতি-
 রোধ তার ! বিধাতার এই সে বিধান

মরুস্থলে প্রবাহিণী কভু নাহি বহে ।
অবিরামে কাটে কীট ; পাবক না নিবে ।

শত-সিন্ধু-কোলাহল জিনি, দিবানিশি,
উঠয়ে ক্রন্দনধ্বনি—কর্ণ বিদরিয়া ।

হেরি শমনের পুরী, বিশ্বয় মানিয়া
চলিলা জগৎপ্রাণ পুনঃ ক্রতগতি
যথায় বসেন দেব-শিল্পী । কতক্ষণে
উত্তরমেরুতে বীর উতরিল। আসি ।
অদূরে শোভিল বিশ্বকর্ষার সদন ।
ঘন ঘনাকার ধূম উড়ে হর্ষোপরি,
তাহার মাঝারে হৈম গৃহাগ্র অমৃত
ছোতে, বিছ্যতের রেখা অচঞ্চল যেন
মেঘাবৃত আকাশে, বা বাসবের ধনু
মণিময় । প্রবেশিয়া পুরী বায়ুপতি
দেখিলেন চারি দিকে ধাতু রাশি রাশি
শৈলাকার ; মূর্তিমান্ দেব বৈশ্বানরে ।
পাই সোহাগায় সোণা গলিছে সোহাগে
প্রেম-রসে ; বাহিরিছে রক্ত গলিয়া
পুটে, বাহিরায় যথা বিমল-সলিল-
প্রবাহ, পর্বত-সান্ন-উপরি যাহারে
পালে কাদম্বিনী ধনী ; লৌহ, যার তনু
অক্ষয়, তাপিলে অগ্নি, মহারাগে ধাতু
জলে অগ্নিসম তেজ,—অগ্নিকুণ্ডে পড়ি
পুড়িছে,—বিষম জ্বালা যেন ঘৃণা করি,—
নীরবে শোকাগ্নি যথা সহে বীর-হিয়া ।

কাঞ্চন-আসনে বসি বিশ্বকর্ষা-দেব,
দেব-শিল্পী, গড়িছেন অপূর্ব গড়ন,
হেন কালে তথায় আইলা সদাগতি ।
হেরি প্রভঞ্নে দেব অমনি উঠিয়া
নমস্কারি বসাইলা রত্ন-সিংহাসনে ।

“আপন কুশল কহ, বায়ুকুলেশ্বর,—
 কহিতে লাগিলা বিশ্বকর্মা—“কহ বলি,
 স্বর্গের বারতা। কোথা দেবেন্দ্র কুলিনী ?
 কি কারণে, সদাগতি, গতি হে তোমার
 এ বিজন দেশে ? কহ, কোন্ বরাক্রমা—
 দেবী কি মানবী—এবে ধরিয়াছে, তোমা
 পাতি পীরিতের ফাঁদ ? কহ, যত চাহ,
 দিব আমি অলঙ্কার,—অতুল জগতে !
 এই দেখ নৃপূর ; ইহার বোল শুনি
 বীণাপাণি-বীণা, দেব, ছিন্ন-তার, খেদে !
 এই দেখ সুরমেখলা ; দেখি ভাব মনে,
 বিশাল নিতম্ববিশ্বে কি শোভা ইহার !
 এই দেখ মুক্তাহার ; হেরিলে ইহারে
 উরজ-কমলযুগ-মাঝারে, মনোজ
 মজে গো আপনি ! এই দেখ, দেব, সিঁধি ;
 কি ছার ইহার কাছে, ওরে নিশীথিনি,
 তোর তারাময় সিঁধি ! এই যে কঙ্কণ
 খচিত রতনবৃন্দে, দেখ, গঙ্কবহ ।

✓প্রবাল-কুণ্ডল এই দেখ, বীরমণি ;—
 কি ছার ইহার কাছে বনস্থলী-কাণে
 পলাশ,—রমণী-মনোরমণ ভূষণ ! ✓
 আর আর আছে যত, কি কব তোমারে ?”

হাসিয়া হাসিয়া যদি এতেক কহিলা
 বিশ্বকর্মা, উত্তর করিলা মহামতি
 খসন, নিশ্বাস বীর ছাড়িয়া বিষাদে ;—
 “আর কি আছে গো, দেব, সে কাল এখন ?
 বিশ্বোপাস্ত্রে তিমির-সাগর-তীরে সদা
 বস তুমি, নাহি জ্ঞান স্বর্গের চূর্দশা !
 হায়, দৈত্যকুল এবে, প্রবল সমরে,
 লুটিছে ত্রিদশালয় লণ্ডভণ্ড করি,

পামর । স্মরেন তোমা দেব অশুরারি,
শিল্লিবর ; তেঁই আমি আইনু সত্বরে ।
চল, দেব, অবিলম্বে ; বিলম্ব না সহে ।
মহা ব্যগ্র ইন্দ্র আজি তব দরশনে ।”

শুনি পবনের বাণী, কহিতে লাগিলা
দেব-শিল্পী—“হায় দেব, এ কি পরমাদ !
দিতিজকুল উজ্জলি, কোন্ মহারথী
বিমুখিলা দেবরাজে সম্মুখ-সমরে
বলে ? কহ, কার অস্ত্রে রোধ গতি তব,
সদাগতি ? কে ব্যথিল তীক্ষ্ণ প্রহরণে
যমে ? নিরস্তিল কেবা জলেশ পাশীরে ?
অলকানাথের গদা—শৈল-চূর্ণ-কারী ?
কে বিধিল, কহ, হায়, খরতর শরে
ময়ূর-বাহনে ? এ কি অদ্ভুত কাহিনী !
কোথায় হইল রণ ? কিসের কারণে ?
মরে যবে সমরে তারক মন্দমতি,
তদবধি দৈত্যদল নিস্তেজ-পাবক,—
বিষহীন ফণী ; এবে প্রবল কেমনে ?
বিশেষ করিয়া কহ, শুনি, শূরমণি ।
উত্তরমেরুতে সদা বসতি আমার
বিশ্বোপাস্তে । ওই দেখ তিমির-সাগর
অকূল, পর্বতাকার যাহার লহরী
উথলিছে নিরবধি মহা কোলাহলে ।
কে জানে জল কি স্থল ? বুঝি ছুই হবে ।

লিখিলা এ মেরু ধাতা জগতের সীমা
সৃষ্টিকালে ; বসে তমঃ, দেখ ওই পাশে ।
নাহি যান প্রভাদেবী তাহার সদনে,
পাপীর সদনে যথা মঙ্গল-দায়িনী
লক্ষ্মী । এত দূরে আমি কিছু নাহি জানি ;
বিশেষ করিয়া কহ সকল বারতা ।”

উত্তর করিলা তবে বায়ু-কুলপতি—
 “না সহে বিলম্ব হেথা, কহিহু তোমারে,
 শিল্পিবর, চল যথা বিরাজেন এবে
 দেবরাজ ; শুনিবে গো সকল বারতা
 তাঁর মুখে । কোন্ সুখে কব, হায়, আমি,
 সিংহদল-অপমান শৃগালের হাতে ?
 স্মরিলে ও কথা দেহ জলে কোপানলে !
 বিধির এ বিধি তেঁই সহি মোরা সবে
 এ লাঞ্ছনা । চল, দেব, চল শীঘ্রগতি ।
 আজি হে তোমার ভার উদ্ধার করিতে
 দেব-বংশ,—দেবরিপু ধ্বংসি স্বকৌশলে !”

এতক কহিয়া দেব বায়ু-কুলপতি
 দেব দেব-শিল্পী সহ উঠিলা আকাশে
 বায়ুবেগে । ছাড়াইয়া কৃতাস্ত-নগরী,
 বসুধা^১ বাসুকি-প্রিয়া, চন্দ্র সুধানিধি,
 সূর্য্যালোক, চলিলেন মনোরথগতি
 দুই জন ; কত দূরে শোভিল অম্বরে
 স্বর্ণময়ী ব্রহ্মপুরী, শোভেন যেমতি
 উমাপতি-কোলে উমা হৈমকিরীটিনী
 শত শত গৃহচূড়া হীরক-মণ্ডিত
 শত শত সৌধশিরে ভাতে সারি সারি
 কাঞ্চন-নির্মিত । হেরি ধাতার সদন
 আনন্দে কহিলা বায়ু দেব-শিল্পী প্রতি ;—

“ধন্য তুমি দেবকুলে, দেব-শিল্পি গুণি !
 তোমা বিনা আর কার সাধ্য নিস্বাইতে
 এ হেন সুন্দরী পুরী—নয়ন-রঞ্জিনী ।”
 “ধাতার প্রসাদে, দেব, এ শক্তি আমার”—
 উত্তরিলে বিশ্বকর্মা—“তাঁর গুণে গুণী,
 গড়ি এ নগর আমি তাঁহার আদেশে ।
 যথা সরোবর-জল, বিমল, তরল,

প্রতিবিন্দে নীলান্বর তারাময় শোভা
নিশাকালে, এই রমা প্রতিমা প্রথমে
উদয়ে ধাতার মনে,—তবে পাই আমি।”

এইরূপ কথোপকথনে দেবদ্বয়
প্রবেশিলা ব্রহ্মপুরী—মন্দগতি এবে ।
কত দূরে হেরি দেব জীমূতবাহন
বজ্রপাণি, সহ কার্তিকেয় মহারথী,
পাশী, তপনতনয়, মুরজা-বল্লভ
যক্ষরাজ, শীঘ্রগামী দেব-শিল্পী দেব
নিকটিয়া, করপুটে প্রণাম করিলা
যথা বিধি । দেখি বিশ্বকর্মায় বাসব
মহোদয় আশীষিয়া কহিতে লাগিলা,—
“স্বাগত, হে দেব-শিল্পি ! মরুভূমে যথা
তৃষাকুল জন সুখী সলিল পাইলে,
তব দরশনে আজি আনন্দ আমার
অসীম ! ঽস্বাগত, দেব, শিল্পি-চূড়ামণি !
দৈববলে বলী ছুই দানব, দুর্জয়
সমরে, অমরপুরী গ্রাসিয়াছে আসি
হায়, গ্রাসে রাহ যথা সুধাংশু-মণ্ডলী ।
ধাতার আদেশ এই শুন মহামতি ।
‘আনি বিশ্বকর্মায়, হে দেবগণ, গড়
বামায়, অঙ্গনাকূলে অতুলা জগতে ।
ত্রিলোকে আছয়ে যত স্থাবর, জঙ্গম,
ভূত, সবা হইতে লইয়া তিল তিল,
সৃজ এক প্রমদারে—ভবপ্রমোদিনী ।
তাহা হতে হবে নষ্ট ছষ্ট অমরারি’ ।”

শুনি দেবেন্দ্রের বাণী শিল্পীন্দ্র অমনি
নমিয়া দিকপালদলে বসিলেন ধ্যানে ;
নীরবে বেড়িলা দেবে যত দেবপতি ।

আরস্তিলা মহাতপঃ, মহামন্ত্রবলে

আকর্ষিতা স্থাবর, জঙ্গম, ভূত যত
 ব্রহ্মপুরে শিল্পিবর ! যাহারে স্মরিতা
 পাইলা তখনি তারে । পদ্মদ্বয় লয়ে
 গড়িলেন বিশ্বকর্মা রাজা পা দুখানি ।
 বিদ্যুতের রেখা দেব লিখিতা তাহাতে
 যেন লাক্ষারস-রাগ । √বনস্থল-বধু
 রম্ভা উরুদেশে আসি করিতা বসতি ;
 সুমধ্যম যুগরাজ দিতা নিজ মাঝা ;
 খগোল নিতম্ব-বিশ্ব ; শোভিল তাহাতে
 মেখলা, গগনে, মরি, ছায়াপথ যথা ।
 গড়িলেন বাজু-যুগ লইয়া যুগালে ।
 দাড়িষ্মে কদম্বে হৈল বিষম বিবাদ ;
 উভয়ে চাহিল আসি বাস করিবারে
 উরস-আনন্দ-বনে ; সে বিবাদ দেখি
 দেব-শিল্পী গড়িলেন মেরু-শৃঙ্গাকারে
 কুচযুগ । তপোবলে শশাঙ্ক সুমতি
 হইলা বদন দেব অকলঙ্ক ভাবে ;
 ধরিল কবরীরূপ কাদম্বিনী ধনী,
 ইন্দ্রচাপে বানাইয়া মনোহর সিঁথি ।
 জ্বলে যে তারা-রতন উষার ললাটে,
 তেজঃপুঞ্জ, দুইখান করিয়া তাহারে
 গড়াইলা চক্ষুদ্বয়, যদিও হরিণী
 রাখিলেক দেবপদে আনি নিজ আঁখি ।
 গড়িলা অধর দেব বিশ্বফল দিয়া,
 মাখিয়া অমৃতরসে ; গজ-মুক্তাবলী
 শোভিল রে দস্তুরূপে বিশ্ব বিমোহিয়া ।
 আপনি রতি-রঞ্জন নিজ ধনু ধরি
 ভুরুছলে বসাইলা নয়ন উপরে ;
 তা দেখিয়া বিশ্বকর্মা হাসি কাড়ি নিলা
 তুণ তাঁর ; বাছি বাছি সে তুণ হইতে

খরতর ফুল-শর, নয়নে অর্পিতা
 দেব-শিল্পী। বসুন্ধরা নানা রত্ন-সাজে
 সাজাইলা বরবপু, পুষ্পলাবী যথা
 সাজায় রাজেশ্বরবাল! কুসুমভূষণে।
 চম্পক, পঙ্কজপর্ণ, সুবর্ণ চাহিল
 দিতে বর্ণ বরাজনে; এ সবারে ত্যজি,—
 হরিতালে শিল্পিবর রাগিলা সূতনু!
 কলরবে মধুদূত কোকিল সাধিল
 দিতে নিজ মধু-রব; কিন্তু বীণাপাণি,
 আনি সঙ্গে রঙ্গে রাগ-রাগিণীর কুল,
 রসনায় আসন পাতিলা বাগীশ্বরী!
 অমৃত সঞ্চারি তবে দেব-শিল্পি-পতি
 জীবাইলা কামিনীরে;—সুমোহিনী-বেশে
 দাঁড়াইলা প্রভা যেন, আহা, মূর্তিমতী!

হেরি অপরূপ কাস্তি আনন্দ-সলিলে
 ভাসিলেন শচীকাস্ত; পবন অমনি,
 প্রফুল্ল কমলে যেন পাইয়া, স্বনিল
 সুস্বনে! মোহিত কামে মুরজামোহন,
 মনে মনে ধন-প্রাণ সঁপিলা বামারে!
 শাস্ত্র জলনাথ যেন শাস্ত্রি-সমাগমে!
 মহাসুখী শিখিধ্বজ, শিখিবর যথা
 হেরি তোরে, কাদস্থিনি, অনন্তরতলে!
 তিমির-বিলাসী যম হাসিয়া উঠিলা,
 কোমুদিনী-প্রমদায় হেরি মেঘ যথা
 শরদে! সাবাসি, ওহে দেব-শিল্পি গুণি!
 ধাতাবরে, দেববর, সাবাসি তোমারে!

হেন কালে,—বিধির অদ্ভুত লীলাখেলা
 কে পারে বুঝিতে গো এ ব্রহ্মাণ্ড-মণ্ডলে!—
 হেন কালে পুনর্বার হৈল দৈববাণী;—
 “পাঠাও, হে দেবপতি, এ রমা বামারে,

(অল্পপমা বামাকুলে)—যথা অমরারি
 সুন্দ উপসুন্দাসুর ; আদেশ অনঙ্গে
 যাইতে এ বরাজনা সহ সন্ধে মধু,
 ঋতুরাজ । এ রূপের মাধুরী হেরিয়া
 কাম-মদে মাতি দৈত্য মরিবে সংগ্রামে !
 তিল তিল লইয়া গড়িলা সুন্দরীরে
 দেব-শিল্পী, তেঁই নাম রাখ তিলোত্তমা ।”—

শুনিয়া দেবেন্দ্রগণ আকাশ-সমুবা
 সরস্বতী-ভারতী, নমিলা ভক্তিভাবে
 সাষ্টাঙ্গে । তৎপরে সবে প্রশংসা করিয়া
 বিদায় করিলা বিশ্বকর্মা শিল্পী-দেবে ।
 প্রণমি দিকপাল-দলে বিশ্বকর্মা দেব
 চলি গেলা নিজ দেশে । সুখে শচীপতি
 বাহিরিলা, সন্ধে ধনী অতুলা জগতে,—
 যথা সুরাসুর যবে অমৃত-বিলাসে
 মথিলা সাগরজল, জলদলপতি
 ভুবন-আনন্দময়ী ইন্দিরার সাথে ।

ইতি শ্রীতিলোত্তমাসম্ভবে কাব্যে সম্ভবো নাম
 তৃতীয় সর্গ ।

চতুর্থ সর্গ

সুবর্ণ বিহঙ্গী যথা, আদরে বিস্তারি
পাখা,—শক্র-ধনু-কাস্তি আভায় যাহার
মলিন,—যতনে ধনী শিখায় শাবকে
উড়িতে, হে জগদম্বে, অম্বর-প্রদেশে ;—
দাসেরে করিয়া সঙ্কে রঙ্কে আজি তুমি
ভ্রমিয়াছ নানা স্থানে ; কাতর সে এবে,
কুলায়ে লয়ে তাহারে চল, গো জননি !
সফল জনম মম ও পদ-প্রসাদে,
দয়াময়ি ! যথা কুন্তী-নন্দন-পৌরব,
ধীর যুধিষ্ঠির, সশরীরে মহাবলী
ধর্মবলে প্রবেশিলা স্বর্গ, তব বরে
দীন আমি দেখিছু, মানব-ঐথি কভু
নাই দেখিয়াছে যাহা ; শুনিছ ভারতী,
তব বীণা-ধ্বনি বিনা অতুলা জগতে !
চল ফিরে যাই যথা কুসুম-কুন্তলা
বসুধা । কল্পনা,—তব হেমাক্ষী সঙ্গিনী,—
দান করিয়াছে যারে তোমার আদেশে
দিব্য-চক্ষু, ভুল না, হে কমল-বাসিনি,
রসিতে রসনা তার তব সুধা-রসে ।
বরষি সঙ্গীতামৃত মনীষী তুষিবে,—
এই ভিক্ষা করে দাস, এই দীক্ষা মাগে
যদি গুণগ্রাহী যে, নিদাঘ-রূপ ধরি,
আশার মুকুল নাশে এ চিত্তকাননে,
সেও ভাল ; অধমে, মা, অধমের গতি !—
ধিক্ সে যাচঞা,—ফলবতী নীচ কাছে !

মহানন্দে মহেন্দ্র সসৈন্তে মহামতি
উত্তরিলো যথা বসে বিক্ষ্য গিরিবর

কামরূপী,—হে অগস্ত্য, তব অনুরোধে
 অত্যাপি অচল ! শত শত শৃঙ্গ শিরে,
 বীর বীরভদ্র-শিরে জটাজূট যথা
 বিকট ; অশেষ দেহ শেষের যেমনি !
 দ্রুতগতি শূন্যপথে দেবরথ, রথী,
 মাতঙ্গ, তুরঙ্গ, যত চতুরঙ্গ-দল
 আইলা, কঙ্কু তেজঃপুঞ্জ উজ্জলিয়া
 চারি দিক্ ! কাম্য নামে নিবিড় কানন—
 খাণ্ডব-সম, (পাণ্ডব ফাল্গুনীর গুণে
 ✓ দহি হবির্বহ যাহে নীরোগী হইলা)—
 সে কাননে দেবসেনা প্রবেশিলা বলে
 প্রবল । আতঙ্কে পশু, বিহঙ্গম আদি
 আশু পলাইল সবে ঘোরতর রবে,
 যেন দাবানল আসি, গ্রাসিবার আশে
 বনরাজী, প্রবেশিল সে গহন বনে ।—
 কাতারে কাতারে সেনা প্রবেশিল আসি
 অরণ্যে, উপাড়ি তরু, উপাড়ি ব্রততী,
 ঝড় যথা, কিস্বা করিযুথ, মত্ত মদে ।
 অধীর সত্রাসে ধীর বিদ্ব্য মহীধর,
 শীঘ্র আসি শচীকান্ত-নমুচিসূদন-
 পদতলে নিবেদিলা কৃতাজ্জলিপুটে,—
 “কি কারণে, দেবরাজ, কোন্ অপরাধে
 অপরাধী তব পদে কিঙ্কর ? কেমনে
 এ অসহ ভার, প্রভু, সহিবে এ দাস ?
 পাঞ্চজন্ম-নিবাদক প্রবঞ্চি বলিরে
 বামনরূপে যেরূপ, হায়, পাঠাইলা
 অতল পাতালে তারে, সেই রূপ বুঝি
 ইচ্ছা তব, সুরনাথ, মজাইতে দাসে
 রসাতলে !” উত্তরিল হাসি দেবপতি
 অসুরারি ;—“যাও, বিদ্ব্য, চলি নিজ স্থানে

অভয়ে ; কি অপকার তোমার সম্ভবে
মোর হাতে ? ভুজ্বলে নাশিয়া দিতিজে
আজি, উপকার, গিরি, তোমার করিব,
আপনি হইব মুক্ত বিপদ হইতে ;—
তেঁই হে আইনু মোরা তোমার সদনে ।”

হেন মতে বিদাইয়া বিদ্য মহাচলে,
দেব-সৈন্য-পানে চাহি কহিলা গন্তীরে
বাসব ; “হে সুরদল, ত্রিদিব-নিবাসি,
অমর ! হে দিতিসুত-গর্ভ-খর্ষকারি !
বিধির নির্বন্ধে, হায়, নিরানন্দ আজি
তোমা সবে ! রণ-স্থলে বিমুখ যে রথী,
কত যে ব্যথিত সে তা কে পারে বর্ণিতে ?
কিন্তু হুঃখ দূর এবে কর, বীরগণ !
পুনরায় জয় আসি আশু বিরাজিবে
এ দেব-কেতনোপরে । ঘোরতর রণে
অবশ্য হইবে ক্ষয় দৈত্যচয় আজি ।
দিয়াছি মদনে আমি, বিধির প্রসাদে,
যে শর,—কে সম্বরিবে সে অব্যর্থ শরে ?
লয়ে তিলোত্তমায়—অতুলা ধনী রূপে—
ঋতুপতি সহ রতিপতি সর্ব-জয়ী
গেছে চলি যথায় নিবাসে দেব-অরি
দানব ! থাকহ সবে সুসজ্জ হইয়া ।
সুন্দ উপসুন্দ যবে পড়িবে সমরে,
অমনি পশিব মোরা সবে দৈত্যদেশে
বায়ুগতি, পশে যথা মদকল করী
নলবনে, নলদলে দলি পদতলে ।”

শুনি সুরেন্দ্রের বাণী, সুরসৈন্য যত
ছুঙ্কারি নিষ্কোষিলা অগ্নিময় অসি
অমৃত, আগ্নেয় তেজে পুরি বসরাজী !
টঙ্কারিলা ধনু ধনুর্ধর-দল বলী

রোষে ; লোফে শূল শূলী,—হায়, ব্যগ্র সবে
✓ মারিতে মরিতে রণে—যা থাকে কপালে !

ঘোর রবে গরজিলা গজ ; হযবৃহ
মিশাইলা হেঘোরব সে রবের সহ !

শুনি সে ভীষণ স্বন দনুজ দুর্শ্রুতি
হীনবীর্য্য হয়ে ভয়ে প্রমাদ গণিল
অমরারি, যথা শুনি খগেন্দ্রের ধ্বনি,
ত্রিয়মাণ নাগকুল অতল পাতালে !

হেন কালে আচম্বিতে আসি উতরিলা
কাম্যবনে নারদ, দীদিবি রবি যেন
দ্বিতীয় । হরষে বন্দি দেব-ঋষিবরে,
কহিলেন হাসি ইন্দ্র—দেবকুলপতি—
“কি কারণে এ নিবিড় কাননে নারদ
তপোধন, আগমন তোমার গো আজি ?
দেখ চারি দিকে, দেব, নিরীক্ষণ করি
ক্ষণকাল ; খরতর-করবাল-আভা,

✓ হবির্বহ নহে যাহে উজ্জ্বল এ শূলী ;—
নহে যজ্ঞধূম ও,—ফলক সারি সারি
সুবর্ণমণ্ডিত,—অগ্নিশিখাময় যেন
ধূমপুঞ্জ, কিম্বা মেঘ,—তড়িত-জড়িত !”

আশীষি দেবেশে, হাসি দেব-ঋষিবর
নারদ, উত্তরছলে কহিলা কোতুকে ;—
“তোমা সম, শচীপতি, কে আছে গো আজি
তাপস ? যে কাল-অগ্নি জ্বালি চারি দিকে
বসিয়াছ তপে, দেব, দেখি কাঁপি আমি
চিরতপোবনবাসী । অবশ্য পাইবে
মনোনীত বর তুমি ; রিপুদ্বয় তব
ক্ষয় আজি, সহস্রাঙ্ক, কহিবু তোমারে ।”

সুধিলা সুরসেনানী সুমধুর স্বরে
অগ্রসরি ;—“কৃপা করি কহ, মুনিবর,

ভ্রাতৃভেদ ভিন্ন অশ্রু পথ কি কারণে
 রুদ্ধ শমনের পক্ষে নাশিতে দানব-
 দল-ইন্দ্র সুন্দ উপসুন্দ মন্দমতি ?
 যে দন্তোলি তুলি করে, নাশিলা সমরে
 বৃত্রাসুরে সুরপতি ; যে শরে তারকে
 সংহারিছু রণে আমি ;—কিসের কারণে
 নিরস্ত সে সব অস্ত্র এ দৌহার কাছে ?
 কার বরবলে, প্রভু, বলী দিতি-সুত ?”

উত্তর করিলা তবে দেবর্ষি নারদ ;—
 “ভকত-বৎসল যিনি, তাঁর বলে বলী
 দৈত্যদ্বয় । শুন দেব, অপূর্ব কাহিনী ।
 হিরণ্যকশিপু দৈত্য, যাহারে নাশিলা
 চক্রপাণি নরসিংহ-রূপে, তার কুলে
 জন্মিল নিকুম্ভ নামে সুরপুররিপু,
 কিস্ত, বজ্রি, তব বজ্র-ভয়ে সদা ভীত
 যথা গরুড়ান্ শৈল । তার পুত্র দৌহে
 সুন্দ উপসুন্দ—এবে ভুবন-বিজয়ী,
 এই বিক্ষ্যাচলে আসি ভাই তুই জন
 করিল কঠোর তপঃ ধাতার উদ্দেশে
 বহুকাল । তপে তুষ্ট সদা পিতামহ ;
 “বর মাগ” বলি আসি দরশন দিলা ।
 যথা সরঃসুপ্তপদ্ম রবি দরশনে
 প্রফুল্লিত, বিরিকিরে হেরি দৈত্যদ্বয়
 করযোড়ে মৃৎস্বরে কহিতে লাগিল ;—
 “হে ধাতঃ, হে বরদ, অমর কর, দেব,
 আমা দৌহে ! তব বর-সুধাপান করি,
 মৃত্যুঞ্জয় হব, প্রভু, এই ভিক্ষা মাগি ।”

হাসি কহিলেন তবে দেব সনাতন
 অঙ্গ,—“জন্মে মৃত্যু, দৈত্য ! দিবস রজনী—
 এক যায় আর আসে,—সৃষ্টির বিধান ।”

অশ্রু বর মাগ, বীর, যাহা দিতে পারি।”

“তবে যদি,”—উত্তর করিল দৈত্যদ্বয়—

“তবে যদি অমর না কর, পিতামহ,
আমা দৌহে, দেহ ভিক্ষা, তব বরে যেন
ভ্রাতৃভেদ ভিন্ন অশ্রু কারণে না মরি।”

“ওম্” বলি বর দিলা কমল-আসন।

একপ্রাণ ছুই ভাই চলিল স্বদেশে
মহানন্দে। যে যেখানে আছিল দানব,
মিলিল আসিয়া সবে এ দৌহার সাথে,
পর্বত-সদন ছাড়ি যথা নদ যবে
বাহিরায় ছল্কারি সিন্ধু-অভিমুখে
বীরদর্পে, শত শত জল-স্রোত আসি
মিশি তার সহ, বীর্য বৃদ্ধি তার করে।—

এইরূপে মহাবলী নিকুম্ভ-নন্দন-
যুগ, বাহু-পরাক্রমে লভিয়াছে এবে
স্বর্গ; কিন্তু ত্বরা নষ্ট হবে ছুঁমতি।”

এতেক কহিয়া তবে দেবর্ষি নারদ
আশীষিয়া দেবদলে, বিদায় মাগিয়া,
চলি গেলা ব্রহ্মপুরে ধাতার সদনে।
✓ কাম্যবনে সৈন্য সহ দেবেন্দ্র রহিলা,
যথা সিংহ, হেরি দূরে বারণ-ঈশ্বরে,
নিবিড় কানন মাঝে পশি সাবধানে,
একদৃষ্টে চাহে বীর ব্যগ্রচিত্ত হয়ে
তার পানে। ✓ এই মতে রহিলেন যত
দেববৃন্দ কাম্যবনে বিক্ষোভ কন্দরে।

হেথা মীনধ্বজ সহ মীনধ্বজ রথে,
বসন্ত-সারথি—রঙ্গে চলিলা সুন্দরী
দেবকুল-আশালতা। অতি-মন্দগতি,
চলিল বিমান শূন্যপথে, যথা ভাসে
স্বর্ণবর্ণ মেঘবর, অম্বর-সাগরে

যবে অস্তাচল-চূড়া উপরে দাঁড়ায়ে
কমলিনী পানে ফিরে চাহেন ভাস্কর
কমলিনী-সখা । যথা সে ঘনের সনে
সৌদামিনী, মীনধ্বজে তেমনি বিরাজে
অমুপমা রূপে বামা—ভুবন-মোহিনী ।
যথায় অচলদেশে দেব-উপবনে
কেলি করে সুন্দ উপসুন্দ মহাবলী
অমরারি, তিন জন তথায় চলিলা ।

হেরি কামকেতু দূরে, বসুধা সুন্দরী,
আইলা বসন্ত জানি, কুসুম-রতনে
সাজিলা ; সুবৃক্ষশাখে সুখে পিকদল
আরম্ভিল কলস্বরে মদন-কীর্তন ।
মুঞ্জরিল কুঞ্জবন, গুঞ্জরিল অলি
চারি দিকে ; স্বনস্বনে মন্দ-সমীরণ,
ফুলকুল-উপহার সৌরভ লইয়া,
আসি সস্তাষিল সুখে ঋতুবংশ-রাজে ।
“হে সুন্দরি”—মুছ হাসি মদন কহিলা—
“ভীকু, উন্মীলিয়া আঁখি,—নলিনী যেমনি
নিশা অবসানে মিলে কমল-নয়ন—
চেয়ে দেখ চারি দিকে ; তব আগমনে
সুখে বসন্তের সখী বসুন্ধরা সতী
নানা আভরণে সাজি হাসেন কামিনী,
নববধু বরিবারে কুলনারী যথা ।
ত্যজি রথ চল এবে—ওই দৈত্যবন ।
যাও চলি, সুহাসিনি, অভয় হৃদয়ে ।
অস্তরীক্ষে রক্ষা হেতু ঋতুরাজ সহ
ধাকিব তোমার সঙ্গে ; রঙ্গে যাও চলি,
যথায় বিরাজে দৈত্যদ্বয়, মধুমতি ।”

প্রবেশিলা কুঞ্জবনে কুঞ্জর-গামিনী
তিলোত্তমা, প্রবেশয়ে বাসরে যেমতি

শরমে, ভয়ে কাতরা নবকুল-বধু
 লজ্জাশীলা । মৃগগতি চলিলা সুন্দরী
 মুহুমুহুঃ চাহি চারি দিকে, চাহে যথা
 অজানিত ফুলবনে কুরঙ্গিণী ; কভু
 চমকে রমণী শুনি নূপুরের ধ্বনি ;
 কভু মরমর পাতাকুলের মর্মরে ;
 মলয়-নিশ্বাসে কভু ; হায় রে, কভু বা
 কোকিলের কুহরবে ! গুঞ্জরিলে অলি
 মধু-লোভী, কাঁপে বামা, কমলিনী যথা
 পবন-হিল্লোলে ! এইরূপে একাকিনী
 ভ্রমিতে লাগিলা ধনী গহন কাননে ।
 সিহরিলে বিজ্যাচল ও পদ-পরশে,
 সম্মোহন-বাণাঘাতে যোগীন্দ্র যেমতি
 চন্দ্রচূড় । বনদেবী—যথায় বসিয়া
 বিরলে, গাঁথিতেছিল ফুল-রত্ন-মালা,
 (বরগুঞ্জমালা যথা গাঁথে ব্রজাঙ্গনা
 দোলাইতে কুঞ্জবিহারীর বরগলে)—
 হেরি সুন্দরীরে, ধরা অলকাস্ত তুলি,
 রহিলেন একদৃষ্টে চাহি তার পানে
 তথায়, বিস্ময় সাধ্বী মানি মনে মনে ।
 বনদেব—তপস্বী—মুদিলা আঁখি, যথা
 হেরি সৌদামিনী ঘনপ্রিয়ায় গগনে
 দিনমণি । মৃগরাজ কেশরী সুন্দর
 নিজ পৃষ্ঠাসন বীর সঁপিলা প্রণমি—
 যেন জগদ্ধাত্রী আত্মাশক্তি মহামায়ে ।
 ভ্রমিতে ভ্রমিতে দূতী—অতুলা জগতে
 রূপে—উতরিল যথা বনরাজী মাঝে
 শোভে সর, নভস্তল বিমল কেমতি ।
 কলকল স্বরে জল নিরন্তর করি
 পর্কিত-বিবর হতে, স্বভে সে বিরলে

জলাশয়। চারি দিকে শ্যাম তট তার
 শত-রঞ্জিত কুসুমেরে। উজ্জ্বল দর্পণ
 বনদেবীর সে সর—খচিত রতনে।
 হাসে তাহে কমলিনী, দর্পণে যেমনি
 বনদেবীর বদন। মৃদু মন্দ রবে
 পবন-হিল্লোলে বারি উছলিছে কূলে।
 এই সরোবর-তীরে আসি সীমন্তিনী
 (ক্লাস্তা এবে) বসিলা বিরামলাভ-লোভে,
 রূপের আভায় আলো করি সে কানন।
 ক্ষণকাল বসি বামা চাহি সর পানে
 আপন প্রতিমা হেরি—ভ্রাস্তি-মদে মাতি,
 একদৃষ্টে তার দিকে চাহিতে লাগিলা
 বিবশে। “এ হেন রূপ”—কহিলা রূপসী
 মৃদু স্বরে—“কারো আঁখি দেখেছে কি কভু ?
 ব্রহ্মপুরে দেখিয়াছি আমি দেবপতি
 বাসব ; দেবসেনানী ; আর দেব যত
 বীরশ্রেষ্ঠ ; দেখিয়াছি ইন্দ্রাণী সুন্দরী ;
 দেব-কুল-নারী-কুল ; বিদ্যাধরী-দলে ;
 কিন্তু কার তুলনা এ ললনার সহ
 সাজে ? ইচ্ছা করে, মরি, কায় মন দিয়া
 কিঙ্করী হইয়া ওঁর সেবি পা ছুখানি !
 বুঝি এ বনের দেবী,—মোরে দয়া করি
 দয়াময়ী—জল-তলে দরশন দিলা।”

এতেক কহিয়া ধনী অমনি উঠিয়া
 নমাইলা শির—যেন পূজার বিধানে,
 প্রতিমূর্ত্তি প্রতি ; সেও শির নমাইল।
 বিস্ময় মানিয়া বামা কৃতাজ্জলিপুটে
 মৃদু স্বরে সুধিলা—“কে তুমি, হে রমণি ?”
 আচম্বিতে “কে তুমি ? কে তুমি, হে রমণি—
 হে রমণি ?” এই ধ্বনি বাজিল কাননে।

মহা ভয়ে ভীতা দূতী চমকি চাহিলা
চারি দিকে । হেন কালে হাসি সকৌতুকে,
মধু সহ রতি-বঁধু আসি দেখা দিলা ।

“কাহারে ডরাও তুমি, ভুবন-মোহিনি ?”

(কহিলেন পুষ্পধনু) “এই দেখ আমি
বসন্ত-সামন্ত সহ আছি, সীমন্তিনি,
তব কাছে । দেখিছ যে বামা-মূর্তি জলে,
তোমারি প্রতিমা, ধনি ; ওই মধুধ্বনি,
তব ধ্বনি প্রতিধ্বনি শিখি নিনাদিছে ।
ও রূপ-মাধুরী হেরি, নারী তুমি যদি
বিবশা এত, রূপসি, ভেবে দেখ মনে
পুরুষকুলের দশা ! যাও হরা করি ;—
অদূরে পাইবে এবে দেবারি দানবে !”

ধীরে ধীরে পুনঃ ধনী মরালগামিনী
চলিলা কানন-পথে । কত স্বর্ণ-লতা
সাধিল ধরিয়া, আহা, রাঙা পা ছুখানি,
থাকিতে তাদের সাথে ; কত মহীরুহ,
মোহিত মদন-মদে, দিলা পুষ্পাঞ্জলি ;
কত যে মিনতি স্তুতি করিলা কোকিল
কপোতীর সহ ; কত গুণ্ গুণ্ করি
আরাধিল অলি-দল,—কে পারে কহিতে ?
আপনি ছায়া সুন্দরী—ভামুবিলাসিনী—
তরুমূলে, ফুল ফল ডালায় সাজায়ে,
দাঁড়াইলা—সখীভাবে বরিতে বামারে ;
নীরবে চলিলা সাথে সাথে প্রতিধ্বনি ;
কলরবে প্রবাহিনী—পর্বত-ছহিতা—
সম্বোধিলা চন্দ্রাননে ; বনচর যত
নাচিল হেরিয়া দূরে বন-শোভিনীরে,
যথা, রে দণ্ডক, তোর নিবিড় কাননে,
(কত যে তপস্যা তোর কে পারে বুঝিতে ?)

হেরি বৈদেহী—রঘুরঞ্জন-রঞ্জিনী !
 সাহসে সুরভি বায়ু, ত্যজি কুবলয়ে,
 মুহুমূর্ছঃ অলকাস্ত উড়াইয়া কামী
 চুম্বিলা বদন-শশী ! তা দেখি কোতুকে
 অন্তরীক্ষে মধু সহ মদন হাসিলা।—
 এইরূপে ধীরে ধীরে চলিলা রূপসী।

আনন্দ-সাগরে মগ্ন দিতিসুত আজি
 মহাবলী। দৈববলে দলি দেব-দলে—
 বিমুখি অমরনাথে সম্মুখ-সমরে,
 ভ্রমিতেছে দেববনে দৈত্যকুলপতি।
 কে পারে আঁটিতে দৌহে এ তিন ভুবনে ?
 লক্ষ লক্ষ রথ, রথী, পদাতিক, গজ,
 অশ্ব ; শত শত নারী—বিশ্ব-বিনোদিনী,
 সঙ্গে সঙ্গে করে কেলি নিকুম্ভ-নন্দন
 জয়ী। কোন স্থলে নাচে বীণা বাজাইয়া
 তরুমূলে বামাকুল, ব্রজবালী যথা
 শুনি মুরলীর ধ্বনি কদম্বের মূলে।
 কোথায় গাইছে কেহ মধুর সুস্বরে।
 কোথায় বা চর্ক্য, চোম্ব, লেহু, পেয় রসে
 ভাসে কেহ। কোথায় বা বীরমদে মাতি,
 মল্ল সহ যুঝে মল্ল ক্ষিতি টলমলি।
 বারণে বারণে রণ—মহা ভয়ঙ্কর,
 কোন স্থলে। গিরিচূড়া কোথায় উপড়ি,
 হুহুকারি নভস্তলে দানব উড়িছে
 ঝড়ময়, উথলিয়া অম্বর-সাগর—
 যথা উথলয়ে সিদ্ধ ছন্দ্রি তিমিঙ্গিল
 মীনরাজ—কোলাহলে পূরিয়া গগন।
 কোথায় বা কেহ পশি বিমল সলিলে,
 প্রমদা সহিত কেলি করে নানা মতে
 উদ্গদ মদন-শরে। কেহ বা কুটীরে

কমল-আসনে বসে প্রাণসখী লয়ে,
 অলঙ্কারি কর্ণমূল কুবলয়-দলে ।
 রাশি রাশি অসি শোভে, দিবাকর-করে
 উদগীরি পাবক যেন । ঢাল সারি সারি—
 যথা মেঘপুঞ্জ—ঢাকে সে নিকুঞ্জবন ।
 ধনু, তুণ অগণ্য ; ত্রিশূলাকার শূল
 সর্বভেদী । তা সবার নিকটে বসিয়া
 কথোপকথনে রত যোধ শত শত ।
 যে যারে সমরক্ষেত্রে প্রচণ্ড আঘাতে
 বিমুখিল, তার কথা কহে সেই জন ।
 কেহ কহে—সেনানীর কাটিনু কবজ ;
 কেহ কহে—মারি গদা ভীম যমরাজে
 খেদাইনু ; কেহ কহে—ঐরাবত-শুঁড়ে
 চোক্ চোক্ হানি শর অস্থিরিনু তারে ।
 কেহ বা দেখায় দেব-আভরণ ; কেহ
 দেব-অস্ত্র ; দেব-বস্ত্র আর কোন জন ।
 কেহ ছুঁই ছুঁই হয়ে পরে নিজ শিরে
 দেবরথী-শিরচূড় ।—এইরূপে এবে
 বিহরয়ে দৈত্য-দল—বিজয়ী সমরে ।
 হে বিভো, জগতযোনি, দয়াসিন্ধু তুমি ;
 তেঁই ভবিতব্যে, দেব, রাখ গো গোপনে !

কনক-আসনে বসে নিকুন্ত-নন্দন
 স্নন্দ উপস্নন্দাসুর । শিরোপরি শোভে
 দেবরাজ-ছত্র, তেজে আদিত্য-আকৃতি ।
 বীতিহোত্র-মূর্ত্তি বীর বেড়ে শত শত
 দৈত্যদ্বয়ে, ঝকমকি বীর-আভরণে,
 বীর-বীর্য্যে পূর্ণ সবে, কালকূটে যথা
 মহোরগ । বসে দৌহে কনক-আসনে
 পারিজাত-মালা গলে, অম্পম রূপে,
 হায় রে, দেবেস্ত্র যথা দেবকুল-মাঝে !

চারি দিকে শত শত দৈত্য-কুল-পতি
নানা উপহার সহ দাঁড়ায় বিনত-
ভাবে, সুপ্রসন্ন মুখে প্রশংসি ছুজনে,
দৈত্য-কুল-অবতংস ! দূরে নৃত্য-করী
নাচে, নাচে তারাবলী যথা নভস্তলে
স্বর্ণময়ী । বন্দে বন্দী মহানন্দ মনে,—
“জয়, জয়, অমরারি, যার ভুজ-বলে
পরাজিত আদিত্যেয় দিতিসুত-রিপু
বজ্রী ! জয়, জয়, বীর, বীর-চূড়ামণি,
দানব-কুল-শেখর ! যার প্রহরণে,—
করী যথা কেশরীর প্রচণ্ড আঘাতে
ত্যজি বন যায় দূরে,—স্বরীশ্বর আজি,
ত্যজি স্বর, বিশ্বধামে ভ্রমিছে একাকী
অনাথ ! হে দৈত্য-কুল, উজ্জ্বল গো এবে
তুমি ! হে দানব-বালা, হে দানব-বধু,
কর গো মঙ্গল-ধ্বনি দানব-ভবনে ।
হে মহি, হে মহীতল, তুমিও, হে দিব,
আনন্দ-সাগরে আজি মঙ্গ, ত্রিভুবন !
বাজ্রাও মৃদঙ্গ রঙ্গে, বীণা, সপ্তস্বর—
ছন্দুভি, দামামা, শৃঙ্গ, ভেরী, তুরী, বাঁশী,
শঙ্খ, ঘণ্টা, বাঁঝরী । বরিষ ফুল-ধারা !
কম্বরী, চন্দন আন, কেশর, কুম্ভুম !
কে না জানে দেব-বংশ পর-হিংসাকারী ?
কে না জানে ছুষ্ঠমতি ইন্দ্র সুরপতি
অসুরারি ? নাচ সবে তার পরাভবে,
মড়ক ছাড়িলে পুরী পৌরজন যথা ।”

মহানন্দে সুন্দ উপসুন্দাসুর বলী
অমরারি, তুমি যত দৈত্যকুলেশ্বরে
মধুর সম্ভাষে, এবে, সিংহাসন ত্যজি,
উঠিলা,—কুম্ববনে ভ্রমণ প্রয়াসে,

একপ্রাণ ছই ভাই—বাগর্থ যেমতি !
 “হে দানব,” আরম্ভিলা নিকুন্ত-কুমার
 সুন্দ,—“বীরদলশ্রেষ্ঠ, অমরমর্দন,
 যার বাহু-পরাক্রমে লভিয়াছি আমি
 ত্রিদিব-বিভব ; শুন, হে সুরারি রথী-
 ব্যুহ, যার যাহা ইচ্ছা, সেই তাহা কর ।
 চিরবাদী রিপু এবে জিনিয়া বিবাদে
 ঘোরতর পরিশ্রমে, আরাম সাধনে
 মন রত কর সবে ।” উল্লাসে দম্ভুজ,
 শুনি দম্ভুজেন্দ্র-বাণী, অমনি নাদিল ।
 সে ভৈরব-রবে ভীত আকাশ-সম্ভবা
 প্রাতিধ্বনি পলাইলা রড়ে ; মূর্ছা পায়ে
 খেচর, ভূচর সহ, পড়িল ভূতলে ।
 থরথরি গিরিবর বিক্র্য মহামতি
 কাঁপিলা, কাঁপিলা ভয়ে বসুধা সুন্দরী ।
 দূর কাম্যবনে যথা বসেন বাসব,
 শুনি সে ঘোর ঘর্ষন, ত্রস্ত হয়ে সবে,
 নীরবে এ ঙ্গর পানে লাগিলা চাহিতে ।
 চারি দিকে দৈত্যদল চলিলা কোতুকে,
 যথা শিলীমুখ-বন্দ, ছাড়ি মধুমতী
 পুরী, উড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে আনন্দে গুঞ্জরি
 মধুকালে, মধুতৃষা তুষিতে কুসুমে ।
 মঞ্জু কুঞ্জে বামাত্রজরজন ছজন
 ভ্রমিলা, অশ্বিনী-পুত্র-যুগ সম রূপে
 অনুপম ; কিম্বা যথা পঞ্চবটী-বনে
 রাম রামামুজ,—যবে মোহিনী রান্ধসী
 সূর্পগথা হেরি দৌহে, মাতিল মদনে !
 ভ্রমিতে ভ্রমিতে দৈত্য আসি উতরিলা
 যথায় ফুলের মাঝে বসি একাকিনী
 তিলোত্তমা । সুন্দ পানে চাহিয়া সহসা

কহে উপসুন্দাসুর,—“কি আশ্চর্য্য, দেখ—
 দেখ, ভাই, পূর্ণ আজি অপূর্ব সৌরভে
 বনরাজী! বসন্ত কি আবার আইল ?
 আইস দেখি কোন্ ফুল ফুটি আমোদিছে
 কানন ?” উত্তরে হাসি সুন্দাসুর বলী,—
 “রাজ-সুখে সুখী প্রজা ; তুমি আমি, রথি,
 সসাগরা বসুধারে দেবালয় সহ
 ভুজ্বলে জিনি, রাজা ; আমাদের সুখে
 কেন না সুখিনী হবে বনরাজী আজি ?”

এইরূপে দুই জন ভ্রমিলা কৌতুকে,
 না জানি কালরূপিণী ভুজ্জিনি রূপে
 ফুটিছে বনে সে ফুল, যার পরিমলে
 মত্ত এবে দুই ভাই, হায় রে, যেমতি
 বকুলের বাসে অলি মত্ত মধুলোভে !

বিরাজিছে ফুলকুল-মাঝে একাকিনী
 দেবদূতী, ফুলকুল-ইন্দ্রাণী যেমতি
 নলিনী ! কমল-করে আদরে রূপসী
 ধরে যে কুসুম, তার কমনীয় শোভা
 বাড়ে শতগুণ, যথা রবির কিরণে
 মণি-আভা ! একাকিনী বসিয়া ভাবিনী,
 হেন কালে উতরিল দৈত্যদ্বয় তথা ।

চমকিলা বিধুমুখী দেখিয়া সসুখে
 দৈত্যদ্বয়ে, যথা যবে ভোজরাজবালা
 কুন্তী, দুর্কাসার মন্ত্র জপি সুবদনা,
 হেরিলা নিকটে হৈম-কিরীটী ভাঙ্করে ।
 বীরকুল-চূড়ামণি নিকুন্ত-নন্দন
 উভে ; ইন্দ্রসম রূপ—অতুল ভুবনে ।

হেরি বীরদ্বয়ে ধনী বিশ্বয় মানিয়া
 একদৃষ্টে দৌহা পানে লাগিলা চাহিতে,
 চাহে যথা সূর্য্যমুখী সে সূর্য্যের পানে ।

“কি আশ্চর্য্য ! দেখ, ভাই,” কহিল শূরেন্দ্র
সুন্দ ; “দেখ চাহি, ওই নিকুঞ্জ-মাঝারে ।
উজ্জল এ বন বুঝি দাবাগ্নিশিখাতে
আজি ; কিম্বা ভগবতী আইলা আপনি
গৌরী ! চল, যাই হুঁরা, পূজি পদযুগ !
দেবীর চরণ-পদ্ম-সদয়ে যে সৌরভ
বিরাজে, তাহাতে পূর্ণ আজি বনরাজী ।”

মহাবেগে ছুই ভাই ধাইলা সকাশে
বিবশ । অমনি মধু, মন্থে সস্তাষি,
মুছ স্বরে ঋতুবর কহিলা সস্বরে ;—
“হান তব ফুল-শর, ফুল-ধনু ধরি,
ধনুর্ধর, যথা বনে নিষাদ, পাইলে
মৃগরাজে ।” অস্তুরীক্ষে থাকি রতিপতি,
শরবৃষ্টি করি, দৌহে অস্থির করিলা,
মেঘের আড়ালে পশি মেঘনাদ যথা
প্রহারয়ে সীতাকান্ত উন্মিলাবল্লভে ।

জর জর ফুলশরে, উভয়ে ধরিলা
রূপসীরে । আচ্ছন্নিল গগন সহসা
জীমূত ! শোণিতবিন্দু পড়িল চৌদিকে !
ঘোষিল নির্ঘোষে ঘন কালমেঘ দূরে ;
কাঁপিলা বসুধা ; দৈত্য-কুল-রাজলক্ষ্মী,
হায় রে, পুরিলা দেশ হাহাকার রবে !

কামমদে মত্ত এবে উপসুন্দাসুর
বলী, সুন্দাসুর পানে চাহিয়া কহিলা
রোষে ; “কি কারণে তুমি স্পর্শ এ বামারে,
ভ্রাতৃবধু তব, বীর ?” সুন্দ উত্তরিল—
“বরিনু কণ্ঠায় আমি তোমার সম্মুখে
এখনি ! আমার ভার্য্যা গুরুজন তব ;
দেবর বামার তুমি ; দেহ হাত ছাড়ি ।”
৷ যথা প্রজ্জ্বলিত অগ্নি আহুতি পাইলে

আরো জলে, উপসুন্দ—হায়, মন্দমতি—
মহা কোপে কহিল—“রে অধর্ম-আচারি,
কুলাঙ্গার, ভ্রাতৃবধু মাতৃসম মানি ;
তার অঙ্গ পরশিস্ অনঙ্গ-পীড়নে ?”

“কি কহিলি, পামর ? অধর্মাচারী আমি ?
কুলাঙ্গার ? ধিক্ তোরে, ধিক্, ছুষ্টমতি,
পাপি ! শৃগালের আশা কেশরীকামিনী
সহ কেলি করিবার,—ওরে রে বর্বর !”

এতেক কহিয়া রোষে নিকোষিলা অসি
সুন্দাসুর, তা দেখিয়া বীরমদে মাতি,
হৃঙ্কারি নিজ অস্ত্র ধরিলা অমনি
উপসুন্দ,—গ্রহ-দোষে বিগ্রহ-প্রয়াসী ।
মাতঙ্গিনী-প্রেম-লোভে কামার্ভ যেমতি
মাতঙ্গ যুঝয়ে, হায়, গহন কাননে
রোষাবেশে, ঘোর রণে কুক্ষণে রণিলা
উভয়, ভুলিয়া, মরি, পূর্বকথা যত !

তমঃসম জ্ঞান-রবি সতত আবরে
বিপত্তি ! দৌহার অস্ত্রে ক্ষত দুই জন,
ত্বিত্তি ক্ষিত্তি রক্তশ্রোতে, পড়িলা ভূতলে !

কতক্ষণে সুন্দাসুর চেতন পাইয়া,
কাতরে কহিল চাহি উপসুন্দ পানে ;
“কি করিছ, ভাই, পূর্বকথা ভুলি ?
এত যে করিছ তপঃ ধাতায় তুষিতে ;
এত যে যুঝিছ দৌহে বাসবের সহ ;
এই কি তাহার ফল ফলিল হে শেষে ?
বালিবন্ধে সৌধ, হায়, কেন নির্মাইছ
এত যত্নে ? কাম-মদে রত যে ছুষ্টমতি,
সতত এ গতি তার বিদিত জগতে ।
কিন্তু এই দুঃখ, ভাই, রহিল এ মনে—
রণক্ষেত্রে শত্রু জিনি, মরিছ অকালে,

মরে যথা মৃগরাজ পড়ি ব্যাধ-ফাঁদে ।”

এতেক কহিয়া, হায়, সুন্দাসুর বলী,
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি, শরীর ত্যজিয়া
অমরারি, যথা, মরি, গান্ধারীনন্দন,
নরশ্রেষ্ঠ, কুরুবংশ ধ্বংস গণি মনে,
যবে ঘোর নিশাকালে অশ্বখামা রথী
পাণ্ডব-শিশুর শির দিলা রাজহাতে !

মহা শোকে শোকী তবে উপসুন্দ বলী
কহিলা ; “হে দৈত্যপতি, কিসের কারণে
লুটায় শরীর তব ধরণীর তলে ?
উঠ, বীর, চল, পুনঃ দলিগে সমরে
অমর ! হে শূরমণি, কে রাখিবে আজি
দানব-কুলের মান, তুমি না উঠিলে ?
হে অগ্রজ, ডাকে দাস চির অনুগত
উপসুন্দ ; অল্প দোষে দোষী তব পদে
কিঙ্কর ; ক্ষমিয়া তারে, হে বাসবজয়ি,
লয়ে এ বামারে, ভাই, কেলি কর উঠি !”

এইরূপে বিলাপিয়া উপসুন্দ রথী,
অকালে কালের হস্তে প্রাণ সমর্পিয়া
কর্মদোষে । শৈলাকারে রহিলা দুজনে
ভূমিতলে, যথা শৈল—নীরব, অচল ।

সমরে পড়িল দৈত্য । কন্দর্প অমনি
দর্পে শঙ্খ ধরি ধীর নাদিলা গস্তীরে ।
বহি সে বিজয়নাদ আকাশ-সম্ভবা
প্রতিধ্বনি, রড়ে ধনী ধাইলা আশুগা
মহারঙ্গে । তুঙ্গ শৃঙ্গে, পর্বতকন্দরে,
পশিল স্বর-তরঙ্গ । যথা কাম্যবনে
দেব-দল, কতক্ষণে উতরিল তথা
নিরাকারা দূতী । “উঠ,” কহিলা সুন্দরী,
“শীঘ্র করি উঠ, ওহে দেবকুলপতি !

ভ্রাতৃভেদে ক্ষয় আজি দানব দুর্জয় ।”

✓ যথা অগ্নি-কণা-স্পর্শে বারুদ-কণিক-
রাশি, ইরম্মদরূপে, উঠয়ে নিমিষে
গরজি পবন-মার্গে, উঠিলা তেমতি
দেবসৈন্য শূন্যপথে ! ✓ রতনে খচিত
ধ্বজদণ্ড ধরি করে, চিত্ররথ রথী
উন্মীলিলা দেবকেতু কোতুকে আকাশে । ✓
✓ শোভিল সে কেতু, শোভে ধূমকেতু যথা
তারানির,— তেজে ভস্ম করি সুররিপু !
বাজাইল রণবাণ বাণকর-দল
নিকণে । চলিলা সবে জয়ধ্বনি করি ।
চলিলেন বায়ুপতি, খগপতি যথা
হেরি দূরে নাগবৃন্দ—ভয়ঙ্কর গতি ;
সাপটি প্রচণ্ড দণ্ড চলিলা হরষে
শমন ; চলিলা ধনুঃ টঙ্কারিয়া রথী
সেনানী ; চলিলা পাশী ; অলকার পতি,
গদা হস্তে ; স্বর্ণরথে চলিলা বাসব,
ত্ৰিষায় জিনিয়া ত্ৰিষাম্পতি দিনমণি ।
চলে বাসবীয় চমু জীমূত যেমতি
ঝড় সহ মহারড়ে ; কিম্বা চলে যথা
প্রমথনাথের সাথে প্রমথের কুল
নাশিতে প্রলয়কালে, ববন্বম রবে—
ববন্বম রবে যবে রবে শিঙ্গাধ্বনি !

ঘোর নাদে দেবসৈন্য প্রবেশিল আসি
দৈত্যদেশে । যে যেখানে আছিল দানব,
হতাশ তরাসে কেহ, কেহ ঘোর রণে
মরিল ! মুহূর্তে, আহা, যত নদ নদী
প্রস্রবণ, রক্তময় হইয়া বহিল !

শৈলাকার শবরাশি গগন পুরশে ।

শকুনি গৃধিনী ঠাষ—বিকট মূর্তি — ৩ /

যুড়িয়া আকাশদেশ, উড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে
মাংসলোভে । বায়ুসখা সুখে বায়ু সহ
শত শত দৈত্যপুরী লাগিলা দহিতে ।
মরিল দানব-শিশু, দানব-বনিতা ।
হায় রে, যে ঘোর বাত্যা দলে তরু-দলে
বিপিনে, নাশে সে মূঢ় মুকুলিত লতা,
কুসুম-কাঞ্চন-কাস্তি ! বিধির এ লীলা ।

বিলাপী-বিলাপধ্বনি জয়নাদ সহ
মিশিয়া পুরিল বিশ্ব ভৈরব আরবে !
কত যে মারিলা যম কে পারে বর্ণিতে ?
কত যে চূর্ণিলা, ভাঙ্গি তুঙ্গ শৃঙ্গ, বলী
প্রভঞ্জন ;—তীক্ষ্ণ শরে কত যে কাটিলা
সেনানী ; কত যে যুথনাথ গদাঘাতে
নাশিলা অলকানাথ ; কত যে প্রচেতা
পাশী ; হায়, কে বর্ণিবে, কার সাধ্য এত ?

দানব-কুল-নিধনে, দেব-কুল-নিধি
শচীকাস্ত, নিতাস্ত কাতর হয়ে মনে
দয়াময়, ঘোর রবে শঙ্খ নিনাদিলা
রণভূমে । দেবসেনা, কাস্ত দিয়া রণে
অমনি, বিনতভাবে বেড়িলা বাসবে ।

কহিলেন সুনাসীর গম্ভীর বচনে ;—
“সুন্দ-উপসুন্দাসুর, হে শূরেন্দ্র রথি,
অরি মম, যমালয়ে গেছে দৌহে চলি
অকালে কপালদোষে । আর কারে ডরি ?
তবে বৃথা প্রাণিহত্যা কর কি কারণে ?
নীচের শরীরে বীর কভু কি প্রহারে
অস্ত্র ? উচ্চ তরু—সেই ভস্ম ইরম্মদে ।
যাক্ চলি নিজালয়ে দিতিসুত যত ।
বিষহীন ফণী দেখি কে মারে তাহারে ?
আনহ চন্দনকাষ্ঠ কেহ, কেহ যত ;

আইস সবে দানবের প্রেতকর্ষ করি
 যথা বিধি। বীর-কুলে সামান্য সে নহে,
 তোমা সবা যার শরে কাতর সমরে !
 বিশ্বনাশী বজ্রাগ্নিরে অবহেলা করি,
 জ্বিলিল যে বাহু-বলে দেবকুলরাজে,
 কেমনে তাহার দেহ দিবে সবে আজি
 খেচর ভূচর জীবে ? ✓ বীরশ্রেষ্ঠ যারা,
 বীরারি পূজিতে রত সতত জগতে !” ✓

এতেক কহিলা যদি বাসব, অমনি
 সাজাইলা চিতা চিত্ররথ মহারথী ।
 রাশি রাশি আনি কাষ্ঠ সুরভি, ঢালিলা
 যত তাহে । আসি শুচি—সর্বশুচিকারী—
 দহিলা দানব-দেহ । অনুমৃতা হয়ে,
 সুন্দ-উপসুন্দাসুর-মহিষী রূপসী
 গেলা ব্রহ্মলোকে,—দৌহে পতিপরায়ণা ।

তবে তিলোত্তমা পানে চাহি সুরপতি
 জিষ্ণু, কহিলেন দেব মৃচ্ছ মন্দস্বরে ;—
 “তারিলে দেবতাকুলে অকূল পাথারে
 তুমি ; দলি দানবেন্দ্রে তোমার কল্যাণে,
 হে কল্যাণি, স্বর্গলাভ আবার করিহু ।
 এ সুখ্যাতি তব, সতি, ঘুষিবে জগতে
 চিরদিন । যাও এবে (বিধির এ বিধি)
 সূর্য্যালোকে ; সুখে পশি আলোক-সাগরে,
 কর বাস, যথা দেবী কেশব-বাসনা,
 ইন্দুবদনা ইন্দিরা—জলধির তলে ।”

চলি গেলা তিলোত্তমা—তারাকারা ধনী—
 সূর্য্যালোকে । সুরসৈন্য সহ সুরপতি
 অমরাপুরীতে হর্ষে পুনঃ প্রবেশিলা ।

ইতি শ্রীতিলোত্তমাসম্ভবে কাব্যে বাসব-বিজয়ো নাম

চতুর্থ সর্গ ।

গ্রন্থ সমাপ্ত ।

তিলোত্তমা-সম্ভব ।

(পুনর্লিখিত অংশ)

মধুসূদন “তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য আশুপ্ত সংশোধিত করিবার...মানস করিয়া-
ছিলেন ; কিন্তু সময়ভাবে... শেষ করিতে পারেন নাই, ...কিয়দংশ মাত্র লিখিয়া ক্ষান্ত
হইয়াছেন ।” (‘চতুর্দশপদী-কবিতাবলি’ ১ম সংস্করণের “প্রকাশকদিগের বিজ্ঞাপন”
পৃ ১৩০) । ‘চতুর্দশপদী কবিতাবলী’র প্রথম সংস্করণের শেষ ভাগে “অসমাপ্ত
কাব্যাবলি” শিরোনাম দিয়া “তিলোত্তমাসম্ভবে”র এই অংশ সংযোজিত হয় । সেখান
হতেই ইহা পুনর্মুদ্রিত হইল ।

প্রথম সর্গ

ধবল নামেতে খ্যাত হিমাদ্রির শিরে
দেবাত্মা, ভীষণ-মূর্ত্তি, অত্র-ভেদী গিরি,
অটল, ধবল-কায় ; ব্যোমকেশ যেন
উর্দ্ধবাহু শুভ্র-বেশে, মজি চিরযোগে,
যোগী-কূলে পূজ্য যোগী !—কি নিকুঞ্জ-রাজী, ৫
কি তরু, কি লতা, কিবা ফল-ফুলাবলী,
আর আর শৈল-শিরে শোভে যা, মুঞ্জরী
মরকত-ময় স্বর্ণ-কিরীটের রূপে ;
না পরেন অচলেন্দ্র অবহেলি সবে,
বিমুখ ভবের সুখে ভব-ইন্দ্র যেন ১০
জিতেন্দ্রিয় ! স্নানাদিনী বিহঙ্গিনী যত,
বিহঙ্গম সু-নিনাদী, অলি মধু-লোভী,
কভু নাহি ভ্রমে তথা ; সিংহ—বনরাজা,—
বন-লণ্ডভণ্ড-কারী শুণ্ডধর করী,—
গণ্ডার, শার্দ ল, কপি,—বন-বাসী পশু— ১৫
সুলোচনা কুরঙ্গিনী, বন-কমলিনী,—
ফণিনী কুম্বলে মণি, ফণী বিষ-ভরা,
না যায় নিকটে তাঁর—বিকট-শেখরী !
সতত, তিমিরময়, গভীর গহ্বরে,

কোলাহলে জল-দল মহা কোলাহলে, ২০
 ভোগবতী শ্রোতস্বতী পাতালে যেমতি
 কল্লোলিনী ! বহে বায়ু ভৈরব আরবে,
 মহা কোপে লয়-রূপে, পূর্ণ তমোগুণে,
 নিশ্বাস ছাড়েন যেন সর্ব-নাশ-কারী !
 কি দানব, কি মানব, যক্ষ, রক্ষঃ বলী, ২১
 কি দানবী, কি মানবী, কিবা নিশাচরী,
 সকলেরি অগম্য—দুর্গম দুর্গ যেন !
 দিবা নিশি মেঘ-রাশি উড়ে চারি দিকে,
 ভূতেশের সঙ্গে ভূত নাচে রঙ্গে যেন ।

এহেন বিজন স্থানে দেব-কুল-পতি ৩০
 বাসব বসিয়া কেন একাকী, তা কহ,
 পঙ্কজ-বাসিনি দেবি, এ তব কিঙ্করে ?
 সুরাসুর সহ অহি অনন্ত, যে বলে
 আনন্দে মন্দরে বাঁধি, সিন্ধুরে মথিলা
 অমৃত-রসের আশে,—সেই বল-সম ৩১
 যাচি কৃপা, কর দয়া আজি অকিঞ্চে,
 বাগ্‌দেবি ! যতনে মথি বাক্যের সাগরে,
 কবিতার সুধা যেন পাই তব বলে ।
 কর দয়া অভাজনে, বিশ্ব-বিমোহিনি !
 অসীম মহিমা তব, হায়, দীন আমি,—
 কিন্তু যে চন্দ্রের বাস চন্দ্রচূড়-চূড়ে,—
 জননি, শিশির-বিন্দু ক্ষুদ্র ফুল-দলে
 লভে না কি আভা কভু তাঁর শোভা হতে ?

কোথা সে ত্রিদিব, যার ভোগ লভিবারে,
 কঠোর তপস্যা নর করে যুগে যুগে,
 কত শত নরপতি রত অশ্বমেধে,
 সগর রাজার বংশ ধ্বংস, মা, যে লোভে ?
 কোথা সে অমরাবতী—পূর্ণ চির-সুখে ?
 কোথা বৈজয়ন্ত-ধাম, রত্নময়ী পুরী,

তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য : পুনর্লিখিত অংশ	৯১
মলিন প্রভায় যার প্রভাকর ভানু	৫০
কোথায় সে রাজ-ছত্র, রাজাসন কোথা, রবি-পরিধির আভা মেরু-শৈলোপরি !	
কোথায় নন্দন-বন, বসন্ত যে বনে বিরাজেন নিত্য সুখে ? পারিজাত কোথা, অক্ষয়-লাবণ্য ফুল ? ঋষি-মনোহরা	৫৫
কোথা সে উর্বশী, কহ ? কোথা চিত্রলেখা, জগত-জনের চিন্তে লেখা বিধুমুখী ? অলকা, তিলকা, রম্ভা, ভুবন-মোহিনী ? মিশ্রকেশী, যার চারু কেশ দিয়া গড়ি নিগড়, বাঁধেন কাম স্বর্গ-বাসী জনে ?	৬০
কোথায় কিম্বর, কোথা বিত্ৰাধর যত ? গন্ধর্বি, মদন-গর্বি খর্বি যার রূপে,— গন্ধর্বি-কুলের রাজা চিত্ররথ রথী, কামিনীর মনোরথ, নিত্য অরি-দমী দৈত্য-রণে ? কোথা, মা, সে ভীষণ অশনি,	৬৫
যার দ্রুত ইরশ্মদে, গম্ভীর গর্জনে, দেব-কলেবর কাঁপে থর থর করি, ভূধর অধীর ভয়ে, ভুবন চমকে আতঙ্কে ? কোথা সে ধনুঃ, ধনুঃ-কুল-মণি আভাময়, যার চারু রত্ন-কাস্তি-ছটা	৭০
নব-নীরদের শিরে ধরে শোভা, যথা শিখীর পুচ্ছের চূড়া রাবালের শিরে ? কোথায় পুঙ্কর, কোথা আবর্তক, দেবি, ঘনেশ্বর ? কোথা, কহ, সারথি মাতলি ? কোথা সে সুবর্ণ-রথ, মনোরথ-গতি;	৭৫
যার স্থিরপ্রভা দেখি ঋণ-প্রভা লাজে অস্থিরা, লুকায় মুখ, ঋণ দিয়া দেখা, (কাদম্বিনী স্বজনীর গলা ধরি কাঁদি) অন্বরে ? কোথায় আজি ঐরাবত বলী,	

গজেন্দ্র ? কোথায় হয় উচ্চৈঃশ্রবা, কহ,
 হয়েশ্বর, আশুগতি যথা আশুগতি ?
 কোথায় পৌলোমী সতী অনন্ত-যৌবনা,
 দেবেন্দ্র-হৃদয়-সরে প্রফুল্ল নলিনী,
 ত্রিদিব-লোচনানন্দ, আয়ত-লোচনা

রূপসী ? কোথায় এবে স্বর্গ-কল্পতরু,
 কামদা বিধাতা যথা ; যে তরুর পদে
 আনন্দে নন্দন-বনে দেবী মন্দাকিনী
 বহেন, বিমল-আভা, কল কল রবে ?
 কোথা মূর্তিমান্ রাগ, ছত্রিশ রাগিণী
 মূর্তিমতী—নিত্য যারা সেবিত দেবেশে ?
 সে দেব-বিভব সব কোথা, কহ এবে,
 কোথা সে দেব-মহিমা—দেবি বীণাপাণি ?

ছরস্ত দানব-দ্বয়, দৈব-বলে বলী,
 বিমুখি সমুখ রণে দেব দেব-রাজে,
 পুরি দেবরাজ-পুরী ঘোর কোলাহলে,
 লুটি দেবরাজ-পুর-বৈভব, বিনাশি
 (দ্বেষ-বিষে জলি) হায়, দেব-রাজ-পুরে
 সে পুরের অলঙ্কার, অহঙ্কারে আজি
 বসিয়াছে রাজাসনে দেব-রাজ-ধামে
 পামর ! যেমতি শ্বাস রুদ্রের, প্রলয়ে
 বাতময়, উথলিলে জল-সমাকুলে,
 প্রবল তরঙ্গ-দল, অবহেলি রোধে,
 ধরার কবরী হতে ছিঁড়ি লয় কাড়ি
 সুবর্ণ কুসুম-দাম ; যে সুন্দর বপুঃ
 আনন্দে মদন-সখা সাজান আপনি
 দিয়া নানা ফুল-সাজ ; সে সুন্দর বপুঃ
 ফুল-সাজ-শূণ্য বশা করে অনাদরে,—
 গভীর ছঙ্কারে পশে রম্য বন-স্থলে ।

দ্বাদশ বৎসর যুঝি দিতিজারি যত,

তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য : পুনর্লিখিত অংশ	৯৩
দুর্জয় দিতিজ-ভুজ-প্রতাপে তাপিয়া (হীন-বল দৈব-বলে) ভঙ্গ দিলা রণে আতঙ্কে । দাবাগ্নি যথা, সঞ্জে সখা বায়ু, হুহুকারে প্রবেশিলে গহন কাননে, হেরি ভৌম শিখা-পুঞ্জ ধূম-পুঞ্জ মাঝে, চণ্ড মুণ্ড-মালিনীর লোল জিহ্বা যেন	১১০ ১১৫
(রক্ত-বীজ-কুল-কাল !) আকুল রক্ত রসে ; পরমাদ গণি মনে পলায় কেশরী মৃগেন্দ্র ; করীন্দ্র-বন্দ পলায় তরাসে উর্দ্ধশ্বাস ; মৃগাদন ধায় বায়ু-বেগে ; কুরঙ্গ সুশৃঙ্গধর, ভুজঙ্গ চৌদিকে পলায় ; পলায় শূন্যে বিহঙ্গম উড়ি ; পলায় মহিষ-দল, রোষে রাঙা আঁখি, কোলাহলে পুরি দেশ ক্ষিতি টলমলি ; পলায় গণ্ডার, বন লণ্ডভণ্ড করি পলায়নে ; ধায় বাঘ ; ধায় প্রাণ লয়ে ভল্লুক বিকটাকার ; আর পশু যত বলবন্ত, কিন্তু ভয়ে বলশূন্য এবে ;— অব্যর্থ কুলিশে ব্যর্থ হেরি সে সমরে, পলাইয়া পরিহরি সমর কুলিশী পুরন্দর ; পলাইলা জল-দল-পতি পাশী, সর্কনাশী পাশে হেরি (দৈব-বলে) ত্রিয়মাণ, মহোরগ যেন মন্ত্র-তেজে ! পলাইলা ঝড়াকারে বায়ু-কুল-পতি ; পলাইলা শিখি-পৃষ্ঠে শিখিধ্বজ রথী সেনানী ; মহিষাসনে সর্ক-অস্ত-কারী কৃতাস্ত, কৃতাস্ত-দূতে হেরিলে যেমতি সহসা, পলায় প্রাণী প্রাণ বাঁচাইতে ! পলাইলা গদাধারী অলকার পতি, ব্যর্থ গদা হাতে, হায়, দুর্হ্যোধন যথা	১২০ ১২৫ ১৩০ ১৩৫

মিত্র ক্ষত্র-শূদ্র দেখি কুরুক্ষেত্রে, গেলা ১৪০
 (বিষাদে নিখাসি ঘন !) জলাশয় পানে,
 একাকী, সহায়-হীন !—পলাইলা এবে
 দেবগণ, রণভূমি ত্যজি অভিমানে ;
 পুরিল জগত দৈত্য জয় জয় নাদে,
 বসিল দেবারি ছুঁই দেব-রাজাসনে, ১৪৫
 হর-কোপানল যেন, মদনে দহিয়া,
 বিরহ-অনল-রূপে, ভৈরবে বেড়িল
 রতির কোমল হিয়া, হায়, পোড়াইতে
 সে হিয়া, কেন না রতি স্থাপি সে মন্দিরে
 নিত্যানন্দ মদনের মূর্তি, সুন্দরী ১৫০
 পূজেন আদরে, প্রেম-ফুলাঞ্জলি দিয়া !
 সুন্দ উপসুন্দাসুর, দ্বন্দ্বি সুর সহ
 লণ্ডভণ্ড করিল অখিল ভূমণ্ডলে ।
 ইত্যাদি—

পরিশিষ্ট

দুর্লভ শব্দ ও বাক্যাংশের ব্যাখ্যা

সর্গ পংক্তি

- ১ : ২ দেব-আত্মা—দেবতার আত্মাবিশিষ্ট। “অস্তুতরশ্চাং দিশি দেবতায়া
হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ”—‘কুমারসম্ভব।’
- ১৮ মণিকুস্তলা—মণি শিরে ঘাহার ; কুস্তল এখানে শির অর্থে।
- ১৯ শেখর—শিখর, চূড়া।
- ২৫ সর্বনাশকারী—লয়ের দেবতা মহাদেব।
- ৩৬ শেষের—শেষ নাগের, অনন্ত নাগের।
- ৪০ স্থাগুর—শিবের।
- ১০৪ নগদল—হস্তিসমূহ (মধুসূদনের প্রয়োগ) ; নগজদল শুদ্ধ।
- ১০৬ মুগাদন—ব্যাঘ্রবিশেষ, নেকড়ে বাঘ।
- ১১৩ জীবনতরঙ্গ—জলের ঢেউ।
- ১৪৯ পক্ষরাজ—পক্ষিবাজ।
- ১৯৮ রজঃকাস্তি—রজতকাস্তি ; রজত অর্থে রজঃ মধুসূদন বহু স্থলে প্রয়োগ
করিয়াছেন।
- ২০০ বিশদবসনা—শুভ্রবসনা।
- ৩২৩ রঞ্জনের—রক্ত চন্দনের।
- ৩৩৩ প্রফুল্লিত—প্রফুল্ল (মধুসূদনের প্রয়োগ)।
- ৩৪১ অনন্ত-যৌবন দেব—চিরযৌবনস্বরূপ দেব।
- ৩৮৫ কন্দলী—কদলী অথবা ছত্রক-বিশেষ।
- ৪৭১ শোভাঞ্জন—সজিনাগাছ।
- ৪৭২ বদরী ইত্যাদি—ভগবান্ বেদব্যাসের আশ্রমের নাম বদরিকাশ্রম।
- ৪৮০ অশোক—বৈদেহি, হায় ইত্যাদি—সীতাদেবীকে রাবণ অশোকবনে
রাখিয়াছিল।
- ৫২৬ নবীনা মালিকা—নবমল্লিকা।
- ৫২৮ গন্ধ-মাদন—গন্ধমাদন পর্বত ; অথবা গন্ধবিশিষ্ট কীটবিশেষ।
- ২ : ১১১ কারণ-কিরণে—কারণ—সৃষ্টির আদিশক্তি, তাহার তেজে।
- ১১৭ বিভাসে—বিতায় ; একরূপ প্রয়োগ ২য় সর্গের ৫৫৭ পংক্তিতেও আছে।
- ১৫৮ গরুঅন্ত-কুলপতি—পক্ষি-কুলপতি।

সর্গ পংক্তি

- ২ : ২৫৩ প্রতिसরে—বৃত্তাকারে, মালায় ছড়ায় মত ।
 ৫১৫ চতুস্কন্ধ—চতুরঙ্গ, সৈন্য ; ১ম সংস্করণে “চতুরঙ্গ” ছিল ।
 ৫৪৫ সেনা—দেবসেনা, কার্তিকেয়ের পত্নী ।
- ৩ : ১ তুরাসাহ—ইন্দ্র ।
 ২ প্রচেতাঃ—বরুণ ।
 ৩১ রম-উরসে—রমণীর বক্ষে ।
 ৩৫ সদানন্দ সম—মহাদেবের মত ।
 ৪৪ অস্তারত—অস্তনিহিত ।
 ৪৯ অশনায়—ক্ষুধায় ।
 ৫২ পরমত্তকারী—প্রমত্তকারী ।
 ৬০ ব্রহ্মার নিসর্গধারী—ব্রহ্মার স্বভাববিশিষ্ট অর্থাৎ সত্ত্বগুণময় ।
 ২২০ ধায়ে—ধাইয়া ।
 ২৬১ কৃত্তিকাকুলবল্লভ—“বল্লভ” সম্ভান অর্থে, কৃত্তিকাকুলবল্লভ—কার্তিকেয় ।
 ২৭৭ বসু-পূর্ণাগার—ধনপূর্ণাগার ।
 ২৭৯ মদন—বিভ্রমকারী ।
 ৪৩৬ পুটে—পুটপাকে ।
 ৪৭২ শ্বসন—বায়ু ।
 ৬০০ পুষ্পলাবী—পুষ্পচয়নকারিণী, মালিনী ।
 ৬০৪ রাগিলা—রঞ্জিত করিল ।
- ৪ : ৪ জগদম্বু—জগন্মাতা, সরস্বতী অর্থে (সরোধনে) ।
 ৯৭ দীদিবি—দীপ্তিসম্পন্ন ।
 ৩৭০ স্বর—স্বর্গ ।
 ৪০৭-৮ মধুমতী পুরী—মৌচাক ।
 ৫৮৮ সুনাসীর—ইন্দ্র ।
 ৬০৯ শুচি—অগ্নি ।

পদ্মাবতী নাটক

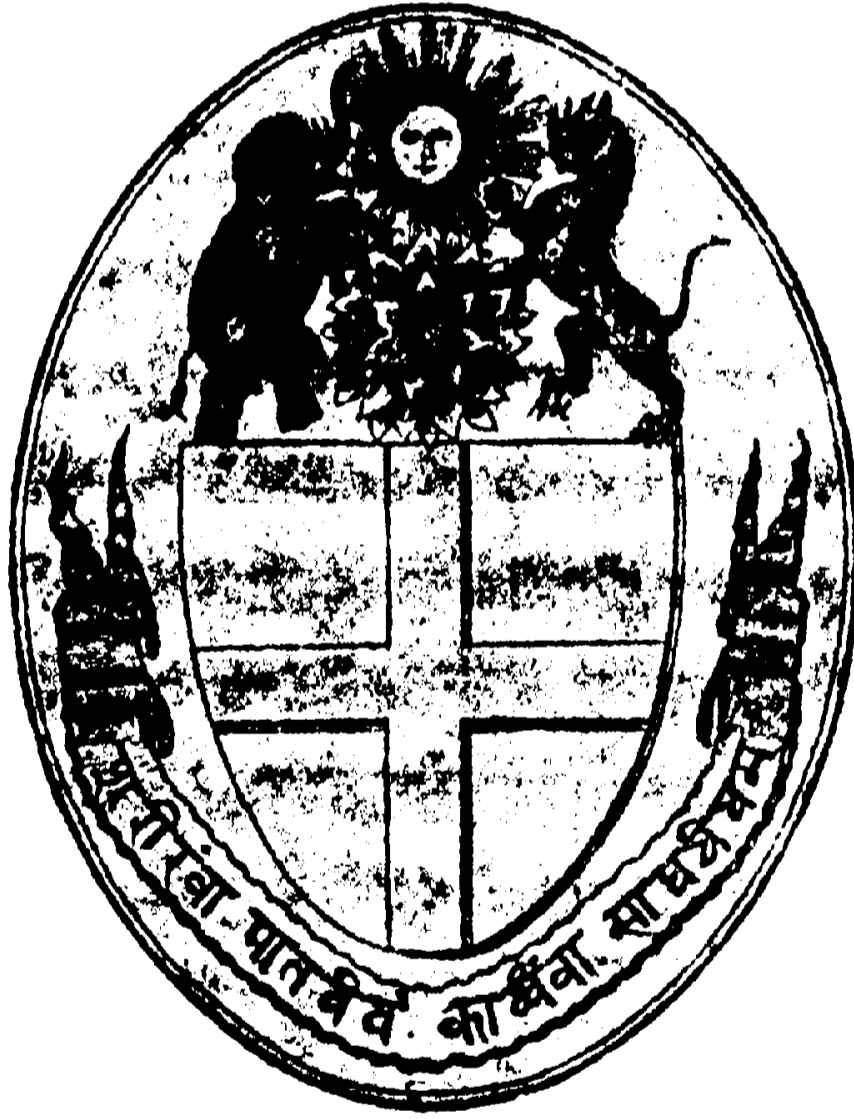
মাইকেল মধুসূদন দত্ত

[১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত]

সম্পাদক :

ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সজনীকান্ত দাস



বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৪৩১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড

কলিকাতা-৬

প্রকাশক
শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম মুদ্রণ—বৈশাখ, ১৩৪৮
দ্বিতীয় মুদ্রণ—শ্রাবণ, ১৩৫৫
তৃতীয় মুদ্রণ—আষাঢ়, ১৩৬২
চতুর্থ মুদ্রণ—ভাদ্র, ১৩৭১

মূল্য—১.৫০ পয়সা

শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্ডিয়া স্ট্রিট রোড, কলিকাতা-৩৭
হইতে শ্রীপদ্মপতি দে কর্তৃক মুদ্রিত।

১১—১৭.২.১৯৬৪

ভূমিকা

মধুসূদনের প্রথম বাংলা গ্রন্থ ‘শশ্মিষ্ঠা নাটক’। ইহার পরেই তিনি দুইখানি প্রহসন রচনা করিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে বেঙ্গাছিয়া নাট্যশালায় যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সহিত বাংলায় অমিত্রহন্দ-সম্পর্কে তিনি বাজি রাখিয়াছিলেন। ‘পদ্মাবতী নাটকে’ তিনি সর্বপ্রথম এই ছন্দের প্রবর্তন করেন। এই একটি মাত্র কারণে ‘পদ্মাবতী নাটক’ চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। এই প্রসঙ্গে রামগতি স্মায়রত্ন তাঁহার ‘বঙ্গালাভাষা ও বঙ্গালাসাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাবে’ (১৮৭৩) লিখিয়াছিলেন—

...এই নাটকের মধ্যে অনেকগুলি উৎকৃষ্ট গীত দৃষ্ট হইল। পঞ্চগুলি নূতনপ্রকার—অর্থাৎ অমিত্রহন্দে রচিত। বঙ্গালা পন্নায়ের প্রতি-অর্কের শেষ অক্ষরে মিল থাকে, এই জন্ত উহাকে মিত্রহন্দ বলা যায়—অমিত্রহন্দে সেরূপ মিল নাই। এই ছন্দ ইঙ্গরেজির মিন্টন প্রভৃতির গ্রন্থে বহুসমাদৃত, বঙ্গালার কেহই এ পর্যন্ত উহার অঙ্কন করেন নাই—মাইকেলই উহার সৃষ্টিকর্তা বা প্রবর্তিতা, এবং পদ্মাবতী নাটকই উহার প্রথম প্রয়োগস্থল।
—পৃ. ২৬৫।

গ্রীক ধর্ম পুরাণের সহিত সম্পর্কযুক্ত—এ কথা মানিয়াও স্মায়রত্ন মহাশয় এই নাটকটিকে “কবির স্বকপোলকল্পিত” বলিয়াছেন। কিন্তু ‘জীবন-চরিত’-প্রণেতা যোগীন্দ্রনাথ বসু দেখাইয়াছেন (৪র্থ সংস্করণ, পৃ. ১৪৮-৫১), ইহা গ্রীক পুরাণের ছায়াপাতে রচিত হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন—

...Discordia অথবা কলহদেবী, অস্তিত্ব দেবীগণের মধ্যে বিবাদ উৎপাদন করিবার জন্ত, একটী সুবর্ণময় “আপল” (apple) নির্মাণপূর্বক, তাহাতে ইহা “সর্বোত্তম সুন্দরী জন্ত” এইরূপ লিখিয়া, তাঁহাদিগের মধ্যে সিন্ধেপ করেন। জুপিটারের (Jupiter) পত্নী জুনো (Juno), জ্ঞান ও বিজ্ঞার অধিষ্ঠাত্রী দেবী প্যালাস (Pallas) এবং সৌন্দর্য ও প্রেমের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ভিনস্ (Venus), প্রত্যেকেই আপনাকে সর্বোত্তম সুন্দরী স্থির করিয়া, তাহা প্রাপ্ত হইবার জন্ত একান্ত উৎসুক হন। তাঁহারা ট্রয়-রাজপুত্র পারিসকে (Paris), আপনাদিগের মধ্যস্থ স্থির করিয়া, প্রত্যেকেই তাঁহাকে, আপন কার্যোদ্ধারের জন্ত, পুরস্কার প্রদানে স্বীকৃতি হন। জুনো তাঁহাকে সাম্রাজ্য, প্যালাস তাঁহাকে সংগ্রামে বিজয়লক্ষী, এবং ভিনস্ তাঁহাকে সর্বোত্তম সুন্দরী প্রদান করিতে প্রতিশ্রুতি

হন। প্যারিস সৰ্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী বোধে তিনিসকেই সুবর্ণ আপল প্রদান করেন। অপরা দেবীত্ব, ইহাতে ঈর্ষায় ও অভিমানে, প্যারিসের সৰ্বনাশের জন্ত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। ইহাই সুপ্রসিদ্ধ ট্রয়নগর ধ্বংসের কারণ। মধুসূদন, এই গ্রীক উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া, তাঁহার পদ্মাবতী রচনা করিয়াছিলেন। গ্রীক কবির জায় তিনিও তাঁহার গ্রন্থ দেব ও মানব অভিনেতার কার্যে পূর্ণ করিয়াছেন। গ্রীক কাব্যেও যেমন পদ্মাবতীতেও তেমনই, মানব অভিনেতাগণ দেব-অভিনেতাগণের হস্তে ক্রীড়াপুঙ্খলির জায় পরিচালিত হইয়াছেন। পদ্মাবতী নাটকের শচী, রতিদেবী, নারদ, রাজা ইন্দ্রনীল এবং রাজকুমারী পদ্মাবতী, যথাক্রমে, গ্রীক পুরাণের জুনো, ডিনস, ডিস্করুডিয়া, প্যারিস এবং হেলেনের আদর্শে কল্পিত হইয়াছেন। পার্থক্যের মধ্যে এই যে, গ্রীক কাব্যের জ্ঞান ও বিজ্ঞার অধিষ্ঠাত্রী দেবী প্যালাসের পরিবর্তে মধুসূদন পদ্মাবতী নাটকে যক্ষরাজমহিষী মুরঙ্গা দেবীর অবতারণা করিয়াছেন। জ্ঞান ও বিজ্ঞার অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে সামান্য সৌন্দর্য্যভিমামিনী রমণীর জায় বিবাদপরায়ণা না করিয়া মধুসূদন গ্রীক কবির অপেক্ষা বরং সুরুচির পরিচয় দিয়াছেন। জীজ্ঞাতি বিজ্ঞাবতী ও বুদ্ধিমতী হইলেও সৌন্দর্য্যভিমামিনী, এই বলিয়া অনেকে গ্রীক কবিকে সমর্থন করিতে পারেন; কিন্তু জীজ্ঞাতির প্রতি অশ্রদ্ধা এবং অবজ্ঞা হইতে যে এরূপ সংস্কারের উৎপত্তি, তাহা তাঁহারা অনুধাবন করেন না। সামান্য রমণীর পক্ষে যাহা সম্ভবপর, জ্ঞান ও বিজ্ঞার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর পক্ষে কখনই তাহা সম্ভব নহে। পদ্মাবতীর আখ্যায়িকাটি যদিও গ্রীক পুরাণ হইতে পরিগৃহীত, তথাপি মধুসূদন তাহাকে এরূপ হিন্দু আকার দান করিয়াছেন যে, তাহার অস্বকরণাংশও মৌলিক বলিয়া মনে হয়।

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে এপ্রিল মাসের শেষে অথবা মে মাসের প্রথম সপ্তাহে 'পদ্মাবতী নাটক' প্রকাশিত হয়; পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ৭৮। প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্রটি এইরূপ—

পদ্মাবতী নাটক। / শ্রীমাইকেল মধুসূদন দত্ত / প্রণীত। / "চীয়েতে
বালিশ্চাপি সংক্ষেত্রপতিতা কৃষিঃ।" / মুদ্রারাক্ষসঃ। / কলিকাতা। / শ্রীযুত
ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ১৮২ সংখ্যক / ভবনে ষ্ট্যান্‌হোপ্‌ যন্ত্রে যন্ত্রিত। /
সন ১২৬৭ সাল। /

মধুসূদনের জীবিতকালে ইহার তিনটি সংস্করণ হইয়াছিল। তৃতীয় সংস্করণের (১২৭৬ সাল, পৃ. ৯০) পাঠই আদর্শরূপে গৃহীত হইয়াছে।

'পদ্মাবতী'-সম্পর্কে মধুসূদন ও তাঁহার বন্ধুদের চিঠিপত্রে যে সকল সংবাদ পাওয়া যায়, এখানে তাহা একত্র সন্নিবিষ্ট হইল।—

১। মধুসূদন গৌরদাস বসাককে, ১৯ মার্চ ১৮৫৯

Now that I have got the taste of blood, I am at it again.
I am now writing another play. Some time ago, I sent a

synopsis of the plot to the Rajas, and they appear to be quite taken up with it. The first Act is finished. J. M. Tagore has written to me to say that it is "indeed very good." If I can achieve myself a name by writing Bengali I ought to do it. But I have said enough of self—a d—d unpleasant subject—'কীবন-চরিত,' পৃ. ২৪৭।

২। ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ মধুসূদনকে, ৮ মে ১৮৫৯

Three or I believe four acts of your new drama are with my brother. I have not had the pleasure of seeing them yet, but from the synopsis which was read to me some months ago, I have no doubt that the plot under your able management would be turned to good account. I am thinking of some domestic farces to follow immediately after the first representation of the 'Sermistha' and before it is repeated, just to show the public that we can act the sublime and ridiculous both at the same time and with the same actors.—'মধু-স্মৃতি,' পৃ. ১১৯-২০।

৩। যতীন্দ্রমোহন মধুসূদনকে

I should like very much to see Blank-verse gradually introduced in our dramatic literature. I am inclined to believe that at first it should be done with great caution and judgment. Where the sentiment is elevated or idea is poetical there only should short and smooth flowing passages in Blank-verse be attempted, so that the audience may be beguiled into the belief that they are hearing the self-same prose to which they are accustomed,—only sweetened by a certain inherent music pleasing and agreeable to the ear. But care must be taken that they may, in the first instance, be not scared away by the rugged grandeur of this form of versification nor disgusted by the rounded periods, replete with phrases, which are jargon to the untutored ears of many; for that would make the thing at once unpopular and injure the cause for many years to come.—'কীবন-চরিত,' পৃ. ২৬৫-৬৬।

৪। মধুসূদন রাজনারায়ণকে, ২৪ এপ্রিল ১৮৬০

...I don't know if you have seen 'Sarmistha' or if you have what you think of it. There is another Drama of mine which will be soon acted by a company of amateurs. It is also written on the classical model. As soon as it is out of the Printer's hands, I shall send you a copy and you must let me know what

you think of it. If I am spared, I intend to write 3 or 4 more plays of the classical kind, just to give our countrymen a taste for that species of the drama, and then take up historical and other subjects.—‘জীবন-চরিত,’ পৃ. ৩১১।

৫। মধুসূদন রাজনারায়ণকে, ১৫ মে ১৮৬০

Some days ago I wrote to my publisher to send you a copy of the new drama; I am very anxious to hear what you think of it. I am of opinion that our drama should be in blank-verse and not in prose, but the innovation must be brought about by degrees—‘জীবন-চরিত,’ পৃ. ৩১৬-১৭।

৬। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মধুসূদনকে, ২২ মে ১৮৬০

I quite forgot to mention in my last letter that I have read পদ্মাবতী with the greatest pleasure; and how could it be otherwise when the book owes its authorship, to you? The style is neat and colloquial (perhaps in some places a little too much so) and many of the sentiments are rich and fanciful. The story, being quite of a novel sort in the Bengali language, is highly entertaining and the interest in it is well preserved to the very last; in short the play is well worthy of the author of *Sharmista*;...—‘জীবন-চরিত,’ পৃ. ২৬৪।

৭। মধুসূদন রাজনারায়ণকে, ১ জুলাই ১৮৬০

Your opinion about Padmavati is very gratifying, indeed.—‘জীবন-চরিত,’ . ৩২১।

মধুসূদনের ‘পদ্মাবতী নাটক’ লইয়া সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় বিশেষ আলোচনা হয় নাই; ইহার একমাত্র কারণ এই যে, ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দেই পর পর মধুসূদনের চারিখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

‘পদ্মাবতী নাটক’ বেঙ্গালায় নাট্যশালায় অভিনীত হয় নাই। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে একাধিক বার কলিকাতার ধনি-গৃহে এবং ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে সাধারণ-রঙ্গালয়ে এই নাটকের অভিনয় হয়। সে-যুগে পদ্মাবতী গীতাভিনয়ও খুব জনপ্রিয় হইয়াছিল।

পদ্মাবতী নাটক

[১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে মুদ্রিত তৃতীয় সংস্করণ হইতে]

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

ইন্দ্রনীল । (রাজা) ।
মানবক । (বিদূষক) ।
রাজমন্ত্রী ।
দেবর্ষি নারদ ।
মহর্ষি অঙ্গিরা ।
মাহেশ্বরীপুরীর রাজ-কণ্ঠকী ।
ঐ পুরোহিত
কলি ।
সারথি ।

শচী দেবী ।
রতি দেবী ।
মুরজা দেবী ।
পদ্মাবতী ।
বসুমতী । (সখী) ।
মাধবী । (পরিচারিকা) ।
গৌতমী । (তপস্বিনী) ।
রম্ভা । (অঙ্গরী) ।

নাগরিকগণ, রক্ষকগণ, ইত্যাদি ।

পদ্মাবতী নাটক

প্রথমঙ্ক

বিদ্যাগিরি ;—দেব-উপবন ।

(ধনুর্বাণ-হস্তে রাজা ইন্দ্রনীলের বেগে প্রবেশ ।)

রাজা । (চতুর্দিক অবলোকন করিয়া স্বগত) হরিণটা দেখতে দেখতে কোন্ দিকে গেল হে ? কি আশ্চর্য্য ! আমি কি নিদ্রায় আবৃত হয়ে স্বপ্ন দেখছি ? আর তাই বা কেমন করে বলি । এই ত ভগবান্ বিদ্যাচল অচল হয়ে আমার সম্মুখে রয়েছেন । (চিন্তা করিয়া) এই পর্ব্বতময় প্রদেশে রথের গতি রোধ হয় বল্যে, আমি পদব্রজে হরিণটার অনুসরণ ক্রেশ স্বীকার করে অবশেষে কি আমার এই ফল লাভ হলো যে আমি একলা একটা নির্জন বনে এসে পড়লেম ? মরুভূমিতে মরীচিকা বারিক্রমে দর্শন দেয় ; তা এ স্থলে কি সে মায়ামুগ হয়ে আমাকে এত বৃথা ছুঃখ দিলে ? সে যা হোক, এখন এখানে কিঞ্চিৎকাল বিশ্রাম করে এ ক্রান্তি দূর করা আবশ্যিক । (পরিক্রমণ করিয়া) আহা ! স্থানটি কি রমণীয় ! বোধ করি এ কোন যক্ষ কিম্বা গন্ধর্বেব উপবন হবে । প্রকৃতি, মানব জাতির লোচনানন্দের নিমিত্তে, এমন অপক্লপ রূপ কোথাও ধারণ করেন না । আমি এই উৎসের নিকটে শিলাতলে বসি । এ যেন কলকল রবে আমাকে আহ্বান কচে । (উপবেশন করিয়া সচকিতে) এ কি ? এ উদ্যান যে সহসা অপূর্ব্ব সুগন্ধে পরিপূর্ণ হতে লাগলো ? (আকাশে কোমল বাত) আহা ! কি মধুর ধ্বনি ! কি— ? (সহসা নিদ্রাবৃত হইয়া শিলাতলে পতন ।)

(শচী এবং রতির প্রবেশ ।)

শচী । সখি, সুরপতির কথা আর কেন জিজ্ঞাসা কর । তিনি ছুঁই দৈত্যবংশ কিসে সমূলে ধ্বংস হবে এই ভাবনায় সদা সর্বদাই ব্যস্ত

থাকেন। তাঁর কি আর সুখভোগে মন আছে? রতিদেবি, তুমি কি ভাগ্যবতী। দেখ, তোমার মন্থ তিলাঙ্কের জন্তেও তোমার কাছ ছাড়া হন না। আহ! যেমন পারিজাত পুষ্পের আলিঙ্গন পাশে সৌরভমধু চিরকাল বাঁধা থাকে, তোমার মদনও তেমনি তোমার বশীভূত।

রতি। সখি, তা সত্য বটে। বিরহ-অনল যে কাকে বলে তা আমি প্রায় বিস্মৃত হয়েছি। (উভয়ের পরিক্রমণ) কি আশ্চর্য্য! শচীদেবি, ঐ দেখ তোমার মালতী মলয়মারুতের আগমনে যেন বিরক্ত হয়ে তাকে নিকটে আসতে ইঙ্গিতে নিষেধ কচে।

শচী। করবে না কেন? দেখ, ইনি সমস্ত দিন ঐ নির্মল সরোবরে নলিনীর সঙ্গে কেলি করে কেবল এই এখানে আসছেন। এতে কি মালতীর অভিমান হয় না? আর আপনার গায়ের গন্ধেই ইনি আপনি ধরা পড়ছেন।

(মুরজা দেবীর প্রবেশ।)

কি গো, সখি মুরজা যে? এস, এস। আজ তোমার এত বিরস বদন কেন?

মুর। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) সখি, আমার ছুঃখের কথা আর কাকে বলবো?

রতি। কেন, কেন? কি হয়েছে?

মুর। প্রায় পনের বৎসর হলো পার্শ্বতী আমার কন্যা বিজয়াকে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ কতো অভিশাপ দেন; তা সেই অবধি তার আর কোন অনুসন্ধান পাই নাই।

শচী। সে কি? ভগবতী পৃথিবী না তাকে স্বর্গে ধারণ কতো স্বীকার পেয়েছিলেন?

মুর। হাঁ—পেয়েছিলেন আর ধরেও ছিলেন বটে। কিন্তু তার জন্ম হলো তাকে যে লালন পালনের জন্তে কার হাতে দিয়েছেন এ কথাটি তিনি কোনমতেই আমাকে বলতে চান না। আমি আজ তাঁর পায়ে ধরে যে কত কেঁদেছি, তা আর কি বলবো?

রতি। তা ভগবতী তোমাকে কি বললেন?

মুর। তিনি বললেন—“বৎসে, সময়ে তুমি আপনিই সকল জানতে পারবে। এখন তুমি রোদন সম্বরণ করে অলকায় যাও। তোমার বিজয়া পরম সুখে আছে।”

শচী। তবে, সখি, তোমার এ বিষয়ে চঞ্চল হওয়া কোনমতেই উচিত হয় না। আর বিবেচনা করে দেখ, পৃথিবীতে মানুষের জীবনলীলা জলবিশ্বের মতন অতি শীঘ্রই শেষ হয়।

মুর। সখি, বিজয়ার বিরহে আমার মন থেকে থেকে যেন কেঁদে উঠে! হায়! জগদীশ্বর আমাদের অমর করেও ছুঃখের অধীন কল্যেয়ন।

শচী। সখি, বিধাতার এ বিপুল সৃষ্টিতে এমন কোন্ ফুল আছে যে তাতে কীট প্রবেশ কতে না পারে?

(দূরে নারদের প্রবেশ।)

নার। (স্বগত) আমি মহর্ষি পুলস্ত্যের আশ্রমে শূন্যপথ দিয়ে গমন করতেছিলাম। অকস্মাৎ এই দেব-উপবনে এই তিনটি দেবনারীকে দেখে ইচ্ছা হলো যে যেমন করে পারি এদের মধ্যে কোন কলহ উপস্থিত করাই—এই জন্মেই আমি এই পর্বত-সান্নিতে অবতীর্ণ হয়েছি। তা আমার এ মনস্কামনাটি কি সুযোগে সুসিদ্ধ করি? (চিন্তা করিয়া হাঁ, হয়েছে। এই যে সুবর্ণ-পদ্মাটি আমি মানস সরোবর থেকে অবচয়ন করে এনেছি, এর দ্বারাই আমার কার্য সফল হবে। (অগ্রসর হইয়া) আপনাদের কল্যাণ হউক।

সকলে। দেবর্ষি আমরা সকলে আপনাকে অভিবাদন করি। (প্রণাম।)

শচী। (স্বগত) এ হতভাগা ত সর্বত্রই বিবাদের মূল, তা এ আবার কোথেকে এখানে এসে উপস্থিত হলো?—ও মা! আমি এ কি কচ্চি? ও যে অস্তুর্যামী। ও আমার এ সকল মনের কথা টের পেলে কি আর রক্ষা আছে। (প্রকাশে) ভগবন, আজ আমাদের কি শুভ দিন! আমরা আপনার শ্রীচরণ দর্শন করে চরিতার্থ হলেম। তবে আপনার কোথায় গমন হচে?

নার। (স্বগত) এ ছুটা জীটার কি কিছুমাত্র লজ্জা নাই। এ কি? এর যে উদরে বিষ, মুখে মধু। এ যে মাকালফল। বর্ণ দেখলে চক্ষুঃ

শীতল হয়, কিন্তু ভিতরে—ভস্ম ! তা আমার যে পর্য্যন্ত সাধ্য থাকে একে যথোচিত দণ্ড না দিয়ে এ স্থান হতে কোনমতেই প্রস্থান করা হবে না। (প্রকাশে) আপনাদের চন্দ্রানন দর্শন করায় আমি পরম সুখী হলেম। আমার কথা আর কেন জিজ্ঞাসা করেন ? আমি এক ঘোরতর বিপদে পড়ে এই ত্রিভুবন পর্য্যটন করে বেড়াচ্ছি।

রতি। বলেন কি ?

নার। আর বলবো কি ? কয়েক দিন হলো আমি কৈলাসপুরীতে হরগৌরী দর্শন করে আপন আশ্রমে প্রত্যাগমন কচ্ছিলেম, এমন সময়ে দৈবমায়ায় তৃষ্ণাতুর হয়ে মানস সরোবরের নিকট উপস্থিত হলেম—

শচী। তার পর, মহাশয় ?

নার। সরোবর-তীরে উপস্থিত হয়ে দেখলেম যে তার সলিলে একটি কনকপদ্ম ফুটে রয়েছে।

রতি। দেবর্ষি, তার পর কি হলো ?

নার। আমি পদ্মটির সৌন্দর্য্য দেখে তৃষ্ণা-পীড়া বিন্মুত হয়ে অতি যত্ন করে তুললেম।

সকলে। তার পর ? তার পর ?

নার। তৎক্ষণাৎ আকাশমার্গে এই দৈববাণী হলো—“হে নারদ, এ ভগবতী পার্বতীর পদ্ম ; একে অবচয়ন করা তোমার উচিত কর্ম্ম হয় নাই। এক্ষণে এ ত্রিভুবন মধ্যে যে নারী সর্ব্বাপেক্ষা পরমসুন্দরী তাকে এ পুষ্প না দিলে তুমি গিরিজার ক্রোধানলে দগ্ধ হবে।” হায় ! এ কি সামান্য বিপদ !—

শচী। (সহাস্ত্র বদনে) ভগবন্, আপনি এ বিষয়ে আর উদ্বিগ্ন হবেন না। আপনি এ পদ্মটি আমাকেই প্রদান করুন না কেন ?

মুর। কেন, তোমাকে প্রদান করবেন কেন ? দেবর্ষি, আপনি এ পদ্মটি আমাকে দিউন।

রতি। মুনিবর, আপনিই বিবেচনা করুন। এ দেবনির্ম্মিত কনকপদ্মের উপযুক্ত পাত্রী আমাপেক্ষা ত্রিভুবনে আর কে আছে ?

নার। (স্বগত) এই ত আমার মনস্কামনা সিদ্ধ হলো। তা এ ঝড় আরম্ভের আগেই আমার এখান থেকে প্রস্থান করা শ্রেয়ঃ। (প্রকাশে) আপনাদের এ বিষয়ে আমাকে অনুরোধ করা উচিত হয় না। দেখুন,

আমি বৃদ্ধ, বনচারী তপস্বী—আপনারা সকলেই দেবনারী। আপনাদের মধ্যে যে কে সর্বাপেক্ষা সুন্দরী, এ কথার নির্ঘণ্ট করা আমার সাধ্য নয়। অতএব আমি এই কনকপদ্ম এই ভগবান্ বিষ্ণ্যাচলের শৃঙ্গের উপর রাখ্লেম, আপনাদের মধ্যে যিনি পরমসুন্দরী, তিনি ব্যতীত আর কেউ এ পুষ্প স্পর্শ করবা মাত্রই তাঁকে পাষণ-মুক্তি ধর্যে এই উপবনে সহস্র বৎসর থাকতে হবে। আমি এক্ষণে বিদায় হ্লেম।

[প্রস্থান।

শচী। (ঈষৎ কোপে) তোমাদের মতন বেহায়া স্ত্রী কি আর আছে ?

উভয়ে। কেন ? বেহায়া আবার কিসে দেখ্লে ?

শচী। কেন, তা আবার জিজ্ঞাসা কর ? তোমাদের অহঙ্কার দেখ্লে ভয় হয় ! আই মা ! কি লজ্জার কথা ! তোমাদের কি আমার কাছে এত দর্প করা সাজে ?

উভয়ে। কেন, কেন ? আমরা কি দর্প করেছি ?

শচী। তোমরা কি জান না যে আমি ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী ?

মুর। ইঃ, তা হলেই বা। তুমি কি জান না যে আমি যক্ষেশ্বরের প্রণয়িনী মুরজা।

রতি। তোমাদের কথা শুনলে হাসি পায়। তোমরা কি ভুল্লে যে, যে অনঙ্গদেব সমস্ত জগতের মনঃ মোহন করেন, আমি তাঁর মনোমোহিনী রতি।

শচী। আঃ, তোমার মন্থথের কথা আর কইও না। হরের কোপানলে দন্ধ হওয়া অবধি তাঁর আর কি আছে ?

রতি। কেন, কি না আছে ? তুমি যদি আমাকে আমার মন্থথের কথা কইতে বারণ কর, তবে তুমিও তোমার ইন্দ্রের নাম আর মুখে এনো না। তোমার প্রতি যে সুরপতির কত অহুরাগ তা সকলেই জানে। তা তোমার প্রতি এত অহুরাগ না থাক্লে কি তিনি আর সহস্রলোচন হতেন ?

শচী। (সরোষে) তোর এত বড় যোগ্যতা ? তুই সুরেশ্বরের নিন্দা করিস্ ! তোর মুখ দেখ্লে পাপ হয়।

(অদৃশ্যভাবে নারদের পুনঃপ্রবেশ ।)

নারদ । (স্বগত) আহা ! কি কন্দলই বাধিয়েছি । ইচ্ছা করে যে
বীণাধ্বনি করে একবার আহ্লাদে হাত তুলে নৃত্য করি । (চিন্তা করিয়া)
যা হউক, এ দুর্জয় কোপাগ্নি এখন নির্বাণ করা উচিত ।

[প্রস্থান ।

মুর । আঃ, মিছে ঝগড়া কর কেন ?

আকাশে । হে দেবনারীগণ ! তোমরা কেন এ বৃথা বিবাদ করে
দেবসমাজে নিন্দনীয় হবে ? দেখ, ঐ উৎসের সমীপে শিলাতলে বিদর্ভ-
নগরের রাজা ইন্দ্রনীল রায় সুগুভাবে আছেন । তোমরা এ বিষয়ে ঔকে
মধ্যস্থ মান ।

মুর । ঐ শুনলে ত ? আর দ্বন্দ্বে কাজ কি ? এস, রাজা ইন্দ্রনীল
রায়কে জাগান যাক্ গে ।

শচী । রাজা ইন্দ্রনীল আমার মায়ায় নিদ্রাবৃত হয়ে রয়েছে । এস,
আমরা ঐ শিখরের কাছে দাঁড়িয়ে মহারাজকে মায়াজাল হতে মুক্ত করি ।

[সকলের প্রস্থান, আকাশে কোমল বাত ।

রাজা । (গাত্রোথান করিয়া স্বগত) আহা ! কি চমৎকার স্বপ্নটাই
দেখতেছিলাম । (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হে নিদ্রাদেবি, আমি
কি অপরাধ করেছি যে তুমি এ সময়ে আমার প্রতি এত প্রতিকূল হলো ?
হায় ! আমি সশরীরে স্বর্গভোগ কতো আরম্ভ করবামাত্রই তুমি
আমাকে আবার এ দুর্জয় সংসারজালে টেনে এনে ফেললে ? জননি, এ
কি মায়ের ধর্ম !—আহা ! কি চমৎকার স্বপ্নটাই দেখছিলাম ! বোধ
হলো যেন আমি দেবসভায় বসে অপ্সরীগণের মনোহর সঙ্গীত শ্রবণ
করতেছিলাম, আর চতুর্দিক্ থেকে যে কত সৌরভসুধা বৃষ্টি হতেছিল, তা
বর্ণনা করা মনুষ্যের অসাধ্য কর্ম । (সচকিতে) এ আবার কি ? এঁরা
সকল কে ?—দেবী কি মানবী ?

(শচী, মুরজা এবং রতির পুনঃপ্রবেশ ।)

তা এঁদের অনিমেঘ চক্ষু আর ছায়াহীন দেহ এঁদের দেবত্ব-সন্দেহ দূর
না কল্যেও এঁদের অপরূপ রূপ লাভণ্যে আমার সে সংশয় ভঞ্জন হতো ।

নলিনীর আত্মা পেলো অন্ধ ব্যক্তিও জানতে পারে যে নলিনীই তার নিকটে ফুটে রয়েছে। এমন অপক্লপ রূপ লাভ্য কি ভূমণ্ডলে সম্ভবে ?

শচী। মহারাজের জয় হউক !

মুর। মহারাজ দীর্ঘায়ুঃ হউন।

রতি। মহারাজের সর্বত্র মঙ্গল হউক।

শচী। হে মহীপতে, আমি ইন্দ্রাণী শচী।

মুর। মহারাজ, আমি যক্ষরাজপত্নী মুরজা।

রতি। নরেশ্বর, আমি মন্থ প্রণয়িনী রতি।

শচী। (জনাস্তিকে মুরজা এবং রতির প্রতি) এক জনকে কথা কহিতে দাও—এত গোল কর কেন ? এমন কল্যে কি কর্ম সিদ্ধ হবে ?

রাজা। (প্রণাম করিয়া) আপনাদের শ্রীচরণ দর্শন করে আমার জন্ম সার্থক হলো। তা আপনারা এ দাসের প্রতি কি আজ্ঞা করেন ?

শচী। মহারাজ ঐ যে পর্বতশৃঙ্গের উপর কনকপদ্মটি দেখতে পাচোন, ঐটি আমাদের তিন জনের মধ্যে আপনি যাকে সর্বাপেক্ষা পরমসুন্দরী বিবেচনা করেন, তাকেই প্রদান করুন।

রতি। মহারাজ, শচী দেবী যা বললেন, আপনি তা ভাল করে বুঝলেন ত ?—যে সর্বাপেক্ষা পরমসুন্দরী—

শচী। আরে এত গোল কর কেন ?

রাজা। (স্বগত) এ কি বিষম বিভ্রাট। এঁরা সকলেই ত দেবনারী দেখছি, তা এঁদের মধ্যে কাকে তুষ্ট কাকেই বা রুষ্ট করবো। (প্রকাশে) আপনারা এ বিষয়ে এ দাসকে মার্জনা করুন।

শচী। তা কখনই হবে না। আপনি পৃথিবীতে ধর্মাবতার। আপনাকে অবশ্যই এ বিচার কতো হবে।

মুর। এ মীমাংসা আপনি না কল্যে আর কে করবে ?

রতি। তা এতে আপনার ভয় কি ? আপনি একবার আমাদের দিকে চেয়ে দেখলেই ত হয়।

রাজা। (স্বগত) কি সর্বনাশ ! আজ যে আমি কি কুলগ্নেই যাত্রা করেছিলাম, তা আর কাকে বলবো।

শচী। নরনাথ, আপনি যে চূপ করে রইলেন ? এ বিষয়ে কি আপনার মনে কোন সংশয় হয় ? দেখুন, আমি সুরেন্দ্রের মহিষী, আমি

ইচ্ছা কল্যে আপনাকে এই মুহূর্তেই সসাগরা পৃথিবীর ইন্দ্রত্বপদে নিযুক্ত কতে পারি।

মুর। শচী দেবি, এ, সখি, তোমার বৃথা গর্ব। দেখ, তোমরা প্রবল দৈত্যকুলের ভয়ে অমরাবতীতে দিবা রাত্রি যেন মরে থাক। তা তুমি আবার সসাগরা পৃথিবীর ইন্দ্রত্ব কোথেকে দেবে গা? (রাজার প্রতি) হে নরেশ্বর, আপনি বিবেচনা করুন, আমি ধনেশ্বরের ধর্মপত্নী; এ বসুমতী আমারই রত্নাগার,—এতে যত অমূল্য রত্নরাজি আছে, আমিই সে সকলের অধিকারিণী।

রতি। (স্বগত) বাঃ, এঁরা যে দুজনেই দেখছি বিচারকর্তাকে ঘুষ খাওয়াতে উদ্বৃত্ত হলেন, তবে আমি আর চূপ করে থাকি কেন? (প্রকাশে) মহারাজ, ইন্দ্রত্বপদের যে কি সুখ তা সুরপতিই জানেন। পক্ষিরাজ বাজ সদর্পে উন্নত পর্বতশৃঙ্গে বাস করে বটে; কিন্তু ঝড় আরম্ভ হলে সকলের আগে তারই সর্বনাশ হয়। আর ধনের কথা কি বলবো? যে ফণীর মস্তকে মণি জন্মে, সে সর্বদাই বিবরে লুকিয়ে থাকে। আর যদি কখন ক্ষুধাতুর হয়ে ঘোরতর অন্ধকার রাত্রেও বাইরে আসে, তবে তার মণির কাস্তি দেখে কে তার প্রাণ নষ্ট কতে চেষ্টা না করে? আরও দেখুন, ধন উপার্জনে যার মন, তার অবশেষে তুতপোকাকার দশা ঘটে। এই নির্বোধ কীট অনেক পরিশ্রমে একখানি উত্তম গৃহ নির্মাণ করে, তার মধ্যে বদ্ধ হয়ে, ক্ষুধাতৃষ্ণায় প্রাণ হারায়, পরে পট্টবস্ত্র অগ্নি লোকে পরে।

শচী। আহা! রতি দেবীর কি সূক্ষ্ম বুদ্ধি গা! তবে এ পৃথিবীতে সুখী কে?

রতি। তা তুমি কেমন করে জানবে? আমার বিবেচনায় মধুকর সর্বাপেক্ষা সুখী। পুষ্পফুলের মধুপান ভিন্ন তার আর কোন কর্মই নাই। তা মহারাজ, এ পৃথিবীতে যত পুষ্পস্বরূপ অঙ্গনা বিকশিতা হয়, তারা সকলেই আমার সেবিকা।

রাজা। (স্বগত) এখন আমার কি করা কর্তব্য? এ বিপদ হতে কিসে পরিত্রাণ পাই?

শচী। হে নরনাথ, আপনার আর এ বিষয়ে বলস্ব করা উচিত হয় না।

রাজা। যে আজ্ঞা। (কনকপদ্ম গ্রহণ করিয়া) আপনারা
স্বচ্ছাক্রমে আমাকে এ বিষয়ে মধ্যস্থ মেনেছেন, তা এতে আমার
বিবেচনায় যা যথার্থ বোধ হয়, আমি তা কল্যে ত আপনাদের মধ্যে কেউ
আমার প্রতি বিরক্ত হবেন না ?

সকলে। তা কেন হবো ?

রাজা। তবে আমি এ কনকপদ্ম রতি দেবীকে প্রদান করি। আমার
বিবেচনায় মন্থমনোমোহিনী রতি দেবীই বামাদলের ঈশ্বরী। (রতিকে
পদ্ম প্রদান।)

শচী। (সরোষে) রে দুষ্ট মানব, তুই কামের বশ হয়ে ধর্ম নষ্ট
করলি ? তা তোকে আমি এ নিমিস্ত যথোচিত দণ্ড দিতে কোন মতেই
ক্রটি করবো না।

[প্রস্থান।

মুর। (সরোষে) তুই রাজকুলে জন্মগ্রহণ করো, স্ত্রীলোভে চণ্ডালের
কর্ম করলি ? তা তুই যে কালক্রমে এর সমুচিত শাস্তি পাবি, তার কোন
সংশয় নাই।

[প্রস্থান।

রতি। (প্রফুল্ল বদনে) মহারাজ, আপনি এ বিষয়ে কোনমতেই
শঙ্কিত হবেন না। আমি আপনাকে রক্ষা করবো, আর আপনার
যথাবিধি পুরস্কার কতোও ভুলবো না। আপনি আমার আশীর্ব্বাদে পরম
সুখভোগী হবেন। এখন আমি বিদায় হই।

রাজা। (স্বগত) বিধাতার নির্ব্বন্ধ কে খণ্ডন কতো পারে ? তা
পরে আমার অদৃষ্টে যা থাকে তাই হবে ; এখন যে ঝগাটটা মিটে গেল,
এতেই বাঁচলোম। শচী আর মুরজা যে আমাকে ক্রোধানলে ভস্ম করো
যায় নাই, এই আমার পরম লাভ।

(সারণির প্রবেশ।)

সার। মহারাজের জয় হউক। দেব, আপনার রথ প্রস্তুত।

রাজা। সে কি ? তুমি এ পর্ব্বত-প্রদেশে রথ কি প্রকারে
আনলে ?

সার। (কৃতাজলিপুটে) মহারাজ, আপনার প্রসাদে এ দাসের পক্ষে এ অতি সামান্য কর্ম।

রাজা। তা রথ এখানে এনে ভালই করেছ। আমি এই ভগবান্ বিদ্ব্যাচলের মতন প্রায় অচল হয়ে পড়েছি। আর্ধ্য মানবক কোথায় ?

সার। আজ্ঞা—তিনি মহারাজের অেষেষণে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে বেড়াচেন।

নেপথ্যে। ও—হো।—হে।—হে!

রাজা। সারথি, তুমি রথের নিকটে আমার অপেক্ষা কর। আমি মানবককে সঙ্গে করে আনি।

সার। যে আজ্ঞা, মহারাজ।

[প্রস্থান।

রাজা। (স্বগত) দেখি মানবক এখানে একলা এসে কি করে। এমন নিভৃত স্থলে ওর মতন ভীকু মনুষ্যকে ভয় দেখান অতি সহজ কর্ম। (পর্বতান্তরালে অবস্থিতি।)

(বিদুষকের প্রবেশ।)

বিদু। (স্বগত) দূর কর মেনে! এ কি সামান্য যন্ত্রণা। ওরে নির্ধুর পেট, তুই এ অনর্থের মূল। আমি যে এই হাবাতে রাজাটার পাছে পাছে ওর ছায়ার মতন ফিরে বেড়াই, সে কেবল তোর জ্বালায় বৈ ত নয়। এই দেখ, এই পাহাড়ের দেশে হেঁটে হেঁটে আমি খোঁড়া হয়ে গেলেম। (ভূতলে উপবেশন করিয়া) হায়, এই যে ব্রাহ্মণের পাদপদ্ম, এর চিহ্ন স্বয়ং পুরুষোত্তম কত প্রযত্নে আপনার বক্ষুঃস্থলে ধারণ করেন। তা দেখ, এ পাথরের চোটে একেবারে যেন ছিঁড়ে গেছে। উঃ, একবার রক্তের স্রোতের দিকে চেয়ে দেখ, যেন প্রবালের বৃষ্টিই হচ্ছে। রে ছুষ্ট বিদ্ব্যাচল, তোর কি দয়ার লেশমাত্রও নাই। আর কোথেকেই বা থাকবে। তোর শরীর যেমন পাষণ, তোর হৃদয়ও তেমনি কঠিন। ওরে অধম, তোর কি ব্রহ্মহত্যা পাপের ভয় নাই ?

নেপথ্যে। (তর্জন গর্জন শব্দ।)

বিদু। ও বাবা! এ আবার কি? পর্বতটা রেগে উঠলো না কি?

নেপথ্যে। (তর্জন গর্জন শব্দ।)

বিদু। (সত্রাসে) কি সর্বনাশ! (ভূতলে জাহ্নুদ্বয় নিক্ষেপ করিয়া প্রকাশে) হে ভগবন্ বিদ্যাচল, তুমি আমার দোষ এবার ক্ষমা কর। প্রভু, আমি তোমার পায়ে পড়ি! আমি এই নাক কান মলে বলছি, আমি তোমাকে আর এ জন্মেও নিন্দা করবো না। হিমাদ্রিকে অচলেন্দ্র কে বলে? তুমিই পর্বতকূলের শিরোমণি। (গাত্রোথান এবং চিন্তা করিয়া স্বগত) দূর, আমার আজ কি হয়েছে। আমি একটুতে এত ডরালেম যে? বোধ করি, ও শব্দটা কেবল প্রতিধ্বনি মাত্র।

নেপথ্যে। ধ্বনি মাত্র।

বিদু। (সচকিতে) এ আবার কি? এ যে ষথার্থই প্রতিধ্বনি। তা পর্বত-প্রদেশই ত প্রতিধ্বনির জন্মস্থান। দেখি এর সঙ্গে কেন কিঞ্চিৎ আলাপই করি না। (উচ্চস্বরে) ওলো প্রতিধ্বনি।

নেপথ্যে।—পীরিতের ধনী।

বিদু। ওলো তুই আবার কোত্থেকে লো?

নেপথ্যে।—কে লো?

বিদু। তুই লো।

নেপথ্যে।—তুই লো।

বিদু। মর, তোর মুখে ছাই।

নেপথ্যে।—মুখে ছাই।

বিদু। কার মুখে লো? আমার মুখে কি তোর মুখে?

নেপথ্যে।—তোর মুখে।

বিদু। বাহবা! বাহবা!

নেপথ্যে।—বোবা।

বিদু। মর গস্তানি, তুই আমাকে গাল দিস্।

নেপথ্যে।—ইস্।

বিদু। যা, এখন যা।

নেপথ্যে।—আঃ।

বিদু। ও কি লো? তোর কি আমাকে ছেড়ে যেতে মন চায় না লো?

নেপথ্যে।—না লো।

বিদু। দূর মাগি, তুই এখন গেলে বাঁচি।

নেপথ্যে।—ঐ—ছি।

বিদু। মাগীকে তাড়াবার কোন উপায়ই দেখি না।

নেপথ্যে।—না।

বিদু। বটে? তবে এই দেখ। (মুখাবৃত করিয়া শিলাতলে উপবেশন।)

(রাজার পুনঃপ্রবেশ।)

রাজা। (স্বগত) আমাকে যে আজ কত বেশ ধরতে হচে, তা বলা ছুঁকর। আমি এই উপবনে নিষাদরূপে প্রবেশ করে, প্রথমতঃ দেবদেবীর মধ্যস্থ হলেম; তার পরে আবার প্রতিধ্বনিও হলেম; দেখি, আরও কি হতে হয়। (পর্বতান্তরালে অবস্থিতি।)

বিদু। (মুখ মোচন করিয়া স্বগত) মাগী গেছে ত। ওলো প্রতিধ্বনি, তুই কোথায় লো? রাম বলো, আপদ গেছে। (চতুর্দিক্ অবলোকন করিয়া) আহা! ফোয়ারাটি কি সুন্দর দেখ! এমন জল দেখলে শীতকালেও তৃষ্ণা পায়। তা আমার যে এক দৃঢ় প্রতিজ্ঞা আছে যে কিছু আহার না করে কখনই জল খাব না। কি আশ্চর্য্য! ঐ যে একটা উত্তম পাকা দাড়িম্ দেখতে পাচ্ছি। তা এ নির্জন স্থানে এক জন সৎশজাত ব্রাহ্মণকে কিছু ফলাহারই করাই নে কেন? (দাড়িম্বগ্রহণ।)

নেপথ্যে। রে ছুঁ তস্কর, তুই কি জানিস্ না যে এ দেব-উপবন যক্ষরাজের রক্ষিত?

বিদু। (সত্রাসে স্বগত) ও বাবা! এ আবার মাটি খেয়ে কি করে বসলেম।

নেপথ্যে। ওরে পাষণ্ড, আমি এই তোর মস্তকচ্ছেদন কতো আসুছি। (ছহঙ্কার ধ্বনি।)

বিদু। (সত্রাসে ভূতলে জাহ্নুদ্বয় নিক্ষেপ করিয়া প্রকাশে) হে যক্ষরাজ, আপনি এবার আমাকে রক্ষা করুন। আমি একজন অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, পেটের দায়েই এ কন্মটা করেছি।

নেপথ্যে। হা মিথ্যাবাদিন্, যার ব্রাহ্মণকুলে জন্ম, সে মহাত্মা কি কখন পরধন অপহরণ করে?

বিদু। (সত্রাসে) হে যক্ষরাজ, আমি আপনার মাথা খাই যদি মিথ্যা কথা কই। আমি যথার্থই ব্রাহ্মণ। তা আমি আপনার নিকটে এই শপথ কচি যে, যদি আর কখন পরের দ্রব্য চুরি করি, তবে যেন আমি সাত পুরুষের হাড় খাই। আমি এই নাকে খৎ দিয়ে বল্চি—

নেপথ্যে। দে, খৎ দে।

বিদু। (খৎ দিয়া) আর কি কতো আজ্ঞা করেন, বলুন।

নেপথ্যে। তুই এ স্থলে কি নিমিত্তে এসেছিস?

বিদু। (স্বগত) বাঁচলেম! আর যে কত ফল চুরি করে খেয়েছি, তা জিজ্ঞাসা কল্যে না। (প্রকাশে) যক্ষরাজ, আর দুঃখের কথা কি বলবো। আমি বিদর্ভনগরের রাজা ইস্রনীলের সঙ্গে আপনার উপবনে এসেছি।

নেপথ্যে। সে কি? বিদর্ভনগরের ইস্রনীল রায় যে অতি নিষ্ঠুর ব্যক্তি। সে না তার প্রজাদের অত্যন্ত পীড়ন করে?

বিদু। আপনি দেখ্‌ছি সকলই জানেন, তা আপনাকে আমি আর অধিক কি বলবো। রাজা বেটা রেয়েতের কাছে যখন যা দেখে, তখনই তাই লুটে পুটে ছায়।

নেপথ্যে। বটে? সে না বড় অসৎ?

বিদু। মহাশয়, ও কথা আর বলবেন না,—ওর রাজ্যে বাস করা ভার। বেটা রাবণের পিতামহ।

নেপথ্যে। বটে? রাজার কয় সংসার?

বিদু। আজ্ঞা, বেটা এখনও বিয়ে করে নি।

নেপথ্যে। কেন?

বিদু। মহাশয়, বেটা কৃপণের শেষ। পয়সা খরচ হবে বল্যে বিয়ে করে না।

(রাজার পুনঃপ্রবেশ।)

রাজা। কি হে দ্বিজবর, এ সকল কি সত্য কথা? আমি কি প্রজাপীড়ন করি? আমি কি দশানন অপেক্ষাও ছুরাচার? আমি কি অর্থ ব্যয় হবে বল্যে বিবাহ করি না?

বিদু। (স্বগত) কি সর্বনাশ! এ ত যক্ষরাজ নয়, এ যে রাজা ইন্দ্রনীল! তা এখন কি করি? একে যে গালাগালি দিছি, বোধ করি, মেরে হাড় ভেঙ্গে দেবে এখন।

রাজা। কি হে সখে মানবক, তুমি যে চূপ করে রইলে? এখন আমার উচিত যে আমিই তোমার মস্তকচ্ছেদ করি।

বিদু। হাঃ! হাঃ! হাঃ! (উচ্চহাস্য।)

রাজা। ও কি ও, হেসে উড়িয়ে দিতে চাও না কি?

বিদু। হাঃ! হাঃ! হাঃ! (উচ্চহাস্য।)

রাজা। মরু মূর্খ। তুই পাগল হলি না কি?

বিদু। হাঃ! হাঃ! হাঃ! বয়স্য, আপনি কি বিবেচনা করেন যে আমি আপনাকে চিন্তে পেরেছিলেম না। হাঃ! হাঃ! হাঃ!

রাজা। বল দেখি, কিসে চিন্তে পেরেছিলি?

বিদু। মহারাজ, হাতির গর্জন শুনে কি কেউ মনে করে যে কোলা ব্যাঙ ডাক্চে। সিংহের হুঙ্কার শব্দ কি গলাভাঙ্গা গাধার চীৎকার বোধ হয়। হাঃ! হাঃ! হাঃ! (উচ্চহাস্য।)

রাজা। ভাল, তবে তুমি আমাকে এত নিন্দা কল্যে কেন?

বিদু। বয়স্য, পাপকর্ম কল্যে তার ফল এ জন্মেও ভোগ কতো হয়। দেখুন, আপনি একজন সদ্ব্রাহ্মণকে ভয় দেখিয়ে তাকে কষ্ট দিতে উদ্বৃত হয়েছিলেন, তার জন্মেই আপনাকে নিন্দাস্বরূপ কিঞ্চিৎ তিক্ত বারি পান কতো হলো।

রাজা। (সহাস্য বদনে) সখে, তোমার কি অগাধ বুদ্ধি। সে যা হউক, আমি যে আজ এ উপবনে কত অদ্ভুত ব্যাপার দেখেছি, তা তুমি শুনলে অবাক হবে।

বিদু। কেন মহারাজ? কি হয়েছিল, বলুন দেখি?

রাজা। সে সকল কথা এ স্থলে বক্তব্য নয়। চল, এখন দেশে যাই। সে সব কথা এর পরে বলবো।

বিদু। তবে চলুন। (কিঞ্চিৎ পরিক্রমণ করিয়া অবস্থিতি।)

রাজা। ও আবার কি? দাঁড়ালে কেন?

বিদু। বয়স্য, ভাব্চি কি—বলি যদি এখানে রক্ষরাজ নাই, তবে ও পাকা দাড়িমটা ফেলে যাব কেন?

রাজা । (সহাস্ত বদনে) কে ফেলে যেতে বল্চে ? নাও না কেন ?

বিদু । যে আজ্ঞা । (দাড়িস্ব গ্রহণ ।)

রাজা । চল, এখন যাই । যদি যক্ষরাজ যথার্থই এসে উপস্থিত হন,
তবে কি হবে ?

বিদু । আজ্ঞা হাঁ—এ বড় মন্দ কথা নয় ; তবে শীঘ্রই চলুন ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

ইতি প্রথমাস্ক ।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

মহাধেরীপুরী—রাজওদ্ধাসংক্রান্ত উদ্ভান ।

(পদ্মাবতী এবং সখীর প্রবেশ ।)

পদ্মা । (আকাশে দৃষ্টিপাত করিয়া) সখি, সূর্য্যদেব অস্তে গেছেন বটে, কিন্তু এখনও একটু রোদ্দ আছে ।

সখী । প্রিয়সখি, তবুও দেখ, ঐ না একটি তারা আকাশে উঠেছে ?

পদ্মা । ওঁকে কি তুমি চেন না, সখি । ও যে ভগবতী রোহিণী । চন্দ্রের বিরহে ওঁর মন এত চঞ্চল হয়েছে, যে উনি লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়ে তাঁর আসুবার আগেই একলা এসে তাঁর অপেক্ষা কচেন ।

সখী । প্রিয়সখি, তা যেন হলো, কিন্তু একবার এদিকে চেয়ে দেখ । কি চমৎকার !

পদ্মা । কেন, কি হয়েছে ?

সখী । ঐ দেখ, মধুকর তোমার মালতীর মধু পান কতো এসেছে, কিন্তু মলয়মারুত যেন রাগ করেই ওকে এক মুহূর্তের জন্মেও স্থির হয়ে বসতে দিচেন না । আর দেখ, ওরও কত লোভ । ওকে যত বার মলয় তাড়াচেন, ও তত বার ফিরে ফিরে এসে বস্চে ।

পদ্মা । সখি, চল দেখিগে, চক্রবাকী তার প্রাণনাথকে বিদায় করে, এখন একলা কি কচ্যে ।

সখী । প্রিয়সখি, তাতে কাজ নাই । বরঞ্চ চল দেখিগে, কুমুদিনী আজ কেমন বেশ করে তার বাসর ঘরে চন্দ্রের অপেক্ষা কচ্যে ।

পদ্মা । সখি, যে ব্যক্তি সুখী, তার কাছে গেলেই বা কি, আর না গেলেই বা কি ? কিন্তু যে ব্যক্তি দুঃখী, তার কাছে গিয়ে ছুটি মিষ্ট কথা কইলে তার মন অবশ্যই প্রফুল্ল হয় । আমি দেখেচি যে উচ্চ স্থলে বৃষ্টিধারা পড়লে, জলটা অতিশীঘ্র বেগে চলে যায়, কিন্তু যদি কোন মরুভূমি কখন জলধরের প্রসাদ পায়, তবে সে তা তৎক্ষণাৎ ব্যগ্র হয়ে পান করে ।

(পরিচারিকার প্রবেশ ।)

পরি। রাজনন্দিনি, একজন পটোদের মেয়ে পট বেচবার জন্তে এসেছে ; আপনি যদি আজ্ঞা করেন, তবে তাকে এখানে ডেকে আনি । সে বলছে যে, তার কাছে অনেক রকম উত্তম উত্তম পট আছে ।

সখী। দূর, এ কি পট দেখবার সময় ?

পদ্মা। কেন ? এখনও ত বড় অন্ধকার হয় নাই । (পরিচারিকার প্রতি) যা, তুই চিত্রকরীকে ডেকে আনগে ।

পরি। রাজনন্দিনি, সে অতি নিকটেই আছে । (উচ্চস্বরে) ওলো পটোদের মেয়ে, আয়, তোকে রাজনন্দিনী ডাকছেন ।

নেপথ্যে। এই যাচি ।

(চিত্রকরীবশে রতি দেবীর প্রবেশ ।)

সখী। (জনাস্তিকে পদ্মাবতীর প্রতি) প্রিয়সখি, এর নীচকূলে জন্ম বটে, কিন্তু এর রূপলাবণ্য দেখলে চক্ষু জুড়ায় ।

পদ্মা। (জনাস্তিকে সখীর প্রতি) তুমি কি ভেবেচ, সখি, যে মণি মাণিক্য কেবল রাজগৃহেই থাকে ? কত শত অন্ধকারময় খনিতেও যে তাদের পাওয়া যায় । এই যে উজ্জ্বল মুক্তাটি দেখ্চ, এ একটা কদাকার গুঞ্জির গর্ভে জন্মেছিল । আর যে নলিনীকে লোকে ফুলকূলের ঈশ্বরী বলে, তার কাদায় জন্ম । (রতির প্রতি) তুমি কি চাও ?

রতি। (স্বগত) আহা ! রাজা ইন্দ্রনীলের কি সৌভাগ্য । তা সে শচীর আর মুরজার দর্প চূর্ণ করে আমার যে মান রেখেছ, আমার তাকেই এই অমূল্য রত্নটি দান করা উচিত ।

পদ্মা। চিত্রকরি, তুমি যে চুপ্ করে রৈলে ? তুমি ভয় করো না । এখানে কার সাধ্য যে, তোমার প্রতি কোন অত্যাচার করে ।

রতি। আপনি হচ্যেন রাজার মেয়ে, আপনার কাছে মুখ খুলতে আমার ভয় হয় ।

পদ্মা। (সহাস্য বদনে) কেন ? রাজকন্যারা কি রাঙ্গসী ? তারাও তোমাদের মতন মানুষ বৈ ত নয় ।

রতি। (স্বগত) আহা ! মেয়েটি যেমন সুন্দরী, তেমনই সরলা ।

পদ্মা । (শিলাতলে উপবেশন করিয়া) চিত্রকরি, এই আমি বসুন্ম, তোমার পট সকল এক একখান করে দেখাও ।

রতি । যে আজ্ঞে, এই দেখাচি ।

পদ্মা । চিত্রকরি, তুমি কোথায় থাক ?

রতি । আজ্ঞে, আমরা পাহাড়ে মানুষ ।

পদ্মা । তোমার স্বামী আছে ?

রতি । রাজনন্দিনি, আমার পোড়া স্বামীর কথা আর কেন জিজ্ঞাসা করেন ? তিনি আগুনে পুড়েও মরেন না । আর যেখানে সেখানে পান, কেবল লোকের মন মজিয়ে বেড়ান ।

সখী । প্রিয়সখি, যদি তোমার পট দেখতে ইচ্ছা থাকে, তবে আর দেরি করো না ।

পদ্মা । চিত্রকরি, এস, তোমার পট দেখাও ।

রতি । এই দেখুন । (একখান পট প্রদান ।)

পদ্মা । (অবলোকন করিয়া সখীর প্রতি) সখি, এই দেখ, অশোক-কাননে সীতা দেবী রাক্ষসীদের মধ্যে বসে কাঁদছেন । আহা ! যেন সৌদামিনী মেঘমালায় বেষ্টিতা হয়ে রয়েছে । কিম্বা নলিনীকে যেন শৈবালকুল ঘেরে বসেছে । আর ঐ যে ক্ষুদ্র বানরটি গাছের ডালে দেখচ, ও পবনপুত্র হনুমান্ । দেখ, জানকীর দশা দেখে ওর চক্ষের জল বৃষ্টিধারার মতন অনর্গল পড়ছে । সখি, এ সকল ত্রেতাযুগের কথা, তবু এখনও মনে হলো হৃদয় বিদীর্ণ হয় ।

রতি । (স্বগত) আহা ! এ কি সামান্য দয়াশীলা । ভগবতী বৈদেহীর দুঃখেও এর নয়ন অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হলো । (প্রকাশে) রাজনন্দিনি, আরও দেখুন । (অণ্ড একখান পট প্রদান ।)

পদ্মা । এ দ্রৌপদীর সয়ম্বর । এই যে ব্রাহ্মণ ধনুর্বাণ ধরে অলক্ষ্য লক্ষ্যের দিকে আকাশমার্গে দৃষ্টি কচোন, ইনি যথার্থ ব্রাহ্মণ নন । ইনি ছদ্মবেশী ধনঞ্জয় । ঐ যাজ্ঞসেনী ।

রতি । (পদ্মাবতীর প্রতি) রাজনন্দিনি, এই পটখান একবার দেখুন দেখি । (পট প্রদান ।)

পদ্মা । (অবলোকন করিয়া ব্যগ্রভাগে রতির প্রতি) চিত্রকরি, এ কার প্রতিমূর্তি লা ?

রতি । আজ্ঞে, তা আমি আপনাকে—(অর্দ্ধোক্তি ।)

পদ্মা । সখি—(মূর্ছাপ্রাপ্তি ।)

সখী । (পদ্মাবতীকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া) হায়, এ কি ! প্রিয়সখী যে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়লেন । (পরিচারিকার প্রতি) ওলো মাধবি, তুই শীঘ্র একটু জল আন ত লা ।

[পরিচারিকার বেগে প্রস্থান ।

রতি । (স্বগত) ইন্দ্রনীলের প্রতি যে পদ্মাবতীর এত পূর্বরাগ জন্মেছে, তা ত আমি জানুতেম না । এদের দুজনকে স্বপ্নযোগে কয়েক বার একত্র করাতেই এরা উভয়ে উভয়ের প্রতি এত অমুরক্ত হয়েছে । এ ত ভালই হয়েছে । আমার আর এখন এখানে থাকার কোন প্রয়োজন নাই । শচী আর মুরজার ক্রোধে পদ্মাবতীর কি অনিষ্ট ঘটতে পারবে ? আমি এ সকল বৃত্তান্ত ভগবতী পার্বতীকে অবগত করালে, তিনি যে এই পদ্মাবতীর প্রতি অমুকুল হবেন, তার কোন সন্দেহ নাই । (অন্তর্দ্বান ।)

সখী । (স্বগত) হায় ! প্রিয়সখী যে সহসা অচেতন হয়ে পড়লেন, এর কারণ কি ?

পদ্মা । (গাত্রোত্থান করিয়া ব্যগ্রভাবে) সখি, চিত্রকরী কোথায় গেল ?

সখী । কৈ, তাকে ত দেখতে পাই না । বোধ করি, সে তোমাকে অচেতন দেখে মাধবীর সঙ্গে জল আনতে গিয়ে থাকবে ।

পদ্মা । (ব্যগ্রভাবে) তবে কি সে চিত্রপটখানা সঙ্গে লয়ে গেছে ?

সখী । ঐ যে চিত্রপট তোমার সম্মুখেই পড়ে রয়েছে ।

পদ্মা । (ব্যগ্রভাবে চিত্রপট লইয়া বক্ষঃস্থলে স্থাপন করিয়া) সখি, এ চিত্রকরীকে তুমি আর কখন দেখেচ ?

সখী । প্রিয়সখি, তুমি যে চিত্রপটখানা এত যত্ন করে বুকে লুকিয়ে রাখলে ?

পদ্মা । আমি যা জিজ্ঞাসা করি, তার উত্তর দাও না কেন ? বলি, এ চিত্রকরীকে তুমি আর কখন দেখেচ ?

সখী । ওকে আমি কোথায় দেখবো ?

(জল লইয়া পরিচারিকার পুনঃপ্রবেশ ।)

পরি। রাজনন্দিনী যে আমি জল না আনতে আনতেই সেরে উঠেছেন, তা বেশ হয়েছে।

সখী। হ্যাঁ লা মাধবি, এ পটো মাগী কোন্ দিকে গেল তুই দেখেচিস্ ?

পরি। কেন ? সে না এখানেই ছিল। সে ত কই আমার সঙ্গে যায় নাই। যাই, এখন আমি এ ঘটিটে রেখে আসিগে।

[প্রস্থান।

পদ্মা। (চতুর্দিক্ অবলোকন করিয়া) কি আশ্চর্য্য ! সখি, আমি বোধ করি, এ চিত্রকরী কোন সামান্য স্ত্রী না হবে।

সখী। (চতুর্দিক্ অবলোকন করিয়া) তাই ত, এ কি পাখী হয়ে উড়ে গেল ?

পদ্মা। দেখ, সখি, তুমি কারো কাছে এ কথার প্রসঙ্গ করো না।

সখী। প্রিয়সখি, তুমি যদি বারণ কর, তবে নাই বা কল্যেয়। (নেপথ্যে নানাবিধ যন্ত্রধ্বনি) ঐ শোন। সঙ্গীতশালায় গানবাণ্ড আরম্ভ হলো। চল, আমরা যাই।

পদ্মা। সখি, তুমি যাও, আমি আরও কিছুকাল এখানে থাকতে ইচ্ছা করি।

সখী। প্রিয়সখি, তুমি না গেলে কি ওরা কেউ মন দিয়ে গাবে, না বাজাবে ?

পদ্মা। আমি গেলেম বল্যে। তুমি গিয়ে নিপুণিকাকে আমার বীণার সুর বাঁধতে বল।

সখী। আচ্ছা—তবে আমি চল্যেয়।

[প্রস্থান।

পদ্মা। হে রজনীদেবি, এ নিখিল জগতে কোন্ ব্যক্তি এমন দুঃখী আছে যে, সে তোমার কাছে তার মনের কথা না কয় ? দেখ, এই যে ধুতুরাফুল, এ সমস্ত দিন লজ্জায় আর মনস্তাপে মৌনভাবে থাকে, কেন না, বিধাতা একে পরমসুন্দরী করেও এর অধরকে বিষাক্ত করেছেন, কিন্তু তুমি এলে এও লজ্জা সম্বরণ করে বিকশিত হয়। জননি, তুমি পরমদয়াশীলা। (পরিক্রমণ করিয়া) হায় ! আমার কি হলো। আজ

কয়েক দিন অবধি আমি প্রতি রাতে যে একটি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখ্চি, তার কথা আর কাকে বলবো? বোধ হয়, যেন একটি পরমসুন্দর পুরুষ আমার পাশে দাঁড়িয়ে এই বলেন—“কল্যাণি, আমার এই হৃৎসরোবরকে সুশোভিত করবার নিমিত্তেই বিধাতা তোমার মতন কনকপদ্ম সৃষ্টি করেছেন। প্রিয়ে, তুমি আমার।” এইমাত্র বলে সেই মহাত্মা অন্তর্ধান হন। আর এই তাঁরই প্রতিমূর্ত্তি। এই যে চিত্রকরী, যিনি আমাকে এই অমূল্য রত্ন প্রদান করে গেলেন, ইনিই বা কে? (পটের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ ও নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হে প্রাণেশ্বর, তুমি অন্ধকারময় রাতে যে গৃহস্থের মন চুরি করেছ, সে তোমাকে এই মিনতি কচ্যে যে তুমি নির্ভয় হয়ে তার আর যা কিছু অবশিষ্ট আছে, তাও এসে অপহরণ কর।

নেপথ্যে। রাজনন্দিনী যে এখনও এলেন না? তিনি না এলে ত আমরা গাইতে আরম্ভ করবো না।

পদ্মা। (স্বগত) হায়! আমার এমন দশা কেন ঘটলো? হে স্বপ্নদেবি, এ যদি তোমারই লীলা হয়, তবে তুমি এ দাসীকে আর বৃথা যন্ত্রণা দিও না। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) তা আমি এ সকল কথা কি এ জন্মে আর ভুলতে পারবো?

(পরিচারিকার পুনঃপ্রবেশ)

পার। রাজনন্দিনি, আপনি না এলে ওরা কেউ গাইতে চায় না। আর নিপুণিকাও আপনার বীণার সুর বেঁধেচে।

পদ্মা। তবে চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

(শচী এবং মুরজার প্রবেশ।)

শচী। (সরোষে) সখি, রত্নিকে ত তুমি ভাল করে চেন না। ওর অসাধ্য কর্ম্ম কি আছে? দেখ, রুদ্রদেব রাগলে ভগবতী পার্বতীও তাঁর নিকটে যেতে ভয় পান, কিন্তু রত্নি অনায়াসে তাঁর কাছে গিয়ে কেঁদে কেঁদে চক্ষের জলে তাঁর কোপানল নির্বাণ করে। রত্নি ফাঁদ পাতলে তাতে কে না পড়ে? অমরকূলে এমন মেয়ে কি আর ছুটি আছে?

মুর। তা ও এখানে এসে কি করেছে ?

শচী। কি না করেছে ? এই মাহেশ্বরীপুরীর রাজা যজ্ঞসেনের মেয়ে পদ্মাবতীর মতন সুন্দরী নারী পৃথিবীতে নাই। রতি এই মেয়েটির সঙ্গে দুঃস্থ ইন্দ্রনীলের বিবাহ দেবার চেষ্টা পাচে। সখি, ইন্দ্রনীলকে যদি রতি এই স্ত্রীরত্নটি দান করে, তবে আমাদের কি আর মান থাকবে ?

মুর। তার সন্দেহ কি ? তা ও কি প্রকারে এ চেষ্টা পাচে, তার কিছু শুনেছ ?

শচী। শুনবো না কেন ? ও প্রতি রাতে এসে ইন্দ্রনীলের বেশ ধরে পদ্মাবতীকে স্বপ্নযোগে আলিঙ্গন দেয়, সুতরাং মেয়েটিও একেবারে ইন্দ্রনীলের জন্মে যেন উদ্ভূত হয়ে উঠেছে।

মুর। বাঃ, রতির কি বুদ্ধি ?

শচী। বুদ্ধি ? আর শোন না। আবার রাজলক্ষ্মীর বেশ ধারণ করে ও গত রাতে রাজা যজ্ঞসেনকে স্বপ্নে বলেছে যে যদি পদ্মাবতীর স্বয়ম্বর অতিশীঘ্র মহা সমারোহে না হয় তবে সে শ্রীভ্রষ্ট হবে।

মুর। কি আশ্চর্য্য ! স্বয়ম্বর হলেই ত ইন্দ্রনীল অবশ্যই আসবে। আর ইন্দ্রনীলকে দেখবামাত্রই পদ্মাবতী তাকেই বরণ করবে।

শচী। তা হলে আমরা গেলেম ! পৃথিবীতে কি আর কেউ আমাদের মানবে, না পূজা করবে ? সখি, তোমাকে আর কি বলবো। এ কথা মনে পড়লে রাগে আমার চক্ষে জল আসে। আর দেখ, রাজা যজ্ঞসেন মন্ত্রীদেব লয়ে আজ এই স্বয়ম্বরের বিষয়ে বিচার কচে।

মুর। তবে ত আর সময় নাই। তা এখন কি কর্তব্য ?—ও কি ও ? (নেপথ্যে বহুবিধ যন্ত্রধ্বনি) আহা ! কি মধুর ধ্বনি। সখি, একবার কাণ দিয়ে শোন। তোমার অমরাবতীতেও এমন মধুর ধ্বনি দুর্লভ।

শচী। ঔঃ, তুমিও যেমন। ও সকল কি আর এখন ভাল লাগে ?

নেপথ্যে। তুই, সই, আরম্ভ কর না কেন ?

নেপথ্যে। চুপ্ কর লো—চুপ্ কর। ঐ শোন, রাজনন্দিনী আরম্ভ কচেন। (বীণাধ্বনি।)

নেপথ্যে। আহা ! রাজনন্দিনি, তুমি কি ভগবতী বীণাপাণির বীণাটা একেবারে কেড়ে নেছ গা ?

নেপথ্যে । মর, এত গোল করিস্ কেন ?

নেপথ্যে । (গীত ।)

খাঘাজ—মধ্যমান ।

কেন হেরেছিলাম তারে ।

বিষম প্রেমের জ্বালা বুঝি ঘটিল আমারে ॥

সহজে অবোধ মন, না জানে প্রেম কেমন,

সাধে হয়ে পরাধীন, নিশিদিন ভাবে পরে ।

কত করি ভুলিবারে, মন তা তো নাহি পারে,

যবে যে ভাবনা করে, সে জাগে অন্তরে ।

শরমে মরম ব্যথা, নারি প্রকাশিতে কোথা,

জড়ের স্বপন যথা, মরমে মরি গুমরে ॥

মুর । শচী দেবি, আমরা কি নন্দনকাননে উর্বশী আর চারুনেত্রার মধুর স্বর শুনে মোহিত হলেম ?

শচী । সখি, তুমিও কি এই প্রজ্বলিত হতাশনে আছতি দিতে প্রবৃত্ত হলে ? দেখ, যদি রতির মনস্কামনা সুসিদ্ধ হয়, তবে এই সুধারস ছুঁই ইন্দ্রনীলই দিবারাত্র পান করবে । (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) সখি যক্ষেশ্বরী, আমার মতন হতভাগিনী কি আর ছুঁটি আছে ? লোকে আমাকে বৃথা ইন্দ্রাণী বলে । আমার পতি বজ্রদ্বারা কত শত উন্নত পর্বতশৃঙ্গকে চূর্ণ করে উড়িয়ে দেন ; কত শত বিশাল তরুরাজকে ভস্ম করে ফেলেন ; কিন্তু আমি, দেখ, একজন অতিক্ষুদ্র মানবকেও যৎকিঞ্চিৎ দণ্ড দিতে পারলেম না । হায় ! আমার বেঁচে আর সুখ কি !

মুর । তবে, সখি, তোমার কি এই ইচ্ছা যে, ইন্দ্রনীলকে শাস্তি দেবার জন্যে এ সুশীলা মেয়েটিকেও কষ্ট দেবে ?

শচী । কেন দেব না ? পরমাত্ম চণ্ডালকে দেওয়া অপেক্ষা জলে ফেলে দেওয়াও ভাল । দেখ, ছুঁইদমনের নিমিত্তে বিধাতা সময়বিশেষে ভগবতী পৃথিবীকে জলমগ্না করেন ।

মুর । তবে, সখি, চল, আমরা কলিদেবের কাছে যাই, তিনি এ বিষয়ের একটা না একটা উপায় অবশ্যই করে দিতে পারবেন ।

শচী। (চিন্তা করিয়া) হাঁ, এ যথার্থ কথা। কলিদেবই এ বিষয়ে আমাদের সাহায্য কতে পারবেন। তা সখি, চল, আমরা শীঘ্র তাঁরই কাছে যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

মাহেশ্বরীপুরী—রাজনিকেতন।

(কণ্ঠকীর প্রবেশ।)

কণ্ঠ। (স্বগত) আহা ! শৈলেন্দ্রের গলে শোভে যে রতন—
 সে অমূল ধন কভু সহজে কি তিনি
 প্রদান করেন পরে ? গজরাজ-শিরে
 ফলে যে মুকুতারাজি, কে লভয়ে কবে
 সে মুকুতারাজি, যদি না বিদরে আগে
 সে শিরঃ ? সকলে জানে, সুরাসুর মিলি
 মাথয়া কত যতনে সাগর, লভিলা
 অমৃত—কত পীড়নে পীড়ি জলনিধি !
 হায় রে, কে পারে পরে দিতে ইচ্ছা করি,
 যে মণিতে গৃহ তার উজ্জল সতত। (চিন্তা করিয়া)
 বিধির এ বিধি কিন্তু কে পারে লজ্জিতে ?—
 ছায়ায় কি ফল কবে দরশে তরুর ?
 সরোবরে ফুটিলে কমল, লোকে তারে
 তুলে লয়ে যায় সুখে। মলয়-মারুত,
 কুসুম-কানন-ধন সুরভিরে হরি,
 দেশ দেশান্তরে চলি যান কুতূহলে।
 হিমাদ্রির কনক ভবন ত্যজি সতী—
 ভবভাবিনী ভবানী—ভঞ্জন ভবেশে। (পরিক্রমণ)
 যার ঘরে জনমে ছুহিতা, এ যাতনা
 ভোগী সে ! (দীর্ঘনিশ্বাস)—

প্রভো, তোমারই ইচ্ছা। যা হোক, মহারাজ যে এখন রাজনন্দিনী পদ্মাবতীর স্বয়ম্বরে সম্মত হয়েছেন, এ পরম আছাদের বিষয়। এখন জগদীশ্বর এই করুন যে কণ্ঠাটি যেন একটি উপযুক্ত পাত্রের হাতেই পড়ে। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া প্রকাশে) কে ও ?

(সখীর প্রবেশ।)

বসুমতী না? আরে এস, দিদি এস! আমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ—কালক্রমে প্রায়ই অন্ধ হয়েছি, কিন্তু তবু ও পূর্ণশশীর উদয় হল্যে তাঁকে চিন্তে পারি। এস এস।

সখী। ঠাকুরদাদা, প্রণাম করি।

কঞ্চু। কল্যাণ হউক।

সখী। মহাশয়, আমার প্রিয়সখীর নাকি স্বয়ম্বর হবে?

কঞ্চু। এ কথা তোমাকে কে বল্যে?

সখী। যে বলুক না কেন? বলি এ সত্য ত?

কঞ্চু। বাঃ, কেমন করে সত্য হবে? তোমার প্রিয়সখী ত আর পাঞ্চালী নন যে তাঁর পঞ্চ স্বামী হবে। আমি বেঁচে থাকতে তাঁর কি আর বিবাহ হতে পারে? গৌরী কি হরকে বৃদ্ধ বল্যে ত্যাগ কতে পারেন? (হাস্য।)

সখী। (স্বগত) দূর বুড়ো। (হস্ত ধারণ করিয়া প্রকাশে) ঠাকুরদাদা, আপনার পায়ে পড়ি, বলুন না, এ কথাটা কি সত্য?

কঞ্চু। আরে কর কি? পায়ে হাত দিও না। তুমি কি জান না, নীরস তরুকে দাবানল স্পর্শ করলে, সে যে তৎক্ষণাৎ জ্বলে যায়।

সখী। তবে আমি চল্যম।

কঞ্চু। কেন?

সখী। এখানে থেকে আবশ্যিক কি? আপনার কাছে ত কোন কথাটিই পাওয়া যায় না।

কঞ্চু। (হাস্যবদনে) আরে, আমি রাজসংসারে চাকুরী করে বুড়ো হয়েছি। আমাকে ঘুষ না দিলে কি আমার দ্বারা কোন কর্ম হতে পারে? ঘানিগাছে তেল না দিলে সে কি সহজে ঘোরে?

সখী। আচ্ছা! রাজমাতার জন্মে সোণার হামান্দিস্তায় যে পান মসলা দিয়ে ছেঁচে, তাই আপনাকে না হয় একটু এনে দেব? তা হলে ত হবে?

কঞ্চু। সুস্থ পান নিয়ে কি হবে? মিঠাই টিঠাই কিছু দিতে পার কি না?

সখী। হাঁ! পারবো না কেন?

কঞ্চু। তবে বলি। এ কথা যথার্থ। তোমার প্রিয়সখীর স্বয়ম্বর হবে।

সখী। (ব্যগ্রভাবে) হাঁ মহাশয়, কবে হবে?

কঞ্চু। অতি শীঘ্রই হবে। মহারাজ মন্ত্রিবরকে স্বয়ম্বরের সমুদয় আয়োজন কত্বে অনুমতি করেছেন। আর কাল প্রাতে দুতেরা নিমন্ত্রণ-পত্র লয়ে দেশ দেশান্তরে যাত্রা করবে। দেখো, এ পদ্মের গন্ধে অলিকুল একেবারে উন্মত্ত হয়ে উড়ে আসবে। ও কি ও! তুমি যে কাঁদতে আরম্ভ কল্যে। তোমাকে ত আর শ্বশুরবাড়ী যেতে হবে না।

সখী। (চক্ষু মুছিয়া) কৈ? আমি কাঁদছি আপনাকে কে বললে? (রোদন।)

কঞ্চু। আরে ঐ যে। কি উৎপাত! তা তোমার জন্মেও না হয় একটা বর ধরে দেব, তার নিমিত্তে ভাবনা কি? তোমার প্রিয়সখী ত আর সকলকে বরণ করবেন না। আর যদি তুমি রাজকূলে বিয়ে কত্বে না চাও—তবে শর্মা ত রয়েছেন।

সখী। আঃ, যাও, মিছে ঠাট্টা করো না। (রোদন।)

(পরিচারিকার প্রবেশ।)

পরি। কঞ্চুকী মহাশয়, প্রণাম করি।

কঞ্চু। এস, কল্যাণ হউক। (স্বগত) এ গস্তানী আবার কোথথেকে এসে উপস্থিত হলো? কি আপদ। এ যে গঙ্গায় আবার যমুনা এসে পড়লেন। এখন ত আর জলের অভাব থাকবে না।

সখী। মাধবি, প্রিয়সখী যথার্থই এত দিনের পর আমাদের ছেড়ে চললেন। (রোদন।)

পরি। (ব্যগ্রভাবে) কেন, কেন? কি হয়েছে?

সখী। আমরা যে স্বয়ম্বরের কথা শুনেছিলাম, সে সকলই সত্য হলো। (রোদন।)

কঞ্চু। (স্বগত) আহা! প্রণয়পদ্মের মৃগালে যে কণ্টক জন্মে, সে কি সামান্য তীক্ষ্ণ? আর তার বেঁধনে যে প্রাণ কি পর্য্যন্ত ব্যথিত হয়, তা সে বেদনা যে সহ্য করেছে, সেই কেবল বলতে পারে। (প্রকাশে) আরে, তোরা যে কেঁদেই অস্থির হলি! এমন কথা শুনে কি কাঁদতে হয়? রাজনন্দিনী কি চিরকাল আইবড় থাকলে তোরা সুখী হবি?

পরি। বালাই! তাঁর শত্রু আইবড় থাকুক, তিনি থাকবেন কেন?

কঞ্চু। তবে তোরা কাঁদিস্ কেন লা?

পরি। তুমিও যেমন। কে কাঁদচে? তুমি কাণা হলে নাকি?

কঞ্চু। তবে তুই, ভাই, একবার হাস ত, দেখি?

পরি। হাসবো না কেন? এই দেখ (হাস্য ও রোদন।)

কঞ্চু। বেশ। ওলো মাধবি, লোকে বলে, রৌদ্রে বৃষ্টি হলে খেঁকশিয়ালীর বিয়ে হয়, তা আমি দেখ্‌চি তোরও বিয়ে অতি নিকট।

পরি। কেন? আমি কি খেঁকশিয়ালী! যাও, মিছে গাল দিও না।

সখী। ওলো মাধবি, চল্‌ আমরা যাই।

পরি। চল।

[উভয়ের ক্রন্দন করিতে করিতে প্রস্থান।

কঞ্চু। (স্বগত) আমাদের পদ্মাবতীর রূপ লাভ্য দেখলে কোন মতেই বিশ্বাস হয় না যে, এর মানবকূলে জন্ম। সৌদামিনী কি কখন ভূতলে উৎপন্ন হয়? আর এ যে কেবল সৌন্দর্য্য গুণে চক্ষুর সুখকরী মাত্র, তা নয়,—এমন দয়াশীলা পরোপকারিণী কামিনী কি আর আছে? আর তা না হবেই বা কেন? পারিজাত পুষ্প কি কখন সৌরভহীন হতে পারে? আহা! এ মহার্হ রত্ন কোন্ রাজগৃহ উজ্জল করবে হে?

নেপথ্যে বৈতালিক।

গীত।

পরজ কালংড়া—একতাল।

অপরূপ আজিকার রাজসভা শোভিল!

জিনি অমরাপুরী, নূপপুর হইতেছে;

বিভবে সুরেন্দ্র লাজ পাইল ॥

মোহনমুরতি অতি রাজন রাজিছে,
রতিপতি ভাতি হেরি মোহিল ।
তুলনা দিবার তবে, রজনী সে আপনি
শশীরে সাজায়ে ধনী আনিল ॥

কণ্ঠ । (স্বগত) এই ত মহারাজ সভা হতে গাত্রোথান কল্যেন ।
এখন যাই, আপনার কৰ্ম্ম দেখিগে ।

[প্রস্থান ।

ইতি দ্বিতীয়াক্ষ ।

তৃতীয়ঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

মাহেশ্বরীপুরী—রাজনিকেতন-সন্নিধানে মদনোচ্চান ।

(ছদ্মবেশে রাজা ইন্দ্রনীল এবং বিদুষকের প্রবেশ ।)

রাজা । সখে মানবক !

বিদু । মহারাজ—

রাজা । আরে ও আবার কি ? আমি একজন বণিক ; তুমি আমার মিত্র ; আমরা দুজনে এই মাহেশ্বরীপুরীর রাজকন্যা পদ্মাবতীর স্বয়ম্বর-সমারোহ দেখবার জন্মেই এ রাজ্যে এসেছি—

বিদু । আজ্ঞা—আর বলতে হবে না ।

রাজা । তবে তুমি এই শিলাতলে বসো, আমি ঐ দেবালয়ের নিকটে সরোবর থেকে একটু জল পান কর্যে আসি । আঃ, এই নগর ভ্রমণ করে আমি যে কি পর্য্যন্ত ক্লান্ত হয়েছি তার আর কি বলবো ।

বিদু । তবে আপনি কেন এখানে বসুন না, আমিই আপনাকে জল এনে দিচ্ছি । ব্রাহ্মণের জল খেলে ত আর বেণের জাত যায় না ।

রাজা । (সহাস্য বদনে) সখে, তা ত যায় না বটে, কিন্তু জল আনবে কিসে করে ? এখানে পাত্র কোথায় ? তুমি ত আর পবনপুত্র হনুমান্ নও, যে ঔষধ না পেয়ে একবারে গন্ধমাদনকে উপড়ে এনে ফেলবে ! তা তুমি থাক, আমি আপনিই যাই ।

[প্রস্থান ।

বিদু । (স্বগত) হায় ! আমার কি ছরদৃষ্ট ! দেখ, এই মাহেশ্বরীপুরীর রাজার মেয়ের স্বয়ম্বর হবে বল্যে, প্রায় এক লক্ষ রাজা এখানে এসে উপস্থিত হয়েছে ; আর এই নগরের চারি দিকে যে কত তাম্বু আর কানাত পড়েছে তার সংখ্যা নাই । কত হাতী, কত ঘোড়া, কত উট, কত রথ আর যে কত লোকজন এসে একত্র হয়েছে তা কে গুণে ঠিক কত্বে পারে ? আর কত শত স্থানে যে নট নটীরা নৃত্যগীত কচে তা বলা ছুঁকর । আর যেমন বর্ষাকালে জল পর্বত থেকে শত স্রোতে বেরিয়ে যায়, রাজভাণ্ডার থেকে সিদেপত্র তেমনিই বেরুচে । আহা ! কত যে

চাল, কত যে ডাল, কত যে তেল, কত যে লবণ, কত যে ঘি, কত যে সন্দেশ, কত যে দই, কত যে দুধ ভারে ভারে আসূচে যাচে তা দেখলে একেবারে চক্ষুঃ স্থির হয়। রাজাবেটার কি অতুল ঐশ্বর্য্য! (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) তা দেখ, এ হতভাগা বামণের কপালে এর কিছুই নাই। আমাদের মহারাজ কল্যেন কি, না সঙ্গে যত লোকজন এসেছিল তাদের সকলকে দূরে রেখে কেবল আমাকে লয়ে ছদ্মবেশে এ নগরে এসে চুকেছেন। এতে যে ঠুঁর কি লাভ হবে তা উনিই জানেন। তবে লাভের মধ্যে আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ আমার দক্ষিণাটি দেখ্‌চি লোপাপত্তি হবে। হায়! এ কি সামান্য ছুঃখের কথা? (চিন্তা করিয়া) মহারাজ একটা মেয়েমানুষকে স্বপ্নে দেখে এই প্রতিজ্ঞা করে বসেছেন, যে তাকে না পেলে আর কাকেও বিয়ে করবেন না। হায়! দেখ দেখি, এ কত বড় পাগ্লামি। আর—আমি যে রাত্রে স্বপ্নে নানা রকম উপাদেয় মিষ্টান্ন খাই তা বল্যে কি আমার ব্রাহ্মণী যখন খোড় ছেঁচকি, কি কাঁচকলা ভাতে, কি বেগুন পোড়া এনে দেয়, তখন কি সে সব আমি না খেয়ে পাতে ঠেলে রেখে দি? সাগর সকল জলই গ্রহণ করেন। অগ্নিদেবকে যা দাও তাই তিনি চক্ষুর নিমিষে পরিপাক কর্যে ভস্ম করে ফেলেন।

(রাজার পুনঃপ্রবেশ।)

রাজা। কি হে সখে মানবক, তুমি যে একেবারে চিন্তাসাগরে মগ্ন হয়ে রয়েছো?

বিদু। মহারাজ—

রাজা। মব্ বানর। আবার?

বিদু। আজ্ঞা—না। তা আপনার এত বিলম্ব হলো কেন?

রাজা। সখে, আমি এক অদ্ভুত স্বয়ম্বর দেখতেছিলেম।

বিদু। বলেন কি? কোথায়?

রাজা। সখে, ঐ সরোবরে কমলিনী আজ যেন স্বয়ম্বর হয়েছো। আর তার পাণিগ্রহণ লোভে ভগবান্ সহস্ররশ্মি, মলয়মারুত, অলিরাজ, আর রাজহংস—এঁরা সকলেই এসে উপস্থিত হয়েছেন। আর কত যে কোকিল-কুল মঙ্গলধ্বনি কচ্যে তা আর কি বলবো? এসো সখে, আমরা ঐ সরোবরকূলে যাই।

বিদু। ভাল—মহাশয়, আপনি যে আমাকে নিমন্ত্রণ কচেন, তা বলুন দেখি, আমার দক্ষিণা কে দেবে ?

রাজা। কেন ? কমলিনী আপনিই দেবে। তার সুরভি মধু দিয়ে সে যে তোমার চিত্তবিনোদ করবে তার কোন সন্দেহ নাই।

বিদু। হা! হা! হা! (উচ্চ হাস্য) মহাশয়, আমি ব্রাহ্মণ, আমার কাছে কি ও সব ভাল লাগে ? হয় টাকাকড়ি—নয় খাণ্ড দ্রব্য—এই ছটার একটা না একটা হলে কি আমি উঠি।

রাজা। চল হে, চল, না হয় আমিই দেব।

বিদু। হাঁ—এ শোনবার কথা বটে। তবে চলুন।

[উভয়ের প্রস্থান।

(সখী এবং পরিচারিকার প্রবেশ।)

সখী। মাধবি, আমি ত আর চলতে পারি না। উঃ, আমার জন্মেও আমি কখন এত হাঁটি নাই। আমার সর্ব্বাঙ্গে যে কত 'বেদনা হয়েছে,' তার আর বলবো কি ? বোধ করি, আমাকে এখন চারি পাঁচ দিন বুঝি কেবল বিছানাতেই পড়ে থাকতে হবে।

পরি। ও মা! সে কি ? রাজমন্দিরীর স্বয়ম্বরের আর ছটি দিন বই ত নাই! তা তুমি পড়ে থাকলে কি আর কর্ম চলবে ?

সখী। না চললে আমি কি করবো ? আমার ত আর পাষাণের শরীর নয়।

পরি। সে কিছু মিছে কথা নয়।

সখী। (পট অবলোকন করিয়া) দেখ, আমি প্রিয়সখীকে না হবে ত প্রায় সহস্র বার বলেছি যে এ প্রতিমূর্ত্তি কখনই মনুষ্যের নয়, কিন্তু আমার কথায় তিনি কোন মতেই বিশ্বাস করেন না।

পরি। কি আশ্চর্য্য! এই যে আমরা আজ সমস্ত দিন বেড়িয়ে বেড়িয়ে প্রায় এক লক্ষ রাজা দেখে এলেম, এদের মধ্যে এমন একটি পুরুষ নাই যে তাকে এঁর সঙ্গে এক মুহূর্ত্তের জগ্গেও তুলনা করা যায়। হায়, এ মহাপুরুষ কোথায় ?

সখী। সুমেরুপর্ব্বত যে কোথায় তা কে বলতে পারে ? কনকলক্ষা কি লোকে আর এখন দেখতে পায় ?

পরি। তা সত্য বটে। তবে এখন কি করবে ?

সখী। আর কি করবো! আয় এই উত্তানে একটুখানি বিশ্রাম করে প্রিয়সখীর কাছে এ সকল কথা বলিগে। (শিলাতলে উপবেশন।)

পরি। আহা রাজনন্দিনীকে এ কথা কেমন করে বলবে? এ কথা শুনলে তিনি যে কত দুঃখিত হবেন, তা মনে পড়লে আমার চখে জল আসে।

সখী। তা এ মায়ার হেমমুগ ধরা তোর আমার কৰ্ম নয়। এ যে একবার দেখা দিয়ে কোন্ গহন কাননে গিয়ে পালিয়ে রইলো, তা কে বলতে পারে? জগদীশ্বর এই করুন, যেন প্রিয়সখী এর প্রতি লোভ কর্যে অবশেষে সীতা দেবীর মত কোন ক্রেশে না পড়েন। এ যে দেবমায়ী তার কোন সন্দেহ নাই। (পরিচারিকার প্রতি) তুই যে বসছিস্ না? তোর কি এত হেঁটেও কিছু পরিশ্রম হয় নাই?

পরি। হয়েছে বই কি! কিন্তু রাজনন্দিনীর দুঃখের কথা ভাবলে আর কোন দুঃখই মনে পড়ে না। যে গায়ে সাপের বিষ প্রবেশ করেছে সে কি আর বিছের কামড়ে জ্বলে। (সখীর নিকটে ভূতলে উপবেশন) এখন এ স্বয়ম্বরটা হয়ে গেলেই বাঁচি।

সখী। তুই দেখিস্ এ স্বয়ম্বরে কোন না কোন একটা ব্যাঘাত অবশ্যই ঘটে উঠবে।

পরি। বালাই! এমন অমঙ্গল কথা কি মুখে আনতে আছে?

সখী। তুই প্রিয়সখীর প্রতিজ্ঞা ভুলে গেলি নাকি? তোর কি মনে নাই যে যদি এ লক্ষ রাজার মধ্যে, তিনি যে মহাপুরুষকে স্বপ্নে দেখেছেন, তাঁর সেই প্রাণেশ্বরকে না পান তবে তিনি আর কাকেও বরণ করবেন না?

নেপথ্যে। (উচ্চহাস্য।)

সখী। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া সচকিতে) ও আবার কি?

পরি। কেন, কি হলো? (উভয়ের গাত্রোথান।)

পরি। (সত্রাসে) ও মা! চল আমরা এখান থেকে পালাই। এ মহাস্বয়ম্বরে যে কত দেব, দানব, যক্ষ, রক্ষঃ এসে উপস্থিত হয়েছে, তা কে বলতে পারে? এ নিৰ্জন বনে—

সখী। চূপ্ কর লো। চূপ্ কর। আর ঐ দেখ—

পরি। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) কি আশ্চর্য্য ! ঐ না পুষ্করিণীর ধারে তুই জন পুরুষমানুষ বসে রয়েছে ? আহা ! ওদের মধ্যে একজনের কি অপরূপ রূপলাবণ্য !

সখী। (পট অবলোকন করিয়া) মাধবি, এতক্ষণের পর, বোধ করি, আমাদের পরিশ্রম সফল হলো। ঐ সুন্দর পুরুষটির দিকে একবার বেশ করে চেয়ে দেখ্ দেখি।

পরি। তাই ত ! কি আশ্চর্য্য ! এ কি গগনের চাঁদ ভূতলে এসে উপস্থিত হলেন ?

সখী। (সপুলকে) এ ত গগনের চন্দ্র নয়, এ যে আমার প্রিয়সখীর হৃদয়াকাশের পূর্ণচন্দ্র।

পরি। (পট অবলোকন করিয়া) তাই ত ? এ কি আশ্চর্য্য ! তা ওঁকে যে রাজবেশে দেখ্চি না।

সখী। তাতে বয়ে গেল কি ? (চিন্তা করিয়া) মাধবি, তুই এক কর্ম কর। তুই অন্তঃপুরে দৌড়ে গিয়ে, প্রিয়সখীকে একবার এখানে ডেকে আনগে। যদিও ঐ মহাপুরুষ মনুষ্য না হন, তবু প্রিয়সখী ওঁকে একবার চক্ষে দর্শন করয়ে জন্ম সফল করুন।

পরি। রাজনন্দিনী কি এখন অন্তঃপুর হতে একলা আসতে পারবেন ?

সখী। তুই একবার য়েয়ে দেখেই আয় না কেন। যদি আসতে পারেন ভালই ত, আর না পারেন আমরা ত দোষ হতে মুক্ত হলেম।

পরি। বলেছ ভাল, এই আমি চল্লেম।

[প্রস্থান।

সখী। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া স্বগত) ইনি কি মনুষ্য, না কোন দেবতা, মায়াবলে মানবদেহ ধারণ করয়ে এই স্বয়ম্বর দেখতে এসেছেন ? হায়, এ কথা আমি কাকে জিজ্ঞাসা করবো ? এখন প্রিয়সখী এলে বাঁচি। আহা ! বিধাতা কি এমন সুন্দর বর প্রিয়সখীর কপালে লিখেছেন ?

(পদ্মাবতীর সহিত পরিচারিকার পুনঃপ্রবেশ ।)

পদ্মা। সখি, তুমি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছ কেন ? কি সংবাদ, বল দেখি শুনি ?

সখী। সকলই সুসংবাদ। তা এসো, এই শিলাতলে বসো।

পদ্মা। সখি, আমার প্রাণনাথ কি তোমাকে দর্শন দিয়েছেন?
(উপবেশন।)

সখী। (পদ্মাবতীর নিকটে উপবেশন করিয়া) হ্যাঁ—দিয়েছেন।

পদ্মা। (ব্যগ্রভাবে সখীর হস্ত ধারণ করিয়া) সখি, তুমি তাঁকে কোথায় দেখেছ ?

সখী। (সহাস্য বদনে) প্রিয়সখি, তুমি স্থির হয়ে ঐ অশোকবনের দিকে একবার চেয়ে দেখ দেখি।

পদ্মা। কেন ? তাতে কি ফললাভ হবে ?

সখী। বলি দেখই না কেন ?

পদ্মা। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) ঐ ত ভগবান্ অশোকবৃক্ষ বসন্তের আগমনে যেন আপনার শতহস্তে পুষ্পাঞ্জলি ধারণ কর্যে, ঋতুরাজের পূজা করবার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

সখী। ভাল, বল দেখি, ঋতুরাজ বসন্ত কোথায় ?

পদ্মা। সখি, এ কি পরিহাসের সময় !

সখী। পরিহাস কেন ? ঐ বেদিকার দিকে একবার চেয়ে দেখ দেখি ?

পদ্মা। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) সখি, আমি কি আবার নিদ্রায় আবৃত হয়ে স্বপ্ন দেখতে লাগ্লেম ? (আত্মগত) হে হৃদয়, এত দিনের পর কি তোমার নিশাবসান কত্যা তোমার দিনকর উদয়াচলে দর্শন দিলেন ! (প্রকাশে) সখি ! তুমি আমাকে ধর—(অচেতন হইয়া সখীর ক্রোড়ে পতন।)

সখী। হায় ! এ কি হলো ? প্রিয়সখি যে সহসা অচেতন হয়ে পড়লেন। (পরিচারিকার প্রতি) মাধবি, তুই শীঘ্র গিয়ে একটু জল আন ত।

পরি। এই যাই।

[বেগে প্রস্থান।]

সখী। (স্বগত) হায় ! আমি প্রিয়সখীকে এ সময়ে এ উত্তানে ডাকিয়ে এনে এ কি কল্যেয় ?

(বেগে রাজার পুনঃপ্রবেশ ।)

রাজা । এ কি ? সুন্দরি ! এ স্ত্রীলোকটির কি হয়েছে ?

সখী । মহাশয়, এঁর মুর্ছা হয়েছে ।

রাজা । কেন ?

সখী । তা আমি এখন আপনাকে বলতে পারি না ।

রাজা । (স্বগত) লোকে বলে যে পূর্ণশশীর উদয় হলে সাগর উথলিত হন, তা আমারও কি সেই দশা ঘটলো ! (পুনরবলোকন করিয়া) এ কি ? এই যে আমার মনোমোহিনী, যাঁকে আমি স্বপ্নযোগে কয়েক বার দর্শন করেছিলাম । তা দেবতার কি এত দিনের পর আমার প্রতি সুপ্রসন্ন হয়ে আমার হৃদয়নিধি মিলিয়ে দিলেন !

পদ্মা । (চেতন পাইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ ।)

রাজা । (সখীর প্রতি) শুভে, যেমন নিশাবসানে সরসীতে নলিনী উন্মীলিতা হয়, দেখ, তোমার সখীও মোহাস্তে আপন কমলাঙ্কি উন্মীলন কল্যেণ । আহা ! ভগবতী জাহ্নবী দেবী, ভগ্নতট-পতনে কিঞ্চিং কালের নিমিত্তে কলুষা হয়ে, এইরূপেই আপন নির্মল শ্রী পুনর্ধারণ করেন ।

পদ্মা । (গাত্রোথান করিয়া যুত্বে সখীর প্রতি) সখি, চল, আমরা এখন অন্তঃপুরে যাই । এ উচ্চানে আমাদের আর থাকা উচিত হয় না ।

রাজা । (স্বগত) আহা ! এও সেই মধুর স্বর । আমার বিবেচনায় তৃষ্ণাতুর ব্যক্তির কর্ণে জলস্রোতের কলকল ধ্বনিও এমন মিষ্ট বোধ হয় না । (প্রকাশে সখীর প্রতি) সুন্দরি, তোমার প্রিয়সখী কি আমার এখানে আসাতে বিরক্ত হলেন ?

সখী । কেন ? বিরক্ত হবেন কেন ?

রাজা । তবে যে উনি এখান থেকে এত দূরায় যেতে চান ?

সখী । আপনি এমন কথা কখনই মনে করবেন না । তবে কি না আমরা এখন সকলেই ব্যস্ত ।

রাজা । শুভে, তবে তুমি তোমার এ পরমসুন্দরী সখীর পরিচয় দিয়া আমাকে চরিতার্থ করে যাও ।

সখী । মহাশয়, ইনি রাজনন্দিনী পদ্মাবতীর একজন সখী মাত্র ।

রাজা। কি আশ্চর্য্য! আমরা জানি যে বিধাতা কমলিনীকেই পুষ্পকুলের ঈশ্বরী করে সৃষ্টি করেছেন। তা তাঁর অপেক্ষা কি আরও সুচারু পুষ্প পৃথিবীতে আছে ?

পদ্মা। (স্বগত) আহা! প্রাণনাথ কি মিষ্টভাষী! তা ভগবান্ গন্ধমাদন কি কখন সৌরভহীন হতে পারেন ?

সখী। মহাশয়! আপনি যদি এ দাসীর অপরাধ মার্জনা করেন তবে আমি আপনাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করি।

রাজা। তাতে দোষ কি? যদি আমি কোন প্রকারে তোমাদের মনোরঞ্জন কতে পারি, তবে তা অপেক্ষা আমার আর সৌভাগ্য কি ?

সখী। মহাশয়, কোন্ রাজধানী এখন আপনার বিরহে কাতরা হয়েছে, এ কথা আপনি অনুগ্রহ করে আমাদের বলুন।

পদ্মা। (স্বগত) এতক্ষণের পর বসুমতী আমার মনের কথাটিই জিজ্ঞাসা করেছে।

রাজা। (সহাস্ত বদনে) সুন্দরি, আমার বিদর্ভনাম্নী মহানগরীতে জন্ম। সে নগরের রাজা ইন্দ্রনীলের সঙ্গে আমি তোমাদের রাজনন্দিনীর স্বয়ম্বর-মহোৎসব দেখবার নিমিত্তেই এ দেশে এসেছি।

পদ্মা। (স্বগত) এ কি অসম্ভব কথা! এঁর কি তবে রাজকুলে জন্ম নয় ?

(জল লইয়া পরিচারিকার পুনঃপ্রবেশ।)

সখী। তোমার এত বিলম্ব হলো কেন ?

পরি। আমাকে ঘটির জন্তে অন্তঃপুর পর্য্যন্ত দৌড়ে যেতে হয়েছিল।

সখী। তা সত্য বটে। তা এ কথা ত অন্তঃপুরে কেউ টের পায় নাই!

পরি। না, এ কথা কেউ টের পায় নাই, কিন্তু ওরা সকলে মদনের পূজা কতে আসূচে।

সখী। তবে চল, আমরা যাই।

রাজা। (সখীর প্রতি) সুন্দরি, আমি কি জবে তোমাদের চন্দ্রাননের আর এ জন্মে দর্শন পাব না ?

পদ্মা । (সখীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া ব্রীড়া সহকারে) প্রিয়সখি, তুমি এ মহাশয়কে বল যে যদি আমাদের ভাগ্যে থাকে, তবে আমরা এই উত্তানেই পুনরায় ওঁর দর্শন পাব ।

নেপথ্যে । কৈ লো কৈ ? রাজনন্দিনী আর বসুমতী কোথায় ?

সখী । চল, আমরা যাই ।

পদ্মা । (কিঞ্চিৎ পরিক্রমণ করিয়া) উহ । এ কি—

সখী । কেন ? কেন ? কি হলো ?

পদ্মা । সখি, দেখ, এই নূতন তৃণাকুর আমার পায়ে বাজতে লাগলো । উহ, আমি ত আর চলতে পারি না, তোমরা এক জন আমাকে ধর । (রাজার প্রতি লজ্জা এবং অনুরাগ সহকারে দৃষ্টিপাত ।)

সখী । এই এসো ।

[পদ্মাবতীকে ধারণ করিয়া সখী এবং পরিচারিকার প্রস্থান ।

রাজা । (স্বগত) হে সৌদামিনি, তুমি কি আমার এ মেধাবৃত হৃদয়াকাশকে আরও তিমিরময় করবার জন্তে আমাকে কেবল এক মুহূর্তের নিমিত্তে দর্শন দিলে ! (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হায় ! তা এ ঘোর অন্ধকার তোমার পুনর্দর্শন ব্যতীত কি আর কিছুতে কখন বিনষ্ট হবে ?

নেপথ্যে । (বহুবিধ যন্ত্রধ্বনি ।)

রাজা । (নেপথ্যাভিমুখে দৃষ্টিপাত করিয়া স্বগত) এই যে রাজকুলবালারা গানবাণ্ড কতো কতো ভগবান্ কন্দর্পের মন্দিরের দিকে যাচে ।

নেপথ্যে । নাচলো, নাচ । এই দেখ, আমি ফুল ছড়াচি ।

নেপথ্যে । (গীত ।)

রাগিণী—খাম্বাজ, তাল যৎ ।

চল সকলে আরাধিব কুম্ববাণে ।

সঘনে করতালি দেহ মিলিয়ে,

যতনে পূজিব হরিষ মনে ॥

বাছিয়া, তুলিয়াছি নানা কুম্ব,

অঞ্জলি পূরিয়া দিব চরণে ।

সখীর পরিণয়ে শুভ সাধিতে,
ভূষিব দেবেরে মঙ্গলগানে ॥

রাজা। (স্বগত) আহা, কি মধুর ধনি! তা আমার আর এ স্থলে
বিলম্ব করা উচিত হয় না। আমি এ নগরে ছদ্মবেশে প্রবেশ করে
উত্তমই করেছি। আহা! এই পরম সুন্দরী বামাটি যদি রাজহুহিতা
পদ্মাবতী হতো, তবে আর আমার সুখের সীমা থাকতো না।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

মাহেশ্বরীপুরী—দেবালয়-উদ্যান।

(পুরোহিত এবং কঞ্চুকীর প্রবেশ)

পুরো। আহা, কি আক্ষেপের বিষয়! মহাশয়, যেমন ভগবতী
ভাগীরথীকে দর্শন করে জগজ্জনগণ হিমাচলকে ধন্যবাদ করে, রাজহুহিতা
পদ্মাবতীকে দেখে সকলেই আমাদের নরপতিকে তদ্রূপ পরম ভাগ্যবান
বলে গণ্য করতো। হায়, কোন ছুর্দেব বিপাকে এ নির্মলসলিলা গঙ্গা
যেন অকস্মাৎ রোধপতনে পঙ্কিলা হয়ে উঠলেন!

কঞ্চু। ছুর্দেব বিপাকই বটে। মহাশয়, দেখুন, এ বিপুল ভারত-
ভূমিতে প্রতি যুগে কত শত রাজগৃহে এই স্বয়ম্বরকার্য মহাসমারোহে
নিষ্পন্ন হয়েছে; কিন্তু কুত্রাপি ত একরূপ ব্যাঘাত কস্মিন্ কালেও ঘটে নাই!

পুরো। হায়! এতটা অর্থ কি তবে বৃথাই ব্যয় হলো?

কঞ্চু। মহাশয়, তন্নিমিত্তে আপনি চিন্তিত হবেন না। দেখুন, যে
অকূল সাগরকে শত সহস্র নদ ও নদী বারিষ্বরূপ কর অনবরত প্রদান
করে, তার অমুরাশির কি কোন মতে হাস হতে পারে? তবে কি না এ
একটা কলঙ্ক চিরস্থায়ী হয়ে রৈল।

পুরো। ভাল, কঞ্চুকী মহাশয়, রাজকন্যার স্বয়ম্বর-সমাজে উপস্থিত
না হবার মূল কারণটা কি তা আপনি বিশেষরূপে কিছু অবগত আছেন?

কঞ্চু। আজ্ঞা না, তবে আমি এইমাত্র জানি যে স্বয়ম্বর-সভায় যাত্রা-
কালে, রাজবালা, মুহূর্মুহ মূর্ছা প্রাপ্ত হয়ে, এতাদৃশী দুর্বলা হয়ে

পড়েছিলেন, যে রাজবৈষ্ণু তাঁকে গৃহের বহির্গত হতে নিষেধ করেন ; সুতরাং স্বয়ম্বর কন্যার অস্থিতিতে শুভলগ্ন ভ্রষ্ট হওয়ায়, রাজদল অকৃতকার্য হয়ে স্ব স্ব দেশে প্রস্থান কল্যেন ।

পুরো । আহা, বিধাতার নির্বন্ধ কে খণ্ডন কতে পারে ? তা চলুন, আমরা এক্ষণে দেবদর্শন করিগে ।

কঞ্চু । আজ্ঞা চলুন ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

(সখী এবং পরিচারিকার প্রবেশ)

সখী । কেমন—আমি বলেছিলাম কি না, যে এ স্বয়ম্বরে কোন না কোন একটা ব্যাঘাত অবশ্যই ঘটে উঠবে ?

পরি । তাই ত ? কি আশ্চর্য্য ! তা রাজনন্দিনী যে একেবারে এমন হয়ে পড়বেন, তা কে জানতো ?

সখী । আহা, প্রিয়সখীর দুঃখের কথা মনে হলে প্রাণ যে কেমন করে তা আর কি বলবো ! (রোদন ।)

পরি । ভাল, রাজনন্দিনী যে একেবারে এমন হয়ে পড়লেন, এর কারণ কি ?

সখী । আর কারণ কি ? প্রিয়সখী যঁারে স্বপ্নে দেখে ভাল বাসেন, তিনি ত আর রাজা নন যে তাঁকে প্রিয়সখী পাবেন !

পরি । তা সত্য বটে । (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) ও কে ও ? ঐ না সেই বিদর্ভদেশের লোকটি এই দিকে আসছেন ? উনিও যে রাজনন্দিনীকে ভাল বাসেন, তার সন্দেহ নাই ; তা এমন ভাল বাসায় ওঁর কি লাভ হবে ? বামন হয়ে কি কেউ কখন চাঁদকে ধরতে পারে ? চল, আমরা ঐ মন্দিরের আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখি, উনি এখানে এসে কি করেন ।

সখী । চল ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

(ছদ্মবেশে রাজা ইন্দ্রনীলের প্রবেশ ।)

রাজা । (স্বগত) আমার ত এ রাজধানীতে আর বিলম্ব করা কোন মতেই যুক্তিসিদ্ধ নয় । যত রাজগণ এ বৃথা স্বয়ম্বরে এসেছিল, তারা

সকলেই আপন আপন রাজ্যে প্রস্থান করেছে। কিন্তু আমি এ পরমসুন্দরী কন্যাটিকে কি প্রকারে পরিত্যাগ করে যাই? (দীর্ঘনিশ্বাস) হে প্রভো অনঙ্গ, যেমন সুরেন্দ্র আপন বজ্রদ্বারা পর্বতরাজের পক্ষচ্ছেদ করো তাকে অচল করেছেন, তুমিও কি তোমার পুষ্পশরাঘাতে আমাকে তদ্রূপ গতিহীন কতো চাও। (চিন্তা করিয়া) এ স্ত্রীলোকটিকে কোন মতেই আমার রাজমহিষী পদে অভিষিক্তা করা যেতে পারে না। সিংহ সিংহীর সহিতই সহবাস করে। এ রাজবালা পদ্মাবতীর একজন সহচরী মাত্র, তা এর সহিত আমার কি সম্পর্ক? (দীর্ঘনিশ্বাস) হে রতি দেবি, তুমি যে অমূল্য রত্ন আমাকে দান কতো চাও, সে রত্ন শচী এবং যক্ষেশ্বরীর ক্রোধে আমার পক্ষে অস্পর্শীয় অগ্নিশিখা হলো। হায়, এ পবিত্রা প্রবাহিণী কি তাঁদের অভিষেপে আমার পক্ষে কর্মনাশা নদী হয়ে উঠলো? তা আর বৃথা আক্ষেপ কল্যে কি হবে? (সচকিতে নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) এ কি?

নেপথ্যে। তুই বেটা কি সামান্য চোর। তুই যে দ্বিতীয় হনুমান্।

ঐ। কেন? হনুমান্ কেন?

ঐ। কেন তা আবার জিজ্ঞাসা করিস্? দেখ, দেখি—যেমন হনুমান্ রাবণের মধুবন ভেঙ্গে লণ্ডভণ্ড করেছিল, তুইও আজ আমাদের মহারাজের অমৃতফলবনে সেইরূপ উৎপাত করেছিস্। তা তোর মাথাটা কেটে ফেলাই উচিত।

ঐ। ইস্।

ঐ। বটে? দেও ত হে, বেটাকে ঘা তুই তিন লাগিয়ে দেও ত।

ঐ। দোহাই মহারাজের—

(বেগে কতিপয় রক্ষক সহিত বিদূষকের প্রবেশ।)

বিদূ। মহারাজ, আপনি আমাকে রক্ষা করুন।

রাজা। কেন, কি হয়েছে?

বিদূ। মহারাজ, এ বেটারা সাক্ষাৎ যমদূত।

প্রথম। ধর ত হে, বেটাকে ধরে বাঁধ।

বিদূ। (রাজার পশ্চাত্তানে দণ্ডায়মান হইয়া) ইস্। তোর কি যোগ্যতা যে তুই আমাকে বাঁধবি? ওরে ছুঁই রক্ষক, তুই যদি কনকলঙ্কার

চুকতে চাসু, তবে আগে সমুদ্র পার হ। এই মহাত্মা বিদর্ভদেশের
অধিপতি রাজা ইন্দ্রনীল রায়।

রাজা। আরে কর কি।

বিদু। মহারাজ, আপনি যে কে, তা না টের পেলে কি এ পাষণ্ড
বেটারা আমাকে অমনি ছাড়বে। বাপ!

প্রথম। মহাশয়—

বিদু। মরু বেটা নরাধম, তুই কাকে মহাশয় বলিসু রে?

রাজা। (বিদুষকের প্রতি) চুপ কর হে—চুপ কর। (রক্ষকের
প্রতি) রক্ষক, তুমি কি বলছিলে?

প্রথম। মহাশয়—দেখুন। এ ঠাকুরটি আমাদের মহারাজের অমৃত-
ফলবনে যত পাকা ফল ছিল প্রায় তা সব পেড়ে পেড়ে খেয়েছেন।

বিদু। খাব না কেন? আমি খাব না ত আর কে খাবে? তুই
বেটা আমাকে হনুমান্ বলে গাল দিচ্ছিলি। আচ্ছা, আমি যদি এখন
হনুমানের মতন তোদের পুরী পুড়িয়ে ভস্ম করো যাই, তবে তুই আমার
কি কতো পারিসু?

রাজা। (জনাস্তিকে বিদুষকের প্রতি) ও কি কতো পারে? কিন্তু
অবশেষে তুমি আপনার মুখ পোড়াবে। আর কি?

(কঞ্চুকী এবং পুরোহিতের পুনঃপ্রবেশ।)

প্রথম। (কঞ্চুকী এবং পুরোহিতের সহিত একান্তে কথোপকথন।)

কঞ্চু। বল কি? (অগ্রসর হইয়া) মহারাজের জয় হউক।

পুরো। মহারাজ চিরজীবী হউন।

কঞ্চু। রক্ষক, তুমি এ সংবাদ মহারাজের নিকট অতি দ্রুত
লয়ে যাও।

প্রথম। যে আজ্ঞা। তবে এই আমি চল্লেম।

পুরো। মহারাজ, আপনার শুভাগমনে এ রাজধানী অতি কৃতার্থ
হলো।

কঞ্চু। হে নরেশ্বর, আপনার আর এ স্থলে অবস্থিতি করা উচিত
হয় না। অনুগ্রহ করো রাজনিকেতনের দিকে পদার্পণ করুন।

রাজা। (স্বগত) এত দিনের পর আজ সকলেই বৃথা হলো।
(প্রকাশে) চলুন।

[সকলের প্রস্থান।

(সখী এবং পরিচারিকার পুনঃপ্রবেশ।)

সখী। হ্যাঁ লো মাধবি, এ আবার কি? আমরা কি স্বপ্ন দেখছি,
না এ বাজীকরের বাজী?

পরি। ও মা, তাই ত! ঐ কি রাজা ইন্দ্রনীল, যাঁর কথা
সকলেই কয়?

নেপথ্যে। (মঙ্গলবাণ ও জয়ধ্বনি।)

সখী। কি আশ্চর্য্য! চল, আমরা এ সব কথা প্রিয়সখীকে বলিগে।

[উভয়ের প্রস্থান।

ইতি তৃতীয়ঙ্ক।

চতুর্থাঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

বিদর্ভ নগর—তোরণ ।

(সারথিবশে কলির প্রবেশ ।)

কলি । (স্বগত) আমি কলি ; এ বিপুল বিখে কে না কাঁপে
শুনিয়া আমার নাম ? সতত কুপথে
গতি মোর । নলিনীরে সৃজন বিধাতা—
জলতলে বসি আমি যুগল তাহার
হাসিয়া কণ্টকময় করি নিজ্বলে ।
শশাঙ্ক যে কলঙ্কী—সে আমার ইচ্ছায় !
ময়ুরের চন্দ্রক-কলাপ দেখি, রাগে
কদাকারে পা-তুখানি গড়ি তার আমি ! (পরিক্রমণ ।)
জন্ম মম দেবকূলে ; অমৃতের সহ
গরল জন্মিয়াছিল সাগর-মথনে ।
ধর্ম্মাধর্ম্ম সকলি সমান মোর কাছে ।
পরের যাহাতে ঘটে বিপরীত, তাতে
হিত মোর ; পরতুঃখে সদা আমি সুখী ।
(চিন্তা করিয়া) এ বিদর্ভপুরে,—
নৃপতি রাজেন্দ্র ইন্দ্রনীল ; তার প্রতি
অতি প্রতিকূল এবে ইন্দ্রাণী সুন্দরী,
আর মুরজা রূপসী, কুবের-রমণী ;—
এ দৌহার অহুরোধে, মায়া-জালে আমি
বেড়িয়াছি নৃপবরে, নিষাদ যেমতি
ঘেরে সিংহে ঘোর বনে বধিতে তাহারে ।
মাহেশ্বরীপুরীর ঈশ্বর যজ্ঞসেন—
পদ্মাবতী নামে তার সুন্দরী নন্দিনী ;
হৃদ্যবেশে বরি তারে রাজা ইন্দ্রনীল

আনিয়াছে নিজালয়ে ; এ সংবাদ আমি
ভাটবেশে রটিয়া দিয়াছি দেশে দেশে ।
পৃথিবীর রাজকুল মহারোষে আসি
থানা দিয়া বসিয়াছে এ নগর-দ্বারে—

নেপথ্যে । (ধনুষ্ঠকার ও শঙ্খনাদ ।)

কলি । (স্বগত) ঐ শুন—

বীর দর্পে তা সবার সঙ্গে যুঝে এবে
ইন্দ্রনীল । (চিন্তা করিয়া) এই অবসরে যদি আমি
রাণী পদ্মাবতীরে লইতে পারি হরি—
তা হলে কামনা মোর হবে ফলবতী ।
প্রেয়সী-বিরহ শোকে ইন্দ্রনীল রায়
হারাইবে প্রাণ, ফণী মণি হারাইলে
মরে বিষাদে । এ হেতু সারথির বেশে
আসিয়াছি হেথা আমি । (পরিক্রমণ ।) কি আশ্চর্য্য !

অহো—

এ রাজকুলের লক্ষ্মী মহাতেজস্বিনী !
এঁর তেজে এ পুরীতে প্রবেশ করিতে
অক্ষম কি হইলু হে ? (সহাস্ত্র বদনে) কেনই না হব ?
অমৃত যে দেহে থাকে, শমন কি কভু
পারে তারে পরশিতে ? দেখি, ভাগ্যক্রমে
পাই যদি রাণীরে এ তোরণ সমীপে ।
(চতুর্দিক্ অবলোকন করিয়া সপুলকে) এ কি ?
ওই না সে পদ্মাবতী ? আয় লো কামিনি—
এইরূপে কুরঙ্গিনী নিঃশঙ্কে অভাগা
পড়ে কিরাতের পথে ; এইরূপে সদা
বিহঙ্গী উড়িয়া বসে নিষাদের ফাঁদে ! (চিন্তা করিয়া)
কিঞ্চিৎ কালের জন্মে অদৃশ্য হইয়া
দেখি কি করা উচিত । (অন্তর্ধান ।)

(অবগুষ্ঠিকাবৃত্তা পদ্মাবতী এবং সখীর প্রবেশ ।)

সখী । প্রিয়সখি, এ সময়ে পাঁচীরের বাইরে যাওয়া কোন মতেই উচিত হয় না । তা এসো আমরা এখানেই দাঁড়াই । আর এ তোরণ দিয়েও কই কেউ ত বড় যাওয়া আসা কচ্যে না ? এ এক প্রকার নির্জন স্থান ।

পদ্মা । (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) সখি, আমার মতন হতভাগিনী কি আর ছুটি আছে ? দেখ, প্রাণেশ্বর আমার জন্মে কি ক্লেসই না পেলেন ! আর এই যে একটা ভয়ঙ্কর সমর আরম্ভ হয়েছে, যদি ভগবতী পার্বতীর চরণপ্রসাদে এ হতে আমরা নিস্তার পাই, তবুও যে কত পতিহীনা স্ত্রী, কত পুত্রহীনা জননী, কত যে লোক আমার নাম শুনলেই শোকানলে দৃক হয়ে আমাকে যে কত অভিসম্পাত দেবে, তা কে বলতে পারে ? হে বিধাতঃ, তুমি আমার অদৃষ্টে যে সুখভোগ লেখো নাই, আমি তার নিমিত্তে তোমাকে তিরস্কার করি না, কিন্তু তুমি আমাকে পরের সুখনাশিনী কল্যে কেন ? (রোদন ।)

সখী । প্রিয়সখি, তুমি এমন কথা মনেও করো না । তোমার জন্মেই যে রাজারা কেবল যুদ্ধ করে মর্চ্যে তা নয় । এ পৃথিবীতে এমন কর্ম অনেক স্থানে হয়ে গেছে । দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে কি হয়েছিল তা কি তুমি শোন নি ?

পদ্মা । সখি, তুমি পাঞ্চালীর কথা কেন কও ? শশীর কলঙ্কে তাঁর শীর হাস না হয়ে বরঞ্চ বৃদ্ধিই হয় ।—

নেপথ্যে । (ধনুষ্ঠকার ছন্দারধ্বনি এবং রণবাত্ত ।)

পদ্মা । (সত্রাসে) উঃ ! কি ভয়ঙ্কর শব্দ ! সখি, তুমি আমাকে ধর । এই দেখ বীরদলের পায়ের ভরে বসুমতী যেন কেঁপে কেঁপে উঠছেন ।

সখী । (আকাশমার্গে দৃষ্টিপাত করিয়া) কি সর্বনাশ ! প্রিয়সখি, দেখ আকাশ থেকে যেন অগ্নিবৃষ্টি হচ্ছে ! এমন অদ্ভুত শরজাল ত আমি কখনও দেখি নাই ।

পদ্মা । কি সর্বনাশ ! সখি, আমার কি হবে (রোদন ।)

সখী । প্রিয়সখি ! তুমি কেঁদো না ! আর ভয় নাই, ঐ দেখ, যখন রাজসারথি এই দিকে আস্চে তখন বোধ হয় মহারাজ অবশ্যই শত্রুদলকে পরাভব করে থাকবেন ।

পদ্মা । (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) কি সর্বনাশ ! সারথি
যে একলা আসচে ?

(সারথি-বেশে কলির পুনঃপ্রবেশ ।)

সারথি, তুমি যে রাজরথ ত্যাগ করে আসচো ?

কলি । মহিষি, আপনি এত উতলা হবেন না । মহারাজ এ দাসকে
আপনার নিকটেই পাঠিয়েছেন ।

পদ্মা । কেন ? কি সংবাদ, তা তুমি আমাকে শীঘ্র করে বল ।

কলি । আজ্ঞা—সকলই সুসংবাদ, মহারাজ অশ্রু এক রথে আরোহণ
করে আমাকে এই বল্যে আপনার নিকট পাঠিয়েছেন, যে আপনি কিঞ্চিৎ
কালের জন্তে রাজপুরী ছেড়ে ঐ পর্বতের ছর্গে গিয়ে থাকুন । আর এ
দাসও নরবরের আজ্ঞায় এই রথ এনেছে । তা দেবীর কি আজ্ঞা হয় ?

সখী । প্রিয়সখি, তুমি যে চূপ্ করে রৈলে ?

পদ্মা । (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) সখি, আমি এ নগর ছেড়ে
কেমন করে যাই ?—

নেপথ্যে । (ধনুষ্ঠঙ্কার ছঙ্কারধ্বনি ও রণবাত্ত ।)

সখী । উঃ ! কি ভয়ঙ্কর শব্দ ! সারথি, কৈ, রথ কোথায় ? তুমি
আমাদের শীঘ্র নিয়ে চল ।

কলি । (স্বগত) এ হতভাগিনীরও মরণেচ্ছা হলো না কি ? তা যে
শিশিরবিন্দু পুষ্পদলে আশ্রয় লয়, সে কি সূর্যের প্রচণ্ড কিরণ হতে কখন
রক্ষা পেতে পারে ? (প্রকাশে) দেবি, তবে আসুন ।

পদ্মা । (স্বগত) হে আকাশমণ্ডল, তোমাকে লোকে শব্দবাহ বলে ।
তা তুমি এ দাসীর প্রতি অনুগ্রহ করে আমার এই কথাগুলি আমার
জীবিতনাথের কর্ণকুহরে সাবধানে লয়ে যাও । হে রাজন্, তোমার
পদ্মাবতী তোমার আজ্ঞা পালন কল্যে ; কিন্তু তার প্রাণটি এ রণক্ষেত্রে
তোমার নিকটেই রৈল । দেখ, চাতকিনী বজ্র বিদ্যুৎ আর প্রবল বায়ুকেও
ভয় না করো, জলধরের প্রসাদ প্রতীক্ষায় কেবল তার সঙ্গেই
উড়তে থাকে ।

সখী । প্রিয়সখি, চল । আমরা যাই ।

পদ্মা । (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) তবে চল ।

কলি। (স্বগত) গরুড় ভূজঙ্গিনীকে ধরে উড়লেন।

[সকলের প্রশ্নান।

(রক্তাক্ত বস্ত্র পরিধানে ও রক্তার্জ অতি হস্তে বিদুষকের প্রবেশ।)

বিদু। (চতুর্দিক অবলোকন করিয়া স্বগত) রাম বল, বাঁচলেম। বেশ পালিয়েছি। আরে, আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, আমার কি এ সকল ভাল লাগে? তবে করি কি? ছুঁই ক্ষত্রদলের সঙ্গে কেবল এ পোড়া পেটের জ্বালায় সহবাস কতো হয়। তা একটু আদটু সাহস না দেখালে বেটারা নিতান্ত হেয়জ্ঞান করবে বল্যে, আমি এই খাঁড়াখানা নিয়ে বেরিয়েছি— যেন যুদ্ধ কতোই গিয়েছিলেম। আর এই যে রক্ত দেখ্ছো, এ ত রক্ত নয়। এ—আলতা-গোলা। (উচ্চহাস্য।) এই যুদ্ধের কথা শুনে ব্রাহ্মণীর সিঁছর-চুপড়ী থেকে খানকতক আলতা চুরি করে টেকে গুঁজে রেখেছিলাম। আর কেন যে রেখেছিলেম তা সামান্য লোকের বুঝে উঠা ছুঁকর। ওহে, যেমন সিংহের অস্ত্র দাঁত, ষাঁড়ের অস্ত্র শিঙ, হাতীর অস্ত্র শুঁড়, পাখীর অস্ত্র ঠোঁট আর নখ, ক্ষত্রকুলের অস্ত্র ধনুর্বাণ, তেমনি ব্রাহ্মণের অস্ত্র—বিদ্যা আর বুদ্ধি। তা বিদ্যা বিষয়ে ত আমার ক অক্ষর গোমাংস; তবে কি না একটু বুদ্ধি আছে। আর তা না থাকলে কি এত করে উঠতে পাতেম? বল দেখি, আমার কাপড় আর এই খাঁড়া দেখে কে না ভাববে যে আমি শত শত হাতী আর ঘোড়া আর যোদ্ধাদেরকে যমের বাড়ী পাঠিয়ে এসেছি? (উচ্চহাস্য।) তা দেখি আজ মহারাজ এ বেশ দেখে আমাকে কি পুরস্কার করেন? হে ছুঁই সরস্বতি, তুমি এসে আমার কাঁধে ভর কর, তা না কল্যে কর্ম চলবে না। আজ যে আমাকে কত মিথ্যা কথা কহিতে হবে তার সংখ্যা নাই।

(কতিপয় নাগরিকের প্রবেশ।)

প্রথম। এই যে আর্ঘ্য মাগবক এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। মহাশয়, প্রণাম করি। (নিকটবর্তী হইয়া সচকিতে) ইঃ, এ কি?

বিদু। কেন, কি হলো?

প্রথম। মহাশয়, আপনার সর্ব্বাঙ্গে যে রক্ত দেখ্ছি।

বিদু। দেখবে না কেন? ওহে, দোল্ দেখতে গেলে কি গায়ে
আবীর লাগে না?

দ্বিতীয়। তবে মহাশয় রণক্ষেত্রে গিয়েছিলেন নাকি?

বিদু। যাব না কেন? কি হে, তুমি কি ভেবেছো যে আমি একটা
টোলের ভট্চার্য্য—দেড়গজী সমাস ভিন্ন কথা কই না, আর বিচারসভাতেই
কেবল দ্রোণাচার্য্যের বীর্য্য দেখাই, কিন্তু একটু মারামারির গন্ধ পেলেই
ব্রাহ্মণীর ঝাঁচল ধর্যে তার পেছন দিকে গিয়ে লুকুই! (উচ্চহাস্য।)

দ্বিতীয়। না, না, তাও কি হয়? আপনি এক জন মহাবীরপুরুষ।
তা কি সংবাদ, বলুন দেখি শুনি?

বিদু। আর কি সংবাদ? দেখ, যেমন জমদগ্নির পুত্র ভীষ্ম—

প্রথম। মহাশয়, জমদগ্নির পুত্র ভৃগুরাম।

বিদু। তাই ত! তা এ গোলে কি কিছু মনে থাকে হে? দেখ,
যেমন জমদগ্নির পুত্র ভৃগুরাম পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করেছিলেন, এ ব্রাহ্মণও
আজ তাই করেছে।

নেপথ্যে। (জয়বাঢ়।)

প্রথম। এই যে মহারাজ, শত্রুদলকে রণস্থলে জয় করে ফিরে
আসছেন।

নেপথ্যে। (মহারাজের জয় হউক।)

তৃতীয়। চল হে, রাজদর্শনে যাওয়া যাউক।

নেপথ্যে। (বৈতালিকের গীত।)

মাজসুরট—একতারা।

কি রজ রাজভবনে, কি রজ আজ—

করিয়া রণ, শত্রুনিধন, রাজনবর রাজে।

পুলকে সব হইল মগন, উৎসবরত যত পুরজন,

জয় জয় রবপূর্ণ গগন, নৌবত ঘন বাজে ॥

সৈন্যসকল সমরকুশল, নিরখি ভাত অরিদলবল,

কম্পিত হয় ধরগীতল, বাসুকি নত লাজে।

ভূপতি অতি বীর্য্যবান, বিভব লিবহ সুরসমান,

ইন্দ্র যেন শোভমান, মর্ত্য্যভূবন মাজে ॥

নেপথ্যে। ওরে, একজন দৌড়ে গিয়ে আর্থ্য মানবককে শীঘ্র ডেকে
আনুগে তো। মহারাজ তাঁর অঘেষণ কচ্যেন।

বিদু। ঐ শোন। দেখি মহারাজ আমাকে আজ কি শিরোপা দেন।
[প্রস্থান।

প্রথম। এ ব্রাহ্মণ বেটা কি সামান্য ধূর্ত গা ?

দ্বিতীয়। এমন নির্লজ্জ পুরুষ কি আর পৃথিবীতে ছুটি আছে ?

তৃতীয়। তবে ও আলতা-গোলা বটে ?

প্রথম। তা বই কি ? ও কি আর যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়েছিলো ?

দ্বিতীয়। মহাশয়, চলুন রাজদর্শন করিগে।

প্রথম। চল।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

(পর্বতশিখরস্থ গহন কানন।)

(কলির প্রবেশ।)

কলি। (স্বগত) এই ত হরণ করি আনিমু রাণীরে
এ ঘোর কাননে। এবে কোথায় ইন্দ্রাণী ?
যে প্রতিজ্ঞা তাঁর কাছে করেছিমু আমি,
রক্ষা করিয়াছি তাহা পরম কৌশলে,—
(কলির কৌশল কভু হয় কি বিফল ?)
যাই এবে স্বর্গে (অবলোকন করিয়া)
অহো ! এই যে পৌলোমী
মুরজার সঙ্গে—

(শচী এবং মুরজার প্রবেশ।)

(প্রকাশে) দেবি, আশীর্বাদ করি।

শচী। প্রণাম। হে দেববর, কি করেছ, বল ?

কলি। পালিমু তোমার আজ্ঞা যতনে, ইন্দ্রাণী,
বিদায় করহ এবে যাই স্বর্গপুরে।

শচী । (ব্যগ্রভাবে) কোথায় রেখেছ তাকে ?

কলি । এই ঘোর বনে

সখী সহ আনি তাকে রেখেছি, মহিষি । (সহাস্ত্র বদনে ।)

রথে ববে তুলি দৌঁছে উঠিছু আকাশে,

কত যে কাঁদিল ধনী, করিল মিনতি,

সে সকল মনে হলে—হাসি আসে মুখে !

মুর । (স্বগত) হেন ছুরাচার আর আছে কি জগতে ?

(প্রকাশে) ভাল কলিদেব,—

কিছু কি হলো না দয়া তোমার হৃদয়ে ?

কলি । সে কি, দেবি ? হরিণীরে যুগেন্দ্র কেশরী

ধরে যবে, শুনি তার ক্রন্দনের ধ্বনি,

সদয় হইয়া সে কি ছাড়ি দেয় তাকে ?

শচী । কলিদেব,—

শত ধন্যবাদ আমি করি গো তোমারে !

শতকোটি প্রণাম তোমার ও চরণে !

বাঁচালে আমারে তুমি । তোমার প্রসাদে

রহিল আমার মান । অঙ্গরীর দলে

যাহে প্রাণ চাহে তব, পাইবে তাহারে—

পাঠাইব তাকে আমি তোমার আশ্রয়ে,

রবিরে প্রদান যথা করয়ে সরসী

নব কমলিনী হাসি—নিশি অবসানে ।

যত রত্নরাজি আছে বৈজয়ন্ত-ধামে

তোমার সে সব । দেখ, আজি হতে শচী—

ত্রিদিবের দেবী—দেব, হলো তব দাসী ।

যাও চলি স্বর্গে এবে । শীত্র আসি আমি

যথোচিত পুরস্কারে তুষিব তোমারে ।

কলি । যে আজ্ঞা ! বিদায় তবে হই আমি, সতি ।

[প্রস্থান ।

মুর । সখি, আমাদের কি এ ভাল কর্ম হলো ?

শচী । কেন ? মন্দ কর্মই বা কি ?

মুর। দেখ, আমরা পরের অপরাধে এ সরলা মেয়েটিকে যাতনা দিতে প্রবৃত্ত হলেম।

শচী। আঃ, আর মিছে বকো কেন? তোমাকে আমি না হবে তো প্রায় এক শত বার বলেছি যে স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা বিধাতার ছুঁই দমন করবার ক্ষমতা সময় বিশেষে ভগবতী বসুমতীকেও জলমগ্ন করেন। তা ভগবতী বসুমতী কি স্বদোষে সে যন্ত্রণা ভোগ করেন?

মুর। তা আমি কেমন কর্যে বলবো? (চতুর্দিক অবলোকন করিয়া) একবার ঐ দিকে চেয়ে দেখ দেখি, সখি।

শচী। কি?

মুর। সখি, ঐ পর্বতশৃঙ্গের অন্তরাল থেকে এদিকে কে আসচে দেখ তো? আহা! এ কি ভগবতী ভাগীরথী হরিদ্বার হতে বেরুচ্ছেন? এমন অপরূপ রূপ লাভ্য ত আমি কোথাও দেখি নাই।

শচী। ঐ সেই পদ্মাবতী।

মুর। সখি, ওর মুখখানি দেখলে বোধ হয় যেন আমি ওকে আরও কোথাও দেখেছি। (স্বগত) এ কি? আমার স্তনদ্বয় যে সহসা ছুঁকে পরিপূর্ণ হলো? হে হৃদয়, তুমি এত চঞ্চল হলে কেন?

শচী। সখি, চল আমরা পুনরায় কলিদেবের নিকটে যাই।

মুর। কেন?

শচী। চল না কেন? আমার মনস্কামনা এখনও সম্পূর্ণরূপে সফল হয় নাই।

মুর। সখি, আমার মন কলিদেবের নিকটে আর কোন মতেই যেতে চায় না। আমি অলকায় চল্যে।

[প্রস্থান।

শচী। (স্বগত) তুমি গেলেই বা! তোমার দ্বারা যত উপকার হতে পারবে, তা আমি বিশেষরূপে জানি। তা যাই—আমি একলাই কলিদেবের নিকটে যাই। ইন্দ্রনীল যেন স্বয়ম্বরসংগ্রামে হত হয়েছে, এইরূপ একটা মিথ্যাঘোষণা রটিয়ে দিলে আরও ভাল হবে।

[প্রস্থান।

(পদ্মাবতীর প্রবেশ ।)

পদ্মা । (স্বগত) হায় ! এ বিপজ্জাল হতে আমাকে কে রক্ষা করবে ! এ কি কোন দেব, না দেবী, এ হতভাগিনীর প্রতি বাম হয়ে একে এত যন্ত্রণা দিতে প্রবৃত্ত হলেন ? (চতুর্দিক্ অবলোকন করিয়া) কি ভয়ঙ্কর স্থান ! বোধ হয় যেন ষামিনীদেবী দিবাভাগে এই নিভৃত স্থলেই বিরাজ করেন । (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হে প্রাণেশ্বর, যেমন রঘুনাথ ভগবতী জানকীকে বিনা দোষে বনবাস দিয়েছিলেন, আপনিও কি এ দাসীর প্রতি প্রতিকূল হয়ে তাই কল্যেন । হে জীবিতেশ্বর, আপনি যে আমাকে পৃথিবীর সুখভোগে নিরাশ কল্যেন, তাতে আমার কিছুই মনোবেদনা হয় না, তবে যাবজ্জীবন আমার এই একটা দুঃখ রৈলো, যে আপনাকে আমি বিপদসাগর থেকে উত্তীর্ণ হতে দেখতে পেলেম না । (রোদন ।) হায় ! আমার কি হবে ? আমাকে কে রক্ষা করবে ? (পরিক্রমণ ও পর্বতের প্রতি লক্ষ্য করিয়া) হে গিরিবর, এ অনাথা আপনার নিকট আশ্রয় চায়, তা আপনার কি আজ্ঞা হয় ? (চিন্তা করিয়া) আপনি যে নিশ্চর হয়ে রৈলেন ? তা থাকবেন বৈ আর কি ? হে নগরাজ, এ পৃথিবীতে যে ব্যক্তি মহান্ হয়, তার ক্ষুদ্র লোকের প্রতি এইরূপই ব্যবহার বটে । আপনি সিংহের নিনাদ শুনলে তৎক্ষণাৎ তার প্রত্যাশ্রয় দেন,—মেঘের গর্জনে পুনর্গর্জন করেন,—বজ্রের শব্দে অস্থির হয়ে হুহুকার ধ্বনি করেন ; —আমি অবলা মানবী, তা আপনি আমার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করবেন কেন ? (রোদন ।) কি আশ্চর্য্য ! এ এমনি গহন বন, যে এখানে আমার আপনার শব্দ শুনলেও ভয় হয় । হায় ! আমি এখন কোথায় যাব ? বসুমতী যে এখনও আসূচে না ।

(কদলীপত্রে জল লইয়া সখীর প্রবেশ ।)

সখী । প্রিয়সখি, এই নাও । আঃ ! এ জলের অন্বেষণে যে আমি কত দূর ঘুরেছি তার আর কি বলবো ?

পদ্মা । (জল পান করিয়া) সখি, আমি তোমাকে বৃথা ক্লেশ দিলেম বৈ ত নয় । হায় ! এ জলে কি এ পাপপ্রাণের তৃষ্ণা দূর হবে ? (রোদন ।)

সখী । প্রিয়সখি, এ পর্বতপ্রদেশ কি ভয়ঙ্কর স্থান !

পদ্মা । কেন ? কেন ?

সখী । উঃ ! আমি যে কত সিংহ, কত বাঘ, কত মহিষ, কত ভালুক, আর কত যে বরাহের পায়ের চিহ্ন দেখেছি, তা মনে হলে বুক শুকিয়ে উঠে ! প্রিয়সখি, এ ঘোর গহন বনে আমাদের আর কে রক্ষা করবে ! (রোদন ।)

পদ্মা । (সখীর হস্ত ধারণ করিয়া) সখি, আমি যে প্রাণনাথের নিকট কি অপরাধ করেছি, তা আমার এখনও স্মরণ হচ্ছে না । কিন্তু তিনি কি আমার প্রতি একেবারে এত নির্দয় হলেন, যে এ হতভাগিনীকে যারা ভালবাসে, তাদের উপরও তাঁর রাগ হলো ? (রোদন ।)

সখী । প্রিয়সখি, তুমি আমার জন্মে কেঁদো না ।

পদ্মা । সখি, তুমিও কি আমার দোষে মারা পড়বে ? (রোদন ।)

সখী । (সজল নয়নে পদ্মাবতীকে আলিঙ্গন করিয়া) প্রিয়সখি, আমি কি তোমার জন্মে মরতে ডরাই ! আমি যদি আমার প্রাণ দিয়ে তোমাকে এ বিপজ্জাল হতে উদ্ধার কতে পারি, তবে আমি তা এখনই দিতে প্রস্তুত আছি । (রোদন ।)

পদ্মা । (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হে বিধাতঃ, তুমি যদি এ তরণীকে অকূল সমুদ্রমধ্যে মগ্ন করবার নিমিত্তেই নির্মাণ করেছিলে, তবে তুমি একে জলপূর্ণ করো ভাসালে কেন ? (রোদন ।)

সখী । প্রিয়সখি, তুমি আমার জন্মে কেঁদো না । (রোদন ।)

পদ্মা । সখি, এসো, আমরা এখানে বসি । আমাদের কপালে যদি মরণ থাকে, তবে আমরা একত্রই মরবো । (শিলাতলে উভয়ের উপবেশন ।)

সখী । প্রিয়সখি, এ ছুঁট সারথি যে আমাদের সঙ্গে এমন অসৎ ব্যবহার করবে, তা আমি স্বপ্নেও জানতেম না ।

পদ্মা । (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) সখি, তার দোষ কি ? সে এক জন ভৃত্য বই ত নয় ।

নেপথ্যে । রে অবোধ প্রাণ ! তুই যদি এ ভগ্ন কারাগারস্বরূপ দেহ রণভূমিতেই পরিত্যাগ কত্তিস, তা হলে ত তাকে আর এ যন্ত্রণা সহ কতো হতো না ! হায় !—

পদ্মা। (সত্রাসে) এ কি? (উভয়ের গাত্রোথান।)

সখী। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া সত্রাসে) তাই ত
প্রিয়সখি, বোধ করি, এ কোন মায়াবী রাক্ষস হবে! হে জগদীশ্বর,
আমাদের এখন কে রক্ষা করবে?

(ক্ষত যোদ্ধার বেশে কালির পুনঃপ্রবেশ।)

কলি। আপনারা দেবকন্যাই হউন কি মানবীই হউন, আমার এ
স্থলে সহসা প্রবেশে বিরক্ত হবেন না। হায়! যেমন হস্তা সিংহের
প্রচণ্ড আঘাতে ব্যথিত হয়ে কোন পর্বতগহ্বরে ত্রাসে পলায়ন করে,
আমিও তদ্রূপ এই স্থলে এসে উপস্থিত হলেম।

সখী। (ব্যগ্রভাবে) কেন? আপনার কি হয়েছে?

কলি। আমি বীরচূড়ামণি রাজা ইন্দ্রনীলের এক জন যোদ্ধা। তাঁর
শত্রুদলের সঙ্গে ঘোরতর সমর করে এই ছুরবস্থায় পড়েছি।

পদ্মা। (ব্যগ্রভাবে) মহাশয়, রণক্ষেত্রের সংবাদ কি?

কলি। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হায়! দেবি, আপনি ও
কথা আর আমাকে কেন জিজ্ঞাসা করেন? প্রবল শত্রুদল মহারাজকে
সসৈন্যে নিপাত করে, বিদর্ভনগরীকে ভস্মরাশি করেছে।

পদ্মা। অ্যা! আপনি কি বলেন?

সখী। এ কি! প্রিয়সখী যে সহসা পাণ্ডুবর্ণা হয়ে উঠলেন?

পদ্মা। (অচেতন হইয়া ভূতলে পতন।)

সখী। (পদ্মাবতীকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া) হায়! প্রিয়সখী যে
অচেতন হয়ে পড়লেন। মহাশয়, ঐ পর্বতশৃঙ্গের ঐ দিকে একটা নিৰ্ঝর
আছে, আপনি অনুগ্রহ করে ওখান থেকে একটু জল আনলে বড়
উপকার হয়। ইনি একজন সামান্য স্ত্রী নন। ইনি রাজমহিষী পদ্মাবতী।

কলি। (স্বগত) যেমন কালসর্প আপন শত্রুকে দংশন করে বিবরে
প্রবেশ করে, আমিও তদ্রূপ আপন অভীষ্ট সিদ্ধি করে স্বস্থানে প্রস্থান
করি। (প্রকাশে) এই আমি চল্লেম।

[প্রস্থান।

সখী। (স্বগত) হায়, এ কি হলো? (আকাশে কোমল বাত।)
এ কি? আকাশে।

(গীত)

[স্লুম—৪৭ ।]

আর কি কব তোমারে ?

যে জন পীরিতে রত, সুখ ছুঃখ সহে কত
পরেরি তরে ।

সুধাকর প্রেমাধীনী, অতি সুখী চকোরিণী ;
কভু হয় বিষাদিনী, বিরহ-শরে !

নলিনী ভানুর বশে, মগন প্রণয়-রসে,
তথাপি কখন ভাসে, বিষাদ-নীরে !

প্রেম সম্ভাব নহে, কভু সুখভোগে রহে,
কভু বা বিরহ দহে, নয়ন বুঝে ॥

(কাষ্ঠচ্ছেদিকা-বেশে রতি দেবীর প্রবেশ ।)

রতি । (স্বগত) হায় ! দেবকুলে শচীর মতন চণ্ডালিনী কি আর আছে ? আহা ! সে যে ছুঃষ্ট কলির সহকারে রাজমহিষী পদ্মাবতীকে কত ক্লেশ দিতে আরম্ভ করেছে, তা মনে হলে হৃদয় বিদীর্ণ হয় । ত আমার এখন কি করা উচিত ? (চিন্তা করিয়া) এই চিত্রকূট পর্বতের নিকটে তমসা নদীতীরে অনেক মহর্ষিরা সপরিবারে বাস করেন, তা পদ্মাবতী আর বসুমতীকে কোন মুনির আশ্রমে লয়ে যাওয়াই উচিত । তার পরে আমি কৈলাসপুরীতে ভগবতী পার্বতীর নিকটে এ সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করবো । তিনি এ বিষয়ে মনোযোগ কল্যে আর কোন ভয়ই থাকবে না । যে দেশ গঙ্গাদেবীর স্পর্শে পবিত্র হয়েছে, সে দেশে কি কেউ তৃষ্ণাপীড়া ভোগ করে ? (অগ্রসর হইয়া প্রকাশে) ওগো, তোমরা কারা গা ?

সখী । তুমি কে ?

রতি । আমি এই পর্বতে কাট কুড়ুতে এসেছি, তোমরা এখানে কি কচ্যো ?

সখী । দেখ, আমার প্রিয়সখী অচেতন হয়ে রয়েছেন, তা তুমি একটু জল এনে দিতে পার ?

রতি । অচেতন হয়েছেন ? তা জলে কাজ কি ? আমি ওঁকে এখনই
ভাল করে দিচ্ছি । (পদ্মাবতীর গাত্রে হস্ত প্রদান ।)

পদ্মা । (চেতন পাইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ ।)

রতি । দেখ, এই তোমার সখী চেতন পেলেন ।

পদ্মা । (গাত্রোখান করিয়া) সখি, আমি যে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি
তার কথা আর কি বলবো ?

সখী । প্রিয়সখি, কি স্বপ্ন ?

পদ্মা । আমার বোধ হলো যেন একটি পরমশুন্দরী দেবকন্যা আমার
মস্তকে তাঁর পদ্মহস্ত বুলিয়ে বলেন, বৎসে, তুমি শাস্ত হও । তোমার
প্রাণনাথের সঙ্গে শীঘ্রই তোমার মিলন হবে । (রতিকে অবলোকন করিয়া
সখীর প্রতি) সখি, এ স্ত্রীলোকটি কে ?

সখী । প্রিয়সখি, এ এক জন কাটুরিয়াদের মেয়ে ।

রতি । হ্যাঁ গা, তোমাদের কি এখানে থাকতে ভয় হয় না ?

পদ্মা । কেন ?

রতি । এ পাহাড়ে যে কত সিংহ, কত বাঘ, কত ভালুক, আর কত
যে সাপ থাকে, তা কি তোমরা জান না ?

সখী । (সত্রাসে) কি সর্বনাশ ! এ পাহাড়ের নাম কি গা !

রতি । এর নাম চিত্রকূট ।

পদ্মা । এখান থেকে বিদর্ভনগর কত দূর, তা তুমি জান ?

রতি । বিদর্ভনগর এখান থেকে অনেক দিনের পথ । কেন, তোমরা
কি সেখানে যেতে চাও ?

পদ্মা । (স্বগত) হায় ! সে বিদর্ভনগর কি আর আছে ! হে প্রাণেশ্বর,
তুমি এ হতভাগিনীকে কেন সঙ্গে করো নিলে না ? (রোদন ।)

রতি । (সখীর প্রতি) তোমার প্রিয়সখী কাঁদেন কেন ? ওর যদি
এখানে থাকতে ভয় হয়, তবে তোমরা আমার সঙ্গে এসো ।

সখী । তুমি আমাদের কোথায় নিয়ে যাবে ?

রতি । এই পাহাড়ের কাছে অনেক তপস্বীরা বসতি করেন, তা তাঁদের
কারো আশ্রমে গেলে তোমাদের আর কোন ক্লেশই থাকবে না ।

সখী । (পদ্মাবতীর প্রতি) প্রিয়সখি, তুমি কি বল ? আমার বিবেচনায়
এখানে আর এক মুহূর্তের জঞ্জোও থাকা উচিত হয় না ।

পদ্মা । সখি, তোমার যা ইচ্ছা ।
 সখী । তবে চল । ওগো কাটুরেদের মেয়ে, তুমি আমাদের পথ
 দেখিয়ে দাও ত ?
 রতি । এই দিকে এসো ।

[সকলের প্রস্থান ।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

বিদর্ভনগরস্থ রাজগৃহ ।

(রাজা ইন্দ্রনীল স্নান ও মৌনভাবে আসীন, মন্ত্রী ।)

মন্ত্রী । (স্বগত) প্রায় সপ্তাহ হলো রাজ্ঞী পদ্মাবতী সখী বসুমতীর
 সহিত রাজপুরী পরিত্যাগ কর্যে যে কোথায় গেছেন তার কোন
 অনুসন্ধানই পাওয়া যাচে না । (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) আহা !
 মহীপাল অধুনা রাজমহিষীর প্রাপ্তি বিষয়ে প্রায় নিরাশ্বাস হয়ে নিরাহারে
 এবং অনিদ্রায় দিনযামিনী যাপন করেন, আর আর আপনার
 নিত্যকার্যের প্রতি তিলাঙ্কের নিমিত্তেও মনোযোগ করেন না । হায় !
 মহারাজের দুর্দশা দেখলে হৃদয় বিদীর্ণ হয় । হে বিধাতঃ ! তোমার এ
 কি সামান্য বিড়ম্বনা ! তুমি কি এ দয়াসিক্কেও বাড়বানলে তাপিত
 কল্যে,—এ কল্পতরুকেও দাবানলে দগ্ধ কল্যে,—এ প্রতাপশালী
 আদিত্যকেও ছুঁই রাহুর গ্রাসে নিক্ষিপ্ত কল্যে ? (চিন্তা করিয়া) তা
 আমার আর এ স্থলে অপেক্ষা করবার কোন প্রয়োজন নাই । প্রায় দুই
 দণ্ডাবধি আমি এ স্থলে দণ্ডায়মান আছি, কিন্তু মহারাজ আমার প্রতি
 একবার দৃকপাতও কল্যেন না । (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া)
 এই যে আর্ঘ্য মানবক এদিকে আগমন কচ্যেন । তা দেখি এঁর দ্বারা
 কোন উপকার হতে পারে কি না ।

(বিদুষকের প্রবেশ ।)

বিদু । (মন্ত্রীর প্রতি) মহাশয়, আপনি অনুগ্রহ করে এখান থেকে
 কিঞ্চিৎ কালের জন্যে প্রস্থান করুন । দেখি, আমি মহারাজের এ মৌনব্রত
 ভঙ্গ কতে পারি কি না ।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞা, তবে আমি যাই।

[প্রস্থান।

বিদু। (স্বগত) হায় ! প্রিয় বয়স্যের এ ছুরবস্থা দেখে আর এক মুহূর্তের জন্তেও বাঁচতে ইচ্ছা করে না। হা রে দারুণ বিধি, তোর মনে কি এই ছিল ? (চিন্তা করিয়া) প্রিয় বয়স্যের সঙ্গীতে চিরকাল অশ্রুনাগ, আর না হবেই বা কেন ? ঋতুরাজ বসন্তই কোকিলকে সমাদর করেন। এই জন্তে আমি রাজমহিষীর কয়েক জন সুগায়িকা সহচরীকে এখানে এনেছি। দেখি, এদের সুস্বরে প্রিয় বয়স্যের চিত্তবিনোদ হয় কি না ? (নেপথ্যাভিমুখে জনান্তিকে) কেমন নিপুণিকে, তোমরা সকলে ত প্রস্তুত হয়েছে ? (কর্ণ দিয়া) ভাল ! তবে আরম্ভ কর দেখি ?

নেপথ্যে। (বহুবিধ যন্ত্রের মৃদুধ্বনি ।)

বিদু। (নেপথ্যাভিমুখে জনান্তিকে) আহা ! কি মনোহর ধ্বনি ! তা এখন একটা উত্তম গান গাও দেখি ?

নেপথ্যে। (গীত)

[বারোঙা—ঠুংরী ।]

পীরিতি পরম রতনু ।

বিরহে পারে কি কভু হরিতে সে ধনু ।

কমলে কণ্টক থাকে, তবু ভাল বাসে লোকে,

কে ত্যজে বিচ্ছেদ দেখে, প্রেম আকিঞ্চন ।

মিলন বিচ্ছেদ পরে, দ্বিগুণ সুখের তরে,

যথা অমানিশাস্তরে শশীর শোভনু ॥

রাজা। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) সখে মানবক—

বিদু। (সহর্ষে) মহারাজের জয় হউক !

রাজা। (গাত্রোথান করিয়া) সখে, যে কুসুমকানন দাবানলে দ হয়ে গেছে, তাতে জলসেচন করা বৃথা পরিশ্রম বৈ ত নয় ।

বিদু। বয়স্য, বিধাতা না করেন যে এমন সুকুসুম-কাননে দাবান প্রবেশ করে ।

রাজা। সে যা হোক, সখে, তুমি আমাকে চিরবাধিত কল্যে । দে' আগ্নেয়গিরির উপরে মেঘদল বারিবর্ষণ কল্যে যত্নপিও তার অন্তরি

হতাশন নির্বাণ না হয়, তত্রাচ তার অঙ্গের জ্বালার অনেক হাস হয়। তুমি আমার মনোরঞ্জনের নিমিত্তে কি না কচ্যো ?

বিদূ। বয়স্য, সাগর উথলিত হলে যে কত জীবের জীবন সংশয় হয়, তা কি আপনি জানেন না ? তা আপনি একটু স্থির হলে আমরা সকলেই পরম সুখলাভ করি।

রাজা। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) সখে, এমন প্রবল ঝড় বইতে আরম্ভ কল্যে কি সাগর স্থির হয়ে থাকতে পারে ? দেখ, যে শোকশেলে দেবদেব মহাদেব, এবং স্বয়ং বিষ্ণু-অবতার রঘুপতিও ব্যথিত হয়েছিলেন, তার প্রচণ্ড আঘাতে আমি অতি ক্ষুদ্র মানব কি প্রকারে স্থির হতে পারি ? (চিন্তা ও দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হে বিধাতঃ ! তোমার কি কিছুমাত্র বিবেচনা নাই ? যে হলাহল স্বয়ং নীলকণ্ঠের দেহ দাহন করেছিল, তাই তুমি আমাকে পান করালে ?

বিদূ। (স্বগত) আহা ! প্রিয় বয়স্যের খেদোক্তি শুন্লে বুক ফেটে যায় ! হায় রে নিষ্ঠুর বিধি ! তোর মনে কি এই ছিল ?

রাজা। কি আশ্চর্য্য ! সখে, এ সুবর্ণলতাটি যে আমার হৃদয়ভূমি থেকে কোন্ নিশাচর চুরি করে নিয়ে গেলো, এ সংবাদ কি কেউ আমাকে দিতে পারে না ? হে পক্ষিরাজ জটায়ু, তোমার তুল্য পরোপকারী কি বিহঙ্গমকূলে আর এখন কেউ নাই ? হায় ! (মূর্ছাপ্রাপ্তি)

বিদূ। কি সর্বনাশ ! কি সর্বনাশ ! (উচ্চস্বরে) ওরে এখানে কে আছিস্ রে ? একবার শীঘ্র করে এ দিকে আয় তো।

(বেগে মন্ত্রীর পুনঃপ্রবেশ ।)

মন্ত্রী। এ কি ?

বিদূ। মহাশয়, আর কি বলবো ? এই চক্ষু দেখুন।

মন্ত্রী। (সজল নয়নে) হে রাজকুলশেখর, এই কি তোমার উপযুক্ত শয্যা ! আর্ঘ্য মানবক, এ কি আশ্চর্য্য ব্যাপার ! প্রজাদলের স্নেহ-স্বরূপ পরিখায় পরিবেষ্টিত এ রাজনগরে এ দুর্জয় শত্রু কি প্রকারে প্রবেশ কল্যে ? হে নরশ্রেষ্ঠ, হে বীরকেশরি, যে অকূল সাগর ভগবতী বসুমতীকে আপন আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করে রেখেছিলেন, তিনি

কি এত দিনে তাঁকে পরিত্যাগ কল্যেন। হায়! হায়! এ কি
ছবিপাক।

বিদু। মহাশয়, আসুন, মহারাজকে স্থানান্তরে লয়ে যাওয়া
যাক।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞা। চলুন।

[উভয়ের রাজাকে লইয়া প্রস্থান।

ইতি চতুর্থোঃ।

পঞ্চমাস্ক

প্রথম গর্ভাস্ক

শক্রাবতারাদ্যন্তরে শচীতীর্থ ।

(শচীর প্রবেশ ।)

শচী । (স্বগত) আমি বসন্তকালে এই তীর্থের নির্মল জলে গাত্র প্রক্ষালন করি, আর এই নিকুঞ্জে যে সকল ফুল ফোটে তা দিয়া কুন্তল সাজিয়ে দেবেন্দ্রের শয়নমন্দিরে যাই,—এই নিমিত্তেই লোকে এ সরোবরকে শচীতীর্থ বলে । এই জলে অবগাহন কল্যে বামাকুলের যৌবন চিরস্থায়ী হয়, আর তাদের অঙ্গের রূপলাবণ্য রসানে মার্জিত হেমকান্তির মতন শতগুণ বৃদ্ধি হয় । (চতুর্দিক্ অবলোকন) আহা, ঋতুরাজ বসন্তের সমাগমে এ কাননের কি অপূর্ব শোভাই হয়েছে !

নেপথ্যে ।

(গীত)

[বাহারভৈরবী—১৭ ।]

মধুর বসন্ত আগমনে,
মধুপ গুঞ্জরে সঘনে,
করি মধুপান সুখে ফুলকাননে ।
কত পিকবরে,
পঞ্চম কুহরে,
মনোহর সে ধ্বনি শ্রবণে ।
উপবন যত,
সৌরভ রসিত,
সতত মলয় সমীরণে ।
সুখের কারণ,
বসন্ত যেমন,
না হেরি এমন ত্রিভুবনে ।
রতিপতি রসে,
মোদিত হরষে,
যুবক যুবতি সুমিলনে ॥

শচী। আমার সহচরী অঙ্গরীরা ঐ তরুমূলে সুখে গান কচে। এ মধুকালে কার মন আনন্দ-সাগরে মগ্ন না হয়? (পরিক্রমণ করিয়া) সে যা হোক, এত দিনের পর ছুঁই ইন্দ্রনীল সর্বপ্রকারেই সমুচিত্ত দণ্ড পেলে। কি আহ্লাদের বিষয়! কয়েক মাস হলো আমি কলিদেবের সহকারে তার মহিষী পদ্মাবতীকে রাজপুরী হতে অপহরণ করে বনবাস দিয়েছি। এখন ইন্দ্রনীল কাস্তার বিরহে শোকাক্ত হয়ে আপন রাজ্য পরিত্যাগ করেছে, আর উদাসভাবে দেশদেশান্তর ভ্রমণ কচে। (সরোষে) আঃ পাষণ্ড ছুরাচার! তুই শৃগাল হয়ে সিংহীর সঙ্গে বিবাদ করিস্। তা তুই এখন আপন কুকর্মের ফল বিলক্ষণ করে ভোগ কর। তোকে আর এখন কে রক্ষা করবে?

(পুষ্পপাত্র-হস্তে রজ্জার প্রবেশ।)

রজ্জা। দেবি, এই মালা ছড়াটা একবার গলায় দেন দেখি?

শচী। কৈ? দে দেখি। (পুষ্পমালা গ্রহণ করিয়া) বাঃ! বেশ গেঁথেছিস্। তা তোর এত বিলম্ব হলো কেন?

রজ্জা। (সহাস্ত্র বদনে) দেবি, আজ যে আমি কত শত শত্রুকে সমরে হারিয়ে এসেছি, তা শুনলে আপনি অবাক হবেন।

শচী। সে কি লো?

রজ্জা। (সহাস্ত্র বদনে) যখন আমি এই সকল ফুল তুলতে আরম্ভ কল্যেম, তখন যে কত অলি সরোষে এসে আমার চারদিকে গুনগুন কতে লাগলো, তা আর আপনাকে কি বলবো। ছুঁই দৈত্যকুল এইরূপেই শঙ্খধ্বনি করে স্বর্গপুরী ঘেরে।

শচী। (সহাস্ত্র বদনে) তা তুই কি করলি?

রজ্জা। আর কি করবো? আমি তখন আমার একাবলীর আঁচল নেড়ে এমন পবনবাণ ছাড়লেম, যে বীরবরেরা সকলেই যুদ্ধে বিমুখ হয়ে বেগে পালালেন।

(ক্রন্দন করিতে করিতে মুরজার প্রবেশ।)

শচী। (ব্যগ্রভাবে) সখি যক্ষেশ্বরী, এ কি?

মুর। শচী দেবি, তুমিই আমার সর্বনাশ করেছো!

শচী। কেন ? কেন ? কি করেছি ?

মুর। আর কি না করেছে ? (রোদন) হায় ! হায় ! বাছা ! আমি কি পৃথিবীর মতন নিষ্ঠুর হয়ে যাকে গর্ভে ধরেছিলেন তাকেই আবার গ্রাস কল্যেয়ম। আমি কি সিংহী আর বাঘিনী অপেক্ষাও মমতাহীন হলেম। হে বিধাতঃ, এ কি তোমার সামান্য লীলাখেলা ! (রোদন) হায় ! এমন কৰ্ম্ম মা হয়ে কে কোথায় করেছে ? (রোদন।)

শচী। সখি, বৃত্তান্তটা কি তা তুমি আমাকে ভাল করেই বল না কেন ?

মুর। সখি, আর বলবো কি ? ইন্দ্রনীর মনুষী পদ্মাবতীই আমার বিজয়া। (রোদন।)

শচী। বল কি ? তা এ কথা তোমাকে কে বললে ?

মুর। আর কে বলবে ? স্বয়ং ভগবতী বসুমতীই বলেছেন। (রোদন)

শচী। সখি, তুমি না কেঁদে বরং এ সকল কথা আমাকে খুলে বল। ভাল, যদি পদ্মাবতীই তোমার বিজয়া হবে, তবে মাহেশ্বরীপুরীর রাজা যজ্ঞসেন তাকে কোথ থেকে পেলে ?

মুর। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) ভগবতী বসুমতী বিজয়াকে প্রসব করে শ্রীপর্বতের উপর কমলকাননে রেখেছিলেন, পরে রাজা যজ্ঞসেন ঐ স্থলে মৃগয়া কৃত্যে গিয়ে, তাকে পেয়ে আপনার পাটেশ্বরীর হাতে লালন পালনের জন্তে দিয়েছিল। হায় ! হায় ! বাছা, চিত্রকূটপর্বতের উপর তোমার চন্দ্রানন দেখে আমার স্তনদ্বয় ছুঁকে পরিপূর্ণ হয়েছিল, তা আমি তোমাকে তাতেও চিন্লেম না ? (রোদন।)

শচী। সখি, তুমি শাস্ত হও।

আকাশে। (বীণাধ্বনি।)

শচী। এ কি ? (অকোশমার্গে দৃষ্টিপাত করিয়া) এই যে দেবর্ষি নারদ এই দিকে আসছেন। সখি তুমি সাবধান হও, এই ধূর্ত ব্রাহ্মণই এ বিপদের মূল ; দেখো—ও যেন আবার কমল বাধাতে না পারে।

(নারদের প্রবেশ।)

উভয়ে। ভগবন্, আমরা আপনাকে অভিবাদন করি।

নার। আপনাদের কল্যাণ হউক।

শচী। দেবর্ষি, সংবাদ কি? আজ্ঞা করুন দেখি?

নার। দেবি, সকলই সুসংবাদ। ভগবতী পার্বতী আমাকে অণু আপনাদের সমীপে প্রেরণ করেছেন।

শচী। কেন? ভগবতীর কি আজ্ঞা?

নার। তিনি শুনেছেন যে আপনারা নাকি বিদর্ভনগরের রাজা পরম শিবভক্ত ইন্দ্রনীল রায়কে কলিদেবের সাহায্যে নানা ক্রেশ দিতে প্রবৃত্ত হয়েছেন।—

শচী। ভগবন্, তা ভগবতী পার্বতীকে এ কথা কে বললে?

নার। ভগবতী এ কথা রতি দেবীর মুখেই শ্রবণ করেছেন।

শচী। (স্বগত) কি সর্বনাশ! এ ছুষ্ঠা রতির কি কিছুমাত্র লজ্জা নাই? এমন কথাও কি মহেশ্বরের কর্ণগোচর করা উচিত? (প্রকাশে) দেবর্ষি, তা ভগবতী এ কথা শুনে কি আদেশ করেছেন?

নার। ভগবতীর এই ইচ্ছা যে আপনারা এ বিষয়ে ক্ষান্ত হয়েন।

শচী। ভাল, তা যেন হলেম। কিন্তু এখন পদ্মাবতীই বা কোথায় আর ইন্দ্রনীলই বা কোথায়—তা কে জানে?

নার। (সহাস্র বদনে) তন্নিমিত্তে আপনি চিন্তিত হবেন না। রাজমহিষী পদ্মাবতী এক্ষণে তমসা নদীতীরে মহর্ষি অঙ্গিরার আশ্রমে বাস কচেন।

শচী। (স্বগত) হায়! আমার এত পরিশ্রম কি তবে বৃথা হলো? আর অবশেষে রতিই জিতলে! তা করি কি? ভগবতী গিরিজার আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করা কার সাধ্য। স্রোতস্বতীর পথ রুদ্ধ কত্যা কে পারে?

নার। আমি মহাদেবীর আজ্ঞানুসারে যতীন্দ্র অঙ্গিরার আশ্রমে গমন কত্যা আকাজকা করি, অতএব আপনারা আমাকে এক্ষণে বিদায় করুন।

মূর। ভগবন্, আপনি আমাকে সেখানে সঙ্গে লয়ে চলুন।

শচী। চলুন, আমিও আপনাদের সঙ্গে যাই। (রস্তার প্রতি) রস্তা, তুই এখন অমরাবতীতে যা। আমি একবার যোগিবর অঙ্গিরার আশ্রম থেকে আসি।

রজ্জা। যে আজ্ঞে।

[নারদ, শচী এবং মুরজার প্রস্থান।
আমি আর এখানে একলা থেকে কি করবো? যাই, দেখিগে নন্দনকাননে
এখন কি হচে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

তমসা নদীতীরে মহর্ষি অঙ্গিরার আশ্রম।

(পদ্মাবতী এবং গৌতমীর প্রবেশ।)

গৌত। বৎসে, তুমি এত অধীরা হইও না। তোমার প্রাণেশ্বর
অতি দুরায়ই তোমার নিকটে আসবেন, তার কোন সন্দেহ নাই। ভগবান্
অঙ্গিরা তোমার এ প্রতিকূল দৈব শাস্তির নিমিত্তে এক মহাযজ্ঞ আরম্ভ
করেছেন।—

পদ্মা। ভগবতি, আমি কি সে শ্রীচরণের আর এ জন্মে দর্শন পাব।
(রোদন।)

গৌত। বৎসে, তুমি শান্ত হও, মহর্ষির যজ্ঞ কখনই নিষ্ফল হবার নয়।

পদ্মা। ভগবতি, আপনি যা আজ্ঞা কচোন সে সকলই সত্য, কিন্তু
আমি এ নিব্বোধ প্রাণকে কেমন করে প্রবোধ দি। হায়! এ কি আর
এখন কোন কথা মানে? (রোদন।)

গৌত। বৎসে, বিবেচনা করে দেখ, এ অখিল ব্রহ্মণ্ডে কোন বস্তুই
চিরকাল শ্রীভ্রষ্ট হয়ে থাকে না। বর্ষার সমাগমে জলহীনা, নদী জলবতী
হয়,—ঋতুরাজ বসন্ত বিরাজমান হলে লতাকুল মুকুলিতা ও ফলবতী হয়,
—কৃষ্ণপক্ষে শশীর মনোরম কাস্তি হ্রাস হয় বটে, কিন্তু আবার শুক্লপক্ষে
তার পূরণ হয়,—তা তোমারও এ যাতনা অতি শীঘ্রই দূর হবে।

নেপথ্যে। ভো শাক্তরব, ভগবতী গৌতমী কোথায় হে! দেখ, তুমি
জন অতিথি এসে এ আশ্রমে উপস্থিত হয়েছে, অতএব তাদের যথাবিধি
আতিথ্য কর।

গৌত। বৎসে, এক্ষণে আমি বিদায় হলেম। তুমি এই তরুর
ছায়ায় কিঞ্চিংকালের নিমিত্তে বিশ্রাম কর। দেখ! ভগবতী তমসার

নির্মল সলিলে কমলিনী কি অনির্বচনীয় শোভাই ধারণ করে বিকশিত হয়েছে, তা তোমার বিরহ-রজনীও প্রায় অবসান হয়ে এলো।

[প্রস্থান।

পদ্মা। (স্বগত) প্রাণেশ্বর যে সংগ্রামে বিজয়ী হয়েছেন তার আর কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু এ হতভাগিনীকে কি আর তাঁর মনে আছে? (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হে বিধাতঃ! আমি পূর্বজন্মে এমন কি পাপ করেছিলাম যে তুমি আমাকে এত দুঃখ দিলে। তুমি আমাকে রাজেন্দ্রনন্দিনী, রাজেন্দ্রগৃহিণী করেও আবার অনাথা যুথভ্রষ্টা কুরঙ্গিণীর মতন বনে বনে ফেরালে। (রোদন।)

নেপথ্যে। প্রিয়সখি, কৈ, তুমি কোথায়?

পদ্মা। (নেপথ্যাভিমুখে দৃষ্টিপাত করিয়া) কেন? এই যে আমি এখানেই আছি।

(বেগে সখীর প্রবেশ।)

সখী। প্রিয়সখি—(রোদন।)

পদ্মা। (ব্যগ্রভাবে সখীকে আলিঙ্গন করিয়া) এ কি? কেন? কেন সখি, কি হয়েছে?

সখী। (নিরুত্তরে রোদন।)

পদ্মা। সখি, কি হয়েছে তা তুমি আমাকে শীঘ্র করে বল?

সখী। প্রিয়সখি, মহারাজ আর্ঘ্য মানবকের সঙ্গে এই আশ্রমে এসে উপস্থিত হয়েছেন।

পদ্মা। (অভিমান সহকারে) সখি, তুমিও কি আবার আমার সঙ্গে চাতুরী কতে আরম্ভ করলে?

সখী। সে কি? প্রিয়সখি, আমি কি তা কখন পারি? ঐ দেখ, ভগবতী গৌতমী মহারাজ আর আর্ঘ্য মানবককে লয়ে এদিকে আসছেন। কেমন, আমি সত্য না মিথ্যা বলেছি? (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) আহা! মহারাজের মুখখানি দেখলে, বোধ হয়, যে উনি তোমার বিরহে অতি দুঃখে কালযাপন করেছেন।

পদ্মা। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) কি আশ্চর্য্য! সখি, তাই ত। বিধাতা কি তবে এত দিনের পর আমার প্রতি যথার্থই

অনুকূল হলেন। (রাজার প্রতি লক্ষ্য করিয়া) হে জীবিতেশ্বর, আপনার কি এত দিনের পর এ হতভাগিনী বল্যে মনে পড়লো? (রোদন।)

সখী। প্রিয়সখি, চল, আমরা ঐ বৃক্ষবাটিকায় গিয়ে দাঁড়াই। মহারাজকে তোমার সহসা দর্শন দেওয়া উচিত হয় না।

[উভয়ের প্রস্থান।

(রাজা ও বিদুষকের সহিত গৌতমীর পুনঃপ্রবেশ।)

গৌত। হে নরেশ্বর, তার পর কি হলো?

রাজা। ভগবতি, তার পর আমি রাজমহিষীর কোনই অন্বেষণ না পেয়ে যে কি পর্য্যন্ত ব্যাকুল হলেম, তা আর আপনাকে কি বলবো। আর এ ছুঁকহ শোকানল সহ্য কতে অক্ষম হয়ে, রাজমন্ত্রীর উপর রাজ্যভার হর্পণ করে, এই আমার চিরপ্রিয় বয়স্কের সহিত তীর্থ পর্য্যটনে যাত্রা কল্যেম।

গৌত। হে নরনাথ, আপনি এ বিষয়ে আর উদ্ভিগ্ন হবেন না। রাজমহিষী এই আশ্রমেই আছেন। মহর্ষি অঙ্গিরা তাঁকে আপন ছহিতার হ্যার পরম স্নেহ করেন। আর তাঁর আগমনাবধি বহু যত্নে তাঁর রক্ষণাবেক্ষণ করেছেন।

রাজা। ভগবতি, সে সকল বৃত্তান্ত আমি দেবর্ষি নারদের মুখে বিশেষরূপে শ্রুত আছি। কুলায়ভ্রষ্টা পারাবতী আশ্রয়-আশায় কোন বিশাল বৃক্ষের সমীপে গমন কল্যে, তরুবর কি শরণদানে পরাজুখ হয়ে, তাকে নিরাশ করেন? ভগবান্ অঙ্গিরা ঋষিকুলের চূড়ামণি, তা তিনি যে এরূপ ব্যবহার করবেন, এ কিছু বড় অসম্ভব নয়।

গৌত। হে পৃথ্বীশ্বর, আপনি এই শিলাতলে ক্রণেক কাল উপবেশন করুন আমি গিয়ে রাজমহিষীকে এখানে লয়ে আসি।

রাজা। ভগবতি, আপনার যা আজ্ঞা।

গৌত। আর আপনার এ আশ্রমে শুভাগমনের সংবাদও মহর্ষির নিকট প্রেরণ করা উচিত। অতএব আমি কিঞ্চিৎকালের নিমিস্তে বিদায় হলেম।

[প্রস্থান।

রাজা। (উপবেশন করিয়া) সখে, যেমন তপনতাপে তাপিত জন সূশীতল তরুচ্ছায়া পেলে পূর্বতাপ বিস্মৃত হয়, আমারও আজ অবিকল তাই হলো।

বিদু। আজ্ঞা, তার আর সন্দেহ কি? এত দিনের পর আমাদের ডিঙ্গাখানি ঘাটে এসে লাগলো। কিন্তু এ ঘাটটা আমাকে বড় ভাল লাগছে না।

রাজা। কেন, বল দেখি?

বিদু। বয়স্য, এ মুনির আশ্রম, এখানে সকলেই হবিষ্য করে; তা আমরাও কি একাহারী হয়ে আবার মারা পড়বো?

রাজা। কেন? তুমি ত আর সন্ন্যাসধর্ম অবলম্বন কর নাই, যে তোমাকে একাহারে থাকতে হবে?

আকাশে। (কোমল বাত)।

রাজা। (গাত্রোথান করিয়া সচকিতে) এ কি? আহা! কি মধুর ধ্বনি! সখে, আমি যে দিন মায়ামুগের অনুসরণ করে বিক্ষ্যাচলে দেব-উপবনে উপস্থিত হয়েছিলেম, সে দিনও আকাশে এইরূপ কোমল বাত শুনেছিলাম।

বিদু। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া সত্রাসে) কি সর্বনাশ!

রাজা। কেন? কি হলো?

বিদু। মহারাজ! চলুন, আমরা এখান থেকে পালাই। ঐ দেখুন, এ আশ্রমবনে দাবানল লেগেছে। উঃ! কি ভয়ঙ্কর শিখা!

রাজা। (অবলোকন করিয়া) সখে, ও ত দাবানল নয়।

বিদু। বলেন কি? মহারাজ, ঐ দেখুন, সব গাছপালা একবারে যেন ধু ধু করে জলে উঠছে।

রাজা। কি হে সখে, তুমি অন্ধ হলে না কি?

বিদু। বয়স্য, তবে ও কি?

রাজা। ওঁরা সকল দেবকন্যা। তা ওঁরাও অগ্নিশিখার মতন তেজস্বিনী বটেন। (অবলোকন করিয়া সানন্দে) কি আশ্চর্য্য! এই যে শচী দেবী, যক্ষেশ্বরী, আর রতি দেবী আমার প্রেয়সীকে লয়ে এ দিকে আসছেন। হে হৃদয়! তুমি যে এত দিন এ পূর্ণশিশীর অদর্শনে বিদীর্ণ

হও নাই এই আশ্চর্য্য! (অগ্রসর হইয়া) এ দাস আপনাদিগের
শ্রীচরণে প্রণাম কচে । (প্রণাম ।)

(শচী, মুরজা, রতি, গৌতমী, পদ্মাবতী, সখী, নারদ এবং
অঙ্গিরার প্রবেশ ।)

সকলে । মহারাজের জয় হউক ।

নার । হে মহীপতে, যেমন মহর্ষি বায়্মীকির পুণ্যাশ্রমে দাশরথি
ভগবতী বৈদেহীকে প্রাপ্ত হন, আপনিও অত্র তদ্রূপ মহিষী পদ্মাবতীকে
এই স্থলে লাভ কল্যেন ।

অঙ্গি । হে নরশ্রেষ্ঠ, আপনার বাহুবলে ঋষিকুলের সর্বত্রই কুশল ।
অতএব আপনি পুরস্কারস্বরূপ এই স্ত্রীরত্নটি গ্রহণ করুন ।

শচী । (রাজার হস্তে পদ্মাবতীর হস্ত প্রদান করিয়া) হে নরনাথ,
আপনি অত্যাধি নিঃশঙ্কচিত্তে রাজসুখভোগে প্রবৃত্ত হউন ।

আকাশে ।

গীত ।

[বেহাড়া—পোস্তা ।]

সুমতি ভূপতি অতি, তুমি ওহে মহারাজ ।
সুখে থাক ধনে মানে, রিপুগণে দিয়ে লাজ ।
পাইলে হারা নিধি, প্রিয়তমা পুনরায়,
বাসনা পূর্ণ হলো, সুখে কর রাজকাজ ।
হয়ে সুবিচারে রত কর বহু যশোলাভ,
যেমন শোভে ক্ষিতি, তারাপতি দ্বিজরাজ ॥

(পুষ্পবৃষ্টি)

সকলে । রাজমহিষী চিরবিজয়িনী হউন ।

নারদ । (রাজার প্রতি) আমিও আশীষ করি, শুন নরপতি ।—

সুখে সদা কর বাস অবনী-মণ্ডলে,
পর্যভবি শত্রুদলে, মিত্রকূলে পালি,
ধর্মপথগামী যথা ধর্মের নন্দন
পৌরব । চরমে লভ স্বর্গ ধর্মবলে ।

(পদ্মাবতীর প্রতি) যশঃসরে চিররুচি কমলিনীরূপে
 শোভ তুমি পদ্মাবতী—রাজেন্দ্রনন্দিনি,
 যযাতির প্রণয়িনী দৈত্যরাজবালা
 শশ্মিষ্ঠা যেমতি । তার সহ নাম তব
 গাঁথুক গোড়ীয় জন কাব্যরত্নহারে,
 মুকুতা সহ মুকুতা গাঁথে লোক যথা ।

(যবনিকা পতন ।)

ইতি পঞ্চমাস্ক ।

এহ সমাপ্ত ।

বিবিধ

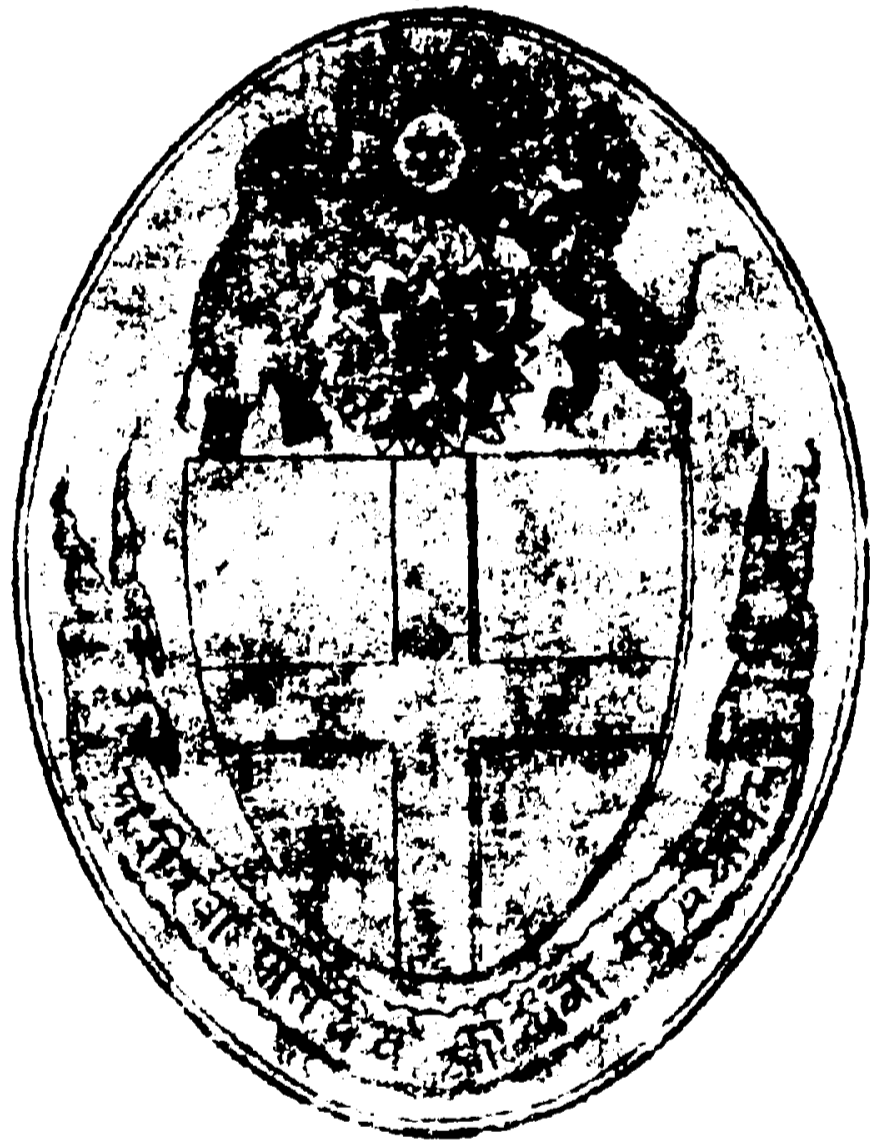
বিবিধ—কাব্য

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

সম্পাদক :

ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সজনীকান্ত দাস



বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৪৩।১, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড

কলিকাতা—৬

প্রকাশক
শ্রীভারপ্রসন্ন ভট্টাচার্য
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ—ফাল্গুন, ১৩৪৭

দ্বিতীয় সংস্করণ—অগ্রহায়ণ, ১৩৫০

তৃতীয় সংস্করণ—আষাঢ়, ১৩৫৪

চতুর্থ সংস্করণ—মাঘ, ১৩৬২

পঞ্চম সংস্করণ—ফাল্গুন, ১৩৭৩

মূল্য—এক টাকা পঁচিশ পয়সা

মুদ্রাকর—শ্রীপদ্মপতি দে
শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্ড বিখাস রোড *
বেলগাছিয়া, কলিকাতা-৩৭

ভূমিকা

মধুসূদনের সাহিত্য-জীবন নানা কারণে নানা ভাবে খণ্ডিত ও বাধাগ্রস্ত হইয়াছিল। চিঠিপত্রে প্রকাশিত তাঁহার বহুবিধ সঙ্কল্প, পরিণামে সেগুলির বিফলতা এবং তাঁহার বিবিধ অসম্পূর্ণ কাব্য ও কবিতায় তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি নানা সময়ে বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে অনেকগুলি কাব্য ও কবিতা রচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষ করিতে পারেন নাই। এই অসম্পূর্ণ কাব্যগুলির মধ্যে তাঁহার 'বীরাক্ষনা কাব্য' ও নীতিগর্ভ কবিতাবলীই আমাদের বিশেষ আক্ষেপের কারণ হইয়া আছে। বর্তমান সংস্করণ গ্রন্থাবলীর এই বিবিধ খণ্ডটি কবি মধুসূদনের বিরোট সস্তাবনার ও বিপুল নৈরাশ্যের নিদর্শন।

এই বিক্ষিপ্ত কবিতা ও কাব্যংশগুলি আমরা নানা স্থান হইতে সংগ্রহ করিয়াছি। কবির জীবিতকালে বিভিন্ন সাময়িক-পত্রে ইহাদের কয়েকটি মাত্র প্রকাশিত হইয়াছিল; বাকিগুলি তাঁহার মৃত্যুর পরে সাময়িক-পত্রে বা জীবন-চরিতে প্রকাশিত হইয়াছে। একই কবিতার কোন কোন স্থানে দুইরূপ পাঠ পাওয়া গিয়াছে; আমরা নিজেদের বুদ্ধিমত পাঠ গ্রহণ করিয়াছি। কয়েকটি অসম্পূর্ণ কবিতা মধুসূদনের 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র ১ম সংস্করণের (ইং ১৮৬৬) পরিশিষ্টে "অসমাপ্ত কাব্যাবলি" নামে বাহির হইয়াছিল। দীননাথ সান্যাল-সম্পাদিত 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র শেষে একটি অপ্রকাশিত-পূর্ব কবিতা আছে। আমরা এই খণ্ডে এই সকলগুলিই একত্র সন্নিবিষ্ট করিলাম। "বর্ষাকাল" ও "হিমঝড়" কবির বাল্যরচনা। কবিতাগুলিকে যত দূর সম্ভব, কালানুক্রমিক সাজাইবার চেষ্টা করিয়াছি। যে যে স্থান হইতে কবিতাগুলি সংগৃহীত, নিম্নে তাহার নির্দেশ দিলাম—

বর্ষাকাল, হিমঝড় — 'জীবন-চরিত,' যোগীন্দ্রনাথ, পৃ. ১০০-১

রিজিয়া ঐ পৃ. ৬৭৮-৮০

কবি-মাতৃভাষা ঐ পৃ. ৪৭৭

আসন্ন-বিলাপ—তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৭৮৩ শক, আশ্বিন

বঙ্গভূমির প্রতি—সোমপ্রকাশ, ১৬ জুন, ১৮৬২

ভারত-বৃন্দান্ত : দ্রৌপদীস্বয়ম্বর—প্রবাসী, ভাদ্র ১৩১১

মৎস্তগন্ধা - আর্য্যদর্শন, ফাল্গুন ১২২০, পৃ. ২৮৮

মুভদ্রা-হরণ—চতুর্দশশব্দী কবিতাবলী, ১ম সংস্করণ, পৃ. ১০১-৪

নীতিগর্ভ কাব্য :

ময়ূর ও গৌরী	ঐ	পৃ. ১১৪-৬
কাক ও শৃগালী	ঐ	পৃ. ১১৭-৮
রসাল ও স্বর্ণলতিকা	ঐ	পৃ. ১১৮-২২
অখ ও কুরঙ্গ —‘জীবন-চরিত’		পৃ. ৫২৪
দেবদৃষ্টি—চিকিৎসাতত্ত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীক্ষণ, ১৩০১ সাল, পৃ. ৩৮৫		
গদা ও সদা —প্রবাসী, আশ্বিন ১৩১১		পৃ. ২২৪-৫
কুকুট ও মণি—চতুর্দশশব্দী, দীননাথ,		পৃ. ২৮
সূর্য্য ও মৈনাক-গিরি	ঐ	পৃ. ২২-১০১
মেঘ ও চাতক	ঐ	পৃ. ১০২-৪
পীড়িত সিংহ ও অশ্রান্ত পশু	ঐ	পৃ. ১০৫-৬
সিংহ ও মশক	ঐ	পৃ. ২৫-৭

ঢাকাবাসীদিগের অভিনন্দনের উত্তরে —‘জীবন-চরিত’ পৃ. ৬০৬-৭

পুরুলিয়া	—জ্যোতিরিন্দ্রণ, এপ্রিল ১৮৭২,	পৃ. ১১৭
পরেশনাথ গিরি	—আর্য্যদর্শন, আষাঢ় ১২৮১, আশ্বিন	১২৯১
কবির ধর্ম্মপুত্র	—জ্যোতিরিন্দ্রণ, নবেম্বর ১৮৭২,	পৃ. ৪০
পঞ্চকোট গিরি	—‘মধুসূতি,’ নগেন্দ্রনাথ	পৃ. ৫২২
পঞ্চকোটেশ্বর রাজশ্রী	ঐ	পৃ. ৫২৩
পঞ্চকোট-গিরি বিদায়-সঙ্গীত	ঐ	পৃ. ৫০৩-৪
সমাধি-লিপি	—‘জীবন-চরিত’	পৃ. ৬৩৯
পাণ্ডব-বিজয়	—আর্য্যদর্শন,	আষাঢ় ১২৯১
দুর্য্যোধনের মৃত্যু	ঐ	চৈত্র ১২৮২
সিংহল-বিজয়	ঐ	শ্রাবণ ১২৯১
হতাশা-পীড়িত হৃদয়ের দুঃখধ্বনি	ঐ	বৈশাখ ১২৯১
দেবদানবীয়ম্	ঐ	ফাল্গুন ১২৯০
জীবিতাবস্থায় অনাদৃত কবিগণের সম্বন্ধে—প্রবাসী, ভাদ্র		১৩১১
পশ্চিমবঙ্গ শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বিজ্ঞানাগর	ঐ	

সূচীপত্র

বর্ষাকাল	...	৩
হিমঝড়	...	৩
রিজিয়া	...	৪
কবি-মাতৃভাষা	...	৬
আত্ম-বিলাপ	...	৬
বঙ্গভূমির প্রতি	...	৮
ভারত-বৃত্তান্ত : দ্রৌপদীস্বয়ম্বর	...	৯-১০
মৎস্যগন্ধা	...	১১
শুভদ্রা-হরণ	...	১২
নীতিগর্ভ কাব্য :		
ময়ূর ও গৌরী	...	১৪
কাক ও শৃগালী	...	১৬
রসাল ও স্বর্ণলতিকা	...	১৭
অশ্ব ও কুরঙ্গ	...	১৯
দেবদৃষ্টি	...	২২
গদা ও সদা	...	২৪
কুক্কট ও মনি	...	২৭
সূর্য্য ও মৈনাক-গিরি	...	২৭
মেঘ ও চাতক	...	২৯
পীড়িত সিংহ ও অন্যান্য পশু	...	৩১
সিংহ ও মশক	...	৩২
টাকাবাসীদিগের অভিনন্দনের উত্তরে	...	৩৪
পুরুলিয়া	...	৩৫
পরেশনাথ গিরি	...	৩৫
কবির ধর্মপুত্র	...	৩৬
পঞ্চকোট গিরি	...	৩৭
পঞ্চকোটস্থ রাজশ্রী	...	৩৭

পঞ্চকোট-গিরি বিদায়-সঙ্গীত	...	৩৮
সমাধি-লিপি	...	৩৯
পাণ্ডববিজয়	...	৩৯
দুর্যোধনের মৃত্যু	...	৪০
সিংহল-বিজয়	...	৪২
হতাশা-পীড়িত হৃদয়ের ছঃখধ্বনি	...	৪৩
দেবদানবীয়ম্	...	৪৪
জীবিতাবস্থায় অনাদৃত কবিগণের সম্বন্ধে	...	৪৪
পশ্চিমবঙ্গ শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	...	৪৫

বর্ষাকাল

গভীর গর্জন সদা করে জলধর,
উথলিল নদ নদী ধরনী উপর ।
রমণী রমণ লয়ে, সুখে কেলি করে,
দানবাদি, দেব, যক্ষ সুখিত অন্তরে ।
সমীরণ ঘন ঘন ঝন ঝন রব,
বরুণ প্রবল দেখি প্রবল প্রভাব ।
স্বাধীন হইয়া পাছে পরাধীন হয়,
কলহ করয়ে কোন মতে শাস্ত নয় ॥

হিমঋতু

হিমন্তুর আগমনে সকলে কম্পিত,
রামাগণ ভাবে মনে হইয়া ছুঃখিত ।
মনাগুনে ভাবে মনে হইয়া বিকার,
নিবিল প্রেমের অগ্নি নাহি জ্বলে আর ।
ফুরায়েছে সব আশা মদন রাজার
আসিবে বসন্ত আশা—এই আশা সার ।
আশায় আশ্রিত জনে নিরাশ করিলে,
আশাতে আশার বশ আশায় মারিলে ।
সৃজিয়াছি আশাতরু আশিত হইয়া,
নষ্ট কর হেন তরু নিরাশ করিয়া ।
যে জন করয়ে আশা, আশার আশ্বাসে,
নিরাশ করয়ে তারে কেমন মানসে ॥

রিজিয়া

হা বিধি, অধীর আমি ! অধীর কে কবে,
এ পোড়া মনের জ্বালা জুড়াই কি দিয়া ?
হে স্মৃতি, কি হেতু যত পূর্বকথা কয়ে,
দ্বিগুণিছ এ আগুন, জিজ্ঞাসি তোমারে !
কি হেতু লো বিষদন্ত ফণিরূপ ধরি,
মুহূর্মুহু দংশ আজি জর্জরি হৃদয়ে ?
কেমনে, লো ছুটা নারি, ভুলিলি নিষ্ঠুরে
আমায় ? সে পূর্ব সত্য, অঙ্গীকার যত,
সে আদর, সে সোহাগ, সে ভাব কেমনে
ভুলিল ও মন তোর, কে কবে আমারে ?
হায় লো সে প্রেমাকুর কি তাপে শুকাল ?
এ হেন সুবর্ণ-দেহে কি সুখে রাখিলি
এ হেন ছরস্তু আত্মা, রে ছরাত্মা বিধি !
এ হেন সুবর্ণময় মন্দিরে স্থাপিলি
এ হেন কু-দেবতারে তুই কি কোতুকে ?
কোথা পাব হেন মন্ত্র যার মহাবলে
ভুলি তোরে, ভূত কাল, প্রমত্ত যেমতি
বিস্মরে (সুরার তেজে, যা কিছু সে করে)
জ্ঞানোদয়ে ? রে মদন, প্রমত্ত করিলি

যোগীন্দ্রনাথ বসুর 'জীবন-চরিতে' প্রকাশ :—“মুলতানা রিজিয়া সত্রাই আলতামাসের
ছহিতা এবং কুতবুদ্দীনের দৌহিজৌ ছিলেন ।...মুসলমান নরনারীগণের চরিত্রে মনুষ্য-প্রকৃতির
কঠোর ভাব প্রকাশিত করিবার অধিকতর সুযোগ প্রাপ্ত হইবার আশায় মধুসূদন রিজিয়া নাটক
আরম্ভ করিয়াছিলেন ।...রিজিয়ার পাণ্ডুলিপির দুই একটি খণ্ডিত পৃষ্ঠা আমাদিগণের হস্তগত
হইয়াছে । তাহা হইতে একটি স্বগত অংশ উদ্ধৃত হইল । রিজিয়ার বাগদত্ত স্বামী
আলটুনিয়া, রিজিয়ার অপং ব্যবহারে ব্যথিত হইয়া, বলিতেছিলেন :—”

মোরে প্রেম মদে তুই ; ভুলা তবে এবে,
 ঘটিল যা কিছু, যবে ছিনু জ্ঞান-হীনে ।
 এ মোর মনের ছঃখ কে আছে বুঝিবে ?
 বন্ধুমাত্র মোর তুই, চল্ সিন্দুদেশে,
 দেখিব কি থাকে ভাগ্যে । হয় ত মারিব,
 এ মনাগ্নি নিবাইব ঢালি লছ-স্রোতে,
 নতুবা, রে মৃত্যু, তোর নীরব সদনে
 ভুলিব এ-মহাজ্বালা—দেখিব কি ঘটে !
 কি কাজ জীবনে আর ! কমল বিহনে
 ডুবে অভিমানে জলে মৃগাল, যত্নপি
 হরে কেহ শিরোমণি, মরে ফণী শোকে ।
 চূড়াশূণ্য রথে চড়ি কোন্ বীর যুঝে ?
 কি সাধ জীবনে আর ? রে দারুণ বিধি,
 অমৃত যে ফলে, আজ বিষাক্ত করিলি
 সে ফলে ? অনন্ত আয়ুদায়িনী সুধারে
 না পেয়ে, কি হলাহল লভিনু মথিয়া
 অকুল সাগরে, হায় হিয়া জ্বালাইতে ?
 হা ধিক্ ! হা ধিক্ তোরে নারীকুলাধমা !
 চণ্ডালিনী ব্রহ্মকূলে তুই পাপীয়সী,
 আর তোর পোড়া মুখ কভু না হেরিব,
 যত দিন নাহি পারি তোর যমরূপে
 আক্রমিতে রণে তোরে বীর পরাক্রমে !
 ভেবেছিনু লয়ে তোরে সোহাগে বাসরে
 কত যে লো ভালবাসি কব তোর কানে,
 বায়ু যথা ফুলদলে সায়ংকালে পেয়ে
 কাননে । সে প্রেমাশায় দিনু জলাঞ্জলি ।
 সে সুবর্ণ আশালতা তুই লো নিষ্ঠুর
 দাবানল-শিখারূপে নিষ্ঠুরে পোড়ালি !
 পশ্ রে বিবরে তোর, তুই কাল ফণী ।

কবি-মাতৃভাষা

নিজাগারে ছিল মোর অমূল্য রতন
অগণ্য ; তা সবে আমি অবহেলা করি,
অর্থলোভে দেশে দেশে করিছু ভ্রমণ,
বন্দরে বন্দরে যথা বাণিজ্যের তরী ।
কাটাইছু কত কাল সুখ পরিহরি,
এই ব্রতে, যথা তপোবনে তপোধন,
অশন, শয়ন ত্যজ্জে, ইষ্টদেবে স্মরি,
তঁাহার সেবায় সদা সঁপি কায় মন ।
বঙ্গকুললক্ষ্মী মোরে নিশার স্বপনে
কহিলা—“হে বৎস, দেখি তোমার ভকতি,
সুপ্রসন্ন তব প্রতি দেবী সরস্বতী !
নিজ গৃহে ধন তব, তবে কি কারণে
ভিখারী তুমি হে আজি, কহ ধন-পতি ?
কেন নিরানন্দ তুমি আনন্দ-সদনে ?”

আত্ম-বিলাপ

১

আশার ছলনে ভুলি কি ফল লাভিহু, হায়
তাই ভাবি মনে ?
জীবন-প্রবাহ বহি কাল-সিন্ধু পানে যায়,
ফিরাব কেমনে ?
দিন দিন আয়ুহীন, হীনবল দিন দিন,—
তবু এ আশার নেশা ছুটিল না ? এ কি দায় !

২

রে প্রমত্ত মন মম ! কবে পোহাইরে রাত্তি ?
জাগিবি রে কবে ?

জীবন-উত্তানে তোর যৌবন-কুসুম-ভাতি
কত দিন রবে ?

নীর-বিন্দু দুর্বাদলে, নিত্য কি রে বলবলে ?
কে না জানে অসুবিষ অসুখে সন্তঃপাতি ?

৩

নিশার স্বপন-সুখে সুখী যে, কি সুখ তার ?
জাগে সে কাঁদিতে !

ক্ষণপ্রভা প্রভা-দানে বাড়ায় মাত্র আধার
পথিকে ধাঁদিতে !

মরীচিকা মরুদেশে, নাশে প্রাণ তৃষাক্রেশে ;—
এ তিনের ছল সম ছল রে এ কু আশার ।

৪

প্রেমের নিগড় গড়ি পরিলি চরণে সাদে ;
কি ফল লভিলি ?

অলস্তু পাবক-শিখা-লোভে তুই কাল কাঁদে
উড়িয়া পড়িলি !

পতঙ্গ যে রঙ্গে ধায়, ধাইলি, অবোধ, হায় !
না দেখিলি, না শুনিলি, এবে রে পরাণ কাঁদে !

৫

বাকী কি রাখিলি তুই বৃথা অর্থ অশেষণে,
সে সাধ সাধিতে ?

ক্ষত মাত্র হাত তোর মৃগাল-কণ্টকগণে
কমল ভুলিতে !

নারিলি হারিতে মণি, দংশিল কেবল ফণী !
এ বিষম বিষজ্বালা ভুলিবি, মন, কেমনে !

৬

যশোলাভ লোভে আয়ু কত যে ব্যয়িলি হায়,
কব তা কাহারে ?

মধুসূদন-গ্রন্থাবলী

সুগন্ধ কুমুম-গন্ধে অন্ধ কীট যথা ধায়,
কাটিতে তাহারে,—
মাৎস্য-বিষদশন, কামড়ে রে অক্ষুণ্ণ !
এই কি লভিলি লাভ, অনাহারে, অনিদ্রায় ?

৭

মুকুতা-ফলের লোভে, ডুবে রে অতল জলে
যতনে ধীরে,
শতমুক্তাধিক আয়ু কালসিঁদু জলতলে
ফেলিস্, পামর !
ফিরি দিবে হারাধন, কে তোরে, অবোধ মন,
হায় রে, ভুলিবি কত আশার কুহক-ছলে !

বঙ্গভূমির প্রতি

“My native Land, Good night !”—Byron.

রেখো, মা, দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে ।
সাধিতে মনের সাদ,
ঘটে যদি পরমাদ,
মধুহীন করো না গো তব মনঃকোকনদে ।
প্রবাসে, দৈবের বশে,
জীব-তারা যদি খসে
এ দেহ-আকাশ হতে,— নাহি খেদ তাহে ।
জন্মিলে মরিতে হবে,
অমর কে কোথা কবে,
চিরস্থির কবে নীর, হায় রে, জীবন-নদে ?
কিন্তু যদি রাখ মনে,
নাহি, মা, ডরি শমনে ;
মক্ষিকাও গলে না গো, পড়িলে অমৃত-হৃদে !
সেই ধন্য নরকুলে,
লোকে যারে নাহি ভুলে,

মনের মন্দিরে সদা সেবে সর্বজন ;—
 কিন্তু কোন্ গুণ আছে,
 যাচিব যে তব কাছে,
 হেন অমরতা আমি, কহ, গো, শ্যামা জন্মদে !
 তবে যদি দয়া কর,
 ভুল দোষ, গুণ ধর,
 অমর করিয়া বর দেহ দাসে, সুবরদে ।—
 ফুটি যেন স্মৃতি জলে,
 মানসে, মা, যথা ফলে
 মধুময় তামরস কি বসন্ত, কি শরদে ।

ভারত-বৃত্তান্ত

জৌপদীস্বয়ম্বর

VERSAILLES.

9th September, 1863.

কেমনে রথীন্দ্র পার্থ স্ববলে লভিলা
 পরাভবি রাজবৃন্দে চারুচন্দ্রাননা
 কুমায়, নবীন ছন্দে সে মহাকাহিনী
 কহিবে নবীন কবি বঙ্গবাসী জনে,
 বাগ্‌দেবি । দাসেরে যদি কৃপা কর তুমি ।
 না জানি ভকতি স্তুতি, না জানি কি ক'রে
 আরাধি হে বিশ্বারাধ্যা তোমায় ; না জানি
 কি ভাবে মনের ভাব নিবেদি ও পদে !
 কিন্তু মার প্রাণ কভু নায়ে কি বৃষ্টিতে
 শিশুর মনের সাধ, যদিও না ফুটে
 কথা তার ? উর তবে, উর মা, আসরে ।
 আইস মা এ প্রবাসে বঙ্গের সঙ্গীতে
 জুড়াই বিরহজ্বালা, বিহঙ্গম যথা
 রঙ্গহীন কুপিঞ্জরে কভু কভু ভুলে

কারাগারস্থ সাধি কুঞ্জবনস্বরে ।
 সত্যবতীসতীসুত, হে গুরু, ভারতে
 কবিতা-সুধার সরে বিকচিত চির
 কমল দ্বিতীয় তুমি ; কৃতাজলিপুটে
 প্রণমে চরণে দাস, দয়া কর দাসে ।
 হায় নরাধম আমি ! ডরি গো পশিতে
 যথায় কলাসনে আসীনা দেউলে
 ভারতী ; তেঁই হে ডাকি দাঁড়িয়ে ছয়ারে,
 আচার্য্য । আইস শীত্র দ্বিজোত্তম সুরি ।
 দাসের বাসনা, ফলে পূজি জননীরে,
 বর চাহি দেহ ব্যাস, এই বর মাগি ।
 গভীর সুড়ঙ্গপথে চলিলা নীরবে
 পঞ্চ ভাই সঙ্গে সতী ভোজেন্দ্রনন্দিনী
 কুন্তী ; স্বরচিত-গৃহে মরিল দুর্মতি
 পুরোচন ; * * *

দ্রোপদীস্বয়ম্বর

কেমনে রথীন্দ্র পার্থ পরাভবি রণে
 লক্ষ রণসিংহ শুরে পাঞ্চাল নগরে
 লভিলা দ্রুপদবালা কৃষ্ণা মহাধনে,
 দেবের অসাধ্য কর্ম সাধি দেববরে,—
 গাইব সে মহাগীত । এ ভিক্ষা চরণে,
 বাগ্‌দেবি ! গাইব মা গো নব মধুস্বরে,
 কর দয়া, চিরদাস নমে পদাশুজে,
 দয়ার আসরে উর, দেবি শ্বেতভুজে ।

* * *

বিধিলা লক্ষ্যেরে পার্থ, আকাশে অঙ্গরী
 গাইল বিজয়গীত, পুষ্পবৃষ্টি করি
 আকাশসম্ভবা দেবী সরস্বতী আসি
 কহিলা এ সব কথা কৃষ্ণারে সস্তাষি ।

লো পঞ্চালরাজসুতা কৃষ্ণা গুণবতি,
 তব প্রতি সুপ্রসন্ন আজি প্রজ্ঞাপতি ।
 এত দিনে ফুটিল গো বিবাহের ফুল ।
 পেয়েছ সুন্দরি ! স্বামী ভুবনে অতুল ।
 চেন কি উহারে উনি কোন্ মহামতি,
 কত গুণে গুণবান্ জানো কি লো সতি ?
 না চেনো না জানো যদি শুন দিয়া মন,
 ছদ্মবেশী উনি ধনি, নহেন ব্রাহ্মণ ।
 অত্যাচ ভারতবংশশিরে শিরোমণি
 কুস্তীর হৃদয়নিধি বিখ্যাত ফাল্গুনি ।
 ভ্রমরাশি মাঝে যথা সূপ্ত হতাশন
 সেইরূপ ক্ষত্রতেজ আছিল গোপন ।
 আগ্নেয়গিরির গর্ভ করি বিদারণ
 যথা বেগে বাহিরয় ভীম হতাশন,
 অথবা ভেদিয়া যথা পূরব গগন
 সহসা আকাশে শোভে জলন্ত তপন,
 সেইরূপ এত দিনে পাইয়া সময়,
 সূপ্ত ক্ষত্রতেজ বহি হইল উদয় ।

মৎস্যগন্ধা

চেয়ে দেখ, মোর পানে, কলকল্লোলিনি
 যমুনে ! দেখিয়া, কহ, শুনি তব মুখে,
 বিধুমুখি, আছে কি গো অখিল জগতে,
 দুঃখিনী দাসীর সম ? কেন যে সৃষ্টিলা,—
 কি হেতু বিধাতা, মোরে, বুঝিব কেমনে ?
 তরুণ যৌবন মোর ! না পারি লড়িতে
 পোড়া নিতম্বের ভরে ! কবরীবন্ধন
 খুলি যদি, পোড়া চুল পড়ে ভূমিতলে !
 কিন্তু, কে চাহিয়া কবে দেখে মোর পানে ?

না বসে গুঞ্জরি সখি, শিলীমুখ যথা
 খেতাস্বরী ধুতুরার নীরস অধরে,
 হেরি অভাগীরে দূরে ফিরে অধোমুখে
 যুবকুল ; কাঁদি আমি বসি লো বিরলে !

সুভদ্রা-হরণ

প্রথম সর্গ

কেমনে ফাঙ্কনি শূর স্বগুণে লভিলা
 (পরাভবি যত্ন-বৃন্দে) চারু-চন্দ্রাননা
 ভদ্রায় ;—নবীন ছন্দে সে মহাকাহিনী
 কহিবে নবীন কবি বঙ্গবাসি-জনে
 বাগ্‌দেবি, দাসেরে যদি কৃপা কর তুমি ।
 না জানি ভকতি, স্তুতি ; না জানি কি কয়ে,
 আরাধি, হে বিশ্বারাধ্যে, তোমায় ; না জানি
 কি ভাবে মনের ভাব নিবেদি ও পদে !
 কিন্তু মার প্রাণ কভু নারে কি বুঝিতে
 শিশুর মনের সাধ, যদিও না ফুটে
 কথা তার ? কৃপা করি উর গো আসরে ।
 আইস, মা, এ প্রবাসে, বঙ্গের সঙ্গীতে
 জুড়াই বিরহ-জ্বালা, বিহঙ্গম যথা,
 কারাবন্ধ পিঁজিরায়, কভু কভু ভুলে
 কারাগার-তুখ, স্মরি নিকুঞ্জের স্বরে !

ইন্দ্রপ্রস্থে পঞ্চ ভাই পাঞ্চালীরে লয়ে
 কৌতুকে করিলা বাস । আদরে ইন্দ্রিরা
 (জগত-আনন্দময়ী) নব-রাজ-পুরে
 উরিলা ; লাগিল নিত্য বাড়িতে চৌদিকে
 রাজ-শ্রী, শ্রীবরদার পদের প্রসাদে ।—
 এ মঙ্গলবার্তা শুনি নারদের মুখে
 শচী, বরাদনা দেবী, বৈজয়ন্ত-ধামে . .

রুশিলা । অলিল পুনঃ পূর্বকথা স্মরি,
 দাবানল-রূপ রোষ হিয়া-রূপ বনে,
 দগধি পরাণ তাপে ! “হা ধিক্ !”—ভাবিলা
 বিরলে মানিনী মনে—“ধিক্ রে আমারে !
 আর কি মানিবে কেহ এ তিন ভুবনে
 অভাগিনী ইন্দ্রাণীরে ? কেন তাকে দিলি
 অনন্ত-যৌবন-কান্তি, তুই, পোড়া বিধি ?
 হায়, কারে কব তুখ ? মোরে অপমানি,
 ভোজ-রাজ-বালা কুস্তী—কুল-কলঙ্কিনী,—
 পাপীয়সী—তার মান বাড়ান কুলিনী ?
 যৌবন-কুহকে, ধিক্, যে ব্যভিচারিণী
 মজাইল দেব-রাজে, মোরে লাজ দিয়া ।
 অর্জুন—জারজ তার—নাহি কি শক্তি
 আমার—ইন্দ্রাণী আমি—মারি সে অর্জুনে,
 এ পোড়া চখের বালি ?—তুর্ঘ্যেধনে দিয়া
 গড়াইলু জুতুগৃহ ; সে ফাঁদ এড়ায়ে
 লক্ষ্য বিধি, লক্ষ রাজে বিমুখি সমরে
 পাঞ্চালীরে মন্দমতি লভিল পঞ্চালে ।
 অহিত সাধিতে, দেখ, হতাশ হইলু
 আমি, ভাগ্য-গুণে তার !—কি ভাগ্য ? কে জানে
 কোন্ দেবতার বলে বলী ও কাল্জনি ?
 বুঝি বা সহায় তার আপনি গোপনে
 দেবেন্দ্র ? হে ধর্ম, তুমি পার কি সহিতে
 এ আচার চরাচরে ? কি বিচার তব !
 উপপত্নী কুস্তীর জারজ পুত্র প্রতি
 এত যত্ন ? কারে কব এ তুর্ঘ্যের কথা—
 কার বা শরণ, হায়, লব এ বিপদে ?”
 কঙ্কণ-মণ্ডিত বাহু হানিলা ললাটে
 ললনা । তুকুল সাজী তিতি গলগলে
 বহিল আধির জল, শিশির যেমতি

হিমকালে পড়ি আর্জে কমলের দলে !
 “যাইব কলির কাছে” আবার ভাবিলা
 মানিনী—“কুটিল কলি খ্যাত ত্রিভুবনে,—
 এ পোড়া মনের দুঃখ কব তার কাছে,
 এ পোড়া মনের দুঃখ সে যদি না পারে
 জুড়াতে কৌশল করি, কে আর জুড়াবে ?
 যায় যদি মান, যাক্ ! আর কি তা আছে ?”
 ইত্যাদি ।

নীতিগর্ভ কাব্য

ময়ূর ও গৌরী

ময়ূর কহিল কাঁদি গৌরীর চরণে,
 কৈলাস-ভবনে ;—
 “অবধান কর দেবি,
 আমি ভৃত্য নিত্য সেবি
 প্রিয়োত্তম সুতে তব এ পৃষ্ঠ-আসনে ।
 রথী যথা দ্রুত রথে,
 চলেন পবন-পথে
 দাসের এ পিঠে চড়ি সেনানী স্মৃতি ;
 তবু, মা গো, আমি তুখী অতি !
 করি যদি কেকা-ধ্বনি,
 ঘৃণায় হাসে অমনি
 খেচর, ভূচর জন্তু ;—মরি, মা, শরমে !
 ডালে মুঢ় পিক যবে
 গায় গীত, তার রবে
 মাতিয়া জগৎ জন বাখানে অধমে !
 বিবিধ কুসুমকেশে,
 সাজি মনোহর বেশে,

বরেন বসুধা দেবী যবে ঋতুবরে
কোকিল মঙ্গল-ধ্বনি করে ।
অহরহ কুহুধ্বনি বাজে বনস্থলে ;
নীরবে থাকি, মা, আমি ; রাগে হিয়া ছলে ।

ঘুচাও কলঙ্ক শুভঙ্করি
পুত্রের কিঙ্কর আমি এ মিনতি করি,
পা ছুখানি ধরি ।”
উত্তর করিলা গৌরী সুমধুর স্বরে ;—
“পুত্রের বাহন তুমি খ্যাত চরাচরে,
এ আক্ষেপ কর কি কারণে ?
হে বিহঙ্গ, অঙ্গ-কান্তি ভাবি দেখ মনে !
চন্দ্রককলাপে দেখ নিজ পুচ্ছ-দেশে ;
রাখাল রাজার সম চূড়াখানি কেশে !
আখণ্ডল-ধনুর বরণে
মণ্ডিলা সু-পুচ্ছ ধাতা তোমার সৃজনে ।

সদা জলে তব গলে
স্বর্ণহার ঝল ঝলে,
যাও, বাছা, নাচ গিয়া ঘনের গর্জনে,
হরষে সু-পুচ্ছ খুলি
শিরে স্বর্ণ-চূড়া তুলি ;
* * করগে কেলি ব্রজ-কুঞ্জ-বনে ।
করতালি ব্রজাঙ্গনা
দেবে রঞ্জে বরাঙ্গনা—
তোষ গিয়া ময়ূরীরে প্রেম-আলিঙ্গনে ।
শুন বাছা, মোর কথা শুন,
দিয়াছেন কোন কোন গুণ,
দেব সনাতন প্রতি-জনে ;

মধুসূদন-গ্রন্থাবলী

সু-কলে কোকিল গায়,
বাজ বজ্রগতি ধায়,
অপরূপ রূপ তব, খেদ কি কারণে ?—
নিজ অবস্থায় সদা স্থির যার মন,
তার হতে সুখীতর অন্য কোন জন ?

কাক ও শৃগালা

একটি সন্দেশ চুরি করি,
উড়িয়া বসিলা বৃক্ষোপরি,
কাক, স্থষ্ট-মনে ;
সুখাত্তের বাস পেয়ে,
আইল শৃগালা ধেয়ে,
দেখি কাকে কহে ছুটা মধুর বচনে ;—
“অপরূপ রূপ তব, মরি !
তুমি কি গো ব্রজের শ্রীহরি,—
গোপিনীর মনোবাঞ্ছা ?—কহ গুণমণি ।
হে নব নীরদ-কাস্তি,
ঘুচাও দাসীর ভ্রাস্তি,
বুড়াও এ কান ছুটি করি বেণু-ধ্বনি !
পুণ্যবতী গোপ-বধু অতি !
তেই তারে দিলা বিধি,
তব সম রূপ-নিধি,—
মোহ হে মদনে তুমি ; কি ছার যুবতী ?
গাও গীত গাও, সখে করি এ মিনতি !
কুড়াইয়া কুসুম-রতনে
গাঁথি মালা সুচারু গাঁথনে,
দোলাইয়া দিব তব * * * *

দাসীর সাধনে * *
 বাজাও মধুর * *
 রাস-রসে মাতি * * * * *
 মজিল * * *
 মুখ খুলি * * *
 * * * খে মু * * *
 * * * গীত আ * * *

রসাল ও স্বর্ণ-লতিকা

রসাল কহিল উচ্চে স্বর্ণলতিকারে ;—
 “শুন মোর কথা, ধনি, নিন্দ বিধাতারে !
 নিদারুণ তিনি অতি ;
 নাহি দয়া তব প্রতি ;
 তেঁই ক্ষুদ্র-কায়্য করি সৃজিলা তোমারে !
 মলয় বহিলে, হায়,
 নতশিরা তুমি তায়,
 মধুকর-ভরে তুমি পড় লো চলিয়া ;
 হিমাজি সদৃশ আমি,
 বন-বৃক্ষ-কুল-স্বামী,
 মেঘলোকে উঠে শির আকাশ ভেদিয়া ।
 কালাগ্নির মত তপ্ত তপন তাপন,—
 আমি কি লো ডরাই কখন ?
 দূরে রাখি গাভী-দলে,
 রাখাল আমার তলে
 বিরাম লভয়ে অনুরূপ,—
 শুন, ধনি, রাজ-কাজ দরিদ্র পালন ।
 আমার প্রসাদ ভুঞ্জে পথ-গামী জন ।
 কেহ অন্ন রীধি খায়
 কেহ পড়ি নিদ্রা যায়
 এ রাজ চরণে ।

শীতলিয়া মোর ডরে
 সদা আসি সেবা করে
 মোর অতিথির হেথা আপনি পবন ।
 মধু মাখা ফল মোর বিখ্যাত ভুবনে !
 তুমি কি তা জ্ঞান না, ললনে ?
 দেখ মোর ডাল-রাশি,
 কত পাখী বাঁধে আসি
 বাসা এ আগারে !
 ধন্য মোর জনম সংসারে !
 কিন্তু তব ছুখ দেখি নিত্য আমি ছুখী ;
 নিন্দ বিধাতায় তুমি, নিন্দ, বিধুমুখি !”

* * * মধুর স্বরে
 * * * * রে,
 * * * * * ;
 * * * * * * * *
 * * * প্রভু,
 * * * দয়ামি * *
 * * * যথা * *

বুদ্ধার্থ গজ্জীরতার বাণী তব পানে ।
 সুধা-আশে আসে অলি,
 দিলে সুধা যায় চলি,—
 কে কোথা কবে গো ছুখী সখার মিলনে ?
 “ক্ষুদ্র-মতি তুমি অতি”
 রাগি কহে তরুপতি,
 “নাহি কিছু অভিমান ? ধিক্ চন্দ্রাননে !”
 নীরবিলা তরুরাজ ; উড়িল গগনে
 ষমদূতাকৃতি মেঘ গজ্জীর স্বননে ;
 আইলেন প্রভঞ্জন,
 সিংহনাদ করি ঘন,
 যথা ভীম ভীমসেন কৌরব-সময়ে ।

আইল খাইতে মেঘ দৈত্যকুল রড়ে ;
 ঐরাবত পিঠে চড়ি
 রাগে দাঁত কড়মড়ি,
 ছাড়িলেন বজ্র ইন্দ্র কড় কড় কড়ে ।
 উরু ভাদ্রি কুরুরাজে বধিলা যেমতি
 ভীম যোধপতি ;
 মহাঘাতে মড়মড়ি
 রসাল ভূতলে পড়ি,
 হায়, বায়ুবলে
 হারাইলা আয়ু-সহ দর্প বনস্থলে !
 উর্ধ্বশির যদি তুমি কুল মান ধনে ;
 করিও না ঘৃণা তবু নীচশির জনে !
 এই উপদেশ কবি দিলা এ কৌশলে ॥

অশ্ব ও কুরঙ্গ

১

অশ্ব, নবদুর্ব্বাময় দেশে, বিরহে একেলা অধিপতি ।
 নিত্য নিশা অবশেষে শিশিরে সরস দুর্ব্বা অতি ।
 বড়ই সুন্দর স্থল, অদূরে নির্ঝরে জল,
 তরু, লতা, ফল, ফুল, বন-বীণা অলিকুল ;
 মধ্যাহ্নে আসেন ছায়া, পরম শীতল কায়া,
 পবন ব্যঞ্জন ধরে, পত্র যত নৃত্য করে,
 মহানন্দে অশ্বের বসতি ॥

২

কিছু দিনে উজ্জলনয়ন,
 কুরঙ্গ সহসা আসি দিল দরশন ।
 বিস্ময়ে চৌদিকে চায়, যা দেখে বাখানে তায়,
 কতক্ষণে হেরি অশ্ব কহে মনে মনে ;—

“হেন রাজ্যে এক প্রজা এ ছুখ না সহে !
তোমার প্রসাদ চাই, শুন হে বন-গোসাই,
আপদে, বিপদে দেব, পদে দিও ঠাই ॥”

৩

এক পার্শ্ব করি অধিকার, আরঞ্জিল কুরঙ্গ বিহার ;
খাইল অনেক ঘাস, কে গণিতে পারে গ্রাস ?
আহার করণান্তরে করিল পান নিব্বারে ;
পরে মৃগ তরুতলে নিদ্রা গেল কুতূহলে—
গৃহে গৃহস্বামী যথা বলী স্বত্বলে ॥

৪

বাক্যহীন ক্রোধে অশ্ব, নিরখি এ লীলা,
ভোজবাজি কিম্বা স্বপ্ন । নয়ন মুদ্রিলা ;
উন্মীলি ক্রণেক পরে কুরঙ্গে দেখিলা,
রঙ্গে শুয়ে তরুতলে ; দ্বিগুণ আগুন হৃদে জ্বলে ;
তীক্ষ্ণ ক্ষুর আঘাতনে ধরণী ফাটিল,
ভীম হ্রেষা গগনে উঠিল ।
প্রতিধ্বনি চৌদিকে জাগিল ॥

৫

নিদ্রাভঙ্গে মৃগবর কহিলা, “ওরে বর্বর !
কে তুই, কত বা বল ?
সং পড়সীর মত না থাকিবি, হবি হত ।”
কুরঙ্গের উজ্জ্বল নয়ন ভাঙিল সরোষে যেন ছুইটি তপন ॥

৬

হয়ের হৃদয়ে হৈল ভয়, ভাবে এ সমিষ্ঠ পশু নয়,
শিরে শৃঙ্গ শাখাময় !

প্রতি শৃঙ্গ শূলের আকার
বুঝি বা শূলের তুল্য ধার,
কে আমারে দিবে পরিচয় ?

৭

মাঠের নিকটে এক মৃগয়ী থাকিত,
অশ্ব তারে বিশেষ চিনিত ।
ধরিতে এ অশ্ববরে, নানা ফাঁস নিরন্তরে
মৃগয়ী পাতিত ।
কিন্তু সৌভাগ্যের বলে, তুরঙ্গম মায়া-ছলে
কভু না পড়িত ॥

৮

কহিল তুরঙ্গ ;—“পশু উচ্চশৃঙ্গধারী—
মোর রাজ্য এবে অধিকারী ;
না চাহিল অমুমতি, কর্কশভাষী সে অতি ;
হও হে সহায় মোর, মারি ছুই জনে চোর ॥”

৯

মৃগয়ী করিয়া প্রতারণা, কহিলা, “হা ! এ কি বিড়ম্বনা !
জানি সে পশুরে আমি, বনে পশুকূলে স্বামী,
শার্দূলে, সিংহেরে নাশে, দণ্ডে বন বিষ্বাসে ;
একমাত্র কেবল উপায় ;—
মুখস ও মুখে পর, পৃষ্ঠে চর্ম্মাসন ধর,
আমি সে আসনে বসি, করে ধনুর্বাণ অসি,
তা হলে বিজয় লভা যায় ॥”

১০

হায় ! ক্রোধে অন্ধ অশ্ব, কুহলে ভুলিল ;
লাফে পৃষ্ঠে ছুঁই সাদী অমনি চড়িল ।

লোহার কণ্টকে গড়া অস্ত্র, বাঁধা পাড়কায়,
 তাহার আঘাতে প্রাণ যায় ।
 মুখস নাশিল গতি, ভয়ে হয় ক্ষিপ্তমতি,
 চলে সাদী যে দিকে চালায় ॥

১১

কোথা অরি, কোথা বন, সে সুখের নিকেতন ?
 দিনান্তে হইলা বন্দী আঁধার-শালায় ।
 পরের অনিষ্ট হেতু ব্যগ্র যে ছুর্মতি,
 এই পুরস্কার তার কহেন ভারতী ;
 ছায়া সম জয় যায় ধর্মের সংহতি ॥

দেবদৃষ্টি

শচী সহ শচীপতি স্বর্ণ-মেঘাসনে,
 বাহিরিলা বিশ্ব দরশনে ।
 আরোহি বিচিত্র রথ,
 চলে সঙ্গে চিত্ররথ,
 নিজদলে স্তম্ভিত অস্ত্র আভরণে,
 রাজাক্ষয় আশুগতি বহিলা বাহনে ।
 হেরি নানা দেশ সুখে,
 হেরি বহু দেশ দুঃখে—
 ধর্মের উন্নতি কোন স্থলে ;
 কোথাও বা পাপ শাসে বলে—
 দেব অগ্রগতি বঙ্গে উত্তরিল ।
 কহিলা মাহেশ্বর* সতী শচী সুলোচনা,
 কোন্ দেশে এবে গতি,
 কহ হে প্রাণের পতি,
 এ দেশের সহ কোন্ দেশের তুলনা ?
 উত্তরিল মধুর বচনে
 বাসব, লো চন্দ্রাননে,

* 'মহেশ্বরে' পাঠ হইলে অর্থ পরিষ্কার হয় ।

বঙ্গ এ দেশের নাম বিখ্যাত জগতে ।
ভারতের প্রিয় মেয়ে
মা নাই তাহার চেয়ে
নিত্য অলঙ্কৃত হীরা মুক্তা মরকতে ।
সন্মুখে জাহ্নবী তারে
মেখলেন চারি ধারে
বরুণ ধোয়েন পা ছ'খানি ।
নিত্য রক্ষকের বেশে
হিমাদ্রি উত্তর দেশে
পরেশনাথ আপনি
শিরে তার শিরোমণি
সেই এই বঙ্গভূমি শুন লো ইন্দ্রাণি !
দেবাদেশে আশুগতি
চলিলেন যুতুগতি
উঠিল সহসা ধ্বনি
সভয়ে শচী অমনি ইন্দ্রেরে সুধিলা,
নীচে কি হতেছে রণ
কহ সখে বিবরণ
হেন দেশে হেন শব্দ কি হেতু জন্মিলা ?
চিত্ররথ হাত জোড় করি
কহে শুন ত্রিদিব-ঈশ্বরী !
'বিবাহ করিয়া এক বালক যাইছে,
পত্নী আসে দেখ তার পিছে ।'
সুধাংশুর অংশুরূপে নয়ন-কিরণ
নীচদেশে পড়িল তখন ।

গদা ও সদা

গদা সদা নামে
কোন এক গ্রামে
ছিল দুই জন ।

দূর দেশে যাইতে হইল ;
তুজনে চলিল ।

ভয়ানক পথ—পাশে পশু ফণী বন,
ভল্লুক শার্দূল তাহে গর্জে অক্ষুণ্ণ ।
কালসর্প যেমতি বিবরে,
তঙ্কর লুকায়ে থাকে গিরির গহ্বরে ;
পথিকের অর্থ অপহরে,
কখন বা প্রাণনাশ করে ।

কহে সদা গদারে আহ্বানি
কর কিরা স্পর্শি মোর পাণি
ধর্ম্য সাক্ষী মানি,
আজি হতে আমরা তুজন
হ'লু একপ্রাণ একমন,—

সুন্দ উপসুন্দ যথা—জান সে কাহিনী ।
আমার মঙ্গল যাহে,
তোমার মঙ্গল তাহে,
কবচে ভেদিলে বাণ, বন্ধ ক্ষত যথা,
অমঙ্গলে অমঙ্গল উভয়ের তথা ।

কহে গদা ধর্ম্য সাক্ষী করি,
কিরা মোর তব কর ধরি,
একাত্মা আমরা দৌহে কি বাঁচি কি মরি ।
এইরূপে মৈত্র আলাপনে
মনানন্দে চলিলা তুজনে ।

সতর্ক রক্ষকরূপে সদা গদা যেন

বন পাশে একদৃষ্টে চাহে অক্ষুণ্ণ,
পাছে পশু সহসা করয়ে আক্রমণ ।
গদা চারি দিকে চায়,
এরূপে উভয়ে যায় ;

দেখে গদা সম্মুখে চাহিয়া
থল্যে এক পথেতে পড়িয়া ।

দৌড়ে মূঢ় থল্যে তুলি
হেরে কুতূহলে খুলি
পূর্ণ থল্যে স্তব্ধমুদ্রায়,
তোলা ভার, এত ভারি তায় ।

কহে গদা সহাস বদনে
করেছিলুম যাত্রা আজি অতি শুভ ক্ষণে
আমরা ছুজনে ।

‘ছুজনে ?’ কহিল সদা রাগে,
‘লোভ কি করিস্ তুই এ অর্থের ভাগে ?
মোর পূর্ব পুণ্যফলে
ভাগ্যদেবী এই ছিলে
মোরে অর্থ দিলা ।

পাপী তুই, অংশ তোরে
কেন দিব, ক’ তা মোরে
এ কি বাললীলা ?

রবির করের রাশি পরশি রতনে
বরাদ্দের আভা তার বাড়ায় যতনে ;
কিন্তু পড়ি মাটির উপরে
সে কর কি কোন ফল ধরে ?
সং যে তাহার শোভা ধনে,
অসং নিতান্ত তুই, জনম কুক্ষণে ।’

এই কয়ে সদানন্দ থল্যে তুলে লয়ে
চলিতে লাগিলা সুখে অগ্রসর হয়ে ।

বিস্ময়ে অবাক্ গদা চলিল পশ্চাতে,—

বামন কি কভু পায় চারু চাঁদে হাতে ?

এই ভাবি অতি ধীরে ধীরে

গেল গদা তিতি অশ্রুণীরে ।

তুই পাশে শৈলকুল ভীষণ-দর্শন,

শৃঙ্গ যেন পরশে গগন ।

গিরিশিরে বরষায় প্রবলা যেমতি

ভীমা স্রোতস্বতী,

পথিক ছুজনে হেরি তস্করের দল

নাবি নীচে করি কোলাহল

উভে আক্রমিল ।

সদা অতি কাতরে কহিল,—

শুন ভাই, পাঞ্চালে যেমতি,

বিষ্ণু রথিপতি,

জিনি লক্ষ রাজে শূর কৃষ্ণায় লভিলা,

মার চোরে করি রণ-লীলা ।

এই ধন নিও পরে বাঁটি

হিসাবে করিয়া আঁটাআঁটি,

তস্করদলের মাথা কাটি ।

কহে গদা, পাপী আমি, তুমি সংজন,

ধর্ম্যবলে নিজধন করহ রক্ষণ ।

তস্কর-কুল-ঈশ্বরে

কহিল সে যোড় করে,

অধিপতি ওই জন ভাই,

সঙ্গী মাত্র আমি ওর, ধর্মের দোহাই ।

সঙ্গী মাত্র যদি তুই, যা চলি বর্বর,

নতুবা ফেলিব কাটি, কহিল তস্কর ।

কাঁদে বাঁধা পাখী যথা পাইলে মুকতি,

উড়ি যায় বায়ুপথে অতি দ্রুতগতি,

গদা পলাইল ।

সদানন্দ নিরানন্দে বিপদে পড়িল ।
আলোক থাকিতে তুচ্ছ কর তুমি যারে,
বঁধু কি তোমার কভু হয় সে আধারে ?
এই উপদেশ কবি দিলা এ প্রকারে ।

কুক্কট ও মণি

খুঁটিতে খুঁটিতে ক্ষুদ্র কুক্কট পাইল
একটি রতন ;—
বণিকে সে ব্যগ্রে জিজ্ঞাসিল ;—
“ঠোঁটের বলে না টুটে, এ বস্তু কেমন ?”
বণিক্ কহিল,—“ভাই,
এ হেন অমূল্য রত্ন, বৃষ্টি, ছুটি নাই !”
হাসিল কুক্কট শুনি ;—“তগুলের কণা
বহুমূল্যতর ভাবি ;—কি আছে তুলনা ?”
“নহে দোষ তোর, মুঢ়, দৈব এ হলনা,
জ্ঞান-শূন্য করিল গোঁসাই !”—
এই কয়ে বণিক্ ফিরিল ।
মূর্থ যে, বিচার মূল্য কভু কি সে জানে ?
নর-কূলে পশু বলি লোকে তারে মানে ;—
এই উপদেশ কবি দিলা এই ভানে ।

সূর্য্য ও মৈনাক-গিরি

উদয়-অচলে,
দিবা-মুখে এক-চক্রে দিলা দরশন,
অংশু-মালা গলে,
বিতরি সুবর্ণ-রশ্মি চৌদিকে তপন ।

মধুসূদন-গ্রন্থাবলী

ফুটিল কমল জলে
সূর্য্যমুখী সুখে স্থলে,
কোকিল গাইল কলে,
আমোদি কানন ।

জাগে বিশ্বে নিজ্ঞা ত্যজি বিশ্ববাসী জন ;
পুনঃ যেন দেব শ্রুতা সৃজিলা মহীরে ;
সজীব হইলা সবে জনমি, অচিরে ।

অবহেলি উদয় অচলে,
শূন্য-পথে রথবর চলে ;
বাড়িতে লাগিল বেলা,
পদ্মের বাড়িল খেলা,

রজনী তারার মেলা সর্বত্র ভাঙ্গিল ;—
কর-জালে দশ দিক্ হাসি উজলিল ।
উঠিতে লাগিলা ভানু নীল নভঃস্থলে ;
দ্বিতীয়-তপন-রূপে নীল সিদ্ধু-জলে
মৈনাক ভাসিল ।

কহিল গম্ভীরে শৈল দেব দিবাকরে ;—
“দেখি তব ধীর গতি ছুখে আঁখি ঝরে ;
পাও যদি কষ্ট,—এস, পৃষ্ঠাসন দিব ;
যেখানে উঠিতে চাও, সবলে তুলিব ।”
কহিলা হাসিয়া ভানু ;—“তুমি শিষ্টমতি ;
দৈববলে বলী আমি, দৈববলে গতি ।”

মধ্যাকাশে শোভিল তপন,—
উজ্জল-যৌবন, প্রচণ্ড-কিরণ ;
তাপিল উত্তাপে মহী ; পবন বহিলা
আগুনের শ্বাস-রূপে ; সব শুকাইলা—
শুকাল কাননে ফুল ;
প্রাণিকুল ভয়াকুল ;
জলের শীতল দেহ দহিয়া উঠিল ;

কমলিনী কেবল হাসিল !
 হেন কালে পতনের দশা,
 আ মরি ! সহসা
 আসি উত্তরিল ;—
 হিরণ্ময় রাজাসন ত্যজিতে হইল !
 অধোগামী এবে রবি,
 বিষাদে মলিন-ছবি,
 হেরি মৈনাকেরে পুনঃ নীল সিন্ধু-জলে,
 সম্ভাষি কহিলা কুতূহলে ;—
 “পাইতেছি কষ্ট, ভাই, পূর্বাসন লাগি ;
 দেহ পৃষ্ঠাসন এবে, এই বর মাগি ;
 লও ফিরে মোরে, সখে, ও মধ্য-গগনে ;—
 আবার রাজত্ব করি, এই ইচ্ছা মনে ।”
 হাসি উত্তরিল শৈল ;—“হে মূঢ় তপন,
 অধঃপাতে গতি যার কে তার রক্ষণ !
 রমার থাকিলে কুপা, সবে ভালবাসে ;—
 কাঁদ যদি, সঙ্গে কাঁদে ; হাস যদি, হাসে ;
 চাকেন বদন যবে মাধব-রমণী,
 সকলে পলায় রড়ে, দোখ যেন ফণী ।”

মেঘ ও চাতক

উড়িল আকাশে মেঘ গরজি ভৈরবে ;—
 ভানু পলাইল ত্রাসে ;
 তা দেখি তড়িৎ হাসে ;
 বহিল নিশ্বাস ঝড়ে ;
 ভাঙ্গে তরু মড়-মড়ে ;
 গিরি-শিরে চূড়া নড়ে,
 যেন ভূ-কম্পনে ;
 অধীরা সভয়ে ধরা সাধিলা বাসবে ।

মধুসূদন-গ্রন্থাবলী

আইল চাতক-দল,

মাগি কোলাহলে জল—

“তুষায় আকুল মোরা, ওহে ঘনপতি !
এ আলা জুড়াও, প্রভু, করি এ মিনতি ।”
বড় মানুষের ঘরে ব্রতে, কি পরবে,
ভিখারী-মণ্ডল যথা আসে ঘোর রবে ;—

কেহ আসে, কেহ যায় ;

কেহ ফিরে পুনরায়

আবার বিদায় চায় ;

ত্রস্ত লোভে সবে ;—

সেরাপে চাতক-দল,

উড়ি করে কোলাহল ;—

“তুষায় আকুল মোরা, ওহে ঘনপতি !
এ আলা জুড়াও জলে, করি এ মিনতি ।”

রোষে উত্তরিলে ঘনবর ;—

“অপরে নির্ভর যার, অতি সে পামর !

বায়ু-রূপ দ্রুত রথে চড়ি,

সাগরের নীল পায়ে পড়ি,

আনিয়াছি বারি ;—

ধরার এ ধার ধারি ।

এই বারি পান করি,

মেদিনী সুন্দরী

বৃক্ষ-লতা-শস্যচয়ে

স্তন-দুগ্ধ বিতরণে

শিশু যথা বল পায়,

সে রসে তাহারা খায়,

অপরূপ রূপ-সুধা বাড়ে নিরন্তর ;

তাহারা বাঁচার, দেখ, পশু-পক্ষী-নর ।

নিজে তিনি হীন-গতি ;
 জল গিয়া আনিবারে নাহি শক্তি ;
 তেঁই তাঁর হেতু বারি-ধারা ।—
 তোমরা কাহারা ?
 তোমাদের দিলে জল,
 কভু কি ফলিবে ফল ?
 পাখা দিয়াছেন বিধি ;
 যাও, যথা জলনিধি ;—
 যাও, যথা জলাশয় ;—
 নদ-নদী-তড়াগাদি, জল যথা রয় ।
 কি গ্রীষ্ম, কি শীত কালে,
 জল যেখানে পালে,
 সেখানে চলিয়া যাও, দিহু এ যুক্তি ।”
 চাতকের কোলাহল অতি ।
 ক্রোধে তড়িতেরে ঘন কহিলা,—
 “অগ্নি-বাণে তাড়াও এ দলে ।”—
 তড়িৎ প্রভুর আজ্ঞা মানিলা ।
 পলায় চাতক, পাখা জলে ।
 যা চাহ, লভ তা সदा নিজ-পরিশ্রমে ;
 এই উপদেশ কবি দিলা এই ক্রমে ।

পীড়িত সিংহ ও অন্যান্য পশু

অধিক-বয়স-ভরে হয়ে হীন-গতি,
 সিংহ কুশ অতি ।
 জনরব-রূপ-শ্রোতে,
 ভাসাল ঘোষণা-পোতে,
 এই কথা ;—“যুগরাজ মগ্ন রাজকাজে ;
 প্রজাবর্গ, রাজপুরে পূজ কুল-রাজে ।”

মধুসূদন-গ্রন্থাবলী

প্রভু-ভক্তি-মদে মাতি
 কুরঙ্গ, তুরঙ্গ, হাতী,
 করে করি রাজকর,
 পালা-মতে নিরন্তর,
 গেলা চলি রাজ-নিকেতনে,
 অতি হৃষ্ট মনে ।
 শৃগাল-কুলের পালা আসি উতরিল ;
 কুল-মন্ত্রী সভা আহ্বানিল ;
 কি ভেট, কি উপহার,
 কি পানীয়, কি আহার,—
 এই লয়ে ঘোর তর্ক-বিতর্ক হইল ।
 হেন কালে আর মন্ত্রী সহাসে কহিল ;—
 “তর্কের যে অলঙ্কার তোমরা সকলে,—
 এ বিশ্বে এ বিশ্ব-জনে বলে ;
 কিস্তি কহ দেখি, শুনি, কেন স্থানে-স্থানে
 বহুবিধ পদ-চিহ্ন রাজ-গৃহ-পানে ?—
 ফিরে যে আসিছে, তার চিহ্ন কে মুছিল ?”
 চতুর যে সর্বদর্শী, বিপদের জালে
 পদ তার পড়িতে পারে কোন্ কালে ?

সিংহ ও মশক

শঙ্খনাদ করি মশা সিংহে আক্রমিল ;
 ভব-তলে যত নর,
 ত্রিদিবে যত অমর,
 আর যত চরাচর,
 হেরিতে অন্তত যুদ্ধ দৌড়িয়া আইল ।
 ছল-রূপ শূলে বীর, সিংহেরে বিধিল ।

অধীর ব্যথায় হরি,
 উচ্চ-পুচ্ছে ক্রোধ করি,
 কহিলা ;—“কে তুই, কেন
 বৈরিভাব তোর হেন ?
 গুপ্তভাবে কি জগ্ন লড়াই ?—
 সম্মুখ-সমর কর ; তাই আমি চাই ।
 দেখিব বীরত্ব কত দূর,
 আঘাতে করিব দর্প-চুর ;
 লক্ষ্মণের মুখে কালি
 ইন্দ্রজিতে জয় ডালি,
 দিয়াছে এ দেশে কবি ।”
 কহে মশা ;—“ভীরু, মহাপাপি,
 যদি বল থাকে, বিষম-প্রতাপি,
 অগ্নায়-ন্যায়-ভাবে,
 ক্ষুধায় যা পায়, খাবে ;
 ধিক্, ছুঁমতি ।
 মারি তোরে বন-জীবে দিব, রে, কু-মতি ।”
 হইল বিষম রণ, তুলনা না মিলে ;
 ভীম ছুর্য্যোধনে,
 ঘোর গদা-রণে,
 হৃদ দ্বৈপায়নে,
 তীরস্থ সে রণ-ছায়া পড়িল সলিলে ;
 ডরাইয়া জল-জীবী জল-জন্তুচয়ে,
 সন্ভয়ে মনেতে ভাবিল,
 প্রলয়ে বুঝি এ বীরেন্দ্র-ধ্বংস এ সৃষ্টি নাশিল !

মেঘনাদ মেঘের পিছনে,
 অদৃশ্য আঘাতে যথা রণে ;
 কেহ তারে মারিতে না পায়,

ভয়ঙ্কর স্বপ্নসম আসে,—এসে যায়,
জর-জরি শ্রীরামের কটক লঙ্কায় ।

কভু নাকে, কভু কানে,

ত্রিশূল-সদৃশ হানে

হল, মশা বীর ।

না হেরি অরিরে হরি,

মুহূর্ঘ্য নাদ করি,

হইলা অধীর ।

হায় ! ক্রোধে হৃদয় ফাটিল ;—

গত-জীব যুগরাজ ভূতলে পড়িল !

ক্ষুদ্র শত্রু ভাবি লোক অবহেলে যারে,

বহুবিধ সঙ্কটে সে ফেলাইতে পারে ;—

এই উপদেশ কবি দিলা অলঙ্কারে ।

ঢাকাবাসীদিগের অভিনন্দনের উত্তরে

নাহি পাই নাম তব! বেদে কি পুরাণে

কিস্ত বঙ্গ-অলঙ্কার তুমি যে তা জানি

পূর্ব-বঙ্গে । শোভ তুমি এ সুন্দর স্থানে

ফুলবৃন্তে ফুল যথা, রাজ্যসনে রাণী ।

প্রতি ঘরে বাঁধা লক্ষ্মী (থাকে এইখানে)

নিত্য অতিথিনী তব দেবী বীণাপাণি ।

পীড়ায় দুর্বল আমি, তেঁই বৃষ্টি আনি

সৌভাগ্য, অপিলা মোরে (বিধির বিধানে)

তব করে, হে সুন্দরি ! বিপজ্জাল যবে

বেড়ে করে, মহৎ যে সেই তার গতি ।

কি হেতু মৈনাক গিরি ডুবিলা অর্গবে ?

দ্বৈপায়ন হৃদভলে কুরুকুলপতি ?
যুগে যুগে বনুঙ্করা সাধেন মাধবে,
করিও না ঘৃণা মোরে, তুমি, ভাগ্যবতি !

পুরুলিয়া*

পাষাণময় যে দেশ, সে দেশে পড়িলে
বীজকুল, শস্য তথা কখন কি ফলে ?
কিন্তু কত মনানন্দ তুমি মোরে দিলে,
হে পুরুল্যে ! দেখাইয়া ভকত-মণ্ডলে !
শ্রীভ্রষ্ট সরস সম, হায়, তুমি ছিলে,
অজ্ঞান-তিমিরাচ্ছন্ন এ দূর জঙ্গলে ;
এবে রাশি রাশি পদ্য ফোটে তব জলে,
পরিমল-ধনে ধনী করিয়া অনিলে !
প্রভুর কি অহুগ্রহ ! দেখ ভাবি মনে,
(কত ভাগ্যবানু তুমি কব তা কাহারে ?)
রাজাসন দিলা তিনি ভূপতিত জনে ।
উজ্জলিলা মুখ তব বদনের সংসারে ;
বাড়ুক সৌভাগ্য তব এ প্রার্থনা করি,
ভাসুক সভ্যতা-স্রোতে নিত্য তব তরি ।

পরেশনাথ গিরি

হেরি দূরে উর্দ্ধশিরঃ তোমার গগনে,
অচল, চিত্রিত পটে জীমূত যেমতি ।

* পুরুলিয়ার ঐষ্ট-মণ্ডলীকে লক্ষ্য করিয়া লিখিত ।

ব্যোমকেশ তুমি কি হে, (এই ভাবি মনে)
 মজ্জি তপে, ধরেছ ও পাষণ-মুরতি ?
 এ হেন ভীষণ কায়া কার বিশ্বজনে ?
 তবে যদি নহ তুমি দেব উমাপতি,
 কহ, কোন্ রাজবীর তপোব্রতে ব্রতী—
 খচিত শিলার বর্ষ কুম্ব-রতনে
 তোমার ? যে হর-শিরে শশিকলা হাসে,
 সে হর কিরীটরূপে তব পুণ্য শিরে
 চিরবাসী, যেন বাঁধা চিরপ্রেমপাশে ।
 হেরিলে তোমায় মনে পড়ে ফাল্গুনীরে
 সেবিলা বীরেশ যবে পাণ্ডপত আশে
 ইস্রকীল নীলচূড়ে দেব ধূর্জটিরে ।

কবির ধর্মপুত্র

(শ্রীমান্ অীষ্টদাস সিংহ)

হে পুত্র, পবিত্রতর জনম গৃহিলা
 আজি তুমি, করি স্নান যর্দনের নীরে
 সুন্দর মন্দির এক আনন্দে নির্মিলা
 পবিত্রাত্মা বাস হেতু ও তব শরীরে ;
 সৌরভ কুম্বে যথা, আসে যবে ফিরে
 বসন্ত, হিমাস্তকালে । কি ধন পাইলা—
 দৈববলে বলী তুমি, গুন হে, হইলা !
 পরম সৌভাগ্য তব । ধর্ম বর্ষ ধরি
 পাপ-রূপ রিপু নাশো এ জীবন-স্থলে
 বিজয়-পতাকা তোলি রথের উপরি ;

বিজয় কুমার সেই, লোকে যারে বলে
 শ্রীষ্টদাস, লভো নাম, আশীর্বাদ করি,
 জনক জননী সহ, প্রেম কতুহলে !

পঞ্চকোট গিরি

কাটলা মহেন্দ্র মর্ত্যে বজ্র প্রহরণে
 পর্বতকুলের পাখা ; কিন্তু হীনগতি
 সে জন্ম নহে তুমি, জানি আমি মনে,
 পঞ্চকোট ! রয়েছ যে,—লঙ্কায় যেমতি
 কুম্ভকর্ণ,—রক্ষ, নর, বানরের রণে—
 শূন্যপ্রাণ, শূন্যবল, তবু, ভীমাকৃতি,—
 রয়েছ যে পড়ে হেথা, অন্য সে কারণে ।
 কোথায় সে রাজলক্ষ্মী, যার স্বর্ণ-জ্যোতি
 উজ্জলিত মুখ তব ? যথা অন্তাচলে
 দিনাস্তে ভানুর কাস্তি । তেয়গি তোমারে
 গিয়াছেন দূরে দেবী, তেঁই হে ! এ স্থলে,
 মনোহুংখে মৌন ভাব তোমার ; কে পারে
 বুঝিতে, কি শোকানল ও হৃদয়ে আছে ?
 মনিহারী কণী তুমি রয়েছ আধারে ।

পঞ্চকোটস্থ রাজশ্রী

হেরিহু রমারে আমি নিশার স্বপনে ;
 হাঁটু গাড়ি হাতী ছুটি শুঁড়ে শুঁড়ে ধরে—
 পদ্মাসন উজ্জলিত শতরত্ন-করে,

রবির পরিধি যেন । ক্লাপের কিরণে
 ছুই মেঘরাশি-মাঝে, শোভিছে অম্বরে,
 আলো করি দশ দিশ ; হেরিহু নয়নে,
 সে কমলাসন-মাঝে ভূলাতে শঙ্করে
 রাজরাজেশ্বরী, যেন কৈলাস-সদনে ।
 কহিলা বাগ্‌দেবী দাসে (জননী যেমতি
 অবোধ শিশুরে দীক্ষা দেন প্রেমাদরে),
 “বিবিধ আছিল পুণ্য তোর জন্মান্তরে,
 তেঁই দেখা দিলা জোরে আজি হৈমবতা
 যেন্নাপে করেন বাস চির রাজ-ঘরে
 পঞ্চকোট ;—পঞ্চকোট—ওই গিরিপতি ।”

পঞ্চকোট-গিরি বিদায়-সঙ্গীত

হেরেছিহু, গিরিবর ! নিশার স্বপনে,
 অদ্ভুত দর্শন !
 হাঁটু গাড়ি হাতী ছুটি শুঁড়ে শুঁড়ে ধরে,
 কনক-আসন এক, দীপ্ত রত্ন-করে
 দ্বিতীয় তপন !
 যেই রাজকুলখ্যাতি তুমি দিয়াছিলি,
 সেই রাজকুললক্ষ্মী দাসে দেখা দিলা,
 শোভি সে আসন !
 হে সখে ! পাষণ তুমি, তবু তব মনে
 ভাবরূপ উৎস, জানি, উঠে সর্বক্ষণে ।
 ভেবেছিহু, গিরিবর ! রমার প্রসাদে,
 তাঁর দয়াবলে,
 ভাঙা গড় গড়াইব, জলপূর্ণ করি
 জলশূন্য পরিখায় ; ধনুর্বাণ ধরি ছারিগণ
 আবার রক্ষিবে দ্বার অতি কুতূহলে ।

সমাধি-লিপি

দাঁড়াও, পথিক-বর, জন্ম যদি তব
বঙ্গে । তিষ্ঠ ক্ষণকাল ! এ সমাধিস্থলে
(জননীৰ কোলে শিশু লভয়ে যেমতি
বিরাম) মহীর পদে মহানিভ্রাবৃত
দন্তকুলোদ্ভব কবি শ্রীমধুসূদন !
যশোরে সাগরদাঁড়ী কবতক্ষ-তীরে
জন্মভূমি, জন্মদাতা দন্ত মহামতি
রাজনারায়ণ নামে, জননী জাহ্নবী

পাণ্ডববিজয়

কেমনে সংহারি রণে কুরুকুলরাজে,
কুরুকুল-রাজাসন লভিলা ছাপরে
ধর্মরাজ ;—সে কাহিনী, সে মহাকাহিনী,
নব রঙ্গে বজ্রজনে, উরি এ আসরে,
কহ, দেবি । গিরি-গৃহে সূকালে জনমি
(আকাশ-সন্তবা ধাত্রী কাদম্বিনী দিলে
সুনামৃতরূপে বারি) প্রবাহ যেমতি
বহি, ধায় সিন্ধুমুখে, বদরিকাক্রমে,
ও পদ-পালনে পুষ্ট কবি-মনঃ, পুনঃ
চলিল, হে কবি-মাতঃ, যশের উদ্দেশে ।
যথা সে নদের মুখে সুমধুর ধ্বনি,
বহে সে সঙ্গীতে যবে মঞ্জু কুঞ্জাস্তরে
সমদেশে ; কিন্তু ঘোর কল্লোল, যেখানে
শিলাময় স্থল রোধে অবিরলগতি ;—

দাসের রসনা আসি রস নানা রসে,
কভু রৌদ্রে, কভু বীরে, কভু বা করুণে—
দেহ ফুলশরাসন, পঞ্চফুলশরে ।

দুর্যোধনের মৃত্যু

“দেখ, দেব, দেখ চেয়ে,” কাতরে কহিলা
কুরুরাজ কৃপাচার্য্য,—“আসিছেন ধীরে
নিশীথিনী ; নাহি তারা কবরী-বন্ধনে,—
না শোভে ললাটদেশে চারু নিশামণি !
শিবির বাহিরে মোরে লহ কৃপা করি,
মহারথ ! রাখ লয়ে যথায় ঝরিবে
এ ভূনত-শিরে শিশিরের ধারা,
ঝরে যথা শিশুশিরে অবিরল বহি
জননী অশ্রুজল, কালগ্রাসে যবে
সে শিশু ।” লইলা সবে ধরাধরি করি
শিবির বাহিরে শূরে—ভগ্ন-উরু রণে !

মহাযত্নে কৃপাচার্য্য পাতিল ভূতলে
উত্তরী । বিষাদে হাসি কহিলা নৃমণি ;—
“কার হেতু এ স্মৃশয়া, কৃপাচার্য্য রথি ?
পড়িলু ভূতলে, প্রভু, মাতৃগর্ভ ত্যজি ;—
সেই বাল্যাসন ভিন্ন কি আসন সাজে
অস্ত্রমে ? উঠাও বস্ত্র, বসি হে ভূতলে !
কি শয্যায় স্তম্ভ আজি কুরুবীর্য্যরূপী
গাঙ্গেয় ? কোথায় গুরু দ্রোণাচার্য্য রথী,
কোথা অঙ্গপতি কর্ণ ? আর রাজা যত
ক্ষত্র-ক্ষেত্র-পুষ্প, দেব ! কি সান্নিধ্য বসিবে
এ হেন শয্যায় হেথা দুর্যোধন আজি ?

যথা বনমাঝে বহি ছলি নিশাযোগে
 আকর্ষি পতঙ্গচয়ে, ভস্মেন তা সবে
 সর্বভুক্—রাজদলে আহ্বানি এ রণে—
 বিনাশিনু আমি, দেব ! নিঃকৃত্ত করিনু
 কৃত্তপূর্ণ কর্মক্ষেত্র নিজ কর্মদোষে ।
 কি কাজ আমার আর বৃথা সুখভোগে ?
 নির্বাণ পাবক আমি, তেজশূন্য, বলি !
 ভস্মমাত্র ! এ যতন বৃথা কেন তব !”

সরায়ে উত্তরী শূর বসিলা ভূতলে ।
 নিকটে বসিলা কুপ কৃতবর্মা রথী
 বিষাদে নীরব দৌহে ; —আসি নিশীথিনী,
 মেঘরূপ ঘোমটায় বদন আবরি,
 উচ্চ বায়ু-রূপ স্বাসে সঘনে নিশ্বাসি ;—
 বৃষ্টি-ছলে অশ্রুবারি ফেলিলা ভূতলে ।
 কাতরে কহিলা চাহি কৃতবর্মা পানে
 রাজেন্দ্র ; “এ হেন ক্ষেত্রে, কৃত্তচূড়ামনি,
 কৃত্ত-কুলোদ্ভব, কহ, কে আছে ভারতে,
 যে না ইচ্ছে মরিবারে ? যেখানে, যে কালে
 আক্রমেন যমরাজ ; সমপীড়া-দায়ী
 দণ্ড তাঁর,—রাজপুরে, কি ক্ষুদ্র কুটীরে,
 সম ভয়ঙ্কর প্রভু, সে ভীম মুরতি !
 কিন্তু হেন স্থলে তাঁরে আতঙ্ক না করি
 আমি !—এই সাধ ছিল চিরকাল মনে !
 যে শুভ্রের বলে শির উঠায় আকাশে
 উচ্চ রাজ-অট্টালিকা, সে শুভ্রের রূপে
 কৃত্তকুল-অট্টালিকা ধরিনু স্ববলে
 ভূভারতে । ভূপতিত এবে কালে আমি
 দেখ চেয়ে চারি দিকে ভগ্ন শত ভাগে
 সে সুঅট্টালিকা চূর্ণ এ মোর পতনে !
 গড়ায় এক্ষেত্রে পড়ি গৃহচূড়া কত !

আর যত অলঙ্কার—কার সাধ্য গণে ?
 কিন্তু চেয়ে দেখ সবে, কি আশ্চর্য্য ! দেখ—
 রকত বরণে দেখ, সহসা আকাশে
 উদিচ্ছেন এ পৌরব বংশ-আদি যিনি,
 নিশানাথ ! তুর্ঘ্যোধনে ভূশয্যায় হেরি
 কুবরন হইলা কি শোকে সুধানিধি ?”
 পাণ্ডব-শিবির পানে ক্ষণেক নিরখি
 উত্তরিলা কুপাচার্য্য ;—“হে কৌরবপতি,
 নহে চন্দ্র যাহা, রাজা, দেখিছ আকাশে,
 কিন্তু বৈজয়ন্তী তব সর্বভূকরাপে !
 রিপুকুল-চিতা, দেব, জ্বলিয়া উঠিল ।
 কি বিষাদ আর তবে ? মরিছে শিবিরে
 অগ্নি-তাপে ছটফটি ভীম ছুটমতি ;
 পুড়িছে অর্জুন, রায়, তার শরানলে,
 পুড়িল যেমতি হেথা সৈন্যদল তব !
 অস্ত্রিমে পিতায় স্মরে যুধিষ্ঠির এবে ;
 নকুল ব্যাকুলচিত সহদেব সহ !
 আর আর বীর যত এ কাল সমরে
 পাইয়াছে রক্ষা যারা, দাবদন্ধ বনে
 আশে পাশে তরু যথা ;—দেখ মহামতি !”

সিংহল-বিজয়

স্বর্ণসৌধে সুধাধরা যক্ষেন্দ্রমোহিনী
 মুরজা, শুনি সে ধ্বনি অলকা নগরে,
 বিস্ময়ে সাগর পানে নিরখি, দেখিলা
 ভাসিছে সুন্দর ডিঙ্গা, উড়িছে আকাশে
 পতাকা, মল্লবাণ বাজিছে চৌদিকে !
 রুঘি সতী শশিমুখী সখীরে কহিলা ;—

হেদে দেখ, শশিমুখি, আঁখি দুটি খুলি,
 চলিছে সিংহলে ওই রাজ্যলাভ লোভে
 বিজয়, স্বদেশ ছাড়ি লক্ষীর আদেশে !
 কি লজ্জা ! থাকিতে প্রাণ না দিব লইতে
 রাজ্য ওরে আমি, সহ ! উত্তানস্বরূপে
 সাজাগু সিংহলে কি লো দিতে পরজনে ?
 জ্বলে রাগে দেহ, যদি স্মরি শশিমুখি,
 কমলার অহঙ্কার ; দেখিব কেমনে
 স্বদাসে আমার দেশ দানেন ইন্দ্রিরা ?
 জলধি জনক তাঁর ; তেঁই শাস্ত্র তিনি
 উপরোধে । যা, লো সহ, ডাক সারথিরে
 আনিতে পুষ্পকে হেথা । বিরাজেন যথা
 বায়ুরাজ, যাব আজি ; প্রভঞ্নে লয়ে
 বাধাব জঞ্জাল, পরে দেখিব কি ঘটে ?
 স্বর্ণতেজঃপুঞ্জ রথ আইল দুয়ারে
 ঘর্ঘরি । হেঁসিল অশ্ব, পদ-আফালনে
 সৃজি বিস্মুলিকবৃন্দে । চড়িলা স্তম্ভনে
 আনন্দে সুন্দরী, সাজি বিমোহন সাজে ।

হতাশা-পীড়িত হৃদয়ের দুঃখধ্বনি

ভেবেছিহু মোর ভাগ্য, হে রমানুঙ্গরি,
 নিবাইবে সে রোষাগ্নি,—লোকে যাহা বলে,
 হাসিতে বাণীর রূপ তব মনে জ্বলে ;—
 ভেবেছিহু, হায় ! দেখি, ভ্রান্তিভাব ধনি !
 ডুবাইছ, দেখিতেছি, ক্রমে এই তরী
 অদরে, অতল দুঃখ-সাগরের জলে
 ডুবিহু ; কি বশঃ তব হবে বন্ধ-স্থলে ?

দেবদানবীয়ম্

মহাকাব্য

প্রথম সর্গঃ

কাব্যোক্তানি রচিবারে চাহি,
কহো কি ছন্দঃ পছন্দ, দেবি !
কহো কি ছন্দঃ মনানন্দ দেবে
মনীষবৃন্দে এ সুবন্দদেশে ?
তোমার বীণা দেহ মোর হাতে,
বাজাইয়া তায় যশস্বী হবো,
অমৃতরাপে তব কৃপাবারি
দেহো জননি গো, ঢালি এ পেটে ॥

জীবিতাবস্থায় অনাদৃত কবিগণের সম্বন্ধে

ইতিহাস এ কথা কাঁদিয়া সদা বলে,
জন্মভূমি ছেড়ে চল যাই পরদেশে ।
উরুপায় কবিগুরু ভিখারী আছিল।
ওমর (অসভ্যকালে জন্ম তাঁর) যথা
অমৃত সাগরতলে । কেহ না বুঝিল
মূল্য সে মহামণির ; কিন্তু যম যবে
প্রাসিল কবির দেহ, কিছু কাল পরে
বাড়িল কলহ নানা নগরে ; কহিল
এ নগর ও নগরে, “আমার উদরে
জনম গ্রহিয়াছিল। ওমর সুমতি ।”

আমাদের বাল্মীকির এ দশা ; কে জানে,
কোন্ কুলে কোন্ স্থানে জন্মিলা স্মৃতি ।

পণ্ডিতবর
শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

শুনেছি লোকের মুখে পীড়িত আপনি
হে ঈশ্বরচন্দ্র ! বঙ্গ বিধাতার বরে
বিদ্যার সাগর তুমি ; তব সম মনি,
মলিনতা কেন কহ চাকে তার করে ?
বিধির কি বিধি স্মরি, বুঝিতে না পারি,
হেন ফুলে কীট কেন পশিবারে পারে ?
করমনাশার স্রোত অপবিত্র বারি
ঢালি জাহ্নবীর গুণ কি হেতু নিবারে ?
বঙ্গের সূচুড়ামনি করে হে তোমারে
সৃজিলা বিধাতা, তোমা জানে বঙ্গজনে ;
কোন্ পীড়ারূপ অরি বাণাঘাতে পারে
বিধিতে, হে বঙ্গরত্ন ; এ হেন রতনে ?
যে পীড়া ধনুক ধরি হেন বাণ হানে
(রাক্ষসের রূপ ধরি), বুঝিতে কি পার,
বিদৌর্গ বঙ্গের হিয়া সে নিষ্ঠুর বাণে ?
কবিপুত্র সহ মাতা কাঁদে বারম্বার ।

দুরূহ শব্দ ও বাক্যাংশের ব্যাখ্যা

বর্ষাকাল :	পংক্তি ৩	রমণ—পুরুষ ।
হিমন্তু :	১	হিমন্তের—হেমন্তের (মধুসূদনের প্রয়োগ)
রিজিয়া :	২৩	সিন্ধুদেশে—সমুদ্রে ।
কবি মাতৃভাষা :		মধুসূদন-বিরচিত প্রথম চতুর্দশপদী কবিতা ইহারই সংশোধিত রূপ "বঙ্গ-ভাষা ('চতুর্দশ' পদী কবিতাবলী,' ৩নং কবিতা) ।
আত্ম-বিলাপ :	১২	অনুসূখে সন্তঃপাতি—জলের তোড়ে সন্ত সন্ত বিনাশশীল ।
	১৯	সাদে—সাধে ।
বঙ্গভূমির প্রতি :	২৫	তামরস—পদ্ম ।
দ্রৌপদীস্বয়ম্বর :	১৭	বিকচিত—বিকচ (মধুসূদনের প্রয়োগ) ।
	১৮	দ্বিতীয়—রামায়ণকার বায়ীকি আদি-কবি বলিয়া মহাভারতকারকে মধুসূদন 'দ্বিতীয় কবল' বলিয়াছেন ।
সুভদ্রা-হরণ :	৩-১৫	দ্রৌপদীস্বয়ম্বরের প্রায় পুনরুক্তি ।
	২০	শ্রীবরদা—লক্ষ্মী ।
ময়ূর ও গৌরী :	৩০	কেশে—মস্তকে ।
অশ্ব ও কুরঙ্গ :	৩৬	মৃগয়ী—ব্যাধ ।
	৫৪	সাদী—অস্বারোহী ।
দেবদৃষ্টি :	২৩	মেখলেন—মেখলার ছায় পরিবেষ্টন করেন
পুরুলিয়া :	৫	সরস—সরোবর ।
কবির ধর্মপুত্র :	১১	তোলি—তুলিয়া ।
জীবিতাবস্থায়...:	৪	ওমর—হোমার ।

মধুসূদন দত্তের গ্রন্থাবলীর কালানুক্রমিক তালিকা

বাংলা

- ১। শশিষ্ঠা নাটক। জাহ্নসারি ১৮৫২। পৃ. ৮৫
- ২। একেই কি বলে সত্যতা? ইং ১৮৬০। পৃ. ৩৮
- ৩। বুড় সালিকের ঘাড়ে রৌ। ইং ১৮৬০। পৃ. ৩২
- ৪। পদ্মাবতী নাটক। এপ্রিল (১) ১৮৬০। পৃ. ৭৮
- ৫। তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য। মে ১৮৬০। পৃ. ১০৪
- ৬। মেঘনাদবধ কাব্য।
১ম খণ্ড। জাহ্নসারি ১৮৬১। পৃ. ১৩১
২য় খণ্ড। ইং ১৮৬১। পৃ. ১০৭
- ৭। ব্রজাঙ্গনা কাব্য। জুলাই ১৮৬১। পৃ. ৪৬
- ৮। কৃষ্ণকুমারী নাটক। ইং ১৮৬১। পৃ. ১১৫
- ৯। বীরাজনা কাব্য। ইং ১৮৬২। পৃ. ৭০
- ১০। চতুর্দশপদী কবিতাবলী। আগষ্ট ১৮৬৬। পৃ. ১২২
- ১১। হেক্টর-বধ। সেপ্টেম্বর ১৮৭১। পৃ. ১০৫
- ১২। মায়ী-কানন। ইং ১৮৭৪। পৃ. ১১৭

ইংরেজী

1. *The Captive. Ladie ; Visions of the Past*, Madras, 1849.
Pp. 65.
2. *The Anglo Saxon and the Hindu* (Lecture—1).
Madras 1854.
3. *Ratnavali*. A Drama in four Acts, Translated from
the Bengali. 1858. Pp. 57.
4. *Sermista*. A Drama in five Acts, Trans. from the
Bengali by the Author. 1859. Pp. 72.
5. *Nil Durpun*, or the Indigo Planting Mirror. A
Drama Trans. from the Bengali by a
Native. With an Introduction by the Rev.
J. Long. 1861. Pp. 102.

বীরাজনা কাব্য

[১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত তৃতীয় সংস্করণ হইতে]

মসলাচরণ ।

বঙ্গ কুলচূড়া

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহোদয়ের

চিরস্মরণীয় নাম

এই অভিনব কাব্যশিরে শিরোমণিরূপে

স্থাপিত করিয়া,

কাব্যকার

ইহা

উক্ত মহামুস্তবের নিকট

যথোচিত সন্মানের সহিত

উৎসর্গ করিল ।

ইতি ।

১২৩৮ সাল । ১৬ই ফাস্তুন ।

বীরঙ্গনা কাব্য

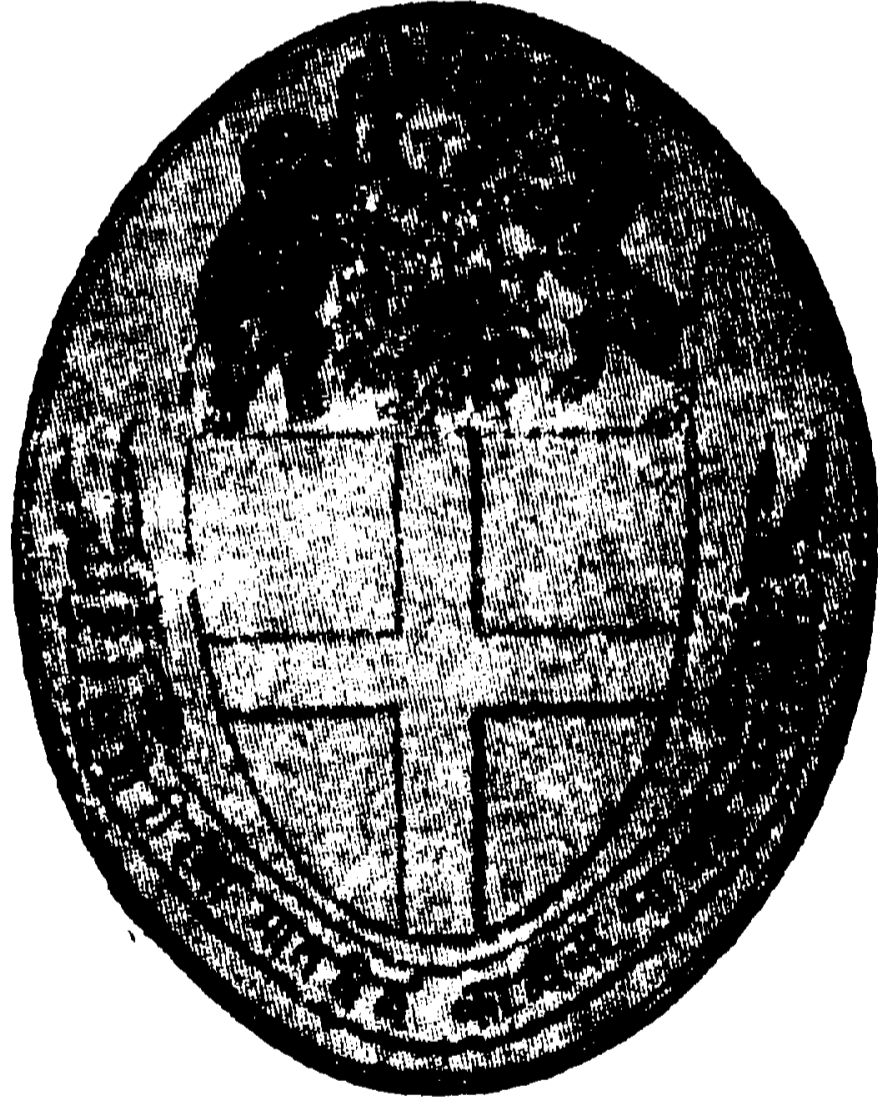
মাইকেল মধুসূদন দত্ত

[১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত]

সম্পাদক :

ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সজনীকান্ত দাস



বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৪৩।১, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড

কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রকাশক
শ্রীমদনমোহন কুমার
সম্পাদক
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম পরিষৎ-সংস্করণ—পৌষ, ১৩৪৭ ; দ্বিতীয় মুদ্রণ—ফাল্গুন, ১৩৫০ ;
তৃতীয় মুদ্রণ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৩ ; চতুর্থ মুদ্রণ—শ্রাবণ, ১৩৫৮ ;
পঞ্চম মুদ্রণ—মাঘ, ১৩৬২ ; ষষ্ঠ মুদ্রণ—অগ্রহায়ণ, ১৩৬৮ ;
সপ্তম মুদ্রণ—চৈত্র, ১৩৮৩।

মূল্য : পাঁচ টাকা

মুদ্রাকর
শ্রীমুখাবিন্দু সরকার
ব্রাহ্মমিশন প্রেস
২১১১, বিধান সরণী
কলিকাতা-৭০০০০৬

ভূমিকা

‘তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য’র পর ‘মেঘনাদবধ কাব্য’ নয় সর্গ রচনা করিয়াও অমিত্রাক্ষর ছন্দ সম্বন্ধে মধুসূদনের শেষ কথা বলা হয় নাই ; অর্থাৎ ভাষার গাভীর্য্য, যতি ও ছন্দের বৈচিত্র্যের দিক্ দিয়া যে আরও পরিণতির অবকাশ ছিল, মধুসূদনের মনে সেই বিশ্বাস ছিল। এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া তিনি “সিংহলবিজয়” নামক কাব্য রচনায় হাত দিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ উক্ত “narrative” বা “আখ্যান-বর্ণনামূলক” কাব্যে অমিত্রছন্দের পরিণতি প্রদর্শনের সুযোগ না পাইয়াই মধুসূদন তাহা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ইহার জন্ম “dramatic” বা “নাটকীয়” বিষয়বস্তুর প্রয়োজন মধুসূদন অনুভব করিয়াছিলেন। ইতালীয় কাব্য-সমুদ্রে অবগাহনের কালে তিনি কবি ওভিদ (Publius Ovidius Naso : 43 B. C.—17 A. D.) প্রণীত *Heroides* কাব্যের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন ; ওভিদ এই কাব্যের পুরাণ-কাহিনীর নায়িকাদের সম্পূর্ণ নূতন এবং রোমান্টিক মূর্তিতে সজ্জিত করিয়াছিলেন। পত্রাকারে নায়িকাদের চিত্ত-উদ্ঘাটনের এই কৌশল পরে রোমান কবিদের মধ্যে কেহ কেহ এবং ইংলণ্ডেও দুই এক জন কবি (যেমন পোপ) অবলম্বন করেন। মধুসূদন আপন উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে এই পদ্ধতিকেই সর্বিশেষ উপযোগী জ্ঞান করিয়া ‘বীরঙ্গনা কাব্য’ রচনা করেন।

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ২৯এ আগস্ট তারিখে খিদিরপুর হইতে বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে মধুসূদন যে পত্র লেখেন, তাহা হইতে বুঝা যায়, ‘মেঘনাদবধ কাব্য’ রচনা শেষ হইবার পর রাজনারায়ণই মধুসূদনকে সিংহল-বিজয়ের উপর আর একটি কাব্য লিখিতে অনুরোধ করেন। মধুসূদন সেই সম্পর্কে এই পত্রে লিখিতেছেন—

Jotindra proposes the battles of the Kaurava and Pandub princes ; another friend, the abduction of Usha (উষাহরণ). Now I am for your সিংহলবিজয় ; but I have forgotten the story and do not know in what work to find it ; kindly enlighten me on the subject.

[যতীন্দ্রের ইচ্ছা, আমি কৌরব ও পাণ্ডব রাজপুত্রদের যুদ্ধ লইয়া লিখি ; অন্য একজন বন্ধু উষাহরণ লিখিতে বলিতেছেন। কিন্তু আমি তোমার সিংহল-বিজয়ের পক্ষে। তবে গল্পটি আমি ভুলিয়া গিয়াছি। জানি না কোন্ বইয়ে তাহা পাওয়া যাইবে, দয়া করিয়া আমাকে এই বিষয়ে জানাও।]

ইহারই অব্যবহিত পরের একটি তারিখহীন চিঠিতে মধুসূদন রাজনারায়ণকে লিখিতেছেন :

I have only written 20 or 30 lines of the new Epic [সিংহলবিজয়]. In fact, I have laid it by,—for a time only, I hope. But within the last few weeks, I have been scribbling a thing to be called 'বীরাজনা' i. e. Heroic Epistles from the most noted Puranic women to their lovers or lords. There are to be twenty-one Epistles, and I have finished eleven. These are being printed off, for I have no time to finish the remainder. Jotindra Mohan Tagore, my printer Issur Chunder Bose, and one or two other friends, are half-mad. But you must judge for yourself. The first series contain (1) Sacuntala to Dusmanta (2) Tara to Some (3) Rukmini to Dwarkanath (4) Kakayee to Dasarath (5) Surpanakha to Lakshman (6) Droupadi to Arjuna (7) Bhanumati to Durjodhana (8) Duhsala to Jayadratha (9) Jana to Niladhwaaja (10) Jahnavi to Santanu and (11) Urbasi to Pururavas; a goodly list, my friend.

[নূতন মহাকাব্যের মাত্র ২০/৩০ পংক্তি লেখা হইয়াছে। আসলে, ইহা স্থগিত রাখিয়াছি; আশা করি, কিছুকাল পরে আবার ধরিতে পারিব। কিন্তু গত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে 'বীরাজনা' নামে একটি বস্তু কলমের আঁচড়ে খাড়া করিয়াছি; প্রসিদ্ধ পৌরাণিক নারীরা তাঁহাদের প্রণয়ী অথবা পতিদের নিকট নাগিকার উপযুক্ত লিপি লিখিতেছেন—ইহাই 'বীরাজনা'। সব সুন্দর একুশটি লিপি হইবার কথা; আমি এগারটি সম্পূর্ণ করিয়াছি। সবগুলি শেষ করিতে দেরি হইবে বলিয়া এই এগারটি ছাপা হইতেছে। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, আমার প্রকাশক ঈশ্বরচন্দ্র বসু ও অন্যান্য দুই একজন বন্ধু এগুলি পড়িয়া প্রায় ক্ষেপিয়া গিয়াছেন। তুমি কিন্তু নিজের বুদ্ধিতে বিচার করিবে। যে কটি লেখা হইয়াছে, তাহার তালিকা এই, (১) দুঃশ্বের প্রতি শকুন্তলা, (২) সোমের প্রতি তারা, (৩) দ্বারকানাথের প্রতি কষ্ণিনী, (৪) দশরথের প্রতি কেকয়ী, (৫) লক্ষ্মণের প্রতি সূর্পগন্ধা, (৬) অর্জুনের প্রতি দ্রৌপদী, (৭) দুর্যোধনের প্রতি ভানুমতী, (৮) জয়দ্রথের প্রতি দুঃশলা, (৯) নীলধ্বজের প্রতি জনা, (১০) শান্তনুর প্রতি জাহ্নবী, (১১) পুরুবীরের প্রতি উর্ধ্বশী, তালিকা নেহাৎ ছোট নয়—কি বল!]

এই এগারটি পত্রই 'বীরাজনা কাব্য'।

দুঃখের বিষয়, মধুসূদনের আশা আর পূর্ণ হয় নাই—স্থগিত লেখা তিনি আর ধরিতে পারেন নাই। উপরে উল্লিখিত পত্রের এক স্থলে তিনি যে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, "আমার কাব্যজীবন শেষ হইয়া আসিতেছে" ("my poetical career is drawing to a close") তাহাই সত্যে পরিণত হইয়াছিল। 'চতুর্দশপদী'র বিচ্ছিন্ন সনেটগুলি লেখা ছাড়া আর বিশেষ কবিকর্মে আত্মনিয়োগ করেন নাই।

পরবর্তী পত্রে রাজনারায়ণকে মধুসূদন সত্ত্বপ্রকাশিত 'বীরাজনা কাব্য' সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন—

The new poem is just out, and I have ordered a copy to be forwarded to you. You must oblige me by letting me know what you think of it, at your earliest convenience, for I prefer your opinion to that of many others on the subject of poetry...

The poem, you will find, has not been concluded yet— one half of it remains to be written. I don't know when I shall finish it. Perhaps, it will take me months; perhaps a few weeks. But give me your candid opinion of what has already been achieved, old fellow! I have dedicated the work to our good friend the Vidyasagar. He is a splendid fellow! I assure you. I look upon him in many respects as the first man among us....

[নূতন কাব্যটি সত্ত্ব বাহির হইয়াছে, তোমাকে এক খণ্ড পাঠাইবার জন্য বলিয়াছি। যত শীঘ্র সম্ভব, ইহার সম্বন্ধে তোমার মতামত জানাইয়া আমাকে বাধিত করিবে, কারণ, কবিতা-বিষয়ে অনেকের অপেক্ষা তোমার মতকেই আমি শ্রদ্ধা করিয়া থাকি।...

দেখিবে, কাব্যটি এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই—অর্দ্ধেক বাকি আছে। জানি না, কখন শেষ করিতে পারিব। হয়ত অনেক মাস লাগিবে, হয়ত বা দুইচার সপ্তাহেই শেষ হইবে। কিন্তু ইতিমধ্যেই যাহা করিয়াছি, সে সম্বন্ধে তোমার খোলসা মতামত দাও। আমাদের গুণানুধ্যায়ী বন্ধু বিদ্যাসাগরের নামে বইটি উৎসর্গ করিয়াছি। বিশ্বাস কর, এমন চমৎকার মানুষ হয় না। অনেক দিক্ দিয়া তাঁহাকেই আমি আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মানুষ বলিয়া মনে করি।...

'বীরাজনা কাব্য' ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে রচিত ও ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ায় প্রকাশিত হয়, পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ৭০। প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্র এইরূপ :—

বীরাজনা কাব্য। /শ্রীমাইকেল মধুসূদন দত্ত/প্রণীত। /লেখাপ্রস্থাপনৈঃ—/
—নার্য্যা ভাবাভিব্যক্তিরিষ্ঠ্যতে।" /সাহিত্যদর্পণঃ। /কলিকাতা। /শ্রীযুত
দেবরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ১৮২ সংখ্যক ভবনে ষ্ট্যান্‌হোপ্‌ স্ট্রেসে যন্ত্রিত। /
সন ১২৬৮ সাল।

দ্বিতীয় সংস্করণ (পৃ. ৭৬) ১২৭৩ সালে এবং তৃতীয় সংস্করণ (পৃ. ৭৬) ১৮৭৫ সালে (১৫ জানুয়ারি ১৮৬৯) প্রকাশিত হয়। এই তিনটি সংস্করণের মধ্যে কোন উল্লেখযোগ্য পাঠভেদ নাই। তৃতীয় সংস্করণ হইতেই 'সাহিত্যদর্পণে'র উদ্ধৃতিটি তুলিয়া দেওয়া হয়।

রাজনারায়ণ বসুর নিকট পূর্বেদিত পত্রগুলি যখন লিখিত হয়, সেই সময়ে 'বীরাজনা কাব্য' সম্পূর্ণ করিবার বাসনা যে মধুসূদনের ছিল,

তাহার অন্য প্রমাণ আছে। তাহার ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি তারিখের স্মারক-লিপিতে আছে :—

It is my intention, God willing, to finish this poem ['বীরানা কাব্য'] in XXI Books. But I must print the XI already finished. The proceeds of the 1st part must defray the expenses of printing the second. "Born an age too soon"—a time will come when these works of mine will fill the pockets of printers, book-sellers, painters et hoc genus omne and now I am obliged to "shell out."

[ভগবান্ বিক্রম না হইলে এই কাব্যটি একুশ সর্গে সম্পূর্ণ করিব, এইরূপই ইচ্ছা আছে। যে এগারখানি ইতিমধ্যেই শেষ হইয়াছে, সেগুলি আগেই ছাপাইব। প্রথম খণ্ডের বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে দ্বিতীয় খণ্ডের ছাপার খরচ চলিবে। আমি আমার যুগের পূর্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছি—সময় আসিবে, যখন আমার এই সকল বইয়ের দ্বারা মুদ্রাকর, পুস্তকবিক্রেতা, চিত্রকর এবং ঐ জাতীয় সকলের পকেট পূর্ণ হইবে, কিন্তু আমার এখন শূন্য পকেট।]

“জনা পত্রিকা” সমাপনান্তে এই স্মারক লিপিতেই তিনি লিখিয়াছিলেন :—

The epistle of poor জনা must be revised and printed along with the second set. I am very unpoetical just now.

[জনা বেচারীর পত্রটির সংশোধন আবশ্যিক ; ইহা দ্বিতীয় খণ্ডে মুদ্রিত হইবে। আমার মনে এখন বিন্দুমাত্র কাব্যরস নাই।]

কিন্তু দেখা যাইতেছে, শেষ পর্য্যন্ত “জনা-পত্রিকা” প্রথম খণ্ডেই স্থান পাইয়াছে। সম্ভবতঃ মধুসূদন ইহার সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন।

যোগীন্দ্রনাথ বসু ‘মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিত’ পুস্তকে (৩য় সং, পৃ. ৫১২) লিখিয়াছেন—

“ওভিদের পত্রাবলীর ন্যায় বীরানাও একবিংশতি সর্গে সম্পূর্ণ করিবার অন্ত মধুসূদনের ইচ্ছা ছিল। সমালোচিত একাদশখানি পত্রিকা ব্যতীত আরও পাঁচখানি পত্রিকা তিনি আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই।”

এই পাঁচটি অসম্পূর্ণ পত্রিকা যোগীন্দ্রবাবু মুদ্রিত করিয়াছেন (পৃ. ৫১২-১৬)। আমরা বর্তমান সংস্করণের পরিশিষ্টে তাহা পুনর্মুদ্রিত করিলাম।

নগেন্দ্রনাথ সোম ‘মধু-স্মৃতি’র ৩৩১ পৃষ্ঠায় ছয়খানি অসম্পূর্ণ পত্রিকার উল্লেখ করিয়াছেন। ৬নং পত্রিকা “ভীমের প্রতি দ্রৌপদী”র উল্লেখ অগ্রত পাওয়া যায় না। এই অসম্পূর্ণ কবিতাটি নগেন্দ্রবাবু প্রকাশ করেন নাই।

বীরাস্ত্রনা কাব্য

প্রথম সর্গ

দুঃস্বপ্নের প্রতি শকুন্তলা

[শকুন্তলা বিখ্যামিত্রের ঔরসে ও মেনকানাম্নী অপসরার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া, জনক জননী কর্তৃক শৈশবাবস্থায় পরিত্যক্ত হওয়াতে, কথমুনি তাঁহাকে পতিপালন করেন। একদা মুনিবরের অহুপস্থিতিতে রাজা দুঃস্বপ্ন যুগয়াশ্রমে তাঁহার আশ্রমে প্রবেশ করিলে, শকুন্তলা রাজ-অতিথির যথাবিধি অতিথিসংকার সম্পন্ন করিয়াছিলেন। রাজা দুঃস্বপ্ন, শকুন্তলার অসাধারণ রূপলাবণ্যে বিমোহিত হইয়া, এবং তিনি যে ক্ষত্রকুলোদ্ভবা, এই কথা শুনিয়া, তাঁহার প্রতি প্রেমানুরক্ত হন। পরে রাজা তাঁহাকে গুপ্তভাবে গান্ধর্ববিধানে পরিণয় করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। রাজা দুঃস্বপ্ন, স্বরাজ্যে গমনান্তর, শকুন্তলার কোন তত্ত্বাবধান না করাতে, শকুন্তলা রাজসমীপে এই নিম্নলিখিত পত্রিকাখানি প্রেরণ করিয়াছিলেন।]

বন-নিবাসিনী দাসী নমে রাজপদে,
রাজেন্দ্র ! যদিও তুমি ভুলিয়াছ ভারে,
ভুলিতে তোমারে কভু পারে কি অভাগী ?
হায়, আশামদে মস্ত আমি পাগলিনী !
হেরি যদি ধূলারাশি, হে নাথ, আকাশে ; ৫
পবন-স্বনন যদি শুনি দূর বনে ;
অমনি চমকি ভাবি, — মদকল করী,
বিবিধ রতন অঙ্গে, পশিছে আশ্রমে,
পদাতিক, বাজীরাজী, সুপথ, সারথি,
কিঙ্কর, কিঙ্করী সহ ! আশার চলনে, ১০
প্রিয়স্বদা, অননুয়া, ডাকি সখীঘরে ;
কহি—‘হাদে দেখ, সেই, এত দিনে আজি
অরিলি লো প্রাণেশ্বর এ তাঁর দাসীরে !
ওই দেখ, ধূলারাশি উঠিছে গগনে !
ওই শৌম্ব কোলাহল ! পুরবাসী বত ১৫

আসিছে লইতে মোরে নাথের আদেশে !'

নীরবে ধরিয়া গলা কাঁদে প্রিয়স্বদা ;

কাঁদে অননুয়া সহি বিলাপি বিষাদে !

ক্রতগতি ধাই আমি সে নিকুঞ্জ-বনে,

যথায়, হে মহীনাথ, পূজিহু প্রথমে

২০

পদযুগ ; চারি দিকে চাহি ব্যগ্রভাবে ।

দেখি প্রফুল্লিত ফুল, মুকুলিত লতা ;

শুনি কোকিলের গীত, অলির গুঞ্জর,

স্রোতোনাদ ; মরমরে পাতাকুল নাচি ;

কুহরে কপোত, সুখে বৃক্ষশাখে বসি,

২৫

প্রেমালাপে কপোতীর মুখে মুখ দিয়া ।

সুধি গঞ্জি ফুলপুঞ্জে ;—'রে নিকুঞ্জশোভা,

কি সাথে হাসিস্ তোরা ? কেন সমীরণে

বিতরিস্ আজি হেথা পরিমল সুধা ?'

কহি পিকে,—'কেন তুমি, পিককুল-পতি,

৩০

এ স্বরলহরী আজি বরিষ এ বনে ?

কে করে আনন্দধ্বনি নিরানন্দ কালে ?

মদনের দাস মধু ; মধুর অধীনে

তুমি ; সে মদন মোহে যার রূপ গুণে,

কি সুখে গাও হে তুমি তাঁহার বিরহে ?'

৩৫

অলির গুঞ্জর শুনি ভাবি—যুহু স্বরে

কাঁদিছেন বনদেবী ছঃখিনীর ছঃখে !

শুনি স্রোতোনাদ ভাবি—গম্ভীর নিনাদে

নিন্দ্রিছেন বনদেব তোমায়, নৃমণি,—

কাঁপি ভয়ে—পাছে তিনি শাপ দেন রোষে ।

৪০

কহি পত্রে,—'শোন, পত্র ;—সরস দেখিলে

তোরে, সমীরণ আসি নাচে তোরে লয়ে

প্রেমামোদে ; কিন্তু যবে শুধাইস্ কালে

তুই, যুগা করি তোরে তাড়ায় সে দুরে ;—

ভেদতি দাসীরে কি রে ভাবিলা মূপতি ?'

৪৫

মুদি পোড়া আঁধি বসি রসালের তলে ;
 ভ্রাস্ত্রিমদে মাতি ভাবি পাইব সত্বরে
 পাদপদ্ম ! কাঁপে হিয়া তুরুতুরু করি
 শুনি যদি পদশব্দ ! উল্লাসে উন্মীলি
 নয়ন, বিষাদে কাঁদি হেরি কুরঙ্গীরে ! ৫০
 গালি দিয়া দূর তারে করি করাঘাতে !
 ডাকি উচ্ছে অলিরাজে ; কহি,—‘ফুলসখে
 শিলীমুখ, আসি তুমি আক্রম গুঞ্জরি
 এ পোড়া অধর পুনঃ ! রক্ষিতে দাসীরে
 সহসা দিবেন দেখা পুরু-কুল-নিধি !’ ৫৫
 কিন্তু বৃথা ডাকি, কাস্ত । কি লোভে ধাইবে
 আর মধুলোভী অলি এ মুখ নিরখি,—
 শুখাইলে ফুল, কবে কে আদরে তারে ?
 কাঁদিয়া প্রবেশি, প্রভু, সে লতামণ্ডপে,
 যথায়—ভাবিয়া দেখ, পড়ে যদি মনে, ৬০
 নরেন্দ্র ; যথায় বসি, প্রেমকুতূহলে,
 লিখিল কমলদলে গীতিকা অভাগী ;—
 যথায় সহসা তুমি প্রবেশি, জুড়ালে
 বিষম বিরহজ্বালা ! পদ্মপর্ণ নিয়া
 কত যে লিখি নিত্য কব তা কেমনে ? ৬৫
 কতু প্রভঞ্নে কহি কুতাঞ্জলি-পুটে ;—
 ‘উড়ারে লেখন মোর, বায়ুকুলরাজা,
 কেল রাজ-পদ-তলে যথা রাজ্যলয়ে
 বিরাজেন রাজ্যসনে রাজকুলমণি !’
 সনোধি কুরঙ্গে কতু কহি শূন্যমনে ;— ৭০
 ‘মনোরথ-গতি তোরে দিয়াছেন বিধি,
 কুরঙ্গ ! লেখন লয়ে, যা চলি সত্বরে
 যথায় জীবিতনাথ ! হার, মরি আমি
 বিরহে ! শৈশবে তোরে পালিহু বডনে ;
 বাঁচা রে এ পোড়া প্রাণ আজি কৃপা করি !’ ৭৫

আর যে কি কই করে, কি কাজ কহিয়া,
 নরেশ্বর ? ভাবি দেখ, পড়ে যদি মনে,
 অনসূয়া প্রিয়স্বদা সখীদ্বয় বিনা,
 নাহি জন জানে, হায়, এ বিজন বনে
 অভাগীর হুঃখ-কথা ! এ ছজন যদি ৮০
 আসে কাছে, মুছি আঁখি অমনি ; কেন না
 বিবশা দেখিলে মোরে রোষে ঋষিবালা,
 নিন্দে তোমা, হে নরেশ্বর, মন্দ কথা কয়ে !—
 বজ্রসম অপবাদ বাজে পোড়া বৃকে !
 ফাটি অস্তুরিত রাগে—বাক্য নাহি কোটে ! ৮৫
 আর আর স্থল যত,—কাঁদিয়া কাঁদিয়া
 ভ্রমি সে সকল স্থলে ! যে তরুর মূলে
 গন্ধর্ববিবাহচ্ছলে ছলিলে দাসীরে,
 যে নিকুঞ্জে ফুলশয্যা সাজাইয়া সাথে
 সেবিল চরণ দাসী কানন-বাসরে,— ৯০
 কি ভাব উদয়ে মনে, দেখ মনে ভাবি,
 ধীমান্, যখন পশি সে নিকুঞ্জ-ধামে !—
 হে বিধাতঃ, এই কি রে ছিল তোর মনে ?
 এই কি রে ফলে ফল প্রেমতরু-শাখে ?
 এইরূপে ভ্রমি নিত্য আমি অনাধিনী, ৯৫
 প্রাণনাথ ! ভাগ্যে বৃদ্ধা গৌতমী ভাপসী
 পিতৃঘসা,—মনঃ তাঁর রত তপজপে ;
 তা না হলে, সর্বনাশ অবশ্য হইত
 এত দিনে ! নাহি সাধ বাঁধিতে কবরী
 ফুলরত্নে আর, দেব ! মলিন বাকলে ১০০
 আবরি মলিন দেহ ; নাহি অঙ্গে রুচি ;
 না জানি কি কহি করে, হায়, শূন্যমনে !
 বিষাদে নিখাস ছাড়ি, পড়ি ভূমিতলে,
 হারাই সত্তত জ্ঞান ; চেতন পাইয়া
 মিলি যবে আঁখি, দেখি তোমার সম্মুখে ! ১০৫

অমনি পসারি বাহু ধাই ধরিবারে
পদযুগ ; না পাইয়া কাঁদি হাহারবে !
কে কবে, কি পাপে সহি হেন বিড়ম্বনা !
কি পাপে পীড়েন বিধি, সুধিব তা কারে ?

দয়া করি কছু যদি বিরামদায়িনী ১১০

নিজ্রা, সুকোমল কোলে, দেন স্থান মোরে,
কত যে স্বপনে দেখি কব তা কেমনে ?

স্বর্ণ-রত্ন-সংঘটিত দেখি অট্টালিকা ;
দ্বিরদ-রদ-নির্ম্মিত ছয়ারে ছয়ারী
দ্বিরদ ; স্বর্ণগাসন দেখি স্থানে স্থানে ; ১১৫

ফুলশয্যা ; বিভাধরী-গঞ্জিনী কিঙ্করী ;
কেহ গায়, কেহ নাচে ; যোগায় আনিয়া
বিবিধ ভূষণ কেহ ; কেহ উপাদেয়
রাজভোগ ! দেখি মুক্তা মণি রাশি রাশি,
অলকা-সদনে যেন ! শুনি বীণা-ধ্বনি ; ১২০

গন্ধামোদে মাতে মনঃ, নন্দন-কাননে—
(শুনেছি এ কথা, নাথ, তাত কথমুখে)
নন্দন-কাননাস্তরে বসন্তে যেমনি !

তোমায়, নৃমণি, দেখি স্বর্ণসিংহাসনে !
শিরোপরি রাজহুত্রে ; রাজদণ্ড হাতে, ১২৫
মণ্ডিত অমূল-রত্নে ; সসাগরা ধরা,
রাজকর করে, নত রাজীব-চরণে !

কত যে জাগিয়া কাঁদি কব তা কাহারে ?

জ্ঞানে দাসী, হে নরেন্দ্র, দেবেন্দ্র-সদৃশ
ঐশ্বর্য্য, মহিমা তব ; অতুল জগতে ১৩০

কুল, মান, ধনে তুমি, রাজকুলপতি !
কিন্তু নাহি লোভে দাসী বিভব ! সেবিবে
দাসীভাবে পা ছুখানি—এই লোভ মনে—
এই চির-আশা, নাথ, এ পোড়া হৃদয়ে !

বন-নিবাসিনী আমি, বাকল-বসনা, ১৩৫

কলমুলাহারী নিত্য, নিত্য কুশাগনে
 শয়ন ; কি কাজ, প্রভু, রাজসুখ-ভোগে ?
 আকাশে করেন কেলি লয়ে কলাধরে
 যোহিণী ; কুমুদী তাঁরে পূজে মর্ত্যতলে !
 কিঙ্করী করিয়া মোরে রাখ রাজপদে !

১৪০

চির-অভাগিনী আমি ! জনক জননী
 ত্যজিয়া শৈশবে মোরে, না জানি, কি পাপে ?
 পরাম্বে বাঁচিল প্রাণ—পরের পালনে !
 এ নব যৌবনে এবে ত্যজিয়া কি তুমি,
 প্রাণপতি ? কোন্ দোষে, কহ, কাস্ত, শুনি,
 দাসী শকুন্তলা দোষী ও চরণ-যুগে ?

১৪৫

এ মনে যে সুখ-পাখী ছিল বাসা বাঁধি,
 কেন ব্যাধবেশে আসি বধিলে তাহারে,
 নরাধিপ ? শুনিয়াছি রথীশ্রেষ্ঠ তুমি,
 বিখ্যাত ভারতক্ষেত্রে ভীম বাহুবলে ;

১৫০

কি যশঃ লভিলা, কহ, যশস্বি, বিনাশি—
 অবলা কুলের বালা আমি—সুখ মম !
 আসিবেন তাত কথ ফিরি যবে বনে ;
 কি কব তাঁহারে নাথ, কহ, তা দাসীরে ?
 নিন্দে অননুয়া যবে মন্দ কথা কয়ে,

১৫৫

অপবাদে প্রিয়দা তোমার,—কি বল্যে
 বুঝাবে এ দৌহে দাসী, কহ তা দাসীরে ?
 কহ কি বলিয়া, দেব, হায়, বুঝাইব
 এ পোড়া পরাণ আমি—এ মিনতি পদে !

১৬০

বনচর চর, নাথ ! না জানি কিরূপে
 প্রবেশিবে রাজপুরে, রাজ-সভাতলে ?
 কিন্তু মজ্জমান জন, শুনিয়াছি, ধরে
 তুণে, আর কিছু যদি না পায় সম্মুখে !
 জীবনের আশা, হায়, কে ত্যজে সহজে !
 ইতি শ্রীবীরদনাকাব্যে শকুন্তলাপত্রিকা নাম
 প্রথম সর্গ ।

দ্বিতীয় সর্গ

সোমের প্রতি তারা

[যৎকালে সোমদেব—অর্থাৎ চন্দ্র—বিভাধ্যয়ন করণাভিলাষে দেবগুরু বৃহস্পতির আশ্রমে বাস করেন, গুরুপত্নী তারাদেবী তাঁহার অসামান্য সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে বিমোহিতা হইয়া, তাঁহার প্রতি প্রেমাসক্তা হন। সোমদেব, পাঠ সমাপনাতে গুরুদক্ষিণা দিয়া বিদায় হইবার বাসনা প্রকাশ করিলে, তারাদেবী আপন মনের ভার আর প্রচ্ছন্নভাবে রাখিতে পারিলেন না ; ও সতীত্বধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া সোমদেবকে এই নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখেন। সোমদেব যে এতাদৃশী পত্রিকা পাঠে কি করিয়াছিলেন, এ স্থলে তাহার পরিচয় দিবার কোন প্রয়োজন নাই। পুরাণজ ব্যক্তিমাতেই তাহা অবগত আছেন।]

কি বলিয়া সম্বোধিবে, হে সুধাংশুনিধি,
তোমারে অভাগী তারা ? গুরুপত্নী আমি
তোমার, পুরুষরত্ন ; কিন্তু ভাগ্যদোষে,
ইচ্ছা করে দাসী হয়ে সেবি পা ছুখানি !—

কি লজ্জা ! কেমনে তুই, রে পোড়া লেখনি, ৫
লিখিলি এ পাপ কথা,—হায় রে, কেমনে ?
কিন্তু বৃথা গঞ্জি তোরে ! হস্তদাসী সদা
তুই ; মনোদাস হস্ত ; সে মনঃ পুড়িলে
কেন না পুড়িবি তুই ? বজ্রাগ্নি ষষ্ঠপি
দহে তরুশিরঃ, মরে পদাশ্রিত লতা ! ১০

হে স্মৃতি, কুকর্ম্মে রত দুর্ন্যতি যেমতি
নিবায় প্রদীপ, আজি চাহে নিবাইতে
তোমায় পাপিনী তারা ! দেহ ভিক্ষা, ভুলি
কে সে মনঃ-চোর মোর, হায়, কেবা আমি !—
ভুলি ভূতপূর্ব্ব কথা,—ভুলি ভবিষ্যতে ! ১৫

এস তবে, প্রাণসখে ; দিহু জলাঞ্জলি
কুলমানে তব জগ্গে,—ধর্ম্ম, লজ্জা, ভয়ে !
কুলের পিঞ্জর ভাঙ্গি, কুল-বিহঙ্গিনী
উড়িল পবন-পথে, ধর আসি তারে,

তারানাথ !—তারানাথ ? কে তোমারে দিল	২০
এ নাম, হে গুণনিধি, কহ তা তারারে !	
এ পোড়া মনের কথা জানিল কি হলে	
নামদাতা ? ভেবেছিহু, নিশাকালে যথা	
মুদিত-কমল-দলে থাকে গুণভাবে	
সৌরভ, এ প্রেম, বঁধু, আছিল হৃদয়ে	২৫
অস্তরিত ; কিস্ত—ধিক্, বৃথা চিন্তা, তোরে !	
কে পারে লুকাতে কবে জলন্ত পাবকে ?	
এস তবে, প্রাণসখে ! তারানাথ তুমি ;	
জুড়াও তারার জ্বালা ! নিজ রাজ্য ত্যজি,	
ভ্রমে কি বিদেশে রাজা, রাজকাজ তুলি ?	৩০
সদর্পে কল্পর্প নামে মীনধ্বজ রথী,	
পঞ্চ ধর শর তুণে, পুষ্পধনুঃ হাতে,	
আক্রমিছে পরাক্রমি অসহায় পুরী ;—	
কে তারে রক্ষিবে, সখে, তুমি না রক্ষিলে ?	
যে দিন,—কুদিন তারা বলিবে কেমনে	৩৫
সে দিনে, হে গুণমণি, যে দিন হেরিল	
ঐশি তার চন্দ্রমুখ,—অতুল জগতে !—	
যে দিন প্রথমে তুমি এ শাস্ত্র আশ্রমে	
প্রবেশিলা, নিশিকান্ত, সহসা ফুটিল	
নবকুমুদিনীসম এ পরাণ মম	৪০
উল্লাসে,—ভাসিল যেন আনন্দ-সলিলে !	
এ পোড়া বদন মুহুঃ হেরিহু দর্পণে ;	
বিনাইহু যত্নে বেগী ; তুলি ফুলরাজী,	
(বন-রত্ন) রত্নরূপে পরিহু কুস্তলে !	
চির পরিধান মম বাকল ; ঘৃণিহু	৪৫
তাহায় ! চাহিহু, কাঁদি বন-দেবী-পদে,	
হুকুল, কাঁচলি, সিঁতি, কঙ্কণ, কিঙ্কিনী,	
কুণ্ডল, মুকুতাহার, কাঞ্চী কটিদেশে !	
কেলিহু চন্দন দুরে, স্মরি যুগমদে !	

বীরাজনা কাব্য : দ্বিতীয় সর্গ ১৭

হায় রে, অবোধ আমি ! নাহিন্দু বুঝিতে
সহসা এ সাধ কেন জনমিল মনে ? ৫০

কিন্তু বুঝি এবে, বিধু ! পাইলে মধুরে,
সোহাগে বিবিধ সাজে সাজে বনরাজী !—
তারার যৌবন-বন-ঋতুরাজ তুমি !

বিজালাভ-হেতু যবে বসিতে, স্মৃতি,
গুরুপদে ; গৃহকর্ম ভুলি পাপীয়সী
আমি, অন্তরালে বসি শুনিতাম সুখে
ও মধুর স্বর, সখে, চির-মধু-মাথা ! ৫৫

কি ছার, নিগম, তন্ত্র, পুরাণের কথা ?
কি ছার মুরজ, বীণা, মুরলী, তুবকী ? ৬০
বর্ষ বাক্যসুধা তুমি ! নাচিবে পুলকে
তারি, মেঘনাদে মাতি ময়ূরী যেমতি !

গুরুর আদেশে যবে গাভীবন্দ লয়ে,
দূর বনে, সুরমণি, ভ্রমিতে একাকী
বহু দিন ; অহরহঃ, বিরহ-দহনে, ৬৫
কত যে কাঁদিত তারি, কব তা কাহারে—
অবিরল অশ্রুজল মুছি লজ্জাভয়ে !

গুরুপত্নী বলি যবে প্রণমিতে পদে,
সুধানিধি, মুদি আঁখি, ভাবিতাম মনে,
মানিনী বুঝতী আমি, তুমি প্রাণপতি, ৭০
মান-ভঙ্গ-আশে নত দাসীর চরণে !
আশীর্ব্বাদ-হলে মনে নমিতাম আমি !

গুরুর প্রসাদ-অঙ্গে সদা ছিলা রত,
তারাকান্ত ; ভোজনান্তে আচমন-হেতু
যোগাইতে জল যবে গুরুর আদেশে ৭৫
বহির্দ্বারে, কত যে কি রাখিতাম পাতে
চুরি করি আমি, পড়ে কি হে মনে ?
হরীতকী-স্থলে, সখে, পাইতে কি কত
তানুল শয়নধামে ? কুশাসন-তলে,

হে বিধু, সুরভি ফুল কত্ব কি দেখিতে ? ৮০
 হার রে, কাঁদিত প্রাণ হেরি তৃণাসনে ;
 কোমল কমল-নিন্দা ও বরাদ্দ তব,
 তেঁই, ইন্দু, ফুলশয্যা পাতিত তুঃখিনী !
 কত যে উঠিত সাধ, পাড়িতাম যবে
 শয়ন, এ পোড়া মনে, পার কি বুঝিতে ? ৮৫
 পূজাহেতু ফুলজাল তুলিবারে যবে
 প্রবেশিতে ফুলবনে, পাইতে চৌদিকে
 তোলা ফুল। হাসি তুমি কহিতে, সুরভি
 “দয়াময়ী বনদেবী ফুল অবচয়ি,
 রেখেছেন নিবারিতে পরিশ্রম মম !” ৯০
 কিন্তু সত্য কথা এবে কহি, গুণনিধি ;—
 নিশীথে ত্যজিয়া শয্যা পশিত কাননে
 এ কিঙ্করী ; ফুলরাশি তুলি চারি দিকে
 রাখিত তোমার জন্মে—নীর-বিন্দু যত
 দেখিতে কুসুমদলে, হে সুধাংশু-নিধি, ৯৫
 অভাগীর অশ্রু-বিন্দু—কহিহু তোমারে !
 কত যে কহিত তারা—হায়, পাগলিনী !—
 প্রতি ফুলে, কেমনে তা আনিব এ মুখে ?
 কহিত সে চম্পকেরে,—“বর্ণ তোর হেরি,
 রে ফুল, সাদরে তোরে তুলিবেন যবে ১০০
 ও কর-কমলে, সখা, কহিস্ তাঁহারে,—
 ‘এ বর বরণ মম কালি অভিমানে
 হেরি যে বর বরণ, হে রোহিণীপতি,
 কালি সে বর বরণ তোমার বিহনে’ !”
 কহিত সে কদম্বেরে,—না পারি কহিতে ১০৫
 কি যে সে কহিত তারে, হে সোম, শরমে !—
 রসের সাগর তুমি, ভাবি দেখ মনে !

শুনি লোকমুখে, সখে, চন্দ্রলোকে তুমি
 ধর যুগশিঙ কোলে, কত যুগশিঙ

বীরাজনা কাব্য : দ্বিতীয় সর্গ ১৯

ধরেছি যে কোলে আমি কাঁদিয়া বিরলে, ১১০

কি আর কহিব তার ? শুনিলে হাসিবে,
হে সুহাসি ! নাহি জ্ঞান ; না জানি কি লিখি !

ফাটিত এ পোড়া প্রাণ হেরি তারাদলে !

ডাকিতাম মেঘদলে চির আবরিতে
রোহিণীর স্বর্ণকান্তি । ভ্রাস্তিমদে মাতি, ১১৫

সপত্নী বলিয়া তারে গঞ্জিতাম রোষে

প্রকল্প কুমুদে হ্রদে হেরি নিশাষোগে

তুলি ছিঁড়িতাম রাগে ;—আঁধার কুটীরে

পশিতাম বেগে হেরি সরসীর পাশে

তোমায় ! ভূতলে পড়ি, তিতি অশ্রুজলে, ১২০

কহিতাম অভিমানে,—‘রে দারুণ বিধি,

নাহি কি যৌবন মোর,—রূপের মাধুরী ?

তবে কেন,—’ কিন্তু বৃথা স্মরি পূর্বকথা !

নিবেদিব, দেবশ্রেষ্ঠ, দিন দেহ যবে !

তুষেছ গুরুর মনঃ সুদক্ষিণা-দানে ; ১২৫

গুরুপত্নী চাহে ভিক্ষা,—দেহ ভিক্ষা তারে !

দেহ ভিক্ষা—ছায়ারূপে থাকি তব সাথে

দিবানিশি ! দিবা নিশি সেবি দাসীভাবে

ও পদযুগল, নাথ,—হা ধিক্, কি পাপে,

হায় রে, কি পাপে, বিধি, এ তাপ লিখিলি ১৩০

এ ভালো ? জনম মম মহা ঋষিকুলে,

তবু চণালিনী আমি ? কলিল কি এবে

পরিমলাকর ফুলে, হায়, হলাহল ?

কোকিলের নীড়ে কি রে রাখিলি গোপনে

কাকশিশু ? কৰ্মনাশা—পাপ-প্রবাহিণী !— ১৩৫

কেমনে পড়িল বহি জাহ্নবীর জলে ?

কম, সখে !—পোষা পাখী, পিঞ্জর খুলিলে,

চাহে পুনঃ পশিবারে পূর্ব কারাগারে !

এস তুমি ; এস শীঘ্র ! যাব কুঞ্জ-বনে,

তুমি, হে বিহঙ্গরাজ, তুমি সঙ্কেতিনিলে ! ১৪০
 দেহ পদাশ্রয় আসি,—প্রেম-উদাসিনী
 আমি ! যথা যাও যাব ; করিব যা কর ;—
 বিকাইব কায় মনঃ তব রাঙা পায়ে !

কলঙ্কী শশঙ্ক, তোমা বলে সর্ব জনে ।
 কর আসি কলঙ্কিনী কিঙ্করী তারারে, ১৪৫
 তারানাথ ! নাহি কাজ বৃথা কুলমানে ।
 এস, হে তারার বাঞ্ছা ! পোড়ে বিরহিণী,
 পোড়ে যথা বনস্থলী ঘোর দাবানলে !

চকোরী সেবিলে তোমা দেহ সুখা তারে,
 সুখাধর ; কোন্ দোষে দোষী তব পদে ১৫০

অভাগিনী ? কুমুদিনী কোন্ তপোবলে
 পায় তোমা নিত্য, কহ ? আরন্তি সত্বরে
 সে তপঃ, আহার নিদ্রা ত্যজি একাসনে !
 কিন্তু যদি থাকে দয়া, এস শীঘ্র করি !

এ নব ঘোঁষন, বিধু, অর্পিব গোপনে ১৫৫
 তোমায়, গোপনে যথা অর্পণ আনিয়া
 সিদ্ধপদে মন্দাকিনী স্বর্ণ, হীরা, মণি !

আর কি লিখিবে দাসী ? সুপণ্ডিত তুমি,
 ক্ষম ভ্রম ; ক্ষম দোষ—কেমনে পড়িব
 কি কহিল পোড়া মনঃ, হায়, কি লিখিল ১৬০
 লেখনী ? আইস, নাথ, এ মিনতি পদে ।

লিখিহু লেখন বসি একাকিনী বনে,
 কাঁপি ভয়ে—কাঁদি খেদে—মরিয়া শরমে !
 লয়ে ফুলবস্ত্র, কাস্ত, নয়ন-কাজলে
 লিখিহু ! ক্ষমিও দোষ, দয়াসিহু তুমি ! ১৬৫
 আইলে দাসীর পাশে, বুঝিব ক্ষমিলে
 দোষ তার, তারানাথ ! কি আর কহিব ?
 জীবন মরণ মম, আজি তব হাতে !

ইতি শ্রীবীরাজনাকাব্যে তারাপত্রিকা নাম
 দ্বিতীয় সর্গ

তৃতীয় সর্গ

দ্বারকানাথের প্রতি রুক্মিণী

[বিদর্ভাধিপতি ভীষ্মকরাজপুত্রী রুক্মিণী দেবীকে পৌরাণিক ইতিবৃত্তে স্বয়ং লক্ষ্মী-অবতার বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন । সুতরাং তিনি আজন্ম বিষ্ণুপরায়ণা ছিলেন । বৌবনাবস্থায় তাঁহার ভ্রাতা সুবরাজ রুক্ম চেদীশ্বর শিশুপালের সহিত তাঁহার পরিণয়ার্থে উদ্ভোগী হইলে, রুক্মিণী দেবী নিম্ন লিখিত পত্রিকাখানি দ্বারকায় বিষ্ণু-অবতার দ্বারকানাথের সমীপে প্রেরণ করেন । রুক্মিণী-হরণ-বৃত্তান্ত এ স্থলে ব্যক্ত করা বাহুল্য ।]

শুনি নিত্য ঋষিমুখে, হৃষীকেশ তুমি,
যাদবেন্দ্র, অবতীর্ণ অবনী-মণ্ডলে
খণ্ডিতে ধরার ভার দণ্ডি পাপী-জনে,
চাহে পদাশ্রয়, নমি ও রাজীব-পদে,
রুক্মিণী,—ভীষ্মক-পুত্রী, চিরদাসী তব ;— ৫
তার, হে তারক, তারে এ বিপত্তি-কালে !

কেমনে মনের কথা কহিব চরণে,
অবলা কুলের বালা আমি, যত্নমণি ?
কি সাহসে বাঁধি বুক, দিব জলাঞ্জলি
লজ্জাভয়ে ? মুদে আঁখি, হে দেব, শরমে ; ১০
না পারে আঙুল-কুল ধরিতে লেখনী ;
কাঁপে হিরা ধরথরে ! না জানি কি করি ;
না জানি কাহারে কহি এ দুঃখ-কাহিনী !
শুন তুমি, দয়াসিন্ধু ! হায়, তোমা বিনা
নাহি গতি অভাগীর আর এ সংসারে ! ১৫

নিশার স্বপনে হেরি পুরুষ-রতনে,
কায় মনঃ অভাগিনী সঁপিয়াছে তাঁরে ;
দেবে সাক্ষী করি বরি দেবনরোস্তমে
বরভাবে ! নারী দাসী, নায়ে উচ্চারিতে
নাম তাঁর, স্বামী তিনি ; কিন্তু কহি, শুন, ২০
পঞ্চ মুখে পঞ্চমুখ জপেন সতত
সে নাম,—জগত-কর্ণে সুধার লহরী !

কে যে তিনি ? জন্ম তাঁর কোন্ মহাকূলে ?
 অবধান কর, প্রভু, কহিব সংক্ষেপে ;
 তুলিয়া কুসুম-রাশি, মালিনী যেমতি ২৫
 গাঁথে মালা, ঋষিমুখ-বাক্যচয় আজি
 গাঁথিব গাথায়, নাথ, দেহ পদ-ছায়া।

গৃহিলা পুরুষোত্তম জন্ম কারাগারে।—
 রাজদ্বেষে পিতা মাতা ছিলা বন্দীভাবে.
 দীনবন্ধু, তেঁই জন্ম নাথের কুস্থলে ! ৩০
 ধনিগর্ভে ফলে মণি ; মুক্তা শুক্রিধামে !
 হাসিলা উল্লাসে পৃথী সে শুভ নিশীথে ;
 শত শরদের শশী-সদৃশী শোভিল
 বিভা ! গন্ধামোদে মাতি স্বনিল সূস্বনে
 সমীরণ ; নদ নদী কলকলকলে ৩৫
 সিন্দুপদি সুসংবাদ দিলা দ্রুতগতি ;
 কল্লোলিলা জলপতি গম্ভীর নিনাদে !
 নাচিলা অঙ্গরা স্বর্গে ; মর্ত্যে নর নারী !
 সঙ্গীত-তরঙ্গ রঙ্গে বহিল চৌদিকে !
 বুষ্টিলা কুসুম দেব ; পাইল দরিদ্র ৪০
 রতন ; জীবন পুনঃ জীবশূণ্য জন !
 পুরিল অখিল বিশ্ব জয় জয় রবে।

জন্মান্তে জনমদাতা, ঘোর নিশাযোগে,
 গোপরাজ-গৃহে লয়ে রাখিলা নন্দনে
 মহা যত্নে। মহারত্নে পাইলে যেমতি ৪৫
 আনন্দ-সলিলে ভাসে দরিদ্র, ভাসিলা
 গোকূলে গোপ-দম্পতি আনন্দ-সলিলে !

আদরে পালিলা বালে গোপ-কুল-রাগী
 পুত্রভাবে। বাল্য-কালে বাল্য-খেলা যত
 খেলিলা রাখাল-রাজ, কে পারে বর্ণিতে ? ৫০
 কে কবে, কি ছলে শিশু নাশিলা মায়াবী
 পুতনারে ? কাল নাগ কালীস, কি দেখি,

বীরাজনা কাব্য : তৃতীয় সর্গ

২৩

লইল আশ্রয় নমি পাদ-পদ্ম-তলে ?
কে কবে, বাসব যবে রুষি, বরষিলা
জলাসার, কি কৌশলে গোবর্দ্ধনে তুলি,
রক্ষিলা গোকুল, দেব, প্রলয়-প্লাবনে ?
আর আর কীর্তি যত বিদিত জগতে ?

৫৫

যৌবনে করিলা কেলি গোপী-দলে লয়ে
রসরাজ ; মজ্জাইলা গোপ-বধু-ত্রজ
বাজায়ে বাঁশরী, নাচি তমালের তলে !
বিহারিলা গোষ্ঠে প্রভু ; যমুনা-পুলিনে !
এইরূপে কত কাল কাটাইলা সুখে
গোপ-ধামে গুণনিধি ; পরে বিনাশিয়া
পিতৃ-অরি অরিন্দম, দূর সিদ্ধু-তীরে
স্থাপিলা সুন্দরী পুরী । আর কব কত
দেখ চিন্তি, চিন্তামণি, চেন যদি তারে !

৬০

৬১

না পার চিনিতে যদি, দেহ আজ্ঞা তবে,
পীতাম্বর, দেখি যদি পারে হে বর্ণিতে
সে রূপ-মাধুরী দাসী । চিত্রপটে যেন,
চিত্রিত সে মুক্তি চির, হায়, এ হৃদয়ে !
নবীন-নীরদ-বর্ণ ; শিখি-পুচ্ছ শিরে ;
ত্রিভঙ্গ ; সুগল-দেশে বরগুঞ্জমালা ;
মধুর অধরে বাঁশী ; বাস পীত ধড়া ;
ধ্বজবজ্রাকুশ-চিহ্ন রাজীব-চরণে—
যোগীন্দ্র-মানস-পদ্ম ! মোক্ষ-ধাম ভবে !

৭০

৭৫

যত বার হেরি, দেব, আকাশ-মণ্ডলে,
যনবরে, শত্রু-ধনুঃ চূড়ারূপে শিরে ;
তড়িং সুধড়া অঙ্গে ;—পাত্ত অর্ঘ্য দিয়া,
সাষ্টাঙ্গে প্রণমি, আমি পূজি ভক্তি-ভাবে !
ভ্রাস্তিমদে মাতি কহি—‘প্রাণকান্ত মম
আসিছেন শূন্তপথে তুমিতে দাসীরে !’
উড়ে যদি চাতকিনী, গজি তারে রাগে ।

৮০

নাচিলে ময়ূরী, তারে মারি, যত্নমপি !
 মস্ত্রে যদি ঘনবর, ভাবি, আঁখি মুদি,
 গোপ-কুল-বালা আমি ; বেগুর সুরবে
 ডাকিছেন সখা মোরে যমুনা-পুলিনে !
 কহি শিখীবরে,—‘ধন্য তুই পক্ষিকূলে,
 শিখণ্ডি ! শিখণ্ড তোর মণ্ডে শিরঃ য়াঁর,
 পূজেন চরণ তাঁর আপনি ধূজ্জটি !’—
 আর পরিচয় কত দিব পদযুগে ?

৮৫

৯০

শুন এবে ছঃখ-কথা । হৃদয়-মন্দিরে
 স্থাপি সে সূশ্যাম মূর্তি, সন্ন্যাসিনী যথা
 পূজে নিত্য ইষ্টদেবে গহন বিপিনে,
 পূজিতাম আমি নাথে । এবে ভাগ্য-দোষে
 চেদীশ্বর নরপাল শিশুপাল নামে,
 (শূনি জনরব) নাকি আসিছেন হেথা
 বরবেশে বরিবারে, হায়, অভাগীরে !

৯৫

কি লজ্জা ! ভাবিয়া দেখ, দেখ, হে দ্বারকাপতি !
 কেমনে অধর্ম কর্ম করিবে রুক্মিণী ?
 স্বেচ্ছায় দিয়াছে দাসী, হায়, এক জনে
 কায় মনঃ ; অশ্রু জনে—ক্ষম, গুণনিধি !—
 উড়ে প্রাণ, পোড়া কথা পড়ে যবে মনে !
 কি পাপে লিখিলা বিধি এ যাতনা ভালে ?

১০০

আইস গরুড়-ধ্বজে, পাঞ্চজন্ম নাদি,
 গদাধর ! রূপ গুণ থাকিত যত্নপি
 এ দাসীর,—কহিতাম, ‘আইস, মুরারি,
 আইস ; বাহন তব বৈনভের যথা
 হরিল অমৃতরস পশি চন্দ্রলোকে,
 হর অভাগীরে তুমি প্রবেশি এ দেশে !’
 কিন্তু নাহি রূপ গুণ ; কোন্ মুখ দিয়া
 অমৃতের সহ দিব আপন তুলনা !
 দীন আমি ; দীনবন্ধু তুমি, যত্নপতি ;

১০৫

১১০

দেহ লয়ে রুন্নিগীরে সে পুরুষোত্তমে,
যাঁর দাসী করি বিধি সৃজিলা তাহারে !

রুন্ন নামে সহোদর,—হরস্তু সে অতি ; ১১৫

বড় প্রিয়পাত্র তার চেদীশ্বর বলী ;
শরমে মায়ের পদে নারি নিবেদিতে
এ পোড়া মনের কথা ! চন্দ্রকলা সখী,
তার গলা ধরি, দেব, কাঁদি দিবা নিশি ;—
নীরবে ছুঁনে কাঁদি সভয়ে বিরলে ! ১২০

লইলু শরণ আজি ও রাজীব-পদে ;—
বিন্ম-বিনাশন তুমি, ত্রাণ বিস্মে মোরে !
কি ছলে ভুলাই মনঃ ; কেমনে যে ধরি
ধৈর্য, শুনিবে যদি, কহিব, শ্রীপতি !

বহে প্রবাহিণী এক রাজ-বন-মাঝে ; ১২৫
'যমুনা' বালিয়া তারে সস্বোধি আদরে,
গুণনিধি ! কূলে তাঁর কত যে রোপেছি
তমাল, কদম্ব,—তুমি হাসিবে শুনিলে !

পুষিয়াছি সারী শুক, ময়ূর ময়ূরী
কুঞ্জবনে ; অলিকুল গুঞ্জরে সতত ; ১৩০
কুহরে কোকিল ডালে ; ফোটে ফুলরাজী ।

কিন্তু শোভাহীন বন প্রভুর বিহনে !
কহ কুঞ্জবিহারীরে, হে দ্বারকাপতি,
আসিতে সে কুঞ্জবনে বেণু বাজাইয়া !
কিন্মা মোরে লয়ে, দেব, দেহ তাঁর পদে ! ১৩৫

আছে বহু গাভী গোষ্ঠে, নিজ কর দিয়া
সেবে দাসী তা সবারে । কহ হে রাখালে
আসিতে সে গোষ্ঠগৃহে, কহ, যত্মগি !

যতনে চিকণি নিত্য গাঁথি ফুলমালা ;
যতনে কুড়ায়ে রাখি যদি পাই পড়ি ১৪০
শিখীপুচ্ছ ভূমিতলে,—কত যে কি করি,
হার, পাগলিনী আমি ! কি কাজ কহিয়া ?

আসি উদ্ধারহ মোরে, ধনুর্ধর তুমি,
 মুরারি ! নাশিলা কংসে, শুনিয়াছে দাসী,
 কংসজিত ; মধু নামে দৈত্য-কুল-রথী, ১৪৫
 বধিলা, মধুসূদন, হেলায় তাহারে !
 কে বর্ণিবে গুণ তব, গুণনিধি তুমি ?
 কালরূপে শিশুপাল আসিছে সত্বরে ;
 আইস তাহার অগ্রে । প্রবেশি এ দেশে,
 হর মোরে ! হরে লয়ে দেহ তাঁর পদে, ১৫৫
 হরিলা এ মনঃ যিনি নিশার স্বপনে !

ইতি শ্রীবীরাজমাকাব্যে রুক্মিণীপত্রিকা নাম
 তৃতীয় সর্গ ।

চতুর্থ সর্গ

দশরথের প্রতি কেকয়ী

কোন সময়ে রাজর্ষি দশরথ কেকয়ী দেবীর নিকট এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন
নি তাঁহার গর্ভজাত-পুত্র ভরতকেই যুবরাজপদে অভিষিক্ত করিবেন। কালক্রমে
যমত্যা বিস্মৃত হইয়া কৌশল্যানন্দন রামচন্দ্রকে সে পদপ্রদানের ইচ্ছা প্রকাশ
করিলে, কেকয়ী দেবী মহারা নায়ী দাসীর মুখে এ সংবাদ পাইয়া, নিম্নলিখিত
ধ্যানি রাজসমীপে প্রেরণ করিয়াছিলেন।]

এ কি কথা শুনি আজ মহারার মুখে,
রঘুরাজ ? কিন্তু দাসী নীচকুলোদ্ভবা,
সত্য মিথ্যা জ্ঞান তার কভু না সম্ভবে !
কহ তুমি ;—কেন আজি পুরবাসী যত
আনন্দ-সলিলে মগ্ন ? ছড়াইছে কেহ
কুলরাশি রাজপথে ; কেহ বা গাঁথিছে
মুকুল কুসুম ফল পল্লবের মালা
সাজাইতে গৃহদ্বার—মহোৎসবে যেন ?
কেন বা উঁড়িছে ধ্বজ প্রতি গৃহচূড়ে ?
কেন পদাভিক, হয়, গজ, রথ, রথী
বাহিরিছে রণবেশে ? কেন বা বাজিছে
রণবাছ ? কেন আজি পুরনারী-ব্রজ
মুহমুহ ছলাহলি দিতেছে চৌদিকে ?
কেন বা নাচিছে নট, গাইছে গায়কী ?
কেন এত বীণা-ধ্বনি ? কহ, দেব, শুনি,
কৃপা করি কহ মোরে,—কোন্ ব্রতে ব্রতী
আজি রঘু-কুল-শ্রেষ্ঠ ? কহ, হে বৃষণি,
কাহার কুশল-হেতু কৌশল্যা মহিষী
বিতরেন ধন-জাল ? কেন দেবালয়ে
বাজিছে ঝাঁঝরি, শংখ, ঘণ্টা ঘটারোলে ?
কেন রঘু-পুরোহিত রত স্বস্ত্যয়নে ?
নিরন্তর জন-স্রোতঃ কেন বা বহিছে

৫

১০

১৫

২০

এ নগর-অভিমুখে ? রঘু-কুল-বধু
 বিবিধ ভূষণে আজি কি হেতু সাজিছে—
 কোন্ রঙ্গে ? অকালে কি আরস্তিলা, প্রভু, ২৫
 বস্ত্র ? কি মঙ্গলোৎসব আজি তব পুরে ?
 কোন্ রিপু হত রণে, রঘু-কুল-রথি ?
 জন্মিল কি পুত্র আর ? কাহার বিবাহ
 দিবে আজি ? আইবড় আছে কি হে গৃহে
 ছহিতা ? কোতুক বড় বাড়িতেছে মনে ! ৩০
 কহ, শুনি, হে রাজন্ ; এ বয়েসে পুনঃ
 পাইলা কি ভাগ্য-বলে—ভাগ্যবান্ তুমি
 চিরকাল !—পাইলা কি পুনঃ এ বয়েসে—
 রসময়ী নারী-ধনে, কহ, রাজ-ঋষি ?
 হা ধিক্ ! কি কবে দাসী—গুরুজন তুমি ! ৩৫
 নতুবা কে কয়ী, দেব, মুক্তকণ্ঠে আজি
 কহিত,—‘অসত্য-বাদী রঘু-কুল পতি !
 নির্লজ্জ ! প্রতিজ্ঞা তিনি ভাঙ্গেন সহজে !
 ধর্ম-শব্দ মুখে,—গতি অধর্মের পথে !’
 অযথার্থ কথা যদি বাহিরায় মুখে ৪০
 কে কয়ীর, মাথা তার কাট তুমি আসি,
 নররাজ ; কিস্বা দিয়া চূণ কালি গালে
 খেদাও গহন বনে ! যথার্থ যত্নপি
 অপবাদ, তবে কহ, কেমনে ভুঞ্জিবে
 এ কলঙ্ক ? লোক-মাঝে কেমনে দেখাবে ৪৫
 ও মুখ, রাঘবপতি, দেখ ভাবি মনে ।
 না পড়ি চলিয়া আর নিতম্বের ভরে !
 নহে গুরু উরু-ঘর, বর্জুল কদলী-
 সদৃশ ! সে কটি, হার, কর-পদ্যে ধরি
 বাহায়, নিন্দিতে তুমি সিংহে প্রেমাদরে, ৫০
 আর নহে সরু, দেব ! নম্র-শিরঃ—এবে
 উচ্চ কূচ ! সূখা-হীন অধর ! লইল

লুটিয়া কুটিল কাল, যৌবন-ভাগারে
আছিল রতন যত ; হরিল কাননে
নিদাঘ কুমুম-কান্তি, নরসি কুমুমে !

৫৫

কিন্তু পূর্বকথা এবে স্মর, নরমণি !—
সেবিনু চরণ যবে তরুণ যৌবনে,
কি সত্য করিলা, প্রভু, ধর্ম্মে সাক্ষী করি
মোর কাছে ? কাম-মদে মাতি যদি তুমি
বৃথা আশা দিয়া মোরে ছলিলা, তা কহ ;—
নীরবে এ দুঃখ আমি সহিব তা হলে !
কামীর কুরীতি এই শুনেছি জগতে,
অবলার মনঃ চুরি করে সে সতত
কৌশলে, নির্ভয়ে ধর্ম্মে দিয়া জলাঞ্জলি ;—
প্রবঞ্চনা-রূপ ভঙ্গ্য মাখে মধুরসে !
এ কুপথে পথী কি হে সূর্য্য-বংশ-পতি ?
তুমিও কলঙ্ক-রেখা লেখ সুললাটে,
(শশাঙ্ক-সদৃশ) এবে, দেব দিনমণি !

৬০

৬৫

ধর্ম্মশীল বলি, দেব, বাখানে তোমারে
দেব নর,—জিতেন্দ্রিয়, নিত্য সত্যপ্রিয় !
তবে কেন, কহ মোরে, তবে কেন শুনি,
সুবরাজ-পদে আজি অভিষেক কর
কৌশল্যা-নন্দন রামে ? কোথা পুত্র তব
ভরত,—ভারত-রত্ন, রঘু-চূড়ামণি ?
পড়ে কি হে মনে এবে পূর্বকথা যত ?
কি দোষে কেকয়ী দাসী দোষী তব পদে ?
কোন্ অপরাধে পুত্র, কহ, অপরাধী ?

৭০

৭৫

তিন রাণী তব, রাজা ! এ তিনের মাঝে,
কি ক্রটি সেবিতে পদ করিল কেকয়ী
কোন্ কালে ? পুত্র তব চারি, নরমণি !
গুণশীলোত্তম রাম, কহ, কোন্ গুণে ?
কি কৃহকে, কহ শুনি, কৌশল্যা মহিষী

৮০

ফুলাইলা মনঃ তব ? কি বিশিষ্ট গুণ
দেখি রামচন্দ্রে, দেব, ধর্ম্য নষ্ট কর
অভীষ্ট পূর্ণিতে তার, রঘুশ্রেষ্ঠ তুমি ?

৮৫

কিস্তি বাক্য-ব্যয় আর কেন অকারণে ?—

যাহা ইচ্ছা কর, দেব ; কার সাধ্য রোধে
তোমায়, নরেন্দ্র তুমি ? কে পারে ফিরাতে
প্রবাহে ? বিতংসে কেবা বাঁধে কেশরীরে ?

চলিল ত্যজিয়া আজি তব পাপ-পুরী

৯০

ভিখারিণী-বেশে দাসী ! দেশ দেশান্তরে
ফিরিব ; যেখানে যাব, কহিব সেখানে
'পরম অধর্ম্মাচারী রঘু-কুল-পতি !'

গভীরে অঘরে যথা নাদে কাদম্বিনী,

এ মোর দুঃখের কথা, কব সর্ব্বজনে !

৯৫

পথিকে, গৃহস্থে, রাজে, কাঙালে, তাপসে,—

যেখানে যাহারে পাব, কব তার কাছে—

'পরম অধর্ম্মাচারী রঘু-কুল-পতি !'

পুষি সারী শুক, দৌহে শিখাব যতনে

এ মোর দুঃখের কথা, দিবস রজনী

১০০

শিখিলে এ কথা, তবে দিব দৌহে ছাড়ি

অরণ্যে । গাইবে তারা বসি বৃক্ষ-শাখে,

'পরম অধর্ম্মাচারী রঘু-কুল-পতি !'

শিখি পক্ষীমুখে গীত গাবে প্রতিধ্বনি—

'পরম অধর্ম্মাচারী রঘু-কুল-পতি !'

১০৫

লিখিব গাছের ছালে, নিবিড় কাননে,

'পরম অধর্ম্মাচারী রঘু-কুল-পতি !'

খোদিব এ কথা আমি তুঙ্গ শৃঙ্গদেহে ।

রচি গাথা, শিখাইব পল্লী-বাল-দলে ।

করতালি দিয়া তারা গাইবে নাচিয়া—

১১০

'পরম অধর্ম্মাচারী রঘু-কুল-পতি !'

থাকে যদি ধর্ম্ম, তুমি অবশ্য স্মৃতিবে

এ কর্মের প্রতিফল ! দিয়া আশা মোরে,
নিরাশ করিলে আজি ; দেখিব নয়নে
তব আশা-বৃক্ষে ফলে কি ফল, নৃমণি ?

১১৫

বাড়ালে যাহার মান, থাক তার সাথে
গৃহে তুমি ! বামদেশে কৌশল্যা মহিষী,—
(এত যে বয়েস, তবু লজ্জাহীন তুমি !)—

যুবরাজ পুত্র রাম ; জনক-নন্দিনী
সীতা প্রিয়তমা বধু ;—এ সবারে লয়ে
কর ঘর, নরবর, যাই চলি আমি !

১২০

পিতৃ-মাতৃ-হীন পুত্রে পালিবেন পিতা—
মাতামহালয়ে পাবে আশ্রয় বাছনি ।

দিব্য দিয়া মানা তারে করিব খাইতে

তব অন্ন ; প্রবেশিতে তব পাপ-পুরে ।

১২৫

চিরি বক্ষঃ মনোহুঃখে লিখিহু শোণিতে
লেখন । না থাকে যদি পাপ এ শরীরে ;
পতি-পদ-গতা যদি পতিব্রতা দাসী ;
বিচার করুন ধর্ম্য ধর্ম্য-রীতি-মতে ।

ইতি শ্রীবীরাজনাকাব্যে কেকয়ীপত্রিকা নাম
চতুর্থ সর্গ ।

পঞ্চম সর্গ

লক্ষ্মণের প্রতি সূৰ্পণখা

[যৎকালে রামচন্দ্র পঞ্চবটী-বনে বাস করেন, লক্ষ্মণপতি রাবণের ভগিনী সূৰ্পণখা রামাশুজের মোহন-রূপে মুগ্ধা হইয়া, তাঁহাকে এই নিম্নলিখিত পত্রিকাখানি লিখিয়া ছিলেন। কবিগুরু বাম্পীকি রাজেন্দ্র রাবণের পরিবারবর্গকে প্রায়ই বীভৎস রস দিয় বর্ণন করিয়া গিয়াছেন ; কিন্তু এ স্থলে সে রসের লেশ মাত্রও নাই। অতএব পাঠকবর্গ সেই বাম্পীকিবর্ণিতা বিকটা সূৰ্পণখাকে স্বরণপথ হইতে দূরীকৃত করিবেন।]

কে তুমি,—বিজন বনে ভ্রম হে একাকী,
বিভূতি-ভূষিত অঙ্গ ? কি কোতুকে, কহ,
বৈশ্বানর, লুকাইছ ভস্মের মাঝারে ?
মেঘের আড়ালে যেন পূর্ণশশী আজি ?

ফাটে বুক জটাজুট হেরি তব শিরে, ৫
মঞ্জুকেশি ! স্বর্ণশয্যা ত্যজি জাগি আমি
বিরাগে, যখন ভাবি, নিত্য নিশাযোগে
শয়ন, বরাজ তব, হায় রে, ভূতলে !
উপাদেয় রাজ-ভোগ যোগাইলে দাসী,
কাঁদি ফিরাইয়া মুখ, পড়ে যবে মনে ১০
তোমার আহার নিত্য ফল মূল, বলি !
সুবর্ণ-মন্দিরে পশি নিরানন্দ গতি,
কেন না—নিবাস তব বঞ্জুল মঞ্জুলে !

হে সুন্দর, শীঘ্র আসি কহ মোরে শুনি,—
কোন্‌ ছুঃখে ভব-সুখে বিমুখ হইলা ১৫
এ নব যৌবনে তুমি ? কোন্‌ অভিমানে
রাজবেশ ত্যজিলা হে উদাসীর বেশে ?
হেমাঙ্গ মৈনাক-সম, হে তেজস্বি, কহ,
'কার ভয়ে ভ্রম তুমি এ বন-সাগরে

একাকী, আবারি তেজঃ, ক্ষীণ, ক্ষুণ্ণ খেদে-? ২০

তোমার মনের কথা কহ আসি মোরে।—

যদি পরাভূত তুমি রিপুর্ন বিক্রমে,
 কহ শীঘ্র ; দিব সেনা ভব-বিজয়িনী,
 রথ, গজ, অশ্ব, রথী—অতুল জগতে ।
 বৈজয়ন্ত-ধামে নিত্য শচীকান্ত বলী
 ত্রস্ত অস্ত্র-ভয়ে যার, হেন ভীম রথী
 যুঝিবে তোমার হেতু—আমি আদেশিলে !
 চন্দ্রলোকে, সূর্য্যালোকে,—যে লোকে ত্রিলোকে
 লুকাইবে অরি তব, বাঁধি আনি তারে
 দিব তব পদে, শূর ! চামুণ্ডা আপনি,
 (ইচ্ছা যদি কর তুমি) দাসীর সাধনে,
 (কুলদেবী তিনি, দেব,) ভীমখণ্ডা হাতে,
 ধাইবেন হুহুকারে নাচিতে সংগ্রামে—
 দেব-দৈত্য-নর-ত্রাস !—যদি অর্থ চাহ,
 কহ শীঘ্র ;—অলকার ভাণ্ডার খুলিব
 তুমিতে তোমার মনঃ ; নতুবা কুহকে
 শুষ্কি রত্নাকরে, লুটি দিব রত্ন-জালে !
 মণিযোনি খনি যত, দিব হে তোমায়ে ।

২৫

৩০

৩৫

শ্রেম-উদাসীন যদি তুমি, গুণমণি,
 কহ, কোন্ যুবতীর—(আহা, ভাগ্যবতী
 রামাকুলে সে রমণী !)—কহ শীঘ্র করি,—
 কোন্ যুবতীর নব যৌবনের মধু
 বাঞ্ছা তব ? অনিমেষে রূপ তার ধরি,
 (কামরূপা আমি, নাথ,) সেবিব তোমায়ে !
 আনি পারিজাত ফুল, নিত্য সাজাইব
 শয্যা তব ! সঙ্গে মোর সহস্র সঙ্গিনী,
 নৃত্য গীত রঙ্গে রত । অঙ্গরা, কিম্বরী,
 বিদ্যাধরী,—ইন্দ্রাণীর কিঙ্করী যেমতি,
 তেমতি আমায়ে সেবে দশ শত দাসী ।
 সুবর্ণ-নির্মিত গৃহে আমার বসতি—
 মুক্তাময় মার তার ; সোপান খচিত

৪০

৪৫

৫০

মরকতে ; শুভ্রে হীরা ; পদ্মরাগ মণি ;
 গবাক্ষে দ্বিরদ-রদ, রতন কপাটে !
 সুকল স্বরলহরী উথলে চৌদিকে
 দিবানিশি ; গায় পাখী সুমধুর স্বরে ; ৫৫
 সুমধুরতর স্বরে গায় বীণাবাণী
 বামাকুল ! শত শত কুসুম-কাননে
 লুটি পল্লিমল, বায়ু অশুক্ৰণ বহে !
 খেলে উৎস ; চলে জল কলকল কলে !
 কিস্ত বৃথা এ বর্ণনা । এস, গুণনিধি, ৬০
 দেখ আসি,—এ মিনতি দাসীর ও পদে !
 কায়, মনঃ, প্রাণ আমি সঁপিব তোমারে !
 ভুঞ্জ আসি রাজ-ভোগ দাসীর আশয়ে ;
 নহে কহ, প্রাণেশ্বর ! অম্লান বদনে,
 এ বেশ ভূষণ ত্যজি, উদাসীনী-বেশে ৬৫
 সাজি, পূজি, উদাসীন, পাদ-পদ্ম তব !
 রতন কাঁচলি খুলি, ফেলি ভারে দূরে,
 আবরি বাকলে স্তন ; ঘুচাইয়া বেণী,
 মণ্ডি জটাজুটে শিরঃ ; ভুলি রত্নরাজী,
 বিপিন-জনিত ফুলে বাঁধি হে কবরী ! ৭০
 মুছিয়া চন্দন, লেপি ভস্ম কলেবরে ।
 পরি রুদ্রাক্ষের মালা, মুক্তামালা ছিঁড়ি
 গলদেশে ! প্রেম-মন্ত্র দিও কর্ণ-মূলে ;
 গুরুর দক্ষিণা রূপে প্রেম-গুরু-পদে
 দিব এ যৌবন-ধন প্রেম-কুতূহলে ! ৭৫
 প্রেমাধানা নারীকুল ডরে কি হে দিতে
 জলাঞ্জলি, মঞ্জুকেশি, কুল, মান, ধনে
 প্রেমলাভ-লোভে কতু ?—বিরলে লিখিয়া
 লেখন, রাখিহু সখে, এই তরুতলে ।
 নিত্য তোমা হেরি হেথা ; নিত্য ভ্রম ভূমি ৮০
 এই স্থলে । দেখ চেয়ে ; ওই বে শোভিছে

শমী,—লতাবৃত্তা, মরি, ঘোমটার বেন,
লজ্জাবতী !—দাঁড়াইয়া উহার আড়ালে,
গতিহীনা লজ্জাভয়ে, কত যে চেয়েছি
তব পানে, নরবর—হায় ! সূর্য্যমুখী

৮৫

চাহে যথা স্থির-আঁধি সে সূর্য্যের পানে !—
কি আর কহিব তার ? যত ক্ষণ তুমি
ধাকিতে বসিয়া, নাথ ; ধাকিত দাঁড়ায়ে
প্রেমের নিগড়ে বন্ধা এ তোমার দাসী !
গলে তুমি শূন্যাসনে বসিতাম কাঁদি !

৯০

হায় রে, লইয়া ধূলা, সে স্থল হইতে
যথায় রাখিতে পদ, মাখিতাম ভালে,
হব্য-ভস্ম তপস্বিনী মাখে ভালে যথা !
কিস্ত বৃথা কহি কথা ! পড়িও, নৃমণি,
পড়িও এ লিপিখানি, এ মিনতি পদে !

৯৫

যদি ও হৃদয়ে দয়া উদয়ে, যাইও
গোদাবরী-পূর্ব্বকূলে ; বসিব সেখানে
মুদিত কুমুদীরূপে আজি সায়ংকালে ;
তুমিও দাসীরে আসি শশধর-বেশে !
লয়ে তরি সহচরী থাকিবেক তীরে ;
সহজে হইবে পার । নিবিড় সে পারে
কানন, বিজন দেশ । এস, গুণনিধি ;
দেখিব প্রেমের স্বপ্ন জাগি হে ছুজনে !

১০০

যদি আজ্ঞা দেহ, এবে পরিচয় দিব
সংক্ষেপে । বিখ্যাত, নাথ, লক্ষা, রক্ষঃপুরী
অর্গমরী, রাজা তথা রাজ-কুল-পতি
রাবণ, ভগিনী তাঁর দাসী ; লোকমুখে
যদি না শুনিয়া থাক, নাম সূৰ্পগণা ।
কত যে বয়েস তার ; কি রূপ বিধাতা
দিয়াছেন, আশু আসি দেখ, নরমণি !
আইস মলয়-রূপে ; গন্ধহীন যদি

১০৫

১১০

মধুসূদন-গ্রন্থাবলী

এ কুমুম, কিরে তবে যাইও তখনি !
 আইস ভ্রমর-রূপে ; না যোগায় যদি
 মধু এ যৌবন-কুল, যাইও উড়িয়া
 গুঞ্জরি বিরাগ-রাগে !—কি আর কহিব ? ১১৫
 মলয় ভ্রমর, দেব, আসি সাথে দোহে
 বৃষ্টিসনে মালতীরে ! এস, সখে, তুমি ;—
 এই নিবেদন করে সূৰ্পগণা পদে ।

শুন নিবেদন পুনঃ । এত দূর লিখি
 লেখন, সখীর মুখে শুনিহু হরষে, ১২০
 রাজরথা দশরথ অযোধ্যাধিপতি,
 পুত্র তুমি, হে কন্দর্প-গর্ব-খর্ব কারি,
 তাঁহার ; অগ্রজ সহ পশিয়াছ বনে
 পিতৃ-সত্য-রক্ষা-হেতু । কি আশ্চর্য্য ! মরি,—

বালাই লইয়া তব, মরি, রঘুমণি ১২৫
 দয়ার সাগর তুমি ! তা না হলে কভু
 রাজ্য-ভোগ ত্যজিতে কি ভ্রাতৃ-প্রেম-বশে ?
 দয়ার সাগর তুমি । কর দয়া মোরে,
 প্রেম-ভিখারিণী আমি তোমার চরণে !

চল শীঘ্র যাই দোহে স্বর্ণ লঙ্কাধামে । ১৩০
 সম পাত্র মানি তোমা, পরম আদরে,
 অর্পিবেন শুভ ক্ষণে রক্ষা-কুল-পতি
 দাসীরে কমল-পদে । কিনিয়া, নৃমণি,
 অযোধ্যা-সদৃশ রাজ্য শতেক যৌতুকে,
 হবে রাজা ; দাসী ভাবে সেবিবে এ দাসী । ১৩৫
 এস শীঘ্র, প্রাণেশ্বর ; আর কথা যত
 নিবেদিব পাদ-পদ্মে বসিয়া বিরলে ।

কম অশ্রু-চিহ্ন পত্রে ; আনন্দে বহিছে
 অশ্রু-ধারা ! লিখেছে কি বিধাতা এ ভালে ১৪০
 হেন সুখ, প্রাণসখে ? আসি ত্বর করি,
 প্রেমের উত্তর, নাথ, দেহ এ দাসীরে ।

ইতি শ্রীবীরামনাকাব্যে সূৰ্পগণাধিকার নাম
 পঞ্চম সর্গ ।

ষষ্ঠ সর্গ

অর্জুনের প্রতি দ্রৌপদী

[যৎকালে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির পাশক্রীড়ায় পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত হইয়া বনে বাস করেন, বীরবর অর্জুন বৈরনির্যাতনের নিমিত্ত অস্ত্রশিক্ষার্থ সুরপুরে গমন করিয়াছিলেন। পার্শ্বের বিরহে কাতরা হইয়া, দ্রৌপদী দেবী তাঁহাকে নিরলিখিত পত্রিকাখানি এক ঋষিপুত্রের সহযোগে প্রেরণ করিয়াছিলেন।]

হে ত্রিদশালয়-বাসি, পড়ে কভু মনে
এ পাপ সংসার আর ? কেন বা পড়িবে ?
কি অভাব তব, কাস্ত, বৈজয়ন্ত-ধামে ?
দেব-ভোগ-ভোগী তুমি, দেবসভা মাঝে
আসীন দেবেন্দ্রাসনে ! সত্তত আদরে ৫
সেবে তোমা সুরবালা,—পীনপয়োধরা
যুতাচী ; সু-উরু রম্ভা ; নিত্য-প্রভাময়ী
স্বয়ম্প্রভা ; মিশ্রকেশী—সুকেশিনী ধনী !
উর্বশী—কলঙ্ক-হীনা শশিকলা দিবে !
নিবিড়-নিভস্বী সহ্য সহ চিত্রলেখা ১০
চারুনেত্রী ; সুমধ্যমা তিলোস্তমা বামা ;
সুলোচনা সুলোচনা ; কেহ গায় সুখে ;
কেহ নাচে,—দিব্য বীণা বাজে দিব্য তালে ;
মন্দার-মণ্ডিত বেণী দোলে পৃষ্ঠদেশে !
কস্তুরী কেশর ফুল আনে কেহ সাধে ! ১৫
কেহ বা অধর-মধু যোগায় বিরলে,
সুমুগাল-সুক্ষে তোমা বাঁধি; গুণনিধি ।
রসিক নাগর তুমি ; নিত্য রসবতী
সুরবালা ;—শত ফুল প্রফুল্ল যে বনে,
কি সুখে বঞ্চিত, সখে, শিলীমুখ তথা ? ২০
নন্দন-কাননে তুমি আনন্দে, সুমতি,
ভ্রম নিত্য ! অনিয়াছি ঋতুরাজ না কি
সাজান সে বনরাজী বিরাজি সে বনে

মধুসূদন-প্রহাবলী

নিরন্তর ; নিরন্তর গায় পাখী শাখে ;
 না শুখায় কুলকুল ; মণি মুক্তা হীরা ২৫
 বর্ণ মরকতে বাঁধা সরোরোধঃ বত !
 মন্দ মন্দ সমীরণ বহে দিবা নিশি
 গন্ধামোদে পুরি দেশ ! কিন্তু এ বর্ণনে
 কি কাজ ? শুনেছে দাসী কর্ণে মাত্র বাহা,
 নিত্য স্বনয়নে তুমি দেখ তা, নৃমণি ! ৩০
 মশরীরে স্বর্গভোগ ! কার ভাগ্য হেন
 তোমা বিনা, ভাগ্যবান, এ ভব-মণ্ডলে ?
 ধন্য নর-কূলে তুমি ! ধন্য পুণ্য তব !
 পড়িলে এ সব কথা মনে, শূরমণি,
 কেমনে ভাবিব, হায়, কহ তা আমারে, ৩৫
 অভাগী দাসীর কথা পড়ে তব মনে ?
 তবে যদি নিজগুণে ; গুণনিধি তুমি,
 তুলিয়া না থাক তারে,—আশীর্ব্বাদ কর,
 নমে পদে, ধনঞ্জয়, ক্রপদ-নন্দিনী—
 কৃতাজলি-পুটে দাসী নমে তব পদে ! ৪০
 হায়, নাথ, বৃথা জন্ম নারীকূলে মম !
 কেন যে লিখিলা বিধি এ পোড়া কপালে
 হেন ভাপ ; কোন্ পাপে দণ্ডিলা দাসীরে
 এরাপে, কে কবে মোরে ? সৃধিব কাহারে ?
 রবি-পরায়ণা, মরি, সরোজিনী ধনী, ৪৫
 তবু নিত্য সমীরণ কহে তার কানে
 প্রেমের রহস্য কথা ! অবিরল লুটে
 পরিমল ! শিলীমুখ, গুঞ্জরি সতত,
 (কি লজ্জা !) অধর-মধু পান করে স্মখে !
 সৃজিলা কমলে যিনি, সৃজিলা দাসীরে ৫০
 সেই নিদারুণ বিধি ! কারে নিন্দা, কহ,
 অরিন্দম ? কিন্তু কহি ধর্ম্মে সাক্ষী মানি,
 তুমি তুমি, প্রাণকান্ত ! রবির বিরহে,

নলিনী মলিনী যথা মুদিত বিষাদে ;
 মুদিত এ পোড়া প্রাণ তোমার বিহনে ! ৫৫
 সাধে যদি শত অলি গুঞ্জরিয়া পদে ;
 সহস্র মিনতি যদি করে কর্ণ মূলে
 সমীরণ, ফোটে কি হে কছু পঙ্কজিনী,
 কনক-উদয়াচলে না হেরি মিহিরে,
 কিরীটি ? আধার বিশ্ব এ পোড়া নয়নে, ৬০
 হায় রে, আধার নাথ, তোমার বিরহে—
 জীবশূণ্য, রবশূণ্য, মহারণ্য যেন !
 আর কি কহিব, দেব, ও রাজীব-পদে ?
 পাঞ্চালীর চির-বাহা, পাঞ্চালীর পতি
 ধনঞ্জয় ! এই জানি, এই মানি মনে । ৬৫
 যা ইচ্ছা করুন ধর্ম্য, পাপ করি যদি
 ভালবাসি নৃমণিরে,—যা ইচ্ছা, নৃমণি !
 হেন সুখ ভূঞ্জি, দুঃখ কে ডরে ভূঞ্জিতে ?
 যজ্ঞানলে জনমিল দাসী যাজ্ঞসেনী,
 জান তুমি, মহাযশা ! তরুণ যৌবনে ৭০
 রূপ গুণ যশে তব, হায় রে, বিবশা,
 বরিনু তোমায় মনে ! সখীদলে লয়ে
 কত যে খেলিনু খেলা, কহিব কেমনে ?
 বৈদেহীর সুকাহিনী শুনি লোকমুখে
 শিবের মন্দিরে পশি পুষ্পাঞ্জলি দিয়া, ৭৫
 পূজিতাম শিবধনুঃ । কহিতাম সাধে,—
 ‘ঋষিবশে স্বপ্ন আশু দেখাও জনকে
 (জানি কামরূপ তুমি !) দিতে এ দাসীরে
 সে পুরুষোত্তমে, যিনি তুই খণ্ড করি,
 হে কোদণ্ড, ভাদ্রিবেন তোমায় স্ববলে ! ৮০
 তা হলে পাইব নাথ, বলী-শ্রেষ্ঠ তিনি !’
 শুনি বৈদর্ভীর কথা, ধরিতাম কাঁদে
 রাজহংসে ; দিয়া তারে আহার, পরারে

সুবর্ণ-ঘুংঘুর পায়ে, কহিতাম কানে,—
 ‘যমুনার তীরে পুরী বিখ্যাত জগতে
 হস্তিনা ;—তথায় তুমি, রাজহংসপতি,
 যাও শীঘ্র শূন্যপথে, হেরিবে সে পুরে!
 নরোত্তমে ; তাঁর পদে কহিও, দ্রৌপদী
 তোমার বিরহে মরে ক্রপদ-নগরে !’

৮৫

এই কথা কয়ে তারে দিতাম ছাড়িয়া ।
 হেরিলে গগনে মেঘে, কহিতাম নমি ;—
 ‘বাহন যাঁহার তুমি, মেঘ-কুল-পতি,
 পুত্রবধু তাঁর আমি ; বহ তুলি মোরে,
 বহ যথা বারি-ধারা, নাথের চরণে !
 জল-দানে চাতকীরে তোষ দাতা তুমি,
 তোমার বিরহে, হায়, তৃষাতুরা যথা
 সে চাতকী, তৃষাতুরা আমি, ঘনমণি !
 মোর সে বারিদ-পদে দেহ মোরে লয়ে !’

৯০

৯৫

আর কি শুনিবে, নাথ ? উঠিল যৎকালে
 জনরব—‘জতুগৃহে দহি মাতৃ-সহ
 ত্যজিলা অকালে দেহ পঞ্চ পাণ্ডুরথী’—
 কত যে কাঁদিহু আমি, কব তা কাহারে ?
 কাঁদিহু—বিধবা যেন হইহু যৌবনে !
 প্রার্থিহু রতির পুঞ্জি,—‘হর-কোপানলে,
 হে সতি, পুড়িলা যবে প্রাণ-পতি তব,
 কত যে সহিলা দুঃখ, তাই স্মরি মনে,
 বাঁচাও মদনে মোর,—এই ভিক্ষা মাগি !’

১০০

১০৫

পরে স্বয়ম্বরোৎসব । আধার দেখিহু
 চৌদিক, পশিহু যবে রাজসভা-মাঝে !
 সাধিহু মাটির ফাটি হইতে ছুখানি !
 দাঁড়াইয়া লক্ষ্য-তলে কহিহু, ‘খসিয়া
 পড় তুমি পোড়া শিরে বজ্রাঘ্নি-সদৃশ,
 হে লক্ষ্য ! অলিয়া আমি মরি তব তাপে,

১১০

প্রাণ-পতি জুগুহুে জ্বলিলা যেমতি
 না চাহি বাঁচিতে আর ! বাঁচিব কি সাথে ?' ১১৫
 উঠিল সভায় রব,—‘নারিলা ভেদিতে
 এ অলক্ষ্য লক্ষ্যে আজি ক্ষত্ররথী যত ।’—
 জান তুমি, গুণমণি, কি ঘটিল পরে ।
 ভস্মরাশি মাঝে গুপ্ত বৈশ্বানর-রূপে
 কি কাজ করিলা তুমি, কে না জানে তবে, ১২০
 রথীশ্বর ? বজ্রনাদে ভেদিল আকাশে
 মৎস্য-চক্ষুঃ ভীক্স শর ! সহসা ভাসিল
 আনন্দ-সলিলে প্রাণ ; শুনিহু সুবাণী
 (স্বপ্নে যেন !) ‘এই তোর পতি, লো পাঞ্চালি !
 ফুল-মালা দিয়ে গলে, বর নরবরে !’ ১২৫
 চাহিহু বসিতে, নাথ, নিবারিলা তুমি
 অভাগীর ভাগ্য-দোষে ! তা হলে কি তবে
 এ বিষম তাপে, হায়, মরিত এ দাসী ?
 কিন্তু বৃথা এ বিলাপ !—ছছকারি রোষে,
 লক্ষ রাজরথী যবে বেড়িল তোমারে ; ১৩০
 অমুরাশি-নাদ সম কক্ষুরাশি যবে
 নাদিল সে স্বয়ম্বরে ;—কি কথা কহিয়া
 সাহসিলা এ দাসীরে, পড়ে কি হে মনে ?
 যদি ভুলে থাক তুমি, ভুলিতে কি পারে
 দ্রৌপদী ? আসন্ন কালে সে সুকথাগুলি ১৩৫
 জপিয়া মরিব, দেব, মহামন্ত্র-জ্ঞানে !
 কহিলে সঙ্ঘোষি মোরে সুমধুর স্বরে ;—
 ‘আশারূপে মোর পাশে দাঁড়াও, রূপসি !
 দ্বিগুণ বাড়িবে বল চন্দ্রমুখ হেরি,
 চন্দ্রমুখি ! যতক্ষণ কণীশ্বরের দেহে ১৪০
 থাকে প্রাণ, কার সাধ্য হরে শিরোমণি ?
 আমি পার্থ ।’—কম, নাথ, লাগিল তিতিতে
 অনর্গল অশ্রুজল এ লিপি ! কেন না,—

হায় রে, কেন না আমি মরিহু চরণে
 সে দিন !—কি লিখি, হায়, না পাই দেখিতে ! ১৪৫
 আঁধা, বঁধু, অশ্রুণীরে এ ভব কিস্করী !—* *
 * * এত দূর লিখি কালি, ফেলাইহু দূরে
 লেখনী । আকুল প্রাণ উঠিল কাঁদিয়া
 স্মরি পূর্ব-কথা যত । বসি তরু-মূলে,
 হায় রে, তিত্তিহু, নাথ, নয়ন-আসারে ! ১৫০
 কে মুছিল চক্ষুঃ-জল ? কে মুছিবে কহ ?
 কে আছে এ অভাগীর এ ভব-মণ্ডলে ?
 ইচ্ছা করে ত্যজি প্রাণ ডুবি জলাশয়ে ;
 কিম্বা পান করি বিষ ; কিন্তু ভাবি যবে,
 প্রাণেশ, ত্যজিলে দেহ আর না পাইব ১৫৫
 হেরিতে ও পদযুগ,—সাস্তুনি পরাণে,
 ভুলি অপমান, লজ্জা, চাহি বাঁচিবারে !
 অগ্নিতাপে তপ্তা সোনা গলে হে সোহাগে,
 পায় যদি সোহাগায় ! কিন্তু কহ, রখি,
 কবে ফিরি আসি দেখা দিবে এ কাননে ? ১৬০
 কহ ত্রিদিবের বার্তা । কবীন্দ্র তুমি,
 গাঁথি মধুমাথা গাথা পাঠাও দাসীরে ।
 ইচ্ছা বড়, গুণমণি, পরিতে অলকে
 পারিজাত ; যদি তুমি আন সঙ্গে করি,
 দ্বিগুণ আদরে ফুল পরিব কুন্তলে ! ১৬৫
 শুনেছি কামদা না কি দেবেস্ত্রের পুরী ;—
 এ দাসীর প্রতি যদি থাকে দয়া হৃদে,
 ভুলিতে পার হে যদি সুর-বালা-দলে,
 এ কামনা কামধুকে কর দয়া করি,
 পাও যেন অভাগীরে চরণ-কমলে ১৭০
 ক্রণ কাল ! জুড়াইব নয়ন সুমতি
 ও রূপ-মাধুরী হেরি,—ভুলি এ বিচ্ছেদে ;
 অপ্সরা-বল্লভ তুমি ; নর-নারী দাসী ;

তা বল্যে করো না ঘৃণা—এ মিনতি পদে !

স্বর্ণ-অলঙ্কার যারা পরে শিরোদেশে,

১৭৫

কণ্ঠে, হস্তে ; পরে না কি রজত চরণে ?

কি ভাবে কাটাই কাল এ বিকট বনে

আমরা, কহিব এবে, স্তন গুণনিধি।

ধর্ম-কর্ম-রত সদা ধর্মরাজ-ঋষি ;

ধোম্য পুরোহিত নিত্য তুষেন রাজনে

১৮০

শাস্ত্রালাপে । মুগয়ায় রত ভ্রাতা তব

মধ্যম ; অহুজ-দ্বয়, মহা-ভক্তিভাবে,

সেবেন অগ্রজ-দ্বয়ে ; যথাসাধ্য, দাসী

নির্বাছে, হে মহাবাহু, গৃহ-কার্য্য যত ।

কিন্তু ক্ষুণ্ণমনা সবে তোমার বিহনে !

১৮৫

স্মরি তোমা অশ্রুণীরে তিতেন নৃপতি,

আর তিন ভাই তব । স্মরিয়া তোমারে.

আকুল এ পোড়া প্রাণ, হায়, দিবা নিশি !

পাই যদি অবসর, কুটীর তেয়াগি

স্মৃতি-দূতী সহ, নাথ, ভ্রমি একাকিনী,

১৯০

পূর্বেবর কাহিনী যত শুনি তাঁর মুখে !

পাণ্ডব-কুল-ভরসা, মহেষাস, তুমি !

বিমুখিবে তুমি, সখে, সম্মুখ-সমরে

ভীষ্ম জ্ঞোণ কর্ণ শূরে ; নাশিবে কোরবে !

বসাইবে রাজাসনে পাণ্ডু-কুল-রাজে ;—

১৯৫

এই গীত গায় আশা নিত্য এ আশ্রমে !

এ সঙ্গীত-ধ্বনি, দেব, শুনি জাগরণে ।

শুনি স্বপ্নে নিশাভাগে এ সঙ্গীত-ধ্বনি !

কে শিখায় অস্ত্র তোমা, কহ, সুরপুরে,

অস্ত্রী-কুল-গুরু তুমি ? এই সুর-দলে

২০০

প্রচণ্ড গাণ্ডীব তুমি টঙ্কারি হংকারে,

দমিলা খাণ্ডিব-রণে ! জিনিলা একাকী

লক্ষরাজে, রথীরাজ, লক্ষ্য-ভেদ-কালে ।

নিপাতীলা ভূমিতলে বলে ছদ্মবেশী
কিরাতেরে ! এ ছলনা, কহ, কি কারণে ? ২০৫

এস ফিরি, নররত্ন ! কে ফেরে বিদেশে
যুবতী পত্নীরে ঘরে রাখি একাকিনী ?
কিস্ত যদি সুরনারী প্রেম-ফাঁদ পাতি
বেঁধে থাকে মনঃ, বঁধু, স্মর ভ্রাতৃ-ত্রয়ে—
তোমার বিরহ-ছঃথে ছঃখী অহরহ ! ২১০

আর কি অধিক কব ? যদি দয়া থাকে,
আসি দেখ কি দশায় তোমার বিরহে,
কি দশায়, প্রাণেশ্বর, নিবাসি এ দেশে !

পাইয়াছি দৈবে, দেব, এ বিজন বনে
ঋষিপত্নী পুণ্যবতী ; পূর্বপুণ্য-বলে ২১৫

শ্বেচ্ছাচর পুত্র তাঁর ! তেজস্বী সুশিশু
দিবামুখে রবি যেন ! বেদ-অধ্যয়নে
সদা রত ! দয়া করি কহিবেন তিনি,
মাতৃ-অনুরোধে পত্র, দেবেন্দ্র-সদমে ।

যথাবিধি পূজা তাঁর করিও, সুমতি । ২২০
লিখিলে উত্তর তিনি আনিবেন হেথা ।
কি কহিহু, নরোত্তম ? কি কাজ উত্তরে ?
পত্রবহ সহ ফিরি আইস এ বনে !

ইতি শ্রীবীরাজনাকাব্যে দৌপদী-পত্রিকা নাম
ষষ্ঠ সর্গ ।

সপ্তম সর্গ

দুর্যোধনের প্রতি ভানুমতী

[ভগদত্তপুত্রী ভানুমতী দেবী রাজা দুর্যোধনের পত্নী । কুরুশ্রেষ্ঠ দুর্যোধন পাণ্ডবকুলের সহিত কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে যাত্রা করিলে অল্প দিনের মধ্যে রাজমহিষী ভানুমতী তাঁহার নিকট নিম্নলিখিত পত্রিকাখানি প্রেরণ করিয়াছিলেন ।]

অধীর সত্তত দাসী, যে অবধি তুমি
করি যাত্রা পশিয়াছ কুরুক্ষেত্র-রণে !
নাহি নিদ্রা ; নাহি রুচি, হে নাথ, আহারে !
না পারি দেখিতে চখে খাণ্ডভব্য যত ।
কভু যাই দেবালয়ে ; কভু রাজোত্তানে ; ৫
কভু গৃহ-চূড়ে উঠি, দেখি নিরখিয়া
রণ-স্থল । রেণু-রাশি গগন আবরে
ঘন ঘনজালে যেন ; জলে শর-রাশি,
বিজলীর ঝলা সম ঝলসি নয়নে !
শুনি দূর সিংহনাদ, দূর শঙ্খ-ধ্বনি, ১০
কাঁপে হিয়া থরথরে ! যাই পুনঃ ফিরি ।
স্তম্ভের আড়ালে, দেব, দাঁড়িয়ে নীরবে,
শুনি সঞ্জয়ের মুখে যুদ্ধের বারতা,
যথা বসি সভাতলে অন্ধ নরপতি !
কি যে শুনি, নাহি বুঝি—আমি পাগলিনী ! ১৫
মনের জ্বালায় কভু জলাঞ্জলি দিয়া
লজ্জায়, পড়িয়া কাঁদি শাস্ত্রীর পদে,
নয়ন-আসারে ধৌত করি পা দুখানি !
নাহি সরে কথা মুখে, কাঁদি মাত্র খেদে !
নারি সাস্বনিতে মোরে, কাঁদেন মহিষী ; ২০
কাঁদে কুরু-বধু যত ! কাঁদে উচ্চ-রবে,
মায়ের আঁচল ধরি, কুরু-কুল-শিশু,
তিতি অশ্রুণীরে, হায়, না জানি কি হেতু !
দিবা নিশি এই দশা রাজ-অবরোধে ।

কুক্ষণে মাতুল তব—ক্ষম ছুঃখিনীরে !— ২৫
 কুক্ষণে মাতুল তব, ক্ষত্র-কুল-গ্রানি,
 আইল হস্তিনাপুরে ! কুক্ষণে শিখিলা
 পাপ অক্ষবিভা, নাথ, সে পাপীর কাছে !
 এ বিপুল কুল, মরি, মজ্জালে দুর্ন্যতি,
 কাল-কলিরূপে পশি এ বিপুল-কুলে ! ৩০
 ধর্মশীল কর্মক্ষেত্রে ধর্মরাজ-সম
 কে আছে, কহ তা, শুনি ? দেখ ভীমসেনে,
 ভীম পরাক্রমী শূর, দুর্বীর সমরে !
 দেব-নর-পূজ্য পার্থ—অব্যর্থ গ্রহরী !
 কত গুণে গুণী, নাথ, নকুল স্মৃতি, ৩৫
 সহ শিষ্ট সহদেব, জান না কি তুমি ?
 মেদিনী-সদনে রমা দ্রুপদ-নন্দিনী !
 কার হেতু এ সবারে ত্যজিলা, ভূপতি ?
 গঙ্গাজল-পূর্ণ ঘটে, হায়, ঠেলি ফেলি,
 কেন অবগাহ দেহ কর্মনাশা-জলে ? ৪০
 অবহেলি দ্বিজোত্তমে চণ্ডালে ভকতি ?
 অশু-বিশ্ব, নীরবৃন্দ ফুলদুর্বাদলে
 নহে মুক্তাফল, দেব ! কি আর কহিব ?
 কি ছলে ভুলিলা তুমি, কে কবে আমারে ?
 এখনও দেহ ক্ষমা, এই ভিক্ষা মাগি, ৪৫
 ক্ষত্রমণি ! ভাবি দেখ,—চিত্রসেন যবে,
 কুরুবধুদলে বাঁধি তব সহ রথে,
 চলিল গঙ্ঘর্ষদেশে, কে রাখিল আসি
 কুলমান প্রাণ তব, কুরুকুলমণি ?
 বিপদে হেরিলে অরি, আনন্দ-সলিলে ৫০
 ভাসে লোক ; তুমি যার পরমারি, রাজা,
 ভাসিল সে অশ্রুণীরে তোমার বিপদে !
 হে কৌরবকুলনাথ, তীক্ষ্ণ শরজালে
 চাহ কি বধিতে প্রাণ তাহার সংগ্রামে,

প্রাণ, প্রাণাধিক মান রক্ষিল যে তব
অসহায় যবে তুমি,—হায়, সিংহ-সম,
অনায়-মাঝারে বদ্ধ রিপুর কৌশলে ?
—হে দয়া, কি হেতু, মাতঃ, এ পাপ সংসারে
মানব-হৃদয়ে তুমি কর গো বসতি !

৫৫

কেন গব্বী কর্ণে তুমি কর্ণদান কর,
রাজেন্দ্র ? দেবতাকুলে জিনিল যে রণে ;
তোমা সহ কুরুসৈন্যে দলিল একাকী
মৎস্যদেশে ; আঁটিবে কি রাধেয় তাহারে ?
হায়, বৃথা আশা, নাথ ! শৃগাল কি কভু
পারে বিমুখিতে, কহ, যুগেন্দ্র সিংহেরে ?
শূতপুত্র সখা তব ? কি লজ্জা, নৃমণি,
তুমি চন্দ্রবংশচূড়, ক্ষত্রবংশপতি ?

৬০

জানি আমি ভীমবাহু ভীষ্ম পিতামহ ;
দেব-নর-ত্রাস বীর্যে জ্যোৎস্নাচার্য গুরু ।
স্নেহপ্রবাহিণী কিন্তু এ দৌহার বহে
পাণ্ডবসাগরে, কাস্ত, কহিহু তোমারে !
যদিও না হয় তাহা ; তবুও কেমনে,
হায় রে, প্রবোধি, নাথ, এ পোড়া হৃদয়ে ?—
উত্তর-গোগৃহ-রণে জিনিল কিরীটী
একাকী এ বীরঘয়ে ! সৃজিলা কি, তুমি,
দাবাগ্নির রূপে, বিধি, জিষ্ণু ফাল্গুনীরে
এ দাসীর আশা-বন নাশিতে অকালে ?

৬৫

৭০

৭৫

শুন, নাথ ; নিজ্রা-আশে মুদি যদি কভু
এ পোড়া নয়ন ছুটি ; দেখি মহাভয়ে
শ্বেত-অশ্ব কপিধ্বজ স্তম্ভন সম্মুখে !
রথমধ্যে কালরূপী পার্থ ! বাম করে
গাণ্ডীব,—কোদণ্ডোত্তম । ইরম্মদ-ভেজা
মর্মভেদী দেব-অস্ত্র শোভে হে দক্ষিণে !
কাঁপে হিয়া ভাবি শুনি দেবদত্ত ধ্বনি !

৮০

গরজে বায়ুজ ধ্বজে কাল মেঘ যেন ! ৮৫
 ঘর্ঘরে গজ্জীর রবে চক্র, উগরিয়া
 কালাগ্নি । কি কব, দেব, কিরীটের আভা ?
 আহা, চন্দ্রকলা যেন চন্দ্রচূড়-ভালে !
 উজলিয়া দশ দিশ, কুরুসৈন্য-পানে ৯০
 ধায় রথবর বেগে ! পালায় চৌদিকে
 কুরুসৈন্য, — তমঃ-পুঞ্জ রবির দর্শনে
 যথা ! কিম্বা বিহঙ্গম হেরিলে অদূরে
 বজ্রনখ বাজে যথা পালায় কৃষ্ণনি
 ভীতচিত্ত ; মিলি আঁখি অমনি কাঁদিয়া !
 কি কব ভীমের কথা ? মদকল-করী- ৯৫
 সদৃশ উন্নদ ছুঁই নিধন-সাধনে !
 জ্বাযুগ-সম আঁখি — রক্তবর্ণ সদা ।
 মার, মার শব্দ মুখে ! ভীম গদা হাতে,
 দণ্ডধর-হাতে, হায়, কালদণ্ড যথা !
 শুনেছি লোকের মুখে, দেব-সমাগমে ১০০
 ধরিলে ছরশ্বে গর্ভে কুস্তী ঠাকুরাণী ।
 কিন্তু যদি দেব পিতা, যমরাজ তবে—
 সর্ব-অস্তকারী যিনি ! ব্যাঘ্রী বুঝি দিল
 ছক্‌ ছুঁটে ! নর-নারী-স্তন-ছক্‌ কড়ু
 পালে কি, কহ, হে নাথ, হেন নর-যমে ? ১০৫
 বাড়িতে লাগিল লিপি ; তবুও কহিব
 কি কুশল, প্রাণনাথ, গত নিশাকালে
 দেখিছু ;—বুঝিয়া দেখ, বিজ্ঞতম তুমি ;
 আকুল সত্তত প্রাণ, না পারি বুঝিতে
 এ কুহক ! গত রাত্রে বসি একাকিনী ১১০
 শয়নমন্দিরে তব—নিরানন্দ এবে—
 কাঁদিছু ! সহসা, নাথ, পুরিল সৌরভে
 দশ দিশ ; পূর্ণচন্দ্র-আভা জিনি অুজা
 উজ্জলিল চারি দিক্ ; দাসীর সম্মুখে

দাঁড়াইলা দেববালা—অতুলা জগতে !
 চমকি চরণযুগে নমিহু সভয়ে ।
 মুছিয়া নয়নজল, কহিলা কাতরে
 বিধুমুখী,—‘বৃথা খেদ, কুরুকুলবধু,
 কেন তুমি কর আর ? কে পারে খণ্ডাতে
 বিধির বাঁধন, হায়, এ ভবমণ্ডলে ?
 ওই দেখ যুদ্ধক্ষেত্র ।’—দেখিহু তরাসে,
 যত দূর চলে দৃষ্টি, ভীম রণভূমি !
 বহিছে শোণিত-শ্রোত প্রবাহিণীরূপে ;
 পড়িয়াছে গজরাজি, শৈলশৃঙ্গ যেন
 চূর্ণ বজ্রে ; হতগতি অশ্ব ; রথাবলী
 ভগ্ন ; শত শত শব ! কেমনে বণিব
 কত যে দেখিহু, নাথ, সে কাল মশানে !
 দেখিহু রথীন্দ্র এক শরশয্যোপরি !
 আর এক মহারথী পতিত ভূতলে,
 কণ্ঠে শূন্যগুণ ধনু ;—দাঁড়ায়ে নিকটে,
 আশ্ফালিছে অসি অরি-মস্তক চ্ছেদিতে !
 আর এক বীরবরে দেখিহু শয়নে
 ভূশয্যায় ! রোষে মহী গ্রাসিয়াছে ধরি
 রথচক্র ; নাহি বক্ষে কবচ ; আকাশে
 আভাহীন ভানুদেব,—মহাশোকে যেন !
 অদূরে দেখিহু হৃদ ; সে হৃদের তীরে
 রাজরথী একজন যান গড়াগড়ি
 ভগ্ন-উরু ! কাঁদি উচ্ছে, উঠিহু জাগিয়া !
 কেন এ কুস্বপ্ন, দেব, দেখাইলা মোরে ?
 এস তুমি, প্রাণনাথ, রণ পরিহরি !
 পঞ্চখানি গ্রাম মাত্র মাগে পঞ্চরথী ।
 কি অভাব তব, কহ ? তোষ পঞ্চ জনে ;
 তোষ অন্ধ বাপ মায়ে ; তোষ অভাগীরে ;—
 রক্ষ কুরুকুল, ওহে কুরুকুলমনি !

ইতি শ্রীবীরাকনাকাব্যে ভানুমতীপত্রিকা নাম
 সপ্তম সর্গ

অষ্টম সর্গ

জয়দ্রথের প্রতি দৃশলা

[অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রের কন্যা দৃশলা দেবী সিন্ধুদেশাধিপতি জয়দ্রথের মহিষী।
অভিমন্যুর নিধনান্তর পার্থ বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তচ্ছবণে দৃশলা দেবী নিতান্ত
ভীতা হইয়া নিম্নলিখিত পত্রিকাখানি জয়দ্রথের নিকট প্রেরণ করেন।]

কি যে লিখিয়াছে বিধি এ পোড়া কপালে,
হায়, কে কহিবে মোরে,—জ্ঞানশূণ্য আমি !
শুন, নাথ, মনঃ দিয়া ;—মধ্যাহ্নে বসিগু
অন্ধ পিতৃপদতলে, সঞ্জয়ের মুখে
শুনিতে রণের বার্তা। কহিলা স্মৃতি— ৫
(না জানি পূর্বের কথা ; ছিগু অবরোধে
প্রবোধিতে জননীয়ে ;) কহিলা স্মৃতি
সঞ্জয়,—‘বেড়িল পুনঃ সপ্ত মহারথী
সুভদ্রানন্দনে, দেব ! কি আশ্চর্য্য, দেখ—
অগ্নিময় দশ দিশ পুনঃ শরানলে ! ১০
প্রাণপণে যোঝে যোধ ; হেলায় নিবারে
অস্ত্রজালে শূরসিংহ ! ধন্য শূরকূলে
অভিমন্যু !’ নীরবিলা এতেক কহিয়া
সঞ্জয় ! নীরবে সবে রাজসভাতলে
সঞ্জয়ের মুখ পানে রহিলা চাহিয়া। ১৫

‘দেখ, কুরুকুলনাথ,—পুনঃ আরস্ত্রিলা
দূরদর্শী,—‘ভজ দিয়া রণরঙ্গে পুনঃ
পালাইছে সপ্তরথী ! নাদিছে ভৈরবে
আর্জুনি, পাবক যেন গহন বিপিনে !
পড়িছে অগণ্য রথী, পদাতিক-ব্রজ ; ২০
গরজি মরিছে গজ বিষম পীড়নে ;
সভয়ে হ্রসিছে অশ্ব ! হায়, দেখ চেয়ে,
কাদিছেন পুত্র তব জ্রোণগুরুপদে !—
মজিল কৌরব আজি আর্জুনির রণে !’

কাঁদিলে আক্ষেপে পিতা ; কাঁদিয়া মুছিহু
 অশ্রুধারা । দূরদর্শী আবার কহিলা ;—
 ‘ধাইছে সমরে পুনঃ সপ্ত মহারথী,
 কুরুরাজ ! লাগে তালি কর্ণমূলে শুনি
 কোদণ্ড-টংকার, প্রভু ! বাজিল নির্ঘোষে
 ঘোর রণ ! কোন রথী গুণ সহ কাটে
 ধনু ; কেহ রথচূড়, রথচক্র কেহ ।
 কাটিয়া পাড়িলা জ্যেষ্ঠ ভীম-অস্ত্রাঘাতে
 কবচ ; মরিল অশ্ব ; মরিল সারথি !
 রিক্তহস্ত এবে বীর, তবুও যুঝিছে
 মদকল হস্তী যেন মস্ত রণমদে !’—

নীরবিয়া ক্ষণকাল, কহিলা কাতরে
 পুনঃ দূরদর্শী ;—‘আহা ! চিররাজ-গ্রাসে
 এ পৌরব-কুল-ইন্দু পড়িলা অকালে !
 অশ্রায় সমরে, নাথ, গতজীব, দেখ,
 আর্জুনি ! হুঙ্কারে, শুন, সপ্ত জয়ী রথী,
 নাদিছে কৌরবকুল জয় জয় রবে !
 নিরানন্দে ধর্মরাজ চলিলা শিবিরে ।’

হরষে বিষাদে পিতা, শুনি এ বারতা,
 কাঁদিলে ; কাঁদিহু আমি । সহসা ত্যজিয়া
 আসন সজয় বৃধ, কৃতাজলি পুটে,
 কহিলা সভয়ে,—‘উঠ, কুরুকুলপতি !
 পূজ কুলদেবে শীঘ্র জামাতার হেতু !
 ওই দেখ কপিধ্বজে ধাইছে কাকুনি
 অধীর বিষম শোকে ! গরজে গজীরে
 হনু স্বর্ণরথচূড়ে । পড়িছে ভূতলে
 খেচর ; ভূচরকুল পালাইছে দূরে !
 ঝকঝকে দিব্য বর্ষ ; খেলিছে কিরীটে
 চপলা ; কাঁপিছে ধরা ধর ধর ধরে !
 পাণ্ডু-গণ্ড আসে কুরু ; পাণ্ডু-গণ্ড আসে

২৫

৩০

৩৫

৪০

৪৫

৫০

আপনি পাণ্ডব, নাথ, গাণ্ডীবীর কোপে ! ৫৫

মুহমুহঃ ভীমবাহু টংকারিছে বামে
কোদণ্ড—ব্রহ্মাণ্ডাস ! শুন কর্ণ দিয়া,
কহিছে বীরেশ রোষে ভৈরব নিনাদে ;—

‘কোথা জয়দ্রথ এবে,—রোধিল যে বলে
বুহমুখ ? শুন, কহি, ক্ষত্রধী যত ; ৬০

তুমি, হে বসুধা, শুন ; তুমি জলনিধি ;
তুমি, স্বর্গ, শুন ; তুমি, পাতাল, পাতালে ;

চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা, জীব এ জগতে
আছ যত, শুন সবে ! না বিনাশি যদি
কালি জয়দ্রথে রণে, মরিব আপনি ! ৬৫

অগ্নিকুণ্ডে পশি তবে যাব ভূতদেশে,
না ধরিব অস্ত্র আর এ ভব-সংসারে !’—

অজ্ঞান হইয়া আমি পিতৃপদতলে
পড়িহু ! যতনে মোরে আনিয়াছে হেথা—
এই অন্তঃপুরে—চেড়ী পিতার আদেশে । ৭০

কহ এ দাসীরে, নাথ ; কহ সত্য করি ;
কি দোষে আবার দোষী জিষ্ণুর সকাশে
তুমি ? পূর্বকথা স্মরি চাহে কি দণ্ডিতে
তোমায় গাণ্ডীবী পুনঃ ? কোথায় রোধিলে
কোন্ বুহমুখ তুমি, কহ তা আমারে ? ৭৫

কহ শীঘ্র, নহে, দেব, মরিব তরাসে !
কাঁপিছে এ পোড়া হিয়া ধরধর করি !
আঁধার নয়ন, হায়, নয়নের জলে !
নাহি সরে কথা, নাথ, রসশূন্য মুখে !

কাল অজাগর-গ্রাসে পড়িলে কি বাঁচে
প্রাণী ? ক্ষুধাতুর সিংহ ঘোর সিংহনাদে
ধরে যবে বনচরে, কে তারে তাহারে ?
কে কহ, রক্ষিবে তোমা, ফাস্তুনি রুষিলে ?
হে বিধাতঃ, কি কৃষ্ণে, কোন্ পাপদোষে ৮০

বীরাজনা কাব্য : অষ্টম সর্গ

৫৩

আনিলে নাথেরে হেথা, এ কাল সমরে
তুমি ? শুনিয়াছি আমি, যে দিন জন্মিলা
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, অমঙ্গল ঘটিল সে দিনে !
নাদিল কাতরে শিবা ; কুকুর কাঁদিল
কোলাহলে ; শূন্যমার্গে গর্জিল ভীষণে
শকুনি গৃধিনীপাল ! কহিলা জনকে
বিদুর,—সুমতি তাত ! 'ত্যজ এ নন্দনে,
কুরুরাজ ! কুরুবংশ-ধ্বংসরূপে আজি
অবতীর্ণ তব গৃহে !' না শুনিলা পিতা
সে কথা ! ভুলিলা, হায়, মোহের ছলনে !
ফলিল সে ফল এবে, নিশ্চয় ফলিল !
শরশয্যাগত ভীষ্ম, বৃদ্ধ পিতামহ—
পৌরব-পঞ্চজ-রবি চির রাহুগ্রাসে !
বীৰ্য্যাকুর অভিমন্যু হতজীব রণে !
কে ফিরে আসিবে বাঁচি এ কাল সমরে ?
এস তুমি, এস নাথ, রণ পরিহরি !
ফেলি দূরে বর্ষ্য, অসি, তুণ, ধনু,
ত্যজি রথ, পদত্বজে এস মোর পাশে ।
এস, নিশাযোগে দৌহে যাইব গোপনে
যথায় সুন্দরী পুরী সিন্ধুনদতীরে
হেরে নিজ প্রতিমূর্তি বিমলসলিলে,
হেরে হাসি সুবদনা সুবদন যথা
দর্পণে । কি কাজ রণে তোমার ? কি দোষে
দোষী তব কাছে, কহ, পঞ্চপাণ্ডু রথী ?
চাহে কি হে অংশ তারা তব রাজ্য ধনে ?
তবে যদি কুরুরাজে ভাল বাস তুমি,
মম হেতু, প্রাণনাথ ; দেখ ভাবি মনে,
সমপ্রেমপাত্ৰ তব কৃষ্ণীপুত্র বলী ।
ভ্রাতা মোর কুরুরাজ ; ভ্রাতা পাণ্ডুপতি !
এক জন জন্মে কেন ত্যজ অশ্রু জনে,

৮৫

৯০

৯৫

১০০

১০৫

১১০

- কুটুম্ব উভয় তব ?—আর কি কহিব ? ১১৫
 কি ভেদ হে নদদ্বয়ে জন্ম হিমাদ্রিতে ?
 তবে যদি গুণ দোষ ধর, নরমণি ;—
 পাপ অক্ষত্রীড়া-কাঁদ কে পাতিল, কহ ?
 কে আনিল সভাতলে (কি লজ্জা !) ধরিয়া
 রক্তস্বলা ভ্রাতৃবধু ? দেখাইল তাঁরে ১২০
 উরু ? কাড়ি নিতে তাঁর বসন চাহিল—
 উলঙ্গিতে অঙ্গ, মরি, কুলাঙ্গনা তিনি ?
 ভ্রাতার স্মৃকীর্ত্তি যত, জান না কি তুমি ?
 লিখিতে শরমে, নাথ, না সরে লেখনী !
 এস শীঘ্র, প্রাণসখে, রণভূমি ত্যজি ! ১২৫
 নিন্দে যদি বীরবৃন্দ তোমায়, হাসিও
 স্বমন্দিরে বসি তুমি ! কে না জানে, কহ,
 মহারথী রথীকূলে সিদ্ধু-অধিপতি ?
 বুঝেছ অনেক যুদ্ধে ; অনেক বধেছ
 রিপু ; কিন্তু এ কৌন্তেয়, হায়, ভবধামে ১৩০
 কে আছে প্রহরী, কহ, ইহার সদৃশ ?
 ক্ষত্রকুল-রথী তুমি, তবু নরযোনি ;
 কি লাজ তোমার, নাথ, ভঙ্গ যদি দেহ
 রণে তুমি হেরি পার্শ্বে, দেবযোনি-জয়ী ?
 কি করিলা আখণ্ডল খাণ্ডব দাহনে ? ১৩৫
 কি করিলা চিত্রসেন গন্ধর্বাধিপতি ?
 কি করিলা লক্ষ রাজা স্বয়ম্বর কালে ?
 অর, প্রভু ! কি করিলা উত্তর গোগৃহে
 কুরুসৈন্য নেতা যত পার্শ্বের প্রতাপে ?
 এ কালাগ্নি কুণ্ডে, কহ, কি সাধে পশিবে ? ১৪০
 কি সাধে ডুবিলে, হায়, এ অতল জলে ?
 ভুলে যদি থাক মোরে, ভুল না নন্দনে,
 সিদ্ধুপতি ? মণিভদ্রে ভুল না, নৃমণি ।
 নিশার শিশির যথা পালয়ে মুকূলে

রসদানে ; পিতৃস্নেহ, হায় রে, শৈশবে
শিশুর জীবন, নাথ, কহিনু তোমারে ! ১৪৫

জানি আমি কহিতেছে আশা ভব কানে—
মায়াবিনী !—‘দ্রোণ গুরু সেনাপতি এবে !
দেখ কর্ণ ধনুর্ধরে ; অশ্বখামা শুরে ;
কৃপাচার্য্যে ; দুর্য্যোধনে—ভীম গদাপাণি ! ১৫০

কাহারে ডরাও তুমি, সিন্ধুদেশপতি ?
কে সে পার্থ ? কি সামর্থ্য তাহার নাশিতে
তোমায় ?—শুন না, নাথ, ও মোহিনী বাণী !
হায়, মরীচিকা আশা ভব-মরুভূমে !

যুদি আঁধি ভাব,—দাসী পড়ি পদতলে ; ১৫৫
পদতলে মণিভদ্র কাঁদিছে নীরবে !

ছদ্মবেশে রাজদ্বারে থাকিব দাঁড়ায়ে
নিশীথে ; থাকিবে সঙ্গে নিপুনিকা সখী,
লয়ে কোলে মণিভদ্রে । এসো ছদ্মবেশে ১৬০
না কয়ে কাহারে কিছু ! অবিলম্বে যাব
এ পাপ নগর ত্যজি সিন্ধুরাজ্যলয়ে !
কপোতমিথুন সম যাব উড়ি নীড়ে !—
ঘটুক যা থাকে ভাগ্যে কুরু পাণ্ডুকুলে !

ইতি শ্রীবীররাজনাকাব্যে দুর্য্যোধনাপত্রিকা নাম
অষ্টম সর্গ

নবম সর্গ

শাস্ত্রনুর প্রতি জাহ্নবী

[জাহ্নবী দেবীর বিরহে রাজা শাস্ত্রনু একান্ত কাতর হইয়া রাজ্যাদি পরিত্যাগ পূর্বক বহু দিবস গঙ্গাতীরে উদাসীনভাবে কালাতিপাত করেন । অষ্টম বসু অবতার দেবব্রত (যিনি মহাভারতীয় ইতিবৃত্তে ভীষ্ম পিতামহ নামে প্রথিত) বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে জাহ্নবী দেবী নিম্নলিখিত পত্রিকাখানির সহিত পুত্রবরকে রাজসম্মিধানে প্রেরণ করিয়াছিলেন ।]

বৃথা তুমি, নরপতি, ভ্রম মম তীরে,—

বৃথা অশ্রুজল তব, অনর্গল বহি,

মম জলদল সহ মিশে দিবানিশি !

ভুল ভূতপূর্ব কথা, ভুলে লোক যথা

স্বপ্ন—নিদ্রা-অবসানে ! এ চিরবিচ্ছেদে

৫

এই হে ঔষধ মাত্র, কহিহু তোমারে !

হর-শির-নিবাসিনী হরপ্রিয়া আমি

জাহ্নবী । তবে যে কেন নরনারীরূপে

কাটাইহু এত কাল তোমার আলায়ে,

কহি, শুন । ঋষিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ সরোষে

১০

ভূতলে জন্মিতে শাপ দিলা বসুদলে

যে দিন, পড়িল তারা কাঁদি মোর পদে,

করিয়া মিনতি স্তুতি নিষ্কৃতির আশে ।

দিহু বর—‘মানবিনী ভাবে ভবতলে

ধরিব এ গর্ভে আমি তোমা সবাকারে ।’

১৫

বরিহু তোমারে সাধে, নরবর তুমি,

কৌরব ! ঔরসে তব ধরিহু উদরে

অষ্ট শিশু,—অষ্ট বসু তারা, নরমপি !

ফুটিল এক মুণালে অষ্ট সরোরুহ !

কত যে পুণ্য হে তব, দেখ ভাবি মনে !

২০

সপ্ত জন ত্যজি দেহ গেছে স্বর্গধামে ।

অষ্টম নন্দনে আজি পাঠাই নিকটে ;

দেবনররূপী রত্নে গ্রহ যত্নে তুমি,
রাজন্ ! জাহ্নবীপুত্র দেবব্রত বলী
উজ্জলিবে বংশ তব, চন্দ্রবংশপতি ;—
শোভিবে ভারত-ভালে শিরোমণিরূপে,
যথা আদিপিতা তব চন্দ্রচূড়-চূড়ে !

২৫

পালিয়াছি পুত্রবরে আদরে, নৃমণি,
তব হেতু । নিরখিয়া চন্দ্রমুখ, ডুল
এ বিচ্ছেদ-দুঃখ তুমি । অখিল জগতে,
নাহি হেন গুণী আর, কহিনু তোমারে !
মহাচল-কুল-পতি হিমাচল যথা ;

৩০

নদপতি সিন্ধুনদ ; বন কুলপতি
খাণ্ডব ; রথীন্দ্রপতি দেবব্রত রথী —
বশিষ্ঠের শিষ্যশ্রেষ্ঠ ! আর কব কত ?
আপনি বাগ্‌দেবী, দেব, রসনা-আসনে
আসীনা ; হৃদয়ে দয়া, কমলে কমলা ;
যমসম বল ভুঞ্জে ! গহন বিপিনে
যথা সর্কভুক্ বহি, ছর্বার সমরে !

৩৫

তব পুণ্যবৃক্ষ-ফল এই, নরপতি !
স্নেহের সরসে পদ্ম ! আশার আকাশে
পূর্ণশশী ! যত দিন ছিনু তব গৃহে,
পাইনু পরম প্রীতি ! কৃতজ্ঞতাপাশে
বেঁধেছ আমারে তুমি ; অভিজ্ঞানরূপে
দিতেছি এ রত্ন আমি, গ্রহ, শাস্তমতি ।

৪০

৪৫

পত্নীভাবে আর তুমি ভেবো না আমারে ।
অসীম মহিমা তব ; কুল মান ধনে
নরকুলেশ্বর তুমি এ বিশ্বমণ্ডলে !
তরুণ যৌবন তব ;—যাও ফিরি দেশে ;—
কাতরা বিরহে তব হস্তিনা নগরী !

৫০

যাও ফিরি, নরবর, আন গৃহে বরি
বরাদী রাজেন্দ্রবালে ; কর রাজ্য সুখে !

পাল প্রজা ; দম রিপু ; দণ্ড পাপাচারে—
এই হে সুরাজনীতি ;—বাড়াও সত্তত
সতের আদর সাধি সংক্রিয়া যতনে !

৫৫

বরিও এ পুত্রবরে যুবরাজ-পদে ।
কালে । মহাযশা পুত্র হবে তব সম,
যশস্বি ; প্রদীপ যথা জলে সমতেজে
সে প্রদীপ সহ, যার তেজে সে তেজস্বী !

কি কাজ অধিক কয়ে ? পূর্বকথা ভুলি,
করি ধৌত ভক্তিরসে কামগত মনঃ,
প্রণম সাষ্টাঙ্গে, রাজা ! শৈলেন্দ্রনন্দিনী
রুদ্রেন্দ্রগৃহিণী গঙ্গা আশীষে তোমারে !
যত দিন ভবধামে রহে এ প্রবাহ,
ঘোষিবে তোমার যশ, গুণ, ভবধামে !
কহিবে ভারতজন,—ধন্য ক্ষত্রকূলে
শান্তনু, তনয় যার দেবব্রত রথী !

৬০

৬৫

লয়ে সঙ্গে পুত্রধনে যাও রঙ্গে চলি
হস্তিনায়, হস্তিগতি ! অস্তুরীক্ষে থাকি
তব পুরে, তব সুখে হইব হে সুখী,
তনয়ের বিধুমুখ হেরি দিবানিশি !

৭০

ইতি শ্রীবীরাজনাকাব্যে জাহ্নবীপত্রিকা নাম
নবমঃ সর্গঃ ।

দশম সর্গ

পুরুরবার প্রতি উর্কশী

[চন্দ্রবংশীয় রাজা পুরুরবার কোন সময়ে কেশী নামক দৈত্যের হস্ত হইতে উর্কশীকে উদ্ধার করেন। উর্কশী রাজার রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া তাঁহাকে এই নিম্নলিখিত পত্রিকাখানি লিখিয়াছিলেন। পাঠকবর্গ কবি কালিদাসকৃত বিক্রমোর্কশী নাম ত্রোটক পাঠ করিলে, ইহার সবিশেষ বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।]

স্বর্গচ্যুত আজি, রাজা, তব হেতু আমি!—

গত রাত্রে অভিনিহু দেব-নাট্যশালে

লক্ষ্মীস্বয়ম্বর নাম নাটক ; বারুণী

সাজিল মেনকা ; আমি অস্তোজা ইন্দ্রি।

কহিলা বারুণী,—‘দেখ নিরখি চৌদিকে,

বিধুমুখি ! দেবদল এই সভাতলে ;

বসিয়া কেশব ওই ! কহ মোরে, শুনি,

কার প্রতি ধায় মনঃ ?’—গুরুশিক্ষা ভুলি,

আপন মনের কথা দিয়া উত্তরিহু—

‘রাজা পুরুরবার প্রতি !’—হাসিয়া কোতুকে

মহেন্দ্র ইন্দ্রাণী সহ, আর দেব যত ;

চারি দিকে হাস্যধ্বনি উঠিল সভাতে !

সরোষে ভরতঋষি শাপ দিলা মোরে !

শুন, নরকুলনাথ ! কহিহু যে কথা

মুক্তকণ্ঠে কালি আমি দেবসভাতলে,

কহিব সে কথা আজি—কি কাজ শরমে ?—

কহিব সে কথা আজি তব পদধুগে !

যথা বহে প্রবাহিনী বেগে সিন্ধুনীরে,

অবিরাম ; যথা চাহে রবিচ্ছবি পানে

স্থির আঁধি সূর্য্যমুখী ; ও চরণে রত

এ মনঃ !—উর্কশী, প্রভু, দাসী হে তোমারি !

ঘৃণা যদি কর, দেব, কহ শীঘ্র, শুনি।

অমরা অঙ্গরা আমি, নারিব ত্যজিতে
 কলেবর ; ঘোর বনে পশি আরজ্জিব
 তপঃ তপস্বিনীবেশে, দিয়া জলাঞ্জলি ২৫
 সংসারের সুখে, শুর ! যদি কৃপা কর,
 তাও কহ ; যাব উড়ি ও পদ-আশ্রয়ে
 পিঞ্জর ভাঙিলে উড়ে বিহঙ্গিনী যথা
 নিকুঞ্জে ! কি ছার স্বর্গ তোমার বিহনে ?

শুভক্ষণে কেশী, নাথ, হরিল আমারে ২০
 হেমকূটে ! এখনও বসিয়া বিরলে
 ভাবি সে সকল কথা ! ছিহু পড়ি রথে,
 হায় রে, কুরঙ্গী যথা ক্ষত অস্ত্রাঘাতে !
 সহসা কাঁপিল গিরি ! শুনিহু চমকি
 রথচক্রধ্বনি দূরে শতশ্রোতঃ সম ! ৩৫

শুনিহু গম্ভীর নাদ—‘অরে রে তুর্মতি,
 মুহূর্তে পাঠাব তোরে শমনভবনে,’—
 প্রতিনাদরূপে কেশী নাদিল ভৈরবে !
 হারাইহু জ্ঞান আমি সে ভীষণ স্বনে !

পাইহু চেতন যবে, দেখিহু সম্মুখে ৪০
 চিত্রলেখা সখী সহ ও রূপমাধুরী—
 দেবী মানবীর বাহু ! উজ্জল দেখিহু
 দ্বিগুণ, হে গুণমণি, তব সমাগমে
 হেমকূট হৈমকান্তি—রবিকরে যেন !

রহিহু মুদিয়া আঁধি শরমে, ভ্রমণি ; ৪৫
 কিন্তু এ মনের আঁধি মীলিল হরষে,
 দিনান্তে কমলাকান্তে হেরিলে যেমতি
 কমল ! ভাসিল হিয়া আনন্দ-সলিলে !

চিত্রলেখা পানে তুমি কহিলা চাহিয়া,—
 ‘যথা নিশা, হে রূপসি, শশীর মিলনে ৫০
 ভমোহীনা ; রাত্ৰিকালে অগ্নিশিখা যথা
 ছিন্নধুমপুঞ্জ-কারা ; দেখ নিরখিরা,

এ বরাঙ্গ বররুচি রিচ্যমান এবে
 মোহাস্তে ! ভাঙিলে পাড়, মলিনসলিলা
 হয়ে ক্ষণ, এইরূপে বহেন জাহ্নবী ৫৫
 আবার প্রসাদে, শুভে !—আর যা কহিলে,
 এখনো পড়িলে মনে বাখানি, নৃমণি,
 রসিকতা ! নরকুল ধন্য তব গুণে !
 এ পোড়া হৃদয় কম্পে কম্পবান দেখি
 মন্দারের দাম বক্ষে, মধুচ্ছন্দে তুমি ৬০
 পড়িলা যে শ্লোক, কবি, পড়ে কি হে মনে ?
 ত্রিয়মাণ জন যথা শুনে ভক্তিভাবে
 জীবনদায়ক মন্ত্র, শুনিল উর্বরশী,
 হে সুধাংশু-বংশ-চূড়, তোমার সে গাথা !
 সুরবালা-মনঃ তুমি ভুলালে সহজে, ৬৫
 নররাজ ! কেনই বা না ভুলাবে, কহ ?—
 সুরপুর-চির-অরি অধীর বিক্রমে
 তোমার, বিক্রমাদিত্য ! বিধাতার বরে,
 বজ্রীর অধিক বীর্য্য তব রণস্থলে !
 মলিন মনোজ্ঞ লাজে ও সৌন্দর্য্য হেরি ! ৭০
 তব রূপগুণে তবে কেন না মজ্জিবে
 সুরবালা ? শুন, রাজা ! তব রাজবনে
 স্বয়ম্বরবধু-লতা বরে সাধে যথা
 রসালে, রসালে বরে তেমতি নন্দনে
 স্বয়ম্বরবধু-লতা ! রূপগুণাধীনা ৭৫
 নারীকুল, নরশ্রেষ্ঠ, কি ভাবে কি দিবে—
 বিধির বিধান এই, কহিহু তোমারে !
 কঠোর তপস্যা নর করি যদি লভে
 স্বর্গভোগ ; সর্ব্ব অগ্রে বাঞ্ছে সে ভুঞ্জিতে
 যে স্থির-যৌবন-সুধা—অপিব তা পদে ! ৮০
 বিকাইব কারমনঃ উভয়, নৃমণি,
 আসি তুমি কেন দৌহে প্রেমের বাজারে !

উর্ব্বোধমে উর্ব্বশীরে দেহ স্থান এবে,
 উর্ব্বাশ ! রাজস্ব দাসী দিবে রাজপদে
 প্রজ্ঞাভাবে নিত্য যত্নে । কি আর লিখিব ?
 বিষের ঔষধ বিষ,—শুনি লোকমুখে ।
 মরিতেছিলু. নৃমণি, জ্বলি কামবিষে,
 তেঁই শাপবিষ বুঝি দিয়াছেন ঋষি,
 কৃপা করি ! বিজ্ঞ তুমি, দেখ হে ভাবিয়া !

৮৫

দেহ আজ্ঞা, নরেশ্বর, সুরপুর ছাড়ি
 পড়ি ও রাজীব-পদে, পড়ে বারিধারা
 যথা ছাড়ি মেঘাশ্রয়, সাগর-আশ্রয়ে,—
 নীলানুরাশির সহ মিশিতে আমোদে !

৯০

লিখিলু এ লিপি বসি মন্দাকিনী-তীরে
 নন্দনে । ভূমিষ্ঠভাবে পূজিয়াছি, প্রভু,
 কল্পতরুবরে, কয়ে মনের বাসনা ।
 সুপ্রফুল্ল ফুল দেব পড়িয়াছে শিরে !
 বীচিরবে হরপ্রিয়া শ্রবণ-কুহরে
 আমার কহেন—‘তুই হবি ফলবতী ।’
 এ সাহসে, মহেঘাস, পাঠাই সকাশে
 পত্রিকা-বাহিকা সখী চারু-চিত্রলেখা ।
 থাকিব নিরখি পথ, স্থির-ঐখি হয়ে
 উত্তরার্থে, পৃথ্বীনাথ !—নিবেদনমিতি !

৯৫

১০০

ইতি শ্রীবীরাজনাকাব্যে উর্ব্বশীপত্রিকা নাম
 দশমঃ সর্গঃ ।

একাদশ সর্গ

নীলধ্বজের প্রতি জনা

[মাহেশ্বরী পুরীর যুবরাজ প্রবীর অশ্বমেধ-যজ্ঞাশ্ব ধরিলে,—পার্শ্ব তাহাকে রণে হত করেন। রাজা নীলধ্বজ রায় পার্শ্বের সহিত বিবাদপর্যায় হইয়া সন্ধি করাতে, স্ত্রী জনা পুত্রশোকে একান্ত কাতর হইয়া এই নিম্নলিখিত পত্রিকাখানি রাজসমীপে প্রেরণ করেন। পাঠকবর্গ মহাভারতীয় অশ্বমেধপর্ব পাঠ করিলে ইহার সবিশেষ বিস্তারিত অবগত হইতে পারিবেন।]

বাজিছে রাজ-তোরণে রণবাণ আজি ;
হ্রেষে অশ্ব ; গর্জে গজ ; উড়িছে আকাশে
রাজকেতু ; মুহমূহঃ হকারিছে মাতি
রণমদে রাজসৈন্য ;—কিস্তি কোন্ হেতু ?
সাজিছ কি, নররাজ, যুঝিতে সদলে— ৫
প্রবীর পুত্রের মৃত্যু প্রতিবিধিৎসিতে,—
নিবাইতে এ শোকাগ্নি ফাস্কুনির লোহে ?
এই তো সাজে তোমারে, ক্রতুমণি তুমি,
মহাবাহু ! যাও বেগে গজরাজ যথা
যমদণ্ডসম শুণ্ড আক্ষফালি নিনাদে ! ১০
টুট কিরীটীর গর্বে আজি রণস্থলে !
খণ্ডমুণ্ড তার আন শূল-দণ্ড-শিরে !
অশ্রায় সমরে মূঢ় নাশিল বালকে ;
নাশ, মহেষাস, তারে ! ভুলিব এ জালা,
এ বিষম জালা, দেব, ভুলিব সত্বরে ! ১৫
জন্মে মৃত্যু ;—বিধাতার এ বিধি জগতে ।
ক্রতুকুল-রত্ন পুত্র প্রবীর স্মৃতি,
সম্মুখসমরে পড়ি, গেছে স্বর্গধামে,—
কি কাজ বিলাপে, প্রভু ? পাল, মহীপাল,
ক্রতুধর্ম, ক্রতুকর্ম সাধ ভুজবলে । ২০

হায়, পাগলিনী জনা ! তব সতামাঝে
নাচিছে নর্তকী আজি, গায়ক গাইছে,

উথলিছে বীণাধ্বনি ! তব-সিংহাসনে
বসিছে পুত্রহা রিপু—মিত্রোত্তম এবে !
সেবিছ যতনে তুমি অতিথি-রতনে ।—

২৫

কি লজ্জা ! ছুঃখের কথা, হায়, কব কারে ?

হতজ্ঞান আজি কি হে পুত্রের বিহনে,
মাহেশ্বরী-পুরীশ্বর নীলধ্বজ রথী ?

যে দরুণ বিধি, রাজা, আধারিলা আজি

রাজ্য, হরি পুত্রধনে, হরিলা কি তিনি

৩০

জ্ঞান তব ? তা না হলে, কহ মোরে, কেন

এ পাষণ্ড পাণ্ডুরথী পার্থ তব পুরে

অতিথি ? কেমনে তুমি, হায়, মিত্রভাবে

পরশ সে কর, যাহা প্রবীরের লোহে

লোহিত ? ক্ষত্রিয়ধর্ম এই কি নৃমণি ?

৩৫

কোথা ধনু, কোথা তুণ, কোথা চর্ম, অসি ?

না ভেদি রিপুর বক্ষ তীক্ষ্ণতম শরে

রণক্ষেত্রে, মিষ্টালাপে তুষিছ কি তুমি

কর্ণ তার সভাতলে ? কি কহিবে, কহ,

যবে দেশ-দেশান্তরে জনরব লবে.

৪০

এ কাহিনী,—কি কহিবে ক্ষত্রপতি যত ?

নরনারায়ণ-জ্ঞানে, শুনিহু, পূজিছ

পার্থে রাজা, ভক্তিভাবে ;—এ কি ভ্রান্তি তব ?

হায়, ভোজবালা কুন্তী—কে না জানে তারে,

ঈশ্বরীগী ? তনয় তার জারজ অর্জুনে

৪৫

(কি লজ্জা,) কি গুণে তুমি পূজ, রাজরথি,

নরনারায়ণ-জ্ঞানে ? রে দারুণ বিধি,

এ কি লীলাখেলা তোর, বুঝিব কেমনে ?

একমাত্র পুত্র দিয়া নিলি পুনঃ তারে

অকালে ! আছিল মান,—তাও কি নাশিলি ?

৫০

নরনারায়ণ পার্থ ? কুলটা যে নরী—

বেশ্যা—গর্ভে তার কি হে জনমিলা আসি

হৃষীকেশ ? কোন্ শাস্ত্রে, কোন্ বেদে লেখে—

কি পুরাণে—এ কাহিনী ? দ্বৈপায়ন ঋষি

পাণ্ডব-কীর্তন গান গায়েন সতত ।

৫৫

সত্যবতীসুত ব্যাস বিখ্যাত জগতে ।

ধীবরী জননী, পিতা ব্রাহ্মণ ! করিলা

কামকেলি লয়ে কোলে ভ্রাতৃবধুদ্বয়ে

ধর্মমতি ! কি দেখিয়া, বুঝাও দাসীরে,

গ্রাহ্য কর তাঁর কথা, কুলাচার্য্য তিনি

৬০

কু-কুলের ? তবে যদি অবতীর্ণ ভবে

পার্শ্বরূপে পীতাম্বর, কোথা পদ্মালয়া

ইন্দ্রিরা ? দ্রৌপদী বুঝি ? আঃ মরি, কি সতী !

শাশুড়ীর যোগ্য বধু ! পৌরব-সরসে

নলিনী ! অলির সখী, রবির অধীনী,

৬৫

সমীরণ-প্রিয়া ! ধিক্ ! হাসি আসে মুখে,

(হেন ছুখে) ভাবি যদি পাঞ্চালীর কথা !

লোক-মাতা রমা কি হে এ ভ্রষ্টা রমণী ?

জানি আমি কহে লোক রথীকুল-পতি

পার্শ্ব । মিথ্যা কথা, নাথ ! বিবেচনা কর,

৭০

স্বল্প বিবেচক তুমি বিখ্যাত জগতে ।—

ছদ্মবেশে লক্ষ রাজে ছিলি দুর্মতি

অয়স্বরে । যথাসাধ্য কে বুঝিল, কহ,

ব্রাহ্মণ ভাবিয়া তারে, কোন্ ক্ষত্রবধী,

সে সংগ্রামে ? রাজদলে তেঁই সে জিতিল !

৭৫

দছিল খাণ্ডব ছুঁই কক্ষের সহায়ে ।

শিখণ্ডীর সহকারে কুরুক্ষেত্র রণে

পৌরব-গৌরব ভীষ্ম বৃদ্ধ পিতামহে

সংহারিল মহাপাপী ! দ্রোণাচার্য্য গুরু,—

কি কুহলে নরাধম বধিল তাঁহারে,

৮০

দেখ স্মরি ? বসুন্ধরা গ্রাসিলা সরোষে

রণচক্র ঘরে, হারি ; যবে ব্রহ্মশাপে

মধুসূদন-গ্রন্থাবলী

বিকল সমরে, মরি, কর্ণ মহাযশাঃ,
নাশিল বর্ষের তাঁরে । কহ মোরে, শুনি,
মহারথী প্রথা কি হে এই, মহারথি ?

৮৫

আনায়-মাঝারে আনি যুগেন্দ্রে কোশলে
বধে ভীকুচিত ব্যাধ ; সে যুগেন্দ্র যবে
নাশে রিপু, আক্রমে সে নিজ পরাক্রমে ।

কি না তুমি জান রাজা ? কি কব তোমারে ?

জানিয়া শুনিয়া তবে কি ছলনে ভুল
আত্মপ্লাবা, মহারথি ? হায় রে কি পাপে,
রাজ-শিরোমণি রাজা নীলধ্বজ আজি
নতশির,—হে বিধাতঃ !—পার্শ্বের সমীপে ?
কোথা বীরদর্প তব ? মানদর্প কোথা ?

৯০

চণ্ডালের পদধূলি ব্রাহ্মণের ভালে ?
কুরঙ্গীর অশ্রুবারি নিবায় কি কভু
দাবানলে ? কোকিলের কাকলী-লহরী
উচ্চনাদী প্রভঞ্জে নীরবয়ে কবে ?
ভীকুতার সাধনা কি মানে বলবাহু ?

৯৫

কিস্ত বৃথা এ গঞ্জনা । গুরুজন তুমি ;

১০০

পড়িব বিষম পাপে গঞ্জিলে তোমারে ।
কুলনারী আমি, নাথ, বিধির বিধানে
পরোধীনা ! নাহি শক্তি মিটাই স্ববলে
এ পোড়া মনের বাহু ! হুরস্ত কাস্তুনি
(এ কোস্তেয় যোধে ধাতা সৃজিলা নাশিতে
বিশ্বস্থ !) নিঃসন্তানা করিল আমারে !

১০৫

তুমি পতি, ভাগ্যদোষে বাম মম প্রতি
তুমি ! কোন্ সাধে প্রাণ ধরি ধরাধামে ?
হায় রে, এ জনাকীর্ণ ভবস্থল আজি
বিজন জনার পক্ষে ! এ পোড়া ললাটে
নিখিলা বিধাতা যাহা, ফলিল তা কালে !—

১১০

হা প্রবীর ! এই হেতু ধরিতু কি তোরে,

দশ মাস দশ দিন নানা যত্ন সয়ে,
 এ উদরে ? কোন্ জন্মে, কোন্ পাপে পাপী
 তোর কাছে অভাগিনী, তাই দিলি বাছা, ১১৫
 এ তাপ ? আশার লতা তাই রে ছিঁড়িলি ?
 হা পুত্র ! শোধিলি কি রে তুই এইরূপে
 মাতৃধার ? এই কি রে ছিল তোর মনে ?—
 কেন বৃথা, পোড়া আঁধি, বরষিস্ আজি
 বারিধারা ? রে অবোধ, কে মুছবে তোরে ? ১২০
 কেন বা অলিস্, মনঃ ? কে জুড়াবে আজি
 বাক্য-সুধারসে তোরে ? পাণ্ডবের শরে
 খণ্ড শিরোমণি তোর ; বিবরে লুকায়ে,
 কাঁদি খেদে, মরু, অরে মণিহারা ফণি !—
 যাও চলি, মহাবল, যাও কুরুপুরে ১২৫
 নব মিত্র পার্থ সহ ! মহাযাত্রা করি
 চলিল অভাগা জনা পুত্রের উদ্দেশে !
 ক্ষত্র-কুলবালা আমি ; ক্ষত্র-কুল বধু ;
 কেমনে এ অপমান সব ধৈর্য্য ধরি ?
 ছাড়িব এ পোড়া প্রাণ জাহ্নবীর জলে ; ১৩০
 দেখিব বিন্মুত্তি যদি কৃতান্তনগরে
 লভি অন্তে ! যাচি চির বিদায় ও পদে !
 ফিরি যবে রাজপুরে প্রবেশিবে আসি,
 নরেশ্বর, “কোথা জনা ?” বলি ডাক যদি,
 উত্তরিবে প্রতিধ্বনি “কোথা জনা ?” বলি ! ১৩৫

ইতি শ্রীবীরাজনাকাব্যে জনাপত্রিকা নাম

একাদশঃ সর্গঃ ।

পরিশিষ্ট

বীরাজনা কাব্য ২১ খানি পত্রিকা বা সর্গে সম্পূর্ণ করিবার ইচ্ছা মধুসূদনের ছিল, ১১ খানি পত্রিকা প্রকাশ করিবার পর তিনি আরও কয়েকটি পত্রিকা রচনার হাত দিয়াছিলেন। কিন্তু কোনটিই সম্পূর্ণ হয় নাই। সেই অসম্পূর্ণ পত্রিকাগুলি নিম্নে মুদ্রিত হইল।

ধ্বতরাষ্ট্রের প্রতি গান্ধারী

জন্মান্ত নৃমণি ! তুমি, এ ভারতা পেয়ে
দূতমুখে, অন্ধা হ'লো গান্ধারী কিঙ্করী
আজি হ'তে। পতি তুমি ; কি সাধে ভূজিব
সে সুখ, যে সুখভোগে বঞ্চিলা বিধাতা
তোমারে, হে প্রাণেশ্বর। আনিতেছে দাসী
কাপড়, ভাঁজিয়া তাহে, সাত বার বেড়ি
অন্ধিব এ চক্ষু দুটি কঠিন বন্ধনে,
ভেজাইব দৃষ্টি-দ্বারে কবাট। ঘটিল,
লিখিলা বিধি যা ভালে—আক্ষেপ না করি ;
করিলে, ত্যজিব কেন রাজ-অট্টালিকা,
যাইতে যথায় তুমি দূর হস্তিনাতে ?
দেবাদেশে নরবর বরেছি তোমারে।

* * * *

আর না হেরিবে কভু দেব বিভাবসু
তব বিভাশি দাসী এ ভবমণ্ডলে ;
তুমিও বিদায় কর, হে রোহিণীপতি,
চারু চন্দ্র ; তারা-বৃন্দ তোমরা গো সবে।
আর না হেরিব কভু সখীদলে মিলি
প্রদোষে তোমা সকলে, রশ্মিবিশ্ব যেন
অম্বরসাগরে, কিন্তু স্থিরকান্তি ; যবে
বহেন মলয়ানিল গহন বিপিনে
বাসুকির কণারূপ পর্য্যঙ্কে সুন্দরী—
বসুন্ধরা, যান নিজা নিঃখাসি সৌরভে।

হে নদ তরঙ্গময়, পবনের রিপু
 (যবে ঝড়াকারে তিনি আক্রমেন তোমা)
 হে নদি, পবনপ্রিয়া, সুগন্ধের সহ
 তোমার বদন আসি চুস্বেন পবন,
 হে উৎস গিরি-ছহিতা জননী মা তুমি ;
 নদ, নদী, আশীর্বাদ কর এ দাসীরে ।
 গাঙ্কার-রাজনন্দিনী অন্ধা হলো আজি ।
 আর না হেরিবে কভু হায় অভাগিনী
 তোমাদের প্রিয়মুখ । হে কুশুমকুল,
 ছিনু তোমাদের সখী, ছিনু লো ভগিনী,
 আজি স্নেহহীন হয়ে ছাড়িনু সবারে ;
 স্নেহহীন এ কি কথা ? সুলিতে কি পারি
 তোমা সবে ? স্মৃতিশক্তি যত দিন রবে
 এ দেহে, স্মরিব আমি তোমা সবাকারে ।

অনিরুদ্ধের প্রতি উষা

বাণ-পুরাধিপ বাণ-দানব-নন্দিনী
 উষা, কুতাঞ্জলিপুটে নমে তব পদে,
 যত্বর ! পত্রবাহ চিত্রলেখা সখী—
 দেখা যদি দেহ, দেব, কহিবে বিরলে ।
 প্রাণের রহস্যকথা প্রাণের ঈশ্বরে !
 অকূল পাথারে নাথ, চিরদিন ভাসি
 পাইয়াছি কূল এবে ! এত দিনে বিধি
 দিয়াছেন দিন আজি দীন অধীনীরে !
 কি কহিছ ? ক্ষম দেব, বিবশা এ দাসী
 হরষে, সরসে যথা হাসে কুমুদিনী,
 হেরিয়া আকাশদেশে দেব নিশানাথে
 চিরবাণী ; চাতকিনী কুতুকিনী যথা

মেঘের সূশ্যাম মুষ্টি হেরি শূন্যপথে ।
 তেমতি এ পোড়া প্রাণ নাচিছে পুলকে,
 আনন্দজনিত জল বহিছে নয়নে ।
 দিয়াছি আদেশ নাথ সজিনী-সমূহে,
 গাইছে মধুর গীত, মিলি তারা সবে
 বাজায়ে বিবিধ যন্ত্র । উষার হৃদয়ে
 আশালতা আজি উষা রোপিবে কৌতুকে
 শুন এবে কহি দেব, অপূর্ব কাহিনী ।

যযাতির প্রতি শশ্মিষ্ঠা

দৈত্যকুল-রাজবালা শশ্মিষ্ঠা সুন্দরী
 বলিতে সোহাগে যারে, নরকুলরাজা
 তুমি, হে যযাতি, আজি ভিখারিণী হ'ল,
 ভবসুখে ভাগ্যদোষে দিয়া জলাঞ্জলি ।
 দাবানলে দক্ষ হেরি বন-গৃহ, যথা
 কুরঙ্গী সাবক সব সঙ্গে লয়ে চলে,
 না জানে আবার কোথা আশ্রয় পাইবে ।
 হে রাজন্ ! শিশুত্রয় লয়ে নিজ সাথে
 চলিল শশ্মিষ্ঠা-দাসী কোথায় কে জানে
 আশ্রয় পাইবে তারা ? মনে রেখ তুমি ।
 নয়নের বারি পড়ি ভিজিতে লাগিল
 ঐচল, বুঝিয়া তবু দেখে প্রাণপতি,
 কে তুমি, কে আমি নাথ, কি হেতু আইলু
 দাসীরূপে তব গৃহে রাজবালা আমি ?
 কি হেতু বা থেকে গেলু তোমার সদনে,
 দৈত্যকুল-রাজবালা আমি দাসীরূপে ।

নারায়ণের প্রতি লক্ষ্মী

আর কত দিন, সৌরি, জলধির গৃহে
কাঁদবে অধীনী রমা, কহ তা রমারে ।
না পশে এ দেশে নাথ, কবিকররাশি,
না শোভেন সুখানিধি সুখাংশু বিতরি ;
স্থিরপ্রভা ভাবে নিত্য ক্ষণপ্রভা রূপী ।
বিভা, জন্মি রত্নজালে উজ্জলয়ে পুরী ।
তবুও, উপেন্দ্র, আজ ইন্দিরা ছঃধিনী ।
বাম দামোদর ; তুমি লয়েছ হে কাড়ি
নয়নের মণি তার পাদপদ্ম তব ।
ধরি এ দাসীর কর ও কর-কমলে
কহিলে দাসীরে যবে হে মধুরভাষী,
“যাও প্রিয়ে, বৈনতেয় কুতাঞ্জলিপুটে—
দেখ দাঁড়াইয়া ওই ; বসি পৃষ্ঠাসনে
যাও সিদ্ধুতীরে আজি ।” হায় ! না জানিহু
হইহু বৈকুণ্ঠ্যত হুর্বাসার রোষে ।

নলের প্রতি দময়ন্তী

পঞ্চ দেবে বঞ্চি সাধে স্বয়ম্বর-স্থলে
পূজিল রাজীব-পদ তব যে কিকল্পী,
নরেন্দ্র, বিজন বনে অর্ধ বস্ত্রাবৃত্তা
ত্যজিলে তুমি হে যারে, না জানি কি দোষে,
নমে সে বৈদর্ভী আজি তোমার চরণে ।

ছন্দ শব্দ ও বাক্যাংশের ব্যাখ্যা

বীরাঙ্গনা—এই শব্দ মধুসূদন মাত্র নাটিকা অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন।
'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র উপক্রমে এই কাব্যের পরিচয়-প্রসঙ্গে তিনি
লিখিয়াছিলেন—

বিরহ-লেখন পরে লিখিল লেখনী

যার, বীর জায়া-পক্ষে বীর পতি-গ্রামে ;

এই সম্পর্কে ভূমিকায় উদ্ধৃত মধুসূদনের পত্র দ্রষ্টব্য।

- ১ : ৭। মদকল—মত্ততার জন্য মধুর অক্ষুট শব্দকারী।
২২। প্রফুল্লিত—প্রফুল্ল (মধুসূদনের প্রয়োগ)।
৩৩। মধু—বসন্ত।
৫৩। শিলীমুখ—ভ্রমর।
৬২। গীতিকা—গান, ছন্দোবদ্ধ লিপি।
৮৫। অন্তরিত—অন্তর্গত, মনোগত।
১১৪। দ্বিরদ—দুইটি দাঁত যাহার, হস্তী।
১২৬। অমূল—অমূল্য।
১৩৮। কলাধরে—চন্দ্রে।
১৫৯। পরাণ—“পরানে” সঙ্গত প্রয়োগ হইত।
১৬০। চর—দূত, এখানে পত্রবাহক।
২ : ২৬। দিক্, যথা চিন্তা, তোরে—হে যথা চিন্তা, তোরে দিক্।
৪৯। যুগমদে—কল্পরাকে।
৫২। মধুরে—মধুকে, বসন্তকে।
৬০। মুরজ—মৃদঙ্গ।
ভূম্বকী—একতারা।
৮৯। অবচয়ি—চয়ন করিয়া।
৩ : ৪৮। বালে—বালককে।
৫২। কাল নাগ—ষমসদৃশ অর্থাৎ ভীষণ সর্প।
৫৫। জলাসার—জলধারা, বৃষ্টিধারা।
৭২। বরগুঞ্জমালা—সুন্দর কুঁচের মালা।
৭৩। পীত ধড়া—পীত বসন।
৭৪। ধ্বজবহ্নাহুশ—ধ্বজ, বহ্ন ও অহুশ চিহ্ন, বিষ্ণুর চরণের চিহ্ন।

- ৮৮। শিখণ্ডি (সম্বোধনে)—শিখণ্ডী, ময়ূর।
শিখণ্ড—ময়ূরপুচ্ছ।
মণ্ডে—মণ্ডিত করে।
- ১০৭। বৈনতেয়—বিনতানন্দন, গরুড়।
- ৪ : ১২। পুরনারী-ব্রজ—পুরনারীগণ।
১৪। গায়কী—গায়িকা (মধুসূদনের প্রয়োগ)।
২০। ঝাঁঝরি—কঁসর-জাতীয় বাতাবিশেষ।
৬৬। পথী—পথিক (মধুসূদনের প্রয়োগ)।
৮৯। বিতংস—পাথী ইত্যাদি ধরিবার ফাঁদ, জাল বা রঞ্জু।
১২২। পিতৃ-মাতৃ-হীন পুত্রে—ভরতকে, পিতা মাতা বর্তমান থাকিতেও
তুর্ভাগ্য ভরত মাতৃপিতৃহীনের তুল্য।
- ৫ : ৬। মঞ্জুকেশি (সম্বোধনে)—সুকেশী।
১৩। বঞ্জুল—বেত।
মঞ্জুলে—কুঞ্জে। “বঞ্জুলে-মঞ্জুলে” পাঠ সঙ্গত।
৩২। ভীমখণ্ডা—ভীষণ খাঁড়া।
৩৮। মণিযোনি—মণির উৎপত্তিস্থল।
৪৪। কামরূপা—স্বেচ্ছাক্রমে রূপধারিণী।
৫১। মাঝ—মেঝে।
১৩১। সম—যোগা।
- ৬ : ৯। দিবে—স্বর্গে।
৮২। বৈদর্ভীর—বিদর্ভরাজকন্যার, দময়ন্তীর।
৯২-৯৩। বাহন-বাহার... তাঁর আমি—মেঘকুলপতি যে ইন্দ্রের বাহন, আমি
তাঁহার পুত্রবধু।
১৪৬। আঁধা—অন্ধা।
১৬৬। কামদা—অভীষ্টদাত্রী।
১৬৯। কামধুকে—কামদাত্রী অর্থাৎ অভীষ্টদাত্রী অমরাবতীকে।
১৯২। মহেশ্বাস—মহাধর্মুর্কর।
২০৯। ভ্রাতৃ-ব্রয়ে—ভ্রাতা চারি জনকে হওয়া উচিত ছিল।
- ৭ : ৩৪। প্রহরী—প্রহরণধারী।
৪২। নীরবন্দ—“নীরবিন্দু” হওয়া উচিত ছিল।
৪৫। ক্রমা দেহ—ক্রান্ত হও।
৫৭। আনায়—জাল।
৬৩। রাধেশ—রাধাপুত্র, কর্ণ।

- ৬৬। স্ত্রুতপুত্র—সারথিপুত্র, কর্ণ।
- ৭৬। জিষ্ণু—বিজয়ী, অর্জুন।
- ৮৫। বায়ুজ ধ্বজে—অর্জুনের রথে বায়ুজের (বায়ুপুত্র হনুর) মূর্ত্তি অঙ্কিত
বলিয়া বায়ুজ ধ্বজে, কপিধ্বজ রথে।
- ৯৬। উদ্গদ—মন্ত্র।
- ১২৭। মশান—শ্মশান শব্দের অপভ্রংশ।
- ১৫৯। কেন এ কুষ্প, দেব,—“কেন এ কুষ্প দেব” হওয়া উচিত।
- ৮ : ১৭। দূরদর্শী—হস্তিনায় বসিয়া কুরুক্ষেত্র-সমরাজ্ঞ দেখিতেছিলেন যিনি,
সজয়।
- ৫৪-৫৫। পাণ্ডু-গণ্ড কোপে—হে নাথ, গান্ধীবীর কোপে (কুরুবা তো
বটেই, এমন কি) পাণ্ডবেরাও ত্রাসে পাণ্ডু-গণ্ড।
- ৭৩। পূর্বকথা—জয়দ্রথ কর্তৃক দৌপদীহরণের কথা।
- ৯৭। পৌরব-পঞ্চজ-রবি—পৌরবরূপ পদসমূহের রবি, ভীষ্ম।
- ৯৮। বীর্ঘ্যাকুর—যাহার বীরত্ব স্ফুটনোন্মুখ।
- ১৪৩। মণিতদ্রে—পুত্র সুরথে (কবিকল্পিত নাম)।
- ৯ : ১৬। সাধে—ইচ্ছায়।
- ১৯। সরোরুহ—পদ।
- ১০ : ৪। অস্তোজা—জলজা, সমুদ্র হইতে উথিতা লক্ষ্মী।
- ৪৬। মীলিল—উন্মীলিল, মেলিল।
- ৪৭। কমলাকান্তে—(মুদ্রাকর-প্রমাদ) কমল কাণ্ডে = স্বর্ষে !
- ৫৩। রিচ্যামাম—সংযুক্ত।
- ৫৬। প্রদাদে—হর্ষে, আনন্দে।
- ৮৩। উর্কীধামে—পৃথিবীধামে।
- ১১ : ২। হেবে = হ্রেবে (মধুসূদনের প্রয়োগ)।
- ৬। প্রতিবিধিৎসিতে—প্রতিবিধান করিতে।
- ৩৩। চর্ষ—চাল।

ব্রজাঙ্গনা কাব্য

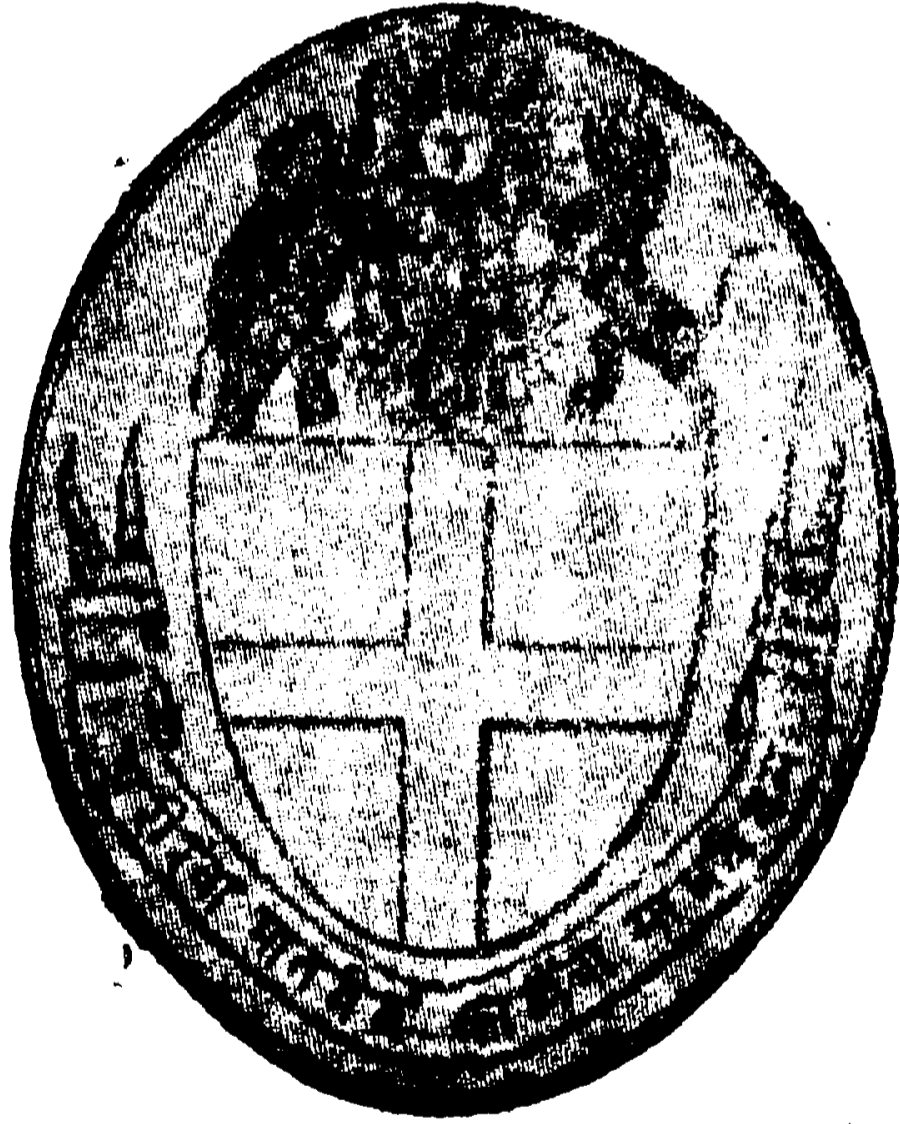
মাইকেল মধুসূদন দত্ত

[১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত]

সম্পাদক :

ব্রজেননাথ বাল্ল্যাপাধ্যায়

সজনীকান্ত দাস



বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৪৩১, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড

কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রকাশক
শ্রীশ্রীমদনমোহন কুমার
সম্পাদক
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ—অগ্রহায়ণ, ১৩৪৭
দ্বিতীয় সংস্করণ—ভাদ্র, ১৩৫০
তৃতীয় মুদ্রণ—বৈশাখ, ১৩৮৪
মূল্য—তিন টাকা

মুদ্রাকর :
শ্রীনেপালচন্দ্র ঘোষ
বঙ্গবাণী প্রিন্টার্স
৫৭/এ, কারাবালা ট্যাক লেন,
কলিকাতা-৭০০০০৬

ভূমিকা

কবি মধুসূদন বাংলা কাব্য-সাহিত্যে বহুবিধ নূতন পদ্ধতির প্রবর্তক, 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য'র রচনা-রীতিও বাংলা দেশে সম্পূর্ণ নূতন; এগুলি সুরে গেয় মহাজন-পদাবলীও নয়, আবার পালায় বিভক্ত কবি বা পাঁচালি-গানও নয়। মধুসূদন স্বয়ং এগুলিকে Ode আখ্যা দিয়াছেন। অমিত্রাকর ছন্দ ও চতুর্দশপদী কবিতার মত মধুসূদন বাংলায় এই শ্রেণীর গীতিকবিতারও জন্মদাতা। তাঁহার সৃষ্টি-প্রতিভার অবিস্মাদিত প্রাধাঙ্গ্য এই সকল নূতন রীতির উপর স্থাপিত।

বহু মহাজন রাধা ও কৃষ্ণের প্রেম-বিরহ লইয়া কাব্য রচনা করিয়াছেন। বাংলা-সাহিত্যের আদিমতম যুগ হইতে আজ পর্যন্ত কাব্যকারগণ এই লোভনীয় বিষয়ের মায়া ত্যাগ করিতে পারেন নাই। প্রেমিক কবি মধুসূদনও রাধাকৃষ্ণকে কেন্দ্র করিয়া কাব্য-রচনার সুযোগ পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি বিচিত্র ছন্দে রাধা-বিরহের গান গাহিয়াছেন। অনেকে ইহার মধ্যে প্রাচীন পদ্ধতির সহিত গরমিল অথবা ইউরোপীয় ভাবের ছায়া দেখিয়াছেন, কিন্তু আসলে এই কাব্যের পংক্তিতে পংক্তিতে যে একটি ভাবোন্মত্ত বাঙালী কবি-চিন্তের সংস্পর্শ আছে, তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সর্বাপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয়, মধুসূদন যখন সচ-আবিষ্কৃত অমিত্রাকর ছন্দের পরীক্ষা করিতেছিলেন, তখনই এই সঙ্গীতমুখর মিল-বহুল কাব্যটি রচিত হইয়াছে। কাব্য বা বিষয়ের বৈচিত্র্য-বিচার আমাদের এই ভূমিকার উদ্দেশ্য নয়। তাঁহার জীবনী ও পত্রাবলী হইতে এই পুস্তক-রচনার কাহিনী যেটুকু পাওয়া যায়, সেইটুকুই এখানে লিপিবদ্ধ হইল।

অমিত্র ছন্দে 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' রচনার সময়ে মধুসূদন সম্ভবতঃ মুখ বদলাইবার জগুই 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' রচনায় হস্তক্ষেপ করেন। তিনি এই কালে নিধু গুপ্ত, রাম বসু, হরু ঠাকুর প্রভৃতির গীতি-কাব্য ও জয়দেব-বিজ্ঞাপতির পদাবলী বিশেষভাবে আলোচনা করিতেছিলেন। ১৮৬০

শ্রীষ্টাকের ২৪ এপ্রিল তারিখে রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত একটি পত্রে আছে :—

I enclose the opening invocation of my "মেঘনাদ"—you must tell me what you think of it. A friend here, a good judge of poetry, has pronounced it magnificent. By the bye, I have a small volume of odes in the press. They are all about poor old Radha and her বিরহ। You shall have a copy as soon as the book is out of the press.

[আমার "মেঘনাদে"র প্রস্তাবনা-অংশ পাঠাইতেছি--তোমার কেমন লাগে অবশ্য জানাইবে। কবিতা সম্বন্ধে ভাল বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন এখানকার একজন বন্ধু ইহার উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন। ভাল কথা, গীতি-কবিতার একটি ছোট পুস্তিকা ছাপিতে দিয়াছি; আমাদের চিরপুরাতন রাধা ঠাকুরাণী ও তাঁহার বিরহ লইয়া ইহা লিখিত। বইটি ছাপাখানার কবল হইতে মুক্ত হইলেই তোমাকে এক খণ্ড পাঠাইব।]

ঐ বৎসরের জুলাই [৭] মাসে রাজনারায়ণকে লিখিত আর একটি পত্রে মধুসূদন বলিতেছেন :—

By the bye রাধার বিরহ is in the press. Somehow or other, I feel backward to publish it. What have I to do with Rhyme.

[আর এক কথা, রাধার বিরহ ছাপা হইতেছে। কেন জানি না, বইটি প্রকাশ করিতে আমার সঙ্কোচ হইতেছে। মিত্রচ্ছন্দের ব্যাপারে আমি কেন থাকি ?]

ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' মধুসূদন অন্তরের আবেগেই লিখিয়াছিলেন। নূতন পরীক্ষার জন্ত নয়। লিখিয়া তাঁহার লজ্জাবোধ হইয়াছিল। এই ক্ষুদ্র কাব্যটি সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ মমতা যে ছিল, এরূপও মনে হয় না; যদিও ইহার কিছু দিন পরেই তিনি রাজনারায়ণকে লিখিয়াছিলেন—

Have you received a copy the Odes (Brajangana)? Pray, why then are you silent? Some fellows here pretend to be enchanted with them.

[গীতিকবিতাগুলির (ব্রজাঙ্গনার) এক খণ্ড তোমার হাতে পৌঁছিয়াছে কি? দোহাই তোমার, পাইয়া থাকিলে সে সম্বন্ধে নীরব থাকিও না। এখানকার কেহ কেহ উহা পড়িয়া মোহিত হইয়া গিয়াছে এরূপ ভাব দেখাইতেছে।]

ইহাতে আগ্রহের অপেক্ষা কোতুক বেশি। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ আগষ্ট তারিখের একটি পত্রে (রাজনারায়ণকে লিখিত) এই মনোভাব স্পষ্টতর হইয়া উঠিয়াছে :—

I think you are rather cold towards the poor lady of Braja. Poor man ! When you sit down to read poetry, leave aside all religious bias. Besides, Mrs Radha is not such a bad woman after all. If she had a "Bard" like your humble servant from the beginning, she would have been a very different character. It is the vile imagination of poetasters that has painted her in such colours.

[মনে হইতেছে, ব্রজের অঙ্গনা বেচারাকে তুমি উপেক্ষাই করিয়াছ। হায় হতভাগ্য ! কবিতা-পাঠের সময় ধর্মের সংস্কার শিকায় তুলিয়া রাখিতে হয়। তা ছাড়া, শ্রীমতী রাধা মোটের উপর তেমন মন্দ লোক নন। যদি স্বরূপ হইত এই অধীনের মত একজন চারণ তাঁহার জুটিত, তাহা হইলে তাঁহার চরিত্র ভিন্নরূপ দেখিতে পাইতে। তথাকথিত কবিদের দৃষ্ট কল্পনাই তাঁহাকে এরূপ রঙে চিত্রিত করিয়াছে।]

এই পত্র হইতেই বুঝা যায়, মধুসূদন ব্রজাঙ্গনা বলিতে রাধাকেই বুঝিয়াছেন। 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' রাধা-বিরহের কাব্য।

ব্রজাঙ্গনার প্রকাশ সম্বন্ধে মধুসূদনের চিঠিতে নিম্নলিখিত মন্তব্যটুকু মাত্র পাওয়া যায়। এই পত্রটিও রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত।

The "Odes" are out, and I have requested Baboo Baikantath Dutta (a co-religionist of yours) who is the proprietor of the copy-right, to send you a copy.

[গীতিকবিতাগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। এই পুস্তকের স্বত্বাধিকারী বাবু বৈকুণ্ঠনাথ দত্তকে (তোমার সমধর্মী) ইহার এক খণ্ড তোমার কাছে পাঠাইবার জন্ত অনুরোধ করিয়াছি।]

এই বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত সম্বন্ধে খবর 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি'তে আছে। তিনি বলিতেছেন :—

মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয় কিরূপ সহদয় ব্যক্তি ছিলেন তাহার একটা ঘটনা বলিতেছি। বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত নামে আমাদের একজন পরিচিত এবং অল্পমত লোক ছিলেন। তিনি সর্বদাই তাঁর টাকে হাতে বুলাইতেন এবং ব্যবসা সম্বন্ধীয় নানাবিধ মতলব আন্টিতেন। কিন্তু কোন ব্যবসায়েই তিনি লাভবান হইতে পারেন

নাই। যে কাষেই তিনি হস্তক্ষেপ করিয়াছেন তাহাতেই কতিগ্রস্ত হইয়াছেন। কিন্তু এ দিকে তিনি একজন প্রকৃত কাব্যরসিক ও রসজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। মাইকেলের নিকট হইতে “ব্রজাঙ্গনা” কাব্যের পাণ্ডুলিপি লইয়া পড়িয়া অবধি, তিনি মাইকেলের অতিশয় অমুরক্ত হইয়া পড়েন “ব্রজাঙ্গনা” পড়িয়া তিনি মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। মাইকেল তাহাই জানিতে পারিয়া—“ব্রজাঙ্গনা”র সমস্ত স্বত্ব (copyright) সেই পাণ্ডুলিপি অবস্থাতেই বৈকুণ্ঠবাবুকে দান করেন। বৈকুণ্ঠবাবু নিজ-ব্যয়ে কাব্যখানি প্রথম প্রকাশ করেন।— পৃ. ৬৭-৬৮।

বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত প্রথম সংস্করণের পুস্তকে একটি “বিজ্ঞাপন” লিখিয়া-
ছিলেন। এই বিজ্ঞাপনের তারিখ ২৮ আষাঢ়, ১২৬৮; অর্থাৎ ১৮৬১
খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসের মাঝামাঝি ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল।
প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্র এইরূপ—

ব্রজাঙ্গনা কাব্য। / কবিবর শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুসূদন দত্ত / প্রণীত। / গোপী-
ভর্তৃবিরহবিধুরা—” / উন্নতবে—” পদাঙ্কদৃত। / শ্রী আর, এম্, বসু কোম্পানী
কর্তৃক / প্রকাশিত। / কলিকাতা সূচাক যন্ত্রে শ্রীলালচাঁদ বিশ্বাস এণ্ড কোম্পানী /
কর্তৃক বাহির মুদ্রাপুর ১৩ সঙ্খ্যক / ভবনে মুদ্রিত। / ১৮৬১। /

প্রথম সংস্করণের “বিজ্ঞাপন”টিও ছবজ উদ্ধৃত হইল—

বিজ্ঞাপন।

কবিবর শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয়ের কাব্যাদি রচনা করিবার যে
প্রকার অদ্ভুতশক্তি, তাহা তৎপ্রণীত অতুলকাল-সম্মত “শশিষ্ঠা,” “পদ্মাবতী” ও
“কৃষ্ণকুমারী” নাটক, “একেই কি বলে সভ্যতা?”, “বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁয়া,”
অমিত্রাক্ষর “তিমোত্তমাসম্ভব” এবং “মেঘনাদবধ কাব্য” প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রদান
করিতেছে; আমি তাহার কি বর্ণন করিব? তিনি শেষোক্ত দুই খানি গ্রন্থ রচনা
করিয়া যে বাঙ্গলা ভাষায় একটি নূতন কাব্য রচনার পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, ইহা
অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক।

তাঁহার অমিত্রাক্ষর কবিতা রচনাতে ষাটশ অমুরাগ মিতাক্ষরে কিছু সেরূপ
নাই বটে; তথাপি তিনি যে প্রণালীতে এই ক্ষুদ্র কাব্যখানি রচনা করিয়াছেন,
ইহাতে তাঁহার মিত্রামিত্র উভয়াক্ষর অক্ষরেই তদ্রচনার ক্ষমতা প্রতিপন্ন করিতেছে।

শ্রীকৃষ্ণের লীলা বিষয়ে শ্রীমতী রাধিকার প্রেম প্রসঙ্গে অনেকেই অনেক প্রকার
কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন ও করিতেছেন, কিন্তু বাঙ্গলা ভাষায় একরূপ নূতন ছন্দ
ও স্মধুর নবভাব পরিপূর্ণিত কবিতা এ পর্যন্ত কেহই রচনা করেন নাই বোধ হয়।

সদহৃদয় কবির দত্ত মহোদয় স্বীয় বদান্ততা ও ঔদার্যগুণে এই গ্রন্থ খানির স্বত্বাধিকার পরিত্যাগ করিয়া এক কালে আমাকে দান করিয়াছেন। আমি তদীয় দাতৃত্ব ও মহত্বগুণ কীর্তনপূর্বক তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করত কবরডাঙ্গা হিত শ্রীযুক্ত আর. এম. বসু কোম্পানী দ্বারা এই গ্রন্থ খানি প্রকাশ করিলাম।

আপাততঃ এই গ্রন্থ খানির 'বিরহ' বিষয়টি ১৮টি প্রস্তাবে প্রথম সর্গে প্রকাশিত হইল ; যদি পাঠকমণ্ডলীর নিকটে কালকালিনী ব্রজাঙ্গনাকে সুমধুরভাষিনী-রূপে সমাদৃত হইতে দেখা যায়, তাহা হইলে গ্রন্থকারের শ্রম সাফল্য এবং প্রকাশকের ব্যয়ের সার্থকতা জ্ঞান করত সোৎসুকচিত্তে শ্রীমন্দের নন্দন শ্রীকৃষ্ণের সহিত বৃকভানু নন্দিনী শ্রীমতী রাধিকার সন্মিলন, সন্তোষাদি বিষয় ক্রমশঃ সর্গান্তর হইতে সর্গান্তরে প্রকটনপূর্বক ব্রজাঙ্গনাকে সর্বাঙ্গসৌষ্ঠবান্বিতা করিতে যত্নবান্ হইব ইতি।

কলিকাতা

২৮ আষাঢ় ১২৬৮।

শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দত্ত

পুনশ্চঃ গ্রন্থের স্বত্বাধিকার রক্ষার জন্ত ষে রাজ নিয়ম প্রচলিত আছে সেই নিয়মানুসারে এই গ্রন্থ খানি রেজেষ্টরী করিলাম।

“অমিত্রাক্ষর কবিতা রচনাতে অনুরাগ” সত্ত্বেও মধুসূদন এই ছন্দোবদ্ধ গাথাগুলি রচনা করিয়া বিশেষ আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন। গতানুগতিক পয়ার ও ত্রিপদীর মোহ এড়াইয়া তিনি নিজের আবিষ্কৃত (নানা ছন্দের সংমিশ্রণে) ছন্দ-স্তবক-পদ্ধতির পরীক্ষায় ‘ব্রজাঙ্গনা কাব্য’ ফাঁদিয়াছিলেন। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ জুলাই তারিখে তিনি রাজনারায়ণ বসুকে লিখিয়াছিলেন :—

I have made up my mind to write (Deo volente!) three short poems in Blank-verse, and then do something in rhyme; don't fancy I am going to inflict পয়ার and ত্রিপদী on you. No! I mean to construct a stanza like the Italian Ottava Rima and write a romantic tale in it,...

[ভগবান্ ষাি বিরূপ না হন, অমিত্রাক্ষন্দে তিনটি ছোট কবিতা এবং পরে মিত্রাক্ষন্দে কিছু লিখিতে মনস্থ করিয়াছি; তোমাদের উপর পয়ার ও ত্রিপদীর বোঝা চাপাইব, এরূপ কল্পনা করিও না। ইতালীয় অট্টাভা রিমার আদর্শে ছন্দ-স্তবক সৃষ্টি করিয়া তাহাতেই একটি প্রেমের গল্প লিখিতে চাই।]

এই কার্য যে তিনি নিজের অভিপ্রায়ানুযায়ী করিয়া যাইতে পারিয়াছিলেন, রাজনারায়ণের নিকট লিখিত পরবর্তী চিঠিতেই তাহার প্রমাণ আছে :—

How [Here ?] you are, old boy, a Tragedy, a volume of Odes, and one half of a real Epic poem ! All in the course of one year ; and that year only half old !

[বন্ধু, দেখিতেছ ত—একটি বিয়োগান্ত নাটক, একটি গীতিকবিতা-সংগ্রহ এবং খাঁটি মহাকাব্যের আধখানা—সমস্তই এক বছরে ! এক বছর কেন ; ছয় মাসে !]

প্রথম সংস্করণের “বিজ্ঞাপনে” এই কাব্যের অগ্ৰাণু সর্গ প্রকাশের উল্লেখ আছে। মধুসূদন রাধা-বিরহ আরও খানিকটা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন ; দুঃখের বিষয়, তিনটি স্তবকের বেশী তিনি অগ্রসর হইতে পারেন নাই। এই অংশও আমরা গ্রন্থশেষে সংযোজন করিলাম।

মধুসূদনের জীবিতকালে ‘ব্রজাঙ্গনা কাব্য’র দুইটি সংস্করণ হইয়াছিল। পাঠভেদ গ্রন্থশেষে দ্রষ্টব্য।

দুঃখ শব্দ ও বাক্যাংশের অর্থ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় মন্তব্য “পরিশিষ্টে” প্রদত্ত হইল।

ब्रजसुनल कलवु

[ॡॡॡॡ ॡॡॡॡ ॡॡॡॡ ॡॡॡॡ ॡॡॡॡ]

ব্রজাঙ্গনা কাব্য

প্রথম সর্গ

[বিরহ]

১

বংশী-ধ্বনি

১

নাচিছে কদম্বমূলে, বাজায় মুরলী, রে,
রাধিকারমণ ।

চল, সখি, তরা করি, দেখিগে প্রাণের হরি
ব্রজের রতন ।

চাতকী আমি স্বজনি শুনি অলধর-ধ্বনি
কেমনে ধৈর্যজ ধরি থাকি লো এখন ?

যাক্ মান, যাক্ কুল, মন-তরী পাবে কুল ;
চল, ভাসি প্রেমনীরে, ভেবে ও চরণ ।

২

মানস সরসে, সখি, ভাসিছে মরাল, রে,
কমল কাননে ।

কমলিনী কোন্ ছলে, থাকিবে ডুবিয়া জলে,
বঞ্চিয়া রমণে ?
যে যাহারে ভাল বাসে, সে যাইবে তার পাশে—
মদন রাজ্যের বিধি লজ্জিব কেমনে ?
যদি অবহেলা করি, কৃষিবে শস্যর-অরি ;
কে সস্থরে স্মর-শরে এ তিন ডুবনে !

৩

ওই গুন, পুনঃ বাজে মজাইয়া মন, রে,
মুরারির বাঁশী !
সুমন্দ মলয় আনে ও নিনাদ, মোর কানে—
আমি শ্যাম-দাসী ।
জলদ গরজে যবে, ময়ূরী নাচে সে রবে ;—
আমি কেন না কাটিব শরমের ফাঁসি ?
সৌদামিনী ঘন সনে, ভ্রমে সদানন্দ মনে ;—
রাধিকা কেন ত্যজিবে রাধিকাবিলাসী ?

৪

ফুটিছে কুসুমকুল মঞ্জু কুঞ্জবনে, রে,
যথা গুণমণি !
হেরি মোর শ্যামচাঁদ, পীরিতের ফুল-কাঁদ,
পাতে লো ধরণী !
কি লজ্জা ! হা ধিক্ তারে, ছয় ঋতু বরে যারে,
আমার প্রাণের ধন লোভে সে রমণী ?
চল, সখি শীঘ্র যাই, পাছে মাধবে হরাই,—
মণিহারি ফণিনী কি বাঁচে লো স্বজনি ?

ব্রজাঙ্গনা কাব্য

৫

৫

সাগর উদ্দেশ্যে নদী ভ্রমে দেশে দেশে, রে,
অবিরাম গতি ;—
গগনে উদিলে শশী, হাসি যেন পড়ে খসি,
নিশি রূপবতী ;
আমার প্রেম-সাগর, দুয়ারে মোর নাগর,
তারে ছেড়ে রব আমি ? ধিক্ এ কুমতি ।
আমার সুধাংশু নিধি— দিয়াছে আমার বিধি—
বিরহ আধারে আমি ? ধিক্ এ যুকতি ।

৬

নাচিছে কদম্বমূলে, বাজায়ে মুরলী, রে,
রাধিকারমণ ।
চল, সখি, স্বরা করি, দেখিগে প্রাণের হরি,
গোকুল রতন ।
মধু বহে ব্রজাঙ্গনে, স্মরি ও রাঙা চরণে,
যাও যথা ডাকে তোমা শ্রীমধুসূদন ।
যৌবন মধুর কাল, আশু বিনাশিবে কাল,
কালে পিও প্রেমমধু করিয়া যতন ।

২

জলধর

১

চেয়ে দেখ, প্রিয়সখি, কি শোভা গগনে ।
সুগন্ধ-বহ-বাহন, সৌদামিনী সহ ঘন
ভ্রমিতেছে মন্দগতি প্রেমানন্দ মনে ।

ইন্দ্র-চাপ রূপ ধরি, মেঘরাজ ধ্বজোপরি,
শোভিতেছে কামকেতু— খচিত রতনে !

২

লাজে বৃজি গ্রহরাজ মুদিছে নয়ন !
মদন উৎসবে এবে, মাতি ঘনপতি সেবে
রতিপতি সহ রতি ভুবনমোহন !
চপলা-চাঞ্চল্য হয়ে, হাসি প্রাণনাথে লয়ে
তুষিছে তাহায় দিয়ে ঘন আলিঙ্গন !

৩

নাচিছে শিখিনী সুখে কেকা রব করি,
হেরি ব্রজ কুঞ্জবনে, রাধা রাধাপ্রাণধনে,
নাচিত যেমতি যত গোকুল সুন্দরী !
উড়িতেছে চাতকিনী শূন্য পথে বিহারিণী
জয়ধ্বনি করি ধনী— জলদ-কিঙ্করী !

৪

হায় রে কোথায় আজি শ্যাম জলধর ।
তব প্রিয় সৌদামিনী, কাঁদে নাথ একাকিনী
রাধারে ভুলিলে কি হে রাধামনোহর ?
রত্নচূড়া শিরে পরি, এস বিশ্ব আলো করি,
কনক উদয়াচলে যথা দিনকর !

৫

তব অপরূপ রূপ হেরি, গুণমণি,
অভিमानে ঘনেশ্বর যাবে কাঁদি দেশান্তর,
আখণ্ড-ধনু লাজে পালাবে অমনি ;

ব্রজাঙ্গনা কাব্য

৭

দিনমণি পুনঃ আসি উদিকে আকাশে হাসি ;
রাধিকার সুখে সুখী হইবে ধরনী ;

৬

নাচিবে গোকুল নারী, যথা কমলিনী
নাচে মলয় হিল্লোলে সরসী-রূপসী-কোলে,
 রুণু রুণু মধু বোলে বাজায়ে কিঙ্কিনী !
বসাইও ফুলাসনে এ দাসীরে তব সনে
 তুমি নব জলধর এ তব অধীনী !

৭

অরে আশা আর কি রে হবি ফলবতী ?
আর কি পাইব তারে সদা প্রাণ চাহে যারে
 পতি-হারা রতি কি লো পাবে রতি-পতি ?
মধু কহে হে কামিনী, আশা মহামায়াবিনী !
 মরীচিকা কার তুষা কবে তোষে সতি ?

৩

ষমুনাতাটে

১

মূহু কলরবে তুমি, ওহে শৈবলিনি,
কি কহিছ ভাল করে কহ না আমারে ।
সাগর-বিরহে যদি, প্রাণ তব কাঁদে, নদি,
তোমার মনের কথা কহ রাধিকারে—
তুমি কি জান না, ধনি, সেও বিরহিনী ?

মধুসূদন-গ্রন্থাবলী

২

তপনতনয়া তুমি ; তেঁই কাদস্থিনী
পালে তোমা শৈলনাথ-কাঞ্চন-স্তবনে ;
জন্ম তব রাজকূলে, (সৌরভ জনমে ফুলে)
রাধিকারে লজ্জা তুমি কর কি কারণে ?
তুমি কি জান না সেও রাজার নন্দিনী ?

৩

এস, সখি, তুমি আমি, বসি এ বিরলে !
হৃজনের মনোজ্বালা জুড়াই হৃজনে ;
তব কূলে, কল্লোলিনী, তুমি আমি একাকিনী,
অনাথা অতিথি আমি তোমার সদনে—
তিতিছে বসন মম নয়নের জলে !

৪

ফেলিয়া দিয়াছি আমি যত অলঙ্কার—
রতন, যুকুতা, হীরা, সব আভরণ !
ছিঁড়িয়াছি ফুল-মালা জুড়াতে মনের জ্বালা,
চন্দন চর্চিত দেহে ভস্মের লেপন !
আর কি এ সবে সাদ আছে গো রাখার ?

৫

তবে সিন্দুরবিন্দু দেখিছ ললাটে,
সধবা বলিয়া আমি রেখেছি ইহারে !
কিন্তু অগ্নিশিখা সম, হে সখি, সীমন্তে মম
জ্বলিছে এ রেখা আজি—কহিনু তোমারে—
গোপিলে এ সব কথা প্রাণ-যেন ফাটে !

ব্রজাঙ্গনা কাব্য

৫

৬

বসো আসি, শশিমুখি, আমার আঁচলে,
কমল আসনে বধা কমলবাসিনী ।
ধরিয়ো তোমার গলা, কাঁদি লো আমি অবলা,
কণেক তুলি এ আলা, ওহে প্রবাহিনি ।
এস গো বসি হুজনে এ বিজন স্থলে ।

৭

কি আশ্চর্য্য ! এত করে করিছ মিনতি,
তবু কি আমার কথা শুনিলে না, ধনি ?
এ সকল দেখে শুনে, রাখার কপাল-শুণে,
তুমিও কি স্থণিলা গো রাখার, স্বজনি ?
এই কি উচিত তব, ওহে শ্রোতস্বতি ?

৮

হার রে তোমায়ে কেন দোষি, ভাগ্যবতি ?
ভিখারিণী রাখা এবে—তুমি রাজরাণী ।
হরপ্রিয়া মন্দাকিনী, স্নতগে, তব সঙ্গিনী,
অর্পন সাগর করে তিনি তব পানি ।
সাগর-বাসরে তব তাঁর সহ গতি ।

৯

বুহু হাসি নিশি আসি দেখা দেয় যবে,
মনোহর সাজে তুমি সাজ লো কামিনী ।
তারাময় হার পরি, শশধরে শিরে ধরি,
কুমুদার কবরী, তুমি বিনোদিনী,
ক্রতগতি পতিপাশে যাও কলরবে ।

হায় রে এ ব্রজে আজি কে আছে রাখার ?
 কে জানে এ ব্রজজনে রাখার যাতন ?
 দিবা অবসান হলে, রবি গেলে অস্তাচলে,
 যদিও ঘোর তিমিরে ডোবে ত্রিভুবন,
 নলিনী যেমনি বলে—এত আলা কার ?

উচ্চ তুমি নীচ এবে আমি হে যুবতি,
 কিন্তু পর-হুঃখে হুঃখী না হয় যে জন,
 বিফল জনম তার অবশ্য সে ছরাচার ।
 মধু কহে, মিছে ধনি করিছ রোদন,
 কাহার হৃদয়ে দয়া করেন বসতি ?

ময়ূরী

তরুশাখা উপরে, শিখিনি,
 কেনে লো বসিয়া তুই বিরস বদনে ?
 না হেরিয়া শ্যামচাঁদে, তোরাও কি পরাণ কাঁদে,
 তুইও কি হুঃখিনী !
 আহা ! কে না ভালবাসে রাখিকারমণে ?
 কার না জুড়ায় অধি শশী, বিহাজিনি ?

২

আর, পাখি, আমরা হুজনে
 গলা ধরাধরি করি ভাবি লো নীরবে ;
 নবীন নীরদে প্রাণ, তুই করেছিস্ দান—
 সে কি তোর হবে ?
 আর কি পাইবে রাখা রাখিকারণে ?
 তুই ভাব, ঘনে, ধনি, আমি শ্রীমাধবে ।

৩

কি শোভা ধরয়ে জলধর,
 গভীর গরজি যবে উড়ে সে গগনে !
 স্বর্ণবর্ণ-শক্র ধনু— রতনে খচিত তনু—
 চূড়া শিরোপর ;
 বিজলী কনক দাম পরিয়া যতনে,
 মুকুলিত লতা যথা পরে তরুবর ।

৪

কিন্তু ভেবে দেখ লো কামিনি,
 মম শ্যাম-রূপ অনুপম ত্রিভুবনে ।
 হায়, ও রূপ-মাধুরী, কার মন নাহি চুরি,
 করে, রে শিখিনি !
 যার অঁখি দেখিয়াছে রাখিকামোহনে,
 সেই জানে কেনে রাখা কুলকলঙ্কিনী !

৫

তরুশাখা উপরে, শিখিনি,
 কেনে লো বসিয়া তুই বিরসবদনে ?

না হেরিয়া শ্রামটাদে, তোরও কি পরাণ কাঁদে,
 তুই ও কি হুঃখিনী ?
 আহা ! কে না ভাববাসে শ্রীমধুসূদনে ?
 মধু কহে, যা কহিলে, সত্য বিনোদিনি !

৫

পৃথিবী

১

হে বসুধে, জগৎজননি !
 দয়াবতী তুমি, সতি, বিদিত ভুবনে !
 যবে দশানন অরি,
 বিসর্জিতা হত্যাশনে জানকী সুন্দরী,
 তুমি গো রাখিলা বরাননে ।
 তুমি, ধনি, দ্বিধা হয়ে, বৈদেহীরে কোলে লয়ে,
 জুড়ালে তাহার আলা বাসুকি-রমণি !

২

হে বসুধে, রাখা বিরহিনী !
 তার প্রতি আজি তুমি বাম কি কারণে ?
 শ্রামের বিরহানলে, স্তম্ভগে, অভাগা অলে,
 তারে যে কর না তুমি মনে ?
 পুড়িছে অবলা বালা, কে স্মরে তার আলা,
 হার, এ কি রীতি তব, হে স্বভুকামিনি !

৩

শমীর হৃদয়ে অগ্নি জ্বলে—
 কিন্তু সে কি বিরহ-অনল, বসুন্ধরে ?
 তা হলে বন-শোভিনী
 জীবন যৌবনতাপে হারাত তাপিনী—
 বিরহ ছরুহ ছুহে হরে !
 পুড়ি আমি অভাগিনী, চেয়ে দেখ না মেদিনি,
 পুড়ে যথা বনস্থলী ঘোর দাবানলে !

৪

আপনি তো জান গো ধরণি
 তুমিও তো ভালবাস ঋতুকুলপতি !
 তার শুভ আগমনে
 হাসিয়া সাজহ তুমি নানা আভরণে—
 কামে পেলো সাজে যথা রতি !
 অলকে ঝলকে কত ফুল-রত্ন শত শত !
 তাহার বিরহ ছুঃখ ভেবে দেখ, ধনি !

৫

লোকে বলে রাখা কলঙ্কিনী !
 তুমি তারে ঘৃণা কেনে কর, সীমস্তিনী ?
 অনন্ত, অলখি নিধি—
 এই ছুই বরে তোমা দিয়াছেন বিধি,
 তবু তুমি মধুবিলাসিনী !
 শ্রাম মম প্রাণ স্বামী— শ্রামে হারিয়েছি আমি,
 আমার ছুঃখে কি তুমি হও না দুঃখিনী ?

•

হে মহি, এ অবোধ পরাগ
 কেমনে করিব স্থির কহ গো আমারে ?
 বসন্তরাজ বিহনে
 কেমনে বাঁচ গো তুমি—কি ভাবিয়া মনে—
 শেখাও সে সব রাধিকারে !
 মধু কহে, হে সুন্দরি, থাক হে ধৈর্য ধরি,
 কালে মধু বসুধারে করে মধুদান !

৬

প্রতিধ্বনি

১

কে তুমি, শ্যামেরে ডাক রাখা যথা ডাকে -
 হাহাকার হবে ?
 কে তুমি, কোন্ যুবতী, ডাক এ বিরলে, সতি,
 অনাথা রাধিকা যথা ডাকে গো মাধবে ?
 অভয় হৃদয়ে তুমি কহ আসি মোরে—
 কে না বাঁধা এ জগতে শ্যাম-প্রেম-ডোরে !

২

কুমুদিনী কায়, মনঃ সঁপে শশধরে—
 ভুবনমোহন !

চকোরী শশীর পাশে, আসে সদা সুখা আশে,
 নিশি হাসি বিহারয়ে লয়ে হেস রতন ;

এ সকলে দেখিয়া কি কোপে কুমুদনী ?
স্বজনী উভয় তার—চকোরী, যামিনী ।

৩

বুঝিলাম এতক্ষণে কে তুমি ডাকিছ—
আকাশ-নন্দিনি ।

পৰ্ব্বত গহন বনে, বাস তব, বরাননে,
সদা রঙ্গরসে তুমি রত, হে রঙ্গিণি !
নিরাকারা ভারতি, কে না জানে তোমারে ?
এসেছ কি কাঁদিতে গো লইয়া রাধারে ?

৪

জানি আমি, হে স্বজনি, ভাল বাস তুমি,
মোর শ্যামধনে ।

শুনি মুরারির বাঁশী, গাইতে তুমি গো আসি,
শিখিয়া শ্যামের গীত, মঞ্জু কুঞ্জবনে ।
রাধা রাধা বলি যবে ডাকিতেন হরি—
রাধা রাধা বলি তুমি ডাকিতে, সুন্দরি ।

৫

যে ব্রজে শুনিতে আগে সঙ্গীতের ধ্বনি,
আকাশসম্ভবে,

ভূতলে নন্দনবন, আছিল যে বৃন্দাবন,
সে ব্রজ পুরিছে আজি হাহাকার রবে ।
কত যে কাঁদে রাধিকা কি কব, স্বজনি,
চক্রবাকী সে—এ তার বিরহ রজনী ।

৬

এস, সখি, তুমি আমি ডাকি ছই অনে
রাধা-বিনোদন ;

যদি এ দাসীর রব, কুরব ভেবে মাধব
না শুনেন, শুনবেন তোমার বচন !
কত শত বিহঙ্গিনী ডাকে ঋতুবরে—
কোকিলা ডাকিলে তিনি আসেন সত্বরে !

৭

না উত্তরি মোরে, রামা, যাহা আমি বলি,
তাই তুমি বল ?

আনি পরিহাসে রত, রঙ্গিণি, তুমি সতত,
কিস্ত আজি উচিত কি তোমার এ হল ?
মধু কহে, এই রীতি ধরে প্রতিধ্বনি,—
কাঁদ, কাঁদে ; হাস, হাসে, মাধব-রমণি ।

৭

উষা

১

কনক উদয়াচলে তুমি দেখা দিলে,
হে সুর-সুন্দরি !

কুমুদ মুদরে অঁাধি, কিস্ত সুখে গায় পাখী,
গুঞ্জরি নিকুঞ্জে অমে ভ্রমর ভ্রমরী ;
বরসরোজিনী ধনী, তুমি হে তার স্বজনী,
নিত্য তার প্রাণনাথে আন সাথে করি ।

২

তুমি দেখাইলে পথ যায় চক্রবাকী
যথা প্রাণপতি !

ব্রজাঙ্গনে দয়া করি, লয়ে চল যথা হরি,
পথ দেখাইয়া তারে দেহ শীঘ্রগতি !
কাঁদিয়া কাঁদিয়া আঁধা, আজি গো শ্যামের রাধা
যুচাও আঁধার তার, হৈমবতি সতি ।

৩

হায়, উষা, নিশাকালে আশার স্বপনে
ছিলাম ভুলিয়া,
ভেবেছিহু তুমি, ধনি, নাশিবে ব্রজ রজনী,
ব্রজের সরোজরবি ব্রজে প্রকাশিয়া !
ভেবেছিহু কুঞ্জবনে পাইব পরাণধনে,
হেরিব কদম্বমূলে রাধা বিনোদিয়া ।

৪

মুকুতা-কুণ্ডলে তুমি সাজাও, ললনে,
কুসুমকামিনী ;
আন মন্দ সমীরণে বিহারিতে তার সনে,
রাধা বিনোদনে কেন আন না, রঙ্গিণি ?
রাধার ভূষণ যিনি, কোথায় আজি গো তিনি ?
সাজাও আনিয়া তাঁরে রাধা বিরহিণী ।

৫

ভালে তব অলে, দেবি, আশ্রময় মণি—
বিমল কিরণ ;

আর কি নাচে লো তমালের তলে
 বনমালিয়া ?
 প্রেমের পিঞ্জর, ভাঙি পিকবর,—
 গেছে উড়িয়া !

৪

আর কি বাজে লো মনোহর বাঁশী
 নিকুঞ্জবনে ?
 ব্রজ সুধানিধি শোভে কি লো হাসি,
 ব্রজগগনে ?
 ব্রজ কুমুদিনী এবে বিলাপিনী
 ব্রজভবনে !

৫

হায় রে যমুনে, কেনে না ডুবল
 তোমার জলে
 অদয় অক্রুর, যবে সে আইল
 ব্রজমণ্ডলে ?
 ক্রুর দূত হেন, বধিলে না কেন
 বলে কি ছলে ?

৬

হরিল অধম মম প্রাণ হরি
 ব্রজরতন !
 ব্রজবনমধু নিল ব্রজ অরি
 দলি ব্রজবন ?
 কবি মধু ভণে, পাবে, ব্রজাঙ্গনে,
 মধুসুদন

মলয় মারুত

শুনেছি মলয় গিরি তোমার আশ্রয়—
মলয় পবন !

বিহঙ্গিনীগণ তথা গাহে বিজ্ঞাধরী যথা
সঙ্গীত সুধায় পূরে নন্দন কানন ;
কুসুমকুঙ্গকামিনী, কোমলা কমলা জিনি,
সেবে তোমা, রতি যথা সেবেন মদন !

হায়, কেনে ব্রজে আজি ভ্রমিছ হে তুমি—
মন্দ সমীরণ ?

যাও সরসীর কোলে, দোলাও মৃৎ হিল্লোলে
সুপ্রফুল্লনলিনীরে—প্রেমানন্দ মন !
ব্রজ-প্রভাকর যিনি, ব্রজ আজি ভ্যজি তিনি,
বিরাজেন অস্তাচলে—নন্দের নন্দন !

সৌরভ রতন দানে তুষিবে তোমারে
আদরে নলিনী ;

ওব তুল্য উপহার কি আজি আছে রাখার ?
নয়ন আসারে, দেব, ভাসে সে দুঃখিনী !
যাও যথা পিকবধু - বরিষে সঙ্গীত-মধু,—
এ নিকুঞ্জে কাঁদে আজি রাখা বিরহিণী !

৪

তবে যদি, সুভগ, এ অভাগীর হৃৎখে
 হৃৎখী তুমি মনে,
 যাও আশু, আশুগতি, যথা ব্রজকুলপতি—
 যাও যথা পাবে, দেব, ব্রজের রতনে ।
 রাখার রোদনধ্বনি বহ যথা শ্যামমণি—
 কহ তাঁরে মরে রাখা শ্যামের বিহনে !

৫

যাও চলি, মহাবলি, যথা বনমালী—
 রাখিকা-বাসন ;
 তুঙ্গ শৃঙ্গ ছুঁইমতি, রোধে যদি তব গতি,
 মোর অনুরোধে তারে ভেঙো, প্রভঞ্জন !
 তরুরাজ যুদ্ধ আশে, তোমারে যদি সম্ভাষে—
 বজ্রাঘাতে যেও তার করিয়া দলন ।

৬

দেখি তোমা পীরিতের ফাঁদ পাতে যদি
 নদী রূপবতী ;
 মল্লো না বিভ্রমে তার, তুমি হে দূত রাখার,
 হেরো না, হেরো না দেব কুমুম যুবতী !
 কিনিতে তোমার মন, দিবে সে সৌরভধন,
 অবহেলি সে ছলনা, যেয়ো আশুগতি ।

৭

শিশিরের নীরে তাষি অক্ষয়ানিধারা,
 ভুলো না, পবন !

কোকিলা শাখা উপরে, ডাকে যদি পঞ্চশরে,
 মোর কিরে শীঘ্র করে ছেড়ো সে কানন !
 স্মরি রাধিকার হৃৎখ, হইও সুখে বিমুখ—
 মহৎ যে পরহৃৎখে হৃৎখী সে সূজন !

৮

উতরিবে যবে যথা রাধিকারমণ,
 মোর দূত হয়ে,
 কহিও গোকুল কাঁদে হারাইয়া শ্যামচাঁদে—
 রাখার রোদনধ্বনি দিও তাঁরে লয়ে ;
 আর কথা আমি নারী শরমে কহিতে নারি,—
 মধু কহে, ব্রজাঙ্গনে, আমি দিব কয়ে ।

১০

বংশীধ্বনি

১

কে ও বাজাইছে বাঁশী, স্বজনি,
 মৃদু মৃদু স্বরে নিকুঞ্জবনে ?
 নিবার উহারে ; শুনি ও ধ্বনি
 দ্বিগুণ আগুন জলে লো মনে ?—
 এ আগুনে কেনে আহুতি দান
 অমনি নারে কি আলাড়ে প্রা

২

বসন্ত অস্তে কি কোকিলা গায়
পল্লব-বসনা শাখা-সদনে ?
নীরবে নিবিড় নীড়ে সে যায়—
বাঁশীধ্বনি আজি নিকুঞ্জবনে ?
হায়, ও কি আর গীত গাইছে ?
না হেরি শ্যামে ও বাঁশী কাঁদিছে ?

৩

শুনিয়াছি, সেই, ইন্দ্র কুশিয়া
গিরিকুল-পাখা কাটিলে যবে,
মাগরে অনেক নগ পশিয়া
রহিল ডুবিয়া—জলধিভবে ।
সে শৈল সকল শির উচ্চ করি
নাশে এবে সিদ্ধগামিনী তরী ।

৪

কে জানে কেমনে প্রেমমাগরে
বিচ্ছেদ-পাহাড় পশিল আসি ?
কার প্রেমতরী নাশ না করে—
ব্যাধ যেন পাখী পাতিয়া কাঁসি—
কার প্রেমতরী মগনে না জলে
বিচ্ছেদ-পাহাড়—বলে কি ছলে !

৫

হায় লো সখি, কি হবে স্মরিলে
গত সুখ ? তারে পাব কি আর ?

বাসি ফুলে কি লো সৌরভ মিলে ?
 ভুলিলে ভাল যা—স্বরগ তার ?
 মধুরাজে ভেবে নিদাঘ-জ্বালা,
 কহে মধু, সহ, ব্রজের বালা !

১১

গোধূলি

১

কোথা রে রাখাল-চুড়ামণি ?
 গোকুলের গাভীকুল, দেখ, সখি, শোকাকুল,
 না শুনে সে মুরলীর ধ্বনি !
 ধীরে ধীরে গোষ্ঠে সবে পশিছে নীরব,—
 আইল গোধূলি, কোথা রহিল মাধব !

২

আইল লো তিমির যামিনী ;
 তরুডালে চক্রবাকী বসিয়া কাঁদে একাকী—
 কাঁদে যথা রাধা বিরহিণী !
 কিন্তু নিশা অবসানে হাসিবে সুন্দরী ;
 আর কি পোহাবে কভু মোর বিভাবরী ?

৩

ওই দেখ উদিছে গগনে —
 অগত-জন-রঞ্জন— সুধাংশু রজনীধন,
 প্রমদা কুমুদী হাসে প্রক্লিষ্ট মনে ;

ব্রজাঙ্গনা কাব্য

২৫

কলঙ্কী শশাঙ্ক, সখি, তোবে লো নয়ন—
ব্রজ-নিষ্কলঙ্ক-শশী চুরি করে মন ।

৪

হে শিশির, নিশার আসার !
তিতিও না ফুলদলে ব্রজে আজি তব জলে,
বৃথা ব্যয় উচিত গো হয় না তোমার ;
স্বাধার নয়ন-বারি ঝরি অবিরল,
ভিজাইবে আজি ব্রজে—যত ফুলদল ।

৫

চন্দনে চর্চিয়া কলেবর,
পরি নানা ফুলসাজ, লাজের মাথায় বাজ ;
মজায় কামিনী এবে রসিক নাগর ;
তুমি বিনা, এ বিরহ, বিকট মূর্তি,
কারে আজি ব্রজাঙ্গনা দিবে প্রেমারতি ?

৬

হে মন্দ মলয় সমীরণ,
সৌরভ ব্যাপারী তুমি, ত্যজ আজি ব্রজভূমি—
অগ্নি যথা জলে তথা কি করে চন্দন ?
যাও হে, মোদিত কুবলয় পরিমলে,
জুড়াও সুরতক্রান্ত সীমন্তিনী দলে ।

৭

যাও চলি, বায়ু-কুলপতি,
কোকিলার পঞ্চস্বর বহ তুমি নিরন্তর—
ব্রজে আজি কাঁদে যত ব্রজের যুবতী ।

৪

মধু ভণে, ব্রজাঙ্গনে, করো না রোদন,
পাবে বঁধু—অঙ্গীকারে শ্রীমধুসূদন !

১২

গোবর্দ্ধন গিরি

১

নমি আমি, শৈলরাজ, তোমার চরণে—
রাধা এ দাসীর নাম—গোকুল গোপিনী ;
কেনে যে এসেছি আমি তোমার সদনে—
শরমে মরমকথা কহিব কেমনে,
আমি, দেব, কুলের কামিনী !

কিন্তু দিবা অবসানে, হেরি তারে কে না জানে,
নলিনী মলিনী ধনী কাহার বিহনে—
কাহার বিরহানল তাপে তাপিত সে সরঃ-
সুশোভিনী ?

২

হে গিরি, যে বংশীধর ব্রজ-দিবাকর,
তাজি আজি ব্রজধাম গিয়াছেন তিনি ;
নলিনী নহে গো দাসী রূপে, শৈলেশ্বর,
তবুও নলিনী যথা ভজে প্রভাকর,
ভজে গ্রামে রাধা অভাগিনী !

হারায়ে এ হেন ধনে, অধীর হইয়া মনে,
এসেছি তব চরণে কাঁদিতে, ভুঁধর,

কোথা মম শ্যাম গুণমণি ? মণিহারা
আমি গো ফণিনী ।

৩

রাজা তুমি ; বনরাজ্ঞী ব্রততী ভূষিত,
শোভে কিরীটের রূপে তব শিরোপরে ;
কুসুম রতনে তব বসন খচিত ;
সুন্দ প্রবাহ —যেন রজতে রঞ্জিত—
তোমার উত্তরী রূপ ধরে ;

করে তব তরুবলী, রাজদণ্ড, মহাবলি,
দেহ তব ফুলরঞ্জে সদা ধূসরিত ;—
অসীম মহিমাধর তুমি, কে না তোমা পূজে
চরাচরে ?

৪

বরাজ্ঞা কুরঙ্গিনী তোমার কিস্করী ;
বিহঙ্গিনী দল তব মধুর গায়িনী ;
যত বননারী তোমা সেবে, হে শিখরি,
সতত তোমাতে রত বসুধা সুন্দরী—
তব প্রেমে বাঁধা গো মেদিনী ।

দিবাভাগে দিবাকর তব, দেব, ছত্রধর
নিশাভাগে দাসী তব সূতারা শর্করী !
তোমার আশ্রয় চায় আজি রাখা, শ্যাম-
প্রেম-ভিখারিণী ।

৫

যবে দেবকুলপতি কৃষি, মহীধর,
বরষিলা ব্রজধামে প্রলয়ের বারি,—

যবে শত শত ভীমমূর্ত্তি মেঘবর
 গরজি গ্রাসিলা আসি দেব দিবাকর,
 বারণে যেমনি বারণারি,—
 ছত্র সম তোমা ধরি রাখিলা যে ব্রজে হরি,
 সে ব্রজ কি ভুলিলা গো আজি ব্রজেশ্বর ?
 রাখার নয়নজলে এবে ডোবে ব্রজ । কোথা
 বংশীধারী ?

৬

হে ধীর ! শরমহীন ভেবো না রাখারে—
 অসহ যাতনা দেব, সহিব কেমনে ?
 ডুবি আমি কুলবালা অকুল পাথারে,
 কি করে নীরবে রবো শিখাও আমারে—
 এ মিনতি তোমার চরণে ।
 কুলবতী যে রমণী, লজ্জা তার শিরোমণি—
 কিন্তু এবে এ মনঃ কি বুঝিতে তা পারে !
 মধু কহে, লাজে হানি বাজ, ভজ, বামা,
 শ্রীমধুসূদনে ।

১৩

সারিকা

১

ওই যে পাখীটি, সখি, দেখিছ পিঞ্জরে রে,
 সতত চঞ্চল,—
 কভু কাঁদে, কভু গায়, যেনু পাগলিনী-প্রায়,
 জলে যথা জ্যোতিবিন্দু—তেমতি তরল ।

কি ভাবে ভাবিনী যদি বৃষ্টিতে, স্বজনি,
পিঞ্জর ভাঙিয়া ওরে ছাড়িতে অমনি !

২

নিজে যে ছুঃখিনী, পরহুঃখ বুঝে সেই রে,
কহিলু তোমারে ;—

আজি ও পাখীর মনঃ বুঝি আমি বিলক্ষণ—
আমিও বন্দী লো আজি ব্রজ-কারাগারে !
সারিকা অধীর ভাবি কুমুম-কানন,
রাধিকা অধীর ভাবি রাধা-বিনোদন !

৩

বনবিহারিণী ধনী বসন্তের সখী রে—
শুকের সুখিনী ?

বলে ছলে ধরে তারে, বাঁধিয়াছ কারাগারে —
কেমনে ধৈরজ ধরি রবে সে কামিনী ?
সারিকার দশা, সখি, ভাবিয়া অস্তুরে,
রাধিকারে বেঁধো না লো সংসার-পিঞ্জরে !

৪

ছাড়ি দেহ বিহগীরে মোর অনুরোধে রে—
হইয়া সদয় ।

ছাড়ি দেহ যাক্ চলি, হাসে যথা বনস্থলী—
শুকে দেখি সুখে ওর জুড়াবে হৃদয় ।
সারিকার ব্যথা সারি, ওলো দয়াবতি,
রাধিকার বেড়ি ভাঙ—এ মম মিনতি ।

এ ছার সংসার আজি আঁধার, স্বজনি রে—
রাধার নয়নে !

কেনে তবে মিছে তারে রাখ তুমি এ আঁধারে—
সফরী কি ধরে প্রাণ বারির বিহনে ?
দেহ ছাড়ি, যাই চলি যথা বনমালী ;
লাগুক কুলের মুখে কলঙ্কের কালি !

ভাল যে বাসে, স্বজনি, কি কাজ তাহার রে
কুলমান ধনে ?

শ্যামপ্রমে উদাসিনী রাধিকা শ্যাম-অধীনী—
কি কাজ তাহার আজি রত্ন আভরণে ?
মধু কহে, কুলে ভুলি কর লো গমন—
শ্রীমধুসূদন, ধনি, রসের সদন !

কৃষ্ণচূড়া

এই যে কুসুম শিরোপরে, পরেছি যতনে,
মম শ্যাম-চূড়া-রূপ ধরে এ ফুল রতনে ।
বসুধা নিজ কুস্তলে পরেছিল কুতূহলে
এ উজ্জল মণি,
রাগে তারে গালি দিয়া, পরেছি আমি কাড়িয়া—
মোর কৃষ্ণ-চূড়া কেনে পরিবে ধরণী ?

২

এই যে কম মুকুতাফল, এ ফুলের দলে,—
 হে সখি, এ মোর আঁখিজল, শিশিরের ছলে !
 লয়ে কৃষ্ণচূড়ামণি, কাঁদিমু আমি, স্বজনি,
 বসি একাকিনী,
 তিতিলু নয়ন-জলে ; সেই জল এই দলে
 গলে পড়ে শোভিতেছে, দেখ্‌ লো কামিনি !

৩

পাইয়া এ কুমুম রতন—শোন্‌ লো যুবতি,
 প্রাণহরি করিমু স্মরণ—স্বপনে যেমতি !
 দেখিমু রূপের রাশি মধুর অধরে বাশী,
 কদমের তলে,
 পীত ধড়া স্বর্ণরেখা, নিকষে যেন লো লেখা,
 কুঞ্জশোভা বরগুঞ্জমালা দোলে গলে !

মাধবের রূপের মাধুরী, অতুল ভুবনে—
 কার মনঃ নাহি করে চুরি, কহ, লো জলনে ?
 যে খন রাখায় দিয়া, রাখার মনঃ কিনিয়া
 লয়েছিল হরি,
 সে খন কি শ্যামরায়, কেড়ে নিলা পুনরায় ?
 মধু কহে, তাও কড় হয় কি, সুন্দরি ?

নিকুঞ্জবন

১

যমুনা পুলিনে আমি আমি একাকিনী,
 হে নিকুঞ্জবন,
 না পাইয়া ব্রজেশ্বরে, আইনু হেথা সত্বরে,
 হে সখে, দেখাও মোরে ব্রজের রঞ্জন !
 সুধাংশু সুধার হেতু, বাঁধিয়া আশার সেতু,
 কুমুদীর মনঃ যথা উঠে গো গগনে,
 হেরিতে মুরলীধর— রূপে যিনি শশধর—
 আনিয়াছি আমি দাসী তোমার সদনে—
 তুমি হে অম্বর, কুঞ্জবর, তব চাঁদ নন্দের নন্দন !

২

তুমি জান কত ভালবাসি শ্যামধনে
 আমি অভাগিনী ;
 তুমি জান, সুভাজন, হে কুঞ্জকুল রাজন,
 এ দাসীরে কত ভাল বাসিতেন তিনি !
 তোমার কুসুমালয়ে যবে গো অতিথি হয়ে,
 বাজায় বাঁশরী ব্রজ মোহিত মোহন,
 তুমি জান কোন ধনী শুনি সে মধুর ধ্বনি,
 অমনি আমি সেবিত ও রাঙা চরণ,
 যথা শুনি জলদ-নিলাদ ধায় রড়ে প্রমদা শিখিনী ।

৩

সে কালে—জলে রে মনঃ স্মরিলে সে কথা,
 মধু কুঞ্জবন,—

ছায়া তব সহচরী সোহাগে বসাতো ধরি
 মাধবে অধীনী সহ পাতি ফুলাসন ;
 মুঞ্জরিত তরুবলী, গুঞ্জরিত যত অলি,
 কুসুম-কামিনী তুলি ঘোমটা অমনি,
 মলয়ে সৌরভঘন বিতরিত অমুকুণ,
 দাতা যথা রাজেন্দ্রনন্দিনী—গন্ধামোদে
 মোদিয়া কানন !

৪

পঞ্চস্বরে কত যে গাইত পিকবর
 মদন-কীর্তন,—

হেরি মম শ্যাম-ধন ভাবি তারে নবঘন,
 কত যে নাচিত সুখে শিখিনী, কানন,—
 ভুলিতে কি পারি তাহা, দেখেছি শুনেছি যাহা ?
 রয়েছে সে সব লেখা রাধিকার মনে ।
 নলিনী ভুলিবে যবে রবি-দেবে, রাধা তবে
 ভুলিবে, হে মঞ্জু কুঞ্জ, ব্রজের রঞ্জে ।
 হায় রে, কে জানে যদি ভুলি যবে আসি
 গ্রাসিবে শমন ।

৫

কহ, সখে, জান যদি কোথা গুণমণি —
 রাধিকারমণ ?

কাম-বঁধু যথা মধু তুমি হে শ্যামের বঁধু,
 একাকী আজি গো তুমি কিসের কারণ,—
 হে বনস্ত, কোথা আজি তোমার মদন ?

তব পদে বিলাপিনী কাঁদি আমি অভাগিনী,
 কোথা মম শ্যামমণি—কহ কুঞ্জবর !
 তোমার হৃদয়ে দয়া, পদে যথা পদ্মালয়া,
 বধো না রাখার প্রাণ না দিয়ে উত্তর !
 মধু কহে, শুন ব্রজাঙ্গনে, মধুপুরে শ্রীমধুসূদন ।

১৬

সখী

১

কি কহিলি কহ, সই, শুনি লো আবার—
 মধুর বচন ।

সহসা হইলু কালা ; জুড়া এ প্রাণের জ্বালা,
 আর কি এ পোড়া প্রাণ পাবে সে রতন ?
 হাদে তোর পায় ধরি, কহ না লো সত্য করি,
 আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধিকারমণ ?

২

কহ, সখি, ফুটিবে কি এ মরুভূমিতে
 কুসুমকানন ?

জলহীনা শ্রোতস্বতী, হবে কি লো জলবতী,
 পয়ঃ সহ পয়োদে কি বহিবে পবন ?
 হাদে তোর পায় ধরি, কহ না লো সত্য করি,
 আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধিকারঙ্গন ?

৩

হায় লো সয়েছি কত, শ্যামের বিহনে —

কতই যাতন ।

যে জন অন্তরযামী সেই জানে আর আমি,
কত যে কেঁদেছি তার কে করে বর্ণন ?
হাদে তোর পায় ধরি, কহ না লো সত্য করি,
আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধিকামোহন ।

৪

কোথা রে গোকুল-ইন্দু, বৃন্দাবন-সর-

কুমুদ-বাসন ।

বিবাদ নিশ্বাস বায়, ব্রজ, নাথ, উড়ে যায়,
কে রাধিবে, তব রাজ, ব্রজের রাজন ।
হাদে তোর পায় ধরি, কহ না লো সত্য করি,
আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধিকাভূষণ ।

৫

শিখিনী ধরি, স্বজনি, গ্রাসে মহাফণী—

বিষের সদন ।

বিরহ বিষের তাপে শিখিনী আপনি কাঁপে,
কুলবালা এ জ্বালায় ধরে কি জীবন !
হাদে তোর পায় ধরি, কহ না লো সত্য করি,
আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধিকারতন ।

৬

এই দেখ্ ফুলমালা গাঁধিরাছি আমি—

চিকণ গাঁথন ।

দোলাইব শ্যামগলে, বাঁধিব বঁধুরে ছলে—
 প্রেম-ফুল-ডোরে তাঁরে করিব বন্ধন !
 হাদে তোর পায় ধরি, কহ না মো সত্য করি,
 আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধাবিনোদন ।

৭

কি কহিলি কহ, সই, শুনি মো আবার—
 মধুর বচন ।

সহসা হইলু কালা, জুড়া এ প্রাণের জ্বালা
 আর কি এ পোড়া প্রাণ পাবে সে রতন !
 মধু—যার মধুধ্বনি— কহে কেন কাঁদ, ধনি,
 ভুলিতে কি পারে তোমা শ্রীমধুসূদন ?

১৭

বসন্ত

১

ফুটিল বকুলকুল কেন মো গোকুলে আজি,
 কহ তা, স্বজনি ?
 আইলা কি ঋতুরাজ ? ধরিল কি ফুলসাজ,
 বিলাসে ধরণী ?
 মুছিয়া নয়ন-জল, চল মো সকলে চল,
 শুনিব তোমাল তলে বেগুর সুরব ;—
 আইল বসন্ত যদি, আসিবে মাধব !

২

যে কালে ফুটে লো ফুল, কোকিল কুহরে, সেই,
 কুম্ভকাননে,
 মুঞ্জরয়ে তরুবলী, গুঞ্জরয়ে সুখে অলি,
 প্রেমানন্দ মনে,
 সে কালে কি বিনোদিয়া, প্রেমে জলাঞ্জলি দিয়া,
 ভুলিতে পারেন, সখি, গোকুলভবন ?
 চল লো নিকুঞ্জবনে পাইব সে ধন !

৩

স্বন, স্বন, স্বনে, শুন, বহিছে পবন, সেই,
 গহন কাননে,
 হেরি শ্যামে পাই প্রীত, গাইছে মঙ্গল গীত,
 বিহঙ্গমগণে ।
 কুবলয় পরিমল, নহে এ ; স্বজনি, চল,—
 ও সুগন্ধ দেহগন্ধ বহিছে পবন ।
 ছায় লো, শ্যামের বপুঃ সৌরভসদন !

৪

উচ্চ বীচি রবে, শুন, ডাকিছে যমুনা ওই
 রাখায়, স্বজনি ;
 কল কল কল কলে, সুতরঙ্গ দল চলে,
 যথা গুণমণি ।
 সুধাকর-কররাশি সম লো শ্যামের হাসি,
 শোভিছে তরল জলে ; চল, বরা করি—
 ভুলি গে বিরহ-জ্বালা হেরি প্রাণহরি !

৫

ভ্রমর গুঞ্জরে যথা ; গায় পিকবর, সই,
 সুমধুর বোলে ;
 মরমরে পাভাদল ; যুতরবে বহে জল
 মলয় হিল্লোলে ;—
 কুসুম-যুবতী হাসে, মোদি দশ দিশ বাসে—
 কি সুখ লভিব, সখি, দেখ ভাবি মনে,
 পাই যদি হেন স্থলে গোকুলরতনে ?

৬

কেন এ বিলম্ব আজি, কহ ওলো সহচরি,
 করি এ মিনতি ?
 কেন অখোমুখে কঁাদ, আবারি বদনটাঁদ,
 কহ, রূপবতি ?
 সদা মোর সুখে সুখী, তুমি ওলো বিধুমুখি,
 আজি লো এ রীতি তব কিসের কারণে ?
 কে বিলম্ব হেন কালে ? চল কুঞ্জবনে !

৭

কঁাদিব লো সহচরি, ধরি সে কমলপদ,
 চল, ধরা করি,
 দেখিব কি মিষ্ট হাসে, শুনিব কি মিষ্ট ভাষে,
 তোষেন শ্রীহরি
 ছাঃখিনী দাসীরে ; চল, হইনু লো হতবল,
 ধীরে ধীরে ধরি মোরে, চল লো স্বজনি ;—
 সুখে মধু শূণ্য কুঞ্জে কি কাজ রমণি ?

১৮

বসন্ত

১

সখি রে,—

বন অতি রমিত হইল ফুল ফুটনে !

পিককুল কলকল, চঞ্চল অলিদল

উহলে সুরবে জল,

চল লো বনে !

চল লো, জুড়াব অঁখি দেখি ব্রজরমণে !

২

সখি রে,—

উদয় অচলে উষা, দেখ, আসি হাসিছে !

এ বিরহ বিভাবরী কাটানু ধৈরজ ধরি

এবে লো রব কি করি ?

প্রাণ কাঁদিছে ।

চল লো নিকুঞ্জে যথা কুঞ্জমণি নাচিছে ।

৩

সখি রে,—

পূজে স্বতুরাজে আজি ফুলজালে ধরণী !

ধূপরূপে পরিমল, আমোদিছে বনস্থল,

বিহঙ্গমকুলকল,

মঙ্গল ধনি !

চল লো, নিকুঞ্জে পূজি শ্যামরাজে, স্বজনি !

মধুসূদন -গ্রন্থাবলী

৪

সখি রে,—

পাত্তরূপে অশ্রুধারা দিয়া ধোব চরণে ।

তুই কর কোকনদে, পূজিব রাজীব পদে ;

শ্বাসে ধূপ, লো শ্রমদে,

ভাবিয়া মনে ।

কঙ্কণ কিঙ্কিণী ধ্বনি বাজিবে লো সঘনে ।

৫

সখি রে,—

এ যৌবন ধন, দিব উপহার রমণে !

ভালে যে সিন্দূরবিন্দু, হইবে চন্দনবিন্দু ;—

দেখিব লো দশ ইন্দু

সুনখগণে !

চিরশ্রেম বর মাগি লব, ওলো ললনে !

৬

সখি রে,—

বন অতি রমিত হইল ফুল ফুটনে ।

পিককুল কলকল,

চঞ্চল অলিদল,

উছলে সুরবে জল,

চল লো বনে ।

চল লো, জুড়াব আঁধি দেখি—মধুসূদনে !

ইতি শ্রীব্রজাননা কাব্যে বিরহো নাম

প্রথমঃ সর্গঃ

ব্রজাঙ্গনা কাব্য

অসম্পূর্ণ দ্বিতীয় সর্গ

[বিহার]

“মধুসূদন ব্রজাঙ্গনার জন্ম “বিহার” নামক আরও এক সর্গ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ হয় নাই ।...” (‘মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিত,’ ১ম সংস্করণ, বঙ্গাব্দ ১৩০০, পৃ. ৩৬৩)। প্রথম সর্গের এই কয়েক পংক্তি একখানি পুস্তকের মলাটের পৃষ্ঠার লেখা ছিল।—‘মধু-স্মৃতি’, (১৩২৭), পৃ. ২২২-৩০০ দ্রষ্টব্য ।

১

সাজ, সাজ ব্রজাঙ্গনে, রঙ্গে ভরা করি ।
মণি, মুক্তা পর কেশে, মেখলা লো কটিদেশে,
বাঁধ লো নূপুর পায়ে, কুমুমে কবরী ॥
লেপ সুচন্দন দেহে, কি সাথে রহিবে গেহে ?
ওই শুন, পুনঃ পুনঃ বাজিছে বাঁশরী ॥

২

নাচিছে লো নিতম্বিনি, কদম্বের তলে ।
শিখণ্ড-মণ্ডিত-শির, ধীরে ধীরে শ্যাম ধীর,
ছলিছে লো, বরগুঞ্জমালা বর-গলে ।
মেঘ সনে সৌদামিনী— সম রূপে, লো কামিনি,
ঝলে পীতধড়া-রূপে ঝল ঝল ঝলে ॥

৩

হৃদে কুমুদিনী এবে প্রফুল্ল ললনে,
তব আশা-শশী আসি, শোভিছে নিকুঞ্জে হাসি,
কেন মৌনব্রতে তুমি শূন্য নিকেতনে ॥
দেব-দৈত্য মিলি বলে, মথিলা সাগর-জলে,
যে সুধার লোভে, তাহা লভিবে সুন্দরি ।
সুধামাধা বিশ্বাধরে, আছে সুধা তব তরে,
যাও নিতম্বিনি, তুমি অবিলম্বে বনে ।

পাঠভেদ

মধুসূদনের জীবিতকালে 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য'র দুইটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণের প্রকাশকাল ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দ। মধুসূদন এই গ্রন্থের স্বহস্তে বৈকুণ্ঠনাথ দত্তকে দান করেন (ভূমিকা দ্রষ্টব্য)। স্বাধিকারী "বিজ্ঞাপনে"র তারিখ হইতে বুঝা যায়, 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' ১২৬৮ বঙ্গাব্দে ২৮ আষাঢ় তারিখে প্রকাশিত হইয়াছিল। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ৪৬।

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে। ইহা "শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ১৮২ সংখ্যক ভবনে ষ্ট্যানহোপ্ যন্ত্রে যন্ত্রিত" হয় ইহারও পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৪৬। প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন ইহাতে পরিত্যক্ত হইয়াছে; প্রকাশকেরও পরিবর্তন ঘটয়াছে। অন্যথায় ইহা প্রথম সংস্করণেরই পুনর্মুদ্রণ; দুই একটি শব্দ পরিবর্তিত ও কয়েকটি বর্ণাঙ্কিত সংশোধিত হইয়াছে মাত্র।

নিম্নে প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের পাঠভেদ দেওয়া হইল।—

পৃষ্ঠা	পংক্তি	প্রথম সংস্করণ	দ্বিতীয় সংস্করণ
৮	২১	দেখেছি	দেখেছি
১১	১৩	বিজুলী	বিজলী
১২	১৪	বাসকিরমণি	বাস্কিরমণি
৩১	১৪	দোলা	দোলে
৩২	১২	মোহিতে মোহন	মোহিত মোহন
৩৫	৩	যাতন	যাতনা
৩৮	২৪	হুখে মধু শূক	হুখে মধুশূক

পরিশিষ্ট

দুরূহ শব্দ ও বাক্যাংশের ব্যাখ্যা

ব্রজাঙ্গনা— মধুসূদন ব্রজাঙ্গনা বলিতে বিশেষভাবে রাধাকে বুঝাইয়াছেন। ভূমিকায় উদ্ধৃত তাঁহার পত্র ভ্রষ্টব্য। এই কাব্যের আখ্যাপত্রে মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শর্মা বিরচিত বিখ্যাত সংস্কৃত কাব্য 'পদাক্ষদূতম্'-এর প্রথম শ্লোকটি অংশতঃ উদ্ধৃত করিয়াছেন। সম্পূর্ণ শ্লোকটি এইরূপ—

গোপীভর্তু বিরহবিধুরা কাচিদ্দিন্দীবরাকী
উন্নভেব স্থলিতকবরী নিঃশসস্তী বিশালম্।
তত্রৈবান্তে মুররিপুরিত্তি ভ্রাস্তিদুতীসহায়
তাক্কা গেহং ঝটিতি যমুনামঞ্জুকুঞ্জং জগাম ॥

ইহার অর্থ—কোনও পদপলাশলোচনা গোপীনাথের বিরহে অধীর হইয়া পাগলের মত স্থলিতকবরী অবস্থায় দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে মুররিপু [কৃষ্ণ] সেখানে আছেন, এইরূপ ভ্রাস্তি বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া দ্রুত গৃহ পরিত্যাগ করিয়া যমুনা-তীরের মঞ্জু কুঞ্জে গমন করিলেন।

এই বিরহোন্নতা রাধিকার দশাভেদ দেখাইয়া 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র ১৮টি কবিতা রচিত। বিরহবিধুরা, ভ্রাস্তিদুতীসহায় ও উন্নভা, এই তিনটি বিশেষণ ব্রজাঙ্গনার রাধিকার প্রতি বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

১ : ২। কমল-কাননে—কমল-কাননে। এই কাব্যে মধুসূদন বহুস্থলেই সমাস-বন্ধ অথবা যুক্ত পদগুলিকে (compound words) পৃথক রাখিয়াছেন, জুড়িয়া দেন নাই অথবা হাইফেন প্রয়োগ করেন নাই। এ যুগের পাঠকদের অর্থবোধের অসুবিধা হইবে বিবেচনার আমরা কোন কোন স্থলে হাইফেন প্রয়োগ করিয়াছি।

শব্দ-অরি—শব্দরাসুরকে নিধনকারী কাম, মদন।

৩। কেন—মধুসূদন প্রথম কবিতায় "কেন" লিখিয়াছেন, এই কাব্যের অন্তর্গত "কেনে" প্রয়োগেরই বাহুল্য।

শরমের কাঁসি—লজ্জার বাধন।

ঘন -মেঘ।

- ৪। ছয় ঋতু বরে ধারে—নীত, গ্রীষ্ম প্রভৃতি ছয়টি ঋতু যাহাকে বরণ করে
পৃথিবী। ঋতুগুলিকে পৃথিবীর স্বামী বলা হয়।
- ৫। নিশি রূপবতী—নিশি রূপবতী [হয়]।
- ৬। কালে পিও—যথাকালে পান করিও।
- ২ : ১। স্বগন্ধ-বহ-বাহন—স্বগন্ধবহ বায়ু বাহার বাহন অর্থাৎ মেঘ।
ইন্দ্র-চাপ—ইন্দ্রধনু, রামধনু।
- ৩। জলদ-কিঙ্করী—মেঘের প্রেমসী চাতকিনী।
- ৪। রত্নচূড়া—রতন চূড়া।
- ৫। আধগুল-ধনু—ইন্দ্রধনু।
- ৩ : ২। তেঁই—সেই কারণে।
কাঞ্চিনী—মেঘ।
শৈলনাথ-কাঞ্চন-ভবনে—পর্বতের স্বর্ণ-পুরীতে অর্থাৎ পাহাড়ে।
সেও রাজার নন্দিনী—রাধাও রাজা বৃকভানুর কন্যা।
- ৩। তিতিছে—ভিজিছে।
- ৪। সাদ—সাধ।
- ৫। গোপিলে—গোপন করিলে।
- ৮। অর্পেন সাগর-করে তিনি তব পানি—যমুনা গঙ্গায় গিয়া মিশিয়াছে এবং
গঙ্গার জল সাগরে বাইতেছে ; কবি বলিতেছেন, গঙ্গা (হরপ্রিয়
মন্দাকিনী) যেন যমুনার হাতে সাগরকে অর্পণ করিতেছে।
- ৯। তারায় হার……শিরে ধরি—তারা ও চন্দ্রের প্রতিবিম্বপাতে।
- ১০। যেমনি—যেমন।
- ৪ : ২। ঘনে—মেঘে।
- ৩। শক্র-ধনু—ইন্দ্রধনু।
বিজলী কনক দাম—বিজলী-কনক-দাম বিদ্যারূপ স্বর্ণময় হার।
- ৫ : ১। বৈদেহী—সীতা।
বাহুকি-রমণি—বাহুকি-রমণী, পৃথিবী।
- ২। অভাগা—“অভাগী” সঙ্গত পাঠ।
ঋতুকামিনী—ঋতুকামিনী, পৃথিবী।

- ৩। শমীর হৃদয়ে অগ্নি জলে—শমীবৃক্ষের অভ্যন্তরে অগ্নি জলে ; অগ্নির
বৈদিক নাম শমীগর্ভ ।
জীবন যৌবনতাপে হারাত তাপিনী—“যৌবনতাপে” ছাপার স্কুল
ছুইটি সংস্করণেই এইরূপ আছে । “যৌবন তাপে” হইবে । অর্থ
— উত্তাপে জীবন ও যৌবন, ছুই-ই হারাইত ।
ছুহে—উভয়কে ।
- ৪। ঋতুকুলপতি—বসন্ত ।
তাহার বিরহ ছঃখ—তাহার সহিত তোমার বিরহছঃখ, বসন্তের অভাবে
ধরণীর বিরহছঃখ ।
- ৫। অনন্ত,……বরে—অনন্ত ও সমুদ্র, পৃথিবীর এই দুই পতি ।
মধুবিলাসিনী—বসন্তবিলাসিনী ।
- ৬। কালে—ষথাকালে ।
- ৬ : ২। কোপে—কুপিত হয় ।
উভয়—উভয়ে ।
- ৩। আকাশ-নন্দিনি—আকাশ-নন্দিনী ; শূন্য হইতে সমুখিতা প্রতিধ্বনি ।
নিরাকারা ভারতি—নিরাকারা ভারতী, প্রতিধ্বনি ।
- ৫। আকাশসম্ভবে—আকাশ-সম্ভবা, প্রতিধ্বনি ।
- ৭। ছল—কৌতুক ।
- ৭ : ১। বরসরোজিনী—মনোহর পদ্ম ।
- ২। আঁধা—অন্ধ ।
- ৪। মুকুতা-কুণ্ডলে—শিশিরবিন্দু ঝারা ।
- ৮ : ১। যতনে—যত্ন করে ।
- ৬। দলি ব্রজবন—এই পংক্তিতে ছন্দপতনদোষ ঘটিয়াছে । পাঁচ অক্ষর
থাকা উচিত ছিল ।
- ৯ : ১। গাছে বিজ্ঞাধরী ষথা—“ষথা”র পরে একটি কমা-চিহ্ন বসিলে অর্থ-
সঙ্গতি হয় ।
কমলা জিনি—কমলাকে পরাস্ত করিয়াছে যে ।
- ৩। তুল্য—উপযুক্ত ।
- ৫। রাধিকা-বাসন—রাধিকা-বাঞ্ছা ।
- ৬। দেব কুম্ভম যুবতী—মৃত্যাকরপ্রবাদ । “দেব, কুম্ভম-যুবতী” হইবে ।

- ৭। কিরে—দিব্য।
করে—করিয়া।
- ৮। আর কথা—অন্ত কথা।
- ১০ : ১। অমনি—সাহায্য ব্যতিরেকে, আছতি ছাড়াও।
- ৪। ব্যাধ যেন পাখী পাতিয়া কাঁদি—যেন=যেমন; ব্যাধ যেমন কাঁদ
পাতিয়া পাখী ধরে, তেমনই।
মগনে না—ডোবে না।
- ৫। স্মরণ তার ?—স্মরণ তার কি প্রয়োজন ?
মধুরাজ—দ্ব্যর্থক, বসন্ত ও শ্রীকৃষ্ণ।
- ১১ : ৩। ব্রজ-নিহলক-শশী—ব্রজের নিহলক শশী, শ্রীকৃষ্ণ।
- ৪। তিতিও না—ভিজাইও না।
- ৬। মোদিত—গঙ্গামোদিত।
কুবলয়—কুমুদী।
- ১২ : ১। সরঃ-সুশোভিনী—নলিনী অর্থে।
- ২। রূপে—রূপের বিচারে।
যথা—যেমন।
- ৩। রঞ্জিত—রঞ্জিত।
তরুবলী—তরুশ্রেণী (মধুসূদনের প্রয়োগ)।
- ৪। সূতারা-- তারা-সুশোভিত।
- ৫। বারণে—হস্তীকে।
বারণারি—সিংহ।
- ৬। করে—করিয়া।
- ১৩ : ১। তরল—চঞ্চল, চপল।
কি ভাবে ভাবিনী—কোন ভাবে ভাবাধিতা।
- ৪। সারি—সারাইয়া।
বেড়ি—শৃঙ্খল।
- ১৪ : ২। গলে পড়ে—গলে পড়ে, গলিয়া পড়িয়া।
- ৩। কুঞ্জ শোভা—কুঞ্জ-শোভা।
- ৪। যে ধন—প্রেম-ধন।

- ১৫ : ১। তুমি হে অম্বর—আকাশের সহিত কুঞ্জের তুলনা করা হইয়াছে ।
 ২। হে কুঞ্জকুল রাজন—হে কুঞ্জকুল-রাজন ।
 ২। মোহিত—মুগ্ধ করিত ।
 রড়ে—দ্রুত গতিতে ।
 ৩। তুলি ঘোমটা—বিকশিত হইয়া ।
 ৪। রবি-দেবে—সূর্য্যদেবকে ।
 ৫। কাম-বঁধু বখা মধু—বসন্ত যেমন মদনের বন্ধু ।
 পদ্মালয়া—লক্ষ্মী ।
- ১৬ : ৪ বৃন্দাবন-সর-কুমুদ-বাসন—বৃন্দাবনরূপ সরোবরের কুমুদ, তাহার বাসন
 বা বাঞ্ছিত ।
- ১৭ : ৩। পাই - পাইয়া ।
 কুবলয়—নলিনী, পদ্ম ।
 ৭। হুধে—সুধায়, প্রসন্ন করে ।
- ১৮ : ১। রমিত—আনন্দিত ।
 ৩। ফুলঝালে—পুষ্পস্তবকে ।

—

মায়ী-কানন

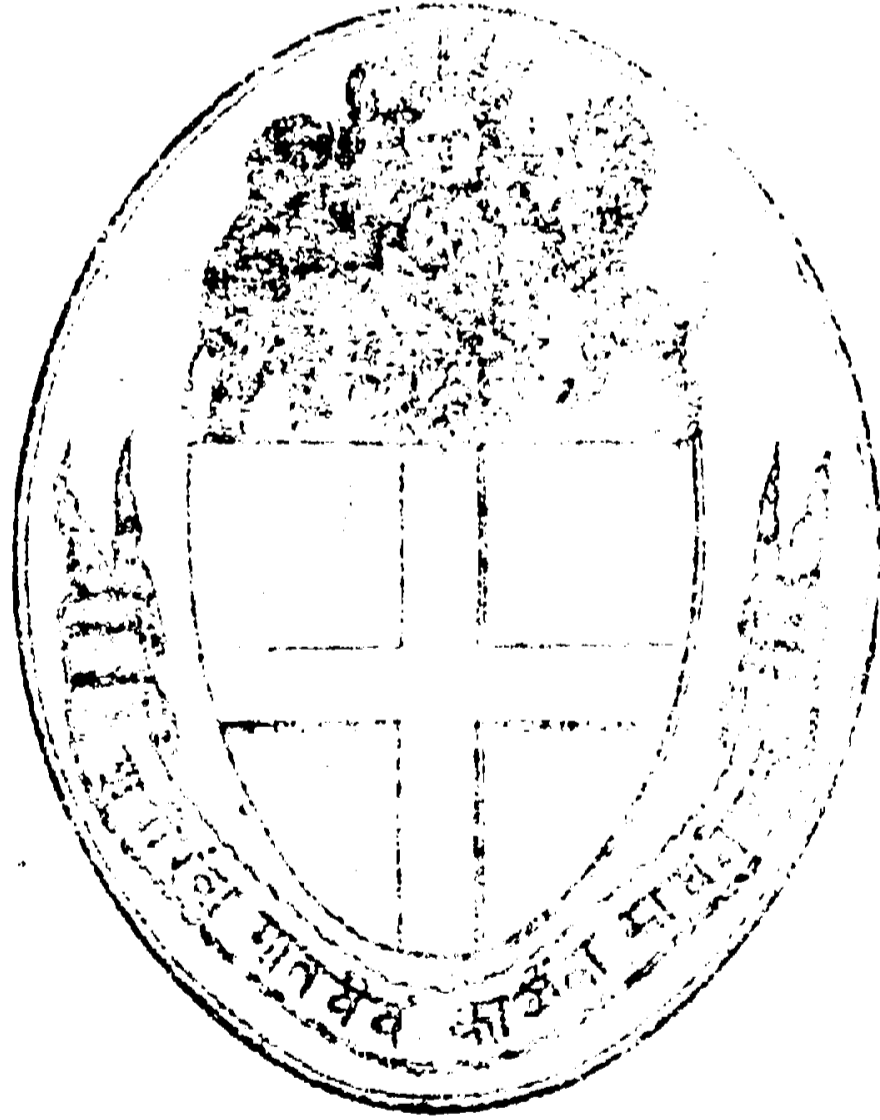
মাইকেল মধুসূদন দত্ত

[১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত ।

সম্পাদক :

ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সুকনৌকান্ত দাস



বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৪৩।১, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড

কলিকাতা-৬

প্রকাশক
শ্রীতারাশ্রম তট্টাচার্য্য
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ—জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৮ ; দ্বিতীয় মুদ্রণ—ফাল্গুন ১৩৫০ ;

তৃতীয় মুদ্রণ—ভাদ্র ১৩৫৫ ; চতুর্থ মুদ্রণ—মাঘ ১৩৬২

পঞ্চম মুদ্রণ—বৈশাখ ১৩৭৪

মূল্য—এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা

মুদ্রাকর—শ্রীপদ্মপতি দে
শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্ডিয়া বিশ্বাস রোড
বেলগাছিয়া, কলিকাতা-৩৭

ভূমিকা

মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে মধুসূদন অত্যন্ত দুর্বাস্থায় পতিত হইয়াছিলেন এবং নিতান্ত প্রতিকূল অবস্থাতেও পুস্তক রচনার দ্বারা অধিক অসচ্ছলতা দূর করিতে চাহিয়াছিলেন। এই সময়ে (১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে) কলিকাতার সুবিখ্যাত সাতুবাবুর (আশুতোষ দেব) দৌহিত্র শরচ্চন্দ্র ঘোষ বেঙ্গল থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন। মধুসূদনের নিকট শরচ্চন্দ্রের যাতায়াত ছিল। তাঁহারই অহুরোধে মধুসূদন উক্ত থিয়েটারের জন্য দুইখানি নাটক ('মায়া-কানন' ও 'বিষ না ধনুগুণ') রচনা করিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হন। রচনার পারিশ্রমিক অগ্রিম পাওয়াতে মধুসূদনের উপকার হইয়াছিল। রোগশয্যায় মধুসূদন 'মায়া-কানন'র খসড়া সমাপ্ত করিয়াছিলেন; 'বিষ না ধনুগুণ' রচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন, এই স্মাত্র জানা যায়।

'জীবন-চরিত'কার লিখিয়াছেন, 'মায়া-কানন' সমাপ্ত হয় নাই। কিন্তু প্রথম সংস্করণের পুস্তকের "বিজ্ঞাপন" হইতে জানা যায়, মধুসূদন রচনা সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রথম খসড়া মার্জিত করিতে পারেন নাই।

মধুসূদনের মৃত্যুর পর ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে 'মায়া-কানন' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। বেঙ্গল লাইব্রেরির পুস্তক-তালিকায় ইহার প্রকাশকাল ১৪ মার্চ ১৮৭৪। ইহার পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ১১৭; আখ্যা-পত্রটি এইরূপ :

মায়া-কানন / মাইকেল মধুসূদন দত্ত / প্রণীত। / শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ / ও /
শ্রীঅখিলনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক / প্রকাশিত। / নূতন বাঙ্গালা বঙ্গ /
কলিকাতা,—মাণিকতলা ষ্ট্রীট নং ১৪৮। / সনৎ ১৯৩০। /

প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপনটিও নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

বিজ্ঞাপন।

বঙ্গ-কবি-নিরোমণি ও সুপ্রসিদ্ধ বঙ্গীয় নাট্যকার মাইকেল মধুসূদন দত্ত পীড়িত শয্যায় শয়ন করিয়া "মায়া-কানন" নামে এই নাটকখানি রচনা করেন। বঙ্গরঙ্গ-ভূমিতে অভিনীত হইবার উদ্দেশে আমরা তাঁহাকে দুইখানি উৎকৃষ্ট নাটক প্রণয়ন করিতে অহুরোধ করিয়াছিলাম। তদনুসারে তিনি "মায়া-কানন" নামে এই নাটক ও "বিষ না ধনুগুণ" নামে আর একখানি নাটকের কতক অংশ

রচনা করেন। লেখা সমাপ্ত হইবার অগ্রে তাঁহাকে উপযুক্ত মূল্য দিয়া এবং পীড়াকালীন সাহায্য দান করিয়া আমরা উভয়ে ঐ দুই নাটকের অধিকারিত্ব স্বত্ব ও বঙ্গরঙ্গভূমে অভিনয়ের অধিকার ক্রয় করিয়াছি।

নগরীয় সুনামলব্ধ নুতন বাঙ্গালা যন্ত্রে উৎকৃষ্ট কাগজে সুন্দর অক্ষরে মায়াকানন মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হইল। গ্রন্থকারের জীবনকালের মধ্যে এখানি প্রকাশ করিতে পারা গেল না, বড় আক্ষেপ থাকিয়া গেল। মায়াকানন বিয়োগান্ত নাটক; ইহার অন্তর্গত করুণ রস পাঠ করিয়া কোন ক্রমে অশ্রু সম্বরণ করা যায় না। পরিশেষে স্বীকার্য যে, সংবাদ প্রভাকরের সহ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিশেষ পরিশ্রম স্বীকার করিয়া ইহার আন্তোপান্ত দেখিয়া দিয়াছেন। “বিষ না ধনুগুণ” সমাপ্ত করিয়া শীঘ্র প্রকাশ করা যাইবে।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ।

কালকাতা।

শ্রীঅখিলনাথ চট্টোপাধ্যায়।

পোষ,—১২৮০।

প্রকাশক।

নগেন্দ্রনাথ সোম ‘মধু-স্মৃতি’ পুস্তকের ৫২৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, “মায়াকানন লইয়া বঙ্গরঙ্গভূমির অভিনেতৃগণ ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই আগষ্ট প্রথম রঙ্গভূমে অবতীর্ণ হন।” আরও কেহ কেহ এই উক্তির পুনরাবৃতি করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বেঙ্গল থিয়েটারে ‘মায়াকাননের’ প্রথম অভিনয় হয় ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল তারিখে। এই প্রসঙ্গে ‘বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস,’ (৩য় সংস্করণ), পৃ. ১৩৮ দ্রষ্টব্য।

মায়ী-কানন

[১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে প্রকাশিত প্রথম সংস্করণ হইতে ।]

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ ।

বৃদ্ধ রাজা	...	সিন্ধুদেশাধিপতি ।
অজয়	...	সিন্ধুর রাজকুমার, শেষ রাজা ।
সিন্ধুরাজমন্ত্রী ।		
ধূমকেতু	...	গুর্জরদেশের রাজা ।
গুর্জররাজমন্ত্রী ।		
ভীমসিংহ	...	গুর্জররাজের সেনানী ।
রামদাস	...	অরুন্ধতীর শিষ্য ।
আত্মা	...	মৃত সিন্ধুরাজের আত্মা ।
বৃদ্ধ	...	বিচারার্থী ।
মদন	...	ঐ বৃদ্ধের কন্যা সুভদ্রার পাণিপ্রার্থী ।
নৃসিংহ	...	ঐ
ঋগ্যুশৃঙ্গ	...	মুনি ।

দৌবারিক, নাগরিক, পার্শ্বচর, বীর পুরুষ, পঞ্চালের দূত, গুর্জরের
দূত, রক্ষক, মধুদাস, মাতাল ও ঢুলী ইত্যাদি ।

স্ত্রী ।

ইন্দুমতী	...	গান্ধারের পদচ্যুত রাজা মকরধ্বজের কন্যা ।
শশিকলা	...	সিন্ধুরাজের কন্যা ।
সুনন্দা	...	ইন্দুমতীর সখী ।
কাঞ্চনমালা	...	শশিকলার সখী ।
অরুন্ধতী	...	তপস্বিনী ।
সুভদ্রা	...	বিচারার্থী বৃদ্ধের কুমারী কন্যা ।

মায়া-কানন

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

পর্বতারত পথ ;—পশ্চাতে সিদ্ধ নগর,—সম্মুখে মায়া কানন ।

(ইন্দুমতী এবং পুষ্পপাত্র ও ধূপদান হস্তে সুনন্দার ছদ্মবেশে প্রবেশ)

ইন্দু । সখি । ঐ কি সেই মায়া কানন ?

সুন । হাঁ রাজকুমারি !

ইন্দু । হা, ষিক্ সখি ! তোর কি কিছুই জ্ঞান নাই ? আমাদের
কপালগুণে বিধাতা কি তোরেও একেবারে জ্ঞানহারা করেছেন ?

সুন । কেন ?

ইন্দু । কেন ?—কেন কি ? আমি রাজকুমারী,—এমন কি, রাজ-
রাজেন্দ্রকুমারী ;—তবুও এ অবস্থায় আমারে ওরূপ সন্ধান করা আর
কি সাজে ? তুই কি কিছুই বুঝিস্ না ?

সুন । (ক্ষুণ্ণমনে) হা বিধাতা ! তোর মনে কি এই ছিল ? সখি ।
পোষা পাখী একবার যা শিখেছে, সে কি আর সহজে তা ভুলতে পারে ?
কখনো না কখনো! সে কথা তার মুখ দিয়ে অশ্যই বেরিয়ে পড়ে ।
তা সখি ! এ বিজন দেশে এমন কে আছে যে, আমাদের এ কথা শুনলে
অনিষ্ট ঘটবার সম্ভাবনা ?

ইন্দু । সুনন্দা ! এখানে কেউ থাক্ আর না থাক্, প্রতিধ্বনি ত
আছে ; আর আমাদের এখন এমনি অবস্থা যে, প্রতিধ্বনির কাণেও ও
কথা তোলা অনুচিত । তা দেখিস্, তুই যেন সতত সতর্ক থাকিস্ ।
এখন বল্ দেখি,—ঐ কি সেই মায়া কানন ? তা ওখানে গেলে আমাদের
কি ফল লাভ হবে ?—আর তুই ও সম্বন্ধে কি কি শুনিছিস্ ?

সুন । সখি ! ভগবতী অরুন্ধতী দেবী আমারে বারংবার বলেছেন
যে, “ঐ মায়া কাননে এক পাষণময়ী দেবীমূর্তি আছে ।—যে লগ্নে দিনমণি

কষ্টিরাশির সুবর্ণগৃহে প্রবেশ করেন, সেই সুলগ্নে যদি কোনো পবিত্র-
স্বভাবা কুমারী, কি সুপবিত্র অনুচরী যুবা ঐ দেবীর পদে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে
পূজা করে, তবে কুমারী হইলে স্বীয় ভবিষ্যৎ বরকে আর পুরুষ হইলে
আপন ভাবী পত্নীকে সম্মুখে দেখতে পায়।”—আর আজ প্রাতঃকালে
তপস্বিনী আমারে বলেছেন, “অচ্ছ দিবা তুই প্রহরের পর সেই শুভ লগ্ন।”
—তা আমার এই বাসনা যে, ঐ সুসময়ে তুমি দেবীকে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে
পূজা কর, দেখি আমাদের ভাগ্যে কি আছে !

ইন্দু। সখি ! এ কথাতে কি কখনো বিশ্বাস হয় ?

সুন। বল কি সখি ! তবে অরুদ্রতী দেবী কি মিথ্যাবাদিনী ? না
দৈব ব্যাপারে অনভিজ্ঞা ?

ইন্দু। তা নয় সখি !—তবে কি, সে সব কথা শুনলে আমার মনে
ভয় হয়। ভবিষ্যতের অন্ধকারময় গর্ভে যে কি আছে, তার অনুসন্ধান
করা অসুচিত কর্ম্ম। বিধাতা যখন ভবিষ্যৎকে গূঢ় আবরণ দিয়ে আমাদের
দৃষ্টির বহির্ভূত করে রেখেছেন, তখন সে আবরণ উত্তোলন কস্তে চেষ্টা
করা কি আমাদের উচিত ?

সুন। তা যা হোক সখি, তুমি এখন চলো।

ইন্দু। সখি ! আমার পা যেন আর চলে না। এই দেখ, আমার
সর্বশরীর থর্ থর্ করে কাঁপছে। তুই কেন আমারে এ বিপদে ফেলতে
এনিছিস্ ?

সুন। সখি ! আমি কি তোমার শত্রু ?—তুমি এই জেনো যে,
তোমার সঙ্গে যঁার বিবাহ হবে, অবশ্যই আজ তুমি তাঁকে দেখতে পাবে।
তুমি রাজনন্দিনী, তোমার কি এত হীনসাহস হওয়া সাজে ?

ইন্দু। সখি ! কি বলি ?—আমার বিবাহ ? আমার বর ?—যম।—
(দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) যেমন যত্নপতি বাসুদেব রুক্মিণী দেবীকে
হরণ করেছিলেন, তেমনি যত্নপতি কৃতাস্ত্র যদি এ দাসীরে শীঘ্র শীঘ্র হরণ
করেন, তবেই আমি বাঁচি ! (সজল-নয়নে) এ জীবনে কি আমার আর
সুখ ভোগের বাঞ্ছা আছে ?—তাও কি তুমি মনে কর সখি ? (দীর্ঘনিশ্বাস ।)

সুন। (সজলনয়নে) সখি ! কেন তুমি আমার হৃদয়ে পুনঃ পুনঃ যাতনা
দেও ! বার বার তুমি আর ও সকল কথা বলো না। বিধাতা কি তোমারে
চিরদিন এই অবস্থায় রাখবেন ?—তা এখন চলো, এই সেই কাননের দ্বার।

(উভয়ের মায়াকাননে প্রবেশ)

সখি ! ঐ দেখ, কি অপূর্ব মূর্তি ! আর এটি কি মনোরম কানন !—
এ যে দেবস্থান, তার আর কোন সন্দেহ নাই। (করযোড় করিয়া
দেবীমূর্তির প্রতি) দেবি ! আপনারা সর্বজ্ঞ ;—আমার এ সখী যে কে, তা
আপনি অবশ্যই জানেন। আর আমরা যে, কি অভিলাষে আপনার
শ্রীচরণ-সম্মিধানে এসেছি, তাও আপনার অবিদিত নয়। প্রার্থনা করি,
একটি বার ভবিষ্যতের দ্বার মুক্ত করুন।—(ইন্দুমতীর প্রতি) দেখ সখি !
ভগবতী বনদেবী কখনই আমাদের প্রতি অপ্রসন্ন হবেন না। দেবতারা
কখনই অকৃত্রিম ভক্তি অবহেলা করেন না। তা তুমি ভক্তিপূর্বক দেবীর
চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে পূজা কর।

ইন্দু। সুনন্দা ! তুই কেন আমারে এখানে নিয়ে এলি ?—আমি
যে দাঁড়াতে পাচ্ছি না,—আঃ !—আমার মন এমনি চঞ্চল হয়ে উঠেছে যে,
আমি এখান থেকে যেতে পারলেই বাঁচি।—তা তুই আয়, আমরা ছুজনে
পালাই। এই ভয়ঙ্কর পর্বতকাননে কত যে হিংস্র জন্তু আছে, তা কে
বলতে পারে ? আমরা ছুজনে সহায়হীনা, সঙ্গে কেউ নাই,—আয় আমরা
পালাই ;—আমার হৃৎকম্প হচ্ছে !

সুন। বল কি সখি ! এ মহাদেবীর সম্মুখে কি কোন হিংস্র জন্তু
সাহস করে আসতে পারে ? তা এখন তুমি এই পুষ্প লয়ে দেবীকে
অঞ্জলি দিয়ে পূজা কর।—হয় ত এর পর সে শুভ লগ্ন অতীত হয়ে যাবে।

ইন্দু। সখি ! আমার মন চায় না যে, আমি এ বিষয়ে হাত দিই।
তোকে আমি বার বার বলেছি, ভবিষ্যৎ বিষয় জানবার চেষ্টা করা
অজ্ঞানের কর্ম। সে চেষ্টা কস্তেই নাই।

সুন। সখি ! তুমি এত ভয় পাচ্ছো কেন ? এ তো তোমার স্বভাব
নয়। এই নাও, ফুল নাও।

(পুষ্প প্রদান)

ইন্দু। সুনন্দা ! দেখিস্, আমারে যেন কোনো বিষম বিপদে ফেলিস্
নি। (দেবীর পদে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া গলবস্ত্রে প্রণাম করিয়া) দেবি !
যদি জনরব সত্য হয়, তবে আপনি আমার ভাবী পতিকে আমার দর্শনপথে
উপস্থিত করুন, আর যদি আমার ভাগ্যে বিবাহ না থাকে,—(আকাশে

বজ্রধ্বনি) সুনন্দা !—সুনন্দা !—এ কি সর্বনাশ ! ইস্ !—ইস্ ! বসুমতী যেন কেঁপে কেঁপে উঠছেন ! উঃ ! কাননের বৃক্ষশাখা-কম্পনে যেন ঝড় উপস্থিত হলো ! বোধ হচ্ছে, ভগবতী বনদেবী আমার উপর প্রসন্ন নন ! —সুনন্দা ! তুই আমাকে ধর, আমি আর দাঁড়াতে পারি নি ! (সুনন্দা ইন্দুমতীকে ধারণ করিয়া উপবেশন)

সুন । ভয় কি ?—ভয় কি ? ভগবতী বনদেবীই আমাদের এ সঙ্কটে রক্ষা করবেন !

ইন্দু । আর বনদেবী !—আমরা এ কাননে প্রবেশ করে বনদেবীর কাছে অপরাধিনী হয়েছি ! আমার বোধ হচ্ছে, তিনিই আমাদের পাপের প্রতিফল দিতে উত্তত হয়েছেন ! আমি ত তোকে প্রথমেই বলেছিলাম যে আমাদের এ কাননে আসাই অনুচিত হয়েছে !—হায় ! কেন যে, অরুন্ধতী দেবী তোরে অমন কথা বলেছিলেন, তা আমি এখনো বুঝতে পারি না । যা হোক,—যা হয়েছে তা হয়েছে, আর অধিক ক্ষণ এখানে থেকে দেবতাদের কোপ বৃদ্ধি করা উচিত নয় ;—তা চল্ আমরা শীত্র পা—(নেপথ্যে শৃঙ্গধ্বনি) ও মা ! এ আবার কি ?

সুন ।—হাঃ হাঃ হাঃ !—তোমার বর আসছেন আর কি ?—ভগবতী অরুন্ধতী দেবী কি মিথ্যাবাদিনী ?—(নেপথ্যে পদশব্দ)

ইন্দু । (সচকিতে) সখি ! কে যেন এক জন এ দিকে আসছে ! কি আশ্চর্য্য ! এ দেবমায়া ত কিছুই বুঝতে পারি না ।—শুনেছি, এই সব নির্জন প্রদেশে সর্বদাই দেবদৈত্যদের গতিবিধি, হয় ত তাঁদেরই কেউ হতে পারে । তবেই ত আমরা গেলাম । আয়, আমরা দেবীর পশ্চাতে লুকুই । (পশ্চাতে লুকুইয়া করঘোড়ে দেবীর প্রতি সক্রমণ ভয়ে) হে বনদেবি !—হে মাতঃ !—এ বিপদে আপনি আমাদের রক্ষা করুন !

(শৃঙ্গাবেশধারী রাজকুমার অজয়ের প্রবেশ)

অজয় । (স্বগত) কি আশ্চর্য্য ! বরাহটা দেখতে দেখতে কোথা পালালো ? এই না সেই মায়াকানন ?—লোকে বলে, এই কাননে এক পাষণময়ী দেবী-প্রতিমা আছেন,—সূর্য্যদেবের কন্যারামিতে প্রবেশকালে সেই বনদেবীর পদে শুদ্ধচিত্তে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে পূজা করে পুরুষ আপন ভাবী পত্নীকে আর স্ত্রী আপন ভবিষ্যৎ স্বামীকে সন্মুখে দেখতে পার ।—

(সম্মুখে দৃষ্টি করিয়া) বা! ঐ যে! আমার সম্মুখেই সেই পাষণময়ী দেবী রয়েছেন! আর ঔর পদতলে পুষ্পরাশিও বিকীর্ণ দেখতে পাচ্ছি!— এই যে!—এ দিকে পুষ্পপাত্রে আরও অনেক ফুল সাজানো রয়েছে!— এ সব কে রাখলে? এই বিজন অরণ্যে ত জনপ্রাণীরও সঞ্চার নাই!— (চিন্তা করিয়া) হাঁ, তাও ত বটে! আজি যে রবিদেব কন্যার সুবর্ণমন্দিরে প্রবেশ করবেন!—সেই জন্মেই বা কোনো অজ্ঞাতভাগ্য পরিণয়াকাজক্ষী এই দেবীর পদতলে আপনার অদৃষ্ট পরীক্ষা করে গিয়েছে। (ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া) তা বেশ ত! আমিও কেন এই লগ্নে ভগবতীর পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে একবার ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখি না। সেই-ই ভাল।— (পুষ্প গ্রহণ করিয়া) হে বনদেবি! হে করুণাময়ি! যদি আমার ভাগ্যে বিবাহ থাকে, তবে যিনি আমার ভাবী পত্নী হবেন, দয়া করে তাঁরে আমার সম্মুখে উপস্থিত করুন। আপনার প্রসাদে যাঁরে আমি এ স্থানে দেখতে পাবো, এ জন্মে তাঁরে ছেড়ে অপর কোন রমণীর পাণিগ্রহণ করবো না, এই আমার প্রতিজ্ঞা।

(পুষ্পাঞ্জলি প্রদান)

সুন। (ইন্দুমতীর হস্ত ধারণ করিয়া সকৌতুকে) সখি! এখন আমারো বড় ভয় হচ্ছে।—(রাজপুত্রকে নির্দেশ করিয়া) ঐ যে যুবা পুরুষটি দেখ্‌চো,—বিলক্ষণ জেনো, উনিই তোমার স্বামী। এখন দেখ্‌লে ত বনদেবীর কি অপূর্ব মহিমা!

ইন্দু। (কপট ক্রোধে) সুনন্দা! তুই চুপ কর। তোর কি একটুও লজ্জা নাই?—ঐ যুগয়াবেশী যে কে, তা ত আমরা জানি না।—দেখ্, ঔর হাতে অস্ত্র আছে। হয় ত আমাদের ছুজনকেই উনি বিনাশ করতে পারেন।

সুন। (সহাস্ত্রে) সখি! আমার আর সে ভয় নাই। উনিই এই সিন্ধুদেশের যুবরাজ। আমি ঔঁকে অনেক বার দেখিছি।

অজয়। (পরিক্রমণপূর্বক উভয়কে অবলোকন করিয়া সবিস্ময়ে) এ কি? এঁরা কে?—দেবী কি মানবী?—আহা! কি অপরাপ রূপমাধুরী!—দেবকন্যাই বোধ হচ্ছে।—নতুবা এমন নিবিড় তমসচ্ছন্ন বনস্থলীতে মানবকুল-সম্ভবা এতাদৃশ মনোহর কমলিনী কি প্রস্ফুটিত হওয়া সম্ভব? (ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া) হাঁ, তাও ত হতে পারে! আমার

পূজায় সুপ্রসন্ন হয়েই ভগবতী বনদেবী এই ছুটি রমণীকে এখানে উপস্থিত করেছেন। এঁদেরি মধ্যে একটিই আমার হৃদয়তোষিণী হবেন। (করঘোড়ে দেবীর প্রতি) হে বনদেবি! মা! তোমার কি অচিন্ত্য মহিমা! তোমাকে শত বার প্রণাম করি! যদি আমার অহুমান অসত্য না হয়, তা হলে এই ছুটি রমণীর মধ্যে যেটি উষা-পদ্মিনীর স্থায় সলজ্জায় ঈশৎ ফুল্লমুখী, সেইটিই অবশ্য এই সিন্ধুরাজপুরের পাটেশ্বরী হবেন। দেবি! যদি তোমার শ্রীচরণকুপায় ভাগ্যক্রমে আমার ঐ অমূল্য স্ত্রীরত্ন লাভ হয়, তা হলেই আমার জীবন সার্থক। (আকাশে বজ্রনাদ) এ কি? এমন শুভ সময়ে এ অশুভ লক্ষণ কেন?—তবে কি দেবী আমার প্রতি সুপ্রসন্ন নন।—আর তাই বা কেমন করে বলি। প্রসন্ন না হলে এমন সুদুর্লভ স্ত্রীরত্ন আমার সম্মুখে উপস্থিত করবেন কেন?—তবে হয় ত বজ্রই অহুকুল হয়ে আমার আশাবাক্যের পোষকতা কল্লে।—(অগ্রসর হইয়া সুনন্দার প্রতি) সুন্দরি! আপনারা কে?—আর এ অসময়ে এই বিজন ঐষপিনেই বা কি জন্মে?

সুন। (করঘোড়ে) রাজকুমার! প্রণাম করি। ইনি—

ইন্দু। (জনাস্তিকে ক্রকুটীভঙ্গী করিয়া) সুনন্দা! তোর কি কিছুমাত্র জ্ঞান নাই?

সুন। (জনাস্তিকে সসন্ত্রমে) সাথ! আমার অপরাধ হয়েছে; বল দেখি, এখন কি পরিচয় দিই?

ইন্দু। (জনাস্তিকে) বল, আমরা বণিক-কণ্ঠা, এই দেশেই বসতি।

অজয়। (সুনন্দার প্রতি) সুন্দরি! তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছো না কেন?

সুন। রাজকুমার! আমরা বেণের মেয়ে। আপনার পিতার রাজ্যেই আমাদের বাস।

অজয়। ভদ্রে! বোধ হয়, তুমি আমায় বঞ্চনা কচ্ছো। তোমার সঙ্গিনী কখনই বণিক্‌হিতা নন। তুমি হৃদয়ের ভার মুক্ত করে অকপটে বল, ইনি কে?

সুন। রাজকুমার!—আমার এই প্রিয়সখী—

ইন্দু। (গাত্রে অঙ্গুলি স্পর্শ করিয়া জনাস্তিকে) আবার?

সুন। রাজকুমার! আমি আপনাকে যে পরিচয় দিয়েছি, সেটি

অযথার্থ ভাববেন না। লোকের মুখে এই বনদেবীর কথা শুনে আমরা এখানে এসেছি।

অজয়। সুন্দরি! তুমি আমারে প্রতারণা কল্পে, কিন্তু দেবতার প্রবঞ্চক নন। তোমার সহচরী যে কোন মহৎকুলসম্ভবা, তাতে আর কিছু মাত্র সংশয় নাই। যা-ই হোক, আমি এই বনদেবীর সাক্ষাতে প্রতিজ্ঞা করেছি, যদি কখনো সিদ্ধুরাজ-সিংহাসন গ্রহণ করি, আর যদি কখনো পরিণয়রূতে অমুরাগী হই, তা হলে তোমার ঐ প্রিয়সখীই সিদ্ধুরাজ্যের ভাবী মহারাণী, আর আমার একমাত্র সহধর্মিণী হবেন। (দেবীর প্রতি) দেবি! আপনিই এর সাক্ষী। হে বনস্থলি! হে সনাতন পর্বতকুল! তোমরাও এর সাক্ষী। ঐ নারীরত্নই সিদ্ধুদেশের ভাবী পাটেশ্বরী।—(আকাশে বজ্রধ্বনি) এ কি? এ কি কুলক্ষণের পূর্বলক্ষণ? (স্বগত)—এ সকল দেবমায়া,—মানববুদ্ধির অতীত।—এরা কি তবে যথার্থই বণিকৃকণ্ঠা?—আর তাই-ই বা কেমন করে বলি! মানসসরোবর ভিন্ন অন্ত্র কি কখনো কনক-পদ্ম প্রস্ফুটিত হয়? পতিতপাবনী ভাগীরথী হিমাদ্রির মণিময় গৃহেই জন্মগ্রহণ করেন।

সুন। (সহাস্র মুখে) রাজকুমার! আপনি ক্ষত্রিয়, আর রাজচক্রবর্তী,—তা আপনি একজন বেণের মেয়ে বিবাহ করবেন?

অজয়। সুমুখি! তোমার ও প্রতারণায় আমার মন প্রতারিত হতে চায় না। শকুন্তলাকে মহর্ষি কণ্ঠের আশ্রমে দেখে রাজা দুঃস্বপ্নের স্বদয়ই তাঁকে তাঁর পরিচয় দিয়েছিল, “ঐ যে ঋষিপালিত স্ত্রীরত্ন, উনি কখনই ব্রাহ্মণ-কণ্ঠা নন।” আমার স্বদয়ও তেমনি আমাকে এই কথা বলছে,—তোমার ঐ সখী বণিকৃ-কণ্ঠা নন।

ইন্দু। (সুনন্দার প্রতি) সখি! মানব-হৃদয়ে কখনো কি ভ্রান্তি জন্মে না?

অজয়। (সুনন্দার প্রতি) সখি! সে কিছু অসম্ভব নয়। কিন্তু—(নেপথ্যে শৃঙ্গধ্বনি) ওরে! রাজকুমার কোথায়?—রাজকুমার কোথায়?—দেখ, তাঁর অশ্বকে একটা ব্যাঘ্রে আক্রমণ করেছে।

অজয়। (ব্যস্ত হইয়া) তবে আমি এখন বিদায় হই। পরমেশ্বর আর ঐ বনদেবীর সমীপে প্রার্থনা এই যে,—অতি শীঘ্র যেন তোমাদের পুনর্দর্শন-সুখ লাভ করি।

(নেপথ্যে)—ওরে! আবার শৃঙ্খলি কর। রাজকুমার না হলে এই ভীষণ ব্যাত্রকে আর কে নিরস্ত করতে পারে?

অজয়। (দেবীকে প্রণাম করিয়া সুন্দার প্রতি) সুন্দরি! যেমন পদ্মে সুগন্ধ চিরবিরাজিত, তেমনি তোমার ঐ মনোমোহিনী সখী আমার এই হৃদয়ে চিরকালের নিমিত্ত প্রতিষ্ঠিত রইলেন।—তা আমাকে এখন বিদায় দাও।—দেখ, যেমন রথের পতাকা প্রতিকূল বায়ুতে রথের বিপরীত দিকে উড়তে থাকে, যদিও আমি এখন চক্লেম, তথাপি আমার মন তেমনি তোমার সখীর দিকেই থাকলো।

[ইন্দুমতীর প্রতি সতৃষ্ণ নয়নে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে অজয়ের প্রস্থান]

সুন। সখি! তোমার মুখে যে আর কথা সরে না! আর আঁখি দুটি জলে পরিপূর্ণ দেখতে পাচ্ছি। এ কি?—এ কি?—ধৈর্য্য অবলম্বন কর।—এমন সময়ে ক্রন্দন অমঙ্গলের লক্ষণ।

ইন্দু। চল্ সখি, এখন আমরা যাই। দেখ্, যে ব্যাত্র ঐ রাজকুমারের অশ্বকে আক্রমণ করেছে, সে হয় ত এখানেও আসতে পারে। তা হলে কে আমাদের রক্ষা করবে?

সুন। দেখ সখি, অরুন্ধতী দেবী দৈবনির্গয়ে কি সুপণ্ডিতা!

ইন্দু। তাই ত! কি আশ্চর্য্য! এখন দেখি, ভবিষ্যতের গর্ভে কি আছে। তা দেখ্, তোর পেটে প্রায় কোন কথাই পাক পায় না। ঐ রাজপুত্র আবার ফিরে এলে কে জানে, তুই কি না বলে ফেলিস্।—তা আয়, আমরা এখন যাই। আজ যা দেখলেম, তা সত্য কি স্বপ্নমাত্র, এর প্রমাণ কেবল ভবিষ্যতেই হবে। তা আয় এখন।

[উভয়ের প্রস্থান।]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

সিঙ্ঘনগর ;—রাজপ্রাসাদ ;—সুবরাজের মন্দির।

(বৃদ্ধ রাজার প্রবেশ)

রাজা। (পরিক্রমণপূর্বক স্বগত) এ যে কলিকাল, তার কোনই সন্দেহ নাই। কি আশ্চর্য্য! পুত্র হয়ে পিতার আজ্ঞা অবহেলা করে,

এ কথা কি কেউ কোথাও শুনেছে? যা হোক, রোষপরবশ হয়ে সহসা কোন কৰ্ম করা সমুচিত নয়। (প্রকাশ্যে) দৌবারিক!

(দৌবারিকের প্রবেশ)

দৌবা। মহারাজ!

রাজা। মন্ত্রীকে অতি শীঘ্র এ স্থানে আহ্বান কর।

দৌবা। রাজাজ্ঞা শিরোধার্য।

[প্রস্থান।

রাজা। (স্বগত) ত্রেতাযুগে রঘুবংশাবতংস ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র, পিতৃ-আজ্ঞা প্রতিপালনার্থে রাজভোগ ও রাজসিংহাসন পরিত্যাগ করে, উদাসীনের ন্যায় চতুর্দশ বৎসর বনে বনে পরিভ্রমণ করেন। আর, এ ছরস্ত কলিযুগে দেখছি, পিতা যদি সর্বতঃপ্রযত্নে পুত্রের শুভানুষ্ঠান করেন, তবুও পুত্র তাঁর প্রতিকূল হয়। পূর্বতন বিজ্ঞেরা যথার্থই বলেছেন যে “কালের গতি অতি কুটীলা।”

(মন্ত্রীর প্রবেশ)

মন্ত্রী। মহারাজের জয় হউক! মহারাজ যে এ অধীনকে এত প্রত্যাশে স্মরণ করেছেন, এ তার পরম সৌভাগ্য। কিন্তু, এ অসাময়িক স্মরণের কারণটি অনুভূত হচ্ছে না।

রাজা। মন্ত্রী! এ যে কলিকাল, তার কোনই সন্দেহ নাই।

মন্ত্রী। মহারাজ! এ কথা সর্বসাধারণেই ত জানে। সূর্য্যদেব যে প্রথমে পূর্ব দিকে উদিত হন, তা যেমন লোককে বলে দিতে হয় না, এ যে কলিকাল, তাও তেমনি লোককে বলে দেওয়ার অপেক্ষা রাখে না; সকলেই এ কথা জানে; কিন্তু এরূপ সর্বজনবিদিত বিষয়ের উল্লেখ করা হচ্ছে কেন, আর এখানেই বা এ সময়ে মহারাজের আগমন হয়েছে কেন, এ অধীন তাই জিজ্ঞাসু হচ্ছে।

রাজা। মন্ত্রী! কাল সমস্ত রাত্রি আমার নিদ্রা হয় নাই।

মন্ত্রী। এর কারণ কি? নরবর! আপনার কিসের অভাব? স্বয়ং মা কমলা রাজগৃহে চিরনিবাসিনী; এ রাজ্য, রামরাজ্যের ন্যায় সুশাসিত; পুত্র রূপে কার্তিকেয়, আর বীরবীর্য্যে পার্থসদৃশ; কন্যা রূপে লক্ষ্মীস্বরূপিণী, গুণে সরস্বতীসদৃশী; পৃথিবী মহারাজের যশোবাদে পরিপূর্ণ হয়েছে। মহারাজের কিসের অভাব? তা এ উৎকর্ষার কারণ কি?

রাজা। মন্ত্রী! তুমি যে সকল সৌভাগ্যের উল্লেখ করলে, এ সকল আমার পক্ষে বৃথা; বোধ করি, আমার এই অসীম রাজ্যমধ্যে এমন একটি দরিদ্র প্রজা নাই, যে আজ আমা অপেক্ষা শতগুণে সুখী নয়। কিন্তু, বিধাতার নিৰ্ব্বন্ধ কে খণ্ডাতে পারে ?

মন্ত্রী। (সবিস্ময়ে) এ কি মহারাজ! আজ কি ও রাজ-চক্রে বারিবিন্দু দেখতে হলো ?

রাজা। (সজল নয়নে) মন্ত্রী! আমার মত অভাগা লোক এ পৃথিবীতে আর নাই। তুমি জানো যে, অজয়ের বিবাহ প্রসঙ্গ করে, আমি পঞ্চালপতির সমীপে দূত প্রেরণ করেছি। জনরব রাজকন্যাকে নানা রূপে ও নানা গুণে ভূষিত করে। গত কল্য সায়ংকালে, আমি অজয়ের নিকট এ প্রসঙ্গ করলে, সে একেবারে রাগান্বিত হয়ে আমায় বললে, “পিতা, আমার অনুমতি বিনা, আপনি এ কৰ্ম কেন করলেন ?” অনুমতি! পিতারে কি কখনো এ সব বিষয়ে পুত্রের অনুমতি নিতে হয়? ইচ্ছা করে, ছুরাচারের মস্তকচ্ছেদন করে ফেলি! তা তুমি কি বল? মন্ত্রী! এরূপ অপমান সহ্য করা অপেক্ষা পিতৃপিতামহের ছলপিণ্ডের লোপ করা, আমার বিবেচনায় শ্রেয়ঃ।

মন্ত্রী। কি সর্বনাশ! মহারাজ, এরূপ সঙ্কল্প কি আপনার উপযুক্ত? যে রাজসিংহ জয়দ্রথ বীরবীর্যে পাণ্ডব-রথিদলকে রণমুখে পরাভূত করেছিলেন, যে বীরপ্রবরকে, বীরধর্ম-বহির্ভূত অনীতিমার্গ অবলম্বন করে ধনঞ্জয় যুদ্ধে নিহত করেন, মহারাজের এ প্রস্তাব শ্রবণ করে, সেই রাজরথী জয়দ্রথ অবধি মহারাজের স্বর্গীয় পিতা পর্য্যন্ত সমস্ত রাজর্ষির ক্রন্দনধ্বনি যেন আমার কর্ণে প্রবেশ কচ্ছে। রাজকুমার অজয় নিতান্ত সুশীল, নিতান্ত ধর্মপরায়ণ, তিনি যে মহারাজের সহিত এরূপ উন্মার্গগামী জনের গ্যায় অশিষ্টাচার করেছেন, অবশ্যই এর কোন না কোন নিগূঢ় কারণ আছে। সেই গূঢ় কারণের অনুসন্ধান করা আমাদের সর্বদৌ উচিত হচ্ছে। রাজকুমারী শশিকলা তাঁর অগ্রজের সাতিশয় প্রিয়পাত্রী; এ অধীনের ক্ষুদ্র বিবেচনায়, তিনিই কেবল এ অন্ধকার দূর কর্তে সক্ষম। অতএব মহারাজ, তাঁকেই স্মরণ করুন। স্ত্রীবুদ্ধি সর্বত্র পরিকীর্ণিতা; তাতে আবার কুমারী শশিকলা স্বয়ং সরস্বতীরূপিণী।

রাজা। মন্ত্রী! তুমি উত্তম মন্ত্রণাই দিয়েছ। দৌবারিক!

(দৌবারিকের প্রবেশ)

দৌবা । মহারাজ !

রাজা । শশিকলাকে এখানে আসতে বল ।

দৌবা । রাজ-আজ্ঞা শিরোধার্য ।

[প্রস্থান ।

রাজা । এর যে কোন গুঢ় কারণ আছে, তার আর কোনই সন্দেহ নাই । অজয় যেন আজ কাল ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে উঠেছে । সে সর্বদা সুকোমল কোকিল-স্বরে আমার সহিত কথাবার্তা কহিত, কিন্তু কাল একেবারে বাজগর্জন করে উঠলো ।

(শশিকলা ও কাঞ্চনমালার প্রবেশ)

শশি । (গলবস্ত্রে রাজাকে অভিবাদন করিয়া) পিতঃ ! দাসীকে কেন স্মরণ করেছেন ?

রাজা । বৎসে ! চিরজীবিনী হও । তোমার অগ্রজের এ কি অবস্থা ? এর কারণ তুমি কি কিছু জান ?

শশি । পিতঃ ! দাদা আমাকে প্রাণাধিক স্নেহ করেন, এবং আপন সুখ-দুঃখের সকল কথাই অসম্পিষ্ট চিন্তে আমাকে বলেন । তাঁর বর্তমান চিন্ত-বিকারের সমুদায় কারণই আমি অবগত আছি । কিন্তু তিনি আমাকে সে সব কথা ব্যক্ত করতে নিষেধ করেছেন ।

রাজা । বৎসে ! পিতৃ-আজ্ঞা অবজ্ঞা করায় মহাপাতক জন্মে । ত তোমার এই বিশ্বাসঘাতকতায় যদি কোন পাপ হয়, তবে সে পাপ আমার আশীর্বাদে দূর হবে । অতএব, তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে সে সব কথা আমাকে বল ।

শশি । প্রায় দুই মাস গত হলো, এক দিন দাদা যুগয়ার্থ এক বনে প্রবেশ করেছিলেন । একটা বরাহের অহুসরণক্রমে, পর্বতময় কানন-প্রান্তে উপস্থিত হন । সেই স্থানে এক পাষাণময়ী দেবী-প্রতিমা, আর তাঁর পীঠসম্মিধি পুষ্পরাশি দেখতে পান । তিনি ইতিপূর্বে মায়াকাননের নাম এবং দেবী-প্রতিমার মাহাত্ম্য শুনেছিলেন । সেই দিন সেই সময়ে, সূর্য্যদেব কণ্ঠা-রাশিতে প্রবেশ করছেন দেখে, তিনি সেই পুষ্প নিয়ে

দেবীর পদতলে যেমন পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে পূজা করলেন, অমনি সহসা আকাশে বজ্রধ্বনি হলো! আর দেবীর পশ্চাত্তাগে ছুইটি হুইবেশী স্ত্রীলোক দেখতে পেলেন। ঐ দুটির মধ্যে একটি মহৎকুলোদ্ভবা বলে প্রতীতি হলে তিনি দেবীর সম্মুখে তাঁরে বরণ করেছেন। আর প্রতিজ্ঞা করেছেন যে, তাঁকে বৈ আর কোন স্ত্রীকে এ জন্মে বিবাহ করবেন না। সেই অবধি দাদার ভাবান্তর হয়েছে।

রাজা। (মস্তকে করাঘাত করিয়া) কি সর্বনাশ! এত দিনের পর এ মহদ্বংশ কি সত্যই বিলুপ্ত হলো ?

মন্ত্রী। (সত্রাসে) মহারাজ, এরূপ আশঙ্কার কারণ কি ?

রাজা। মন্ত্রী! তুমি কি জানো না, এইরূপ এক জনশ্রুতি আছে যে, এই বংশের কোন রাজা বা রাজকুমার ঐ বনাধিষ্ঠাত্রী পাষাণময়ী দেবীকে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে পূজা করলে, অদৃষ্টপূর্ব্ব রূপ-গুণশালিনী কোন রমণীকে দেখতে পায় সত্য, কিন্তু অতি শীঘ্রই তাকে সেই অভাগিনীর সহিত শমন-গৃহে আতিথ্য স্বীকার কর্তে হয়! আর তার সমুদয় বাসনা চিরদিনের জন্য শুষ্ক হয়ে যায়। হায়! হায়! অজয় কেন ঐ মায়াকাননে প্রবেশ করেছিল!—হা পুত্র! বিধাতা তোমার ভাগ্যে কি এই লিখেছিলেন! (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ) কিন্তু দেখ মন্ত্রী! এ রোগের যে নিতান্তই ঔষধ নাই, তা নয়। এখনো যদি অজয়কে এই অসৎ সঙ্কল্প হতে নিবৃত্ত করা যেতে পারে, তা হলে রক্ষা আছে। দেখ মা শশিকলা! তোমার দাদা যাতে এ বাসনা পরিত্যাগ করে, তুমি মা প্রাণপণে তারই চেষ্টা দেখ।

(নেপথ্যে পুরুষোক্তি বিরহ-গীত ।)

ঐ মা, তোমার দাদা! আহা! কি ছুঃখের বিষয়! তা আমি আর মন্ত্রী গুণুভাবে থাকি. তুমি গিয়ে তোমার দাদার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর। আর তারে এই প্রাণ-সংহারক, বংশ-নাশক সঙ্কল্প হতে নিবৃত্ত করবার জ্ঞে সাধ্যমতে চেষ্টা কর। ভগবতী বাগ্‌দেবী স্বয়ং তোমার রসনায় আসন পাতুন, তাঁর শ্রীচরণে এই প্রার্থনা।

[এক দিক্‌ দিয়া রাজা ও মন্ত্রী, অল্প দিক্‌ দিয়া শশিকলা ও কাঞ্চনমালার প্রস্থান]

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

সিদ্ধুনগর ;—রাজপুরী ;—রাজসভা ।

(কতিপয় নাগরিকের প্রবেশ)

প্র-না । মহাশয় ! এ কি সত্য কথা যে, পঞ্চালপতি এ নগরে দূত প্রেরণ করেছেন ? আর এ বিবাহে তাঁর নাকি সম্পূর্ণ সম্মতি আছে ?

দ্বি-না । আজ্ঞা হাঁ ; দূত মহাশয় গত কল্য এখানে উপস্থিত হয়েছেন । শুনেছি, এ বিবাহে পঞ্চালরাজ সর্বান্তঃকরণে অনুমোদন করেছেন ।

তৃ-না । মহাশয় ! আপনার সঙ্গে কি দূত মহাশয়ের সাক্ষাৎ হয়েছিল ?

দ্বি-না । না মহাশয় ! কিন্তু আমি লোকপরম্পরায় শুনেছি যে, তিনি কল্য সায়ংকালে এখানে এসেছেন ।

তৃ-না । আমাদের মহারাজের কি সৌভাগ্য ! কারণ, পঞ্চালপতির একমাত্র কন্যা, দ্বিতীয় সন্তান সন্ততি নাই ; তিনি স্বয়ংও এখন বৃদ্ধ হয়েছেন । এ সময়, এ সম্বন্ধ হলে, তাঁর স্বর্গারোহণের পর, সিদ্ধু ও পঞ্চালরাজ্য একত্রীভূত হবে । এইরূপেই ভগবান্ সিদ্ধুনদ, বহুতর নদ-নদীর প্রবাহ সহকারে এত প্রবলকায় হয়েছেন ।

প্র-না । মহাশয় ! আশা পরম রায়াবিনী ! সুতরাং আমরা সকলেই এইরূপ আশা করি বটে । কেন না, আমরা সকলেই মহারাজের শুভানুধ্যায়ী, কিন্তু এ সম্বন্ধে বিলক্ষণ বাধা আছে ।

সকলে । (সমস্ত্রমে) বলেন কি, বলেন কি । কি বাধা মহাশয় ?

প্র-না । জনরবের দিগন্তব্যাপী ধ্বনি কি আপনাদের কর্ণবিবরে প্রবেশ করে নাই ?

সকলে । কি জনরব মহাশয় ?

প্র-না । আপনারা কি শুনে নাই যে, এক দিন আমাদের বর্তমান মহারাজ, এক বরাহের অনুসরণপ্রসঙ্গে মায়ী-কাননে প্রবেশ করেন । আর,

সেই কাননে প্রতিষ্ঠিতা পাষণময়ী বনদেবীর পদতলে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে পূজা করেন।

সকলে। (সকৌতুকে) মহাশয়! তার পর কি হলো?

প্র-না। মহারাজ যেমন বনদেবীর পাদপীঠে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিলেন, অমনি সম্মুখে সখীসঙ্গিনী এক মনোমোহিনীকে দেখতে পেলেন। তিনি নরনারী কি সুরসুন্দরী, তা পরমেশ্বরই জানেন।

সকলে। (সবিস্ময়ে) তার পর মহাশয়?

প্র-না। তাঁকে দেখে মহারাজ একেবারে মত্তমুগ্ধপ্রায় এবং তদগত-হৃদয় হয়ে, দেবীর সম্মুখে এই প্রতিজ্ঞা করলেন যে, সেই সুন্দরী ব্যতীত অন্য কোন স্ত্রীকে কখন পত্নীত্বে গ্রহণ করবেন না। আমার ভয় হচ্ছে যে, পঞ্চালাধিপতির দূতকে ভগ্নমনোরথে ফিরে যেতে হবে। মহারাজ এখন স্বাধীন; কর্তৃপক্ষ কেহই নাই; এখন তাঁর স্বেচ্ছাচারী মনকে কে ফেরাতে পারে?

সকলে। হাঁ, এ হলে তো বিলক্ষণই বাধা বটে! তা যা হোক, মহাশয়! মায়া-কানন কি?

প্র-না। আপনাদের জন্ম এই সিন্ধুদেশে; শৈশবাবধি এখানেই বাস করছেন; তা আপনারা মায়া-কাননের নাম শুনে নাই? এ কি আশ্চর্য্য। সে যা হোক, পঞ্চালাধিপতির প্রস্তাবে অসম্মত হওয়া নিতান্ত আশ্রয় কার্য্য। এঁরা অতীব প্রাচীন বংশীয় রাজা।

তু-না। (সগর্বে) মহাশয়। আমাদের এ রাজবংশকে তবে কি হীনতর জ্ঞান করছেন? পঞ্চালাধিপতির পূর্বপুরুষ পাণ্ডবদের শ্বশুর ছিলেন বটে; আর জামাতৃহিতৈষণার বশস্বদ হয়ে, স্বীয় তনয়যুগলের সহিত কুরুক্ষেত্রে ভীষণ রণমুখে আপনাকে উপহারী করেছিলেন বটে; কিন্তু, আপনি কি জানেন না যে, আমাদের এই রাজাধিরাজের বংশ-গৌরব বীর-প্রবর জয়দ্রথ, স্বীয় বাহুবীর্য্যে এক দিবস সম্মুখসমরে সমুদয় পাণ্ডববল পরাভূত করেছিলেন? পরদিবস ধনঞ্জয় তাঁকে বধ করেন বটে; কিন্তু সে কেবল শ্রীকৃষ্ণের মায়াকৌশলে।

প্র-না। যা হোক, এ সম্বন্ধ নিতান্ত বাঞ্ছনীয়। বিধাতা করুন, তাঁর অনুকম্পায়, আমাদের রাজকুলরবি পঞ্চাল-রাজকুল-কমলিনীকে প্রকল্প করুন। আর আমরা যেন তার সুসৌরভে সুখ সন্তোষ লাভ করি।

যে সরোবরে কমলিনী প্রস্ফুটিত হয়, সে সরোবরের শৈবালকুলও তৎসম্পর্কে রম্য কাস্তি ধারণ করে।

(নেপথ্যে তোপ ও বহুধ্বনি)

ঐ শুভুন, মহারাজ রাজসভায় আগমনার্থে স্বমন্দির পরিত্যাগ কচ্ছেন।

(নেপথ্যে বন্দীর বন্দনা)

(রাজা, মন্ত্রী ও কতিপয় পার্শ্বের বীর পুরুষের প্রবেশ)

সকল সভ্য। (উচ্চৈঃস্বরে) মহারাজের জয় হউক ! মহারাজ চিরবিজয়ী হোন !

(রাজা ম্লান-বদনে ধীরে ধীরে সিংহাসনে উপবেশন)

রাজা। সিংহাসনে উপবেশন, আর রাজমুকুট শিরে ধারণ করা, সাধারণের বিবেচনায় পরম সৌভাগ্যের লক্ষণ ; এমন কি, এই নিমিত্ত শত শত জনপদ যুদ্ধানলে ভস্মীভূত হচ্ছে, শত সহস্র সুপণ্ডিত প্রবীণ ব্যক্তি উৎকট ছুদ্ধতি সাধন কচ্ছেন, অধিক কি, স্থলবিশেষে, এই সৌভাগ্যলোভে নরাধম পুত্র, পিতৃহত্যারূপ মহাপাপেও প্রবৃত্ত হচ্ছে। কিন্তু আমার সামান্য জ্ঞানে, এ সৌভাগ্য প্রার্থনীয় নয় ; অত্বেকার এ দিন আমার জ্ঞানে অশুভ দিন। কেন না, যে ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী রাজেন্দ্র এক দিন স্বকীয় তেজঃপ্রভাবে এই সিংহাসন সমলঙ্কৃত করেছিলেন,—যে উন্নত শিরোদেশে এক দিন এই মুকুট শোভা বিস্তার করেছিল, সেই মহাপুরুষ আজ কোথায় ? সে উচ্চ শির এখন কোথায় ? হায় ! মাদৃশ খতোত্ত আজ কি নিশানাথের উচ্চাসন অধিকার করতে এসেছে ! যা হোক, আমার ন্যায় সামান্য ব্যক্তি যে, এ ছর্ব্বহ ভার বহন করতে সাহসী হয়েছে, সে কেবল আপনাদের ভরসায়।

সকলে। (হস্ত উত্তোলনপূর্ব্বক সাহ্লাদে) মহারাজের জয় হউক !

প্র-না। (দ্বিতীয় নাগরিকের প্রতি জনাস্তিকে) মহাশয় ! দেখলেন, আমাদের মহারাজের কি সুশীলতা ! কি অমায়িকতা ! কি মিষ্টভাষিতা ! যৌবনারম্ভে যঁারা ঈদৃশ উচ্চ পদ প্রাপ্ত হন, তাঁরা প্রায়ই গৌরবে ফেটে পড়েন। তা দেখুন শাণ্ডিল্য মহাশয় ! এ রাজার রাজ্যে প্রজার যে কত মত সুখলাভ হবে, তা এখন বর্ণনা করে শেষ করা যায় না।

ধি-না। (জনাস্তিকে) পরমেশ্বর তাই করুন! মহাশয়! রক্তের বড় গুণ, প্রাচীন রক্ত অমৃতধারাবৎ। অমর করে না বটে, কিন্তু হৃদয় মধুময় করে।

মন্ত্রী। ধর্মাবতার! গভ কল্য পঞ্চালাধিপতির দূত এ রাজধানীতে উপস্থিত হয়েছেন। তাঁর যথাবিধি আতিথ্য করা হয়েছে। এখন তিনি প্রার্থনা করেন, মহারাজ তাঁর বক্তব্য শ্রবণ করেন।

রাজা। আচ্ছা, দূতপ্রবরকে এ সভাতে আহ্বান করা হোক। পঞ্চালপতি আমাদের নিতান্ত আত্মীয়।

[মন্ত্রীর প্রস্থান।

রাজা। ধনঞ্জয়! আগামী প্রাতঃকালে, আমি যুগয়ার্থে বহির্গত হব। বল দেখি, কোন্ বনে যুগয়া ব্যাপার সুচারুরূপে সম্পন্ন হতে পারে? এ দেশে এমন একটিও বন নাই, যা তোমার অজানিত।

ধন। ধর্মাবতার! এ আপনার অজ্ঞেয় মাত্র। এ দাস কল্য মহারাজকে এমন এক অরণ্যানীতে লয়ে যাবে, যেখানে মহারাজের ও বীরবাহুও শর ক্ষেপণে ক্লান্ত হবে, সন্দেহ নাই।

(দূতের সহিত মন্ত্রীর পুনঃ প্রবেশ)

দূত। মহারাজের জয় হোক! এ ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণ পঞ্চালরাজের প্রেরিত দূত; মহারাজকে আশীর্বাদ করছে।

রাজা। (প্রণামপূর্বক সত্বিনয়ে) বসতে আজ্ঞা হোক।

দূত। (উপবেশন করিয়া) মহারাজ! আমার প্রভু পঞ্চালাধিপতির গুণকীর্তন অবশ্যই আপনার কর্ণগোচর হয়েছে।

রাজা। পঞ্চালপতি আমাদের পরমাত্মীয়; তাঁর শুক্লতর যশঃ-জ্যোৎস্না, ভগবান্ রোহিণীপতির কিরণজ্বালবৎ এ ভারতরাজ্য সুদীপ্ত করেছে! অতএব তাঁর পরিচয় আমাকে দেওয়া বাহুল্যমাত্র। তা সে রাজচক্রবর্তী, কি উদ্দেশে আপনাকে এ ক্ষুদ্র নগরে প্রেরণ করেছেন?

দূত। মহারাজ! আপনি কি অবগত নন যে, আপনার স্বর্গীয় পিতা বৃদ্ধ মহারাজ, রাজকুমারী শ্রীমতী শশিমুখীর সহিত আপনার শুভ সম্বন্ধ সংঘটন সংকল্পে আমাদের মহারাজের নিকট প্রস্তাব করেছিলেন? এ প্রসঙ্গে আমাদের মহারাজ পরমাপ্যায়িত হয়ে সর্বান্তঃকরণে অনুমোদন

করেছেন। সুতরাং এ বিষয়ের ইতিকর্তব্যতা এখন আপনাকেই স্থির কর্তে হবে। ধর্মাবতার। আপনি দ্বিতীয় পরীক্ষিত অবতার। বিধাতা আপনার মঙ্গল করুন!

রাজা। (স্বগত) কি বিপদ! যে প্রচণ্ড বাত্যার ভয়ে আমি স্বীয় হৃদয়রূপ তরুণীকে ব্যগ্রভাবে কূলাভিমুখে পরিচালন করেছিলাম, সেই বাত্যা যে সহসা আরম্ভ হলো! হে হৃদয়! তুমি শান্ত হও। বরঞ্চ এ রসনা স্বহস্তে ছেদন করে, শূকরমণ্ডলীকে উপহার দিব, তথাপি একে কখনই অঙ্গীকারভঙ্গজন্ত দোষস্পৃষ্ট হতে দেব না। শশিমুখী আবার কে? সে ত আর আমার মনোমন্দিরের নিত্য পূজ্য দেবতা নয়? (প্রকাশ্যে) দূত মহাশয়! আমার স্বর্গীয় জনক যে একরূপ প্রস্তাব করেছিলেন, তা আমি লোকমুখে শ্রুত আছি। কিন্তু যখন তিনি একরূপ প্রসঙ্গ করেছিলেন, তখন তাঁর মনে এ ভাবের উদয় না হয়ে থাকবে, দেব ও পিতৃগণ তাঁকে এত শীঘ্র স্বর্গ-ধামে আহ্বান করবেন।

দূত। (সবিস্ময়ে) মহারাজ, একরূপ আজ্ঞা কেন কচ্ছেন?

রাজা। আপনি বৃদ্ধ ও পণ্ডিত ব্যক্তি, বিশেষতঃ নীতিজ্ঞ ও বটেন। আপনি কি জানেন না যে, যে ব্যক্তি প্রকৃত প্রস্তাবে রাজকার্য্য নির্বাহ কর্তে অভিলাষ করে, তার রাজ্যই ভার্য্যা, আর প্রজাবর্গই সন্তানসদৃশ হওয়া উচিত। আমার এই ইচ্ছা যে, স্বীয় সুখবাসনা বিস্মৃত হয়ে, প্রকৃতিপূঞ্জের সর্বদীন সুখান্বেষণ করি।

দূত। মহারাজ! এ সকল তপস্বী ও উদাসীনের কথা। পূর্বের কত শত রাজর্ষি এই ভারতভূমিতে অবতীর্ণ হয়েছেন। কিন্তু, তাঁদের কেহই ত মহারাজের ন্যায় একরূপে সাংসারিক সুখভোগে বিমুগ্ধ হন নাই?

রাজা। দূত মহাশয়! সকলের মানসিক প্রবৃত্তি একরূপ নয়। আকাশে অগণ্য তারকারাজি বিরাজ কচ্ছে; কিন্তু, সকলেই তো সমকায় নয়। ধনিগর্ভে অসংখ্য মণি আছে; কি সকলেরই তো সমমূল্য ও সমজ্যোতি নয়। অশ্রু অশ্রু রাজর্ষিরা যে পথগামী হয়েছেন, আমি যে সেই পথেই গমন করবো, এও বড় হুক্তিযুক্ত হচ্ছে না।

দূত। (গাত্রোথানপূর্বক কিঞ্চিং সরোষে) তবে কি মহারাজের এই ইচ্ছা যে, বিক্রমকেশরী পঞ্চালেশ্বরের সহিত এ সম্বন্ধ-বন্ধন না হয়?

মন্ত্রী। দূত মহাশয়! আসন গ্রহণ করুন! এ সকল এক দিনের

কথা নয়। মহারাজের অতি অল্প বয়স; বাল-স্বভাব-সহজ মানসিক চাঞ্চল্য, এখন সম্যক্ বিবেচনা আয়ত্ত হয় নাই। আপনি বসুন।

প্র-না। (দ্বিতীয় নাগরিকের প্রতি জনান্তিকে) কেমন মহাশয়, শুনলেন তো? এখন বলুন, জনরব সত্য কি মিথ্যা? আপনি দেখবেন, এ বিবাহ কখনই হবে না। লাভে হতে কেবল মহারাজের শত্রুদলমধ্যে অতঃপর পঞ্চালপতিও একজন গণ্য হবেন। সে যা হোক, এ বুড়ো দূত বেটার কথায় গা জলে ওঠে। ওঁর রাজা বিক্রমকেশরী! যদি যুদ্ধ সংঘটন হয়, তবে তখন বিক্রমকেশরীর পরাক্রম দেখা যাবে।

তু-না। ঈদৃশ সঙ্ঘদয় রাজার জন্মে কোন্ বীর পুরুষ, রণ-দেবীর সম্মুখে স্বীয় জীবন বলিস্বরূপ প্রদান কতে কাতর হবে? কিন্তু এখন চূপ করুন, শুনি, মহারাজ কি উত্তর দেন।

রাজা। পঞ্চালাধিরাজকে আমি পিতৃস্থানে গণনা করি। সূতরাং তাঁর ছুহিতার পাণিগ্রহণ, বোধ হয়, আমার পক্ষে বিধেয় নয়।

দূত। মহারাজ! আপনি বিজ্ঞচূড়ামণি! পিতৃস্থলে একজনকে গণনা করি বলে যে, তাঁর কন্যার পাণিগ্রহণ করা অনুচিত, এ কথা আপনার সমযোগ্য নয়। (করযোড় করিয়া) মহারাজ! এ অধীনের বাঙ্গা এই যে, আপনি পঞ্চালপতিকে প্রকৃতরূপে পিতৃস্থানে স্থাপন করুন! স্বপ্নে যে শাস্ত্রানুসারে পিতৃবৎ পূজ্য, তা মহারাজের অবিদিত নয়। এ সম্বন্ধ সংঘটন হলে, উভয় রাজ্য সুখ-সন্তোষে পরিপূর্ণ হবে। আর মহারাজের শত্রুরাজ্য, খাণ্ডবের ছায় ভস্মীভূত হয়ে যাবে।

রাজা। (ঈষৎ বিকৃত স্বরে) এ বিষয় এত শীঘ্র শীঘ্র স্থির হতে পারে না। আপনি মন্ত্রিবরের সহিত এ সম্পর্কে পরামর্শ করুন! দেখুন, মন্ত্রিবর! দূত মহাশয়ের আতিথ্যকার্যে যেন কোনরূপ ত্রুটি না হয়।

মন্ত্রী। রাজ-আজ্ঞা শিরোধার্য।

(দৌবারিকের প্রবেশ)

দৌবা। মহারাজের জয় হোক! মহারাজ! তিন জন নগরবাসী একটি যুবতী স্ত্রীর সহিত রাজদ্বারে উপস্থিত হয়েছে। তার মধ্যে যে ব্যক্তি সকল অপেক্ষা প্রাচীন, সে বলে,—মহারাজের নিকট তার কি নালিশ আছে।

রাজা। আচ্ছা, তাদের রাজসভায় আনয়ন কর।

দৌবা। যে আজ্ঞা মহারাজ!

[প্রস্থান।

রাজা। মন্ত্রিবর! এ কি ব্যাপার? যুবতী স্ত্রীলোক রাজ-দ্বারে উপস্থিত; এ ত সামান্য ব্যাপার না হবে!

মন্ত্রী। বোধ হয়, রাজসম্মিধানে বিচারার্থী হয়ে এসেছে। আপনি ধর্ম-অবতার; আপনার সমীপে কুলকামিনীরাও সাহস করে উপস্থিত হতে পারে।

(একটি যুবতী স্ত্রীলোকের সহিত তিন জন পুরুষের প্রবেশ)

বৃদ্ধ। মহারাজের জয় হোক! মহারাজ! আমি নিতান্ত বিপদগ্রস্ত; এই যে কন্যাটি, এ আমার একমাত্র সম্ভ্রতি; এই যুবকদ্বয় ইহার পাণিগ্রহণার্থী। আমার ইচ্ছা এই যে, ঐ মদন নামক যুবকের সহিত আমার কন্যার বিবাহ হয়; কেন না, ইটি আমার সখাপুত্র। কিন্তু, এই নৃসিংহ নামক যুবা, আমার অনাভমতে কন্যাটিকে গ্রহণ কন্তে সর্বদাই সচেষ্ট। মহারাজ! আমি একজন ক্ষুদ্র ব্যক্তি বটে, কিন্তু রাজষি ভীষ্মকের অবস্থা আমার ভাগ্যে ঘটেছে। এ দিকে চৌদীশ্বর শিশুপাল, ও দিকে দ্বারকাপতি শ্রীকৃষ্ণ। আমি মহা সঙ্কটে পড়ে রাজ-সম্মিধানে এসেছি, মহারাজ বিচার করুন।

রাজা। গোত্র ও অর্থ বিষয়ে এ উভয়ের কোনরূপ ন্যূনাধিক্য আছে কি না?

বৃদ্ধ। না মহারাজ! উভয়েই সৎকুলোদ্ভব,—উভয়েই ঐশ্বর্যশালী। কিন্তু, এই মদন আমার পরম প্রিয়পাত্র!

মন্ত্রী। (সহাস্ত্র বদনে) আরে তুমি তো আর বিবাহ কন্তে যাচ্চ না।

রাজা। দেখুন মহাশয়, আপনার কন্যাটি যদি যৌবনসীমায় পদার্পণ না কন্তেন, তা হলে দেশাচারমতে আপনার যেমন ইচ্ছা, তেমনি পাত্রে কন্যাটিকে সমর্পণ করা আপনার সাধ্যায়ত্ত হতো; কিন্তু, এখন, এর হিতাহিত বোধ বিলক্ষণ জন্মেছে; এ অবস্থায় এর স্বাধীন মনোবৃত্তি পরিচালনে বাধা দেওয়া, বোধ হয় সঙ্গত নয়। কন্যাটির নাম কি?

বৃদ্ধ। মহারাজ! এর নাম সুভদ্রা।

রাজা। ভাল সুভদ্রে! বল দেখি, এই উভয় যুবকের মধ্যে তুমি কাকে মনোনীত করেচ?

সুভ। (লজ্জাবনত মুখে অবস্থিতি)

রাজা। দেখ বাছা, আমি দেশাধিপতি; আমাকে লজ্জা করা তোমার উচিত নয়। বিশেষতঃ তোমার মনের ভাব যদি ব্যক্ত না কর, তবে আমি কখনই যথার্থ বিচার কর্তে পারি না। আর নিশ্চয় জেনো, এ অবস্থায় যদি অবিচার হয়, তাতে তোমার যত ক্ষতি, এই তোমার সঙ্গীদের কাহারই তত ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। অতএব, বাছা, লজ্জা পরিত্যাগ করে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও।

সুভ। (মস্তক অবনত করিয়া মৃদুস্বরে) মহারাজ! মদনকে আমি আপন সহোদরস্বরূপ জ্ঞান করি।

রাজা। কি বল্লে বাছা?

নৃসিং। (ব্যগ্রে অগ্রসর হইয়া) মহারাজ! ইনি বল্লেন, মদনকে সহোদরস্বরূপ জ্ঞান করেন।

রাজা। (বৃদ্ধকে সম্বোধন করিয়া) শুনলেন তো মহাশয়! আপনার কন্যা, মদনের সহিত পরিণয়প্রার্থিনী নন।

মদ। মহারাজ! সুভদ্রা ত স্পষ্টরূপে কিছুই বল্লেন না। অতএব এ সিদ্ধান্ত মহারাজের সমুচিত হচ্ছে না।

মন্ত্রী। (সহাস্য মুখে) তুমি ত দেখছি বিলক্ষণ পণ্ডিত! মদনকে আমি সহোদরস্বরূপ জ্ঞান করি, এ কথাতে কি কিছু স্পষ্ট বুঝতে পারছো না? সহোদরকে কি কেউ কখন বিবাহ করে থাকে?

রাজা। আর দ্বন্দ্ব ফল কি? (বৃদ্ধের প্রতি) মহাশয়! আপনি কন্যাটি নৃসিংহকে অর্পণ করুন। বেগবতী স্রোতস্বতীর গতি আর স্বাধীন মনোবৃত্তি রোধ কত্তে প্রয়াস পাওয়া অসুচিত। আদৌ তাতে কৃতকার্য হওয়া দুঃসাধ্য; যদি বা কষ্টেচেষ্টে কথঞ্চিৎ কৃতকার্য হওয়া যায়, তবু তাতে সাংসারিক অনিষ্ট বই ইষ্টলাভের সম্ভাবনা নাই।

নৃসিং। (উচ্চৈঃস্বরে) মহারাজের জয় হোক!

রাজা। দেখুন মন্ত্রিবর! রাজকোষ হইতে দশ সহস্র সুবর্ণ-মুদ্রা এই কন্যার যৌতুকের স্বরূপ প্রদান করবেন।

নৃসিং । মহারাজের জয় হোক, মহারাজ, আপনি স্বয়ং বৈবস্বত মনু ।

(নেপথ্যে বন্দীর গীত ও মাধ্যাহ্নিক বাজ)

মন্ত্রী । বেলা দুই প্রহর প্রায় । অতএব, এক্ষণে সভাভঙ্গের অনুমতি হোক ।

রাজা । আচ্ছা, এখন সকলে স্বস্থানে প্রস্থান করুন ।

সকলে । (আহ্লাদ সহকারে উচ্চৈঃস্বরে) মহারাজ চিরবিজয়ী হোন ! মহারাজ কি সূক্ষ্ম বিচারক ! আর দাতৃত্বে কর্ণ অপেক্ষাও অধিক ।

[মন্ত্রী ও মদন এবং বৃদ্ধ নাগরিক ব্যতীত সকলের প্রস্থান ।

মদ । (সরোষে) মন্ত্রী মহাশয় ! একে কি সূক্ষ্ম বিচার বলে ? কি অণ্ডায় !

মন্ত্রী । কেন ?—অণ্ডায় কি হলো ?

মদ । যে স্ত্রীলোকের উপর আমার সম্পূর্ণ অনুরাগ, মহারাজ তাকে অণ্ডের হস্তে সমর্পণ করলেন, এ কি সম্পূর্ণ অণ্ডায় নয় ?

মন্ত্রী । (সহাস্য মুখে) তোমার ত বিলক্ষণ বুদ্ধি দেখছি ! তোমার যে স্ত্রীর উপর অনুরাগ হবে, তুমি তাকেই চাও না কি ?

মদ । (বৃদ্ধ নাগরিকের প্রতি) মহাশয়, আপনি যে চূপ করে রইলেন ?

বৃদ্ধ । বাপু, আমি আর কি বলবো বল ! মহারাজ যে বিচার করলেন, তা তো অণ্ডায় বলে বোধ হচ্ছে না । দেখুন মন্ত্রী মহাশয়, আমাদের মহারাজ কর্ণতুল্য বদান্ত । দশ সহস্র স্বর্ণ-মুদ্রা যৌতুক দেওয়া বড় সামান্য কথা নয় ! ঈশ্বর-প্রসাদে মহারাজের সর্বত্র মঙ্গল হোক !

মদ । (সক্রোধে) আপনি দেখচি অর্থপিশাচ ! মনুষ্যের হৃদয়ের প্রতি দৃকপাতও করেন না ।

মন্ত্রী । হা ! হা ! হা ! ভাই, এ কথাটি যে তোমার মুখে শুনবো, একবারও এরূপ আশা করি নাই । তুমি কি ভাই অণ্ডের হৃদয়ের দিকে দৃকপাত করে থাকো ? তা যদি কর, তবে, এ ভ্রলোকের কথাটিকে তার অনিচ্ছায় কেন বিবাহ কর্তে চাও ? তার কি হৃদয় নাই ? তা এখন

নিজালয়ে গমন কর। মহারাজের যে বিচার হয়েছে, তা সকলেরই শিরোধার্য।

[বৃদ্ধ ও মদনের প্রস্থান।

মন্ত্রী। (স্বগত) যদি মহারাজ পঞ্চালপতির তনয়ার পাণিগ্রহণ না করেন, তবে দেখি, এই সিদ্ধুদেশ অশান্তি-কণ্টকময় দুর্গম দুর্গস্বরূপ হয়ে উঠবে। মহারাজ যে কার নিমিত্ত এরূপ উন্নতপ্রায় হয়েছেন, তার সন্ধান করা নিতান্ত আবশ্যিক। তা যাই দেখি, রাজনন্দিনী শশিকলা কি পরামর্শ দেন। আর, অরুন্ধতী দেবীও এ বিষয়ে কোন প্রকার সাহায্য কল্পেও কতে পারেন। এ সকল বিষয়ে স্ত্রীলোকেরি পাণ্ডিত্য অধিক। কিন্তু তপস্বিনী যদি কোন উপায় কতে পাতেন, তা হলে এত দিন অবশ্যই আমাকে সংবাদ দিতেন। এ বিষয়ে এখন একমাত্র সংপথ দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু, রাজনন্দিনীর অভিপ্রায় না হলে সে পথগামী হওয়া অশ্রেয়। অতএব, একবার তাঁরি নিকটে যাই।

[মন্ত্রীর প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

সিদ্ধুনগর রাজপুরী ;—শশিকলার মন্দির।

(শশিকলা ও কাঞ্চনমালা আগীনা)

শশি। দাদা আজ সবে প্রথমে রাজসিংহাসনে উপবেশন করেছেন। জানি না, তাঁর ব্যবহারে প্রজাবর্গ সন্তুষ্ট কি অসন্তুষ্ট হয়েছে।

কাঞ্চ। সখি! তোমাকে সে চিন্তা কতে হবে না। কেন না, মহারাজের শ্রায় সুশীল, মিষ্টভাষী, বিনয়ী আর সদৃগুণাঙ্কিত কি আর ছুটি আছে ?

শশি। তা সত্য বটে; কিন্তু সখি! সম্প্রতিকার ঘটনা সকল মনে পড়লে, মন নিতান্ত চঞ্চল হয়। হায়! আমার দাদা কি আর সে দাদা আছেন! কাঞ্চন! কি অশুভ ক্ষণেই যে তিনি ঐ পাপ মায়া-কাননে প্রবেশ করেছিলেন, তা আর বলবার নয়! (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ) হে নির্দয় বিধাতঃ! তুমি কি এত দিনের পর সত্য সত্যই এ রাজকুলের সুবর্ণ-দীপ নির্বাণ কতে বাহু প্রসারণ কচ্চো। শুনেছি যে, পঞ্চালাধিপতির

দূত এ নগরে আগমন করেছেন। কে জানে, দাদা তাঁর প্রস্তাবে কি অভিপ্রায় প্রকাশ করেছেন! তাঁর প্রস্তাবে অসম্মত হলে যে শেষে কি উৎপাত ঘটবে, তা মনে কল্পেও ভয় হয়।

কাঞ্চ। ঐ যে মন্ত্রী মহাশয় এ দিকে আসছেন। ওঁর কাছে সকল সংবাদই পাওয়া যাবে এখন।

(মন্ত্রীর প্রবেশ)

শশি। মন্ত্রী মহাশয়! প্রণাম করি।

মন্ত্রী। রাজনন্দিনি! চিরজীবিনী ও চিরসুখিনী হোন।

শশি। কাঞ্চনমালা! শীঘ্র মন্ত্রী মহাশয়কে বসতে আসন দাও।

(আসন প্রদান)

মন্ত্রী মহাশয়! বসতে আজ্ঞা হোক। আর আজিকার রাজসভার সম্বাদ কি বলুন দেখি।

মন্ত্রী। (উপবেশন করিয়া) রাজনন্দিনি! সকলি সুসম্বাদ। মহারাজ, আজ নিজগুণে প্রজাবর্গ ও সভাসদমণ্ডলীকে প্রায় বিমোহিত করেছেন। এমন কি, আজ আমরা যদি এই নগরপ্রাচীর ভগ্ন করি, তা হলেও, প্রজার প্রভুভক্তিস্বরূপ এরূপ এক সুদৃঢ় প্রাচীর এ নগর বেষ্টিত করেছে যে, স্বয়ং বজ্রপাণির কঠোর বজ্রও তা ভেদ করতে কুণ্ঠিত হবে।

শশি। (সাহ্লাদে) এ পরম শুভ সম্বাদই বটে। ভাল, মন্ত্রী মহাশয়! পঞ্চালের দূতের প্রস্তাবে, দাদা কি অভিপ্রায় প্রকাশ করেছেন?

মন্ত্রী। মধুরসে তিক্তে নিম্বরস ঢালা উচিত নয়। তথাপি, সে কথা আপনার গোচর করা নিতান্ত আবশ্যিক। সেই কারণেই, আমার এ সময়ে আপনার সম্পর্শনে আসা। আপনার অগ্রজ পরিণয় প্রস্তাবে কোন মতেই সম্মত নন। রাজনন্দিনি! আশঙ্কা হচ্ছে যে, ভবিষ্যতে এ বিষয়ে কোন না কোন অমঙ্গল সংঘটন হওয়ার এই পূর্বসূচনা।

শশি। (সবিসাদে) আমিও এই ভেবেছিলাম। আমি যে দাদাকে কত সেধেছি, তা আপনি জানেন। কিন্তু, তাঁর সে স্বপ্ন, তিনি কোন মতেই বিশ্বস্ত হতে পারেন না। মন্ত্রী মহাশয়! আপনার কি বিশ্বাস হয় যে, তিনি, ঐ পাপ কাননে কোন নরনারীকে দেখেছেন?

মন্ত্রী। কে জানে রাজনন্দিনি! হয় তো, কোন সুরকামিনী বনবিহারার্থে সে দিন ঐ উপবনে উপস্থিত ছিলেন! মহারাজ যে চিত্রপট এঁকেচেন, তা দেখলে তাই প্রত্যয় হয়। বিধাতা তেমন রূপ কোন মানবীকে দেন না। সে যা হোক, আমাদের এখন এই কর্তব্য যে এ বিষয় ভালরূপে অনুসন্ধান করি। যদি সেই সুন্দরী সত্যই মানবী হন, তবে তিনি নিঃসন্দেহ এই নগর-নিবাসিনী হবেন। কেন না, দূর দেশ হতে তেমন কুলবালা যে ঐ কাননে আসবেন, এ বড় সম্ভব নয়। অতএব, আমার ইচ্ছা এই যে, আমি আপনার নামে এই ঘোষণা নগরমধ্যে প্রচার করি, আপনি আগামী কল্য সায়ংকালে এক ব্রত করবেন। সেই ব্রত উপলক্ষে, এ নগরবাসিনী যত কুমারী আছেন,—কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি শূদ্র, যে কোন জাতিই হোন, সকলকেই কল্য সায়ংকালে, সিঙ্কুনদী-তীরস্থ বিলাসকানন নামক পুষ্পোद्याনে আগমন কতে হবে। যদি ঐ কন্যা এ নগরে থাকেন, অবশ্যই এ আহ্বানে তিনিও রাজপুরে আগমন কতে পারেন। আর, যদি এ উপায়ে তাঁর সন্দর্শনের অপ্রাপ্তি ঘটে, তা হলে, আপনি নিশ্চয় জানবেন যে, আপনার অগ্রজ যা দেখেছিলেন, সে তৃষাতুর পথিকের মনোমোহিনী মরীচিকা মাত্র! তা আপনি এতে কি বিবেচনা করেন?

শশি। মন্ত্রী মহাশয়! আমার বিবেচনায়, এ অতি বিহিত উপায়। বিশেষতঃ এটি যখন আপনার অভিমত, তখন আর আমার মত গ্রহণের অপেক্ষা কি?

মন্ত্রী। (গাত্রোথানপূর্বক) রাজকুমারি! চিরজীবিনী হোন!

শশি। ছরস্ত্র যম, আমাদিগকে সম্প্রতি যে গুরুজনে বঞ্চিত করেছে, আপনি এক্ষণে তাঁরই স্থলাভিষিক্ত। তা দেখবেন, আমার দাদার যেন কোন অমঙ্গল না ঘটে! (রোদন)

মন্ত্রী। রাজনন্দিনি! এ কি? আপনি শাস্ত হোন। বিধাতা আছেন। তিনি অবশ্যই এর প্রতিকার করবেন। আর এ আশীর্ব্বাদকের যা সাধ্য, এ তা প্রাণপণে করবে। চিন্তা কি? এক্ষণে আশীর্ব্বাদ করি, বেলাটা অধিক হয়েছে; এখন বিদায় হই।

[মন্ত্রীর প্রস্থান।]

শশি। শুনলি তো কাঞ্চনমালা! দাদা কি তবে যথার্থই উন্মত্ত

হলেন ? এ বিপদে কার কাছে যাই, কার শরণাপন্ন হই, তা ভেবে স্থির কস্তে পারি না। (রোদন)

কাঞ্চ। প্রিয় সখি ! তুমি এত উতলা হলে কেন ? শুনলে না, মন্ত্রিবর কি বল্লেন ?—বিধাতা আছেন। তা এখন এসো, বেলা হয়েছে ; স্নানাদি করবে চলো।

শশি। সখি ! আমি কি এমন ভাইকে হারাব ! (রোদন)

কাঞ্চ। (হস্ত ধারণ করিয়া) এসো সখি, এসো।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

রাজপথ।

(চুলী ও প্রমত্তভাবে বিজ্ঞাপনী-চক্রে মধুদাসের প্রবেশ)

মধু। ব্যাটা জোর করে বাজা।

(কতিপয় নাগরিকের প্রবেশ)

প্র-না। কি হে মধুদাস ! তোমাকে যে মধুরসে পরিপূর্ণ দেখছি, বৃত্তাস্তটা কি বল দোখ ?

মধু। আরে বাওয়া ! ভ্রমর কি কখনো মধুশূণ্য পেটে থাকে ? নতুন রাজার মঙ্গলার্থে আজ কিছু মধুপান করে দেখা গেল।

দ্বি-না। তোমার হাতে ও কি ?

মধু। চেষ্টিয়ে বাজা। (উন্নতভাবে বিজ্ঞাপনী পাঠ) হে সিদ্ধনগর-নিবাসী জনগণ ! রাজমন্দিরী শশিকলার এই নিবেদন গ্রহণ কর। যাঁর গৃহে কুমারী কন্যা আছে,—কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি শূদ্র, যে কোন জাতই হোন, স্বীয় স্বীয় কন্যাকে আগামী কল্য সায়ংকালে রাজপুরীতে প্রেরণ করবেন। (চুলীর প্রতি) বাজা বেটা, জোর করে বাজা।

দ্বি-না। ওহে মধু ! এর অর্থ কি ?

মধু। (হাস্ত করিতে করিতে প্রমত্তভাবে) আরে ভাই, সে কালে রাজকন্যারা স্বয়ম্বর হতো। রাজারা দেশদেশান্তর হতে স্বয়ম্বর-সভায়

উপস্থিত হতেন। কিন্তু, এ ঘোর কলিকালে, পুরুষের স্বয়ংস্বর হয়। বোধ করি, মহারাজের বিয়ে করবার ইচ্ছে হয়েছে। তোমার ভাই যদি সুন্দরী মেয়ে থাকে, পাঠিয়ে দিও! ভগ্নী থাকে ত আরো ভালো!

দ্বি-না। (প্রথম নাগরিকের প্রতি জনান্তিকে) বেটা জাতিতে চণ্ডাল, রাজসংসারে পাছুকা-বাহকের কর্ম করে, বেটার কথা শুনলেন? ইচ্ছে করে, বেটাকে জুতো মেরে লম্বা করে দিই। দূর হোক, এখান থেকে যাওয়া যাক। এ মাতাল বেটার সঙ্গে কথাবার্তা কওয়া অপমান মাত্র।

[নাগরিকগণের প্রশ্নান।

মধু। আরে ঢুলী, জোর করে বাজা।

[ঘোষণাপত্র পাঠ করিতে করিতে ও ঢোল বাজাইতে

বাজাইতে মধুদাস ও ঢুলীর প্রশ্নান।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

সিদ্ধনগর ;—সিদ্ধুতীরে অরুন্ধতীর আশ্রম।

(অরুন্ধতী আগীনা ;—স্বন্দ্যার প্রবেশ)

সুন। ভগবতি ! আপনার শ্রীচরণে প্রণাম করি ; আশীর্বাদ করুন !

অরু। বৎসে ! বিধাতা তোমাকে দীর্ঘজীবিনী করুন ! সম্বাদ কি ?

সুন। ভগবতি ! আপনি কি আজকের সম্বাদ শুনে নাই ?

অরু। কি সম্বাদ বৎসে ?

সুন। রাজনন্দিনী শশিকলা, নগরমধ্যে এই ঘোষণা প্রচার করেছেন যে, আগামী কল্য সায়ংকালে, তিনি এক মহাব্রত করবেন। এ নগরে যত কুমারী আছে,—কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি শূদ্র, সকলকেই সেই ব্রত উপলক্ষে রাজপুরীতে উপস্থিত হতে হবে। তা আমাদের প্রতি আপনার কি আজ্ঞা ?

অরু। বৎসে ! যে রাজার আশ্রয়ে বাস কর,—যার প্রতাপে ধন মান প্রাণ সকলই রক্ষা হয়, সেই রাজার বা রাজপরিবারের আজ্ঞা অবহেলা করা নীতিবিরুদ্ধ ও অশ্রেয়স্কর।

সুন। যে আজ্ঞা ভগবতি ! তবে, আমার প্রিয় সখীকে সে স্থলে কি বেশে যেতে আজ্ঞা করেন ?

অরু। (ক্রণেক চিন্তা করিয়া) কেন ? যে বেশে ভদ্রঘরের কন্যা যায়, তিনিও সেই বেশে যাবেন।

সুন। তা হলে কি আমাদের গুপ্ত ভাব আর থাকবে ? ভগবতি ! গান্ধার দেশ পরিত্যাগ করবার সময় আমরা প্রিয় সখীর বহুমূল্য বহুতর বস্ত্রাদি ফেলে এসেছি। এখন যা কিছু সঙ্গে আছে, তার মধ্যে যেগুলি সর্বাপেক্ষা অপকৃষ্ট,—সে পরিচ্ছদগুলি দেখলেও, বোধ হয় এ দেশের লোকে বিস্ময়াপন্ন হবে। প্রিয় সখীর এক একটি পরিচ্ছদ এক এক রাজ্যের মূল্যে প্রস্তুত ! আর দেখুন, এমন সময় নাই যে, এখনকার অবস্থার অহুরূপ একটি সামান্য পরিচ্ছদ প্রস্তুত করা যেতে পারে।

অরু। (সহাস্র বদনে) বৎসে! তুমি নির্ভয় হও। যে পরিচ্ছদ তোমাদের জ্ঞানে সুপরিচ্ছদ হয়, তোমার সখীকে তাই পরিধান কর্তে বলো। তাঁকে বেশভূষায় উত্তমরূপে ভূষিতা করে, আমার এখানে নিয়ে এসো; তাঁর সঙ্গে আমার কিছু বিশেষ কথা আছে।

সুন। যে আজ্ঞা ভগবতি! তবে, এখন বিদায় হই।

[সুনন্দার প্রস্থান।

অরু। (স্বগত) এদের এ রহস্য আর যে বহুকাল অপ্রকাশ্য ভাবে থাকবে তার কোনই সম্ভাবনা নাই। নাই থাকুক, তাতে বড় একটা হানি ছিল না। কিন্তু, দেবতারা যে এদের প্রতিকূল, এই-ই দেখি অপ্রতিবিধেয় ব্যাধি। প্রবল বায়ুসস্তাড়িত জলতরঙ্গের গতি প্রতিরোধ করা বিষম ব্যাপার! এ কি? আমার চক্ষে অশ্রুদয় হলো! ভেবেছিলাম, যেমন, ভীষণদন্ত বরাহ ভগবতী বসুন্ধরার কোমল হৃদয় বিদারণ করে, উত্তানশোভা লতিকার মূলোৎপাটনপূর্বক ভক্ষণ করে, সেইরূপ তাপস-বৃত্তিও কাল সহকারে অস্মদাদির হৃদয়-কাননের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিরূপ লতা-গুল্মাদির মূল পর্য্যন্ত বিনষ্ট করেছে। কিন্তু এখন দেখছি, আজও তা হয় নাই। তা হলে, এ মোহের লহরী আজ কোথা থেকে উপস্থিত হলো! (পরিত্রমণ করিয়া) আহা! এমন রূপসী কন্যা কি এ জগতে আর আছে! আর কেবল যে রূপসী, তাও নয়, সুশীলতা, ধর্মপরতা ইত্যাদি গুণ প্রফুল্ল কমলের গায় এঁর মানস-সরোবরে শোভা বিস্তার করেছে। তা এমন সুরূপা ও সুশীলা কন্যার ললাটে কি বিধাতা সত্য সত্যই এত দুঃখ লিখেছেন? (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) প্রভো! তোমারই ইচ্ছা! তোমার লীলা খেলা দেবতাদের ছুজ্জের! আমরা তো সামান্য মনুষ্য মাত্র।

(রাজমন্ত্রীর প্রবেশ)

মন্ত্রী। ভগবতি! আশীর্বাদ করুন! (প্রণিপাত)

অরু। দেবাদিদেব মহাদেব আপনাকে আশীর্বাদ করুন! ঐ কুশাসন গ্রহণ করুন; আর বলুন দেখি, আজকের কি সঘাদ।

মন্ত্রী। (আসন গ্রহণ করিয়া) ভগবতি! মহারাজ মায়াকাননে স্বপ্নদৃশ্যবৎ যা দেখেছিলেন, তা যদি কোন দেবমায়ী মাত্র না হয়, আর সে

কন্যাটি যথার্থ মানবী এবং এই নগরবাসিনী হন, তবে আগামী কল্য সায়ংকালে তাঁকে আমরা সকলেই দেখতে পাব।

অরু। মন্ত্রিবর! আপনি যে এ বিষয়ে কি উপায় অবলম্বন করেছেন, তা আমি অবগত হয়েছি। কিন্তু মহাশয়! এ কর্ম্য ভাল হয় নাই। যদি সে কন্যাটি সুরবালা না হয়ে, সত্যই নরবালা আর এই নগরবাসিনী হয়, তা হলে মহারাজের সহিত তার পুনঃসন্দর্শনে অগ্নিতে ঘৃতাছতি প্রদানতুল্য হবে। আর যে অগ্নি বর্তমান অবস্থায় দুঃসহ, সে অগ্নি দ্বিগুণ প্রবল হয়ে উঠলে কি রক্ষা থাকবে?

মন্ত্রী। তবে আপনি কি সে কন্যাটির কোন সন্ধান পেয়েছেন?

অরু। আজ্ঞা হাঁ।

মন্ত্রী। (ব্যগ্রভাবে) ভগবতি! তৃষাতুর ব্যক্তি, দূরে বিমল জলপূর্ণ জলাশয় দেখতে পেলে যেমন আহ্লাদে মগ্ন হয়ে ব্যগ্রভাবে সেই দিকে ধাবমান হয়, আপনার এই আশাসূচক মধুর বাক্যে আমার মনও তেমনি আনন্দিত, আর সবিশেষ সমস্ত শুনবার জন্মে সান্তিশয় ব্যগ্র হয়েছে। অতএব, অহুগ্রহ করে শীঘ্র বলুন, তিনি কে?

অরু। আমি বোধ করি, আপনি গান্ধার দেশের মহারাজার নাম শুনেছেন।

মন্ত্রী। ভগবতি! তাঁর নাম কে না শুনেছে? তিনি এই সমুদায় ভারতরাজ্যের অদ্বিতীয় অধীশ্বর। বৈভবে ও প্রভুত্বে দ্বিতীয় সুরপতি; শস্ত্রবিদ্যায় সাক্ষাৎ পাণ্ডবচূড়ামণি ফাস্তনি; গদাবিদ্যায় যত্নকুলতিলক বলভদ্রতুল্য; ধর্ম্মানুষ্ঠানে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সমতুল্য; আর, বদান্যতায় সূর্য্যসুত শ্রীমান্ কর্ণের সমকক্ষ। দেবনামসদৃশ সেই পুণ্যাঙ্গা রাজর্ষির নাম প্রাতঃস্মরণীয়। তা তাঁর কি?

অরু। যে কন্যারত্নটিকে মহারাজ মায়া-কাননে দেখেছিলেন, সেটি সেই রাজরাজেশ্বর গান্ধারেশ্বরের একমাত্র ছহিতারত্ন।

মন্ত্রী। (সবিস্ময়ে) বলেন কি ভগবতী? রাজনন্দিনী ইন্দুমতী? যাঁর রূপের গৌরবে, যে উর্বশীকে কবির আখণ্ডলের সর্ব্বশ্ব বলে থাকেন, সে উর্বশী পূর্ণচন্দ্রবিরাজিত রজনীতে খটোতমালার গায় ম্লান হয়, মহারাজ কি সেই ইন্দুমতীকে সন্দর্শন করেছিলেন? তা তিনি সে সময় ঐ মায়া-কাননে কেন এসেছিলেন, তা আপনি আমাকে বলুন।—গান্ধার

দেশ কিছু নিকট নয় যে, রাজকুমারী মায়া-কাননে পরিভ্রমণ করতে আসবেন।

অরু। আপনি কি শোনে নাই যে, ধুমকেতু নামক একজন রাজসেনানী মহারাজের কতিপয় রাজবিদ্রোহীর সহিত ষড়্‌যন্ত্র করে মহারাজকে সিংহাসনচ্যুত করেছে ?

মন্ত্রী। হাঁ, এরূপ জনরব শ্রুত আছি বটে; কিন্তু, রাজাধিরাজ গান্ধারপতি এখন কোথায় ?

অরু। তিনি ছদ্মবেশে এই নগরে অবস্থিতি করছেন।

মন্ত্রী। হে বিধাতা! অমরাবতী পরিত্যাগ করে সুরপতি মর্ত্যলোকে উদাসীনভাবে পরিভ্রমণ করছেন। যে হস্ত বজ্রপ্রভাবে অসুরদলের মস্তক চূর্ণ করে,—সে হস্ত কি এখন নিরস্ত হয়েছে ?

অরু। মনুষ্যের দশা এ জগতে সর্বদা অপরিবর্তিত থাকে না! কখন উচ্ছে, কখন নীচে,—চক্রনেমির ন্যায় সর্বদা পরিভ্রমণ করে।

মন্ত্রী। ভগবতি! আমাদের মহারাজার কি সৌভাগ্য! গান্ধারপতি এখন বর্ষীয়ান। এ তাঁর জীবনের সায়ংকাল। ইন্দুমতী তাঁর একমাত্র কন্যা। এঁর সহিত আমাদের মহারাজের বিবাহ হলে, কালে সিদ্ধুপতি, ভারতের সম্রাটপদ লাভ করবেন। এমন কি, তাঁর যদি রাজসুয় যজ্ঞ করতে ইচ্ছা হয়, তবে তিনি পৌরবকুলের গৌরবের লাঘব করতে পারবেন, সন্দেহ নাই।

অরু। মন্ত্রিবর! আপনাকে একটি গোপনীয় কথা বলি। এ বিবাহ হলে, মহারাজের আর এই মহারাজ্যের নিতান্ত অশুভ ঘটনা হবে; দেবতারা এ বিষয়ে নিতান্ত প্রতিকূল, আমার ইষ্টদেব ভগবান্ ঋষ্যশৃঙ্গের নিকট শিষ্য প্রেরণ করাতে তিনি আমাকে এই আদেশ করেছেন যে, “বৎসে! তুমি যদি সিদ্ধুদেশের রাজকুলের প্রকৃত শুভাকাজক্ষী হও, তবে এ সম্বন্ধ কোন মতেই সম্পন্ন হতে দিও না।” আরও দেখুন, আমি বারম্বার আমাদের ভূতপূর্ব মহারাজের স্বর্গীয় আত্মা স্বপ্নে ও জাগ্রত অবস্থায় দেখেছি। তাঁরও এই অসুরোধ। (সবিস্ময়ে) ঐ দেখুন!—

(শিবমন্দিরের পশ্চাৎ হঠতে পট্টবস্ত্রাবৃত বৃদ্ধ রাজর্ষির
আকারবিশিষ্ট পুরুষের প্রবেশ)

মন্ত্রী। (সকম্পিত শরীরে গাত্রোত্থান করিয়া) এ কি ! এ কি !
(করযোড় করিয়া) হে নরনাথ ! আপনি স্বর্গধাম পরিত্যাগ করে, কেন
এ পাপ মর্ত্যে পুনরাগমন করেছেন ? আপনার কি আজ্ঞা ?

আত্মা। (গম্ভীর বচনে) চাণক্য ! অজয় কৃষ্ণে পাপ মায়াকাননে
গান্ধারাদিধিতির কন্যাকে দর্শন করেছেন ! এত দিনের পর, এই পুরাতন
বৃহৎ রাজবংশ ধ্বংস হয় ! এখনও যদি পার, তবে পঞ্চালাদিধিতির
ছহিতার সহিত তাঁর পরিণয় ব্যাপার সমাধা করাও । নচেৎ আর রক্ষা
নাই ; সাবধান হও !

(অন্তর্ধান)

অরু। ঐ দেখলেন ত মন্ত্রী মহাশয় ! শুনলেন না ?

মন্ত্রী। ভগবতি ! আমার এমনি হৃৎকম্প হচ্ছে যে, মুখে কথা সরে
না। এ কি বিভীষিকা ! উঃ ! দাঁড়াতে পাচ্ছি না ! এখন আজ্ঞা হয়
ত বিদায় হই ।

অরু। মন্ত্রিবর ! সাবধান হবেন, দেখবেন, এ কথা যেন কোন মতেই
প্রকাশ না হয় ।

মন্ত্রী। ভগবতি ! এ সকল কথা এ দাসের হৃদয়ে চিরকাল গুপ্ত
থাকবে । এক্ষণ আমি কখনও দেখি নাই, কখনও শুনিও নাই । মহারাজের
মৃত্যু দেবমন্দিরে হয়, আর যখন তিনি দেহ ত্যাগ করেন, তখন অবিকল
তাঁর এই বেশ ছিল । এ কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার ! আশীর্ব্বাদ করুন, বিদায়
হই । ভরসা করি, আপনিও অল্প সায়ংকালে রাজনন্দিনীর ব্রতালয়ে
পদার্পণ করবেন ।

অরু। তা অবশ্যই যাবো ।

[মন্ত্রীর প্রস্থান ।

অরু। (স্বগত) এ সকল বৃত্তান্ত অজয়কে বিজ্ঞাত করা অসুচিত,
তার অবস্থা সম্বন্ধে যেক্ষণ জনশ্রুতি শুনতে পাই, তাতে বোধ করি, এ সব
কথা শুনলে, হয় ত সে সহসা আত্মহত্যা কতে পারে ! যদি সে আপন

ঈঙ্গিত জনকে না পায়, তা হলে জীবন বিসর্জন দেওয়াও বিচিত্র নয় !
প্রেমান্ন জনের নিকট বিধাতাদত্ত অমূল্য জীবনমণি কিছুই নয় ।

(সুনন্দার সহিত সূচারু ও উজ্জল বেশে রাজনন্দিনী ইন্দুমতীর প্রবেশ)

অরু। এস বৎসে ! তুমি ত এখন শারীরিক সুস্থ হয়েছ ?

ইন্দু। আজ্ঞে হাঁ, এক প্রকার সুস্থ হয়েছি ।

অরু। (অগ্রসর হইয়া) বৎসে ! তুমি আমাকে সত্য করে বল
দেখি, তুমি এই সিন্ধুদেশের নূতন মহারাজকে ভাল বাস কি না ?

ইন্দু। (ব্রীড়া প্রদর্শন)

সুনন্দা। ভাল বাসেন বই কি ভগবতি ! না হলে এত লজ্জা কেন ?

ইন্দু। (জনান্তিকে সুনন্দার প্রতি) তোর কি কিছু মাত্র লজ্জা নাই ?

সুনন্দা। কেন ? লজ্জা থাকবে না কেন ? যদি তুমি এ মহারাজকে
ভাল বাস, তবে তাতে দোষ কি ? তিনি এক জন সামান্য ব্যক্তি নন ।
তাতে আবার পরম সুপুরুষ ; তুমিও নব যুবতী, তোমাদের মিলন যে
সুখজনক হবে, তাতে সন্দেহ নাই । এতে আর লজ্জার বিষয় কি ? আর
এই ভগবতী আমাদের মাতৃসদৃশ, এঁর কাছে লজ্জা করা অনুচিত ।

অরু। (স্বগত) মিলন ! মিলন ! তা যদি হতে পাত্তো, তবে
নিঃসন্দেহ মণিকাঞ্চনের সংযোগের সদৃশ কি অপক্লপই হতো ! কিন্তু
সিন্ধুদেশের তেমন ভাগ্য নয় যে, সে অপূর্ব দৃশ্য সন্দর্শন করে । ভূভারতে
কেবল ত্রেতাযুগে শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মীস্বরূপিণী জনকরাজ-তনয়াকে বামে করে
অযোধ্যার রাজসিংহাসন অলঙ্কৃত করেছিলেন । (প্রকাশ্যে) দেখ বাছা
ইন্দুমতি ! তুমি আমাকে লজ্জা করো না, আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি,
তুমি কি এই মহারাজকে ভাল বাস ?

ইন্দু। (ব্রীড়া প্রদর্শন)

অরু। (সহাস্ত্র বদনে) লোকে বলে, “নীরবতা অনেক প্রশ্নের
সম্মতিসূচক উত্তর ।” তা বৎসে ! তোমার মনের কথা এখন আমি
বিলক্ষণ বুঝতে পারলেম ।

সুনন্দা। ভগবতি ! আপনি কি না বুঝতে পারেন ? প্রিয় সখী
আপনার ফাঁদে আপনি ধরা পড়েছেন ।

অরু। যা হোক বৎসে ইন্দুমতি ! একটি পরামর্শ দিই, অবধান
কর ! রাজকুমারীর ব্রতস্থানে মহারাজের সহিত তোমার সাক্ষাৎ হবে ।

যদি তিনি বিবাহের প্রস্তাব করেন, তবে তুমি এই বলো যে, “কোন বিশেষ কারণে আমি সম্পূর্ণ এক বৎসর আপনার এ প্রস্তাবে সম্মতি দিতে পারি না।”

ইন্দু। (মুখাবনত করিয়া মৃৎস্বরে) যে আজ্ঞা জননি।

অরু। অত্ৰ কয়েক দিবস নূতন রাজা সিংহাসনে উপবিষ্ট হওয়াতে নাগরিকেরা মহোৎসবে প্রবৃত্ত হয়েছে। রাজপথ লোকারণ্যময়, ভোমরা বিদেশিনী তরুণী, অতএব আমার সমভিব্যাহারে রাজপুরীতে চল; তা হলে পথে নিবিবন্ধে যেতে পারবে।

সুনন্দা। (স-উল্লাসে) আমাদের কি সৌভাগ্য ভগবতি! তবে চলুন।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

সিদ্ধুতীরে রাজোদ্যান;—দূরে দেবালয়;—আকাশে পূর্ণচন্দ্র।

(শশিকলা, কাঞ্চনমালা ও মন্ত্রীর প্রবেশ)

শশি। বলেন কি মন্ত্রী মহাশয়! এ কথা কি বিশ্বাস্য?

মন্ত্রী। রাজনন্দিনি! ঐ যে দূরে পর্বত দেখছেন, ও যেমন অটল, ভগবতী অরুন্ধতীর কথাও তাদৃশ। তিনি এ পৃথিবীতে স্বয়ং সত্যের অবতার।

শশি। আজ্ঞা, এ কথা যথার্থ। কিন্তু আপনি কি জানেন না যে, যদিও অজ্ঞানত খাও দ্রব্য,—যদিও সে খাও দ্রব্য দেবত্বর্ষভ হয়, তবুও ভক্ষকের সহসা তা স্পর্শ কতে ইচ্ছা করে না।—সর্ববিধায়ে মানব-মনের সেই গতি। কোন অসম্ভব কথা শুনলে, সহসা বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না। তবে এ কথা যদি সত্য হয়,—আর মিথ্যা যে, তাই বা কেমন করে বলি?—তা হলে, আমার দাদার তুল্য ভাগ্যবান্ ব্যক্তি এ ভূভারতে দ্বিতীয় আর নাই। গান্ধারপতি, রাজনন্দিনী ইন্দুমতী, এ যে প্রাতঃস্মরণীয় নাম। তা এরূপ মহৎশের সহিত কি আমাদের এরূপ সম্বন্ধ সংঘটন হবে? নদকুল সাগরেই পড়ে, সাগর কি কখনো নদগর্ভে পড়েন?

মন্ত্রী। (দীর্ঘ নিশ্বাস)

শশি। আপনি এ দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করলেন কেন ?

মন্ত্রী। রাজনন্দিনি ! আমার বিবেচনায় পঞ্চালপতির ছুহিতা,—
যদিও তিনি গান্ধার-রাজতনয়া ইন্দুমতীর সদৃশ সুরূপা নন, তবুও সর্বথা
মহারাজের উপযুক্ত। কেন না, যিনি এখন গান্ধার দেশের রাজসিংহাসনে
আসীন হয়েছেন, তিনি ধর্মের সোপান দিয়ে সে সিংহাসনে আরোহণ
করেন নাই ! সুতরাং অনেক রাজা এখনও তাঁর প্রভুত্ব স্বীকার করেন
নাই। অনেক প্রজা তাঁকে আন্তরিক শ্রদ্ধা কতে অস্বীকৃত। অতএব,
গান্ধার রাজ্য একপ্রকার লণ্ডভণ্ড। আর সে দেশের ঐ বর্তমান রাজা
যদিও অতি শীঘ্র তাঁর ঐ গুরু পাপের দণ্ডস্বরূপ সিংহাসনচ্যুত হবেন, এরূপ
মনে করা যায়, কিন্তু তারই বা নিশ্চয়তা কি ? কেন না, চপলা লক্ষ্মী,
রূপ, গুণ, কুল, শীল কিছুই দেখেন না। আর যদি বা সে পাপিষ্ঠ রাজার
অধঃপাত হয়, আর বৃদ্ধ গান্ধার-রাজ পুনরায় নির্বিঘ্নে সিংহাসন প্রাপ্ত
হন ; তথাপি, যে চপলা, গুণবান্কে অপবিত্র জ্ঞানে স্পর্শ করে না, সাধু
জনকে সামান্য জ্ঞানে তার দিকে দৃকপাত করে না, মহৎশস্যসম্পন্ন জনকে
সর্প জ্ঞানে লক্ষ্য দিয়া উল্লঙ্ঘন করে, শূরসত্তমকে কণ্টকতুল্য পরিহার করে,
আর বিনীত ব্যক্তিকে পাপিষ্ঠ জ্ঞানে তার দিকে চায় না, সেই পাপ-লক্ষ্মী
যে, গান্ধার-রাজসংসারে চিরনিবাসিনী হবে, তারই বা প্রত্যাশা কি ? কিন্তু
পঞ্চালাধিপতির এখন তাদৃশ দশা নয়, তাঁর অবস্থা বিষয়ে সম্প্রতি এ সকল
আশঙ্কা কিছুই নাই। তাঁর প্রবীণ বান্ধবমণ্ডলী বিদ্যমান ; হস্তিনাপুরে
এখনো পরীক্ষিত রাজর্ষির বংশীয় অধস্তন পুরুষেরা রাজত্ব কচ্ছেন ; বিরাট
রাজ্যের রাজারাও তাঁর মিত্র। এঁরা সকলে আর অগ্ন্যাগ্ন রাজসিংহ যদি
একত্র হয়ে মহারাজের প্রতিপক্ষে অভ্যুত্থান করেন, তবে আমরা বিষম
বিপদে পড়বো, তার সন্দেহ নাই। দ্রৌপদীর হরণ-জনিত রোষাগ্নি
এখনো নির্বাণ হয় নাই।

শশি। তা গান্ধার দেশের বর্তমান রাজার সহিত আমাদের বিবাদ
হওয়ার সম্ভাবনা কি ?

মন্ত্রী। আপনি কি দেখছেন না যে, মহারাজের সহিত ইন্দুমতীর
পরিণয় হলে, গান্ধার দেশের রাজা নূতন এক নতুন শত্রুকে যেন
রণস্থলবর্তী দেখবেন। সুতরাং তিনি আমাদের শত্রুদলকে যে বৃদ্ধি করবেন,

সে বিষয় হস্তামলকবৎ প্রত্যক্ষ। কিন্তু, তাঁকে আমি বিষদন্তুহীন অহিস্বরূপ জ্ঞান করি। পঞ্চালপতি তেমন নন।

শশি। মন্ত্রিবর! এ সকল কথা ভাবলে মন অধীর হয়। হায়! কি কৃষ্ণে দাদা সেই পাপ কাননে প্রবেশ করেছিলেন! ঐ শুহুন,—
কুমারীরা দেবালয়ে প্রবেশ কচ্ছে।

(নেপথ্যে পদধ্বনি, নৃপুত্রধ্বনি ও গীত :—সন্ধ্যাকালে বসন্তবর্ণন)

মন্ত্রী। রাজনন্দিনি! আমি এখন যাই, মহারাজকে এখানে আনয়ন করে কোনো বিরল স্থানে রাখি। দেখি, এই ইন্দুমতী রাজমনোমোহিনী কি না? আপনি গিয়ে সেই কুমারীদিগের সঙ্গে যথাবিধি সম্ভাষণ করুন।

[প্রস্থান।

শশি। কাঞ্চনমালা! এ বিবাহ হলে, সখি, আমাদের সর্বনাশ হবে! কিন্তু দাদাকে এ কথা যে কেমন করে বোঝাই, তা ভেবে পাচ্ছি না। লোকে বলে, বিপত্তিকালে জ্ঞান-রবি যেন মেঘাচ্ছন্ন হয়। তা না হলে কি সখি, রঘুনন্দন, সুবর্ণ-মৃগ দেখে বুঝতে পারতেন না যে, সে কোন মায়াবী রাক্ষস। হায়! হায়! আমাদের কি হলো! (রোদন)

কাঞ্চন। সখি! শাস্ত হও। এ কি ক্রন্দনের সময়? তোমার ও পদচক্ষু অশ্রুপূর্ণ দেখলে লোকে কি ভাবে? ঐ শোনো,—আহা! কি চমৎকার গীত!

(নেপথ্যে গীত :—পূর্ণচন্দ্র বর্ণন)

শশি। সখি! আমি যখন মন্ত্রীর পরামর্শে, এ সমারোহে সম্মত হয়েছিলাম, তখন আমি পূর্বাপর বিবেচনা করে দেখি নাই। আমার মনের কি এমন অবস্থা যে, এখন আহ্লাদ আমোদ কতে পারি? না দশ জন পরের সঙ্গে আমোদ-প্রমোদের কথাবার্তা কহিতে পারি? তা চলো;—যা হয়েছে, তা হয়েছে। এখন যৎকিঞ্চিৎ ভদ্রতা না দেখালে অবশ্যই লোকে অযশ করবে। ঐ যে দাদা আর মন্ত্রিবর এ দিকে আসছেন! যা বল সখি! ইন্দুমতীই হোন, কি সুরনারীই হোন, এমন কার্ত্তিকেরকে দেখলে, তাঁর মন অবশ্যই অস্থির হবে।

(রাজা ও মন্ত্রীর প্রবেশ)

চলো সখি! আমরা এখন যাই;—গিয়ে দেখি, ইন্দুমতীর মনের কি ভাব। আমি শুনেচি, অনেক সময় এমন ঘটে যে, কিরাত কুরঙ্গীকে তীরাঘাতে বিদ্ধ করে অশ্রুত্র চলে যায়;—আর মনেও করে না যে, সে অভাগিনীর কি দুর্দশা ঘটেচে! কিন্তু, সে যেখানেই যায়, ঐ রক্তশোষক যমদূত তার পার্শ্বে লেগে থাকে। তা চলো আমরা যাই।

[উভয়ের প্রস্থানোত্তম।

রাজা। শশি! একটু দাঁড়াও; কোন বিশেষ একটি কথা আছে।

শশি। দাদা। বলুন, আপনার কি আজ্ঞা।

রাজা। তুমি মন্ত্রীর মুখে সকল বৃত্তান্ত শুনেছ। বল দেখি, আমার কি সৌভাগ্য? কিন্তু, মন্ত্রিবর বলেন, এ বিবাহ অপেক্ষা পঞ্চালাধিপতির দুহিতার পাণিগ্রহণ শ্রেয়স্কর। হা! হা! হা! (উচ্চ হাস্য) স্ফটিক, আর হীরা! পিতুল, আর সুবর্ণ! দেখ দিদি! বৃদ্ধ হলে, লোকের বুদ্ধির হাস হয়। জ্ঞান-নদে এক প্রকার জল শেষ হয়। বোধ করি, মন্ত্রিবরেরও সেই দশা ঘটেচে।

মন্ত্রী। ধর্মাবতার! এ অধীনের স্বর্গীয় পিতা, আপনার রাজ-পিতামহের মন্ত্রী ছিলেন। আর এ অধীনও তাঁর সহকারিত্ব কতো। পরে আপনার স্বর্গবাসী পিতা; এখন আপনি; অতএব ঠাকুরদাদা বলে আপনারা আমার সহিত পরিহাস কর্তে পারেন। আমি কেবল আপনার মঙ্গলাকাজ্জী,—

(নেপথ্যে পদশব্দ ও নুপুরধ্বনি)

রাজা। শশি! চলো দিদি! আমি তোমার সঙ্গে যাই। দেখি, রাজেন্দ্রনন্দিনী ইন্দুমতী এ ক্ষুদ্র গৃহে পদার্পণ করেছেন কি না।

শশি। দাদা! আপনি বলেন কি? ও দেবালয়ে যে এ নগরের সমস্ত কুলকুমারী উপস্থিত! আপনি সহসা ওখানে গেলে তারা লজ্জায় যে কিরূপ হবে, তা আপনিই বুঝতে পারেন।

মন্ত্রী। না-না-না মহারাজ! এ আপনার অশুচিত। চলুন, আমরা উত্তানের ঐ কোণে গুপ্ত ভাবে গিয়ে থাকি। রাজেন্দ্রনন্দিনীকে আপনি যে প্রকারে দেখতে পান, তার উপায় এর পরে করা যাবে। কপোতী-

মণ্ডলীর মধ্যে পক্ষিরাজ বাজ সহসা উপস্থিত হলে, তারা কি সুখ-সন্তোগ-পরিভ্যক্ত হয়ে ভয়াভিভূত হয় না? এ নগরে যে এত কুমারী কন্যা আছে, তা আমি জানতেম না। আমাদের যুবক ভায়ারা কি উদাসীনধর্ম অবলম্বন করেচেন?

রাজা। (সহাস্য বননে) এ বিষয়ে আমি কোনো উত্তর দিতে পারি না। কিন্তু এই জানি যে, আপনার জানিত একজন যুবা পুরুষের ভাগ্যে ঔদাস্যই এক মাত্র অবলম্বন হয়ে পড়েছে!

(নেপথ্যে পদশব্দ ও নূপুরধ্বনি)

মন্ত্রী। উঃ! এ যে রাজা তুর্ঘ্যোধনের একাদশ অক্ষৌহিনী! তা আপনি যান রাজকুমারি! আর দেখ কাঞ্চনমালা! যদি তুই একটি, এ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের যোগ্য পাত্রী দেখতে পাও, তবে সহ্যাদ দিও।

কাঞ্চন। তোমার মুখে ছাই! এসো সখি, আমরা যাই।

[উভয়ের প্রস্থান ৮]

মন্ত্রী। (স্বগত) সূর্য্যাকিরণে গভীর নদের জল-মুখ উজ্জ্বল দেখা যায়। কিন্তু নিম্ন দেশে যে কিরূপ অন্ধকারে আচ্ছন্ন, তা কে জানে? মুখে হাসলেম, কিন্তু হৃদয়ে যে সর্ব্বক্ষণ কি বেদনা, তা যিনি অন্তর্যামী, তিনিই জানেন। (প্রকাশ্যে) চলুন মহারাজ! আমরা উজ্জানের এক কোণে গুপ্ত ভাবে গিয়ে থাকি। ভগবতী অরুন্ধতীর আশীর্ব্বাদে আপনি অবশ্যই আজ সায়ংকালে সে অপূর্ব্ব রূপসীর পুনর্দর্শন পাবেন।

[উভয়ের উজ্জানকোণাভিমুখে গমনোত্তম।]

(রাজকুমারী শশিকলার বেগে পুনঃপ্রবেশ)

শশি। দাদা! আজ আকাশের তারা ভূতলে পড়েছে!

রাজা। (ব্যগ্রভাবে) এর অর্থ কি দিদি?

শশি। বোধ করি, রাজেন্দ্রনন্দিনী ইন্দুমতী ঐ এসেচেন! আমরা রমণী, তবুও তাঁর রূপ দেখলে আঁধি ফেরাতে পারি না। কি অপরূপ রূপ!

রাজা। দেখলে শশিকলা? আমি ত বলেছিলেম, এ স্বপ্ন নয়! ভগবতী অরুন্ধতী দেবী কোথায়?

শশি। তিনি ভগবান্ ঋষ্যশৃঙ্গ, ভগবান্ বশিষ্ঠ, আর রাজপুরোহিত ধর্মের সহিত কোন ব্রত সমাধা কছেন। ব্রত সম্পন্ন হলেই, রাজেন্দ্রনন্দিনী ইন্দুমতীর সহিত আপনার সাক্ষাৎ হবে। ভগবতী আমাকে এই কথা বল্লেন যে, যেমন তারাময়ী নিশাদেবী, উষাকে উদয়াচলের সহিত মিলিত করেন, সেইরূপ তিনিও রাজনন্দিনী ইন্দুমতীকে আপনার সম্মুখে উপস্থিত করবেন।

(নেপথ্যে ষষ্ঠধ্বনি)

বোধ হয়, ভগবতী অরুন্ধতীর ব্রত সাক্ষপ্রায়। তা এ সময় আমার ও স্থানে উপস্থিত থাকা উচিত। আমি যাই।

(নেপথ্যে গীত ;—ব্রতসাক্ষ-বিষয়ক)

(রাজা ও মন্ত্রীর, উদ্যান-কোণাভিমুখে গমন)

রাজা। বলুন দেখি মন্ত্রী মহাশয়! এ বিবাহে আপনার কি আপত্তি?

মন্ত্রী। (অস্পষ্ট বাক্যে) আজ্ঞা আপত্তি কি, তা না, তবে কি, গান্ধাররাজবংশের সহিত এ রাজবংশের কখনো কোন পরিণয় হয় নাই। কিন্তু, পঞ্চালপতির বংশের অনেক রাজকুমারী এ রাজ্যের পাটেশ্বরী হয়েছেন। আর এ রাজবংশেরও অনেক কন্যা পঞ্চালরাজ্যের রাজাদিগের সহিত পরিণীতা হয়েছেন। এখন সহসা এ নিয়ম ভঙ্গ করা—

রাজা। ষিক্ মন্ত্রিবর! ভেবেছিলেম, আপনি সুনীতিজ্ঞ! তা এই কি নীতিজ্ঞান? আর আপনি কি পুরাণ-বৃত্তান্ত সমস্ত বিস্মৃত হয়েছেন? মহাভারতে কি আছে? গান্ধার-রাজকন্যা গান্ধারী দেবী রাজর্ষি ধৃতরাষ্ট্রের সহিত পরিণীতা হন। আর তাঁর কন্যা দুঃশলা, অংমাদিগের পূর্বমাতা। কেন না, তিনি এ রাজবংশের শ্রেষ্ঠ পুরুষ পুণ্যাত্মা জয়দ্রথের ধর্মপত্নী ছিলেন; আমরা তাঁরি সম্ভান। গান্ধার দেশের রাজবংশের রক্ত আমাদের সম্বন্ধে পরের রক্ত নয়।

মন্ত্রী। আজ্ঞা তা সত্য বটে; তবু—

রাজা। আঃ—তবু, তবু, তত্রাচ, তত্রাচ, কিন্তু, কিন্তু, এই যে আজকাল আপনার মুখে! আর কোনো শব্দই নাই! বৃদ্ধ বয়সে পাগল হছেন না কি?

মন্ত্রী। আজ্ঞা, একপ্রকার তাই বটে! তা আপনার হিতার্থে যদি পাগল হই, তাতেও দুঃখ নাই।

(ইন্দুমতী ও সুনন্দার সহিত অরুন্ধতী, শশিকলা ও কাঞ্চনমালার প্রবেশ)

রাজা। (অবলোকন করিয়া) মন্ত্রিবর! আপনি আমাকে ধরুন।
(মূর্ছা)

ইন্দু। (রাজাকে অবলোকন করিয়া) ভগবতি! শ্রীচরণে স্থান দিন, আমি প্রাণ পরিত্যাগ করি! স্বপ্নও কি কেউ সত্য দেখে! (মূর্ছাপ্রাপ্তি)

শশি। কি সর্বনাশ! কি সর্বনাশ! ভগবতি! এঁদের ছুজনের পরস্পর সাক্ষাৎ করানো, কোন মতেই সমুচিত হয় নাই! তা চলুন, আমরা ইন্দুমতীকে পুনরায় দেবালয়ে লয়ে যাই।

[ইন্দুমতীকে লইয়া অরুন্ধতী, শশিকলা, সুনন্দা ও কাঞ্চনমালার দেবালয়ে প্রস্থান।

মন্ত্রী। কি সর্বনাশ! কি সর্বনাশ! ওরে শীঘ্র জল নিয়ে আয়—

রাজা। (সংজ্ঞালাভানন্তর) মন্ত্রী! আপনি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণবধ শাস্ত্রে অতীব গহিত বলিয়া উক্ত হয়েছে, তা না হলে আমি বৃদ্ধ মন্ত্রী বধের ভয় কন্তেই না। আপনি আমাকে দুঃখার্ণবে আরও মগ্ন করবার জ্ঞে এ ভান কেন করলেন? আপনি অবিলম্বে আমার মনোমোহিনীকে আনুন! আমার হৃদয় অন্ধকার ও মন উন্মত্তপ্রায় হয়েছে! নতুবা আমি ধর্ম কর্ম সকলই বিস্মৃত হব! শীঘ্র উত্তর দাও!

মন্ত্রী। (সভয় কম্পে) মহারাজ! আমার কি সাধ্য যে, ইন্দ্রজালে আপনার মন ভুলাই।

রাজা। (উন্মত্তভাবে পরিভ্রমণ করিয়া) একবার বনদেবীর মায়াতে যে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়েছিল, তাতে কে এ আহুতি দিলে? কার এত সাহস? আমি সম্মুখে কেবল রক্তস্রোত দেখছি। আর ও কি? এক পরম সুন্দরী রমণী! রূপে—সেই আমার মনোমোহিনী! আর তাঁর হৃদয়ে এক ছুরিকা! হে বিধাতা! এ দেখে আমি এখনও বেঁচে আছি! রে কঠিন হৃদয়! তুই বিদীর্ণ হস্ না কেন? (পুনর্মূছাপ্রাপ্তি)

মন্ত্রী। এই ত সর্বনাশ হলো! আর এ সকলই আমার দুর্ব্বিকিতে! হায়! হায়! পদ্য তুলতে গিয়ে আমার এই মাত্র লাভ হলো যে,

মৃগালের কণ্ঠকে হস্ত ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেল! (উচ্চৈঃস্বরে) ভগবতী অরুন্ধতি! রাজনন্দিনী শশিকলা! আপনারা এ দিকে একবার শীঘ্র আসুন। মহারাজের প্রায় আসন্নকাল উপস্থিত! হে সিন্ধুরাজকুল-ভিলক! হে নররাজ! তুমি কি এ প্রাচীন শুভানুধ্যায়ীকে বিশ্বৃত হলে? হে নর-কার্ত্তিকেয়! বৃদ্ধ মহারাজ কি এই জন্তু আমাকে এ পাপময় সংসারে রোখে গিয়েছেন! আমি তোমার এই দশা স্বচক্ষে দেখব? হে নরশার্দূল! মধ্যাহ্নে কি রবিদেব অস্তাচলে গমন করবেন? তবে— তোমার—এ দশা কেন? (রোদন)

(বেগে অরুন্ধতী, শশিকলা ও কাঞ্চনমালার প্রবেশ)

অরু। (সবিস্ময়ে) এ কি মন্ত্রিবর! এ কি!

(শশিকলা ও কাঞ্চনমালার মৃহ রোদন)

মন্ত্রী। আর কি বলবো ভগবতি!—রাজনন্দিনী ইন্দুমতীকে দেখে মহারাজের জ্ঞান-রবি বোধ হয় মোহ-তিমিরে চির আচ্ছন্ন হয়েছে।

অরু। (রাজার মস্তক গ্রহণ করিয়া) মন্ত্রিবর! আপনি সরুন, আমি দেখি, বিধাতা কি করেন।

(রাজার মস্তক স্বীয় ক্রোড়ে করিয়া মালা জপ)

রাজা। (সংজ্ঞা লাভ করিয়া) ভগবতি! আপনারা এখানে কেন? আপনারা এখান থেকে যান। আপনাদের দেখলে আমার বোধ হয়, আপনারা যেন, আমার প্রাণের প্রাণকে, জীবনের জীবনকে অগ্নিতে ভস্ম করে এসেছেন! আমিও অপবিত্র! কেন না, আমি এখন প্রাণশূন্য। আপনারাও এখন আর পবিত্র নন! কেন না, আপনারা শ্মশানভূমি পদস্পৃষ্ট করেছেন!

অরু। বৎস! শাস্ত হও; শাস্ত হও! এ প্রলাপ-বাক্য কি তোমার উপযুক্ত?

রাজা। ভগবতি! আপনারা যান।

অরু। বৎস! তোমাকে এ অবস্থায় কে পরিত্যাগ করতে পারে?
(উচ্চৈঃস্বরে) রামদাস!

(নেপথ্য)—ভগবতি ।

অরু । শীঘ্র শান্তিজল আনয়ন কর ।

(শান্তিজল হস্তে রামদাসের প্রবেশ)

অরু । (শান্তিজলে রাজমুখ প্রক্ষালন করিয়া) উঠ বৎস ! যেমন নিশানাথ, রাহুর গ্রাস হতে মুক্তি পেয়ে, পুনর্বার ভগবতী বসুমতীকে সহাস্রবদনা করেন, তুমিও তাই কর ।

রাজা । (গাত্রোথান করিয়া) ভগবতি ! অভিবাদন করি, আশীর্বাদ করুন ।

অরু । বৎস ! এখন ত সুস্থ হয়েছ ?

মন্ত্রী । (স্বগত) কি আশ্চর্য্য ! ব্রাহ্মণী আশীর্বাদ করলেন না । পূর্বে “চিরজীবী হও ! চিরসুখী হও ! বিধাতা তোমার মঙ্গল করুন !” এই সকল কথা আশীর্বাদস্থলে মুখ দিয়ে বহির্গত হতো, আজ আর তা নাই ! পাছে আশীর্বাদ নিষ্ফল হয়, বোধ করি এই ভয়ে, আশীর্বাদ করলেন না ! মহারাজের যে বিষম অমঙ্গল উপস্থিত, তার আর কোনো সম্ভেদ নাই ! অমঙ্গল সূচনার পূর্বানুভবে এই লক্ষণ !

রাজা । জননি ! আমার কি কৃষ্ণে জন্ম ! এ কুজীবন, আমি প্রায় স্বপ্নেই কাটালেম ।

অরু । কেন বৎস ! স্বপ্নে কেন ?

রাজা । ভেবেছিলেম, আজ সায়ংকালে, রাজনন্দিনী ইন্দুমতীর চন্দ্রানন অবলোকন করে, পুনর্জীবিত হবো । কিন্তু, তাঁকে যে কিরূপ দেখলেম,—যেমন স্বপ্নদেবী, মায়াময়ী নারীকে সঙ্গ করে, সুপ্ত জনের মনোরঞ্জন জন্মান, এও সেইরূপ হলো !

অরু । বৎস ! এ তোমার ভ্রান্তি ! সেই রাজনন্দিনী ইন্দুমতী, এই পুরীতেই আছেন । আর তোমার ভয়ী শশিকলার সহিত এই অল্পকালের আলাপ পরিচয়ে তাঁর বিশেষ সম্প্রীতি হয়েছে ।

রাজা । (ব্যগ্রভাবে) তবে দেবি ! আমি কি তাঁর চন্দ্রানন দেখতে পাই না ?

অরু । বৎস ! তা হতে পারে ;—কিন্তু, তিনি কুলবালা ;—আর কৌন কুলবালা, তা তুমি ভালরূপ জান না । তিনি যে সহসা তোমার

সহিত সাক্ষাৎ করবেন, এ কোন মতেই সম্ভবে না। তুমি এখন রাজপুরীতে প্রবেশ করো; সমাগত কুলকন্যারা এই উদ্গানে বিহারার্থ আসবে; তা হলে অবশ্যই ইন্দুমতী তোমার দর্শনপথে পড়বেন। আর যদি তোমার তাঁকে কিছু বক্তব্য থাকে, তবে আপন ভগ্নী শশিকলাকে দিয়ে বলালেই হবে।

রাজা। (শশিকলার কর্ণে কিছু কহিয়া) এস মন্ত্রিবর! আমরা রাজপুরীতে প্রবেশ করি।

[মন্ত্রী ও রাজার প্রস্থান।

অরু। (কাঞ্চনমালার প্রতি) কাঞ্চনমালা! রাজনন্দিনী ইন্দুমতী আর তাঁর সখীকে শীঘ্র এ স্থলে আহ্বান করো।

কাঞ্চন। যে আজ্ঞা ভগবতি!

[প্রস্থান।

অরু। (শশিকলার প্রতি) রাজনন্দিনি! তোমরা এখানে কিছু কাল সংগীতাদি আমোদে মহারাজের চিত্ত বিনোদন কর;—

শশি। জননি! আপনি কি তবে আশ্রমে যেতে ইচ্ছা করেন? তা হলে কিন্তু কিছুই হবে না। দাদা যদি আবার ঐরূপ বিচলিতমন হন, তবে কে রক্ষা করবে?

অরু। বৎসে! আমি যে শাস্তিফলে ঔর মুখ প্রক্ষালন করেছি, তাতে আর কোন ভয় নাই। অমৃত যাকে স্পর্শ করে, তার কি মরণাশঙ্কা থাকে? এর উদাহরণ-স্থলে, রাহু আর কেতুকে দেখ।

শশি। জননি! আপনার শ্রীচরণে এই মিনতি করি, আপনি এখানে থাকুন।

অরু। বৎসে! সাংসারিক সুখলোভে আমার মন সতত বিরত। তবে তোমার অনুরোধ অবহেলা কর্তে মন চায় না। আচ্ছা, আমি এখানে থাকলেম।

(ইন্দুমতী ও সুনন্দার প্রবেশ)

শশি। (ইন্দুমতীকে আলিঙ্গন করিয়া) প্রিয় সখি!—(করঘোড় করিয়া) এ দাসীর অপরাধ মার্জনা করবেন। আমি যে আপনাকে প্রিয় সখী বলি, এ আমার অনুরোধিত কর্ম্ম। কিন্তু ভেবে দেখুন, জনকরাজতনয়া

সীতাদেবী, সরমা রাক্ষসাকেও সখী বলে সম্ভাষণ করেছিলেন, আমার কি তেমন সৌভাগ্য হবে !

ইন্দু । (শশিকলাকে আলিঙ্গন করিয়া) প্রিয় সখি ! প্রিয়তমে ! তুমি আমার দ্বিতীয় প্রাণস্বরূপ ! তুমি ত আমার দাসী নও, আমিই তোমার দাসী । তোমার বাহুবলেদ্র ভাতার রাজ্যে আমাদের বসতি ।

শশি । প্রিয় সখি ! ও সকল কথা বিস্মৃত হও । এ বসন্ত কাল । আর দেখ, আজ পূর্ণচন্দ্রালোকে আকাশ, পৃথিবী সকলই যেন ধৌত হয়েছে । আরো দেখ, এ উদ্যানে কত প্রকার সুরভি কুসুম প্রস্ফুটিত হয়েছে । আর শুনেছি, তোমার একরূপ সুমধুর কণ্ঠ যে, আকাশে খেচর, আর ভূতলে ভূচর,—তোমার সঙ্গীতধ্বনি শুনলে, সকলেই স্বকর্ষ্য বিস্মৃত হয়ে, একতান মনে সেই সঙ্গীত শুনতে থাকে । তা প্রিয় সখি ! এ সুখে কি আমাদের বঞ্চিত করবে ? এই আমার বীণাটি গ্রহণ করে,—একটি গীত গাও ।

ইন্দু । সখি ! সুকণ্ঠই বলো, আর কুকণ্ঠই বলো, তা সে সকল এখন আর নাই । এখন ছুঃখের হলাহলে একপ্রকার নীলকণ্ঠ ! জর্জরীভূতা হয়ে রয়েছি ! তা তোমার সমান প্রিয়তমাকে অসম্ভ্রষ্ট করা কর্তব্য নয় ; দাও, তোমার বীণা দাও ।

(বীণা গ্রহণপূর্বক গীত)

শশি । আহা ! কি সুমধুর সঙ্গীত ! (অরুন্ধতীর প্রতি) ভগবতি ! আপনি কি বলেন ?

অরু । ত্রিদশালয়ে এইরূপ সঙ্গীত হয় ।

শশি । (ইন্দুমতীর প্রতি) প্রিয় সখি ! একরূপ মধু-কোকিলাকে এ রাজপুরীর উদ্যানে কি প্রকারে চিরকাল আবদ্ধ করে রাখতে পারি, তার কোন উপায় তুমি বলতে পারো ?

ইন্দু । সখি !—তুমি দেখচি এক জন মন্দ ঘটক নও । তার পরে কি বল দেখি ?

শশি । তুমি কি তা বুঝতে পাচ্চ না ? যেখানে দেবদেবী সকলেই অমুকুল, সেখানে মানব-হৃদয় কেন প্রতিকূল হবে ? তা এসো, তুমি আমার ভগিনী হও !

ইন্দু। (সহাস্র বদনে) তার পর তুমি ননদী হয়ে, যার পর নাই
জালা দেবে বুঝি ?

অরু। বালিকাদের রহস্য আমাদের মত বৃদ্ধাদের শ্রোতব্য নয়।

(কিঞ্চিৎ দূরে অবস্থিতিপূর্বক মালা জপ)

প্রভো! তোমারি ইচ্ছা। সুবর্ণ-প্রজ্ঞাপতি, অতি অল্পকাল মাত্র
জীবন ধারণ করে,—আর যে অল্পকাল সে পুষ্পমধু পানে অতিপাত করে,
এরাও তাই করুক! শমনের কোষযুক্ত সুতীক্ষ্ণ অসি সর্বক্ষণ যে
মস্তকোপরি রয়েছে, এ যে লোকে দেখতে পায় না, এ কেবল বিধাতার
অসাধারণ অনুগ্রহ। প্রভো! তুমিই দয়াময়।

শশি। (ইন্দুমতীর প্রতি) প্রিয় সখি! আমার দাদার একটি
প্রার্থনা।—তোমার নিকটেই প্রার্থনা।

ইন্দু। কি প্রার্থনা প্রিয় সখি ?

শশি। (কর্ণমূলে)

ইন্দু। সখি! তোমাকে আমার দ্বিতীয় প্রাণ বলেছি, তোমার কাছে
মনের কথা অব্যক্ত রাখা আমার ইচ্ছা নয়। এ প্রস্তাবে আমার কোন
আপত্তি নাই। কেনই বা থাকবে? আমি তোমার কাছে ধর্মকে সাক্ষী
করে, অঙ্গীকারবদ্ধ হচ্ছি, তোমার অগ্রজ ভিন্ন কখনো, অন্য পুরুষকে
পতিত্বে বরণ করবো না। কিন্তু একটি বৎসর এ কর্ম হবে না। আমার
পিতার শুভার্থে, এক ব্রতারণ্য করেছি।

শশি। প্রিয় সখি! তুমি এ অঙ্গীকারটি ভগবতী অরুন্ধতীর সম্মুখে
কর।—(উচ্চৈঃস্বরে অরুন্ধতীর প্রতি) ভগবতি! আপনি একবার এ
দিকে পদার্পণ করুন।

(অরুন্ধতীর প্রবেশ)

শশি। ভগবতি! আপনি শুনুন, প্রিয় সখী ইন্দুমতী এই অঙ্গীকার
কচ্ছেন যে, দাদাকে ভিন্ন উনি অন্য কোন পুরুষকে পতিত্বে গ্রহণ করবেন
না। কিন্তু, এক বৎসরকাল এ কর্ম সম্পন্ন হবে না।

অরু। (ইন্দুমতীর প্রতি) কেমন বৎসে! এ কি সত্য ?

ইন্দু। (ব্রীড়া সহকারে মস্তক অবনত করণ)

সুন। আজ্ঞা হাঁ, আমার প্রিয় সখীর এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ; আর এই-ই তাঁর মনের বাঞ্ছা ।

অরু। এ উত্তম সঙ্কল্প। রাত্রি অধিক হতে লাগল ; তোমরা সকলে নিদ্রা ভবনে যাও ;—আর আমিও এখন আশ্রমে যাই। দেখ শশি ! তোমার প্রিয় সখীর সহিত জনকয়েক রক্ষক দাও, নাগরিক উৎসব এখনো সাক্ষ হই নাই। আর দেখ কাঞ্চনমালা ! তুমি মন্ত্রী মহাশয়কে একবার আমার এখানে পাঠিয়ে দাও ।

শশি ও কাঞ্চন। যে আজ্ঞা ভগবতি !

[অরুণতী ব্যতীত সকলের প্রস্থান ।

অরু। (পরিভ্রমণ করিয়া স্বগত) প্রভো ! তুমিই সত্য। মহারোগে মহৌষধই আবশ্যিক করে। আর যদিও, সে মহৌষধ রোগীর পক্ষে কিছুক্ষণ ক্লেশজনক হয়ে দাঁড়ায়, তবুও তাতে বিরক্ত হওয়া অশুচিত কর্ম। যে প্রেমাস্কুর ভাগ্যদোষে এদের হৃদয়ক্ষেত্রে অঙ্কুরিত হয়েছে, সে অঙ্কুরকে যে প্রকারে হয় উন্মূলিত করতে হবে। তা না করলে, আর রক্ষা নাই ।

(মন্ত্রীর প্রবেশ)

(প্রকাশ্যে) আশুন মন্ত্রিবর ! মহারাজ কোথায় ?

মন্ত্রী। তিনি শয়নমন্দিরে প্রবেশ করেছেন ।

অরু। এখন কি কর্তব্য, তা বলুন দেখি ।

মন্ত্রী। দেবি ! আমি যেন ভয়াকুল সাগরতরঙ্গে পড়েছি ! কোন্ দিকে গেলে যে রক্ষা পাব, তা বুঝতে পারছি না। আমি জ্ঞানশূন্য হয়েছি, আপনি কি বলেন ?

অরু। শুনুন, একরূপ জনরব হয়েছে যে, গুর্জরের রাজা, রাজকর না দেওয়াতে গান্ধারের বর্তমান অধিপতি ধুমকেতু সিংহ সসৈন্যে গুর্জরদেশ আক্রমণ কস্তে এসেছেন। আপনি অনতিবিলম্বে তাঁকে পত্রিকার দ্বারা এই সংবাদ প্রেরণ করুন যে, গান্ধারের ভূতপূর্ব্ব রাজা, তাঁর একমাত্র কন্যা ইন্দুমতীর সহিত এই নগরে ছদ্মবেশে আছেন ।

মন্ত্রী। ভগবতি ! এতে কি ফল লাভ হবে ?

অরু। আপনি কি দেখছেন না যে, পত্র পাঠ মাত্র সে অধর্মাচারী এই কন্যারই ইন্দুমতীকে অবশ্যই চেয়ে পাঠাবে। কেন না, তার পুত্র

জয়কেতুর সহিত এ কণ্ঠার পরিণয় হলে, পরিণামে তার রাজ্য নিষ্কণ্টক হবে। আর যদি পঞ্চালাধিপতি রোষপরবশ হয়ে, মহারাজের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করেন, তবে অজয় কখন ধুমকেতুর সহিত শত্রুভাবে প্রবৃত্ত হবে না। সত্য বটে, ইন্দুমতীকে ধুমকেতুর হস্তে দিতে অজয় বিষম মনঃপীড়া পাবে, কিন্তু আপনাকে আমি বারম্বার বলেছি যে, মহারোগে মহৌষধির আবশ্যিক। যে বিবাহে দেবতারা প্রতিকূল, যা নিবারণার্থে স্বর্গীয় মহারাজের পবিত্র আত্মা পুনঃ পুনঃ ভূতলে অবতরণ করেছেন, সে বিবাহে সম্মতি দিলে, রাজার আমরা অশ্রেয়সাধক হব। আর, মহারাজ আমাদের যে ভার দিয়া স্বর্গে গিয়াছেন, তারও প্রতিকূল অনুষ্ঠান করা হবে। এখন আপনি কি বলেন ?

মন্ত্রী। (চিন্তা করিয়া) দেবি ! এ আপনার দৈব বুদ্ধি ! আপনি দেবাদিদেব মহাদেবের সেবা বৃথা করেন নাই। তিনিই আপনাকে এ দেবতুল্য জ্ঞান দিচ্ছেন। আমি আপনার প্রস্তাবে সর্বথা অনুমোদন করলেম, কল্য প্রত্যাষেই গুর্জর নগরে দূত প্রেরণ করবো। এখন রাত্রি অধিক হয়েছে। অনুমতি হয় তো বিদায় হই।

অরু। আমিও এখন আশ্রমে যাই।

মন্ত্রী। বলেন তো সঙ্গে রক্ষক দিই।

অরু। (সহাস্ত্র বদনে) আমাকে এ নগরের কে না চেনে ? বিশেষতঃ আমার রামদাস বীরভদ্র অবতার। তবে চলুন। এস রামদাস !

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

গুর্জর নগর;—সম্মুখে গান্ধার-রাজশিবির

(রক্ষক ও দৌবারিক দণ্ডায়মান)

রক্ষক । (পরিভ্রমণ করত স্বগত) এ যুদ্ধে মহারাজের স্বয়ং আসা ভাল হয় নাই । আমাদের সেনাপতি মহাশয় একলা হলেই এ দেশ আমাদের পদানত হতো । কিন্তু আমি দেখছি, যারা নিজে অধর্মীচারী, তারা অপর ব্যক্তিকে কখনই বিশ্বাস করে না । বোধ হয়, আমাদের মহারাজ এই ভাবেন যে, উনি স্বয়ং যে উপায়ে রাজ্যলাভ করেছেন, হয় তো সেনানীও তাই করবেন ।

(একমনে চৌদিকে ভ্রমণ ও দূতের প্রবেশ)

রক্ষক । কে তুমি ?

দূত । আমি সিন্ধুদেশাধিপতির দূত । রাজাধিরাজ ধুমকেতু সিংহের নামে পত্রিকা আছে ।

রক্ষক । (দৌবারিকের প্রতি) ওহে দৌবারিক !

দৌবা । কি ভাই !

রক্ষক । এই ব্রাহ্মণ ঠাকুরকে রাজগোচরে লয়ে যাও ।

(নেপথ্যে রণবাণ)

দৌবা । ঐ যে মহারাজ, এই দিকেই আসছেন ।

(ধুমকেতু, মন্ত্রী ও সেনানীর প্রবেশ)

দূত । মহারাজের জয় হোক !

রাজা-ধুম । আপনি কে ?

দূত । মহারাজ ! আমি ব্রাহ্মণ । সিন্ধুদেশ হতে রাজসমীপে একখানি পত্রিকা আনয়ন করেছি ।

(পত্র দান)

রাজা-ধুম। (পত্র পাঠ করিয়া সবিষ্ময়ে) অঁ্যা !—এ কি !

মন্ত্রী। কি মহারাজ ?

রাজা-ধুম। পত্র পাঠ করে দেখ।

(মন্ত্রীর হস্তে পত্র প্রদান)

মন্ত্রী। (পাঠ করিয়া) কি আশ্চর্য্য ! উত্তর গো-গৃহে রাজা দুর্ঘ্যোধন যে ফল লাভ কতে পারেন নি, আমরা এই গুর্জর নগরে এসে সেই ফল লাভ করলেম।

সেনানী। বৃত্তান্তটা কি মন্ত্রী মহাশয় ?

মন্ত্রী। পত্র পাঠ করুন।

(পত্র প্রদান)

সেনানী। (পত্র পাঠ করিয়া) এত দিনের পর দেবগণ, হে মহীপতি ! আপনার প্রতি প্রকৃতরূপে প্রসন্ন হলেন। রাজকুমারের সহিত ইন্দুমতীর পরিণয় হলে, আমাদের রাজ্য নিষ্কণ্টক হবে, আর যেমন অনেক নদ ছই মুখে বিভক্ত ও অভিধাবিত হয়ে পরিশেষে সাগরদ্বারে আবার মিলিত হয়, সেইরূপ মহারাজের ভূতপূর্ব্ব রাজবংশ বিভিন্ন মুখে অভিধাবিত হলেও, এই বিবাহ ব্যাপারে মিলিত হয়ে যায়। তা মহারাজ ! এই মুহূর্ত্তেই ইন্দুমতাকে সিন্ধুদেশের রাজার নিকট চেয়ে পাঠান। আর অনুমতি হয় তো দূতের সহিত আমি স্বয়ং সিন্ধুদেশে যাই। যদি সিন্ধুরাজ আপনার আজ্ঞা অবহেলা করেন, তবে তাঁর রাজ্য লণ্ডভণ্ড করবো। গান্ধারের ভূতপূর্ব্ব মহারাজ অতীব বৃদ্ধ ; তাঁকে যৎকিঞ্চিৎ মাসিক বৃত্তি দিলেই তাঁর জীবনের এ সায়ংকাল সুখে অতিবাহিত হবে।

রাজা-ধুম। ভীমসিংহ ! তুমি আমার যথার্থ বন্ধু ও মঙ্গলাকাজক্ষী। চলো, এ বিষয়ে পুনরায় মন্ত্রণা করা যাক্গে। মন্ত্রী ! দেখ, এই সমাগত দূত মহাশয়কে যথোচিত আতিথ্যচর্চ্যার সুবিধা করে দাও।

মন্ত্রী। মহারাজের আজ্ঞা শিরোধার্য্য !

[সকলের প্রস্থান।]

(নেপথ্যে রণবাত্ত)

দ্বিতীয় পর্ভাঙ্ক

সিদ্ধনগর—রাজমন্দির

মন্ত্রী। (আসীন—স্বগত) অত্ৰ প্রায় দশ একাদশ মাস অতীত হলো, মহারাজ কোন মতেই রাজকার্যো মনোযোগ দেন না। আমার স্কন্ধেই সকল ভার। যদি যৌবনকালে হতো, তা হলে কোন হানিই ছিল না। কিন্তু জীবনের অপরাহুকালে, এত পরিশ্রম অসহ্য হয়ে পড়েছে। উঃ! অত্ৰ আমি মুমূর্ষুপ্রায়। (গাত্ৰোখান করিয়া) আর এ কি অমনোযোগের সময়! পঞ্চালাধিপতির দূত যুদ্ধে আহ্বানার্থে এ নগরে প্রবেশ করেছে। বোধ করি, গুর্জর নগর থেকেও দূত আগতপ্রায়।

(দৌবারিকের প্রবেশ)

দৌবা। মন্ত্রী মহাশয়! গান্ধারাধিপতির প্রেরিত দূত ও সেনানী নগর-তোরণে উপস্থিত। কি আজ্ঞা হয়?

মন্ত্রী। নগরপালকে বল, তিনি উভয়কে সম্মান সহকারে গ্রহণ করেন, আমি একবার মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করি।

দৌবা। যে আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

মন্ত্রী। (স্বগত) হে বিধাতঃ! ভগবতী অরুন্ধতী আর আমি, আমরা দুজনে যে কৰ্ম্ম করেছি, তাতে যেন মহারাজের কোন বিপ্ল বিপত্তি না হয়। এইমাত্র আপনার নিকট প্রার্থনা।

(অরুন্ধতীর প্রবেশ)

অরু। (আসন গ্রহণ করিয়া) এ কি সত্য মন্ত্রিবর! পঞ্চালাধিপতি আমাদের মহারাজকে যুদ্ধে আহ্বানার্থে দূত প্রেরণ করেছেন? আর না কি গুর্জর দেশ থেকে রাজা ধুমকেতুর দূত ও সেনানী দশ সহস্র সেনা সমভিব্যাহারে এ রাজ্যে প্রবেশ করেছে? তা মহারাজ কোথায়?

মন্ত্রী। (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) ভগবতি! আর কি বলবো! এ সকলিই সত্য! এ দিকে মহারাজ প্রায়ই শয়নমন্দির পরিত্যাগ করেন না।

অরু। কি সর্বনাশ! তিনি এই স্থানে বিদেশীয় মহদ্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ করবেন? তারা কি ভাববে, সিন্ধুরাজপুরীতে একটি সভা নাই। আপনি মহারাজকে আমার নাম করে শীঘ্র আহ্বান করুন।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞা দেবি!

[মন্ত্রীর প্রস্থান।

অরু। (স্বগত) রাজসভাতে এ সকল সমাগত ব্যক্তির সহিত যথাবিধানে সাক্ষাৎ না করলে আর মান থাকবে না। অজয় যে এত বিহ্বল হবে, এ আমি কখনই মনে করি নাই। তা দেখি, ভবিষ্যতের গর্ভে কি আছে।

(রাজার সহিত মন্ত্রীর পুনঃপ্রবেশ)

(প্রকাশ্যে) অজয়! তুমি কি বৎস, সম্ভ্রান্ত বিদেশী জনগণের সহিত এই বেশে এই মন্দিরে সাক্ষাৎ করতে ইচ্ছা কর? আগস্তক মহোদয়েরা মনে কি ভাববেন?—সিন্ধুরাজপ্রাসাদে কি রাজসভা নাই? আর সিন্ধুরাজের এ অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর পরিচ্ছদ নাই? বৎস! তোমার এ অবস্থা কেন?

রাজা। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) ভগবতি। এ সংসার মায়াময়। আর জীবন এক স্বপ্ন-স্বরূপ। রাজমহিমা, রাজপরিচ্ছদ, এ সকল বৃথা।

অরু। তবুও বৎস! এই বৃথা দ্রব্য, বৃথাভিমান লয়ে ভবাদৃশ লোকেরা সুখে কালাতিপাত করছেন। তোমার প্রজাবর্গ, সতৃষ্ণ নয়নে তোমার এই রাজভবনের দিকে চেয়ে আছে। অবহেলা-রূপ কীট দিয়ে এ প্রজাভক্তিরূপ কোরক কেন নষ্ট করতে চাও!

রাজা। জননি! আপনার আজ্ঞা ও উপদেশ শিরোধার্য। কিন্তু, আমি এত দুর্বল যে, প্রায় পদসঞ্চালনে অক্ষম হয়ে পড়েছি। এখানে যে এসেছি, সে কেবল আপনার নাম শুনে।

অরু। (স্বগত) এক বৎসর পূর্বে এর শারীরিক কাঞ্চনকাস্তি, দর্শকের চক্ষু বিমোহিত করতো। বোধ করি, কৃত্তিকাবল্লভ কুমারও এরূপ রূপের নিকট পরাস্ত মানতেন। কিন্তু, কি পরিবর্তন! (প্রকাশ্যে) রামদাস!

রাম। (নেপথ্যে) ভগবতি!

অরু। আমার ঔষধের কোটা শীঘ্র আনো।

(কোটা লইয়া রামদাসের প্রবেশ)

অরু। (কোটা হইতে ঔষধ লইয়া রাজাকে প্রদানপূর্বক) গুরু শূক্ৰাচার্য্য, যিনি সঞ্জীবনী মন্ত্র প্রভাবে কালের করাল গ্রাস হতে শূন্য দেহে পুনর্বার প্রাণ আনয়ন করেন, তিনিই এ মহৌষধির সৃষ্টিকর্তা। এ ঔষধে সঞ্জীবনী মন্ত্রের কিয়ৎ পরিমাণ গুণ আছে। এ শূন্য দেহে পুনরায় প্রাণের সঞ্চার করে না বটে, কিন্তু দুর্বল দেহকে সম্যক্ সবল করে।

রাজা। (ঔষধ গ্রহণ করিয়া) ভগবতি! আপনিই ধন্য! (মন্ত্রীর প্রতি) মন্ত্রিবর! রাজসভার সজ্জা করণার্থ উত্তোগ করুন।

মন্ত্রী। (স-উল্লাসে) হে আয়ুধ্মনু! বিধাতা আপনাকে দীর্ঘজীবী ও চিরজয়ী করুন।

[মন্ত্রীর প্রস্থান।]

অরু। শুন অজয়! তুমি বৎস, কোন বিধায়ে এত অধৈর্য্য হয়ো না। আমাদের এ বিষম সঙ্কটের সময়। সমাগত বিদেশীরা যে যা বলে, দাবধানে সে সকল শ্রবণ করো, তত্ত্বদ্বিধায়ে বিহিত বিবেচনা করো। আমরা ক্ষত্রিয়, সহজেই ক্রোধপরতন্ত্র, কিন্তু এ সময়ে ক্রোধের তাপে মনকে উত্তপ্ত হতে দিও না। সকলকেই এই উত্তর দিও যে, আপনারা মন্ত্র এ ক্ষুদ্র নগরে আতিথ্য গ্রহণ করুন; আমি মন্ত্রিবর্গ ও নগরস্থ প্রধান আত্মীয়বর্গের সহিত মন্ত্রণা করে যথাবিধি উত্তর আগামী কল্য দিব।

রাজা। যে আজ্ঞা জননি!

[অরুহতীর প্রস্থান।]

রাজা। (স্বগত) আবার!—আবার এ বৃথা রাজমহিমাগর্বে কি ফল? হায়! এ রাজ্যে কত শত সহস্র প্রজা আছে, যারা দুঃসহ ক্রেশপরম্পরায় দিনরাত্রি অতিবাহিত করে। তবু তারা যদি আমার হৃদয়ের বেদনা জানতে পারে, তা হলে বোধ হয়, আমার এ রাজমুকুট, পদাঘাতে দূরে ফেলে দেয়। আর এ বৈজয়ন্তু সমান রাজপ্রাসাদকে ঘৃণা কোরে, স্ব স্ব ক্ষুদ্রতর কুটীরকে সুখ সন্তোষের আশ্রয় জ্ঞান করে। হে বিধাতঃ! লোকে ভাবে, ঐশ্বর্য্যই সুখ;—কিন্তু এ কি ভ্রাস্তি! সূর্য্যের

প্রথর তাপে তাপিত হয়ে, কৃষিবৃত্তি পরিচালনা করা, রাজ-পদ অপেক্ষা শতগুণে শ্রেয়স্কর। যদি মনে জানা যায় যে, যে আমার জীবনার্ক,—যাকে প্রাণ দিবারাত্রি প্রার্থনা করে, আমার পরিশ্রমের ফল আমি তার সঙ্গে ভোগ করবো, তা হলে কি সুখ! যাই এখন, সং সাজিগে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

সিদ্ধনগর ;—রাজসভা।

(কতিপয় নাগরিক আসীন)

প্র-না। মহারাজ যে, এত দিনের পর রাজসভায় আসছেন, এ পরম সৌভাগ্যের বিষয়। প্রজাবর্গের আজ যে কিরূপ হৃদয়ানন্দের দিন, তা অনুভব করা আমার শক্তির অতীত। বোধ করি, চতুর্দশ বৎসর বনবাসান্তে, শ্রীরামচন্দ্রের অযোধ্যায় পুনরাগমনেও প্রজাবৃন্দের এত আনন্দ লাভ হয় নাই।

দ্বি-না। বলুন দেখি কশ্যপ মহাশয়! মহারাজের এ অবস্থা কেন ঘটেছিল?

প্র-না। মহাশয়! জনরবের অসংখ্য জিহ্বা। কোন্টা যে কি বলে, তার নিয়ম কি? তবে আনুমানিক সিদ্ধান্ত এই হচ্ছে যে, মহারাজের বর্তমান চিত্তবৈকল্যের হেতু উপস্থিত বিবাহসম্বন্ধীয় আন্দোলন হতে জন্মেছে।

তৃ-না। মহাশয়! বিধাতা জ্ঞীলোকদিগকে সৃষ্টি করেছেন কেন?

প্র-না। (সহাস্ত্র বদনে) তা না করলে, তোমার স্থায় বিচারক কি এ নগরে পাওয়া যেত?

তৃ-না। আজ্ঞে হাঁ, তা বটে! কিন্তু তা হলে স্বীকার করতে হবে যে, সকল যুগে জ্ঞীলোকেই পুরুষ দলের সর্বনাশের মূল। সত্যযুগে হৃঃশাসন, জ্যোপদীকে অপমান না করলে, বোধ হয় কুরুক্ষেত্রের ভীষণ সংগ্রামের সূত্রপাতই হতো না। আরো দেখুন, ছাপরে সীতার লোভে রাবণ রাজা সবংশে বিনষ্ট হলো। আরো যে পুরাণে কত কি আছে, তা আপনি অবশ্যই অবগত আছেন।

প্র-না। (জনান্তিকে দ্বিতীয়ের প্রতি) ভায়া আমাদের বিষ্ণুশর্মার টোলে বিছাভ্যাস করেছেন। পুরাণের যুগগুলি ঠিক ঠিক মুখস্থ আছে।

দ্বি-না। (জনান্তিকে প্রথমের প্রতি) তা না হলে আর এত অগাধ বিজ্ঞা!—কতকগুলো টুলো পণ্ডিত আছে, রাজার উচিত সেগুলোকে ফাঁসি দেন। বিজ্ঞাবিষয়ের গণ্ডিগোল খুব; কিন্তু, অহঙ্কারের শেষ নাই। কে ও, তাত্ত্বিক, কে ও, তাত্ত্বিক, কে ও, পৌরাণিক, কে ও, স্মার্ত্ত! আমার জ্ঞানে সকলেই শিক্ষিত শুক সদৃশ। কি যে বক্তৃতা করেন, স্বয়ংই তার অর্থ গ্রহণ করতে অক্ষম। কেউ চণ্ডী পাঠ করেন, কিন্তু তার অর্থ জিজ্ঞাসা করলে বলেন, “যা দেবী সর্বভূতেষু” অর্থাৎ যা দেবী, সকল ভূতের কাছে যা!—কিছা যে দেবী সকল ভূতের কাছে যায়!

(নেপথ্যে তোপ ও বহুধ্বনি)

তৃ-না। (স-উল্লাসে) ঐ শুভুন। কালিদাস বলেচেন যে, সূর্য্যের সন্দর্শনে কুমুদ যেমন প্রফুল্ল হয়, মহারাজের আগমনে আমারও মন তেমনি হলো।

প্র-না। ভালো নকুল! এ শ্লোকটি কালিদাসের কোন্ কাব্যে পড়েছ ভাই?

তৃ-না। বোধ করি,—বোধ করি,—বোধ করি, যেন অনর্ঘ্য রাঘবে হবে! তাতে যদি না হয়, তবে—তবে—শিশুপালবধে যে পাবে, তার কোন সন্দেহ নাই।

প্র-না। এ সকল কি কালিদাসকৃত?

তৃ-না। আজ্ঞে, তার সন্দেহ কি? আপনি জানেন না “কাব্যেষু—মাঘ” “কবি কালিদাস” অর্থাৎ কাব্যের মধ্যে যে মাঘ, তার কবি কালিদাস, এখানে “তস্ত” শব্দটি উহা আছে।

প্র-না। আচ্ছা, শিশুপালবধের নাম “মাঘ” হলো কেন?

তৃ-না। মহাশয়! অথর্কবেদের এক স্থানে লিখিত আছে যে, কালিদাস মাঘ মাসের সংক্রান্তিতে শিশুপালবধ কাব্যখানি সমাপ্ত করেন, তাতেই ঔর এক নাম মাঘ হয়েছে।

প্র-না। ভাই! তুমি যে স্বয়ং সরস্বতীর বরপুত্র!

(নেপথ্যে বাস্তধ্বনি)

দ্বি-না। মহাশয়! ঐ শুভুন, মহারাজ আগতপ্রায়।

(নেপথ্যে বন্দীর গীত)

(রাজা, মন্ত্রী ও কতিপয় রাজপুরুষের প্রবেশ)

সকলে। (গাত্রোথান করিয়া) মহারাজের জয় হোক।

রাজা। (ধীরে ধীরে সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া) শরীরের অসুস্থতা নিবন্ধন আমি এত দিন এ রাজসভায় উপস্থিত হই নাই। কিন্তু যেমন বিদেশে থাকলেও পিতার মন, সন্তানাদির শুভ কামনায় সর্বক্ষণ সচিন্তিত থাকে, আমারও মন তেমনি আপনাদের শুভ সঙ্কল্পে পরিপূর্ণ ছিল। (মন্ত্রীর প্রতি) মন্ত্রিবর! যে সকল দূত, ভিন্ন দেশীয় রাজর্ষিগণের নিকট হতে এ রাজধানীতে আগমন করেছেন, তাঁদের সকলকেই সভাতে আহ্বান করুন। আমি অতিশয় দুর্বল। অতএব, সংক্ষেপে আলাপাদি সমাধান করা আবশ্যিক।

মন্ত্রী। আয়ুশ্বনু! আপনি দীর্ঘজীবী ও চিরবিজয়ী হউন।

[মন্ত্রীর প্রস্থান।

প্র-না। আহা! মহারাজের মুখখানি দেখলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। হে বিধাতঃ! তুমি কি ছরস্তু রাহকে একরূপ সুবিমল শারদীয় পূর্ণচন্দ্র গ্রাস করতে দাও? মহারাজের শরীরের সে সূবর্ণকান্তি এখন কোথা?

তু-না। মহাশয়! আপনার আক্ষেপোক্তিতে ঘটকর্পরের নৈষধ-চরিতের একটি শ্লোক আমার মনে পড়ছে;—তপ্পিন্ন দৌ কতিচিদবলা বিপ্রযুক্ত সংকামী, নীত্বা মাসান্ কনক বলয় ভংস রিক্ত প্রকার্য, এ স্থলে কোলাহল ভল্লীনাথের টীকা অতীব মনরম। যখন মহারাজ নলের শরীরে কলি প্রবেশ করেন, তৎকালে তাঁরো এই দশা ঘটেছিলো।

প্র-না। ভাই! রক্ষা করো।

(বৈদেশিক দূতদ্বয়ের সহিত মন্ত্রীর পুনঃপ্রবেশ)

মন্ত্রী। ধর্মাবতার! এই মহামতি পঞ্চালাধিপতির দূত, ইনি জাত্যাংশে ব্রাহ্মণ।

রাজা। দূতবর, প্রণাম করি। আসন গ্রহণ করুন।

দূত। মহারাজ! মদেনীয় রাজকুলচক্রবর্তী পরম্পর রাজসিংহ পঞ্চালাধিপতির এরূপ আদেশ নাই যে, আমি আপনার গৃহে আসন গ্রহণ করি। মহারাজ আপনাকে এই অস্ত্রখানি প্রেরণ করেছেন। (তলবার প্রদর্শন করিয়া) তাঁর অস্ত্রাগারে এরূপ অসংখ্য অস্ত্র আছে। প্রতি অস্ত্র আপনার যোধদলের রক্তস্রোতে স্নিত হবে। (রাজসিংহাসন সম্মুখে তলবার নিক্ষেপ) এ বিবাদের কারণ আপনি বিলক্ষণ অবগত আছেন।

রাজা। (সরোষে) এ কি বিষম প্রগল্ভতা ?

দূত। (করযোড় করিয়া) ধর্ম্মাবতার! আমরা দরিদ্র ব্রাহ্মণ। এ প্রগল্ভতা আমাদের নয়।

রাজা। ঠাকুর! আমি তা বিলক্ষণ বুঝি। তুমি প্রণেধি মাত্র। যা হোক, অণু আতিথ্য পুনঃ গ্রহণ কর, কল্য সমুচিত উত্তর পাবে।— এক্ষণে বিদায় হও।

[প্রথম দূতের প্রস্থান।]

রাজা। মস্ত্রিবর! আর কোন দূত উপস্থিত আছেন ?

মন্ত্রী। মহারাজ! এই ব্রাহ্মণ রাজা ধুমকেতুর দূত।

রাজা। (প্রণাম করিয়া) মহাশয়! কি উদ্দেশে রাজা ধুমকেতু আপনাকে এ ক্ষুদ্র নগরে প্রেরণ করেছেন ?

দূত। মহারাজ! পঞ্চালপতির দূতের শ্রায় আমার মহারাজ রণপ্রয়াসে আমাকে পাঠান নাই। পূর্বকালে, মকরধ্বজ নামে গান্ধার দেশে এক রাজা ছিলেন। তাঁর একমাত্র কন্যা; তাঁর নাম ইন্দুমতী। প্রজাবর্গ রাজার প্রতি বিরক্ত হয়ে, সেই ভূতপূর্ব রাজা মকরধ্বজকে সিংহাসনচ্যুত করে বাহুবলেন্দ্র ধুমকেতু সিংহ মহাশয়কে সিংহাসন অর্পণ করেছে। সেই রাজা মকরধ্বজ, ইন্দুমতীর সহিত এই রাজধানীতে ছদ্মবেশে বাস করছেন। মহারাজ এই চাহেন যে, আপনি সেই রাজকুমারী ইন্দুমতীকে অতি শীঘ্র গুর্জর দেশে তাঁর শিবিরে প্রেরণ করেন। এই সিন্ধু প্রদেশের রাজবংশ, গান্ধারের রাজষিদের পরমাত্মীয়। আপনার পূর্বপুরুষ বীরসিংহ জয়দ্রথ গান্ধারী দেবীর কন্যা দুঃশলাকে বিবাহ করেন। আপনি তাঁরই সন্তান,—মহারাজের কোন মতে ইচ্ছা নয় যে, এতাদৃশ সামান্য বিষয়ে আত্মীয় বিচ্ছেদ হয়।

রাজা। (স্বগত) কি সর্বনাশ! এ কি বিপদ! (প্রকাশ্যে)

ভাল, দূতপ্রবর! এক জন আশ্রিত ব্যক্তির মঙ্গলার্থে যদি এ প্রস্তাবে
অসম্মত হই, তবে গান্ধারপতি কি করবেন?

দূত। (করযোড় করিয়া) নরপতি! তা হলে, এ অধীনকেও
রাজসমীপে কোষমুক্ত অসি নিক্ষেপ করতে হবে।

রাজা। (সহাস্ত্র বদনে) কেমন হে মন্ত্রিবর! আমাদের যে বিরাট
রাজার দশা ঘটলো। উত্তর গোগৃহে, আর দক্ষিণ গোগৃহে। তা দেখা
যাবে, ভাগ্যে কি আছে। আপনি এখন এ দূত মহাশয়েরও আতিথ্য
সংকারের আয়োজন করুন। (দূতের প্রতি) অতু বিশ্রাম করুন, কল্য
এর যথোচিত উত্তর দেওয়া যাবে।

দূত। রাজাজ্ঞা শিরোধার্য।

[মন্ত্রী ও দূতের প্রস্থান।

রাজা। হে সভাসঙ্জনগণ! আমাদের এ রাজ্য বীরপ্রসূত বোলে
ডুবনবিখ্যাত ছিল। তা আমরা এখন কি এত দুর্বল হয়ে পড়েছি যে,
অঙ্গদের স্থায় এই সকল রাজচর সভায় প্রবেশ কোরে, এত প্রাগল্ভ্য
প্রদর্শন করে? কিন্তু দূত অবধ্য। সে যা হোক, আপনারা সকলে অতু
অপরাহ্নে মন্ত্রভবনে পদার্পণ করলে, এ বিষয়ের কর্তব্যাবধারণ সম্বন্ধে মন্ত্রণা
করা যাবে।

সকলে। মহারাজের জয় হোক।

(নেপথ্যে বন্দীর বন্দনা)

রাজা। এখন সভা ভঙ্গ করা যাক। আপনারা বিদায় হোন।

সকলে। মহারাজের জয় হোক।

(দূরে তোপ ও যন্ত্রধ্বনি)

[রাজা ও রাজপুরুষগণের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

সিদ্ধুতীরে পর্বততলে উত্তান;—কিঞ্চিদূরে সিদ্ধু নগর; অদূরে অরুন্ধতীর আশ্রম।

(ইন্দুমতী ও সুনন্দা আসীনা)

ইন্দু। সখি! ভগবতী অরুন্ধতী দেবী কি আমার অশুভামুখ্যায়ী?

সুন। সখি! তাও কি কখনো হয়? তপস্বিনীরা সহজেই দেবনারী-

সদৃশী—স্নেহমমতাময়ী। ক্রোধ, ঘেয, হিংসা-রূপ বিষবৃক্ষ তাঁদের মনঃক্ষেত্রে কখনই জন্মে না।

ইন্দু। আচ্ছা, তবে ইনি এ সস্বৎসর আমাকে কেন বঞ্চিত করলেন ?

সুন। এখন সখি, আমি তোমাকে বলতে পারি, তোমার কি কিছুমাত্র জ্ঞান নাই ? তুমি কি শুন নাই যে, পঞ্চালাধিপতি মহারাজের সঙ্গে ঘোরতর যুদ্ধোদ্যোগ করছেন ? আর ছুরাচার ধুমকেতু,—বিধাতা তাকে নিৰ্ব্বংশ করুন,—তুমি যে এখানে গুপ্তভাবে আছ, এই বার্তা পেয়ে, রাজার কাছে সে তোমাকে চেয়ে পাঠিয়েছে। মহারাজ যদি তোমাকে এই দণ্ডেই তার দূতের হস্তে অর্পণ না করেন, তা হলে, সে এ রাজ্য ভস্মসাৎ করবে।

ইন্দু। (সবিষ্ময়ে) অ্যা !—তুই বলিস্ কি ?

সুন। তুমি জানো, ভগবতী অরুন্ধতী ভবিষ্যদ্বাদিনী, এই সকল জেনেই তিনি এ বিবাহে প্রতিবন্ধকতা করবার সঙ্কল্পে এই এক বৎসর ছল করেছিলেন। যদি মহারাজের সহিত তখন তোমার বিবাহ হতো, আর অবশেষে তিনি অসমর্থ হয়ে, তোমাকে শত্রুহস্তে সমর্পণ করতেন, তা হলে যে, তোমার তারার দশা ঘটতো ! বালীর পরে সুগ্রীবকে বরণ করতে হত !

ইন্দু। (সক্রোধে) দূর সুনন্দা ! দূর হ ! যত দিন, খড়্গে মানববক্ষ বিদীর্ণ হয়, যত দিন, বিষম্পর্শে প্রাণপতঙ্গ শূন্যে পালায়, যত দিন, জলতলে শমনের করাল করম্পর্শে প্রাণবায়ু বহির্গত হয়, যত দিন, হতাশনের উত্তপ্ত ক্রোড়ে দেহ ভস্মীভূত হয়, তত দিন, আমার বংশীয় রমণীগণের এরূপ কলঙ্কঘনজালে, জীবনতারা আচ্ছন্ন হয় নাই, হবারও আশঙ্কা নাই। তা এ সকল সন্বাদ তোমাকে কে দিলে ?

সুন। আজ অপরাহ্নে রাজপুরীতে এক মহাসভা হয়েছে, নগরস্থ প্রবীণ ও প্রাচীন জনগণ সকলেই তথায় উপস্থিত হয়েছেন, অরুন্ধতী দেবীও সেখানে গিয়েছেন। রামদাস কোন কৰ্ম্মানুরোধে আশ্রমে ফিরে এসেছিলেন, এ সকল কথা আমি তাঁরি মুখে শুনেছি।

ইন্দু। তা রামদাস ঠাকুর কি বলেন ?

সুন। তিনি বলেন, এখনো কিছু নির্ণীত হয় নাই। মহারাজ, প্রমত্ত মাতঙ্গের শ্যায় ! ভগবতী অরুন্ধতী, রাজনন্দিনী শশিকলা আর মন্ত্রী

মহাশয় ব্যতীত, কেউ কথা কইতে সাহস পাচ্ছে না। কিন্তু মহারাজ ক্রমশ শান্ত হচ্চেন।

ইন্দু। যাক প্রাণ, কিন্তু কুলকলঙ্কিনী হবো না!

সুন। সখি! তুমি কি বলছো?

ইন্দু। আর কিছু না। তোকে জিজ্ঞাসা করছি যে, সিন্ধুনদ, কলকল-ধ্বনিতে কি বলছেন? আর কেনই বা চন্দ্রকম্পনে থরু থরু করে কাঁপছেন?

সুন। সখি! এ কি বিলাসের দিন?

ইন্দু। (গাত্রোথান করিয়া) না কেন? যখন বিধাতার বিশ্বরাজ্যে সর্বজীব সুখী, তখন আমরা অসুখিনী হব কেন? (পরিভ্রমণ করিয়া) ধুমকেতু সিংহ! সখি! সে না এক জন বৃদ্ধ পুরুষ?

সুন। হাঁ সখি! কিন্তু জয়কেতু নামে তাঁর এক অতীব সুপুরুষ যুবক পুত্র আছে।

ইন্দু। হা! হা! হা! ব্রাহ্মণী আর চণ্ডাল! অমরাবতীর সিংহাসনে ছরাচার দানবের উপবেশন! চল সখি, এই জয়কেতুকে বিবাহ করা যাক্ গে! আর তুই আমার সতীন হোস! হা! হা! হা!

সুন। ছি সখি! তুমি সহসা এমন হলে কেন?

ইন্দু। দেখিস্ সখি! সিন্ধুদেশের রাজা, রাজ্যের বিনিময়ে আমাকে ধুমকেতুর হস্তে সমর্পণ করবেন! আমার পিতা শুভ ক্রমে বণিক্-বেশ ধারণ করেছিলেন! তাঁর একটি মাত্র কন্যা, সেটিও আজ বিনিময় হতে যাচ্ছে!

সুন। (সভয়ে) এ কি সর্বনাশ! প্রিয় সখী কি উন্মত্তা হলেন! (দূরে দেখিয়া) আঃ! বাঁচলেম! ঐ যে ভগবতী অরুন্ধতী আর রাজনন্দিনী শশিকলা কাঞ্চনমালার সঙ্গে এ দিকে আসছেন।

(অরুন্ধতী, শশিকলা ও কাঞ্চনমালার প্রবেশ)

শশি। (ইন্দুমতীকে আলিঙ্গন করিয়া কিঞ্চিৎকাল নীরবে রোদন)

ইন্দু। সখি! তুমি কাঁদো কেন?

শশি। প্রিয় সখি! তোমার মত অমূল্য ধন হারাতে গেলে, কার হৃদয় না বিদীর্ণ হয়? তোমাকে কাল রাজা ধুমকেতু সিংহের শিবিরে

গুর্জর নগরে যেতে হবে। প্রিয় সখি! ছুটি প্রাণ তোমার সঙ্গে যাবে।
—আমার প্রাণ, আর আমার দাদার প্রাণ! আর এ নগরের আলোও
তোমার সঙ্গে যাবে! (রোদন)

ইন্দু। কাল সখি? তা বেশ হয়েছে! আমার জন্মে তোমার দাদা
তঁার এ বিপুল রাজ্যের অনিষ্ট ঘটান, এ কখনই হতে পারে না। আর
আমিও এতে সম্মতি দিতে পারি না। অল্প কালের সুখলোভে কেন
চিরকলঙ্কিনী হবো? তবে তোমার দাদার চরণে আমার এই প্রার্থনা যে,
তিনি যেন ঐ মায়াকাননে, কাল মধ্যাহ্নকালে আমাকে ধুমকেতুর দূতের
হস্তে সমর্পণ করেন। আমার সেই ব্রত কাল সম্পন্ন হবে।

শশি। (রোদন করিয়া) সখি! এ অতি সামান্য কথা। দাদা
অবশ্যই এ করবেন। তবে তুমি এসো, তিনি একবার ঐ সুবচনীর মুখ
থেকে শুনুন যে, তুমি এ প্রস্তাবে সম্মত আছো।

ইন্দু। সখি! তুমি এ অনুরোধ আমায় করো না। তাঁর সঙ্গে আর
এ জন্মে আমার সাক্ষাৎ হবে না। দেখ, এই আমার হৃদয় শুষ্ক সরোবরের
স্থায়, চক্ষে জলবিন্দুও আর উঠে না। কিন্তু তাই বলে আমাকে তুমি
নিষ্ঠুরা ভেবো না।

শশি। প্রিয় সখি! তোমার শরীর যদি অসুস্থ হয়ে থাকে, তা
হলে না হয় কিছু দিন এ নগরে অবস্থিতি করো। আর আমি রাত দিন
তোমার সেবা করি।

ইন্দু। না না সখি! অসুস্থ কি? এ ত আমার সুখের সময়!
আমি এমন বরের অন্বেষণে যাত্রা করবো যে, তার সঙ্গে কখনো আমার
বিচ্ছেদ হবে না!

(এক পার্শ্বে শুননা ও অরুন্ধতী)

শুন। ভাল ভগবতি! আপনি বলেছিলেন, ঐ বনদেবীকে যে ঐ
শুভ লগ্নে পুষ্পাঞ্জলি দেয়, সে তার ভবিষ্যৎ পতিকে দেখতে পায়। আমার
প্রিয় সখী, এই রাজ্যের বর্তমান রাজাকে দেখেছিলেন। কিন্তু, এখন
দেখছি, মহারাজ অজয় ত তাঁর পতি হলেন না! এ কি?

অরু। (চিন্তা করিয়া) বৎসে! যখন উভয়ে উভয়ের দৃষ্টিপথে
পড়েছিলেন, তখন কোনো অমঙ্গলসূচক লক্ষণ দেখেছিলে?

সুন। (চিন্তা করিয়া) না, এমন অমঙ্গল ত কিছুই দেখি নাই, কেবল আকাশে বজ্রধ্বনি হয়েছিল।

অরু। ঐ!—ঐ বজ্রধ্বনির অর্থ এই যে, বিধাতা প্রথমে অজয়কে ইন্দুমতীর পতি করে সৃজন করেছিলেন, কিন্তু, গ্রহদোষে তাঁর সে অভিলাষ নিষ্ফল হলো। বুঝতে পারলে ত? দেবীর কোন অপরাধ নাই। এঁদের উভয়ের কপালে অবশেষে এই কষ্ট ছিল।

সুন। দেবি! এ আমারই দোষ! আমি যদি প্রিয় সখীকে ও পাপ কাননে না নিয়ে যেতেম, তা হলে এ সব কুঘটনা কখনই ঘটত না। (রোদন)

অরু। বৎসে! এ সকল বিষয়ে বিধাতা মানব-মনকে পরিবেদনা করেন, তা তোমার দোষ কি?

(অগ্রসর হইয়া)

বৎসে ইন্দুমতি! এ বিবাহের আশায় জ্বলাঞ্জলি দাও! তোমার প্রতি যে অজয়ের অনুরাগ অতীব পবিত্র ও প্রগাঢ়, আর তোমারও অনুরাগ যে তার প্রতি সমধিক, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। তোমাদের উভয়ের মিলন সঙ্ঘটন হলে সুখের শেষ থাকত না; কিন্তু অজয় তোমায় বিবাহ করলে এ মহারাজ্য ভঙ্গসাং হবে! আর এই প্রাচীন জগদ্বিখ্যাত রাজবংশ আকাশের তারার স্থায় ভূতলে পতিত হবে! বৎসে! মানব-জীবন চিরস্থায়ী নয়। কখন না কখন তোমরা উভয়েই কালের গ্রাসে পড়বে। তোমাদের পরে, যারা এই রাজশোণিতে জন্মে, দরিদ্রের আসনে উপবিষ্ট হবে, তারা কি ভাবে? তারা এই ভাবে যে, তাদের পূর্বপুরুষ মহারাজ অজয়, কামাতুর হয়ে, এক জন রমণীর পদে, আপন রাজকুল-লক্ষ্মীকে বলি প্রদান করেছিলেন! আর তোমাকেও বৎসে! তারা ভৎসনা করবে। কিছু কালের সুখভোগের নিমিত্তে কালনদীতীরে বৃষকাষ্ঠের স্বরূপ কলঙ্কস্তম্ভ স্থাপন করা, জ্ঞানী জনের কর্তব্য নয়। এই বিবেচনায়, আমি এ শুভ কর্মে প্রতিবন্ধক হয়েছি। আর মহারাজের মনকেও একপ্রকার শাস্ত করেছি। তুমি বৎসে! এ নীতিকথায় অবধান কর।

ইন্দু। ভগবতি! আপনার আশীর্ব্বাদে আমি এ সকল বিলক্ষণ বুঝি, আর মহারাজের মন যদি শাস্ত হয়ে থাকে, তবে আমার কিছু মাত্র চঞ্চলতা নাই।

অরু। বাছা! তুমি অতি বুদ্ধিমতী! এই-ই তোমার উপযুক্ত কথা বটে। আমি তোমাদের উভয়েরই শুভাকাঙ্ক্ষিণী। আমার দৃষ্টি বর্তমানরূপে আবরণে আবৃত নয়। এ যা হলো, এতে উভয়েরই মঙ্গল হবে। রণ-রাক্ষসের হৃৎকারধ্বনিতে, এ সিঙ্কুনগরের কর্ণ বিদীর্ণ হবে না, আর রক্তশ্রোতে রাজধানীও প্লাবিত হবে না। আর তুমিও পিতৃপিতামহের অসীম রাজ্যে রাজরাণী হয়ে, শচীদেবীর গায় ইন্দ্রের বিভব সুখ সন্তোগ করবে।

ইন্দু। দেবি! ও আশীর্বাদটি করবেন না! দেখুন, এই নিশাকালে, সিঙ্কুনদের পরপারে যে কি আছে, তা কিছুই দেখা যাচ্ছে না। কাল মধ্যাহ্নকালে যে কি ঘটবে, তা কে জানে? ইচ্ছা করি, কাল আপনিও মহারাজের সমভিব্যাহারে মায়াকাননে পদার্পণ করবেন। দেখবেন, যেন আমাকে বন্দিনীর গায় না লয়ে যায়।

অরু। এ কি কথা! কার সাধ্য, এমন কর্ম করে?

ইন্দু। ভগবতি! এখন রাত্রি অধিক হতে লাগলো, কাল যাত্রার আগে আপনি এলে শ্রীচরণে বিদায় হয়ে যাব।

অরু। বাছা! তোমার যা অভিরুচি।

ইন্দু। (শশিকলার প্রতি) সখি! এখন চিরকালের জ্ঞান বিদায় করো! (আলিঙ্গন করিয়া রোদন)

শশি। প্রিয় সখি! তোমায় ছেড়ে প্রাণ যেতে চায় না! (রোদন)

ইন্দু। তোমাকে এত ভাল বাসি যে, তুমি আমার সপত্নী হও, এ বাসনাকে মনে স্থান দিতে ইচ্ছা করে না।

শশি। প্রিয় সখি! তবে কি এ জন্মে আর দেখা হবে না? (সুন্দার প্রতি) তুমিও কি চলে? (রোদন)

সুন। রাজনন্দিনি! যেখানে কায়, সেইখানেই ছায়া। যে যমালয় পর্য্যন্ত যেতে প্রস্তুত, সে কি কখন স্বদেশে ফিরে যেতে বিমুখ হয়?

শশি। (ইন্দুমতীর প্রতি) প্রিয় সখি! তোমার চরণে এই মিনতি করি, আমাকে তুমি কখন ভুলো না।

ইন্দু। সখি! যদি এ মর্ত্যভূমির কোন কথা কখন মনে উদয় হয়, তবে তোমাকে অবশ্যই মনে করবো। তা এখন বিদায় হই। তোমার দাদাকে এই কথাটি বলো যে, ইন্দুমতী এই পর্বত, ঐ নদ, আর ঐ

নিশানাথকে সাক্ষী করে বিধাতার নিকট এই প্রার্থনা করে গেল যে, আপনারা চিরকাল সুখে কালাতিপাত করেন। আর সে যদি কখন আপনার স্মরণপথে উপস্থিত হয়, তবে ভাববেন, সে এক স্বপ্ন মাত্র।

সকলে। (অরুন্ধতীর প্রতি) দেবি ! আপনাকে আমরা অভিবাদন করি।

অরু। আমিও তোমাদের আশীর্বাদ করি।

[অরুন্ধতী ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

অরু। (স্বগত) ইন্দুমতী যে এরূপ ভয়ঙ্কর সংবাদ শাস্তুভাবে শুনবে, এ আমার মনেও ছিল না। (প্রকাশ্যে) রামদাস।

নেপথ্যে। ভগবতি !

অরু। দেখ বৎস !

(রামদাসের প্রবেশ)

ইন্দুমতী যে, এরূপ শাস্তুভাবে এ ভয়ানক সংবাদ শুনলে, তাতে আমার মনে বিশেষ সন্দেহ জন্মেছে। তুমি জানো বৎস ! ঘোরতর বাত্যারম্ভের পূর্বে জগৎ নিতান্ত শাস্তু ভাব অবলম্বন করে। আহা ! বালিকাটিকে উন্মাদিনী হলো ! (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) আমরা উদাসীন, পৃথিবীর সুখ দুঃখে জলাঞ্জলি দিয়েছি, তা সাংসারিক লোকেদের সঙ্গে আমাদের সংসর্গ করা মুঢ়তা মাত্র, ক্ষুধার্ত হস্তী রসালোশ্রিত স্বর্ণলতিকাকে ছিন্নভিন্ন করলে, যেমন তরুণ শ্রীভ্রষ্ট হয়, আমার এ হৃদয়েরও সেই দশা। বিধাতা কি জগ্গেই বা এই স্বর্ণলতিকাটিকে অপহরণ করবেন ? হায় ! আমি মানবী মাত্র, তোমরা বৎস, সকলেই কায়মনঃপ্রাণে মহাদেবের আরাধনা কর, দেখ, তাঁকে যদি সুপ্রসন্ন করতে পার, তা হলে আর কোনই ভয় নাই, অজয় স্বচ্ছন্দে শক্রমণ্ডলীকে রণে পরাজয় করতে পারবে। আর ইন্দুমতী ও অজয়ের মনস্কামনা সম্পূর্ণ হবে।

রাম। যে আজ্ঞা দেবি ! আমাদের সাধ্যানুসারে এ কর্মে কোনই ক্রটি হবে না, আপনি স্বয়ং আশ্রমে আসুন, রাত্রি অধিক হতে লাগলো।

[উভয়ের প্রস্থান।

(ইন্দুমতীর একাকিনী প্রবেশ)

ইন্দু। (স্বগত) নিদ্রাদেবীর এত সেবা করলেম, কিন্তু সব বৃথা হল ! এ যে বড় আশ্চর্য, তাও নয়, তিনি দেবতা, অবশ্যই জানেন যে, অতি অল্পকণমধ্যে আমাকে মহানিদ্রায় শয়ন করতে হবে। (চিন্তা করিয়া) এ প্রাণ আর রাখবো না, রাজা আমাকে বিনিময়ের সামগ্রী বিবেচনা করলেন ! এই কি প্রেম ? (পরিভ্রমণ করিয়া সিন্ধু নদীর দিকে দৃষ্টি করিয়া) আজ রাত্রে সিন্ধু নদীর কি শোভাই হয়েছে ! ওঁর কবরীতে কত শত তারারূপ ফুল শোভা পাচ্ছে ! আর নিশানাথের রূপের কথা কি বলবো ! যিনি ত্রিজগতের মনোহারা, তাঁকে প্রশংসা করা বৃথা। মলয় বায়ু যেন সিন্ধুর সুশীতল জলে অবগাহন করে পুষ্পদলের দ্বারে দ্বারে পরিমল ভিক্ষা করছেন। হে বিধাতঃ ! তোমার বিশ্ব যে কি সুন্দর, তা কে বলতে পারে ? তবু এতে এরূপ সুখহীন লোক আছে যে, তাদের কাছে এ আলোকময় সুখময় ভবন অপেক্ষা, যমের তিমিরময়, প্রতাহীন গৃহ বাঞ্ছনীয় ! (করযোড় করিয়া) প্রভো ! এ দাসীও ঐ ভাগ্যহীন দলের মধ্যে এক জন ! (রোদন)

(বেগে সুনন্দার প্রবেশ)

সুন। সখি ! এ কি ? তুমি এ সময়ে এখানে কেন ? আর তুমি কাঁদচো কেন ? যদি এখানে আসবে, তবে আমায় জাগাও নি কেন ?

ইন্দু। সখি ! তুমি যে ঘোর নিদ্রায় ছিলে, তা ভাঙতে আমার মন চাইলে না। পৃথিবীর সুখভোগ আমার অদৃষ্টে আর নাই বলে, পরের সুখ আমি কেন নষ্ট করবো ?

সুন। (সচকিতে) কি বললে সখি ? তোমার পক্ষে আর সুখভোগ নাই ? গান্ধার রাজ্যের ভাবী মহারানীর মুখে কি এ সব কথা সাজে ?

ইন্দু। হা ! হা ! হা ! আমি ভেবেছিলেম যে সখি, আমিই কেবল পাগল, তা আমার চেয়েও দেখছি এ দেশে আরও পাগল আছে।

সুন। সখি ! তোমার এ কথা আমি বুঝতে পারি না, তোমার মনের কথা কি, তা আমায় স্পষ্ট করে বল।

ইন্দু। আমার মনের কথা, যিনি অন্তর্যামী, তিনিই জানেন।

সুন। সখি! এমন সময় ছিল যে, তুমি একটিও মনের কথা আমার কাছে গোপন করতে না। কিন্তু আজ কাল তোমার কি হয়েছে?

ইন্দু। সখী সুনন্দা! আমরা ছেলেবেলা হতে উভয়েই উভয়কে ভালবেসে আসছি, তা আমার এখনকার মনের কথা সাগরের বাড়বানল; শুনলে তোমার মন হয় ত তার তাপে আবার সন্তপ্ত হয়ে উঠবে।

সুন। (কিঞ্চিৎকাল চিন্তা করিয়া) বটে? হে নিদারুণ বিধাতঃ! তুমি এ সোণার ফুলে কি বিষম পোকারই বাসস্থান দিয়াছ! (রোদন)
নেপথ্যে। (শিবস্তুতি পাঠ)

ইন্দু। ও কি ও?

সুন। বোধ হয়, তোমার মঙ্গলার্থে ভগবতী অরুন্ধতীর শিষ্যেরা মহাদেবের আরাধনা করছেন। প্রিয় সখি! দেখ, রাত্রি প্রায় প্রভাত হয়ে এল, তুমি কি শুনতে পাচ্চো না যে, ঐ সিন্ধুর অপর পারে,—ঐ কাননে, কত কোকিল, কত ফিঙ্গা, কত দয়েল, মধুর নিনাদ করছে? দুই প্রহর সময়ে আজ আমাদেরকে মায়াকাননে যেতে হবে। তা এস এখন, একটু বিশ্রাম কর। তা নইলে এ চন্দ্রমুখ মলিন দেখাবে;—চল সখি চল।

ইন্দু। হে সিন্ধুনদি! তোমার তীরে অনেক সুখসন্তোগ করেছি,—কিন্তু এ চক্ষু তোমাকে আর এ জন্মে দেখবো না। আশীর্বাদ করুন, এ কথা আর বলবো না! কেন না, অতি অল্পকালমধ্যে আমার পক্ষে কি আশীর্বাদ, কি অভিসম্পাত, উভয়ই সমান হয়ে দাঁড়াবে। অতএব বিদায় করুন। আমি প্রণাম করি!

সুন। (চিন্তা করিয়া) বটে? আমিও রাজবংশীয়, আমিও ক্ষত্রিয়কন্যা; যদিও আমার বংশীয়েরা এক্ষণে অর্থহীন,—আচ্ছা,—তা দেখবো।—চল সখি, চল যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।]

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

অরুন্ধতীর আশ্রম ;—মলিনমুখে অরুন্ধতী আসীনা ।

(রামদাসের প্রবেশ)

অরু । বৎস ! গত রাত্রিতে কি ফল লাভ হলো ?

রাম । ভগবতি ! কিছুই নয় । আমাদের আরাধনা প্রভু যেন বধিরের ন্যায় শ্রবণ করলেন ; একটিও ফুল পড়লো না ।

অরু । তবেই ত সর্বনাশ উপস্থিত ! তা তুমি বৎস ! এখন কুটীরে যাও ।—ঐ সে অভাগিনী এ দিকে আসছে । আহা ! কি রূপের ছটা ! সিংহবাহিনী ! কি স্বয়ং ইন্দ্রিরা ? কার সঙ্গে এর তুলনা করবো ?

[রামদাসের প্রস্থান ।]

অরু । (স্বগত) রাজার চিত্ত কিছু সুস্থ হলে,—গান্ধার দেশে গমন করবো ।—এই বলে আপাতত মনকে প্রবোধ দি । ওর ও চন্দ্রমুখ সতত না দেখতে পেলে যে, একরূপ অসহনীয় মনঃপীড়া উপস্থিত হবে, তার সন্দেহ নাই । প্রভো ! তোমার ইচ্ছা ।

(সুনন্দার সহিত অতীব উজ্জলবেশে ইন্দুমতীর প্রবেশ)

ইন্দু । (প্রণাম করিয়া) দেবি ! আপনার শ্রীচরণে চিরকালের জন্মে বিদায় হতে এসেছি ।

অরু । কেন বৎসে ! চিরকালের জন্মে কেন ? আমার তো এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা যে, যত শীঘ্র পারি, তোমার পৈতৃক নগরে নূতন এক আশ্রম করে অবশেষে তোমার সম্মুখে শমনের গ্রাসে জীবন অর্পণ করবো ।

ইন্দু । ভগবতি ! আমার কপালে কি সে সুখ আছে ? (রোদন)

অরু । কি অমঙ্গলের লক্ষণ ! বৎসে ! এ কি ক্রন্দনের সময় ? শূলী শঙ্কুনাথ, তোমার সঙ্গে বিশ্ববিজয়ী শূল হস্তে করে যাবেন, আর তাঁকে পবিত্র চিন্তে পূজা করলে, তোমার সর্বত্র মঙ্গল হবে ।

ইন্দু । (নীরবে রোদন)

অরু। আবার বৎসে! দেখ, এ মহারাজের সহিত যখন তোমার সাক্ষাৎ হবে, তখন তুমি তাঁকে কোন গ্রানিকর কথা কইও না। এ তাঁর দোষ নয়, এ নগরে এমন একটি লোক নাই যে, এ বিষয়ে মহারাজের সহিত তার নিতান্ত বাকবিতণ্ডা হয় নাই।

ইন্দু। দেবি! আমি আর এ জন্মে এ রাজার সহিত কোন কথা কব না।—সে দিন গেছে। তবে আপনার শ্রীচরণে আমার একটি মাত্র প্রার্থনা আছে; আপনি অবধান করুন।—(পদ ধারণ করিয়া) জননি! আমি মহারাজাধিরাজ মকরধ্বজ সিংহের একমাত্র কন্যা। যিনি অঙ্গুলি তুলিলে সূর্য্যকরসদৃশ মহাতেজস্কর লক্ষ অসি একেবারে নিষ্কোষিত হতো, যিনি একজন মাত্র ভৃত্যকে আহ্বান করলে সহস্র দাস দাসী উপস্থিত হতো, সেই নরেন্দ্র এখন কেবল দুটি বৃদ্ধা দাসী, একজন মাত্র বৃদ্ধ প্রভুভক্ত অহুচর, আর আমাদের দুই জনের দ্বারাই বৃদ্ধ বয়সে সেবা লাভ করেন! তা দুর্ভাগ্য কুঠাররূপ ধারণ করে এ দাসীর আনুকূল্যরূপ বৃক্ষকে ত চিরকালের জন্ম ছেদন করলে। এই যে সুনন্দা আমার প্রিয় সখী, একে এখানে থাকতে আমি যে কত অনুরোধ করেছি, তা বলা ছুঁকর।

সুন। ওঃ!—সখি! এ ত তোমার বড় আশ্চর্য্য কথা! তোমার এই অনুরোধ?—তুমি দেহ আর প্রাণকে বিভিন্ন করতে চাও?

ইন্দু। (অরুন্ধতীর প্রতি) দেবি! এ ত আমার অনুরোধে কখনই সম্মত নয়, তা জননি! আপনিই আমার ভরসাস্থল। আপনি আমার বৃদ্ধ পিতার প্রতি কৃপাদৃষ্টি রাখবেন, আর যদি এ দাসী, কখনো তাঁর স্মৃতিপথে পড়ে, তবে এই কথা বলবেন যে, তোমার ইন্দুমতী সুখে আছে। (রোদন)

অরু। (নীরবে গাত্রোখান করিয়া সজল নয়নে) ইন্দুমতি! তুই কি আমায় কাঁদালি? তা এ সব কথা তোর আমায় বলা বাহুল্য, আমার রূপের আলোকে তোর পিতার গৃহ উজ্জ্বল হয় না বটে,—কিন্তু আমারও মানবকুলে জন্ম, এক সময়ে আমিও পিতামাতার স্নেহের পাত্রী ছিলাম। পিতৃসেবা যে কাকে বলে, তা আমি বিস্মৃত হই নি।

ইন্দু। দেবি! আপনার কথা শুনে আমার চঞ্চল প্রাণ আবার শান্ত হলো। এখন যা আমার মনের ইচ্ছা, তা আমি স্বচ্ছন্দে পরিপূর্ণ করতে পারবো।

সুন। দেবি! আমারও একটি প্রার্থনা ও শ্রীচরণে আছে।—আমরা যুবতী রমণী, সহজেই চিত্তচঞ্চলা, কত যে অপরাধ আপনার চরণে করেছি, তার সংখ্যা নাই, সে সকল মার্জনা করবেন, আর যদি কখন আপনার মনে পড়ে, তখন যত দোষ করেছি, তা বিস্মৃত হয়ে যদি কোন গুণের কস্ম্য করে থাকি, তাই স্মরণ করবেন। ভগবতি! এ দাসীর একমাত্র গুণ, আমি প্রিয় সখীর নিমিত্তে প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে প্রস্তুত আছি।

অরু। বৎসে! তা আমি বিশেষরূপ জানি। (ইন্দুমতীর প্রতি) বৎসে! তুমি কেন এত রোদন করচ? তুমি এত বিমনা হলে কেন? এরূপ ঘটনা কি এ পৃথিবীতে ঘটে না? না ঘটবে না?—তুমি শান্ত হও। আর দেখ, এরূপ মনের চঞ্চলতা অপর ব্যক্তির সম্মুখে প্রকাশ করো না।

ইন্দু। ভগবতি! আমি যদি এই সুনন্দার পাপ-মন্ত্রণায় ঐ পাপ কাননে না যেতেম, তা হলে আপনার এই শাস্তাশ্রমে জীবন যৌবন দেব-সেবায় অতীত করতে পারতেম। কিন্তু সে ভাব আর মনে নাই, সে দিন গেছে। এখন বিদায় হই, মায়াকানন অতি নিকট নয়!

অরু। বৎসে! মাধ্যাহ্নিক ক্রিয়া সম্পন্নের পর, আমিও সেখানে যাওয়ার মানস করেছি। বোধ করি, তুমি সিদ্ধুদেশ পরিত্যাগ করবার অগ্রে, পুনরায় তোমার শিরশ্চূষন করবার সময় পাব। আজ এ সিদ্ধু-নগরের বিজয়া দশমী,—যাও, সাবধানে থেকো, যাও।

[ইন্দুমতীর প্রণাম করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সখীর সহিত প্রস্থান।

অরু। (সবিস্ময়ে স্বগত) এর কি মৃত্যুকাল নিকট? তা নইলে ওর চন্দ্রমুখ সতত এত উজ্জ্বল হয়ে, আজ এত বিবর্ণ কেন? ইচ্ছা হয়, আমি এ ব্যাপারে বাধা দিই, কিন্তু তাই বা কেমন করে হতে পারে? দেখি, বিধাতার মনে কি আছে।

(নেপথ্যে শব্দ ঘণ্টা করতাল এবং মৃদঙ্গ বাজ)

[অরুন্ধতীর প্রস্থান।

দ্বিতীয় পর্ভাক্ষ

পর্বতময় পথ—সম্মুখে মায়াকানন, পশ্চাৎ সিন্ধুনগর ।

(ইন্দুমতী ও সুনন্দার প্রবেশ)

ইন্দু । সখি ! ঐ না সেই মায়াকানন ?

সুন । আজ্ঞা হাঁ ।

ইন্দু । ও কি লো ? যখন প্রথমে আমি এই মায়াকাননের কথা জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তখন তুই কি বলে উত্তর দিয়েছিলি, তা তোর মনে পড়ে ?

সুন । পড়বে না কেন ? সে কি ভোলবার কথা ? তুমি সে দিন আমায় যত মুখ করেছিলে, এত বোধ হয়,—এ বয়সে কর নাই । আমার অপরাধের মধ্যে এই যে, আমি ভুলে তোমায় রাজনন্দিনী বলেছিলাম ।

ইন্দু । এখন তোর যা ইচ্ছা সখি, তুই তাই বল, সে ভয় এখন আর নাই । তা যা হোক, দেখ সখি ! এ কি রম্য স্থান ! আমরা প্রথমে যখন এ পথ দিয়ে যাই, তখন আমার চক্ষু ভয়ে প্রায় অন্ধ হয়ে গিয়েছিল । আমি কিছুই মন দিয়ে দেখতে পাই নাই । দেখ, এই পর্বতশ্রেণী কত দূর চলে গেছে ! পর্বতের উপর পর্বত ; বনের উপর বন ; বাঃ ! মনের ভাব অনুরূপ হলে, এর আমি এক চিত্রপট আঁকতাম ! আর দক্ষিণে দেখ, সিন্ধুনদী কি অপূর্বরূপে সাগরের দিকে চলেছে ! দেখ সুনন্দা ! আমার বোধ হয় যে, এ পথ দিয়ে লোকের গতিবিধি বড় নাই । তা হলে এর মধ্যে মধ্যে এত অগ্নান দুর্বা দেখা যেত না । ও মায়াকাননে যাবার কি আর পথ আছে ?

সুন । বোধ করি, অবশ্যই আছে । হয় ত সেই পথ দিয়ে মহারাজ, প্রথম দর্শনদিনে এই বনে প্রবেশ করেছিলেন । আমি শুনেছি, সাধারণ লোকে সাহস করে ও কাননে আসে না । এটি বিজন পথ । হয় ত এখানে বন্য পশুর ভয় থাকতে পারে ।

ইন্দু । দেখ সুনন্দা ! এখন ত ঐ মায়াকানন সম্মুখে বেশ দেখা যাচ্ছে । এখন যে আমি একলা পথ চিনে ওখানে যেতে পারব, তার কোনই সন্দেহ নাই । তা তুই এখন বাড়ী ফিরে যা ।

সুন । বল কি রাজনন্দিনি ? তুমি পাগল হয়েছ না কি ? আমি

তোমায় না হয় তো প্রায় সহস্র বার বলেছি, তোমা ভিন্ন আর আমার গতি নাই।

ইন্দু। তুই কি তবে আমার সঙ্গে যমালয় যাবি ?

সুন। কেন যাব না ? তুমি না থাকলে, কি আর এ প্রাণ থাকবে ? চক্ষুর জ্যোতি গেলে সে চক্ষু দিয়ে লোকে আর কি কিছু দেখতে পায় ? তুমি সখি, যমালয়ে যাওয়ার কথা কও কেন ? বালাই, তোমার শত্রু যমালয়ে যাক ! তোমার এখন তরুণ যৌবন।

ইন্দু। (সহাস্র বদনে) তরুণ বয়সে কি লোক মরে না ? যমরাজ কি বয়স মানেন, না রূপ মানেন ? তবে আয়, জয়কেতুর দূতই হউক বা ধূমকেতুর দূতই হউক, অথবা যমরাজের দূতই হউক, একলা এক দূতের হাতে আজ পড়তেই হবে !

(নেপথ্যে বজ্রধ্বনি)

সুন। (সচকিতে) ও কি ও ! আকাশে ত একখানিও মেঘ দেখতে পাই না।

ইন্দু। ওলো ! ও দৈববাণী ! আমার কাণে যে ও কি বলচে, তা শুনলে তুই অবাক হবি।

সুন। সখি ! এখন তুমি আপন মনের কথা আমার কাছে গোপন করতে আরম্ভ করেছ কেন ? আমি কি এখন আর তোমার সে স্নান্দ্য নই ?

ইন্দু। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) সখি ! সে ইন্দুমতীও কি আর আছে ? তোর সে সোহাগের পাখী, অনেক দূরে উড়ে গেছে। এখন কেবল পিঞ্জরখানি মাত্র আছে ! তা, তা ভাঙতে পারলে, সকলেই বিস্মৃতির গ্রাসে পড়বে।

সুন। সখি !—তোমার কথা আমি বুঝতে পারি নে। তোমার মনের যে কি অভিসন্ধি, তাই তুমি আমাকে বলো, আমি তোমায় এই মিনতি করি।

ইন্দু। খানিক পরে জানতে পারবি এখন ! এত অর্ধৈর্ধ্য হলি কেন ?

সুন। সখি ! তোমার পায়ে পড়ি, চলো আমরা ফিরে,—দেবী অরুন্ধতীর আশ্রমে যাই। আর সেখানে সমস্ত দিন লুকিয়ে থেকে রাত্রে এ পাপনগর পরিত্যাগ করে অশ্রুত চলে যাবো। আমরা কিছু এ রাজার প্রজা নই যে, যা ইচ্ছে, ইনি তাই করবেন।

ইন্দু। (সহাস্ত্র মুখে) সখি! ছুর্য্যোধনের স্থায় যদি ঐ পাপিষ্ঠ ধুমকেতু, দেশ দেশান্তরে চর পাঠিয়ে দেয়, তা হলে শেষে কি হবে? এক রাজার আমার নিমিত্ত সর্বনাশ হবার উপক্রম; আর একজনকে এরূপ বিপজ্জালে ফেলে কি লাভ? ওলো! যার মন্দ কপাল, সে কোনো দেশেই গিয়ে সুখী হতে পারে না। তা এখানেও যা, অগ্নত্রও তাই। আয় আমরা ঐ বনে যাই।

(উভয়ের মাঝাকাননে প্রবেশ)

আহা! সখি দেখ, ছুই বৎসর আগে যা যা দেখেছিলেম, তা সকলই সেইরূপ আছে। ঐ সকল পর্বতের শিরে, কত কত মেঘ নীলবর্ণ হস্তীর স্থায় পড়ে রয়েছে। বৃক্ষে বৃক্ষে সেইরূপ ফুল,—সেইরূপ ফল! সেই বায়ু,—সেই সুগন্ধ! আর দেবীও সেই মূর্তিতে নীরবে রয়েছেন! কিন্তু আমাদের অবস্থা ভেবে দেখ, আমরা এই ছুই বৎসরে কত না কি সহ্য করেছি!—কত না যন্ত্রণা পেয়েছি! মনুষ্যের এ দুর্দশা কেন? (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক অগ্রসর হইয়া, দেবীকে প্রণাম করিয়া) দেবি! এত দিনের পর, আবার শ্রীচরণ দর্শন করতে এসেছি! আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আর এখান থেকে ফিরে যেতে না হয়! পূর্বে আপনাকে কেবল পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে পূজা করেছিলেম, এবার জীবন সমর্পণ করবো!

(নেপথ্যে বজ্রধ্বনি)

সুন। (সচকিতে) ও কি ও! এরূপ অমেঘ আকাশে যে মুহুমূহু বজ্রধ্বনি হচ্ছে, এর কারণ কি?

ইন্দু। সখি! তোকে ত আমি বলেছি যে, ও বজ্রধ্বনি নয়, ও দৈববাণী। (দেবীকে প্রদক্ষিণ করিয়া) জননি! এবারে আর ভবিষ্যৎ স্বামীকে দেখবার অভিলাষে আপনাকে পূজা করতে আসি নাই। এ পৃথিবীর মায়াশৃঙ্খল ভগ্ন করুন। অভাগিনী ইন্দুমতীর এই শেষ প্রার্থনা! (সুনন্দার গলা ধরিয়া কিঞ্চিৎকাল নীরবে রোদন) সখি! এ পৃথিবীতে যে যাকে ভালবাসে, সে কি পরকালে তার দেখা পায়? যদি তা পায়, তবে ভাল; নইলে, চিরকালের জন্মে বিদায় হই! কখনো কখনো আমি তোর মনে পড়লে, যত অপরাধ তোর করেছি, তা মার্জনা করিস্।

সুন। সখি। এ সব কথা তুমি কচো কেন?

(নেপথ্যে দূরে তোপ ও রণবাত্ত)

সুন। (সচকিতে) বোধ করি, মহারাজ আসছেন।

ইন্দু। (স্বগত) রে অবোধ মন! তুই এত চঞ্চল হলি কেন? ও চন্দ্রমুখ আবার দেখলে, তোর কি সুখ হবে? ক্ষুধাতুরের যে সুখাণ্ড অপ্রাপ্য, সে খাণ্ড দেখলে তার ক্ষুধা বাড়ে মাত্র! যে মনস্তাপরূপ বিষম কীট হৃদয়ের শান্তিস্বরূপ ফুল দিবানিশি কাটছে, যদি লোকান্তরে, তার প্রখর যাতনার শমতা হয়, তবেই মাস্তানা হবে, নচেৎ এই আশুনে চিরকাল দন্ধ হতে হবে! (প্রকাশ্যে) সখি! যখন তোর মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে, তখন তাকে এই কথাটি বলিস যে, অভাগিনী ইন্দুমতী আপনার শ্রীচরণে বিদায় হলো! যদি পুনর্জন্মে ভাগ্যের পরিবর্তন হয়, তবে সাক্ষাৎ হবে। নতুবা, চিরকালের জন্যে স্বপ্ন ভঙ্গ হলো! আর দেখ, মহারাজকে আরো বলিস, গান্ধারের রাজকন্যা, বিনিময়ের সামগ্রী নয়।

(নেপথ্যে নিকটে রণবাত্ত)

সুন। এই যে মহারাজ এলেন বলে।

ইন্দু। (আকাশে দৃষ্টি নিক্ষেপপূর্বক করযোড় করিয়া) হে বিশ্বপিতা! যে অমূল্য রত্নস্বরূপ জীবন এ দাসীকে প্রদান করেছিলেন, তা এর জ্ঞাতসারে এখনও কোন পাপে কলুষিত হয় নাই। তবে যে আপনার সম্মুখে অকালে যাত্রা করছি, এ দোষ, হে করুণাময়! মার্জনা করবেন! এত ছুঃখ আর নয় না! (বস্ত্রমধ্য হইতে ছুরিকা লইয়া আত্মঘাত ও ভূতলে পতন)

সুন। এ কি! এ কি! প্রিয়সখি! তোমার মনে কি এই ছিল? (রোদন করিতে করিতে মস্তক ক্রোড়ে লইয়া) হে বিধাতা! কোন দেবতা আকাশের এই উজ্জ্বল জ্যোতির্নয়ন নক্ষত্রটিকে এক্ষণে ভূতলে পাতিত করলেন? (আকাশে মুহূ যন্ত্রধ্বনি ও পাষণময়া মূর্তির ভূতলে পতন) এ আবার কি! প্রিয় সখি! প্রিয় সখি! তুমি কি যথার্থই গেলে? সখি! তুমি এত শীঘ্র আমাদের কেমন করে ডুললে? তোমার বৃদ্ধ পিতার সেবা তুমি ভিন্ন আর কে করবে? তুমি কি সেই পিতাকেও বিস্মৃত হলে? (ক্রগকাল রোদন, পরে গাত্রোথান করিয়া) সখি! তুমি ভেবেছ যে, তোমাকে ছেড়ে তোমার সুন্দা এক দণ্ড এ পৃথিবীতে বাঁচবে? তুমি গেলে এ ছার জীবনে তার কি আর কোন সুখ আছে?

তা এই দেখ,—যেখানে তুমি, সেখানে আমি। আলোকময় রাজভবন,
কি রশ্মিশূন্য সমালয়, যেখানে তুমি, সেখানে আমি! (বিষপান) তোমার
মনে যে এই ছিল, তা আমি গত রাত্রিতেই বুঝতে পেরেছিলাম। উঃ!
আমার শরীরে যে অসহ্য জ্বালা উপস্থিত হলো! সখি! দাঁড়াও, আমিও
তোমার সঙ্গে যাব!

(রাজা, শশিকলা, কাঞ্চনমালা, রাজমন্ত্রী ও রাজা ধুমকেতুর দূত, অরুণতী,
রামদাস ও কতিপয় সঙ্গীর প্রবেশ)

রাজা। (অবলোকন করিয়া) এ কি! এ কি! সুনন্দা! এ কৰ্ম
কে করলে?

সুন। (অতীব যুত্বস্বরে) মহারাজ! রাজনন্দিনী স্বয়ং এ কৰ্ম করেছেন!

প্র-স। মেয়ে মানুষটি কি বললে হে?

দ্বি-স। ও বলছে যে, রাজকুমারী স্বয়ংই আত্মহত্যা করেছেন।

অরু। (সজল নয়নে) সুনন্দা! বৎসে! তোমার এ অবস্থা কেন?

সুন। (অতীব যুত্বস্বরে) দেবি! আপনি কি ভেবেছেন যে, আমি
প্রিয় সখীকে ছেড়ে এক দণ্ডও বাঁচতে পারি? আমি বিষ খেয়েছি!

প্র-স। মেয়ে মানুষটি কি বললে হে?

দ্বি-স। ও বলছে যে, আমি বিষ খেয়েছি।

অরু। রামদাস! শীঘ্র ঔষধের কোটা আনো।

রাম। দেবি! তা ত আমি সঙ্গে করে আনি নি।

অরু। কি সর্বনাশ! যত শীঘ্র পার, আশ্রম হতে আনয়ন কর।

সুন। (অতীব যুত্বস্বরে) দেবি! স্বয়ং ধনুস্তুরিও আর আমাকে
রক্ষা করতে পারবেন না। এ সামান্য বিষ নয়। (রাজার প্রতি)
মহারাজ! আমার প্রিয় সখী আত্মহত্যা করবার আগে এই বলেছিলেন
যে, “যদি মহারাজের সঙ্গে তোর সাক্ষাৎ হয়, তবে তাঁকে বলিস, যদি
ভাগ্যে থাকে, তবে পুনর্জন্মে মিলন হবে, আর গান্ধারের রাজকন্যা
বিনিময়ের দ্রব্য নয়।” ঐ দেখুন, আমার প্রিয় সখী শীঘ্র যাবার জন্যে
আমাকে সঙ্কেতে ডাকছেন। প্রিয় সখি! একটু দাঁড়াও, এই আমি
যাচ্ছি! (সকলকে) ভগবতি! রাজনন্দিনি! মহারাজ! মন্ত্রী মহাশয়!
আ—শী—র্বা—দ—ক—রু—ন—আ—মি—যা—ই!

(ভূতলে পতন ও মৃত্যু)

রাজা। (স্বগত) পুনর্জন্ম ! শাস্ত্রে এরূপ কথা আছে সত্য ; কিন্তু এ পুনর্জন্মে কি পূর্বজন্মের কথা মনে থাকে ? আর যদি না থাকে, তবে সে পুনর্জন্ম বৃথা। যা হোক, পুনর্জন্ম যাতে শীঘ্র হয়, তাই করি। (ইন্দুমতীর বক্ষঃস্থল হইতে ছুরিকা লইয়া অবলোকন) রে যমদূত ! তুই যে রক্তশ্রোত আজ পান করেছিস, সেরূপ রক্তশ্রোত আর কি এ ভবমণ্ডলে আছে ? তা তাতে যদি তোর তৃষ্ণা পরিতৃপ্ত না হয়ে থাকে, আমিও তোকে যৎকিঞ্চিৎ পান করাচ্ছি। (সিন্ধু নগরের প্রতি দৃষ্টি করিয়া) হে রাজনগরি ! আজ তুই বৎসর তোমাকে নানাবিধ প্রসাদালঙ্কারে অলঙ্কৃত করেছি। এমন কি, যেমন পিতা, বিবাহ-সভায় আনবার পূর্বে আপন ছহিতাকে বহুবিধ অলঙ্কারে ভূষিত করে, তেমনি আমি তোমাকে করেছি। কিন্তু এখন বিদায় কর ! হে সিন্ধুনদ ! তোমার কলকলধ্বনি, শৈশবে দেব-বীণাধ্বনিস্বরূপ সুমধুর বোধ হতো। তুমিও বিদায় কর ! মন্ত্রিবর ! দেবী অরুন্ধতি ! আপনারা জানেন যে, আমার আর কেউ নাই ! তা আমার এ রাজ্য আমি আমার প্রিয় ভগ্নী শশিকলাকে দান করলেম। ওর সম্ভান পিতৃপুরুষের ও আমার পারলৌকিক উপকারের অধিকারী, তবে আর ভয় কি ?

মন্ত্রী। (রাজাকে ধরিতে উদ্যত হইয়া) মহারাজ ! করেন কি ? করেন কি ?

রাজা। মন্ত্রী ! সাবধান হও ! ক্ষুধাতুর সিংহের সম্মুখে পড়ো না ! আর ব্রাহ্মণবধের পাপভারে এ সময়ে আমাকে ভারাক্রান্ত করো না ! এ পৃথিবী কি ছার পদার্থ যে, আমি ইন্দুমতী বিনা, এক দণ্ডে এখানে কালাতিপাত করি ! আমি ক্ষত্রকুলোদ্ভব। আমার কি এক দাসীর তুল্য সাহসও নাই ! আমি প্রণয়ী। আমার প্রণয় কি এক জন দাসীর প্রণয়তুল্যও নয় ? হা ধিক ! হে জগদীশ্বর ! যদিও পাপকর্ম হয়, তবু মার্জনা কর ! (আত্মহত্যা ও ভূতলে পতন)

সকলে। অ্যা ! অ্যা ! হায় ! এ কি সর্বনাশ হলো !

রাজা। (অতীব মৃদুস্বরে) শশিকলা ! একবার দিদি আমার নিকটে এসো। তোমার কর্ণ আমার মুখের কাছে একবার আনো !

শশি। (রোদন করিতে করিতে রাজার মুখের কাছে কর্ণ দান)

রাজা। (অত্যন্ত মৃদুস্বরে) সুখে রাজ্য কর,—আর দেখ যেন পিতৃ-
পিতামহের নাম কলঙ্কে না ডুবে যায়।

(রাজার মৃত্যু)

শশি। (পদতলে পতিত হইয়া) দাদা! তুমি কি যথার্থই আমাকে
ছেড়ে গেলে? আমি মার মুখ কখনো দেখি নি। তুমিই আমাকে
প্রতিপালন করেছিলে! তা দাদা! এই বয়সে আমাকে পরিত্যাগ
করে যাওয়া কি তোমার উচিত কর্ম হলো? দাদা! তোমার চক্ষের
স্নেহ-জ্যোতিতে আমার হৃদয় আলোকময় করতো, সে আঁধি কি
চিরকালের জন্য মুদিত হলো! দাদা! যে রসনার মধুর কথা আমার
কর্ণে দেবসঙ্গীতস্বরূপ বাজতো, সে রসনা কি এ জন্মের মত নীরব হলো।
দাদা! তুমি কি আমায় একেবারে পরিত্যাগ করলে! আর আমার কে
আছে বল দেখি? দাদা! আমাদের অতুল ঐশ্বর্য, বিপুল রাজ্য, কিন্তু
এ সকল দিলে কি তোমাকে পাওয়া যায়? (উচ্চৈঃস্বরে রোদন)

অরু। (সজল নয়নে) বৎসে! আর রোদন করা বিফল। বিধাতার
সৃষ্টিতে কি রাজা, কি ভিখারী, কেহই সর্বতোভাবে সুখী নয়। দুঃখের
শক্তিশেল, কখনো না কখনো সকলেরই হৃদয়ে আঘাত করে। তবে সেই
জনই সুখী, যে ধৈর্যরূপ কবচে আপন বক্ষ আচ্ছাদন করতে পারে। তা
তুমি বাছা এসো।

মন্ত্রী। ভগবতি! বিধাতা কি আমার কপালে এই লিখেছিলেন যে,
শেষ অবস্থায়, আমি এ সিন্ধুরাজকুলের সুবর্ণদীপ নিৰ্বাণ হতে দেখবো।
হা রাজরাজেশ্বর! এ শয্যা কি তোমার উপযুক্ত? ও রাজকান্তি কেন
আজ ধূলায় ধূসর! (রোদন)

(ঋষিশূন্য মূনি ও কতিপয় নাগরিকের সহিত রামদাসের পুনঃ প্রবেশ)

সকলে। (অবলোকন করিয়া) এ কি—এ কি—কি সর্বনাশ!

ঋষি। অহো! বিধাতার অলঙ্ঘনীয় বিধির অবশ্যস্তাবিতা কে
নিবারণ কতে পারে;—তুর্নিবার দৈব ঘটনার প্রতিকূলাচরণ করা কার
সাধ্য! আমি মনে করেছিলাম, এই শোচনীয় ব্যাপারে বাধা দিব, কিন্তু
আমি আসিবার পূর্বেই সব শেষ হয়ে গেছে। হায়! বিভো! এই

বিপুল রাজকুলের এত দিনে মূলোচ্ছেদ হলো ? ভুবনমোহিনী ইন্দ্রিা ! তোমার শাপান্তে কি তোমার পিতৃকুলের জলপিণ্ডের লোপ হলো ! হায় ! রাজলক্ষ্মী আর মাতঃ বসুন্ধরা কি এত দিনে সহায়হীনা দীনার গ্যায়, অপর সৌভাগ্যশালী পুরুষের আশ্রয় গ্রহণ কল্লেন। রতিদেবি ! তুমি কি কুললক্ষ্মী অপহরণ মানসে নৃপনন্দিনীকে শাপ প্রদান করেছিলে ?

মন্ত্রী। (ঋগ্বেদের প্রতি কৃতাজলিপুটে) ভগবন্ ! এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান শোচনীয় ব্যাপার অবলোকন করে আমার বুদ্ধিব্রংশ হয়েছে, আবার আপনার মুখে ইন্দ্রিা দেবীর নাম শ্রবণে আরও বিস্ময়াবিষ্ট হলেম ; আপনি ত্রিকালজ্ঞ, এই ঘটনাবলীর আত্মপাস্ত বর্ণনা করে আমাকে চরিতার্থ করুন।

ঋগ্বেদ। মন্ত্রি ! এই যে সম্মুখস্থ প্রস্তরময়ী মূর্তি শতধা বিদীর্ণ দেখচ, (সকলে অবলোকন করিয়া বিস্ময় প্রকাশ) উহা, এই প্রাচীন রাজবংশের পুরস্তীর শাপাবস্থা, অতু তাঁর শাপ অন্ত হলে।

মন্ত্রী। দেব ! আপনার বাক্য শ্রবণে আমরা চমৎকৃত হয়েছি। অতএব প্রসন্ন হয়ে সবিস্তরে এই অন্তুত ব্যাপার কীর্তন করে আমাদের সংশয়চ্ছেদ করুন।

ঋগ্বেদ। মন্ত্রি ! পূর্বকালে এই মহদ্বংশে অসমঞ্জ নামে ভুবনবিখ্যাত এক নরপতি ছিলেন। তাঁহার অলোকসামান্য সর্বগুণালঙ্কৃত রূপবতী এক কন্যা ছিল, তাঁহার নাম ইন্দ্রিা। তৎকালে ইন্দ্রিাসদৃশী রূপসী ত্রিভুবনে লক্ষিত হয় নাই। কিন্তু মানবী ইন্দ্রিা প্রথম যৌবনে রূপমদে মত্তা হয়ে, রতিদেবীর অবমাননা করায়, মন্থমোহিনী কুপিত হয়ে ঐ অহঙ্কারিণী রাজনন্দিনীকে শাপ প্রদান করেন, যে, যত কাল তোর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ রূপসী তোর সমক্ষে আত্মঘাতিনী না হয়, তত কাল তোকে এই ঘোর মায়াকাননে পাষণী হয়ে থাকতে হবে। তাতে ঐ ইন্দুনিভাননা ইন্দ্রিা করুণস্বরে দেবীকে বল্লেন, দয়াময়ি ! যদি দয়া করে দাসীর মুক্তির উপায় অবধারণ করে দিলেন, বলুন, কি উপায়ে এই ভয়ানক বিজন কাননে অপরূপ রূপবতীর আত্মঘাত সম্ভব হয় ? তাহাতে দেবী এই কথা বলে দিলেন যে, যে দিবস ভগবান্ মরীচিমালী, কন্যার সুবর্ণমন্দিরে প্রবেশ করবেন, এই সুলগ্নে যদি কোন পবিত্রস্বভাবা কুমারী, কি সুপবিত্র অনুচ্চ যুবা, তোমাকে পুষ্পাজলি দিয়া পূজা করে, তবে কুমারী হইলে স্বীয়

ভবিষ্যৎ বরকে, আর পুরুষ হইলে আপন ভাবী পত্নীকে সম্মুখে দেখতে পাবে। এই প্রলোভনে অনেকেই এই মায়াকাননে সমুপস্থিত হবে।—

(সহসা ভূমিকম্প ও অপূর্ব সৌরভে পরিপূর্ণ)

সকলে। এ কি! অকস্মাৎ এই স্থান সৌরভে পরিপূর্ণ হলো কেন ?

দৈববাণী। (গম্ভীর স্বরে) হে সিন্ধুদেশবাসিগণ! অত্ৰ এই শোচনীয় ব্যাপার অবলোকন করে ক্ষোভ করো না, মহামুনি ঋষ্যশৃঙ্গের প্রমুখাৎ যাহা শ্রবণ কল্লে, সকলই সত্য, আর এই যে ভূপতিত কুমার কুমারীকে দেখচ, এঁরা পূর্বে গন্ধর্বকুলে জন্মগ্রহণ করেন, ঐ যুবক যুবতী পরস্পর প্রণয়ানুরাগে বাহুজ্ঞানশূণ্য হয়ে সমীপস্থ ছর্বাঙ্গা মুনিকে দেখিয়া অভ্যর্থনা না করায়, ঋষিশাপে মানবকুলে জন্ম গ্রহণ করেন। অত্ৰ ইহাদেরও শাপান্ত হলো। এক্ষণে তোমরা সকলে রাজনন্দিনী শশিকলাকে সিংহাসনে অধিষ্ঠান করে, সমারোহপূর্বক বর্তমান গান্ধারাদিপতির পুত্রের সহিত বিবাহ দাও। তাহা হইলেই সকল দিক্ বজায় থাকবে।

মন্ত্রী। এই ত সকলই অবগত হওয়া গেল, এখন এঁদের তিন জনের মৃতদেহ বস্ত্রাচ্ছাদিত কর, আর তিনখানা যান শীঘ্র আনয়ন কর।

(নেপথ্যে মৃতবাস্ত)

মন্ত্রী। (ধুমকেতুর দূতের প্রতি) মহাশয়! এই ত দেখলেন, আর এখন কি করা যেতে পারে? মৃতদেহ রাজশিবিরে প্রেরণ করা কি কর্তব্য?

দূত। তার আবশ্যিক কি? যখন আমি স্বচক্ষে এ ছর্বাঙ্গা দেখলেম, তখন আপনার আর কি অপরাধ।

মন্ত্রী। মহাশয়! তবে রাজসমিধানে এই শোচনীয় ব্যাপার আত্মোপান্ত বর্ণন করুন গে। সিন্ধুদেশ ত একেবারে উচ্ছেদদশা প্রাপ্ত হলো! আর আপনাকে অধিক কি বলব। এখন চলুন। (অরুদ্ধতীর প্রতি) আপনি রাজনন্দিনী আর কাঞ্চনমালাকে আপনার আশ্রমে লয়ে শান্ত করুন। উঃ—! ও রাজপুরী অত্ৰ শ্মশানস্বরূপ হয়েছে! ওতে প্রবেশ কত্তে কার প্রাণ চায়? বৃদ্ধ মহারাজ যে ইত্যগ্রে কালের গ্রাসে পড়েছেন, সে তাঁর পরম সৌভাগ্য! এ পাপ মায়াকানন যত দিন থাকবে, তত দিন সকলেই এ বিষম ছর্বাঙ্গা বিস্মৃত হবেন না। অহো! কি ভয়ানক মায়াকানন!!

স্ববিন্দ্য পতন।

মেঘনাদবধ কাব্য

[১৮৬৯ খ্রিষ্টাব্দে মুদ্রিত ষষ্ঠ সংস্করণ হইতে]

মেঘনাদবধ কাব্য

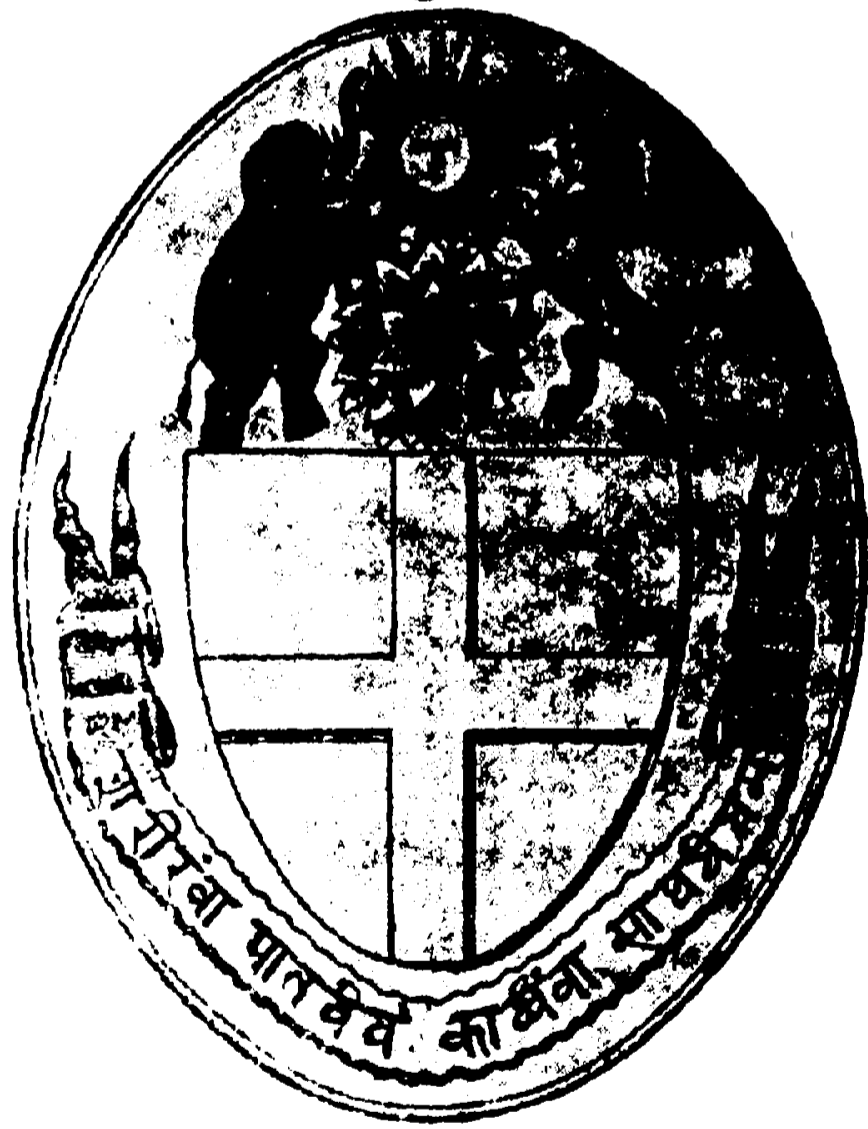
মাইকেল মধুসূদন দত্ত

[১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত]

সম্পাদক

ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সজনীকান্ত দাস



বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৪৩১, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড

কলিকাতা-৬

প্রকাশক
শ্রীমদেংকুমার গুপ্ত
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম পরিষৎ-সংস্করণ—বৈশাখ, ১৩৪৮ ; দ্বিতীয় মুদ্রণ—ভাদ্র, ১৩৫০ ;
তৃতীয় মুদ্রণ—আশ্বিন, ১৩৫২ ; চতুর্থ মুদ্রণ—ভাদ্র, ১৩৫৮ ;
পঞ্চম মুদ্রণ—চৈত্র, ১৩৭১

মূল্য ছয় টাকা

মুদ্রাকর—শ্রীপদ্মপতি দে
শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্ড বিখাস রোড, বেলগাছিয়া, কলিকাতা-৩৭
১১—১০।৪।৩৫

ভূমিকা

[সম্পাদকীয়]

‘মেঘনাদবধ কাব্য’ মধুসূদনের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিকীর্তি। তাহার আর কোনও রচনা যদি উত্তরকাল পর্য্যন্ত না পৌঁছিত, তাহা হইলেও শুধু এই একখানি কাব্যের সাহায্যে তিনি অমরতা লাভ করিতেন।

এই কাব্য রচনা ও প্রকাশের কোনও বিস্তৃত ধারাবাহিক বিবরণ পাওয়া যায় না ; মধুসূদনের চিঠিপত্র হইতে যে খবর পাওয়া যায়, তাহা এই।—

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের ২৪এ এপ্রিল ৬ নং লোয়ার চীংপুর রোড হইতে বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে মধুসূদন লিখিয়াছিলেন—

The subject you propose for a national epic [সিংহলবিজয়] is good—very good indeed. But I don't think I have as yet acquired a sufficient mastery over the "Art of poetry" to do it justice. So you must wait a few years more. In the meantime I am going to celebrate the death of my favourite Indrajit. Do not be frightened, my dear fellow, I won't trouble my readers with *viraras* (বীররস). Let me write a few Epicolings and thus acquire a *pucca fist*....

I enclose the opening invocation of my "মেঘনাদ"—you must tell me what you think of it. A friend here, a good judge of poetry, has pronounced it magnificent.—‘জীবন-চরিত,’ পৃ. ৩১১-১৩, ৩১৭।

‘তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের’ রচনা তখন শেষ হইয়াছে, কিন্তু পুস্তক মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয় নাই। মে মাসে উহা প্রকাশিত হয়। মধুসূদন যে পরীক্ষার ছলে ‘মেঘনাদবধ কাব্য’ আরম্ভ করিয়াছিলেন, উপরের পত্রাংশে তাহার আভাস আছে।

ঐ বৎসরের ১৫ই মে তারিখে রাজনারায়ণকে লেখা মধুসূদনের একটি পত্রে আমরা দেখিতে পাই—

I am going on with Meghanad by fits and starts. Perhaps the poem will be finished by the end of the year. I am glad you like the opening lines. I must tell you, my dear fellow, that though, as a jolly Christian youth, I don't care a pin's head for Hinduism, I love the grand mythology of our ancestors. It is full of poetry. A fellow with an inventive head can manufacture the most beautiful things out of it.—‘জীবন-চরিত,’ পৃ. ৩১৮।

১৪ই জুলাই মধুসূদন লিখিয়াছেন—

I have nearly done one-half of the Second Book of Meghanad. You shall see it in due time. It is not that I am more industrious than my neighbours ; I am at times as lazy a dog as ever walked on to legs ; but I have fits of enthusiasm that come on me, occasionally, and then I go like the mountain-torrent !...

...let me hear what favour the glorious son of Ravana finds in your eyes. He was a noble fellow, and, but for that scoundrel Bivishan, would have kicked the monkey-army into the sea. By the bye, if the father of our Poetry had given Ram human companions I could have made a regular Iliad of the death of Meghanad. As it is, you must not expect any battle scenes. A great pity !—‘জীবন-চরিত,’ পৃ. ৩২৪-২৫।

পরবর্তী কয়েকটি পত্রে (রাজনারায়ণকে লিখিত) ‘মেঘনাদবধ কাব্য’ রচনা সম্বন্ধে অনেক খবর লিখিত হইয়াছে ; কিন্তু ছুঃখের বিষয়, এই সকল পত্রের অধিকাংশ তারিখহীন। এইগুলি হইতে ‘মেঘনাদবধ কাব্য’ সম্পর্কিত অংশগুলি সংকলন করিয়া এই ভূমিকায় পরে যোজিত হইয়াছে।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ৩রা আগস্টের পত্রে মধুসূদন রাজনারায়ণকে লিখিয়াছেন—

I am so happy you like my Meghanad. I mean to extend it to 9 सर्गs. I have finished the second, and as soon as I can get a copy made, you shall have it. I hope the second Book will enchant you ! The name is “বরুণানী,” but I have turned out one syllable. To my ears this word is not half so musical as বরুণী, and I don't know why I should bother myself about Sanskrit rules.—‘জীবন-চরিত,’ পৃ. ৩৩১।

রাজনারায়ণকে লিখিত ইহার পরের তারিখ-যুক্ত পত্র ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ২৯এ আগস্টের। মধ্যে কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে ছুইখানি পত্রে ‘মেঘনাদবধ’ রচনা ও প্রকাশ সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছিলেন :—

১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর

...But I must first finish my *Meghanad*. That will take me some months.—‘জীবন-চরিত,’ পৃ. ৪৬৮।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জানুয়ারি

The first five books of *Maghanad* are ready ; you shall have your copy as soon as I can get hold of one to send you.—‘জীবন-চরিত,’ পৃ. ৪৭১।

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ২৯এ আগস্ট তারিখে রাজনারায়ণকে লিখিত পত্র হইতে বুঝা যায়, 'মেঘনাদবধ কাব্য' এই তারিখের পূর্বেই দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে।

১২৬৭ বঙ্গাব্দের ২২এ পৌষ (১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জানুয়ারি) 'মেঘনাদবধ কাব্য'র প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। উৎসর্গ-পত্র হইতে এই তারিখ প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রথম খণ্ড প্রথম পাঁচ সর্গ লইয়া; পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ১৩১। আমরা প্রথম সংস্করণ প্রথম খণ্ডের সম্পূর্ণ পুস্তক সংগ্রহ করিতে পারি নাই; আখ্যাপত্রহীন এক খণ্ড দেখিয়াছি। সুতরাং আখ্যা-পত্রটি উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। প্রথম সংস্করণের দ্বিতীয় খণ্ড (৬ হইতে ৯ সর্গ) প্রকাশিত হয় ১২৬৮ বঙ্গাব্দের প্রারম্ভে, ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমার্ধে; পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১০৭। দ্বিতীয় খণ্ডের আখ্যা-পত্রটি এইরূপ—

মেঘনাদবধ কাব্য। / দ্বিতীয় খণ্ড। / শ্রী মাইকেল মধুসূদন দত্ত / প্রণীত। /
 “—কৃতবাগ্ধারে বংশেশ্বিন্ পূর্বস্মরিভিঃ, / মণৌবজ্জসমুৎকীর্ণে স্তম্ভস্তেবাস্তি মে
 গতিঃ।” / রঘুবংশঃ। / কলিকাতা। / শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ১৮২
 সংখ্যক / ভবনে ষ্ট্যাম্পহোপ. যন্ত্রে যন্ত্রিত। / সন ১২৬৮ সাল। /

দিগম্বর মিত্র (রাজা) প্রথম সংস্করণের ব্যয়ভার বহন করেন বলিয়া মধুসূদন তাঁহাকে এই কাব্য উৎসর্গ করেন। উৎসর্গ-পত্রটি এইরূপ ছিল—

মঙ্গলাচরণ

বন্দনীয় শ্রীযুক্ত দিগম্বর মিত্র মহাশয়,

বন্দনীয়বরেষু।

আর্ষ্য,—আপনি শৈশবকালাবধি আমার প্রতি যেরূপ অকৃত্রিম স্নেহভাব প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন, এবং স্বদেশীয় সাহিত্যশাস্ত্রের অহুশীলন বিষয়ে আমাকে যেরূপ উৎসাহ প্রদান করিয়া থাকেন, বোধ হয়, এ অভিনব কাব্যকৃত্তম তাহার যথোপযুক্ত উপহার নহে। তদুপ আমি আপনার উদারতা ও অমারিকতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সাহস পূর্বক ইহাকে আপনার শ্রীচরণে সমর্পণ করিতেছি। স্নেহের চক্ষে কোন বস্তুই সৌন্দর্যবিহীন দেখায় না।

যখন আমি “ভিলোত্তমাসম্ভব” নামক কাব্য প্রথম প্রচার করি, তখন আমার এমন প্রত্যাশা ছিল না, যে এ অমিত্রাকর হৃদয় এ দেশে স্বরায় আদরণীয় হইয়া উঠিবেক; কিন্তু এখন সে বিষয়ে আমার আর কোন সংশয়ই নাই। এ বীজ অবসরকালেই সংক্ষেপে সংরোপিত হইয়াছে। বীরকেশরী মেঘনাদ, সুরসুন্দরী ভিলোত্তমার ভার, পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে সমাদৃত হইলে, আমি এ পরিচয় সকল বোধ করিব—ইতি।

কলিকাতা
 ২২শে পৌষ, সন ১২৬৭ সাল।

দাস শ্রী মাইকেল মধুসূদন দত্তঃ।

বৎসরাধিক কালের মধ্যেই এই কাব্যের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রয়োজন হয়। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জুন তারিখের একটি পত্রে (রাজনারায়ণকে লিখিত) আমরা দেখিতে পাই :

Meghanad is going through a second edition with notes, and a *real* B. A. has written a long critical preface, echoing your verdict—namely, that it is the first poem in the language. A thousand copies of the work have been sold in twelve months.
—পৃ. ৫২৮।

এই পত্র লিখিবার পাঁচ দিন মাত্র পরে ৯ই জুন তারিখে “ক্যাণ্ডিয়া” জাহাজযোগে মধুসূদন ইউরোপ যাত্রা করেন। কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (“a *real* B. A.”) সম্পাদিত সটীক ‘মেঘনাদবধ কাব্য’ ছই খণ্ডে যথাক্রমে ১২৬৯ ও ১২৭০ সনে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় সংস্করণে “মঙ্গলাচরণে”র তারিখ পরিবর্তিত হইয়া “২৫ সে ভাদ্র, সন ১২৬৯ সাল” করা হয়। হেমচন্দ্রের “মুখবন্ধে”র তারিখ ১০ই শ্রাবণ, ১২৬৯—অর্থাৎ দ্বিতীয় সংস্করণ—প্রথম খণ্ড ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত হয়, মধুসূদন তখন বিদেশে। দ্বিতীয় সংস্করণের পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল—১ম খণ্ড, ৮/০ + ১৫১; ২য় খণ্ড ১২৮। “বঙ্গভূমির প্রতি” (“রেখো, মা, দাসেরে মনে”) কবিতাটি প্রথম খণ্ডে “মুখবন্ধে”র শেষে মুদ্রিত হইয়াছিল। হেমচন্দ্রের এই “মুখবন্ধ” পরবর্তী কালে চতুর্থ সংস্করণ হইতে আমূল পরিবর্তিত হইয়া “ভূমিকা” নামে প্রকাশিত হয়; এই পরিবর্তনের তারিখ ১৩ই আশ্বিন, ১২৭৪ সাল (২৮ সেপ্টেম্বর ১৮৬৭)। বর্তমান সংস্করণে এই “ভূমিকা” মুদ্রিত হইয়াছে। “মুখবন্ধে” হেমচন্দ্র যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে ‘মেঘনাদবধ কাব্য’র লোকপ্রিয়তা বুঝা যায়। কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি—

পুত্র মুখাবলোকন করিলে নবপ্রসূতা জ্বর বেরপ অধোদ্বোধ হর, গ্রহ সম্পূর্ণ হইলে গ্রহকর্তারও তাদৃশ আনন্দোত্তর হইয়া থাকে; আর যেমন সেই শিশুসন্তান বাল্যানিবন্ধন রোগ পীড়া অতিক্রম করিয়া যৌবন প্রাপ্ত ও যশস্বী হইলে মার আর আনন্দের সীমা থাকে না, লক্ষপ্রতিষ্ঠ গ্রহমালা সন্দর্শনে গ্রহকর্তাও যার পর নাই সুখী হন। কোন সন্তানের ব্যক্তি আদি মেঘনাদবধ কাব্য রচয়িতার অগ্রমের সঙ্গৃপ্তি অসম্ভব করিতে না পারেন? অমিত্রাকর হৃদয়ে কবিতা রচনা করিয়া কেহ যে এত অল্পকালের মধ্যে এই অসম্ভবকল্পাবিত দেশে এমন ব্যাপক যশোলাভ করিবে, এ কথা কার মনে ছিল? কিন্তু কে না স্বীকার করিবে যে, সেই অসম্ভাবিত কল আদি মাইকেল মধুসূদনের হস্ত কলিয়াছে। বৎসরের মাত্র হইল এই গ্রহ প্রথম বার

মুক্তি হইল, কিন্তু অতি অল্পকালের মধ্যেই ১০০০ খণ্ড পুস্তক পর্য্যবসিত হইয়া দ্বিতীয় বার মুদ্রাক্ষের প্রয়োজন হইয়াছে। প্রথমে কত লোক কতই বলিয়াছিল—কতই ভয় দেখাইয়াছিল—কতই নিন্দা করিয়াছিল; এমন কি, লেখক স্বয়ং এক মাস পূর্বে গ্রন্থকারের রচনা পাঠ করে নাই। কিন্তু সে দিন আর নাই।

মধুসূদন ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের গোড়ায় স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৮৬২ হইতে ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এই কাব্যের আর সংস্করণ না হইবার কারণ সম্ভবতঃ কবির অরুপস্থিতি। তাহার কলিকাতায় পদার্পণের ছয় মাসের মধ্যেই তৃতীয় সংস্করণ ১ম খণ্ড প্রকাশিত হয় (২১ আগস্ট ১৮৬৭); পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ১৪৮। এই সংস্করণের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছিল কি না জানা যায় না; সম্ভবতঃ প্রকাশিত হয় নাই। চতুর্থ ও পঞ্চম সংস্করণেরও মাত্র প্রথম খণ্ড বাহির হইয়াছিল। চতুর্থ সংস্করণ বাহির হয় ৩রা ডিসেম্বর ১৮৬৭ (পৃ. ১৭২) এবং পঞ্চম সংস্করণ বাহির হয় ১৬ই মার্চ ১৮৬৯ (পৃ. ১৭২)। হেমচন্দ্রের পরিবর্তিত “ভূমিকা” চতুর্থ সংস্করণ হইতেই বাহির হইতে থাকে।* ষষ্ঠ সংস্করণে সম্পূর্ণ কাব্যখানি দুই খণ্ড একত্রে (পৃ. ৩২০) ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ২০এ জুলাই প্রকাশিত হয়। মধুসূদনের জীবিতকালে আর কোনও সংস্করণ হইয়াছিল বলিয়া আমাদের জানা নাই। আমরা বর্তমান গ্রন্থাবলীতে এই সংস্করণের পাঠই গ্রহণ করিয়াছি।

তৃতীয় সংস্করণ হইতে মধুসূদন এই গ্রন্থের “মঙ্গলাচরণ” বা উৎসর্গপত্রটি বর্জন করেন। ইউরোপে অবস্থানকালে তিনি দিগম্বর মিত্রের নিকট হইতে যে ব্যবহার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহার ফলেই এইরূপ হইয়া থাকিবে।

‘মেঘনাদবধ কাব্য’ ও অমিত্রাক্ষর ছন্দ সম্পর্কে রাজনারায়ণকে লিখিত মধুসূদনের পত্রাবলীতে অনেক জ্ঞাতব্য ও কৌতূহলপ্রদ সংবাদ আছে। আমরা ‘জীবন-চরিত’ (৪র্থ সং) হইতে সেগুলি সংগ্রহ করিয়া নিম্নে একত্র সন্নিবিষ্ট করিতেছি—

...You know I am “smitten with the love of sacred song.” There never was a fellow more madly after the Muses than your poor friend ! Night and day I am at them. So you must not lay aside Meghanad.

* ‘মধু-স্মৃতি’তে (পৃ. ১৭৮) মধুসূদন লিখিয়াছেন, “তৃতীয় সংস্করণে হেমচন্দ্র উপরিউক্ত সমালোচনা পরিবর্তিত করিয়া প্রকাশ করেন।” ইহা যে ঠিক নহে, তাহা এই ভূমিকার তারিখ ও তৃতীয় সংস্করণের প্রকাশকাল দেখিলেই বুঝা যায়।

If you do, I shall begin to rave. 'The Muses before everything' is my motto! It won't cost you more than a couple of nights to get over it. I am anxious that the work should be finished by the end of the year, and I am anxious to know how far I have succeeded in getting into the true heroic style. Besides, my position, as a tremendous literary rebel, demands the consolation and the encouraging sympathy of friendship. I have thrown down the gauntlet, and proudly denounced those, whom our countrymen have worshipped for years, as impostors, and unworthy of the honours heaped upon them! I ought to rise higher with each poem. If you think the Meghanad destitute of merit, why! I shall burn it without a sigh of regret.—১৪ই জুলাই, ১৮৬০—পৃ. ৩২৩।

I have finished the First Book of Meghanad. You shall have it as soon as I can get somebody to make a fair copy for you. I intend to send you the poem, as I proceed with it in manuscript, so that I may have the advantage and benefit of your remarks and suggestions before going to press. I am positive you will read with care and attention what I send you. It is my ambition to engraft the exquisite graces of the Greek mythology on our own; in the present poem, I mean to give free scope to my inventing Powers (such as they are) and to borrow as little as I can from Valmiki. Do not let this startle you. You shan't have to complain again of the un-Hindu character of the Poem. I shall not borrow Greek stories but write, rather try to write, as a Greek would have done. Before I began this letter, I wrote the follow opening lines for the Second Book of মেঘনাদ। These lines ought to give you some idea of the Episode that is to follow.

কি কারণে ত্যজি লঙ্কা কহ, শুভকরি,
সারদে, প্রবাসে বাস করে শূরমণি,
মেঘনাদ? কোন দেব, মোহের শৃঙ্খলে,
(কি না ভূমি জান সতি?) বাধেন কুমারে,
বন্দীসম, দূরে এবে—এ বিপত্তি কালে?
মদন সর্বদম। যে বীরকেশরী—
বাহুক্রমে যুঝাশূর-অরি, বজ্রপাণি,
কাতর, কন্দর্প, তার বীরদর্প হরি,
প্রেমভোরে বাধি দূরে রাখেন কোতুকে।
মারামর মারামৃত-বিদিত জনতে।

You will at once see whom I imitate :

“Who of the gods impelled them to contend ?

Latona's son and Jove's...”—Cowper's Homer's Iliad.

Milton has imitated this—

“Who first seduced them to that foul revolt ?

The infernal serpent.”—Book I.—শ্ল. ৩২৭-২৮।

Here is the First Book of the Meghanad. I hope you will find the writing legible ; you need not return the sheets, I have another copy by me. I need scarcely say that I shall look out with feverish anxiety to here from you, and yet I should be sorry to hasten you. You must weigh every thought, every image, every expression, every line, and all this cannot be done in an hour. I believe I have convinced you that I am not one of those touchy fools who do not like to have their faults pointed out to them. By Jove, I court such candid and friendly criticism. Go to work without any misgiving old boy. Whether you place the brightest laurel-crown on his head (the brightest of all the crowns yet worn in Bengal,) or kick him out from the holy temple of fame as an impudent intruder, you will find your humble friend a very submissive dog ! I hope you will not spare anything in the shape of weak or unpoetical thoughts, weak and nerveless expressions, and rough lines.

You will find that your criticism on Tilottama has not fallen on barren ground. In the present work you will see nothing in the shape of “Erotic Similes” ; no silly allusions to the loves of the Lotus and the Moon ; nothing about fixed lightnings, and not a single reference to the “incestuous love of Radha.”...

I sent you a few lines, the other day, as the exordium of the Second Book of Meghanad. I have since changed my mind, and the second Book will be quite a different thing from what you probably expect. I have done nearly two hundred lines. I suppose you read the Bible. Well ! the stars in their course are fighting against Sisera. I am afraid there will be no Sudder Examination next year. It seems to be the decree of fate that I should write idle verses, and not make money. If nothing interrupts me, you may expect to see Meghanad finished by the end of the year. It is to be in five Books.

Adieu ! Write to me after you have read the verses carefully. You are welcome to show them to your friends, who, I trust are, by this time, great admirers of Blank Verse ! In Calcutta, the sensation created is by no means inconsiderable. Hear what one critic says :—“I read your book with feelings of admiration and have

no hesitation in affirming that its poetry is of such high order that I have never seen anything like it yet attempted in Bengali." The writer is a Banian's assistant in a mercantile firm.—পৃ. ৩২৯-৩১।

Several weeks ago I forwarded to your address the Second Book of Meghanad. How is it that you have not yet said a single word to me about it? I hope the packet reached you safe....

I have resumed Meghanad and am working away at the Third Book. If spared, I intend to lengthen this poem to ten Books and make it as complete an epic as I can. The subject is truly heroic; only the Monkeys spoil the joke—but I shall look to them. I also intend to publish the first five Books as soon as I can finish them, without waiting to complete the Poem. Let the public have a taste of it before the whole thing is given up in it. Did I tell you that Babu Degumber Mitter (of whom you have no doubt heard) has promised to coach the work through the press in a pecuniary point of view? In this respect, I most thankfully acknowledge, I am singular fortunate. All my idle things find Patrons and Customers.—পৃ. ৪১৬-১১।

You will have by this time reached the old nest. Pray, write to me about Meghanad. I am looking out with something like suspended breath for your verdict.

A few hours after we parted, I got a severe attack of fever and was laid up for six or seven days. It was a struggle whether Meghanad, will finish me or I finish him. Thank Heaven, I have triumphed. He is dead, that is to say, I have finished the VI. Book in about 750 lines. It cost me many a tear to kill him. However you will have an opportunity of judging for yourself one of these days.

The Poem is rising into splendid popularity. Some say it is better than Milton—but that is all bosh—nothing can be better than Milton; many say it licks Kalidasa; I have no objection to that. I don't think it impossible to equal Virgil, Kalidasa and Tasso. Though glorious, still they are mortal poets: Milton is divine.

Do write to me what you think, old man. Your opinion is better than loud huzzas of a million of these fellows.

Many Hindu ladies, I understand, are reading the book and crying over it. You ought to put your wife in the way of reading the verse.—পৃ. ৪১৯-৮০।

I am sure I have not the remotest idea as to why you are so confoundedly silent. What can be the matter with you, old man? Has poor Meghanad so disgusted you that you wish to cut the unfortunate author?

You will be pleased to hear that not very long ago the বিশোৎসাহিনী সভা—and the President Kali Prosanna Singh of Jorasanko, presented me with a splendid silver claret jug. There was a great meeting and an address in Bengali. Probably you have read both address and reply in the vernacular papers.

I have finished the sixth and seventh Books of Meghanad and am working away at the eighth. Mr. Ram is to be conducted through Hell to his father, Dasaratha, like another Æneas.

On the whole the book is doing well. It has roused curiosity. Your friend Babu Debendra Nath Tagore, I hear, is quite taken up with it. S— told me the other day that he (Babu D.) is of opinion that few Hindu authors can “stand near this man,” meaning your fat friend of No. 6 Lower Chitpur Road, and “that his imagination goes as far as imagination can go.”

But all this literary news you don't deserve to have, for neglecting me so shamefully. So I shall conclude in a rage, though with an unaltered love for you.

P. S. I have got acquainted with the Headmaster of the Cuttack School, but I don't recollect his name! What a nice man! He has promised to criticise Meghanad not publicly but for my special benefit.—ঈ. ৪৮০-৮১।

The second and last part Meghanad is being rapidly printed off, though I have yet a few hundred lines of the last (IX) Book to compose, ...I believe you will like the second part of Meghanad still better, at least I have been finishing it with more care. I shall not conceal from you that some parts of it fill my heart with adulation. I had no idea, my dear fellow, that our mother tongue would place at my disposal such exhaustless materials, and you know I am not a good scholar. The thoughts and images bring out words with themselves,—words that I never thought I knew. Here is a mystery for you. Though, I must confess, I am impatient for your verdict—you know you give very useful hints—yet I shall wait till you read the whole poem. I think I have constructed the Poem on the most rigid principles and even a French critic would not find fault with me. Perhaps the episode of Sita's abduction (Fourth Book) should not have been admitted, since it is scarcely connected with the progress of the Fable. But would you willingly part with it? Many here look upon that Book as the best among the five, though Jotindra and his school call the Book III—Promila's entry into the city—“The most magnificent.” My printer Babu I. C. Bose (a very intelligent man and once a most warm admirer of Bharat) and his friends stick out for the I. Book.

Comparatively speaking the work is wonderfully popular and command a very respectable sale. It has silenced the enemies of Blank Verse. A great victory that, old boy....

I have already heard myself called both "Milton and Kalidas." How far I deserve the compliment, I cannot say, but it is certainly flattering. I think if spared some years, yet, and allowed to go on my own way, I shall do better ; for I want practice. See the difference in language and versification, if in nothing else, between Tilottama and Meghanad. But I suppose I must bid adieu to Heroic Poetry after Meghanad. A fresh attempt would be something like a repetition. But there is the wide field of Romantic and Lyric poetry before me, and I think I have a tendency in the Lyrical way.—पृ. ४७१-७० ।

Meghanad is progressing steadily and we are now printing the VIII. Book—one but the last. There is an intellectual treat in store for you, my boy. I shall never again attempt anything in the heroic line. Meghanad and Tilottama ought to satisfy the most poetical appetite in this age, O ! that you were with me, my dear fellow ! Wouldn't we sit together and read ? Wouldn't we ? I can tell you that you have to shed many a tear for the glorious Rakhasas, for poor Lakshana, for Promila. I never thought, I was such a fellow for the pathetic. The other day Babu I. C. Bose, my printer, fairly burst out crying, when reading Rama's lamentation for Lakshana. But I won't tantalise you.—पृ. ४७४-७६ ।

There is no accounting for taste. Jotindra and his men are for Book III. which they pronounce to be 'splendid'. There are many, however, who hold out for Book IV.

Your 'feeling' is anything but uncomplementary. He who is "beautiful," "tender" and "pathetic," with a dash of "sublimity," is sure to float down the stream of time in triumph. All readers are sure to unite in loving and adoring him. Look at the Sanskrit Kalidas, the Latin Virgil, the Italian Tasso. I don't think England has a single poet worthy of being named with these ; her Milton is a grander being. Like his own Satan, he is full of the loftiest thoughts but has little or nothing that may be called amiable. He elevates the mind of the reader to a most astonishing height, but he never touches the heart. And what is the consequence ? He has a glorious name but few readers. He is Satan himself. We acknowledge him to belong to a far superior order of beings ; but we never feel for him. We hear the sound of his ethereal voice with awe and trembling. His is the deep roar of a lion in the silent solitude of the forest.

But you must wait, old boy, before you allow this feeling to become settled and permanent. You must read the whole poem through. The nature of the story does not admit much in the martial line. Homer is nothing but battles. I have, like Milton, only one. That is in Book VII. and I hope I have succeeded, at least, to a respectable extent. I expect the second part to be out in about a month.

Talking about Blank Verse, you must allow me to give you a jolly little anecdote. Some days ago I had occasion to go to the Chinabazar. I saw a man seated in a shop and deeply poring over Meghanad. I stepped in and asked him what he was reading. He said in very good English :—

“I am reading a new poem, Sir !” “A poem !” I said “I thought there was no poetry in your language.” He replied—“why, sir, here is poetry that would make any nation proud.”

I said “well, read and let me know.” My literary shopkeeper looked hard at me and said “sir, I am afraid you wouldn't understand this author.” I replied, “Let me try my chance.” He read out of Book II. that part wherein Kam returns to Rati, standing at the ivory gate of the palace of Shiva, and Rati says to him

* * * বাঁচালে দাসীয়ে
আসি তার পাশে, হে.রতিরঞ্জন ।”

How beautifully the young fellow read. I thought of the men who pretend to be scholars and Pandits. I took the Poem from him and read out a few passages to the infinite astonishment of my new friend. How eagerly he asked me where I lived ? I gave him an evasive reply, for I hate to be bothered with visitors. I shook hands with him, and on parting asked him if he thought Blank Verse would do in Bengali. His reply was, “Certainly, Sir. It is the noblest measure in the language.”—পৃ. ৪৮৬-৮৮ ।

We are now printing the last Book (IX) of Meghanad. So you may expect him by the beginning of the next month (English)...

We have just got over the noise of the Mohorrum. I tell you what ;—if a great Poet were to rise among the Mussulmans of India, he could write a magnificent Epic on the death of Hossen and his brother. He could enlist the feelings of the whole race on his behalf. We have no such subject. Would you believe it ? People here grumble and say that the heart of the Poet in Meghanad is with the Rakhasas. And that is the real truth. I despise Ram and his rabble ; but the idea of Ravan, elevates and kindles my imagination ; he was a grand fellow.

I showed your letter in which you say that you prefer the I and IV Books to the rest, to a friend. He said your silence about *Pramila's* entry into *Lanka* in the III Book surprized him. The silly fellow went on to say that the episode roused him like the clang of a martial trumpet! But *De qustibus non est disputandum*.
—পৃ. ৪৮৮-৮৯।

Last evening I got a copy of the new *Meghanad* forwarded to your address. I hope it will reach you safe. After you have got through the thing, you must lay aside all business and write to me, for there is no man whose opinion I value more than that of a certain *Midnapur Pedagogue*....

...Allow me to give you an example of how the melody of a line is improved when the 8th syllable is made long. I believe you like the opening lines of the Second Book of the *Meghanad*. In that description of evening you have these lines,—

আইলা তারাকুন্ডলা, শশী সহ হাসি
শর্করী ; বহিল চারি দিকে গন্ধবহ ।

How if you throw out the *তারাকুন্ডলা* and substitute *সুচারুতারা* you improve the music of the line, because the double syllable *কু* mars the strength of *লা*. Read—

আইলা সুচারু তারা, শশী সহ হাসি
শর্করী

And then

সুগন্ধবহ বহিল চৌদিকে,

and the passage assumes quite a different tone of music—

“আইলা সুচারু তারা, শশী সহ হাসি
শর্করী ; সুগন্ধবহ বহিল চৌদিকে,
সুধনে সবার কাছে কহিল বিলাসী
কোন কোন কুলে চূষি কি ধন পাইলা ।”

By the bye, these lines will no doubt recall to your mind the lines,

“And whisper whence they stole
Those balmy spoils”—

of Milton, and the lines

“Like the sweet south,
That breathes upon a Bank of violets
Stealing and giving odour”—

of Shakespear. Is not the “চূষন” a more romantic way of getting the thing than “stealing”?

I find that there are many metrical blemishes in the earlier Books of Meghanad. They must be removed in a future edition, if the work should live to run through one and I to do the needful.—পৃ. ৪১০-১২।

I am looking out anxiously for your critique, and not only I but many others, all friends of ours, are equally anxious with me to hear what the great Midnapur-Schoolmaster has got to say about the first Poem in the Language. You are, therefore, bound to gratify us. The work is becoming very popular and many of our friends are at me to dash out again....

I have not yet heard a single line in Meghanad's disfavour. The great Jotindra has only said that, he is sorry, poor Lakshman is represented as killing Indrojit in cold blood and when unarmed. But I am sure the poem has many faults. What human production has not? You must point them out and that too before I begin another.—পৃ. ৪১৩-১৪।

Your criticism has been rather extensively read among our common friends, and somewhat severely criticized; some don't like your remarks on the description of Hell, and are quite prepared to prove that it is quite Puranic. However, the poem is a grand success and no mistake. Everybody who can read and understand it, is echoing your words, "the first poem in the language,"—পৃ. ৫২৫।

...Besides, I could not get any one to copy the second book of Meghanad before this. The copy I enclose, though neatly written, is so full of bad spelling that I do not know whether you will be able to make anything of it. But you are a first rate fellow and not many years ago, neither you nor I should have thought it extraordinary to see the name शिव written शिब or any such orthographical eccentricity. Really what rapid advances our language (I feel half-tempted to use the words of Alfieri and say "Nostra Divina Lingua") is making towards perfection and how it is shaking off its sleep of ages.

You must try and see what you can do with the enclosed. As a reader of the Homeric Epos, you will, no doubt, be reminded of the Fourteenth Iliad, and I am not ashamed to say that I have intentionally, imitated it—Juno's visit to Jupiter on Mount Ida. I only hope I have given the Episode as through a Hindu air as possible. I never like to conceal anything from you, so that you must not think me vain if I say that in my heart. I begin to believe that this Meghanad is growing up to be a splendid Poem! I fancy the versification *more melodious* and *Virgilian* and the language easy and

soft. You will probably miss in this Poem the rather *roughish* elevation of its predecessor. But I must leave you judge for yourself.—পৃ. ৪৭২-৭৩।

রচনার প্রায় আরম্ভকাল হইতে আজও পর্য্যন্ত বিভিন্ন মনীষী, কবি ও সমালোচক কর্তৃক 'মেঘনাদবধ কাব্য' যে ভাবে আলোচিত হইয়া আসিয়াছে, কোনও বাংলা কাব্য লইয়া এত অধিক আলোচনা হয় নাই। এই কাব্য মাত্র দুই সর্গ লিখিত হইবার পরে পাণ্ডুলিপি পাঠ করিয়া রাজনারায়ণ বসু যে সমালোচনার সূত্রপাত করেন, আজিও তাহার শেষ হয় নাই।

১৮৭৫ সনের মার্চ মাসে বঙ্গ-রঙ্গ-ভূমিতে (বেঙ্গল থিয়েটারে) 'মেঘনাদবধ কাব্য'র নাট্যরূপ প্রদর্শিত হয়; অমিত্রাক্ষর ছন্দে কথাবাহিনী আর কোন বাংলা নাটক ইতিপূর্বে অভিনীত হয় নাই। ইহার দুই বৎসর পরে—১৮৭৭ সনের জুলাই মাসে গ্রেট গ্যাশনাল থিয়েটার লিঙ্ক লইয়া, উহার গ্যাশনাল থিয়েটার নামকরণ করিয়া স্বনামধন্য গিরিশচন্দ্র ঘোষ স্বীয় সম্প্রদায়ের সাহায্যে অভিনয় শুরু করেন। এই নব প্রতিষ্ঠিত নাট্যশালায় অভিনীত প্রথম নাটক—মেঘনাদ বধ, পাঁচ অঙ্কে সমাপ্ত। মহাকাব্যখানি বিশেষ নৈপুণ্যের সহিত অমিত্রাক্ষর ছন্দে নাট্যকারে গ্রথিত করিয়াছিলেন—গিরিশচন্দ্র স্বয়ং। ১৮৮৯ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসে এই নাট্যরূপ উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক পুস্তকাকারে (পৃ. ৬৮) প্রকাশিত হয়। পুস্তকাকারে প্রকাশকালে গিরিশচন্দ্র ইহা পরিবর্দ্ধিত করিয়াছিলেন।

গিরিশচন্দ্র-কৃত মেঘনাদবধের এই নাট্যরূপ, প্রকাশিত হইবার দশ বৎসর পূর্বে, প্রধানতঃ ইংরেজী গণ্ডে অনূদিত ও কর প্রেসে মুদ্রিত হইয়া শ্যামপুকুরনিবাসী উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রচারিত হয়, পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৯৫। পুস্তকে প্রকাশকাল না থাকিলেও উহা যে ১৮৭৯, ১৫ই আগস্ট, তাহা বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকায় পাওয়া যাইতেছে। অনুবাদটি মার্জিত করিয়া দিয়াছিলেন—খ্যাতনামা ইংরেজী-বীস রে: লালবিহারী দে। পুস্তকের আখ্যা-পত্রটি এইরূপ :—

The Meghnad Badha or the Death of the Prince of Lanka. A Tragedy in Five Acts, As performed at the National Theatre Beadon Street. Revised and Corrected by the Rev. Lal Behary Day.

এই অনুবাদের শেষ সীমা মেঘনাদের পতন,—প্রমীলার স্বর্গারোহণ পর্য্যন্ত নহে : “লঙ্কার পঙ্কজ-রবি গেলা অন্তাচলে !”

“Lanka ! thou proudest lotus in th' main,
Thy Sun of glory has set, ne'er to rise again !”

মধুসূদনের সমগ্র ‘মেঘনাদবধ কাব্যের’ ইংরেজী blank verse-এ আক্ষরিক অনুবাদ প্রকাশিত হয় আরও কুড়ি বৎসর পরে—১৮৯৯ সনে ; পুস্তকের Preface-এ অনুবাদক সংক্ষেপে স্বীয় নাম “U. S.” ব্যবহার করিয়াছেন। ইহার পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৩+৬+১৯২+৭। আখ্যা-পত্রটি এইরূপ :—

The Fall of Megnadh. Being a Metrical Translation of the Famous Bengali Poem “Megnadhbadh Kavya” of Michael Madhusudan Dutta. Calcutta. Printed by W. Newman & Co. 1899.

এই আক্ষরিক পড়ানুবাদ আদৃত হইয়াছিল ; ১৯০৭ সনে ইহা পুনর্মুদ্রিত হয়। এই সংস্করণে অনুবাদকের পূরা নাম—Umesh Chandra Sen of the Provincial Judicial Service মুদ্রিত হইয়াছে।

ভূমিকা

(লেখক মহোদয় কর্তৃক সংশোধিত।)

মেঘনাদবধ-কাব্য-রচয়িতা মাইকেল মধুসূদন দত্তের আজ কি আনন্দ! এবং কোন্ সজদয় ব্যক্তি তাঁহার সেই আনন্দে আনন্দিত না হইবেন। অমিত্র-ছন্দে কাব্য রচনা করিয়া কেহ যে এত অল্প কালের মধ্যে এই পয়ারপ্লাবিত দেশে একরূপ যশোলাভ করিবে, এ কথা কাহার মনে ছিল, কিন্তু বোধ হয় এক্ষণে সকলেই স্বীকার করিবেন যে, মাইকেল মধুসূদনের নাম সেই দুর্লভ যশঃ-প্রভায় বঙ্গমণ্ডলীতে প্রদীপ্ত হইয়াছে।

প্রথমে কত লোক কতই বলিয়াছিল, কতই ভয় দেখাইয়াছিল—কতই নিন্দা করিয়াছিল; অমিত্র-ছন্দে কাব্য রচনা করা বাতুলের কার্য্য—বঙ্গভাষায় বাহা হইবার নয়, তাহা ঘটাইবার চেষ্টা করা বৃথা যত্ন—পয়ারাদি ছন্দে লিখিলে গ্রন্থখানি স্তম্ভুর হইত, এক্ষণে এ সকল কথা আর তত শুন্য যায় না; এবং যাহারা পূর্বে কোন ভাষায় কখন অমিত্র-ছন্দ পাঠ করেন নাই, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে এই কাব্যখানিকে যথেষ্ট সমাদর করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

ইহার কারণ কি? বাগ্‌দেবীর বীণা-বস্ত্রের নূতন ধ্বনি বলিয়া কি লোকে ইহার এত আদর করেন, না, স্তম্ভুর কবিতারস পানে মত্ত হইয়া ছন্দাছন্দের বিচার করেন না। এ কথার মীমাংসা করিবার পূর্বে কবিতা কি, এবং কেনই বা কাব্য-পাঠে লোকের মনোরঞ্জন হয়, ইহা স্থির করা আবশ্যিক। সামান্ততঃ ভাষামাত্রেরই গম্ব এবং পদ দুই প্রকার রচনার প্রথা প্রচলিত আছে। নির্দিষ্ট মাত্রা এবং ওজন-বিশিষ্ট শব্দবিছাসের নাম পদ, আর বাহাতে মাত্রা ও ওজনের নিয়ম নাই, তাহাকে গম্ব কহে। এবং পদ রচনার নিয়মও কোন কোন ভাষায় দুই প্রকার অর্থাৎ মিলিত এবং অমিলিত পদসংযুক্ত পদ।

কিন্তু যে প্রণালীতেই পদ রচনা হউক, কবিতার প্রকৃত লক্ষণাক্রান্ত না হইলে কোন গ্রন্থই কাব্যের শ্রেণীতে পরিগণিত অথবা লোকের মনোরম হয় না। ফলতঃ ছন্দ এবং পদ কবিতার পরিচ্ছদ এবং অলঙ্কার স্বরূপ; কারণ, গম্ব রচনার স্থানে স্থানেও সম্পূর্ণ কবিতা-লক্ষণ দৃষ্ট এবং কবিতারসাস্বাদনের সম্যক সুখ অহতুত হয়;—ইহার দৃষ্টান্তস্বল কাদম্বরী। সুতরাং অমিলিত পদবিশিষ্ট বলিয়াই উপস্থিত কাব্যখানির এত গৌরব ও সমাদর হওয়া সম্ভাবিত নহে। ইহার অস্ত কোন কারণ আছে। সে কারণ কি?

ভিন্ন ভিন্ন প্রকার রসের উদ্দীপন করাই কাব্য রচনার মূখ্য উদ্দেশ্য;—ভয়, ক্রোধ, আশ্লাদ, ক্রুপা, খেদ, ভক্তি, সাহস, শাস্তি প্রভৃতি ভাবের উদ্বেক এবং উৎকর্ষণ করাই কবিদিগের চেষ্টা। যে গ্রন্থ এই সকল, কিম্বা ইহার মধ্যে কোন বিশেষ রসে

পরিপূর্ণ থাকে, তাহাকেই কাব্য কহে, এবং তাহাতে কবিতারূপ পীযুষ পান করিয়াই লোকের চিন্তাকর্ষণ ও মনোরঞ্জন হয়। বর্তমান গ্রন্থখানিতে সেই সুধার প্রাচুর্য্য থাকতেই এত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানিতে, গ্রন্থকর্তা যে অসামান্য কবিত্ব-শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তদৃষ্টে বিস্ময়াপন্ন এবং চমৎকৃত হইতে হয়—সমস্ত বিবেচনা করিয়া দেখিলে বঙ্গভাষার ইহার তুল্য দ্বিতীয় কাব্য দেখিতে পাওয়া যায় না। কীর্ত্তিবাস ও কাশীদাস সঙ্কলিত রামায়ণ এবং মহাভারতের অনুবাদ ছাড়া একত্রে এত রসের সমাবেশ অত্র কোন বাঙ্গালা পুস্তকেই নাই। ইত্যগ্রে যত কিছু পুস্তক প্রচার হইয়াছে, তৎসমুদায়ই করুণা কিম্বা আদিরসে পরিপূর্ণ—বীর অথবা রোদ্দ-রসের লেশমাত্রও পাওয়া স্কটিন। কিন্তু নিবিষ্টচিত্তে যিনি মেঘনাদবধের শব্দধ্বনি শ্রবণ করিয়াছেন, তিনিই বুঝিয়াছেন যে, বাঙ্গালা ভাষার কত দূর শক্তি এবং মাইকেল মধুসূদন দত্ত কি অদ্ভুত ক্ষমতাপন্ন কবি।

ইন্দ্রজিতবধ এবং লক্ষণের শক্তিশেল উপাখ্যান বারম্বার পাঠ ও শ্রবণ না করিয়াছেন, বোধ করি বঙ্গবাসী হিন্দু সম্ভ্রানের মধ্যে এমত কেহই নাই, কিন্তু আমি মুক্তকণ্ঠে কহিতে পারি যে, অভিনবকায়া সেই উপাখ্যানটিকে এই গ্রন্থে পাঠ করিতে করিতে চমৎকৃত এবং রোমাঞ্চিত না হন, এদেশে এমন হিন্দু সম্ভ্রানও কেহ নাই।

সত্য বটে, কবিগুরু বাল্মীকির পদচিহ্ন লক্ষ্য করিয়া নানা দেশীয় মহাকবিদিগের কাব্যোত্তান হইতে পুষ্পচয়ন পূর্ব্বক এই গ্রন্থখানি বিরচিত হইয়াছে, কিন্তু সেই সমস্ত কুসুমরাজিতে যে অপূর্ব্ব মাল্য গ্রথিত হইয়াছে, তাহা বঙ্গবাসীরা চিরকাল যত্ন সহকারে কণ্ঠে ধারণ করিবেন।

যে গ্রন্থে স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল, ত্রিভুবনের রমণীয় এবং ভয়াবহ প্রাণী ও পদার্থসমূহ একত্রিত করিয়া পাঠকের দর্শনেন্দ্রিয় লক্ষ্য চিত্রফলকের স্থায় চিত্রিত হইয়াছে,—যে গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে ভূতকাল বর্তমান এবং অদৃশ্য বিজ্ঞমানের স্থায় জ্ঞান হয়,—যাহাতে দেব, দানব, মানবমণ্ডলীর বীর্য্যশালী, প্রতাপশালী, সৌন্দর্য্যশালী জীবগণের অদ্ভুত কার্য্যকলাপ দর্শনে মোহিত এবং রোমাঞ্চিত হইতে হয়,—যে গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে কখন বা বিস্ময়, কখন বা ক্রোধ এবং কখন বা করুণারসে আর্দ্র হইতে হয়, এবং বাস্পাকুল লোচনে যে গ্রন্থের পাঠ সমাপ্ত করিতে হয়, তাহা যে বঙ্গবাসীরা চিরকাল বক্ষঃস্থলে ধারণ করিবেন, ইহার বিচিত্রতা কি।

অতু্যক্তিজ্ঞানে এ কথায় যদি কাহার অনাস্থা, হতশ্রদ্ধা হয়, তবে তিনি অগ্রহ করিয়া একবার গ্রন্থখানি আত্মোপাস্ত পৰ্যালোচনা করিবেন; তখন বুঝিতে পারিবেন, মাইকেল মধুসূদনের কি কুহকিনী শক্তি;—তাহার কাব্যোত্তানে কল্পনাদেবীর কিরূপ লীলা-তরঙ্গ; কখন তিনি ধীরে ধীরে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বাল্মীকির পদতল হইতে পুষ্প হরণ করিতেছেন এবং কখন বা নবনিকুঞ্জ স্বজন করিয়া অভিনব কুসুমাবলী বিস্তৃত করিতেছেন। ইন্দ্রজিত-জায়া প্রমীলার লঙ্কা প্রবেশ, শ্রীরামচন্দ্রের যমপুরি দর্শন,

পঞ্চবটী স্মরণ করিয়া সরসার নিকট সীতার আক্ষেপ, লক্ষ্মণের শক্তিশেল এবং প্রমীলার সহস্ররূপ কিরূপ আশ্চর্য্য, কতই চমৎকার, বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। আমরা এত দিন কবিকুলের চক্রবর্তী ভাবিয়া ভারতচন্দ্রকে মাল্যচন্দন দানে পূজা করিয়া আসিয়াছি, কিন্তু বোধ হয়, এত দিন পরে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের প্রিয় কবিকে সিংহাসনচ্যুত হইতে হইল। এ কথায় পাঠক মহাশয়েরা মনে করিবেন না যে, আমি ভারতচন্দ্রের কবিত্ব-শক্তি অস্বীকার করিতেছি। তিনি যে প্রকৃত কবি ছিলেন, তৎপক্ষে কিছুমাত্র সংশয় নাই। কিন্তু কবিদিগের মধ্যেও প্রধান অপ্রধান আছেন। কেহ বা ভাবের চমৎকারিত্বে, কেহ বা লেখার চমৎকারিত্বে লোকের চিত্ত হরণ করেন। ভারতচন্দ্র যে শেষোক্তপ্রকার কবিদিগের অগ্রগণ্য, তৎসম্বন্ধে দ্বিকুক্তি করিবার কাহারও সাধ্য নাই। পরিপাটী সর্কাজসুন্দর শব্দবিজ্ঞাস করিয়া কর্ণকুহরে অমৃতবর্ষণ করিবার দক্ষতা তিনি ষেক্ষরূপ দেখাইয়া গিয়াছেন, বঙ্গকবিকুলের মধ্যে তেমন আর কেহই পাবেন নাই; এবং সেই গুণেই বিজ্ঞাসুন্দর এত দিন সজীব রহিয়াছে! কিন্তু গুণিগণ যে সমস্ত গুণকে কবিকৌলীন্তের শ্রেষ্ঠ লক্ষণ গণনা করেন, ভারতচন্দ্রের সে সকল গুণ অতি সামান্য ছিল। বিজ্ঞাসুন্দর এবং অমদামঙ্গল ভারতচন্দ্ররচিত সর্বোৎকৃষ্ট কাব্য, কিন্তু বাহাতে অন্তর্দাহ হয়, হৃৎকম্প হয়, শরীর রোমাঞ্চিত হয়, বাহেস্ত্রিয় শুরু হয়, তাদৃশ ভাব তাহাতে কই? কল্পনারূপ সমুদ্রের উচ্ছাসিত তরঙ্গবেগ কই, বিদ্যুচ্ছটাকৃতি বিনোজ্জ্বল বর্ণনাছটা কোথায়? তাঁহার কবিতাশ্রোতঃ কুঞ্জবনমধ্যস্থিত অপ্রশস্ত, মৃদুগতি প্রবাহের ছায়; বেগ নাই, গভীরতা নাই; তরঙ্গতর্জ্জন নাই; মৃদুস্বরে ধীরে ধীরে গমন করিতেছে অথচ নয়ন এবং শ্রবণ-তৃপ্তিকর।

মালিনীর প্রতি বিজ্ঞার লাঞ্ছনা-উক্তি, বকুলবিহারী সুন্দর দর্শনে নাগরীয় কামিনীগণের রসালাপ, বিজ্ঞাসুন্দরের প্রথম-মিলন, কোটালের প্রতি মালিনীর ভৎসনার ছায় সরল সুকোমল বাক্যলহরী মেঘনাদবধে নাই, কিন্তু উহার শব্দ-প্রতিঘাতে ছন্দুভিনিদাদ এবং ঘনঘটা-গর্জনের গভীর প্রতিধ্বনি শ্রবণগোচর হয়। বোধ হয়, এ কথায় পাঠক মহাশয়দিগের মধ্যে অনেকে বিরক্ত হইবেন এবং আমাকে মাইকেল মধুসূদনের স্তাবক জ্ঞান করিবেন। তাঁহাদিগের ক্রোধ শাস্তির নিমিত্ত আমার এই মাত্র বক্তব্য যে, পূর্বে আমারও তাঁহাদিগের ছায় সংস্কার ছিল যে, মেঘনাদবধের শব্দ-বিজ্ঞাস অতিশয় কুটিল ও কদর্য্য, এবং সে কথা ব্যক্ত করিতেও পূর্বে আমি কান্ত হই নাই; কিন্তু এই গ্রন্থখানি বারম্বার আলোচনা করিয়া আমার সেই সংস্কার দূর হইয়াছে এবং সম্পূর্ণ প্রতীতি জন্মিয়াছে যে, বিজ্ঞাসুন্দরের শব্দাবলীতে মেঘনাদবধ বিরচিত হইলে অতিশয় জঘন্য হইত। সুদঙ্গ এবং তবলার বাস্তে নটীদিগেরই নৃত্য হয়, কিন্তু রণতরঙ্গবিলাসী প্রমত্ত বোধগণের উৎসাহ বর্ধন জন্ত তুরী, ভেরী এবং ছন্দুভির ধ্বনি আবশ্যিক;—ধসুঠিকারের সঙ্গে শব্দনাদ ব্যতিরেকে সুশ্রাব্য হয় না। পাঠক মহাশয়েরা ইহাতে মনে করিবেন না যে, মাইকেলের রচনাকে আমি

নির্দোষ ব্যাখ্যা করিতেছি। তাঁহার রচনার কতকগুলি দোষ আছে, কিন্তু সে সমস্ত দোষ, শব্দের অশ্রাব্যতা বা কর্কশতাজনিত দোষ নহে। বাক্যের জটিলতা-দোষই তাঁহার রচনার প্রধান দোষ; অর্থাৎ যে বাক্যের সহিত যাহার অর্থ—বিশেষ্য বিশেষণ, সংজ্ঞা সর্কনাম, এবং কর্তা ক্রিয়া সম্বন্ধ—তৎপরস্পরের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান; সুতরাং অনেক স্থলে অস্পষ্টার্থ দোষ জন্মিয়াছে,—অনেক পরিশ্রম না করিলে ভাবার্থ উপলব্ধ হয় না।

দ্বিতীয়তঃ। তিনি উপর্যুপরি রাশি রাশি উপমা একত্রিত করিয়া সুপাকার করিয়া থাকেন, এবং সর্কত্রে উপমাগুলি উপমিত বিষয়ের উপযোগী হয় না।

তৃতীয় দোষ। প্রথা-বহির্ভূত নিয়মে ক্রিয়াপদ নিষ্পাদন ও ব্যবহার করা; যথা “স্বতীলা” “শান্তীলা” “স্বনীলা” “মর্ম্মরিছে” “দ্বন্দ্বিয়া” “স্ববর্ণি” ইত্যাদি।

চতুর্থতঃ। বিরাম যতি সংস্থাপনের দোষে স্থানে স্থানে ক্ষতিদৃষ্ট হইয়াছে। যথা

“কাদেন রাঘব-বাহা আধার কুটীরে
নীরবে।——”

“নাচিছে নর্ভকীবন্দ, গাইছে সুভানে
গায়ক;——”

“হেন কালে হশু সহ উত্তরীলা দূতী
শিবিরে।——”

“রক্ষাবধু মাগে রণ; দেহ রণ তারে
বীরেন্দ্র।——”

“দেবদত্ত অস্ত্রপুঞ্জ শোভে পিঠোপরি,
রঞ্জিত রঞ্জন-মাগে, কুম্ম-অঞ্জলি—
আবৃত;——”

এই সকল স্থলে “গায়ক,” “শিবিরে,” “বীরেন্দ্র,” “আবৃত” শব্দের পর বাক্য সমাপ্ত হওয়ায় পদাবলীর স্রোতোভঙ্গ হেতু শ্রবণ-কঠোর হইয়াছে।

এ সমস্ত দোষ না থাকিলে মেঘনাদবধ গ্রন্থখানি সর্কাজ-সুন্দর হইত; কিন্তু এরূপ দোষাশ্রিত হইয়াও কাব্যখানি এত উৎকৃষ্ট হইয়াছে যে, বঙ্গভাষায় ইহার তুল্য দ্বিতীয় কাব্য দৃষ্টিগোচর হয় না।

ফলতঃ

“পাঁখিব নুতন মালা——

রচিব মধুচক্র, পৌড় জন যাহে

আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি”

বলিয়া গ্রন্থকার যে সর্দর্প উক্তি করিয়াছিলেন, তাহার সম্পূর্ণ সফলতা হইয়াছে এবং এই “নুতন মালা” চিরকালের জন্ত যে তাঁহার কণ্ঠদেশে শোভা সম্পাদন করিবে, ইহার আর সন্দেহ নাই।

অতঃপর ছন্দপ্রণালী সম্বন্ধে গুটিকত কথা বলা আবশ্যিক।

ভাষার প্রকৃতি অনুসারে পদ-রচনা ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীতে হইয়া থাকে। সংস্কৃত ভাষায় হ্রস্ব দীর্ঘ বর্ণ এবং ইংরাজি ভাষায় লঘু গুরু উচ্চারণ আশ্রয় করিয়া পদ বিরচিত হয়; কিন্তু বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃতি সেরূপ নয়। ইহাতে যদিও হ্রস্ব দীর্ঘ বর্ণ ব্যবহার করার নিয়ম প্রচলিত আছে সত্য, কিন্তু উচ্চারণকালে তাহার ভেদাভেদ থাকে না।— সুতরাং সংস্কৃত এবং ইংরাজি ভাষার প্রথা অনুসারে বঙ্গভাষায় পদ রচনা করার নিয়ম প্রচলিত নাই। তাহার প্রণালী স্বতন্ত্র, অর্থাৎ মাত্রা গণনা করিয়া তৃতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ, অষ্টম, একাদশ, দ্বাদশ এবং চতুর্দশ অক্ষরের পর বিরাম যতি থাকে এবং আবৃত্তির সময় সেই সেই স্থানে ছন্দ-অনুসারে, শ্বাসপতন করিতে হয়; এবং যে সকল স্থানে শব্দের মিল থাকে; আপাততঃ বোধ হয়, যেন শব্দের মিলনই এ প্রণালীর প্রধান অঙ্গ; কিন্তু কিঞ্চিৎ অনুধাবনা করিলেই বুঝা যায় যে, শব্দের মিল ইহার আনুষঙ্গিক এবং শ্বাস নিক্ষেপের নিয়মই প্রধান কৌশল। এ বিষয়ের দৃষ্টান্ত মিলিত শব্দপূর্ণ পদ্যাবলীতেও পাওয়া যায়, যথা।—

—“হেরিলাম সরোবরে

কমলিনী বাঙ্কিরাছে করা।”—১

“আর কি কঁাদে, লো নদি, তোর ভীরে বসি

মধুরার পানে চেয়ে অজের সুন্দরী ?”—২

“কি কাজ বাজারে বীণা; কি কাজ জাগারে

সুমধুর প্রতিধ্বনি কাব্যের কাননে ?”—৩

“তুনি গুণ গুণ ধ্বনি তোর এ কাননে

মধুকর, এ পরাগ কঁাদে রে বিষাদে।”—৪

“এস সখি তুমি আমি বসি এ বিরলে

হৃদনের মনোআলা ছুড়াই হৃদনে;”—৫ ইত্যাদি

মাইকেলের অমিত্রচ্ছন্দ রচনারও এই প্রণালী, অতএব অমিত্রচ্ছন্দ বলিয়া কাহারো কাহারো তৎপ্রণীত গ্রন্থের প্রতি এত বিরাগের কারণ কি, এবং সেই বিষয় লইয়া এতই বা বাগ্মিত্যের আড়ম্বর কেন বুঝিতে পারি না। তিনি কিছু রচনা বিষয়ে কোন নূতন প্রণালী অবলম্বন করেন নাই, প্রচলিত নিয়মানুসারেই লিখিয়াছেন; কারণ, বিরাম যতি অনুসারে পদ বিচ্ছাদ করা তাঁহারও রচনার নিয়ম, কেবল এইমাত্র প্রভেদ যে, পয়ারাদি ছন্দে যেমন শব্দের মিল থাকে এবং পয়ার, ত্রিপদী, চতুস্পদী প্রভৃতি যখন যে ছন্দ আরম্ভ হয়, তাহার শেষ পর্য্যন্ত সমসংখ্যক মাত্রার পরে সর্বত্রই একরূপ বিরাম যতি থাকে, মাইকেলের অমিত্রচ্ছন্দে তদ্রূপ না হইয়া সকল ছন্দ ভাঙিয়া সকলের বিরাম যতির নিয়ম একত্রে নিহিত এবং গ্রথিত হইয়াছে এবং যতিস্থলে শব্দের মিল নাই। সুতরাং কোন পংক্তিতে পয়ার ছন্দের নিয়মে আট এবং চতুর্দশ মাত্রার পরে, কোনটিতে ত্রিপদী ছন্দের ছায় হয় এবং আট এবং

কখন বা এক পংক্তিতেই ছই তিন প্রকার ছন্দের বতিবিভাগ নিয়ম গৃহীত হইয়াছে । নিম্নোক্ত উদাহরণ দৃষ্টে প্রতিপন্ন হইবে । যথা—

- যথা যবে পরম্প পার্শ মহারথী—১
 যজ্ঞের ভূরঙ্গ সঙ্গে আসি উতরিলি—২
 নারী-দেশে ; দেবদত্ত শংখনাদে কৃষি—৩
 রণরঙ্গে বীরাদনা সাজিল কোতুকে ;—৪
 উখলিল চারি দিকে ছন্দুতির ধনি ;—৫
 বাহিরিল বামাদল বীরমদে মাতি,—৬
 উলকিয়া অসিরানি কার্মুক টংকারি ;—৭
 আক্ষালি ফলকপুঞ্জ ।—বক্ বক্ বকি—৮
 কাকন-কঙ্ক-বিভা উজলিল পুরী ।—৯
 মন্দুরায় হ্রেষে অস্থ ; উর্ধ্বকর্ণে শুনি—১০
 দুপুরের বণ ঝনি, কিঙ্কণীর বোলী,—১১
 ভয়ঙ্কর রবে যথা নাচে কাল ফণী,—১২
 বারীমাঝে নাদে গজ শ্রবণ বিদরি,—১৩
 গভীর নির্ধোষে যথা ঘোষে ধনপতি—১৪
 দূরে ।—রঙ্গে গিরিশৃঙ্গে, কাননে, কন্দরে—১৫
 নিত্রা ত্যজি প্রতিধ্বনি জাগিলা অমনি—১৬
 লহসা পুরিল দেশ ঘোর কোলাহলে ।—১৭

উক্ত পদাবলী পাঠে বিদিত হইবে যে—১, ৪, ৫, ৬, ৭, [৮,] ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৬, ১৭, পংক্তির পদবিভাগ পরস্পরের চার এবং বিরামস্থল আট ও চতুর্দশ মাত্রার পর, ২য় এবং ৩য় পংক্তিতে “আসি” “উতরিলি” “নারীদেশে” এবং “কৃষি” শব্দের পর দশম অথবা চতুর্দশ মাত্রার পর, এবং ১৫শ পংক্তিতে “দূরে” “শৃঙ্গে” ও “কন্দরে” শব্দের পর বিশ্রাম যতি স্থাপিত হইয়াছে ।

পাঠক মহাশয়েরা ইহা দ্বারাই মাইকেল প্রণীত অমিত্রচন্দ্র রচনার সম্মান বুঝিতে পারিবেন এবং ঐ সমস্ত বিরামস্থলে খাস পতন করাই এই ছন্দ আবৃত্তি করার কৌশল ।

প্রকারান্তরে অমিত্রচন্দ্র বিরচিত হইতে পারে কি না, সে একটি স্বতন্ত্র কথা, কিন্তু বঙ্গভাষার যেরূপ প্রকৃতি এবং অভাবধি তাহাতে যে নিয়মে পদ রচনা হইয়া আসিয়াছে, তদৃষ্টে বোধ হয় যে, এই প্রণালী অতি সহজ ও প্রকৃত প্রণালী । হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণ অনুসারেও বঙ্গভাষায় ছন্দরচনা হইতে পারে, এবং ভুবনচন্দ্র রায় চৌধুরী প্রণীত ছন্দকুসুম গ্রন্থেও সেই প্রণালী অবলম্বন করা হইয়াছে ; কিন্তু বোধ হয় যে যত দিন সচরাচর কথোপকথনে আমাদের দেশে বর্ণ-অনুসারে হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণের প্রথা প্রচলিত না হয়, তত দিন সে প্রণালীতে পদরচনা করা পণ্ডিতের মাত্র—ইহা ছন্দকুসুম

গ্রন্থখানি পাঠ করিলেই পাঠকমহাশয়দিগের হৃদয়ঙ্গম হইবে। পরন্তু যদি কখন বঙ্গভাষার প্রকৃতির তত দূর বৈলক্ষণ্য ঘটে এবং লোকে সামান্ত কথোপকথনে হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণের অনুবর্তী হন, তবে সে প্রণালী যে উৎকৃষ্টতর এবং তাহাতেই পণ্ড বিরচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়, তৎপক্ষে সংশয় নাই।

পরিশেষে গ্রন্থকারের জীবনবৃত্তান্ত বিষয়ে ঔটিকতক কথা বলিলেই হয়।*

ইনি আনুমানিক ১২৩৫ সালে জেলা যশোহরের অন্তর্গত কবতক নদীতীরবর্তী সাগরদাঁড়ী গ্রামে ৮রাজনারায়ণ দত্তের ঔরসে জাহ্নবী দাসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা কলিকাতা সদর দেওয়ানি আদালতের এক জন প্রধান উকীল ছিলেন। ইঁহার মাতা যশোহরের অন্তর্গত কাটিপাড়ার জমিদার গৌরীচরণ ঘোষের কন্যা। ইঁহারা তিন সহোদর ছিলেন। ইনি সর্বজ্যেষ্ঠ, আর দুই জন শৈশবাবস্থাতেই কালগ্রাসে পতিত হইলেন। ইনি হিন্দুকালেজে ইংরাজী ও পারস্য ভাষা অভ্যাস করেন। ১৬।১৭ বৎসর বয়সে ইনি ঋষ্টধর্মাবলম্বন করেন। তত্রাচ একমাত্র পুত্র বলিয়া ইঁহার পিতা ইঁহাকে একেবারে পরিত্যাগ না করিয়া চারি বৎসর কাল বিষ্ণু-কালেজে অধ্যয়নাদি করান। ঐ চারি বৎসরের পর এ অঞ্চল পরিত্যাগ করিয়া ইনি মাদ্রাজে গমন করেন। মাদ্রাজে বাইয়া ইংরাজী ভাষায় গুণ পণ্ড রচনার দ্বারা দ্বরায় স্মখ্যাতি লাভপূর্বক তত্রত্য বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। ১৮৫৬ সালে ইনি সন্ন্যাসীক বাঙ্গালা প্রদেশে প্রত্যাগত হইয়াছেন। এখানে দুই তিন বৎসর কাল অপব্যয় করিয়াছিলেন। পরে ১৮৫৮ সালে পাইকপাড়ার রাজাদিগের আদেশে রত্নাবলী নাটকের ইংরাজী অনুবাদ করেন। তদনন্তর উপর্যুপরি এতগুলি পুস্তক লিখিয়াছেন ;—

১ম, শর্মিষ্ঠা নাটক। ২য়, পদ্মাবতী নাটক। ৩য়, তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য। ৪র্থ, একেই কি বলে সভ্যতা। ৫ম, বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁয়া। ৬ষ্ঠ, মেঘনাদবধ কাব্য। ৭ম, ব্রজাঙ্গনা। ৮ম, কৃষ্ণকুমারী নাটক। ৯ম, বীরাজনা। ১০ম, চতুর্দশ-পদী কবিতাবলী।

পরস্পরায় শুনা গিয়াছে, ইনি বাল্যকালে স্বীয় মাতৃভাষাকে ঘৃণা করিতেন, কিন্তু তৎসম্বন্ধে এক্ষণে তাঁহার রুচির সমূহ পরিবর্তন দেখা যায়। ইনি আইন অভ্যাস করিবার জন্য ইংলণ্ডে গমন করিয়াছিলেন, সম্প্রতি জন্মভূমিতে প্রত্যাগত হইয়াছেন ; জগদীশ্বর করুন, ইনি দীর্ঘজীবী হইয়া স্বীয় উন্নতি সাধন ও স্বদেশীয়দের মঙ্গল বর্দ্ধন এবং মনোরঞ্জন করিয়া সুখসচ্ছন্দে কালহরণ করেন।

ভবানীপুর।
১৩ আশ্বিন, ১২৭৪ সাল।

শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

* গ্রন্থকারের বহু-লিখিত লিপি দৃষ্টে এই অংশ লিখিত হইয়াছে।

মেঘনাদবধ কাব্য

প্রথম সর্গ

সম্মুখ সমরে পড়ি, বীর-চূড়ামণি
বীরবাহু, চলি যবে গেলা যমপুরে
অকালে, কহ, হে দেবি অমৃতভাষিণি,
কোন্ বীরবরে বরি সেনাপতি-পদে,
পাঠাইলা রণে পুনঃ রক্ষঃকুলনিধি
রাঘবারি ? কি কৌশলে, রাক্ষসভরসা
ইন্দ্রজিত মেঘনাদে—অজেয় জগতে—
উন্মিলাবিলাসী নাশি, ইন্দ্রে নিঃশঙ্কিলা ?
বন্দি চরণারবিন্দ, অতি মন্দমতি
আমি, ডাকি আবার তোমায়, শ্বেতভুজে
ভারতি ! যেমতি, মাতঃ, বসিলা আসিয়া,
বাল্মীকির রসনায় (পদ্মাসনে যেন)
যবে খরতর শরে, গহন কাননে,
ক্রৌঞ্চবধু সহ ক্রৌঞ্চো নিষাদ বিধিলা,
তেমতি দাসেরে, আসি, দয়া কর, সতি ।

২। বীরবাহু—রাবণের পুত্র। তিনি অতিশয় যোদ্ধা ছিলেন।

৫—৬। রক্ষঃকুলনিধি রাঘবারি—রাক্ষসবংশশ্রেষ্ঠ রাবণ।

৬—৮। কি কৌশলে ইত্যাদি—উন্মিলাবিলাসী লক্ষণ কি কৌশলে রাক্ষসকুলভরসা-
বরণ বাসববিজয়ী মেঘনাদকে বধ করিয়া বাসবকে নির্ভয় করিলেন।

১১—১৫। যেমতি, মাতঃ, ইত্যাদি—পুরাণে লিখিত আছে যে, কবিগুরু বাম্বীকি
যৌবনাবস্থায় অতি ছুরাচার এবং ছর্ব্বস্ত ছিলেন। কোন সময়ে ভগবান্ ব্রহ্মা ঋষিরূপে
পূর্ব্বক তাঁহাকে অনেক তৎসনা করাত্তে তিনি অসং পথ পরিত্যাগ করিয়া কঠোর তপস্বী
আরম্ভ করিলেন। একদা তিনি স্নান করিয়া আপন আবাসে প্রত্যাগমন করিতেছেন,
এমন সময়ে এক জন ব্যাধ তাঁহার সমক্ষে কামক্রৌড়াসক্ত ক্রৌঞ্চিণ্ডনের মধ্যে ক্রৌঞ্চকে

কে জানে মহিমা তব এ ভবমণ্ডলে ?
 নরাধম আছিল যে নর নরকূলে
 চৌর্যে রত, হইল সে তোমার প্রসাদে,
 যুত্যাঞ্জয়, যথা যুত্যাঞ্জয় উমাপতি !
 হে বরদে, তব বরে চোর রত্নাকর
 কাব্যরত্নাকর কবি ! তোমার পরশে,
 সুচন্দন-বৃক্ষশোভা বিষবৃক্ষ ধরে !
 হায়, মা, এ হেন পুণ্য আছে কি এ দাসে ?
 কিন্তু যে গো গুণহীন সন্তানের মাঝে
 মুঢ়মতি, জননীর স্নেহ তার প্রতি
 সমধিক । উর তবে, উর দয়াময়ি
 বিশ্বরমে ! গাইব, মা, বীররসে ভাসি,
 মহাগীত ; উরি, দাসে দেহ পদছায়া ।

বাগাঘাতে বধ করিল। তিনি এতাদৃশ জুরাচরণ দর্শন করিয়া সরোষে এই নিম্নলিখিত শ্লোকটি পাঠ করিলেন—

“মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং হুমগমঃ শাস্বতীঃ সমাঃ ।
 যৎ ক্রৌঞ্চমিধুনাতেকমবধাঃ কামমোহিতম্ ॥”

ওরে নিষাদ, তুই অকারণে কামমোহিত ক্রৌঞ্চকে বধ করিলি, অতএব এই পৃথিবীতে তুই কখনই প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবি না।

সেই শুভক্ষণ অবধি কুভারতে কবিতার সৃষ্টি হইল। এ স্থলে এছকার সরস্বতীর নিকট এই প্রার্থনা করিতেছেন যে, তিনি যেমন কামাসক্ত ক্রৌঞ্চের অনধনাবসরে বান্দীকির রসনাগ্রে অধিষ্ঠাতা হইয়াছিলেন, তেমনি যেন এ এছকারের প্রতিও সান্নিকম্পা হন। এই কাব্যখানির অনেক স্থল বান্দীকিকৃত রামায়ণ অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছে, এই হেতু কবি বান্দীকীর ভারতীকে আরাধনা করিতেছেন। ক্রৌঞ্চবধু সহ—অর্থাৎ ক্রৌঞ্চবধু সহবাসী।

২—৪। নরাধম আছিল ইত্যাদি—যে নরাধম যৌবনকালে দক্ষ্যসুস্তিরত ছিল (অর্থাৎ বান্দীকি), সে এক্ষণে তোমার প্রসাদে অমর হইয়াছে।

৪। যুত্যাঞ্জয়—অমর। যুত্যাঞ্জয় উমাপতি—মহেশ্বর।

৫—৬। রত্নাকর—কবিগুরু বান্দীকির পূর্বনাম। রত্নাকর—সাগর।

৮। হায়, মা, ইত্যাদি—আমার এমন কি পুণ্য আছে যে, কবিগুরু বান্দীকির ভারতী তোমার প্রসাদ লাভ করি ?

১১। উর—আবির্ভূত হও।

—তুমিও আইস, দেবি, তুমি মধুকরী
কল্পনা ! কবির চিত্ত-ফুলবন-মধু
লয়ে, রচ মধুচক্র, গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি ।

কনক-আসনে বসে দশানন বলী—

✓ হেমকূট-হৈমশিরে শৃঙ্গবর যথা
তেজঃপুঞ্জ । শত শত পাত্র মিত্র আদি
সভাসদ, নতভাবে বসে চারি দিকে ।
ভূতলে অতুল সভা—স্ফটিকে গঠিত ;
তাহে শোভে রত্নরাজী, মানস-সরসে
সরস কমলকুল বিকশিত যথা ।
শ্বেত, রক্ত, নীল, পীত স্তম্ভ সারি সারি
ধরে উচ্চ স্বর্ণছাদ, ফণীন্দ্র, যেমতি,
বিস্তারি অযুত ফণা, ধরেন আদরে
ধরারে । বুলিছে বলি ঝালরে মুকুতা,
পদ্মরাগ, মরকত, হীরা ; যথা ঝোলে
(খাচত মুকুলে ফুলে) পল্লবের মালা
ব্রতালয়ে । ক্ষণপ্রভা সম মুহূঃহাসে
রতনসম্ভবা বিভা—ঝলসি নয়নে !
সুচারু চামর চারুলোচনা কিঙ্করী
তুলায় ; যুগালভূজ আনন্দে আন্দোলি
চন্দ্রাননা । ধরে ছত্র ছত্রধর ; আহা
হরকোপানলে কাম যেন রে না পুড়ি
দাঁড়ান সে সভাতলে ছত্রধর-রূপে !—
ফেরে দ্বারে দৌবারিক, ভীষণ মুরতি,
পাণ্ডব-শিবির দ্বারে রুদ্রেশ্বর যথা

১—২ । মধুকরী কল্পনা—রূপক অলঙ্কার । কবিকল্পনাও যেন একজন দেবী ।

১০ । কণীন্দ্র—বান্ধকি । ১৫ । বলি—বল বল করিয়া । ১৮ । ক্ষণপ্রভা—বিদ্যুৎ ।

১৯ । রতনসম্ভবা বিভা—রত্ন-সমূহ হইতে যে আলোকের উৎপত্তি হয় ।

শূলপাণি ! মন্দে মন্দে বহে গচ্ছে বহি,
 অনন্ত বসন্ত-বায়ু, রঞ্জে সঞ্জে আনি
 কাকলী লহরী, মরি ! মনোহর, যথা
 বাঁশরীস্বরলহরী গোকুল বিপিনে !
 কি ছার হঁহার কাছে, হে দানবপতি
 ময়, মণিময় সভা, ইন্দ্রপ্রস্থে যাহা
 স্বহস্তে গড়িলা তুমি তুষিতে পৌরবে ?

এ হেন সভায় বসে রক্ষঃকুলপতি,
 বাক্যহীন পুত্রশোকে ! ঝর ঝর ঝরে
 অবিরল অশ্রুধারা—তিতিয়া বসনে,
 যথা তরু, ভীক্ল শর সরস শরীরে
 বাজিলে, কাঁদে নীরবে । কর যোড় করি,
 দাঁড়ায় সম্মুখে ভগ্নদূত, ধূসরিত
 ধূলায়, শোণিতে আর্দ্র সর্ব্ব কলেবর ।
 বীরবাহু সহ যত যোধ শত শত
 ভাসিল রণসাগরে, তা সবার মাঝে
 একমাত্র বাঁচে বীর ; যে কাল তরঙ্গ
 গ্রাসিল সকলে, রক্ষা করিল রাক্ষসে—
 নাম মকরাক্ষ, বলে যক্ষপতি সম ।
 এ দূতের মুখে শুনি সূতের নিধন,
 হায়, শোকাকুল আজি রাজকুলমণি
 নৈকষেয় ! সভাজন ছুঃখী রাজ-ছুঃখে ।
 আঁধার জগত, মরি, ঘন আবরিলে
 দিননাথে ! কত ক্ষণে চেতন পাইয়া,
 বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি, কহিলা রাবণ ;—
 “নিশার স্বপনসম তোর এ বারতা,

১। শূলপাণি—যাহার হস্তে শূল ।

৩। কাকলী—দূরস্থিত যন্ত্রসমূহের একত্রীকৃত মূহুধ্বনি ।

৪। বাঁশরী ইত্যাদি—গোকুল বিপিনে বাঁশরীস্বর বেরূপ মনোহর. বায়ু দ্বারা আনীত কাকলীলহরী তজ্জপ মনোহর ।

১০। তিতিয়া—ভিজিয়া ।

রে দূত ! অমরবৃন্দ যার ভুজবলে
 কাতর, সে ধনুর্ধরে রাঘব ভিখারী
 বধিল সম্মুখ রণে ? ফুলদল দিয়া
 কাটিল কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে ?—
 হা পুত্র, হা বীরবাহু, বীর-চূড়ামণি !
 কি পাপে হারানু আমি তোমা হেন ধনে ?
 কি পাপ দেখিয়া মোর, রে দারুণ বিধি,
 হরিলি এ ধন তুই ? হায় রে, কেমনে
 সহি এ যাতনা আমি ? কে আর রাখিবে
 এ বিপুল কুল-মান এ কাল সমরে !
 বনের মাঝারে যথা শাখাদলে আগে
 একে একে কাটুরিয়া কাটি, অবশেষে
 নাশে বৃক্ষে, হে বিধাতঃ, এ ছরস্ত রিপু
 তেমতি ছর্ব্বল, দেখ, করিছে আমারে
 নিরস্তুর ! হব আমি নিশ্চূল সমূলে
 এর শরে ! তা না হলে মরিত কি কভু
 শূলী শঙ্কুসম ভাই কুন্তকর্ণ মম,
 অকালে আমার দোষে ? আর যোধ যত—
 রাক্ষস-কুল-রক্ষণ ? হায়, স্পর্শগথা,
 কি কুক্ষণে দেখেছিলি, তুই রে অভাগী,
 কাল পঞ্চবটীবনে কালকূটে ভরা
 এ ভুজগে ? কি কুক্ষণে (তোর হুঃখে হুঃখী)
 পাবক-শিখা-রূপিণী জানকীরে আমি
 আনিবু এ হৈম গেহে ? হায়, ইচ্ছা করে,
 ছাড়িয়া কনকলঙ্কা, নিবিড় কাননে
 পশি, এ মনের জ্বালা জুড়াই বিরলে !
 কুসুমদাম-সজ্জিত, দীপাবলী-ভেজে
 উজ্জলিত নাট্যশালা সম রে আছিল
 এ মোর সুন্দরী পুরী ! কিন্তু একে একে

শুখাইছে ফুল এবে, নিবিছে দেউটী ;
 নীরব রবাব, বীণা, মুরজ, মুরলী ;
 তবে কেন আর আমি থাকি রে এখানে ?
 কার রে বাসনা বাস করিতে আঁধারে ?”

এইরূপে বিলাপিলা আক্ষেপে রাক্ষস-
 কুলপতি রাবণ ; হায় রে মরি, যথা
 হস্তিনায় অন্ধরাজ, সঞ্জয়ের মুখে
 শুনি, ভীমবাহু ভীমসেনের প্রহারে
 হত যত প্রিয়পুত্র কুরুক্ষেত্র-রণে ।

তবে মন্ত্রী সারণ (সচিবশ্রেষ্ঠ বৃধঃ)
 কৃতান্তলিপুটে উঠি কহিতে লাগিলা
 নতভাবে ;—“হে রাজন, ভুবনবিখ্যাত,
 রাক্ষসকুলশেখর, ক্ষম এ দাসেরে !
 হেন সাধ্য কার আছে বুঝায় তোমারে
 এ জগতে ? ভাবি, প্রভু, দেখ কিন্তু মনে ;—
 অজ্ঞভেদী চূড়া যদি যায় শুঁড়া হয়ে
 বজ্রাঘাতে, কড়ু নহে ভূধর অধীর
 সে পীড়নে । বিশেষতঃ এ ভবমণ্ডল
 মায়াময়, বৃথা এর ছুঃখ সুখ যত ।
 মোহের ছলনে ভুলে অজ্ঞান যে জন ।”

উত্তর করিলা তবে লক্ষা-অধিপতি ;—
 “যা কহিলে সত্য, ওহে অমাত্য-প্রধান
 সারণ ! জানি হে আমি, এ ভব-মণ্ডল
 মায়াময়, বৃথা এর ছুঃখ, সুখ যত ।
 কিন্তু জেনে শুনে তবু কাঁদে এ পরাণ

১। দেউটী—এদীপ ।

৭। অন্ধরাজ—দুঃস্বামী ।

২। যে দিবস অন্ধরাজ বধ কর—ক্রোধপর্ক ।

১০। সচিবশ্রেষ্ঠ বৃধঃ—মন্ত্রিকুলপ্রধান বিজয়দাস ।

১৬। অজ্ঞভেদী—আকাপভেদী ।

২২। অমাত্যপ্রধান—মন্ত্রিকুলশ্রেষ্ঠ ।

অবোধ । হৃদয়-বৃন্তে ফুটে যে কুসুম,
তাহারে ছিঁড়িলে কাল, বিকল হৃদয়
ডোবে শোক-সাগরে, যুগল যথা জলে,
যবে কুবলয়ধন লয় কেহ হরি ।”

এতেক কহিয়া রাজা, দূত পানে চাহি,
আদেশিলা,—“কহ, দূত, কেমনে পড়িল
সমরে অমর-ত্রাস বীরবাহু বলী ?”

প্রণমি রাজেন্দ্রপদে, করযুগ যুড়ি,
আরম্ভিলা ভগ্নদূত ;—“হায়, লক্ষ্যপতি,
কেমনে কহিব আমি অপূর্ব কাহিনী ?
কেমনে বর্ণিব বীরবাহুর বীরতা ?—
মদকল করী যথা পশে নলবনে,
পশিলা বীরকুঞ্জর অরিদল মাঝে
ধনুর্ধর । এখনও কাঁপে হিয়া মম
থরথরি, স্মরিলে সে ভৈরব ছঙ্কারে ।
শুনেছি, রাক্ষসপতি, মেঘের গর্জনে ;
সিংহনাদে ; জলধির কল্লোলে ; দেখেছি
দ্রুত ইরশ্বদে, দেব, ছুটিতে পবন-
পথে ; কিন্তু কভু নাহি শুনি ত্রিভুবনে,
এ হেন ঘোর ঘর্ঘর কোদণ্ড-টঙ্কারে !
কভু নাহি দেখি শর হেন ভয়ঙ্কর !—

পশিলা বীরেন্দ্রবৃন্দ বীরবাহু সহ
রণে, যুথনাথ সহ গজযুথ যথা ।
ঘন ঘনাকারে ধূলা উঠিল আকাশে,—
মেঘদল আসি যেন আবরিলা রুষি

১। বৃন্ত—ফুলের বোটা ।

৪। কুবলয়—পদ্ম ।

১—৪। হৃদয়-বৃন্তে ইত্যাদি—যুগল হইতে পদ্ম ছিঁড়িয়া লইলে যেসকল যুগল জলে মগ্ন হইয়া যায়, সেইসকল হৃদয়বরূপ বৃন্তে প্রস্কৃত পদ্মবরূপ কুমুমকে ছিঁড়িয়া লইলে হৃদয় শোক-সাগরে মগ্ন হইয়া যায় ।

১২। মদকল—মদমস্ত ।

১৮। ইরশ্বদ—বজ্রাঘ্নি । পবনপথ—আকাশ । ২২। পশিলা—প্রবেশ করিল ।

গগনে ; বিদ্যুতঝালা-সম চকমকি
উড়িল কলঙ্ককুল অম্বর প্রদেশে
শনশনে !—ধন্য শিক্ষা বীর বীরবাহু !
কত যে মরিল অরি, কে পারে গণিতে ?

এইরূপে শক্রমারো যুঝিলা স্বদলে
পুত্র তব, হে রাজন্ ! কত ক্ষণ পরে,
প্রবেশিলা যুদ্ধে আসি নরেন্দ্র রাঘব ।
কনক-মুকুট শিরে, করে ভীম ধনুঃ,
বাসবের চাপ যথা বিবিধ রতনে
খচিত,”——এতেক কহি, নীরবে কাঁদিল
ভগ্নদূত, কাঁদে যথা বিলাপী, স্মরিয়া
পূর্বতুঃখ ! সভাজন কাঁদিলা নীরবে ।

অশ্রুসয়-আঁধি পুনঃ কহিলা রাবণ,
মন্দোদরামনোহর ;—“কহ, রে সন্দেশ-
বহ, কহ, শুনি আমি, কেমনে নাশিলা
দশাননাত্মজ শূরে দশরথাত্মজ ?”

“কেমনে, হে মহীপতি,” পুনঃ আরম্ভিল
ভগ্নদূত, “কেমনে, হে রক্ষঃকুলনিধি,
কহিব সে কথা আমি, শুনিবে বা তুমি ?
অগ্নিময় চক্ষুঃ যথা হর্যাক্ষ, সরোষে
কড়মড়ি ভীম দন্ত, পড়ে লক্ষ্য দিয়া
বৃষস্কন্ধে, রামচন্দ্র আক্রমিলা রণে
কুমারে ! চৌদিকে এবে সমর-তরঙ্গ
উথলিল, সিন্ধু যথা হৃদ্বি বায়ু সহ
নির্ঘোষে ! ভাঙিল অসি অগ্নিশিখাসম
ধুমপুঞ্জসম চর্মাবলীর মাঝারে
অমৃত ! নাছিল কনু অমুরাশি-রবে !—

২। কলঙ্ক—ভীর। ১৪—১৫। সন্দেশবহ—দূত। ২০। হর্যাক্ষ—সিংহ।
২৫। ভাঙিল—দীপ্তিমান্ হইল। ২৬। চর্ম—ঢাল।
২৭। কনু—শব্দ। অমুরাশি—সমুদ্র।

আর কি কহিব, দেব ? পূর্বজন্মদোষে,
 একাকী বাঁচিনু আমি ! হায় রে বিধাতঃ,
 কি পাপে এ তাপ আজি দিলি তুই মোরে ?
 কেন না শুইনু আমি শরশয্যোপরি,
 হৈমলঙ্কা-অলঙ্কার বীরবাহু সহ
 রণভূমে ? কিন্তু নহি নিজ দোষে দোষী ।
 ক্ষত বক্ষঃস্থল মম, দেখ, নৃপমণি,
 রিপু-প্রহরণে ; পৃষ্ঠে নাহি অস্ত্রলেখা ।”

এতেক কহিয়া স্তম্ভ হইল রাক্ষস
 মনস্তাপে । লঙ্কাপতি হরষে বিষাদে
 কহিলা ; “সাবাসি, দূত ! তোর কথা শুনি,
 কোন্ বীর-হিয়া নাহি চাহে রে পশিতে
 সংগ্রামে ? ডমরুধ্বনি শুনি কাল ফণী,
 কভু কি অলসভাবে নিবাসে বিবরে ?
 ধন্য লঙ্কা, বীরপুত্রধারা ! চল, সবে,—
 চল যাই, দেখি, ওহে সভাসদ জন,
 কেমনে পড়েছে রণে বীর-চুড়ামণি
 বীরবাহু ; চল, দেখি জুড়াই নয়নে ।”

উঠিলা রাক্ষসপতি প্রাসাদ-শিখরে,
 কনক-উদয়াচলে দিনমণি যেন
 অংশুমালী । চারি দিকে শোভিল কাঞ্চন-
 সৌধ-কিরীটিনী লঙ্কা—মনোহরা পুরী !—
 হেমহর্ম্য সারি সারি পুষ্পবন মাঝে ;

৮। পৃষ্ঠে নাহি অস্ত্রলেখা—পৃষ্ঠে অস্ত্রের দাগ নাহি ।

আমি সন্দুখযুদ্ধ করিয়াছি, সুতরাং বক্ষঃস্থল ক্ষত হইয়াছে ।

পলায়ন করি নাই, সুতরাং পৃষ্ঠে অস্ত্রের চিহ্ন নাই ।

২০—২১। দিনমণি অংশুমালী—উত্তর শব্দের অর্থ সূর্য্য । কিন্তু এ স্থলে পুনরুজ্জ্বলিত
 নিবারণার্থ অংশুমালী বিশেষণ পদ ; অর্থাৎ, অংশু অর্থাৎ কিরণজাল বাহার গলদেশে মালাধরণ ।

২১—২২। কাঞ্চন-সৌধ-কিরীটিনী লঙ্কা—কাঞ্চন-নির্মিত-সৌধ অর্থাৎ অট্টালিকা যে
 লঙ্কার কিরীটধরণ হইয়াছে ।

কমল-আলয় সরঃ ; উৎস রজঃ-ছটা ;
 তরুরাজী ; ফুলকুল—চক্ষু-বিনোদন,
 যুবতীযৌবন যথা ; হীরাচূড়াশিরঃ
 দেবগৃহ ; নানা রাগে রঞ্জিত বিপণি,
 বিবিধ রতন-পূর্ণ ; এ জগৎ যেন
 আনিয়া বিবিধ ধন, পূজার বিধানে,
 রেখেছে, রে চারুলঙ্কে, তোর পদতলে,
 জগত-বাসনা তুই, সুখের সদন ।

দেখিলা রাক্ষসেশ্বর উন্নত প্রাচীর—
 অটল অচল যথা ; তাহার উপরে,
 বীরমদে মত্ত, ফেরে অস্ত্রীদল, যথা
 শৃঙ্গধরোপরি সিংহ । চারি সিংহদ্বার
 (রুদ্ধ এবে) হেরিলা বৈদেহীহর ; তথা
 জাগে রথ, রথী, গজ, অশ্ব, পদাতিক
 অগণ্য । দেখিলা রাজা নগর বাহিরে,
 রিপুবৃন্দ, বালিবৃন্দ সিঙ্কুতীরে যথা,
 নক্ষত্র-মণ্ডল কিম্বা আকাশ-মণ্ডলে ।
 'থানা দিয়া পূর্ব দ্বারে, ছুর্বার সংগ্রামে,
 বসিয়াছে বীর নীল ; দক্ষিণ ছ্যারে
 অঙ্গদ, করভসম নব বলে বলী ;
 কিম্বা বিষধর, যবে বিচিত্র কঙ্কুক-
 ভূষিত, হিমাস্তে অহি ভ্রমে উর্দ্ধ ফণা—
 ত্রিশূলসদৃশ জিহ্বা লুলি অবলেপে ।
 উত্তর ছ্যারে রাজা সুগ্রীব আপনি
 বীরসিংহ । দাশরথি পশ্চিম ছ্যারে—
 হায় রে বিষণ্ণ এবে জানকী-বিহনে,
 কৌমুদী-বিহনে যথা কুমুদরঞ্জন
 শশাঙ্ক ! লক্ষণ সঙ্গে, বায়ুপুত্র হনু,

মিত্রবর বিভীষণ । শত প্রসরণে,
 বেড়িয়াছে বৈরিদল স্বর্ণ-লঙ্কাপুরী,
 গহন কাননে যথা ব্যাধ-দল মিলি,
 বেড়ে জালে সাবধানে কেশরিকামিনী,—
 নয়ন-রমণী রূপে, পরাক্রমে ভীমা
 ভীমাসমা ! অদূরে হেরিলা রক্ষঃপতি
 রণক্ষেত্র । শিবাকুল, গৃধিনী, শকুনি,
 কুকুর, পিশাচদল ফেরে কোলাহলে ।
 কেহ উড়ে ; কেহ বসে ; কেহ বা বিবাদে ;
 পাকশাট মারি কেহ খেদাইছে দূরে
 সমলোভী জীব ; কেহ, গরজি উল্লাসে,
 নাশে ক্ষুধা-অগ্নি ; কেহ শোষে রক্তশ্রোতে !
 পড়েছে কুঞ্জরপুঞ্জ ভীষণ-আকৃতি ;
 ঝড়গতি ঘোড়া, হায়, গতিহীন এবে !
 চূর্ণ রথ অগণ্য, নিষাদী, সাদী, শূলী,
 রথী, পদাতিক পড়ি যায় গড়াগড়ি
 একত্রে ! শোভিছে বর্ম, চর্ম, অসি, ধনুঃ,
 ভিন্দিপাল, তুণ, শর, মুদগর, পরশু,
 স্থানে স্থানে ; মণিময় কিরীট, শীর্ষক,
 আর বীর-আভরণ, মহাতেজস্কর ।
 পড়িয়াছে যজ্ঞীদল যজ্ঞদল মাঝে ।
 হৈমধ্বজ দণ্ড হাতে, যম-দণ্ডাঘাতে,
 পড়িয়াছে ধ্বজবহ । হায় রে, যেমতি
 স্বর্ণ-চূড় শস্য ক্ষত কৃষিদলবলে,
 পড়ে ক্ষেত্রে, পড়িয়াছে রাক্ষসনিকর,
 রবিকুলরবি শূর রাঘবের শরে !
 পড়িয়াছে বীরবাহু—বীর-চূড়ামণি,

৬। ভীমাসমা—চণ্ডীর সদৃশী ।

২৩—২৬। যেরূপ শিবরূপে স্বর্ণ-চূড়া-মণিত লক্ষ কৃষকের অল্লাখণ্ডে কত হইয়া
 ছুতলে পতিত হয়, সেইরূপ ইত্যাদি ।

চাপি রিপুচয় বলী, পড়েছিল যথা
হিড়িম্বার স্নেহনীড়ে পালিত গরুড়
ষটৌৎকচ, যবে কর্ণ, কালপৃষ্ঠধারী,
এড়িলা একাত্মী বাণ রক্ষিতে কৌরবে ।

মহাশোকে শোকাকুল কহিলা রাবণ ;—
“যে শয্যায় আজি তুমি শুয়েছ, কুমার
প্রিয়তম, বীরকুলসাদ এ শয়নে
সদা ! রিপুদলবলে দলিয়া সমরে,
জন্মভূমি-রক্ষাহেতু কে ডরে মরিতে ?
যে ডরে, ভীরু সে মুঢ় ; শত ধিক্ তারে !
তবু, বৎস, যে হৃদয়, মুগ্ধ মোহমদে
কোমল সে ফুল-সম । এ বজ্র-আঘাতে,
কত যে কাতর সে, তা জানেন সে জন,
অন্তর্যামী যিনি ; আমি কহিতে অক্ষম ।
হে বিধি, এ ভবভূমি তব লীলাস্থলী ;—
পরের যাতনা কিন্তু দেখি কি হে তুমি
হও সুখী ? পিতা সদা পুত্রদুঃখে দুঃখী—
তুমি হে জগত-পিতা, এ কি রীতি তব ?
হা পুত্র ! হা বীরবাহ ! বীরেন্দ্র-কেশরী !
কেমনে ধরিব প্রাণ তোমার বিহনে ?”

এইরূপে আক্ষেপিয়া রাক্ষস-ঈশ্বর
রাবণ, ফিরায়ে আঁখি, দেখিলেন দূরে
সাগর—মকরালয় । মেঘশ্রেণী যেন
অচল, ভাসিছে জলে শিলাকুল, বাঁধা

২—৪। হিড়িম্বা রাক্ষসী—ভীমসেনের প্রণয়িনী । স্নেহনীড়—জননীর কোষদেশ
শিশুপক্ষে নীড় অর্থাৎ বাসাস্থলপ । গরুড়—গরুড়-সদৃশ বলবান্ । ষটৌৎকচ—ভীমসেনের
হিড়িম্বার গর্ভজাত পুত্র । কালপৃষ্ঠ—কর্ণের ধর্ম্মঃ । একাত্মী—মহা-অস্ত্র বিশেষ । এই অস্ত্র
কর্ণ পার্শ্বকে মারিবার হেতু যত্নে রাখিয়াছিলেন । কিন্তু হর্ষোৎসাহের অহুরোধে ষটৌৎকচের
উপর নিষ্কিণ্ট করেন । ১২ । এ বজ্র-আঘাতে—বজ্রধর্ম্মপ এ পুত্রশোকাঘাতে ।

২৩। মকর—অলঙ্কৃত বিশেষ ।

দৃঢ় বাঁধে । ছই পাশে তরঙ্গ-নিচয়,
ফণাময়, ফণাময় যথা ফণিবর,
উথলিছে নিরন্তর গম্ভীর নির্ঘোষে ।
অপূর্ব-বন্ধন সেতু ; রাজপথ-সম
প্রশস্ত ; বহিছে জলস্রোতঃ কলরবে,
স্রোতঃ-পথে জল যথা বরিষার কালে ।

অভিমাণে মহামানী বীরকুলর্ষভ
রাবণ, কহিলা বলী সিদ্ধু পানে চাহি ;—
“কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে,
প্রচেতঃ ! হা ধিক্, ওহে জলদলপতি !
এই কি সাজে তোমারে, অলঙ্ঘ্য, অজেয়
তুমি ? হায়, এই কি হে তোমার ভূষণ,
রত্নাকর ? কোন্ গুণে, কহ, দেব, শুনি,
কোন্ গুণে দাশরথি কিনেছে তোমারে ?
প্রভঞ্জনবৈরী তুমি ; প্রভঞ্জন-সম
ভীম পরাক্রমে ! কহ, এ নিগড় তবে
পর তুমি কোন্ পাপে ? অধম ভালুকে
শৃঙ্খলিয়া যাছকর, খেলে তারে লয়ে ;
কেশরীর রাজপদ কার সাধ্য বাঁধে
বীতংসে ? এই যে লঙ্কা, হৈমবতী পুরী,
শোভে তব বন্ধঃস্থলে, হে নীলাশ্বস্বামি,
কৌস্তভ-রতন যথা মাধবের বৃকে,
কেন হে নির্দয় এবে তুমি এর প্রতি ?
উঠ, বলি ; বীরবলে এ জাঙাল ভাঙি,
দূর কর অপবাদ ; জুড়াও এ জালা,
ডুবায়ে অতল জলে এ প্রবল রিপু ।

২। ফণিবর—বান্ধকি ।

১০। প্রচেতঃ—হে বক্রণ ।

১৬। নিগড়—শৃঙ্খল ।

২০। বীতংস—স্বপক্ষীদের বহুমোপকরণ—কাঁসি ।

৭। বীরকুলর্ষভ—বীরকুলশ্রেষ্ঠ ।

১৫। প্রভঞ্জন—পবন ।

১৮। শৃঙ্খলিয়া—শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া ।

রেখো না গো তব ভালে এ কলঙ্ক-রেখা,
হে বারীন্দ্র, তব পদে এ মম মিনতি ।”

এতেক কহিয়া রাজরাজেন্দ্র রাবণ,
আসিয়া বসিলা পুনঃ কনক-আসনে
সভাতলে ; শোকে মগ্ন বসিলা নীরবে
মহামতি ; পাত্র মিত্র, সদাসদ-আদি
বসিলা চৌদিকে, আহা, নীরব বিষাদে ।
হেন কালে চারি দিকে সহসা ভাসিল
রোদন-নিলাদ মূঢ় ; তা সহ মিশিয়া
ভাসিল নূপুরধ্বনি, কিঙ্কিণীর বোল
ঘোর রোলে । হেমাঙ্গী সঙ্গিনীদল-সাথে,
প্রবেশিলা সভাতলে চিত্রাঙ্গদা দেবী ।
আলু থালু, হায়, এবে কবরীবন্ধন ।
আভরণহীন দেহ, হিমानीতে যথা
কুসুমরতন-হীন বন-সুশোভিনী
লতা ! অশ্রুময় আঁখি, নিশার শিশির-
পূর্ণ পদ্মপর্ণ যেন । বীরবাহু-শোকে
বিবশা রাজমহিষী, বিহঙ্গিনী যথা,
যবে গ্রাসে কাল ফণী কুলায়ে পশিয়া
শাবকে । শোকের ঝড় বহিল সভাতে !
সুর-সুন্দরীর রূপে শোভিল চৌদিকে
বামাকুল ; মুক্তকেশ মেঘমালা, ঘন
নিশ্বাস প্রলয়-বায়ু ; অশ্রুবারি-ধারা
আসার ; জীমূত-মন্দ্র হাহাকার রব !
চমকিলা লঙ্কাপতি কনক-আসনে ।

১০ । কিঙ্কিণীর বোল—অলঙ্কারসমূহের শব্দ ।

১১ । চিত্রাঙ্গদা—রাবণের একজন মহিষী, বীরবাহুর জননী ।

১২ । কবরী—কেশপাশ, চুল । ১৩ । হিমানী—হিমসমূহ । ১৪ । পদ্মপর্ণ—পদ্মপত্র ।

১৫ । সুরসুন্দরী—বিদ্যাৎ । সুরসুন্দরীর রূপে—বিদ্যাভেদের ভাৱ ।

১৬ । আসার—সৃষ্টিধারা । জীমূত-মন্দ্র—মেঘধ্বনি ।

ফেলিল চামর দূরে তিতি নেত্রনীরে
কিঙ্করী ; কাঁদিল ফেলি ছত্র ছত্রধর ;
ক্ষোভে, রোষে, দৌবারিক নিকোষিলা অসি
ভীমরাপী ; পাত্র, মিত্র, সভাসদ যত,
অধীর, কাঁদিলা সবে ঘোর কোলাহলে ।

কত ক্ষণে মুহু স্বরে কহিলা মহিষী
চিত্রাঙ্গদা, চাহি সতী রাবণের পানে ;—
“একটী রতন মোরে দিয়াছিল বিধি
কৃপাময় ; দীন আমি থুয়েছিহু তারে
রক্ষাহেতু তব কাছে, রক্ষঃকুল-মণি,
তরুর কোটরে রাখে শাবকে যেমতি
পাখী । কহ, কোথা তুমি রেখেছ তাহারে,
লঙ্কানাথ ? কোথা মম অমূল্য রতন ?
দরিদ্র-ধন-রক্ষণ রাজধর্ম ; তুমি
রাজকুলেশ্বর ; কহ, কেমনে রেখেছ,
কাকালিনী আমি, রাজা, আমার সে ধনে ?”

উত্তর করিলা তবে দশানন বলী ;—
“এ বৃথা গঞ্জনা, প্রিয়ে, কেন দেহ মোরে !
এহদোষে দোষী জনে কে নিন্দে, সুন্দরি ?
হায়, বিধিবশে, দেবি, সহি এ যাতনা
আমি । বীরপুত্রধাত্রী এ কনকপুরী,
দেখ, বীরশূন্য এবে ; নিদাঘে যেমতি
ফুলশূন্য বনস্থলী, জলশূন্য নদী !
বরজে সজারু পশি বারুইর যথা
ছিন্ন ভিন্ন করে তারে, দশরথাত্মজ
মজাইছে লঙ্কা মোর ! আপনি জলধি
পরেন শৃঙ্খল পায়ে তার অহুরোধে !
এক পুত্রশোকে তুমি আকুলা, ললনে,

• । নিকোষিলা—নিকোষ করিলা অর্থাৎ ঝাপ হইতে বাহির করিলা

শত পুত্রশোকে বুক আমার কাটিছে
দিবা নিশি! হায়, দেবি, যথা বনে বায়ু
প্রবল, শিমূলশিখী ফুটাইলে বলে,
উড়ি যায় তুলারাশি, এ বিপুল-কুল-
শেখর রাক্ষস যত পড়িছে তেমতি
এ কাল সমরে। বিধি প্রসারিছে বাহু
বিনাশিতে লক্ষা মম, কহিহু তোমারে।”

নীরবিলা রক্ষোনাথ ; শোকে অধোমুখে
বিধুমুখী চিত্রাঙ্গদা, গন্ধর্বনন্দিনী,
কাঁদিলে,—বিহ্বলা, আহা, স্মরি পুত্রবরে।
কহিতে লাগিল পুনঃ দাশরথি-অরি ;—

“এ বিলাপ কভু, দেবি, সাজে কি তোমারে ?
দেশবৈরী নাশি রণে পুত্রবর তব
গেছে চলি স্বর্গপুরে ; বীরমাতা তুমি ;
বীরকর্মে হত পুত্র-হেতু কি উচিত
ক্রন্দন ? এ বংশ মম উজ্জল হে আজি
তব পুত্রপরাক্রমে ; তবে কেন তুমি
কাঁদ, ইন্দুনিভাননে, তিত অশ্রুণীরে ?”

উত্তর করিল তবে চারুনেত্রী দেবী
চিত্রাঙ্গদা ;—“দেশবৈরী নাশে যে সমরে,
শুভক্ষণে জন্ম তার ; ধন্য বলে মানি
হেন বীরপ্রসূনের প্রসূ ভাগ্যবতা।
কিস্ত ভেবে দেখ, নাথ, কোথা লক্ষা তব ;
কোথা সে অযোধ্যাপুরী ? কিসের কারণে,
কোন্ লোভে, কহ, রাজা, এসেছে এ দেশে
রাঘব ? এ স্বর্গ-লক্ষা দেবেন্দ্রবাঙ্কিত,
অতুল ভবমণ্ডলে ; ইহার চৌদিকে

২-৩। হায়, দেবি, ইত্যাদি—যেদ্রপ বনদেশে প্রবলতর বায়ু বহিয়া শিমূল-শিখী
অর্থাৎ তুলার পাবলী স্বলে ফুটাইলে ইত্যাদি। ৮। নীরবিলা—নীরব হইল।

২২। বীরপ্রসূম—বীরকুল-কুম্ম-বরুণ। প্রসূ—জননী।

রক্ত-প্রাচীর সম শোভেন জলধি ।
 শুনেছি সরযুতীরে বসতি তাহার—
 ক্ষুদ্র নর । তব হৈমসিংহাসন-আশে
 যুঝিছে কি দাশরথি ? বামন হইয়া
 কে চাহে ধরিতে চাঁদে ? তবে দেশরিপু
 কেন তারে বল, বলি ? কাকোদর সদা
 নম্রশিরঃ ; কিন্তু তারে প্রহারয়ে যদি
 কেহ, উর্দ্ধ-ফণা ফণী দংশে প্রহারকে ।
 কে, কহ, এ কাল-অগ্নি জ্বালিয়াছে আজি
 লঙ্কাপুরে ? হায়, নাথ, নিজ কর্ম-ফলে,
 মজ্জালে রাক্ষসকূলে, মজ্জিলা আপনি !”

এতেক কহিয়া বীরবাহুর জননী,
 চিত্রাঙ্গদা, কাঁদি সঙ্গে সঙ্গীদলে লয়ে,
 প্রবেশিলা অন্তঃপুরে । শোকে, অভিমানে,
 ত্যজি সুকনকাসন, উঠিলা গর্জিয়া
 রাঘবারি । “এত দিনে” (কহিলা ভূপতি)
 “বীরশূণ্য লঙ্কা মম ! এ কাল সমরে,
 আর পাঠাইব কারে ? কে আর রাখিবে
 রাক্ষসকূলের মান ? যাইব আপনি ।
 সাজ হে বীরেন্দ্রবৃন্দ, লঙ্কার ভূষণ !
 দেখিব কি গুণ ধরে রঘুকুলমণি !
 অরাবণ, অরাম বা হবে ভব আজি !”

এতেক কহিলা যদি নিকষানন্দন
 শূরসিংহ, সভাতলে বাজিল ছন্দুভি
 গভীর জীমূতমস্ত্রে । সে ভৈরব রবে,
 সাজিল কর্করবৃন্দ বীরমদে মাতি,

২ । সরযু—অযোধ্যা-দেশে নদী-বিশেষ । ইহার আর একটি নাম বর্ধরা ।

৬ । কাকোদর—সর্প ।

২২ । অরাবণ ইত্যাদি—হয় ত অস্ত্র আমি রামকে মারিব, নয় রাম আমাকে মারিবে ।

২৬ । কর্করবৃন্দ—রাক্ষস-সবুহ ।

দেব-দৈত্য-নর-ত্রাস । বাহিরিল বেগে
 বারী হতে (বারিশ্রোতঃ-সম পরাক্রমে
 ছর্বার) বারণমুখ ; মন্দুরা ত্যজিয়া
 বাজীরাজী, বক্রগ্রীব, চিবাইয়া রোষে
 মুখস্ । আইল রড়ে রথ স্বর্ণচূড়,
 বিভায় পুরিয়া পুরী । পদাতিক-ব্রজ,
 কনক শিরস্ক শিরে, ভাস্বর পিধানে
 অসিবর, পৃষ্ঠে চর্ম্ম অভেদ্য সমরে,
 হস্তে শূল, শালবৃক্ষ অভভেদী যথা,
 আয়সী-আবৃত দেহ, আইল কাতারে ।
 আইল নিষাদী যথা মেঘবরাসনে
 বজ্রপাণি ; সাদী যথা অশ্বিনী-কুমার,
 ধরি ভীমাকার ভিন্দিপাল, বিশ্বনাশী
 পরশু,—উঠিল আভা আকাশ-মণ্ডলে,
 ✓ যথা বনস্থলে যবে পশে দাবানল । ✓
 রক্ষঃকুলধ্বজ ধরি, ধ্বজধর বলা
 মেলিলা কেতনবর, রতনে খচিত,
 বিস্তারিয়া পাখা যেন উড়িলা গরুড়
 অক্ষরে । গভীর রোলে বাজিল চৌদিকে
 রণবাণ, হয়ব্যূহ হেমিল উল্লাসে,
 গরজিল গজ, শঙ্খ নাদিল ভৈরবে ;

-
- ১। দেব-দৈত্য-নর-ত্রাস—দেবতা, দৈত্য, মনুষ্য, ইহাদিগের ভয়ের হেতু ।
 ২। বারী—গজ-গৃহ । ৩। মন্দুরা—অখালর । ৫। মুখস্—মাগাম ।
 ৬। ব্রজ—সমুদায় । ৭। শিরস্ক—পাগড়ী ।
 ৭-৮। ভাস্বর—দীপ্তিশালী, উজ্জ্বল । পিধান—আচ্ছাদন, আবরণ । (ভরবারি
 পক্ষে) ধাপ । ১০। আয়সী—লৌহ-আবরণ ।
 ১১। নিষাদী—মাহত । ১২। বজ্রপাণি—ইন্দ্র । সাদী—অখালর ।
 ১৩। ভিন্দিপাল—অজ্ঞাবশেষ । ১৪। পরশু—হুঁটার । ১৭। কেতন—ধ্বজা ।
 ২০। হয়ব্যূহ—অখসমূহ । হেমিল—হেয়ারব করিল । অশ্বিনির নাম হেমা ।

কোদণ্ড-টঙ্কার সহ অসির বান্ধনি
 রোধিল শ্রবণ-পথ মহা কোলাহলে !
 টলিল কনকলঙ্কা বীরপদভরে ;—
 গঞ্জিলা বারীশ রোষে ! যথা জলতলে
 কনক-পঙ্কজ-বনে, প্রবাল-আসনে,
 বারুণী রূপসী বসি, মুক্তাফল দিয়া
 কবরী বাঁধিতেছিল, পশিল সে স্থলে
 আরাব ; চমকি সতী চাহিলা চৌদিকে ।
 কহিলেন বিধুমুখী সখীরে সন্তাষি
 মধুস্বরে ;—“কি কারণে, কহ, লো স্বজনি,
 সহসা জলেশ পাশী অস্থির হইলা ?
 দেখ, থর থর করি কাঁপে মুক্তাময়ী
 গৃহচূড়া । পুনঃ বুঝি ছুঁষ্ট বায়ুকুল
 যুঝিতে তরঙ্গচয়-সঙ্গে দিলা দেখা ।
 ধিক্ দেব প্রভঞ্নে ! কেমনে ভুলিলা
 আপন প্রতিজ্ঞা, সখি, এত অল্প দিনে
 বায়ুপতি ? দেবেশ্বরের সভায় তাঁহারে
 সাধিনু সে দিন আমি বাঁধিতে শৃঙ্খলে
 বায়ু-বৃন্দে ; কারাগারে রোধিতে সবারে ।
 হাসিয়া কহিলা দেব ;—অনুমতি দেহ,
 ✓ জলেশ্বরী, তরঙ্গিণী বিমলসলিলা ✓
 আছে যত ভবতলে কিঙ্করা তোমারি,
 তা সবার সহ আমি বিহারি সতত,—
 তা হলে পালিব আজ্ঞা ;—তখনি, স্বজনি,
 সায় তাহে দিহু আমি । তবে কেন আজি,

১। কোদণ্ড—বহুঃ। ৬। বারুণী—বরুণ-স্ত্রী। ৮। আরাব—রব ; ধ্বনি।

১১। জলেশ পাশী—এ স্থলে উত্তর শব্দেই বরুণাধ্বনিচকতা প্রযুক্ত পুনরাবৃত্তিদোষের সম্ভাবনা। অতএব তদ্বিবারণার্থ উত্তরের মধ্যে একটিকে বিশেষ্য, অপরটিকে বিশেষণ করিয়া কল্পিতে হইবেক। জলেশ—জলের ঈশ অর্থাৎ অধিষ্ঠাতা। পাশী—পান-নামক অস্ত্রধারী। বরুণের অস্ত্রের নাম পান।

আইলা পবন মোরে দিতে এ যাতনা ?”

উত্তর করিলা সখী কল কল রবে ;—
“বৃথা গঞ্জ প্রভঞ্নে, বারীন্দ্রমহিষি,
তুমি । এ ত ঝড় নহে ; কিন্তু ঝড়াকারে
সাজিছে রাবণ রাজা স্বর্ণলঙ্কাধামে,
লাঘবিত্তে রাঘবের বীরগর্ব রণে ।”

কহিলা বারুণী পুনঃ ;—“সত্য, লো স্বজনি,
বৈদেহীর হেতু রাম রাবণে বিগ্রহ ।
রক্ষঃকুল-রাজলক্ষ্মী মম প্রিয়তমা
সখী । যাও শীঘ্র তুমি তাঁহার সদনে,
শুনিত্তে লালসা মোর রণের বারতা ।
এই স্বর্ণকমলাটি দিও কমলারে ।
কহিও, যেখানে তাঁর রাঙা পা ছুখানি
রাখিতেন শশিমুখী বসি পদ্মাসনে,
সেখানে ফোটে এ ফুল, যে অবধি তিনি,
আঁধারি জলধি-গৃহ, গিয়াছেন গৃহে ।”

উঠিলা মুরলা সখী, বারুণী-আদেশে,
জলতল ত্যজি, যথা উঠয়ে চটুলা
সফরী, দেখাতে ধনী রজঃ-কাস্তি-ছটা-
বিলম্ব বিভাবসুরে । উত্তরিলা দূতী
যথায় কমলালয়ে, কমল-আসনে,
বসেন কমলময়ী কেশব-বাসনা
লঙ্কাপুরে । ক্ষণকাল দাঁড়িয়ে ছুয়ারে,
জুড়াইলা আঁখি সখী, দেখিয়া সম্মুখে,
যে রূপমাধুরী মোহে মদনমোহনে ।

২। কল কল রবে—বারুণীর সখীর নাম মুরলা । মুরলা, নদীবিশেষ । পুস্তকান্ত
তাহার কল কল রবেই উত্তর করা স্বভাব ।

৬। লাঘবিত্তে—লাঘব করিত্তে ।

১৬। গৃহে—স্বগৃহে । বৈকুণ্ঠধামে ।

১৯—২০। রজঃ-কাস্তি-ছটা-বিলম্ব—সফরীর (পুঁটী মাল্লহর) শরীর দেখিলে, বোধ
হয়, যেন বিধাতা তাহাকে রজঃ (রৌপ্য) দিয়া গড়িয়াছেন । বিভাবসুরে—স্বর্ষ্যকে ।

বহিছে বাসস্তানিল—চির অমুচর—
 দেবীর কমলপদপরিমল-আশে
 সুস্বনে । কুম্ভ-রাশি শোভিছে চৌদিকে,
 ধনদের হৈমাগারে রত্নরাজী যথা ।
 শত স্বর্ণ-ধূপদানে পুড়িছে অগুরু,
 গন্ধরস, গন্ধামোদে আমোদি দেউলে ।
 স্বর্ণপাত্রে সারি সারি উপহার নানা,
 বিবিধ উপকরণ । স্বর্ণদীপাবলী
 দীপিছে, সুরভি তৈলে পূর্ণ—হীনতেজাঃ,
 ✓ খটোতিকাটোতি যথা পূর্ণ-শশী-তেজে ! ✓
 ফিরায়ে বদন, ইন্দু-বদনা ইন্দুরা
 বসেন বিষাদে দেবী, বসেন যেমতি—
 বিজয়া-দশমী যবে বিরহের সাথে
 প্রভাতয়ে গৌড়গৃহে—উমা চন্দ্রাননা
 করতলে বিষ্ণাসিয়া কপোল, কমলা
 তেজস্বিনী, বসি দেবী কমল-আসনে ;—
 পশে কি গো শোক হেন কুম্ভ-হৃদয়ে ?
 প্রবেশিলা মন্দগতি মন্দিরে সুন্দরা
 মুরলা ; প্রবেশি দূতী, রমার চরণে
 প্রণমিলা, নতভাবে । আশীষি ইন্দুরা—
 রক্ষঃ-কুল-রাজলক্ষ্মী—কহিতে লাগিলা ।
 “কি কারণে হেথা আজি, কহ লো মুরলে,
 গতি তব ? কোথা দেবী জলদলেশ্বরী,
 প্রিয়তমা সখী মম ? সদা আমি ভাবি
 তাঁর কথা । ছিহু যবে তাঁহার আলয়ে,
 কত যে করিলা কৃপা মোর প্রতি সতী

৪ । বনদ—কুবের ।

১০ । যেমন পূর্ণচন্দ্রের তেজে কোনাকীর্ণ হীনতেজাঃ হয়, তদ্রূপ লক্ষ্মীর মূর্খের
 আভার দীপসমূহ হীনতেজাঃ হইয়া আলিতেছে ।

ବାରୁଣୀ, କହୁ କି ଆମି ପାରି ତା ଭୁଲିତେ ?
 ରମାର ଆଶାର ବାସ ହରିର ଉରସେ ;—
 ହେନ ହରି ହାରା ହୟେ ବାଞ୍ଚିଲ ସେ ରମା,
 ସେ କେବଳ ବାରୁଣୀର ସ୍ନେହୋଷଧିଶୁଣେ ।
 ଭାଳ ତ ଆଛେନ, କହ, ପ୍ରିୟସଖୀ ମମ
 ବାରୀନ୍ଦ୍ରାଣୀ ?” ଉତ୍ତରିଲା ମୁରଲୀ ରୂପସୀ ;—
 “ନିରାପଦେ ଜଳତଳେ ବସେନ ବାରୁଣୀ ।
 ବୈଦେହୀର ହେତୁ ରାମ ରାବଣେ ବିଗ୍ରହ ;
 ଶୁନିତେ ଲାଳସା ତାର ରଣେର ବାରତା ।
 ଏହି ସେ ପଦ୍ମଟି, ମତି, ଫୁଟେଛିଲ ଯୁଦ୍ଧେ
 ସେଥାନେ ରାଧିତେ ତୁମି ରାଠା ପା ହୁଥାନି ;
 ତେଁହି ପାଶି-ପ୍ରଣୟିନୀ ପ୍ରେରିয়াଛେ ଏରେ ।”

ବିଷାଦେ ନିଶ୍ଵାସ ଛାଡ଼ି କହିଲା କମଳା,
 ବୈକୁଣ୍ଠଧାମେର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ;—“ହାୟ ଲୋ ସ୍ଵଜନି,
 ଦିନ ଦିନ ହୀନ-ବୀର୍ୟ ରାବଣ ହୁର୍ମତି,
 ସାଦ:-ପତି-ରୋଧ: ଯଥା ଚଳୋଷ୍ଠି-ଆଘାତେ !
 ଶୁନି ଚମକିବେ ତୁମି । କୁଞ୍ଜକର୍ଣ ବଳୀ
 ଭୀମାକୃତି, ଅକମ୍ପନ, ରଣେ ଧୀର, ଯଥା
 ଭୂଧର, ପଢ଼େଛେ ସହ ଅତିକାୟ ରଥୀ ।
 ଆର ଯତ ରକ୍ତ: ଆମି ବର୍ଣିତେ ଅକ୍ଳମ ।
 ମରିয়াଛେ ବୀରବାହ—ବୀର-ଚୁଡ଼ାମନି,
 ଓହି ସେ କ୍ରନ୍ଦନ-ଧ୍ଵନି ଶୁନିଛ, ମୁରଲେ,
 ଅନ୍ତ:ପୁରେ, ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦା କାନ୍ଦେ ପୁଞ୍ଜଶୋକେ
 ବିକଳା । ଚଞ୍ଚଳା ଆମି ଛାଡ଼ିତେ ଏ ପୁରୀ ।
 ବିଦରେ ହୃଦୟ ମମ ଶୁନି ଦିବା ନିଶି
 ପ୍ରେମଦା-କୁଳ-ରୋଦନ ! ପ୍ରତି ଗୃହେ କାନ୍ଦେ
 ପୁଞ୍ଜହୀନା ମାତା, ଦୃତି, ପତିହୀନା ମତୀ !”

୧ । ଉରସେ—ବନ୍ଧୁ:ହଲେ ।

୧୧ । ପାଶି—ପାଶ-ଅନ୍ଧାଧାରୀ ବନ୍ଧନ ।

୧୨ । ସାଦ:-ପତି—ମାଗର । ରୋଧ: ଡ଼କ । ଚଳ—ଚକଳ । ଉର୍ଦ୍ଧି—ଉରଦ ।

୧୩ । ଅତିକାର—ରାବଣେର ପୁଞ୍ଜ ।

সুধিলা মুরলা ;—“কহ, শুনি, মহাদেবি,
কোন্ বীর আজি পুনঃ সাজিছে যুঝিতে
বীরদর্পে ?” উত্তরিল মাধব-রমণী ;—
“না জানি কে সাজে আজি । চল লো মুরলে,
বাহিরিয়া দেখি মোরা কে যায় সমরে ।”

এতেক কহিয়া রমা মুরলার সহ,
রক্ষকুল-বালা-রূপে, বাহিরিলা দৌহে
হুকুল-বসনা । রুণু রুণু মধুবোলে
বাজিল কিঙ্কিণী ; করে শোভিল কঙ্কণ,
নয়নরঞ্জন কাঞ্চী কৃশ কটিদেশে ।
দেউল ছয়ারে দৌহে দাঁড়িয়ে দেখিলা,
কাতারে কাতারে সেনা চলে রাজপথে,
সাগরতরঙ্গ যথা পবন-তাড়নে
দ্রুতগামী । ধায় রথ, ঘুরয়ে ঘূর্ঘরে
চক্রনেমি । দৌড়ে ঘোড়া ঘোর ঝড়াকারে ।
অধীরিয়া বসুধারে পদভরে, চলে
✓ দস্তী, আক্ষালিয়া শুণ্ড, দণ্ডধর যথা ✓
কাল-দণ্ড । বাজে বাত গন্তীর নিকণে ।
রতনে খচিত কেতু উড়ে শত শত
তেজস্কর । ছই পাশে, হৈম-নিকেতন-
বাতায়নে দাঁড়াইয়া ভুবনমোহিনী
লঙ্কাবধু বরিষয়ে কুসুম-আসার,
করিয়া মঙ্গলধ্বনি । কহিলা মুরলা,
চাহি ইন্দিরার ইন্দুবদনের পানে ;—
“ত্রিদিব-বিভব, দেবি, দেখি ভবতলে
আজি ! মনে হয় যেন, বাসব আপনি,

৮ । হুকুল—পটবস্ত্র ।

১০ । কাঞ্চী—মেখলা, কটকটক ।

১৫ । চক্রনেমি—চক্রের নেমি অর্থাৎ পরিধি । ১৭ । দস্তী—হাতী । দণ্ডধর—ধন ।

১৮ । দণ্ডধর যথা কালদণ্ড—যম বেরণ কালদণ্ড আক্ষালন করেন । নিকণ—বস্ত্রধ্বনি ।

২১ । বাতায়ন—জানালা ।

২৫ । ত্রিদিব-বিভব—বর্গের ঐশ্বর্য ।

স্বরীধর, সুর-বল-দল সজে করি,
প্রবেশিলা লঙ্কাপুরে । কহ, কৃপাময়ি,
কৃপা করি কহ, শুনি, কোন্ কোন্ রথী
রণ-হেতু সাজে এবে মত্ত বীরমদে ?”

কহিলা কমলা সতী কমলনয়না ;—
“হায়, সখী, বীরশূন্য স্বর্ণ লঙ্কাপুরী !
মহারথীকুল-ইন্দ্র আছিল যাহারা,
দেব-দৈত্য-নর-ক্রাস, ক্ষয় এ দুর্জয়
রণে ! শুভ ক্ষণে ধনুঃ ধরে রঘুমণি ।
ওই যে দেখিছ রথী স্বর্ণ-চূড়-রণে,
ভীমমূর্তি, বিরূপাক্ষ রক্ষঃ-দল-পতি,
প্রক্ষেড়নধারী বীর, তুর্বার সমরে ।
গজপৃষ্ঠে দেখ ওই কালনেমি, বলে
রিপুকুল-কাল বলী, ভিন্দিপালপানি ।
অখারোহী দেখ ওই তালবৃক্ষাকৃতি
তালজজ্বা, হাতে গদা, গদাধর যথা
মুরারি ! সমর-মদে মত্ত, ওই দেখ
প্রমত্ত, ভীষণ রক্ষঃ, বক্ষঃ শিলাসম
কঠিন ! অশ্রাণ্য যত কত আর কব ?
শত শত হেন যোধ হত এ সমরে,
যথা যবে প্রবেশয়ে গহন বিপিনে
বৈশ্বানর, তুঙ্গতর মহীরুহবৃহ
পুড়ি ভস্মরাশি সবে ঘোর দাবানলে ।”

সুধিলা মুরলা দূতী ; “কহ, দেবীশ্বরী,
কি কারণে নাহি হেরি মেঘনাদ রথী
ইন্দ্রজিতে—রক্ষঃ-কুল-হর্যাক্ষ বিগ্রহে ?

১। স্বরীধর—ইন্দ্র ।

৭। মহারথী—অতি বুদ্ধিশারদ । অন্ন-শন্ন-প্রবীণ যে বোঝা একাকী দশ সহস্র
বলুর্ধারের সহিত বুদ্ধ করিতে পারেন ।

১২। প্রক্ষেড়ন—দৌহবহুঃ ।

২২। বৈশ্বানর—অগ্নি ।

হত কি সে বলী, সতি, এ কাল সমরে ?”

উত্তর করিলা রমা সূচাকুহাসিনী ;—
 “প্রমোদ-উজ্জানে বুঝি ভ্রমিছে আমোদে,
 যুবরাজ, নাহি জানি হত আজি রণে
 বীরবাহু ; যাও তুমি বারুণীর পাশে,
 মুরলে । কহিও তাঁরে এ কনক-পুরী
 ত্যজিয়া, বৈকুণ্ঠ-ধামে ত্বরা যাব আমি ।
 নিজদোষে মজে রাজা লঙ্কা-অধিপতি ।
 হায়, বরিষার কালে বিমল-সলিলা
 সরসী, সমলা যথা কর্দম-উদগমে,
 পাপে পূর্ণ স্বর্ণলঙ্কা ! কেমনে এখানে
 আর বাস করি আমি ? যাও চলি, সখি,
 প্রবাল-আসনে যথা বসেন বারুণী
 মুক্তাময় নিকেতনে । যাই আমি যথা
 ইন্দ্রজিৎ, আনি তারে স্বর্ণ-লঙ্কা-ধামে ।
 প্রাক্তনের ফল ত্বরা ফলিবে এ পুরে ।”

প্রণমি দেবীর পদে, বিদায় হইয়া,
 উঠিলা পবন-পথে মুরলা রূপসী
 দূতী, যথা শিখণ্ডিনী, আখণ্ডল-ধনুঃ-
 বিবিধ-রতন-কাস্তি আভায় রঞ্জিয়া
 নয়ন, উড়য়ে ধনী মঞ্জু কুঞ্জবনে !

উত্তরি জলধি-কূলে, পশিলা সুন্দরী
 নীল-অশ্ব-রাশি । হেথা কেশব-বাসনা
 পদ্মাক্ষী, চলিলা রক্ষঃ-কুল-লক্ষ্মী, দূরে
 যথায় বাসব-ত্রাস বসে বীরমণি
 মেঘনাদ । শূণ্যমার্গে চলিলা ইন্দ্রিরা ।

১৬। প্রাক্তন—অদৃষ্ট ।

১৭। শিখণ্ডিনী—মহুরী । আখণ্ডল-ধনুঃ—ইন্দ্রের ধনুঃ । ইন্দ্রের ধনুতে যে সকল
 নামাঙ্ককার রত্ন-আভা লক্ষিত হয়, সেইরূপ আভাতে ইত্যাদি । ধনু—সুন্দর, মনোরম ।
 মুরলার গৌরবর্ণ, নীল বস্ত্র এবং মণিময় স্বর্ণালঙ্কার সকলের একত্রীকৃত আভা ইন্দ্রধনুঃ-সদৃশ ।

কত রূপে উত্তরিলে স্থষীকেশ-প্রিয়া,
 সুকেশিনী, যথা বসে চির-রগজয়ী
 ইন্দ্রজিত । বৈজয়ন্তধাম-সম পুরী,—
 অলিন্দে সুন্দর হৈমময় স্তম্ভাবলী
 হীরচূড় ; চারি দিকে রম্য বনরাজী
 নন্দনকানন যথা । কুহরিছে ডালে
 কোকিল ; ভ্রমরদল ভ্রমিছে গুঞ্জরি ;
 বিকশিছে ফুলকুল ; মর্ম্মরিছে পাতা ;
 বহিছে বাসস্তানিল ; ঝরিছে ঝঝরে
 নিঝরে । প্রবেশি দেবী সুবর্ণ-প্রাসাদে,
 দেখিলা সুবর্ণ-দ্বারে ফিরিছে নির্ভয়ে
 ভীমরূপী বামাবৃন্দ, শরাসন করে ।
 ছলিছে নিষঙ্গ-সঙ্গে বেণী পৃষ্ঠদেশে ।
 বিজলীর ঝলা সম, বেণীর মাঝারে,
 রত্নরাজী, তুণে শর মণিময় ফণী !
 উচ্চ কুচ-যুগোপরি সুবর্ণ কবচ,
 রবি-কর-জাল যথা প্রফুল্ল কমলে ।
 তুণে মহাখর শর ; কিন্তু খরতর
 আয়ত-লোচনে শর । নবীন যৌবন-
 মদে মত্ত, ফেরে সবে মাতঙ্গিনী যথা
 মধুকালে । বাজে কাঞ্চী, মধুর শিঞ্জিতে,
 বিশাল নিতম্ববিশ্বে ; নূপুর চরণে ।
 বাজে বীণা, সপ্তস্বরী, মুরজ, মুরলী ;
 সঙ্গীত-তরঙ্গ, মিশি সে রবের সহ,
 উথলিছে চারি দিকে, চিত্ত বিনোদিয়া ।
 বিহারিছে বীরবর, সঙ্গে বরাদনা
 প্রমদা, রজনীনাথ বিহারেন যথা

৩। বৈজয়ন্ত—ইন্দ্রের পুরী । ইহার আর একটি নাম অমরাবতী ।

৪। অলিন্দ—বারাণ্ডা, কানাচ ।

৯। বীসস্তানিল—বসন্তকালের বায়ু ।

১২। শরাসন—ধনুঃ ।

১৩। নিষঙ্গ—তুণ ।

২১। শিঞ্জিত—অলঙ্কারধনি ।

দক্ষ-বালা-দলে লয়ে ; কিম্বা, রে যমুনে,
ভানুসুতে, বিহারেন রাখাল যেমতি
নাচিয়া কদম্বমূলে, মুরলী অধরে,
গোপ-বধু-সঙ্গে রঙ্গে তোর চারু কূলে !

মেঘনাদধাত্রী নামে প্রভাষা রাক্ষসী ।

তার রূপ ধরি রমা, মাধব-রমণী,
দিলা দেখা, মুণ্ডে যষ্টি, বিশদ-বসনা ।

কনক-আসন ত্যজি, বীরেন্দ্রকেশরী
ইন্দ্রজিৎ, প্রণমিয়া ধাত্রীর চরণে,
কহিলা,—“কি হেতু, মাতঃ, গতি তব আজি
এ ভবনে ? কহ দাসে লঙ্কার কুশল ।”

শিরঃ চুম্বি, ছদ্মবেশী অনুরাশি-সুতা
উত্তরিলে ;—“হায় ! পুত্র, কি আর কহিব
কনক-লঙ্কার দশা ! ঘোরতর রণে,
হত প্রিয় ভাই তব বীরবাহু বলী !

তার শোকে মহাশোকী রাক্ষসাদিপতি,
সসৈন্তে সাজেন আজি যুদ্ধিতে আপনি ।”

জিজ্ঞাসিলা মহাবাহু বিস্ময় মানিয়া ;—
“কি কহিলা, ভগবতি ? কে বধিল কবে
প্রিয়ানুজে ? নিশা-রণে সংহারিহু আমি
রঘুবরে ; খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিহু
বরষি প্রচণ্ড শর বৈরিদলে ; তবে
এ বারতা, এ অস্তুত বারতা, জননি,
কোথায় পাইলে তুমি, শীঘ্র কহ দাসে ।”

রত্নাকর-রত্নোত্তমা ইন্দ্রিমা সুন্দরী
উত্তরিলে ;—“হায় ! পুত্র, মায়াবী মানব
সীতাপতি ; তব শরে মরিয়া বাঁচিল ।
যাও তুমি ত্বর করি ; রক্ষ রক্ষঃকুল-

মান ; এ কাল সমরে, রক্ষঃ-চূড়ামণি !”

ছিঁড়িলা কুসুমদাম রোষে মহাবলী
মেঘনাদ ; ফেলাইলা কনক-বলয়
দূরে ; পদ-তলে পড়ি শোভিল কুণ্ডল,
যথা অশোকের ফুল অশোকের তলে
আভাময় ! “ধিক্ মোরে” কহিলা গম্ভীরে
কুমার, “হা ধিক্ মোরে ! বৈরিদল বেড়ে
স্বর্ণলঙ্কা, হেথা আমি রামাদল মাঝে ?
এই কি সাজে আমারে, দশাননাত্মজ
আমি ইন্দ্রজিৎ ; আন রথ ত্বরা করি ;
ঘুচাব এ অপবাদ, বধি রিপুকুলে ।”

সাজিলা রথীন্দ্রবর্ষভ বীর-আভরণে,
হৈমবতীসুত যথা নাশিতে তারকে
মহাসুর ; কিম্বা যথা বৃহন্নলারূপী
কিরীটী, বিরাটপুত্র সহ, উদ্ধারিতে
গোধন, সাজিলা শূর শমীবৃক্ষমূলে ।
মেঘবর্গ রথ ; চক্র বিজলীর ছটা ;
ধ্বজ ইন্দ্রচাপরূপী ; তুরঙ্গম বেগে
আশুগতি । রথে চড়ে বীর-চূড়ামণি
বীরদর্পে, হেন কালে প্রমীলা সুন্দরী,
ধরি পতি-কর-যুগ (হায় রে, যেমতি
হেমলতা আলিঙ্গয়ে তরু-কুলেশ্বরে)
কহিলা কাঁদিয়া ধনী ; “কোথা, প্রাণসখে,
রাখি এ দাসীরে, কহ, চলিলা আপনি ?
কেমনে ধরিবে প্রাণ তোমার বিরহে
এ অভাগী ? হায়, নাথ, গহন কাননে,
ব্রততী বাঁধিলে সাধে করি-পদ, যদি
তার রক্তরসে মনঃ না দিয়া, মাতঙ্গ

১২। রথীন্দ্রবর্ষভ—রথীবরশ্রেষ্ঠ ।

১৩। হৈমবতীসুত—কাণ্ডিকের ।

১৪। কিরীটী—অর্জুন ।

১১। আশুগতি—বায়ু ।

২৭। ব্রততী—লতা ।

যায় চলি, তবু তারে রাখে পদাশ্রমে
 যুথনাথ । তবে কেন তুমি, গুণনিধি,
 ত্যজ কিঙ্করীরে আজি ?” হাসি উত্তরিল
 মেঘনাদ, “ইন্দ্রজিতে জিতি তুমি, সতি,
 বেঁধেছ যে দৃঢ় বাঁধে, কে পারে খুলিতে
 সে বাঁধে ? হারায় আমি আসিব ফিরিয়া
 কল্যাণি, সমরে নাশি তোমার কল্যাণে
 রাঘবে । বিদায় এবে দেহ, বিধুমুখি ।”

উঠিল পবন-পথে, ঘোরতর রবে,
 রথবর, হৈমপাথা বিস্তারিয়া যেন
 উড়িলা মৈনাক-শৈল, অম্বর উজলি !
 শিঞ্জিনী আকর্ষি রোষে, টঙ্কারিলা ধনুঃ
 বীরেন্দ্র, পক্ষীন্দ্র যথা নাদে মেঘ মাঝে
 ভৈরবে । কাঁপিল লঙ্কা, কাঁপিলা জলধি !

সাজিছে রাবণ রাজা, বীরমদে মাতি ;—
 বাজিছে রণ-বাজনা ; গরজিছে গজ ;
 হেঘে অশ্ব ; হুঙ্কারিছে পদাতিক, রথী ;
 উড়িছে কোশিক-ধ্বজ ; উঠিছে আকাশে
 কাঞ্চন-কঙ্ক-বিতা । হেন কালে তথা
 দ্রুতগতি উত্তরিল মেঘনাদ রথী ।

নাদিলা কর্কর-রদল হেরি বীরবরে
 মহাগর্বে । নমি পুত্র-পিতার চরণে,
 করযোড়ে কহিলা ; “হে রক্ষঃ-কুল-পতি,
 শুনেছি, মরিয়া না কি বাঁচিয়াছে পুনঃ
 রাঘব ? এ মায়া, পিতঃ, বুঝিতে না পারি ।
 কিন্তু অহুমতি দেহ ; সমূলে নিশ্চূল
 করিব পামরে আজি ! ঘোর শরানলে
 করি ভষ্ম, বায়ু-অস্ত্রে উড়াইব তারে ;

১২ । শিঞ্জিনী—ধনুকের ছিল। ১৩ । কাঞ্চন-কঙ্ক—সোণার সাজের।

২১ । কর্কর—রাকস ।

নতুবা বাঁধিয়া আনি দিব রাজপদে ।”

আলিঙ্গি কুমারে, চুষ্টি শিরঃ, যুত্বশ্বরে
উত্তর করিলা তবে স্বর্ণ-লঙ্কাপতি ;—
“রাক্ষস-কুল-শেখর তুমি, বৎসঃ; তুমি
রাক্ষস-কুল-ভরসা । এ কাল সমরে,
নাহি চাহে প্রাণ মম পাঠাইতে তোমা
বারম্বার । হায়, বিধি বাম মম প্রতি ।
কে কবে শুনেছে, পুত্র, ভাসে শিলা জলে,
কে কবে শুনেছে, লোক মরি পুনঃ বাঁচে ?”

উত্তরিলা বীরদর্পে অসুরারি-রিপু ;—
“কি ছার সে নর, তারে ডরাও আপনি,
রাজেন্দ্র ? থাকিতে দাস, যদি যাও রণে
তুমি, এ কলঙ্ক, পিতঃ, ঘৃষিবে জগতে ।
হাসিবে মেঘবাহন ; ঋষিবেন দেব
অগ্নি । দুই বার আমি হারানু রাঘবে ;
আর এক বার পিতঃ, দেহ আজ্ঞা মোরে ;
দেখিব এ বার বীর বাঁচে কি ঔষধে ।”

কহিলা রাক্ষসপতি ; “কুন্তকর্ণ বলী
ভাই মম,—তায় আমি জাগানু অকালে
ভয়ে ; হায়, দেহ তার, দেখ, সিন্ধু-তীরে
ভূপতিত, গিরিশঙ্ক কিম্বা তরু যথা
বজ্রাঘাতে ! তবে যদি একান্ত সমরে
ইচ্ছা তব, বৎস, আগে পূজ ইষ্টদেবে,—
নিকুন্তিলা যজ্ঞ সাজ কর, বীরমণি !
সেনাপতি-পদে আমি বরিষু তোমারে ।
দেখ, অস্ত্রাচলগামী দিননাথ এবে ;
প্রভাতে যুঝিও, বৎস, রাঘবের সাথে ।”

এতক কহিয়া রাজা, যথাবিধি লয়ে
গজোদক, অভিষেক করিলা কুমারে ।

অমনি বন্দিল বন্দী, করি বীণাধ্বনি
 আনন্দে ; “নয়নে তব, হে রাক্ষস-পুরি,
 অশ্রুবিন্দু ; মুক্তকেশী শোকাবেশে তুমি ;
 ভুতলে পড়িয়া, হায়, রতন-মুকুট,
 আর রাজ-আভরণ, হে রাজসুন্দরি,
 তোমার ! উঠ গো শোক পরিহরি, সতি ।
 রক্ষঃ-কুল-রবি ওই উদয়-অচলে ।
 প্রভাত হইল তব দুঃখ-বিভাবরী !
 উঠ রাগি, দেখ, ওই ভীম বাম করে
 কোদণ্ড, টংকারে যার বৈজয়স্ত-ধামে
 পাণ্ডুবর্ন আখণ্ডল ! দেখ তুণ, যাহে
 পশুপতি-ত্রাস অস্ত্র পাশুপত-সম !
 গুণি-গণ-শ্রেষ্ঠ গুণী, বীরেন্দ্র কেশরী,
 কামিনীরঞ্জন রূপে, দেখ মেঘনাদে !
 ধন্য রাণী মন্দোদরী ! ধন্য রক্ষঃ-পতি
 নৈকষেয় ! ধন্য লক্ষা, বীরধাত্রী তুমি !
 আকাশ-ছহিতা ওগো শুন প্রতিধ্বনি,
 কহ সবে মুক্তকণ্ঠে, সাজে অরিন্দম
 ইন্দ্রজিৎ । ভয়াকুল কাঁপুক শিবিরে
 রঘুপতি, বিভীষণ, রক্ষঃ-কুল-কালি,
 দণ্ডক-অরণ্যচর ক্ষুদ্র প্রাণী যত ।”

বাজিল রাক্ষস-বাত্ত, নাদিল রাক্ষস ;—
 পুরিল কনক-লক্ষা জয় জয় রবে ।

ইতি শ্রীমেঘনাদবধে কাব্যে অভিষেকো নাম
 প্রথমঃ সর্গঃ ।

-
- ১। বন্দী—স্ততিপাঠক । ৫। হে রাজসুন্দরি—হে রক্ষোরাজধানি লভে ।
 ৯। রাগি—হে লভে । ওই ভীম বাম করে—মেঘনাদের ভীষণ বাম করে ।
 ১১। আখণ্ডল—ইন্দ্র । ১২। পশুপতি—শিব । পাশুপত—শৈব-অস্ত্রবিশেষ ।
 ১৬। নৈকষেয়—নিকষাপুত্র রাবণ । বীরধাত্রী—বীরজননী ।
 ১৮। অরিন্দম—শত্রুদমনকারী ।

দ্বিতীয় সর্গ

অস্ত্রে গেলা দিনমণি ; আইলা গোধূলি,—
একটি রতন ভালে । ফুটিলা কুমুদী ;
মুদিলা সরসে আঁখি বিরসবদনা
১ নলিনী ; কুঞ্জনি পাখী পশিল কুলায়ে ;
গোষ্ঠ-গৃহে গাভী-বৃন্দ ধায় হৃদ্য রবে ।
আইলা সুচারু-ভারা শশী সহ হাসি,
শৰ্বরী ; সুগন্ধবহ বহিল চৌদিকে,
সুশ্বনে সবার কাছে কহিয়া বিলাসী,
কোন্ কোন্ ফুল চুম্বি কি ধন পাইলা ।
আইলেন নিজা দেবী ; ক্রান্ত শিশুকুল
জননীর ক্রোড়-নীরে লভয়ে যেমতি
বিরাম, ভূচর সহ জলচর-আদি
দেবীর চরণাশ্রমে বিশ্রাম লভিলা ।

উতরিলা শশিপ্রিয়া ত্রিদশ-আলয়ে ।

২ বসিলেন দেবপতি দেবসভা মাঝে,
হৈমাসনে ; বামে দেবী পুলোম-নন্দিনী
চারুনেত্রা । রাজ-ছত্র, মণিময় আভা,
শোভিল দেবেন্দ্র-শিরে । রতনে খচিত
চামর যতনে ধরি, তুলায় চামরী ।
আইলা সুসমীরণ, নন্দন-কানন-
গন্ধমধু বহি রঙ্গে । বাজিল চৌদিকে
ত্রিদিব-বাদিত্র । ছয় রাগ, মুষ্টিমতী
ছত্রিশ রাগিণী সহ, আসি আরঞ্জিলা
সঙ্গীত । উৰ্বশী, রজ্জা সুচারুহাসিনী,
চিত্রলেখা, সুকেশিনী মিশ্রকেশী, আসি

৬—৭ । সুচারু-ভারা শৰ্বরী—সুন্দর ভারকাবন্দমণ্ডিতস্বজনী ।

৮ । বিলাসী—সৌখিন, কুলবাবু ।

২২ । বাদিত্র—বাদনা ।

নাচিলা, শিঞ্জিতে রঞ্জি দেব-কুল-মনঃ !
 যোগায় গন্ধর্ব স্বর্ণ-পাত্রে সুধারসে ।
 কেহ বা দেব-ওদন ; কুকুম, কস্তুরী,
 কেশর বহিছে কেহ ; চন্দন কেহ বা ;
 সুগন্ধ মন্দার-দাম গাঁথি আনে কেহ ।
 বৈজয়ন্ত-ধামে সুখে ভাসেন বাসব
 ত্রিদিব-নিবাসী সহ ; হেন কালে তথা,
 রূপের আভায় আলো করি সুর-পুরী
 রক্ষঃ-কুল-রাজলক্ষ্মী আসি উত্তরিলা ।

সসম্মুখে প্রণমিলা রমার চরণে
 শচীকান্ত । আশীষিয়া হৈমাসনে বসি,
 পদ্মাক্ষী পুণ্ডরীকাক্ষ-বক্ষোনিবাসী
 কহিলা ; “হে সুরপতি, কেন যে আইলু
 তোমার সভায় আজি, শুন মনঃ দিয়া ।”

উত্তর করিলা ইন্দ্র ; “হে বারীন্দ্র-সুতে,
 বিশ্বরমে, এ বিশ্বে ও রাড়া পা তুখানি
 বিশ্বের আকাজক্ষা মা গো ! যার প্রতি তুমি,
 কৃপা করি, কৃপা-দৃষ্টি কর, কৃপাময়ি,
 সফল জনম তারি ! কোন্ পুণ্য-ফলে,
 লভিল এ সুখ দাস, কহ, মা, দাসেরে ?”

কহিলেন পুনঃ রমা, “বহুকালাবধি
 আছি আমি, সুরনিধি, স্বর্ণ-লঙ্কাধামে ।
 পূজে মোরে রক্ষোরাজ । হায়, এত দিনে
 বাম তার প্রতি বিধি ! নিজ কৰ্ম্ম-দোষে,
 মজিছে সবংশে পাপী ; তবুও তাহারে
 না পারি ছাড়িতে, দেব । বন্দী যে, দেবেন্দ্র,

১। শিঞ্জিতে—অলঙ্কার-ধ্বনিত্তে ।

১২। পুণ্ডরীকাক্ষ—বিহু ।

৩। ওদন—অন্ন ।

কারাগার-দ্বার নাহি খুলিলে কি কভু
 পারে সে বাহির হতে ? যত দিন বাঁচে
 রাবণ, থাকিব আমি বাঁধা তার ঘরে ।
 মেঘনাদ নামে পুত্র, হে বৃত্তবিজয়ি,
 রাবণের, বিলক্ষণ জান তুমি তারে ।
 একমাত্র বীর সেই আছে লঙ্কাধামে
 এবে ; আর বীর যত, হত এ সমরে ।
 বিক্রম-কেশরী শুর আক্রমিবে কালি
 রামচন্দ্রে ; পুনঃ তারে সেনাপতি-পদে
 বরিয়াছে দশানন । দেব-কুল-প্রিয়
 রাঘব ; কেমনে তারে রাখিবে, তা দেখ ।
 নিকুঞ্জিলা যজ্ঞ সাক্ষ করি, আরঞ্জিলে
 যুদ্ধ দস্তী মেঘনাদ, বিষম শঙ্কটে
 ঠেকিবে বৈদেহীনাথ, কহিহু তোমারে ।
 অজেয় জগতে মন্দোদরীর নন্দন,
 দেবেন্দ্র ! বিহঙ্গকুলে বৈনতেয় যথা
 বল-জ্যেষ্ঠ, রক্ষঃ-কুল-শ্রেষ্ঠ শুরমণি !”
 এতেক কহিয়া রমা কেশব-বাসনা
 নীরাবলা ; আহা মরি, নীরবে যেমতি
 বীণা, চিত্ত বিনোদিয়া সুমধুর নাদে !
 ছয় রাগ, ছত্রিশ রাগিণী আদি যত,
 শুনি কমলার বাণী, ভুলিলা সকলে
 স্বকর্ম ; বসন্তকালে পাখীকুল যথা,
 মুঞ্জরিত কুঞ্জে, শুনি পিকবর-ধ্বনি !
 কহিলেন স্বরীশ্বর ; “এ ঘোর বিপদে,
 বিশ্বনাথ বিনা, মাতঃ, কে আর রাখিবে
 রাঘবে ? ছুর্বীর রণে রাবণ-নন্দন ।

৪। বৃত্তবিজয়ী—বৃত্তর, ইন্দ্র ।

১৬। বৈনতেয়—বিনতানন্দন, গুরুভ ।

১৭। বল-জ্যেষ্ঠ—বলে সর্বাধিক প্রবল ।

২৩। স্বকর্ম—স্বত বাতাদি ।

পন্নগ-অশনে নাগ নাহি ডরে যত,
 ততোধিক ডরি তারে আমি ! এ দস্তোলি,
 বৃত্রাসুর শিরঃ-চূর্ণ যাহে, বিমুখয়ে
 অস্ত্র-বলে মহাবলী ; তেঁই এ জগতে
 ইন্দ্রজিৎ নাম তার । সর্বশুচি-বরে
 সর্বজয়ী বীরবর । দেহ আজ্ঞা দাসে,
 যাই আমি শীঘ্রগতি কৈলাস-সদনে ।”
 কহিলা উপেন্দ্র-প্রিয়া বারীন্দ্রনন্দিনী ;—
 “যাও তবে সুরনাথ, যাও ত্বর করি ।
 চন্দ্র-শেখরের পদে, কৈলাস-শিখরে,
 নিবেদন কর, দেব, এ সব বারতা ।
 কহিও সতত কাঁদে বসুন্ধরা সতী,
 না পারি সহিতে ভার ; কহিও, অনন্ত
 ক্লান্ত এবে । না হইলে নির্মূল সমূলে
 রক্ষঃপতি, ভবতল রসাতলে যাবে !
 বড় ভাল বিরূপাক্ষ বাসেন লক্ষ্মীরে ।
 কহিও, বৈকুণ্ঠপুরী বহু দিন ছাড়ি
 আছয়ে সে লঙ্কাপুরে ! কত যে বিরলে
 ভাবয়ে সে অবিরল, এক বার তিনি,
 কি দোষ দেখিয়া, তারে না ভাবেন মনে ?
 কোন্ পিতা ছহিতারে পতি-গৃহ হতে
 রাখে দূরে—জিজ্ঞাসিও, বিজ্ঞ জটাধরে !
 ত্র্যম্বকে না পাও যদি, অস্বিকার পদে
 কহিও এ সব কথা ।”—এতেক কহিয়া,
 বিদায় হইয়া চলি গেলা শশিমুখী
 হরিপ্রিয়া । অনঘর-পথে সুকেশিনী,
 কেশব-বাসনা দেবী গেলা অধোদেশে ।

-
- ১ । পন্নগ-অশন—সর্পভক্ষক, গরুড় । ৫ । সর্বশুচি—অগ্নি । মেঘনাদের ইষ্টদেব ।
 ১০ । চন্দ্র-শেখর—চন্দ্রশিরোভূষণ, শিব । ১৬ । বিরূপাক্ষ—শিব ।
 ২৩ । ত্র্যম্বক—ত্রিমোচন, মহাদেব । ২৬ । অনঘর-পথ—আকাশপথ ।

সোনার প্রতিমা, যথা ! বিমল সলিলে
ডুবে তলে জলরাশি উজ্জলি স্বতেজে !

আনিলা মাতলি রথ ; চাহি শচী পানে
কহিলেন শচীকান্ত মধুর বচনে
একান্তে ; “চলহ, দেবি, মোর সঙ্গে তুমি !
পরিমল-সুধা সহ পবন বহিলে,
দ্বিগুণ আদর তার ! মৃগালের রুচি
বিকচ কমল-গুণে, শুন লো ললনে ।”
শুনি প্রণয়ীর বাণী, হাসি নিতম্বিনী,
ধরিয়া পতির কর, আরোহিলা রথে ।

স্বর্গ-হৈম-দ্বারে রথ উতরিল ত্বর।
আপনি খুলিল দ্বার মধুর নিনাদে
অমনি ! বাহিরি বেগে, শোভিল আকাশে
দেবযান ; সচকিতে জগত জাগিলা,
ভাবি রবিদেব বুঝি উদয়-অচলে
উদিল। ! ডাকিল ফিঙা ; আর পাখী যত
পুরিল নিকুঞ্জ-পুঞ্জ প্রভাতী সংগীতে !
বাসরে কুসুম-শয্যা ত্যজি লজ্জাশীলা
কুলবধু, গৃহকার্য্য উঠিলা সাধিতে !

মানস-সকাশে শোভে কৈলাসশিখরী
আভাময় ; তার শিরে ভবের ভবন,
শিখি-পুচ্ছ-চূড়া যেন মাধবের শিরে !
সুশ্যামাক্ষ শৃঙ্গধর ; স্বর্ণ-ফুল-শ্রেণী
শোভে তাহে, আহা মরি পীত ধড়া যেন !
নির্ঝর-ঝরিত-বারি-রাশি স্থানে স্থানে—
বিশদ চন্দনে যেন চর্চিত সে বপুঃ !

ত্যজি রথ, পদব্রজে, সহ স্বরীধরী,

৩। মাতলি—ইন্দ্রসারথি।

১৩। বাহিরি—বাহির হইয়া।

১৪। রাজি প্রভাত হইয়াছে, এই ভাবিয়া।

প্রবেশিলা স্বরীশ্বর আনন্দ-ভবনে ।
 রাজরাজেশ্বরী-রূপে বসেন ঈশ্বরী
 স্বর্ণাসনে ; চুলাইছে চামর বিজয়া ;
 ধরে রাজ-ছত্র জয়া । হায় রে, কেমনে,
 ভবভবনের কবি বর্ণিবে বিভব ?
 দেখ, হে ভাবুক জন, ভাবি মনে মনে !

পূজিলা শক্তির পদ মহাভক্তি ভাবে
 মহেন্দ্র ইন্দ্রাণী সহ । আশীষি অম্বিকা
 জিজ্ঞাসিলা ;—“কহ, দেব, কুশল বারতা,—
 কি কারণে হেথা আজি তোমা ছুই জনে ?”

কর-যোড়ে আরম্ভিলা দন্তোলি-নিষ্ক্রেপী ;—
 “কি না তুমি জান, মাতঃ, অখিল জগতে ?
 দেবদ্রোহী লঙ্কাপতি, আকুল বিগ্রহে,
 বরিয়াছে পুনঃ পুত্র মেঘনাদে আজি
 সেনাপতি-পদে ? কালি প্রভাতে কুমার
 পরস্তুপ প্রবেশিবে রণে, ইষ্টদেবে
 পূজি, মনোনীত বর লভি তার কাছে ।
 অবিদিত নহে মাতঃ, তার পরাক্রম ।
 রক্ষঃ-কুল-রাজলক্ষ্মী, বৈজয়ন্তু-ধামে,
 আসি, এ সংবাদ দাসে দিলা, ভগবতী ।
 কহিলেন হরিপ্রিয়া, কাঁদে বসুন্ধরা,
 এ অসহ ভার সতী না পারি সহিতে ;
 ক্রান্ত বিশ্বধর শেষ ; তিনিও আপনি
 চঞ্চলা সতত এবে ছাড়িতে কনক-
 লঙ্কাপুরী । তব পদে এ সংবাদ দেবী
 আদেশিলা নিবেদিতে দাসেরে, অন্নদে !
 দেব-কুল-প্রিয় বীর রঘু-কুল-মণি ।
 কিন্তু দেবকুলে হেন আছে কোন্ রথী

যুঝিবে যে রণ-ভূমে রাবণির সাথে ?
 বিশ্বনাশী কুলিশে, মা, নিশ্চেষ্টে সমরে
 রাক্ষস, জগতে খ্যাত ইন্দ্রজিত নামে !
 কি উপায়ে, কাত্যায়নি, রক্ষিবে রাঘবে,
 দেখ ভাবি । তুমি কৃপা না করিলে, কালি
 অরাম করিবে ভব ছরন্ত রাবণি !”

উত্তরিল কাত্যায়নী ;—“শৈব-কুলোত্তম
 নৈকষেয় ; মহা স্নেহ করেন ত্রিশূলী
 তার প্রতি ; তার মন্দ, হে সুরেন্দ্র, কভু
 সম্ভবে কি মোর হতে ? তপে মগ্ন এবে
 তাপসেন্দ্র, তেঁই, দেব, লঙ্কার এ গতি ।”

কৃতাজলি-পুটে পুনঃ বাসব কহিলা ;—

“পরম-অধর্ম্যচারী নিশাচর-পতি—
 দেব-দ্রোহী ! আপনি, হে নগেন্দ্র-নন্দিনি,
 দেখ বিবেচনা করি । দরিদ্রের ধন
 হরে যে ছর্মতি, তব কৃপা তার প্রতি
 কভু কি উচিত, মাতঃ ? সুশীল রাঘব,
 পিতৃ-সত্য-রক্ষা-হেতু, সুখ-ভোগ ত্যজি
 পশিল ভিখারী-বেশে নিবিড় কাননে ।
 একটী রতনমাত্র তাহার আছিল
 অমূল ; যতন কত করিত সে তারে,
 কি আর কহিবে দাস ? সে রতন, পাতি
 মায়াজাল, হরে ছুঁই । হায়, মা, স্মরিলে
 কোপানলে দহে মনঃ ! ত্রিশূলীর বরে
 বলী রক্ষঃ, তৃণ-জ্ঞান করে দেব-গণে !
 পর-ধন, পর-দার লোভে সদা লোভী
 পামর । তবে যে কেন (বুঝিতে না পারি)
 হেন মুঢ়ে দয়া তুমি কর, দয়াময়ি ?”

নীরবিলা স্বরীশ্বর ; কহিতে লাগিলা
 বীণাবাণী স্বরীশ্বরী মধুর সুস্বরে ;—
 “বৈদেহীর ছঃখে, দেবি, কার না বিদরে
 হৃদয় ? অশোক-বনে বসি দিবা নিশি
 (কুঞ্জবন-সখী পাখী পিঞ্জরে যেমতি)
 কাঁদেন রূপসী শোকে ! কি মনোবেদনা
 সহেন বিধুবদনা পতির বিহনে,
 ও রাঙা চরণে, মাতঃ, অবিদিত নহে ।
 আপনি না দিলে দণ্ড, কে দণ্ডিবে, দেবি,
 এ পাষণ্ড রক্ষোনাথে ? নাশি মেঘনাদে,
 দেহ বৈদেহীরে পুনঃ বৈদেহীরঞ্জে ;
 দাসীর কলঙ্ক ভঞ্জ, শশাঙ্কধারিনি !
 মরি, মা, শরমে আমি, শুনি লোকমুখে,
 ত্রিদিব-ঈশ্বরে রক্ষঃ পরাভবে রণে !”

হাসিয়া কহিলা উমা ; “রাবণের প্রতি
 ঘেষ তব, জিষ্ণু ! তুমি, হে মঞ্জুনাশিনী
 শচি, তুমি ব্যগ্র ইন্দ্রজিতের নিধনে ।
 ছুই জন অহুরোধ করিছ আমারে
 নাশিতে কনক-লঙ্কা । মোর সাধ্য নহে
 সাধিতে এ কার্য্য । বিরূপাক্ষের রক্ষিত
 রক্ষঃ-কুল ; তিনি বিনা তব এ বাসনা,
 বাসব, কে পারে, কহ, পূর্ণিতে জগতে ?
 যোগে মগ্ন, দেবরাজ, বৃষধ্বজ আজি ।
 যোগাসন নামে শৃঙ্গ, মহাভয়ঙ্কর,
 ঘন ঘনাবৃত, তথা বসেন বিরলে
 যোগীন্দ্র । কেমনে যাবে তাঁহার সমীপে ?
 পক্ষীন্দ্র গরুড় সেথা উড়িতে অক্ষম !”

১২। দাসীর কলঙ্ক—আমার পতিকে যে ইন্দ্রজিত রণে পরাস্ত করে, এই
 আমার কলঙ্ক । ১৩। মঞ্জুনাশিনী—সুন্দরী-কুল-গর্ভ-হারিণী । ১৭। নিধন—নাশ ।

২০। বৃষধ্বজ—শিব ।

কহিলা বিনত-ভাবে অদিতিনন্দন ;—
 “তোমা বিনা কার শক্তি, হে মুক্তি-দায়িনি
 জগদম্বে, যায় যে সে যথা ত্রিপুরারি
 ভৈরব ? বিনাশি, দেবি, রক্ষঃকুল, রাখ
 ত্রিভুবন ; বৃদ্ধি কর ধর্মের মহিমা ;
 হ্রাসো বসুধার ভার ; বসুধরাধর
 বাসুকিরে কর স্থির ; বাঁচাও রাখবে ।”
 এইরূপে দৈত্য-রিপু স্তম্ভিতা সতীরে ।

হেন কালে গন্ধামোদে সহসা পুরিল
 পুরী ; শঙ্খঘণ্টাধ্বনি বাজিল চৌদিকে
 মঙ্গল নিকণ সহ, যুত্ যথা যবে
 দূর কুঞ্জবনে গাহে পিককুল মিলি !
 টলিল কনকাসন ! বিজয়া সখীরে
 সস্তাষিয়া মধুস্বরে, ভবেশ-ভাবিনী
 সুধিলা ; “লো বিধুমুখি, কহ শীঘ্র করি,
 কে কোথা, কি হেতু মোরে পূজিছে অকালে ?”

মন্ত্র পড়ি, খড়ি পাতি, গণিয়া গগনে,
 নিবেদিলা হাসি সখী ; “হে নগনন্দিনি,
 দাশরথি রথী তোমা পূজে লঙ্কাপুরে ।
 বারি-সংঘটিত-ঘটে, সুসিন্দূরে ঐকি
 ও সুন্দর পদযুগ, পূজে রঘুপতি
 নীলোৎপলাঞ্জলি দিয়া, দেখিছু গগনে ।
 অভয়-প্রদান তারে কর গো, অভয়ে ।
 পরম ভকত তব কৌশল্যা-নন্দন
 রঘুশ্রেষ্ঠ ; তার তারে বিপদে, তারিনি !”

কাঞ্চন-আসন ত্যজি, রাজরাজেশ্বরী
 উঠিয়া, কহিলা পুনঃ বিজয়ারে সতী ;—
 “দেব-দম্পতিরে তুমি সেব যথাবিধি,^১

৩। জগদম্বে—জগদাতা ।

৮। স্তম্ভিতা—স্তব করিলা ।

১১। মঙ্গলনিকণ—মঙ্গলধ্বনি ।

বিজয়ে ! যাইব আমি যথা যোগাসনে
✓ (বিকটশিখর !) এবে বসেন ধূর্জটি ।” ✓

এতেক কহিয়া ছুর্গা দ্বিরদ-গামিনী
প্রবেশিলা হৈম গেহে । দেবেন্দ্র বাসবে
ত্রিদিব-মহিষী সহ, সন্তাষি আদরে,
স্বর্ণাসনে বসাইলা বিজয়া সুন্দরী ।
পাইলা প্রসাদ দৌহে পরম-আহ্লাদে ।
শচীর গলায় জয়া হাসি দোলাইলা
তারাকারা ফুলমালা ; কবরী-বন্ধনে
বসাইলা চিররুচি, চির-বিকচিত
কুসুম-রতন-রাজী ; বাজিল চৌদিকে
যন্ত্রদল, বামাদল গাইল নাচিয়া ।
মোহিল কৈলাসপুরী ; ত্রিলোক মোহিল !
স্বপনে শুনিয়া শিশু সে মধুর ধ্বনি,
হাসিল মায়ের কোলে, মুদিত নয়ন !
নিদ্রাহীন বিরহিণী চমকি উঠিলা,
ভাবি প্রিয়-পদ-শব্দ শুনিল ললনা
ছুয়ারে ! কোকিলকুল নীরবিল বনে ।
উঠিলেন যোগীব্রজ, ভাবি ইষ্টদেব,
বর মাগ বলি, আসি দরশন দিলা !
প্রবেশি সুবর্ণ-গেহে, ভবেশ-ভাবিনী
ভাবিলা, “কি ভাবে আজি ভেটিব ভবেশে” ?
ক্ষণ কাল চিন্তি সতী চিন্তিলা রতিরে ।

২। বিকটশিখর—ভীষণশৃঙ্গ। মহাদেব এই শৃঙ্গোপরি বসিয়া যোগসাধন করেন বলিয়া ইহা যোগাসন নামে বিখ্যাত। কবি এই সর্গের হানান্তরে তাহা স্পষ্টরূপে লিখিয়াছেন, যথা—

কৈলাসশিখরীশিরে ভীষণশিখর
স্বপ্তমান, যোগাসন নামেতে বিখ্যাত
ভুবনে • • •

৩। তারাকারা—তারাকৃতি, অর্থাৎ তারাবন্ধন।

২১। ভবেশভাবিনী—শিবমোহিনী ছুর্গা। ২২। ভেটিব—সাক্ষাৎ করিব।

যথায় মন্মথ-সাথে, মন্মথ-মোহিনী
 বরাননা, কুঞ্জবনে বিহারিতেছিল,
 তথায় উমার ইচ্ছা, পরিমলময়-
 বায়ু-তরঙ্গিণীরূপে, বহিলা নিমিষে ।
 নাচিল রতির হিয়া বীণা-তার যথা
 অঙ্গুলির পরশনে ! গেলা কামবধু,
 দ্রুতগতি বায়ুপথে, কৈলাস-শিখরে ।
 সরসে নিশান্তে যথা ফুটি, সরোজিনী
 নমে ত্রিষাম্পতি-দূতী উমার চরণে,
 নমিলা মদন-প্রিয়া হরপ্রিয়া-পদে !
 আশীষি রতিরে, হাসি কহিলা অম্বিকা ;—
 “যোগাসনে তপে মগ্ন যোগীন্দ্র ; কেমনে,
 কোন্ রঙ্গে, ভঙ্গ করি তাঁহার সমাধি,
 কহ মোরে, বিধুমুখি ?” উত্তরিলো নমি
 সুকেশিনী ;—“ধর, দেবি, মোহিনী মুরতি ।
 দেহ আজ্ঞা, সাজাই ও বরবপুঃ, আনি
 নানা আভরণ ; হেরি যে সবে, পিনাকী
 ডুলিবেন, ভুলে যথা ঋতুপতি, হেরি
 মধুকালে বনস্থলী কুসুম-কুস্তলা !”

এতেক কহিয়া রতি, সুবাসিত তেলে
 মাজি চুল, বিনানিলা মনোহর বেণী ।
 যোগাইলা আনি ধনী বিবিধ ভূষণে,
 হীরক, মুকুতা, মণি খচিত ; আনিলা
 চন্দন, কেশর সহ কুসুম, কস্তুরী ;
 রত্ন-সঙ্কলিত-আভা কৌষেয় বসনে ।
 লাক্ষ্মারসে পা ছুখানি চিত্রিলা হরষে

২। বিহারিতেছিল—বিহার করিতেছিল। ৯। ত্রিষাম্পতি—সূর্য।

১৩। সমাধি—ধ্যান। ১৭। পিনাকী—পিনাক নামক ধনুর্কারী—অর্থাৎ শিব।

২৫। কৌষেয়—রঙবিশেষ। রত্ন-সঙ্কলিত-আভা—অর্থাৎ যে বস্ত্রে বিবিধ রত্নের আ
 আছে। ২৬। লাক্ষ্মারস—আলতা।

চারুনেত্রা । ধরি মূর্ত্তি ভুবনমোহিনী,
 সাজিলা নগেন্দ্র-বালা ; রসানে মার্জিত
 হেম-কান্তি-সম কান্তি দ্বিগুণ শোভিল !
 ✓ হেরিলা দর্পণে দেবী ও চন্দ্র-আননে ; ✓
 প্রফুল্ল নলিনী যথা বিমল সলিলে
 নিজ-বিকচিত-রুচি । হাসিয়া কহিলা,
 চাহি অর-হর-প্রিয়া অর-প্রিয়া পানে,—
 “ডাক তব প্রাণনাথে ।” অমনি ডাকিলা
 (পিককুলেশ্বরী যথা ডাকে ঋতুবরে !)
 মদনে মদন-বাঞ্ছা । আইলা ধাইয়া
 ফুল-ধনুঃ ; আসে যথা প্রবাসে প্রবাসী,
 ✓ স্বদেশ-সঙ্গীত-ধ্বনি শুনি রে উল্লাসে ! ✓
 কহিলা শৈলেশশূতা ; “চল মোর সাথে,
 হে মন্মথ, যাব আমি যথা যোগীপতি
 যোগে মগ্ন এবে ; বাছা, চল ভরা করি ।”
 অভয়ার পদতলে মায়ার নন্দন,
 মদন আনন্দময়, উত্তরিলে ভয়ে ;—
 “হেন আজ্ঞা কেন, দেবি, কর এ দাসেরে ?
 অরিলে পূর্বের কথা, মরি মা, তরাসে !
 মূঢ় দক্ষ-দোষে যবে দেহ ছাড়ি, সতি,
 হিমাত্রির গৃহে জন্ম গ্রহিলা আপনি,
 তোমার বিরহ-শোকে বিশ্ব-ভার ত্যজি,
 বিশ্বনাথ, আরঞ্জিলা ধ্যান ; দেবপতি ✓
 ✓ ইন্দ্র আদেশিলা দাসে সে ধ্যান ভাঙিতে ।
 কুলগ্নে গেহু, মা, যথা মগ্ন বামদেব
 তপে ; ধরি ফুল-ধনুঃ, হানিহু কুলগ্নে
 ফুল-শর । যথা সিংহ সহসা আক্রমে
 গজরাজে, পুরি বন ভীষণ গর্জনে,

১। অর-হর-প্রিয়া—শিবপ্রিয়া হুর্গা। অরপ্রিয়া—কামপ্রিয়া রতি।

১২। স্বদেশ-সঙ্গীত-ধ্বনি—স্বদেশীয় ভাষা শব্দ।

গ্রাসিলা দাসেরে আসি রোষে বিভাবসু,
 বাস য়াঁর, ভবেশ্বর, ভবেশ্বর-ভালে ।
 হায়, মা, কত যে জ্বালা সহিহু, কেমনে
 নিবেদি ও রাঙা পায়ে ? হাহাকার রবে,
 ডাকিহু বাসবে, চন্দ্রে, পবনে, তপনে ;
 কেহ না আইল ; ভস্ম হইহু সত্বরে !—
 ভয়ে ভগ্নোত্তম আমি ভাবিয়া ভবেশে ;—
 ক্ষম দাসে, ক্ষেমঙ্করি ! এ মিনতি পদে ।”

আশ্বাসি মদনে, হাসি কহিলা শঙ্করী ;—
 “চল রঞ্জে মোর সঙ্গে নির্ভয় হৃদয়ে,
 অনঙ্গ । আমার বরে চিরজয়ী তুমি !
 যে অগ্নি কুলগ্নে তোমা পাইয়া স্বতেজে
 জ্বালাইল, পূজা তব করিবে সে আজি,
 ঐশ্বরের গুণ ধরি, প্রাণ-নাশ-কারী
 বিষ যথা রঞ্জে প্রাণ বিচার কৌশলে !”

প্রণমিয়া কাম তবে উমার চরণে,
 কহিলা ; “অভয় দান কর যারে তুমি,
 অভয়ে, কি ভয় তার এ তিন ভুবনে ?
 কিন্তু নিবেদন করি ও কমল-পদে ;—
 কেমনে মন্দির হতে নগেশ্বর-মন্দিনি,
 বাহিরিবা, কহ দাসে, এ মোহিনী-বেশে ?
 মুহূর্ত্তে মাতিবে, মাতঃ; জগত, হেরিলে
 ও রূপ-মাধুরী ; সত্য কহিহু তোমারে ।
 হিতে বিপরীত, দেবি, সত্বরে ঘটিবে ।
 সুরাসুর-বৃন্দ যবে মথি জলনাথে,
 লভিলা অমৃত, তুষ্টি দিতিসুত যত
 বিবাদিল দেব সহ সুধামধু-হেতু ।
 মোহিনী মুরতি ধরি আইলা শ্রীপতি ।
 ছদ্মবেশী স্মরীকেশে ত্রিভুবন হেরি,
 হারাইলা জ্ঞান সবে এ দাসের শরে !

অধর-অমৃত আশে ভুলিলা অমৃত
 দেব-দৈত্য ; নাগদল নত্রশিরঃ লাজে,
 হেরি পৃষ্ঠদেশে বেণী ; মন্দর আপনি
 অচল হইল হেরি উচ্চ কুচ-যুগে !
 স্মরিলে সে কথা, সতি, হাসি আসে মুখে ।
 মলয়া অম্বরে তাত্র এত শোভা যদি
 ধরে, দেবি, ভাবি দেখে বিশুদ্ধ কাঞ্চন-
 কান্তি কত মনোহর !” অমনি অম্বিকা,
 সুবর্ণ বরণ ঘন মায়ায় সৃষ্টিয়া,
 মায়াময়ী, আবরিলা চারু অবয়বে ।
 হায় রে, নলিনী যেন দিবা-অবসানে
 ঢাকিল বদনশশী ! কিম্বা অগ্নি-শিখা,
 ভস্মরাশি মাঝে পশি, হাসি লুকাইলা !
 কিম্বা সুধা-ধন যেন, চক্র-প্রসরণে,
 বেড়িলেন দেব শত্রু সুধাংশু-মণ্ডলে !

দ্বিরদ-রদ-নির্ম্মিত গৃহদ্বার দিয়া
 বাহিরিলা সুহাসিনী, মেঘাবৃত্তা যেন
 উষা ! সাথে মনমথ, হাতে ফুল-ধনুঃ,
 পৃষ্ঠে তুণ, খরতর ফুল-শরে ভরা—
 কণ্টকময় মৃগালে ফুটিল নলিনী ।

কৈলাস-শিখরি-শিরে ভীষণ শিখর
 ভৃগুমানু, যোগাসন নামেতে বিখ্যাত
 ভুবনে ; তথায় দেবী ভুবন-মোহিনী

৬। মলয়া—বর্ণ পত্র। অম্বর—বসন। মলয়া অম্বরে ইত্যাদি—তাত্র বর্ণপত্ররূপ বস্ত্রাবৃত্ত হইলে, অর্থাৎ তামার গিল্টি করিলে যদি এত শোভা হয়, তাহা হইলে, বিশুদ্ধ কাঞ্চনকান্তি কত মনোহর হইবে। ত্রিপতি বিষ্ণু পুরুষ হইয়া স্বী-বেশ ধরিতে যখন এত মনোহর হইরাছিলেন, তখন তুমি প্রকৃত নারী, তোমাকে এ বেশে দেখিলে লোকের কি ধনা না ঘটবে ?

২০। কণ্টকময় মৃগালে ইত্যাদি—অর্থে চূর্ণা নলিনীস্বরূপ, পশ্চাতে মদন কণ্টকময় মৃগাল। তুণহ শর-সকল কণ্টকস্বরূপ।

উত্তরিল গজগতি । অমনি চৌদিকে
 গভীর গহ্বরে বন্ধ, ভৈরব নিনাদী
 জলদল নীরবিলা, জল-কাস্ত যথা
 শাস্ত শাস্তি সমাগমে ; পলাইল দূরে
 মেঘদল, তমঃ যথা উষার হসনে !
 দেখিলা সম্মুখে দেবী কপর্দী তপসী,
 বিভূতি-ভূষিত দেহ, মুদিত নয়ন,
 তপের সাগরে মগ্ন, বাহু-জ্ঞান-হত ।
 কহিলা মদনে হাসি সুচারুহাসিনী ;—
 “কি কাজ বিলম্বে আর, হে সস্বর-অরি ?
 হান তব ফুল-শর ।” দেবীর আদেশে,
 হাঁটু পাড়ি মীনধ্বজ, শিঞ্জিনী টংকারি,
 সম্মোহন-শরে শূর বিধিলা উমেশে !
 সিহরিলা শূলপাণি । লড়িল মস্তকে
 জটাজুট, তরুরাজি যথা গিরিশিরে
 ঘোর মড় মড় রবে লড়ে ভুকম্পনে ।
 অধীর হইলা প্রভু ! গরজিলা ভালে
 চিত্রভঙ্গু, ধকধকি উজ্জল জ্বলনে !
 ভয়াকুল ফুল-ধনুঃ পশিলা অমনি
 বানীর বক্ষঃ-স্থলে, পশয়ে যেমতি
 কেশরী-কিশোর ত্রাসে, কেশরিণী-কোলে,
 গভীর নির্ঘোষে ঘোষে ঘনদল যবে,
 বিজলী ঝলসে আঁধি কালানল তেজে !
 উন্মাল নয়ন এবে উঠিলা ধূর্জটি ।
 মায়া-ঘন-আবরণ ত্যজিলা গিরিজা ।

৪ । শাস্তিদেবী আইলে যেমন সবুজ শান্তভাব ধরেন । ৬ । কপর্দী—মহাদেব ।

১৮ । চিত্রভঙ্গু—অরি ।

২১ । কেশরী-কিশোর ইত্যাদি—মেঘের গর্জনে এবং বিহ্বলচিত্তে ভীত হইয়া যেমন কেশরী-কিশোর অর্থাৎ সিংহশাবক সিংহীর প্রকোপবেশে প্রবেশ করে, সেইরূপ শিবের ললাটস্থ অরির গর্জনে ও তেজে ভীত হইয়া, মদন ভগবতীর বক্ষঃস্থলে আশ্রয় লইলেন ।

মোহিত মোহিনীরূপে, কহিলা হরষে
 পশুপতি ; “কেন হেথা একাকিনী দেখি,
 এ বিজন স্থলে, তোমা, গণেশজনি ?
 কোথায় মুগেন্দ্র তব কিঙ্কর, শঙ্করি ?
 কোথায় বিজয়া, জয়া ?” হাসি উত্তরিল
 সুচারুহাসিনী উমা ; “এ দাসীরে, ভুলি,
 হে যোগীন্দ্র, বহু দিন আছ এ বিরলে ;
 তেঁই আসিয়াছি, নাথ, দরশন-আশে
 পা তুখানি । যে রমণী পতিপরায়ণা,
 সহচরী সহ সে কি যায় পতি-পাশে ?
 একাকী প্রত্যাষে, প্রভু, যায় চক্রবাকী
 যথা প্রাণকান্ত তার !” আদরে ঈশান,
 ঈষত হাসিয়া দেব, অজিন-আসনে
 বসাইলা ঈশানীরে । অমনি চৌদিকে
 প্রফুল্লিল ফুলকুল ; মকরন্দ-লোভে
 মাতি শিলীমুখবৃন্দ আইল ধাইয়া ;
 বহিল মলয়-বায়ু ; গাইল কোকিল ;
 নিশার শিশিরে ধৌত কুসুম-আসার
 আচ্ছাদিল শৃঙ্গবরে ! উমার উরসে
 (কি আর আছে রে বাসা সাজে মনসিজে
 ইহা হতে !) কুসুমেষু, বসি কুতূহলে,
 হানিলা, কুসুম-ধনুঃ টঙ্কারি কৌতুকে
 শর-জাল ;—প্রেমামোদে মাতিলা ত্রিশূলী !
 লজ্জা-বেশে রাহ আসি গ্রাসিল চাঁদেরে,
 হাসি ভষ্মে লুকাইল দেব বিভাবসু !
 মোহন মুরতি ধরি, মোহি মোহিনীরে
 কহিলা হাসিয়া দেব ; “জানি আমি, দেবি,

২৪—২৫। চক্রচক্রকে কামরূপে বস্তু দেখিয়া ললাটস্থ চন্দ্র লজ্জায় মলিন হইলেন।
 অরিত তদ্ব্যবৃত্ত হইয়া রহিলেন।

তোমার মনের কথা,—বাসব কি হেতু
 শচী সহ আসিয়াছে কৈলাস-সদনে ;
 কেন বা অকালে তোমা পূজে রঘুমণি ?
 পরম ভকত মম নিকষানন্দন ;
 কিন্তু নিজ কৰ্ম-ফলে মজে ছুষ্ঠমতি ।
 বিদরে হৃদয় মম স্মরিলে সে কথা,
 মহেশ্বরী ! হায়, দেবি, দেবে কি মানবে, ১০
 কোথা হেন সাধ্য রোধে প্রাক্তনের গতি ?
 পাঠাও কামেরে, উমা, দেবেন্দ্র সমীপে ।
 সত্বরে যাইতে তারে আদেশ, মহেশি,
 মায়াদেবী-নিকেতনে । মায়ার প্রসাদে,
 বধিবে লক্ষ্মণ শূর মেঘনাদ শূরে ।”

চলি গেলা মীনধ্বজ, নাড় ছাড়ি উড়ে
 বিহঙ্গম-রাজ যথা, মুহূর্ষুহঃ চাহি
 সে সুখ-সদন পানে । ঘন রাশি রাশি,
 স্বর্ণবর্ণ, সুবাসিত বাস খাসি ঘন,
 বরষি প্রসূনাসার—কমল, কুমুদী,
 মালতী, সৈঁউতি, জাতি, পারিজাত-আদি
 মন্দ-সমীরণ-প্রিয়া—ঘিরিল চৌদিকে
 দেবদেব মহাদেবে মহাদেবী সহ ।

দ্বিরদ-রদ-নির্ম্মিত হৈমময় দ্বারে
 দাঁড়াইলা বিধুমুখী মদন-মোহিনী,
 অশ্রুগময় আঁখি, আহা ! পতির বিহনে ।
 হেন কালে মধু-সখা উত্তরিলে তথা ।
 অমনি পসারি বাহু, উল্লাসে মন্থ
 আলিঙ্গন-পাশে বাঁধি, তুষিলা ললনে

১০ । তারে—ইজ্জকে ।

১৫—১৬ । ঘন রাশি রাশি ইত্যাদি । স্বর্ণবর্ণ মেঘগুচ্ছ অরতিবানুধরূপ নিখাস ত্যাগ
 এবং নানা প্রকার সুগন্ধ পুষ্প বৃষ্টি করিয়া দেব-দম্পতিকে বেষ্টিত করিল ।

১৭ । প্রসূনাসার—পুষ্পবৃষ্টি ।

প্রেমালোকে । শুখাইল অশ্রুবিন্দু, যথা
 শিশির-নীরের বিন্দু শতদল-দলে,
 দরশন দিলে ভানু উদয়-শিখরে ।
 পাই প্রাণ-ধনে ধনী, মুখে মুখ দিয়া,
 (সরস বসন্তকালে সারী শুক যথা)
 কহিলেন প্রিয়-ভাষে ; “বাঁচালে দাসীরে
 আশু আসি তার পাশে, হে রতি-রঞ্জন !
 কত যে ভাবিতেছি, কহিব কাহারে ?
 বামদেব নামে, নাথ, সদা, কাঁপি আমি,
 স্মরি পূর্ব-কথা যত ! ছরস্তু হিংসক
 শূলপাণি ! যেয়ো না গো আর তাঁর কাছে,
 মোর কিরে প্রাণেশ্বর !” সুমধুর হাসে
 উত্তরিল পঞ্চশর ; “ছায়ার আশ্রমে,
 কে কবে ভাস্কর-করে ডরায়, সুন্দরি !
 চল এবে যাই যথা দেবকুল-পতি ।”

সুবর্ণ-আসনে যথা বসেন বাসব,
 উত্তরি মন্থত তথা, নিবেদিতা নমি
 বারতা । আরোহি রথে দেবরাজ রথী
 চলি গেলা দ্রুতগতি মায়ার সদনে ।
 অগ্নিময় তেজঃ বাজী ধাইল অশ্বরে,
 অকম্প চামর শিরে ; গজীর নির্ঘোষে
 ঘোষিল রথের চক্র, চূর্ণি মেঘদলে ।

কত ক্রমে সহস্রাক্ষ উত্তরিল বনী
 যথা বিরাজেন মায়ী । ত্যজি রথ-বরে,
 সুরকুল-রথীবর পশিলা দেউলে ।
 কত যে দেখিলা দেব কে পারে বর্ণিতে ?

৩। ভানু—সূর্য।

৯। বামদেব—বহাদেব।

১৩। পঞ্চশর—পঞ্চবাণ অর্থাৎ কন্দর্প।

১৪। ভাস্করকর—সূর্য্যাকিরণ।

১৬। বাসব—ইন্দ্র।

২০। বাজী—ঘোড়া।

২৩। সহস্রাক্ষ—ইন্দ্র।

সৌর-ধরতর-কর-জাল-সঙ্কলিত
 আভাময় স্বর্গাসনে বসি কুহকিনী
 শক্তিধরী । কর-যোড়ে বাসব প্রণমি
 কহিলা ;—“আশীষ দাসে, বিশ্ব-বিমোহিনি !”

আশীষি সুধিলা দেবী ;—“কহ, কি কারণে,
 গতি হেথা আজি তব, অদিতি-নন্দন ?”

উত্তরিলে দেবপতি ;—“শিবের আদেশে,
 মহামায়া, আসিয়াছি তোমার সদনে ।
 কহ দাসে, কি কৌশলে সৌমিত্রি জিনিবে
 দশানন-পুত্রে কালি ? তোমার প্রসাদে
 (কহিলেন বিরূপাক্ষ) ঘোরতর রণে
 নাশিবে লক্ষ্মণ শূর মেঘনাদ-শূরে ।”

ক্ষণ কাল চিন্তি দেবী কহিলা বাসবে ;—

“হরন্তু তারকাসুর, সুর-কুল-পতি,
 কাড়ি নিল স্বর্গ যবে তোমায় বিমুখি
 সমরে ; কৃত্তিকা-কুল-বল্লভ সেনানী,
 পার্বতীর গর্ভে জন্ম লভিলা তৎকালে ।
 বধিতে দানব-রাজে সাজাইলা বীরে
 আপনি বৃষভ-ধ্বজ, সৃজি রুদ্র-তেজে
 অস্ত্রে । এই দেখ, দেব, ফলক, মণ্ডিত
 সুবর্গে ; ওই যে অসি, নিবাসে উহাতে
 আপনি কৃতাস্ত্র ; ওই দেখ, সুনাসীর,
 ভয়ঙ্কর তুণীরে, অক্ষয়, পূর্ণ শরে,
 বিষাকর ফণী-পূর্ণ নাগ-লোক যথা !
 ওই দেখ ধনুঃ, দেব !” কহিলা হাসিয়া,
 হেরি সে ধনুর কাস্তি, শচীকাস্ত্র বলী,

১। সৌর-ধরতর-কর-জাল ইত্যাদি—সূর্য্যের সুরজালনির্মিত, অর্থাৎ অতীব উজ্জ্বল ।
 ২। সৌমিত্রি—সুমিত্রাদি নাম লক্ষ্মণ । ১৬। কৃত্তিকা-কুল-বল্লভ সেনানী—কার্ত্তিকের
 ১৯। বৃষভ-ধ্বজ—শিব । ২০। ফলক—ঢাল । ২২। সুনাসীর—হে ইন্দ্র ।

“কি ছার ইহার কাছে দাসের এ ধনুঃ
 রত্নময় ! দিবাকর-পরিধি যেমতি,
 জ্বলিছে ফলক-বর—ধাঁধিয়া নয়নে ।
 অগ্নিশিখা-সম অসি মহাতেজস্কর !
 হেন তুণ আর, মাতঃ, আছে কি জগতে ?”
 “শুন দেব,” (কহিলেন পুনঃ মায়াদেবী)
 “ওই সব অস্ত্রবলে নাশিলা তারকে
 ষড়ানন । ওই সব অস্ত্রবলে, বলি,
 মেঘনাদ-মৃত্যু, সত্য কহিনু তোমারে ।
 কিন্তু হেন বীর নাহি এ তিন ভুবনে,
 দেব কি মানব, শ্যামলুকে যে বধিবে
 রাবণিরে । প্রের তুমি অস্ত্র রামানুজে,
 আপনি যাইব আমি কালি লঙ্কাপুরে,
 রক্ষিব লক্ষ্মণে, দেব, রাক্ষস-সংগ্রামে ।
 যাও চলি সুর-দেশে, সুরদল-নিধি ।
 ফুল-কুল-সখী উষা যখন খুলিবে
 পূর্বাশার হৈমদ্বারে পদকর দিয়া ।
 কালি, তব চির-ত্রাস, বীরেন্দ্রকেশরী
 ইন্দ্রজিত-ত্রাস-হীন করিবে তোমারে—
 লঙ্কার পঙ্কজ-রবি যাবে অস্ত্রাচলে !”

মহানন্দে দেব-ইন্দ্র বন্দিয়া দেবীরে,
 অস্ত্র লয়ে গেলা চলি ত্রিদশ-আলয়ে ।

বসি দেব-সভাতলে কনক-আসনে
 বাসব, কহিলা শূর চিত্ররথ শূরে ;—
 “যতনে লইয়া অস্ত্র, যাও মহাবলি,
 স্বর্ণ-লঙ্কা-ধামে তুমি । সৌমিত্রি কেশরী
 মায়ার প্রসাদে কালি বধিবে সমরে
 মেঘনাদে । কেমনে, তা দিবেন কহিয়া

১৭। পূর্বাশার—পূর্বাধিকের ।

১৯। ইন্দ্রজিত-ত্রাস-হীন করিবে—কেন না, লক্ষ্মণ তাহাকে বধ করিবে ।

মহାଦେବୀ ମାୟା ତାରେ । କହିଓ ରାଧାବେ,
 ହେ ଗନ୍ଧର୍ବ-କୁଳ-ପତି, ତ୍ରିଦିବ-ନିବାସୀ
 ମଞ୍ଜଳ-ଆକାଞ୍ଜକୀ ତାର ; ପାର୍ବତୀ ଆପନି
 ହର-ପ୍ରିୟା, ସୁପ୍ରସନ୍ନ ତାର ପ୍ରୀତି ଆଜ୍ଞି ।
 ଅଭୟ ପ୍ରଦାନ ତାରେ କରିଓ ସୁମାତ ।
 ମରିଲେ ରାବଣି ରଣେ, ଅବଶ୍ୟ ମରିବେ
 ରାବଣ ; ଲଭିବେ ପୁନଃ ବୈଦେହୀ ସତୀରେ
 ବୈଦେହୀ-ମନୋରଞ୍ଜନ ରଘୁକୁଳ-ମଣି ।
 ମୋର ରଥେ, ରଥୀବର, ଆରୋହଣ କରି
 ଯାଓ ଚଳି । ପାଞ୍ଚେ ତୋମା ହେରି ଲଙ୍କା-ପୁରେ,
 ବାଧାୟ ବିବାଦ ରଞ୍ଜଃ ; ମେଘଦଳେ ଆମି
 ଆଦେଶିବ ଆବରିତେ ଗଗନେ ; ଡାକିୟା
 ପ୍ରଭଞ୍ଜନେ, ଦିବ ଆଜ୍ଞା ଛଣ ଛାଡ଼ି ଦିତେ
 ବାୟୁ-କୁଳେ ; ବାହ୍ନିରାୟା ନାଚିବେ ଚପଳା ;
 ଦଞ୍ଜୋଳି-ଗଞ୍ଜୀର-ନାଦେ ପୁରିବ ଜଗତେ ।”

ପ୍ରଣମି ଦେବେନ୍ଦ୍ର-ପଦେ, ସାବଧାନେ ଲୟେ
 ଅକ୍ଷେ, ଚଳି ଗେଲା ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଚିତ୍ରରଥ ରଥୀ ।

ତବେ ଦେବ-କୁଳ-ନାଥ ଡାକି ପ୍ରଭଞ୍ଜନେ
 କହିଲା, “ପ୍ରଲୟ-ଝଡ଼ ଉଠାଓ ମହରେ
 ଲଙ୍କାପୁରେ, ବାୟୁପତି ; ଶୀଘ୍ର ଦେହ ଛାଡ଼ି
 କାରାବନ୍ଧ ବାୟୁଦଳେ ; ଲହ ମେଘଦଳେ ;
 ବନ୍ଧ ଛଣ-କାଳ ବୈରୀ ବାରି-ନାଥ ମନେ
 ନିର୍ଦ୍ଦୋଷେ !” ଉଲ୍ଲାସେ ଦେବ ଚଳିଲା ଅମନି,
 ଭାଞ୍ଜିଲେ ଶୃଙ୍ଖଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେଶରୀ ସେମତି,
 ସଫାୟ ଡାକିରାଗାରେ ଝୁଙ୍କ ବାୟୁ ଯତ
 ଗିରି-ଗର୍ଭେ । କତ ଦୂରେ ଶୁନିଲା ପବନ
 ଘୋର କୋଳାହଳେ ; ଗିରି (ଦେଖିଲା) ଲଢ଼ିଛି

୧୫ । ଚପଳା—ଚକଳା ଅର୍ଥାତ୍ ବିହ୍ୱାତ ।

୧୬ । ଦଞ୍ଜୋଳି—ବନ୍ଧ ।

୧୮ । ପ୍ରଭଞ୍ଜନ—ବାୟୁ ।

অস্তুরিত পরাক্রমে, অসমর্থ যেন
 রোধিতে প্রবল বায়ু আপনার বলে ।
 শিলাময় দ্বার দেব খুলিলা পরশে ।
 হুহুকারি বায়ুকুল বাহিরিল বেগে
 যথা অশুরাশি, যবে ভাঙে আচম্বিতে
 জাঙাল ! কাঁপিল মহী ; গর্জিল জলধি !
 তুঙ্গ-শৃঙ্গধরাকারে তরঙ্গ-আবলী
 কল্লোলিল, বায়ু-সঙ্গে রণরঙ্গে মাতি ।
 ধাইল চৌদিকে মস্ত্রে জীমূত ; হাসিল
 ক্ষণ-প্রভা ; কড়মড়ে নাদিল দন্তোলি ।
 পলাইলা তারানাথ তারাদলে লয়ে ।
 ছাইল লঙ্কায় মেঘ, পাবক উগরি
 রাশি রাশি ; বনে বৃক্ষ পড়িল উপড়ি
 মড়মড়ে ; মহাঝড় বহিল আকাশে ;
 বর্ষিল আসার যেন সৃষ্টি ডুবাইতে
 প্রলয়ে । বৃষ্টিল শিলা তড়তড়তড়ে ।

পশিল আতঙ্কে রক্ষঃ যে যাহার ঘরে ।
 যথায় শিবির মাঝে বিরাজেন বলী
 রাঘবেন্দ্র, আচম্বিতে উতরিল রাথী
 চিত্ররথ, দিবাকর যেন অংশুমালী,
 রাজ-আভরণ দেহে ! শোভে কটিদেশে
 সারসন, রাশি-চক্র-সম তেজোরশি,
 ঝোলে তাহে অসিবর—ঝল ঝল ঝলে !
 কেমনে বর্ণিবে কবি দেব-তুণ, ধনুঃ,

১। অস্তুরিত পরাক্রমে—কেন না, পরাক্রমী বায়ুকুল তাহার অন্তরে অর্থাৎ গর্ভদেশে
 আবদ্ধ রহিয়াছে ।

৭। তুঙ্গ-শৃঙ্গধরাকারে—উচ্চ পর্বতাকারে । তরঙ্গ-আবলী—টেউসবুহ ।

৯। মস্ত্রে—গভীর শব্দ । জীমূত—মেঘ ।

১০। ক্ষণ-প্রভা—বিহ্বাৎ । ১৩। বৃষ্টিল শিলা—শিলায়ুষ্টি হইল ।

২২। সারসন—কট্যাভরণ অর্থাৎ কোমরবন্ধ ।

চর্ম, বর্ম, শূল, সৌর-কিরীটের আভা
স্বর্ণময়ী ? দৈববিভা ধাঁধিল নয়নে
স্বর্গীয় সৌরভে দেশ পুরিল সহসা ।

সসম্মুখে প্রণমিয়া, দেবদূত-পদে
রঘুবর, জিজ্ঞাসিলা, “হে ত্রিদিববাসি,
ত্রিদিব ব্যতীত, আহা, কোন্ দেশ সাজে
এ হেন মহিমা, রূপে ?—কেন হেথা আজি,
নন্দন-কানন ত্যজি, কহ এ দাসেরে ?
নাহি স্বর্গাসন, দেব, কি দিব বসিতে ?
তবে যদি কৃপা, প্রভু, থাকে দাস প্রতি,
পাণ্ড, অর্ঘ্য লয়ে বসো এই কুশাসনে ।
ভিখারী রাঘব হায় !” আশীষিয়া রথী
কুশাসনে বসি তবে কহিলা সুস্বরে ;—

“চিত্ররথ নাম মম, শুন দাশরথি ;
চির-অনুচর আমি সেবি অহরহঃ
দেবেন্দ্রে ; গন্ধর্বকুল আমার অধীনে ।
আইলু এ পুরে আমি ইন্দ্রের আদেশে ।
তোমার মঙ্গলাকাজক্ষা দেবকুল সহ
দেবেশ । এই যে অস্ত্র দেখিছ নৃমণি,
দিয়াছেন পাঠাইয়া তোমার অনুজ্ঞে
দেবরাজ । আবির্ভাবি মায়া মহাদেবী
প্রভাতে, দিবেন কহি, কি কৌশলে কালি
নাশিবে লক্ষ্মণ শূর মেঘনাদ শূরে ।
দেবকুল-প্রিয় তুমি, রঘুকুল-মণি ।
সুপ্রসন্ন তব প্রতি আপনি অভয়া !”

কহিলা রঘুনন্দন ; আনন্দ-সাগরে

১। সৌর-কিরীট—সূর্যাসদৃশ উজ্জ্বল বসুট ।

৫—৭। হে ত্রিদিববাসি ইত্যাদি—হে স্বর্গবাসি, আপনি যে এক জন স্বর্গীয় পুরুষ
তাহার কোন সন্দেহ নাই । কেন না, স্বর্গ ব্যতীত আর কোন্ স্থলে লোকের এরূপ মহিম
এবং রূপের সম্ভব আছে ?

২১। আবির্ভাবি—আবিষ্কৃত হইয়া ।

ভাসিহু, গন্ধর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এ শুভ সংবাদে !
অজ্ঞ নর আমি ; হায়, কেমনে দেখাব
কৃতজ্ঞতা ? এই কথা জিজ্ঞাসি তোমারে ।”

হাসিয়া কহিলা দূত ; “শুন, রঘুমণি,
দেব প্রতি কৃতজ্ঞতা, দরিদ্র-পালন,
ইন্দ্রিয়-দমন, ধর্ম্মপথে সদা গতি ;
নিত্য সত্য-দেবী-সেবা ; চন্দন, কুমুম,
নৈবেদ্য, কৌষিক বস্ত্র আদি বলি যত,
অবহেলা করে দেব, দাতা যে যতপি
অসৎ ! এ সার কথা কহিহু তোমারে !”

প্রণমিলা রামচন্দ্র ; আশীষিয়া রথী
চিত্ররথ, দেবরথে গেলা দেবপুরে ।
থামিল তুমুল ঝড় ; শান্তিলা জলধি ;
হেরিয়া শশাঙ্কে পুনঃ তারাদল সহ,
হাসিল কনকলঙ্কা । তরল সলিলে
পশি, কৌমুদিনী পুনঃ অবগাহে দেহ
রজোময় ; কুমুদিনী হাসিল কোতুকে ।
আইল ধাইয়া পুনঃ রণ-ক্ষেত্রে, শিবা
শবাহারী ; পালে পালে গৃধিনী, শকুনি,
পিশাচ । রাক্ষসদল বাহিরিল পুনঃ
ভীম-প্রহরণ-ধারী—মত্ত বীরমদে ।

ইতি শ্রীমেঘনাদবধে কাব্যে অন্তলাভো নাম
দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ ।

৮। বলি—পূজোপহার ।

১৫—১৭। তরল সলিলে ইত্যাদি—রজোময় কৌমুদিনী অর্থাৎ রৌপ্যপ্রভা চন্দ্রিকা
পুনঃ তরল সলিলে অর্থাৎ চকল জলে দেহ অবগাহে—অবগাহন করিতে লাগিল, অর্থাৎ
বেশবুদ্ধ চন্দ্রের কিরণজাল পুনঃ জলহলে শোভমান হইল । ১৮। শিবা—শূগালী ।

১৯। শবাহারী—মৃতদেহভক্ষক ।

২১। ভীম প্রহরণ—ভয়ানক অস্ত্র ।

তৃতীয় সর্গ

প্রমোদ-উত্তানে কাঁদে দানব-নন্দিনী
প্রমীলা, পতি-বিরহে কাতরা যুবতী ।
অশ্রুস্রাবি বিধুমুখী ভ্রমে ফুলবনে
কড়ু, ব্রজ-কুঞ্জ-বনে, হায় রে, যেমনি
ব্রজবালা, নাহি হেরি কদম্বের মূলে
পীতধড়া পীতাম্বরে, অধরে মুরলী ।
কড়ু বা মন্দিরে পশি, বাহিরায় পুনঃ
বিরহিণী, শূন্য নীড়ে কপোতী যেমতি
বিবশা ! কড়ু বা উঠি উচ্চ-গৃহ-চূড়ে,
এক-দৃষ্টে চাহে বামা দূর লক্ষা পানে,
অবিরল চক্ষুঃজল পুঁছিয়া আঁচলে !—
নীরব বাঁশরী, বীণা, মুরজ, মন্দিরা,
গীত-ধ্বনি । চারি দিকে সখী-দল যত,
বিরস-বদন, মরি, সুন্দরীর শোকে !
কে না জানে ফুলকুল বিরস-বদনা,
মধুর বিরহে যবে তাপে বনস্থলী ?

উত্তরিলে নিশা-দেবী প্রমোদ-উত্তানে ।

সিহরি প্রমীলা সতী, মুহু কল-স্বরে,
বাসন্তী নামেতে সখী বসন্ত-সৌরভা,
তার গলা ধরি কাঁদি কহিতে লাগিলে ;—
“ওই দেখ, আইল লো তিমির যামিনী,
কাল-ভুজঙ্গিনী-রূপে দংশিতে আমারে,
বাসন্তি ! কোথায়, সখি, রক্ষুকুল-পতি,
অরিন্দম ইন্দ্রজিৎ, এ বিপত্তি-কালে ?

২। পতি-বিরহে ইত্যাদি—প্রথম সর্গে মেঘনাদ প্রমীলার নিকট বিদায় লইয়া লক্ষা গমন করেন, এবং রক্ষোবাহক সেনাপতিপদে অতিশীঘ্র হইয়া কিরিয়া আসিতে পারিলেন না। প্রমীলা পতির বিরহে উত্তলা হইয়া উঠিলেন।

এখনি আসিব বলি গেলা চলি বলী ;
কি কাজে এ ব্যাজ আমি বুঝিতে না পারি ।
তুমি যদি পার, সহি, कह লো আমারে ।”

কহিলা বাসন্তী সখী, বসন্তে যেমতি
কুহরে বসন্তসখা,—“কেমনে কহিব
কেন প্রাণনাথ তব বিলম্বেন আজি ?
কিন্তু চিন্তা দূর তুমি কর, সীমন্তিনি !
ত্বরায় আসিবে শূর নাশিয়া রাঘবে ।
কি ভয় তোমার সখি ? সুরাসুর-শরে
অভেদ্য শরীর য়ার, কে তাঁরে আঁটিবে
বিগ্রহে ? আইস মোরা যাই কুঞ্জ-বনে ।
সরস কুমুম তুলি, চিকণিয়া গাঁথি
ফুলমালা । দোলাইও হাসি প্রিয়গলে
সে দামে, বিজয়ী রথ-চূড়ায় যেমতি
বিজয়-পতাকা লোক উড়ায় কোতুকে ।”

এতেক কহিয়া দৌহে পশিলা কাননে,
যথায় সরসী সহ খেলিছে কোমুদী,
হাসাইয়া কুমুদেরে ; গাইছে ভ্রমরী ;
কুহরিছে পিকবর ; কুমুম ফুটিছে ;
শোভিছে আনন্দময়ী বনরাজা-ভালে
(মণিময় সিঁথিরূপে) জোনাকের পাঁতি ;
বহিছে মলয়ানিল, মর্ম্মরিছে পাতা ।

আঁচল ভরিয়া ফুল তুলিলা ছুজনে ।
কত যে ফুলের দলে প্রমীলার আঁখি
মুক্তিল শিশির-নীরে, কে পারে কাহতে ?

২। ব্যাজ—বিলম্ব। ৫। বসন্তসখা—কোকিল। ৬। বিলম্বেন—বিলম্ব করেন।

৭। সীমন্তিনি—হে রমণি। ১৪। দাম—মালা। ১৭। কোমুদী—ক্যোৎস্না।

২১। পাঁতি—শ্রেণী। ২২। মর্ম্মরিছে—মর্ম্মর শব্দ করিতেছে।

২৪। কত যে ইত্যাদি—প্রমীলা শিশিরধরূপ অশ্রুবিন্দু দ্বারা অনেক ফুলদলকে মুক্তিল
অর্থাৎ যেন মুক্তাকল দিয়া অলঙ্কৃত করিল।

কত দূরে হেরি বামা সূর্য্যমুখী তুঃখী,
 মলিন-বদনা, মরি, মিহির-বিরহে,
 দাঁড়াইয়া তার কাছে কহিলা সুস্বরে ;—
 “তোর লো যে দশা এই তোর নিশা-কালে, ১/
 ভানু-প্রিয়ে, আমিও লো সহি সে যাতনা !
 আঁধার সংসার এবে এ পোড়া নয়নে !
 এ পরাগ দহিছে লো বিচ্ছেদ-অনলে !
 যে রবির ছবি পানে চাহি বাঁচি আমি
 অহরহঃ, অস্তাচলে আচ্ছন্ন লো তিনি !
 আর কি পাইব আমি (উষ্মার প্রসাদে
 পাইবি যেমতি, সতি, তুই) প্রাণেশ্বরে ?”

অবচয়ি ফুল-চয়ে সে নিকুঞ্জ-বনে,
 বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি, সখীরে সস্তাষি
 কহিলা প্রমীলা সতী ; “এই ত তুলিনু
 ফুল-রাশি ; চিকণিয়া গাঁথিনু, স্বজনি,
 ফুলমালা ; কিন্তু কোথা পাব সে চরণে,
 পুষ্পাঞ্জলি দিয়া যাহে চাহি পূজিবারে !
 কে বাঁধিল মৃগরাজে বুকিতে না পারি ।
 চল, সখি, লঙ্কাপুরে যাই মোরা সবে ।”

কহিল বাসন্তী সখী ; “কেমনে পশিবে
 লঙ্কাপুরে আজি তুমি ? অলজ্য সাগর-
 সম রাঘবীয় চমু বেড়িছে তাহারে ।
 লক্ষ লক্ষ রক্ষঃ-অরি ফিরিছে চৌদিকে
 অস্ত্রপানি, দণ্ডপানি দণ্ডধর যথা ।”

রুষিলা দানব-বালা প্রমীলা রূপসী !
 “কি কহিলি, বাসন্তি ? পর্ব্বত-গৃহ ছাড়ি

১। সূর্য্যমুখী—পুষ্পবিশেষ।

২। মিহির—সূর্য্য।

১০—১১। আর কি পাইব আমি ইত্যাদি—সূর্য্যমুখি, যেমন নিশা প্রভাত হইবে
 তুই তোমার প্রাণনাথ সূর্য্যকে পাইবি, আমি কি আর আমার প্রাণনাথকে পাইব ?

২২। চমু—সৈন্ত।

বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশে,
 কার হেন সাধ্য যে সে রোধে তার গতি ?
 দানবনন্দিনী আমি ; রক্ষঃ-কুল-বধু ;
 রাবণ স্বস্তুর মম, মেঘনাদ স্বামী,—
 আমি কি ডরাই, সখি, ভিখারী রাখবে ?
 পশিব লঙ্কায় আজি নিজ ভুজ-বলে ;
 দেখিব কেমনে মোরে নিবারে নৃমণি ?”

এতেক কহিয়া সতী, গজ-পতি-গতি,
 রোষাবেশে প্রবেশিলা সুবর্ণ-মন্দিরে ।

যথা যবে পরস্তুপ পার্থ মহারথী,
 যজ্ঞের তুরঙ্গ সঙ্গে আসি, উত্তরিল
 নারী-দেশে, দেবদত্ত শংখ-নাদে রুষি,
 রণ-রঙ্গে বীরাক্রমা সাজিল কোতুকে ;—
 উথলিল চারি দিকে ছন্দুভির ধ্বনি ;
 বাহিরিল বামাদল বীরমদে মাতি,
 উলঙ্গিয়া অসিরাশি, কার্মুক টংকারি,
 আশ্ফালি ফলকপুঞ্জ ! ঝক্ ঝক্ ঝকি
 কাঞ্চন-কঙ্কক-বিভা উজলিল পুরী !
 মন্দুরায় হেযে অশ্ব, উর্ধ্ব কর্ণে শুনি
 নূপুরের ঝগঝগি, কিঙ্কিণীর বোলী,
 ডমরুর রবে যথা নাচে কাল ফণী ।
 বারীমাঝে নাদে গজ শ্রবণ বিদরি,
 গজ্জীর নির্ঘোষে যথা ঘোষে ঘনপতি
 দূরে ! রঙ্গে গিরি-শৃঙ্গে, কাননে, কন্দরে,
 নিদ্রা ত্যজি প্রতিধ্বনি জাগিলা অমনি ;—
 সহসা পুরিল দেশ ঘোর কোলাহলে ।
 নৃ-যুগু-মালিনী নামে উগ্রচণ্ডা ধনী,

১৬। কার্মুক—বহুঃ। ১৭। ফলক—ঢাল। ১৮। কঙ্কক—বর্ষ, গাঁড়োরা।

২২। শ্রবণ—কর্ণ। বিদরি—বিদীর্ণ করিয়া। ২৪। কন্দর—পর্বত-গহ্বর।

সাজাইয়া শত বাজী বিবিধ সাজনে,
 মন্দুরা হইতে আনে অলিন্দের কাছে
 আনন্দে । চড়িলা ঘোড়া এক শত চেড়ী ।
 অশ্ব-পার্শ্বে কোষে অসি বাজিল ঝগ্‌ঝগি ।
 নাচিল শীর্ষক-চূড়া ; তুলিল কৌতুকে
 পৃষ্ঠে মণিময় বেণী তুণীরের সাথে ।
 হাতে শূল, কমলে কণ্টকময় যথা
 যুগল । হেয়িল অশ্ব মগন হরষে,
 দানব-দলনী-পদ-পদ-যুগ ধরি
 বক্ষে, বিরূপাক্ষ সুখে নাদেন যেমতি !
 বাজিল সমর-বাণ ; চমকিলা দিবে
 অমর, পাতালে নাগ, নর নরলোকে ।

রোষে লাজভয় ত্যাজ, সাজে তেজস্বিনী
 প্রমীলা । কিরীট-ছটা কবরী-উপরি,
 হায় রে, শোভিল যথা কাদস্বিনা-শিরে
 ইন্দ্রচাপ ! লেখা ভালে অঞ্জনের রেখা,
 ভৈরবীর ভালে যথা নয়নরঞ্জিকা
 শশিকলা ! উচ্চ কুচ আবরি কবচে
 সুলোচনা, কটিদেশে যতনে আঁটিলা
 বিবিধ রতনময় স্বর্ণ-সারসনে ।
 নিষঙ্গের সঙ্গে পৃষ্ঠে ফলক তুলিল,
 রবির পরিধ হেন ধাঁধিয়া নয়নে !
 ঝকঝকি উরুদেশে (হায় রে, বর্জুল
 যথা রত্না বন-আভা !) হৈমময় কোষে
 শোভে খরসান অসি ; দীর্ঘ শূল করে ;
 ঝলমলি ঝলে অঙ্গে নানা আভরণ !—
 সাজিলা দানব-বালা, হৈমবতী যথা

২। অলিন্দ—বারান্দা ।

৫। শীর্ষক—নিরৌচুষণ ।

১১। দিবে—বর্গে ।

২১। নিষঙ্গ—তুণ ।

২৩। বর্জুল—গোল ।

২৫। খরসান—ভীক ।

নাশিতে মহিষাসুরে ঘোরতর রণে,
কিষ্ণা শুভ্র নিশুভ্র, উন্মদ বীর-মদে ।
ডাকিনী যোগিনী সম বেড়িলা সতীরে
অখারুড়া চেড়ীবৃন্দ । চড়িলা সুল্লরী
বড়বা নামেতে বামী—বাড়বাগ্নি-শিখা ।

গস্তীরে অশ্বরে যথা নাদে কাদম্বিনী,
উচ্চৈঃশ্বরে নিতম্বিনী কহিলা সম্ভাষি
সখীবৃন্দে ; “লঙ্কাপুরে, শুন লো দানবি,
অরিন্দম ইন্দ্রজিৎ বন্দী-সম এবে ।
কেন যে দাসীরে ভুলি বিলম্বেন তথা
প্রাণনাথ, কিছু আমি না পারি বুদ্ধিতে ?
যাইব তাঁহার পাশে ; পশিব নগরে
বিকট কটক কাটি, জিনি ভুজ্বলে
রঘুশ্রেষ্ঠে ;—এ প্রতিজ্ঞা, বীরাক্রমা, মম ;
নতুবা মরিব রণে—যা থাকে কপালে !
দানব-কুল-সম্ভবা আমরা, দানবি ;—
দানবকুলের বিধি বধিতে সমরে,
দ্বিষত-শোণিত-নদে নতুবা ডুবিতে !
অধরে ধরি লো মধু, গরল লোচনে
আমরা ; নাহি কি বল এ ভুজ্ব-যুগালে ?
চল সবে, রাঘবের হেরি বীরপণা ।
দেখিব যে রূপ দেখি সূৰ্পণখা পিসী
মাতিল মদন-মদে পঞ্চবটী-বনে ;
দেখিব লক্ষ্মণ শূরে ; নাগ-পাশ । দয়া
বাঁধি লব বিভীষণে—রক্ষঃ-কুলাঙ্গারে ।
দলিব বিপক্ষ-দলে, মাতঙ্গিনী যথা
নলবন । তোমরা লো বিহ্ব্যৎ-আকৃতি,

৫ । বামী—অশ্বিনী । বড়বা শব্দেরও ঐ অর্থ । কিন্তু এ স্থলে প্রমীলার বামীর নাম ।
বাড়বাগ্নিশিখাসমূহ ভেদম্বিনী ।

৬ । কাদম্বিনী—মেঘমালা ।

১৮ । দ্বিষত-শোণিত-নদে ইত্যাদি—ত্রিশূল-রক্তস্রষ্ট নদে ।

বিদ্যুতের গতি চল পড়ি অগ্নি-মাকে !”

নাদিল দানব-বালা হহঙ্কার রবে,
মাতঙ্গিনীযুথ যথা—মস্ত মধু-কালে !

যথা বায়ু সখা সহ দাবানল-গতি
তুর্বার, চলিলা সতী পতির উদ্দেশে ।
টলিল কনক-লঙ্কা, গর্জিল জলধি ;
ঘনঘনাকারে রেণু উড়িল চৌদিকে ;—
কিস্ত নিশা-কালে কবে ধূম-পুঞ্জ পারে
আবরিতে অগ্নি-শিখা ? অগ্নিশিখা-তেজে
চলিলা প্রমীলা দেবী বামা-বল-দলে ।

কত ক্রমে উত্তরিল পশ্চিম ছয়ারে
বিধুমুখী । একবারে শত শত ধরি
ধ্বনিলা, টংকারি রোষে শত ভীম ধ্বংঃ,
স্ত্রীবৃন্দ ! কাঁপিল লঙ্কা আতঙ্কে ; কাঁপিল
মাতঙ্গে নিষাদী ; রথে রথী ; তুরঙ্গমে
সাদীবর ; সিংহাসনে রাজা ; অবরোধে
কুলবধু ; বিহঙ্গম কাঁপিল কুলায়ে ;
পর্বত-গহ্বরে সিংহ ; বন-হস্তী বনে ;
ডুবিল অতল জলে জলচর যত !

পবন-নন্দন হনু ভীষণ-দর্শন,
রোষে অগ্রসরি শূর গরজি কহিলা ;—
“কে তোরা এ নিশা-কালে আইলি মরিতে ?
জাগে এ ছয়ারে হনু, যার নাম শুনি
থরথরি রক্ষানাথ কাঁপে সিংহাসনে !
আপনি জাগেন প্রভু রঘু-কুল-মণি,
সহ মিত্র বিভীষণ, সৌমিত্রি কেশরী,
শত শত বীর আর—তুর্কর্ষ সমরে ।

৪। বায়ু সখা—সখারূপ বায়ু ।

১১। পশ্চিম দ্বারে রামচন্দ্র আপনি ছিলেন । “দাশরথি পশ্চিম ছয়ারে”—প্রথম সর্গ ।

২০। ভীষণ-দর্শন—ভয়ঙ্কর বৃত্তি ।

কি রঙ্গে অঙ্গনা-বেশ ধরিলি হুস্মতি ?
জানি আমি নিশাচর পরম-মায়াবী ।
কিন্তু মায়া-বল আমি টুটি বাছ-বলে ;—
যথা পাই মারি অরি ভীম প্রহরণে ।”

নৃ-মুণ্ড-মালিনী সখী (উগ্রচণ্ডা ধনী !)

কোদণ্ড টঙ্কারি রোষে কহিলা ছঙ্কারে ;—

“শীঘ্র ডাকি আন হেথা তোরা সীতানাথে,
বর্বর ! কে চাহে তোরে, তুই ক্ষুদ্রজীবী !

নাহি মারি অস্ত্র মোরা তোরা সম জনে
ইচ্ছায় । শৃগাল সহ সিংহী কি বিবাদে ?
দিবু ছাড়ি ; প্রাণ লয়ে পালা, বনবাসি !
কি ফল বধিলে তোরে, অবোধ ? যা চলি,
ডাক সীতানাথে হেথা, লক্ষ্মণ ঠাকুরে,
রাক্ষস-কুল-কলঙ্ক ডাক বিভীষণে !
অরিন্দম ইন্দ্রজিৎ—প্রমীলা সুন্দরী
পত্নী তাঁর ; বাছ-বলে প্রবেশিবে এবে
লঙ্কাপুরে, পতিপদ পূজিতে যুবতী !
কোন্ যোধ সাধ্য, মুঢ়, রোধিতে তাঁহারে ?”

প্রবল পবন-বলে বলীন্দ্র পাবনি

হনু, অগ্রসরি শূর, দেখিলা সভয়ে
বীরাজনা মাঝে রঙ্গে প্রমীলা দানবী ।
ক্ষণ-প্রভা-সম বিভা খেলিছে কিরীটে ;
শোভিছে বরাদ্দে বস্ম, সৌর-অংশু-রাশি,
মণি-আভা সহ মিশি, শোভয়ে যেমনি !
বিস্ময় মানিয়া হনু, ভাবে মনে মনে ;—
“অলঙ্ঘ্য সাগর লজ্জি, উত্তরিবু যবে
লঙ্কাপুরে, ভয়ঙ্করী হেরিবু ভীমারে,
প্রচণ্ডা, খর্পর খণ্ডা হাতে, মুণ্ডমালী ।

দানব-নন্দিনী যত মন্দোদরী-আদি
 রাবণের প্রণয়িনী, দেখিহু তা সবে ।
 রক্ষঃ-কুল-বালা-দলে, রক্ষঃ-কুল-বধু,
 (শশিকলা-সম রূপে) ঘোর নিশা-কালে,
 দেখিহু সকলে একা ফিরি ঘরে ঘরে ।
 দেখিহু অশোক-বনে (হায় শোকাকুলা)
 রঘু-কুল-কমলেরে ;—কিন্তু নাহি হেরি
 এ হেন রূপ-মাধুরী কভু এ ভুবনে !
 ধন্য বীর মেঘনাদ, যে মেঘের পাশে
 প্রেম-পাশে বাঁধা সদা হেন সৌদামিনী !”

এতক ভাবিয়া মনে অঞ্জনা-নন্দন
 (প্রভঞ্জন স্বনে যথা) কহিলা গভীরে ;
 “বন্দীসম শিলাবন্ধে বাঁধিয়া সিন্ধুরে,
 হে সুন্দরি, প্রভু মম, রবি-কুল-রবি,
 লক্ষ লক্ষ বীর সহ আইলা এ পুরে ।
 রক্ষো রাজ বৈরী তাঁর ; তোমরা অবলা,
 কহ, কি লাগিয়া হেথা আইলা অকালে ?
 নির্ভয় হৃদয়ে কহ ; হনুমান্ আমি
 রঘুদাস ; দয়া-সিন্ধু রঘু-কুল-নিধি ।
 তব সাথে কি বিবাদ তাঁর, সুলোচনে ?
 কি প্রসাদ মাগ তুমি, কহ ত্বরা করি ;
 কি হেতু আইলা হেথা ? কহ, জানাইব
 তব আবেদন, দেবি, রাঘবের পদে ।”

উত্তর করিলা সতী,—হায় রে, সে বাণী
 ধ্বনিল হনুর কানে বীণাবাণী যথা
 মধুমাথা !—“রঘুবর পতি-বৈরী মম ;
 কিন্তু তা বলিয়া আমি কভু না বিবাদি
 তাঁর সঙ্গে । পতি মম বীরেন্দ্র-কেশরী,
 নিজ-ভুজ-বলে তিনি ভুবন-বিজয়ী ;
 কি কাজ আমার যুঝি তাঁর রিপু সহ ?

অবলা, কুলের বালা, আমরা সকলে ;
কিন্তু ভেবে দেখ, বীর, যে বিদ্যাত-ছটা
রমে আঁখি, মরে নর, তাহার পরশে ।
লও সঙ্গে, শূর, তুমি ওই মোর দূতী ।
কি যাচঞা করি আমি রামের সমীপে
বিবরিয়া কবে রামা ; যাও ত্বর করি ।”

নৃ-মুণ্ড-মালিনী দূতী, নৃ-মুণ্ড-মালিনী-
আকৃতি, পশিয়া ধনী অরি-দল-মাঝে
নির্ভয়ে, চলিলা যথা গরুৎমতী তরি,
তরঙ্গ-নিকরে রঙ্গে করি অবহেলা,
অকূল সাগর-জলে ভাসে একাকিনী ।
আগে আগে চলে হনু পথ দেখাইয়া ।
চমকিলা বীরবৃন্দ হেরিয়া বামারে,
চমকে গৃহস্থ যথা ঘোর নিশা-কালে
হেরি অগ্নি-শিখা ঘরে ! হাসিলা ভামিনী
মনে মনে । একদৃষ্টে চাহে বীর যত
দড়ে রড়ে জড় সবে হয়ে স্থানে স্থানে ।
বাজিল নূপুর পায়ে, কাঞ্চী কটি-দেশে ।
ভীমাকার শূল করে, চলে নিতম্বিনী
জরজরি সর্ব জনে কটাক্ষের শরে
তীক্ষ্ণতর । শিরোপরি শীর্ষকের চূড়া,
চন্দ্রক-কলাপময়, নাচে কুতূহলে ;
ধক্ধকে রত্নাবলী কুচ-যুগমাঝে
পীবর ! ছলিছে পৃষ্ঠে মণিময় বেণী,
কামের পতাকা যথা উড়ে মধু-কালে ।
নব-মাতঙ্গিনী-গতি চলিলা রঙ্গিনী,
আলো করি দশ দিশ, কৌমুদী যেমতি,
কুমুদিনী-সখী, ঝলে বিমল সলিলে,

৯। গরুৎমতী—যাহার পক্ষ আছে । তারির পক্ষে “পাল” ।

২০—২৪। কুচযুগ মাঝে পীবর—পীবর—অর্থাৎ মূল কুচযুগ মাঝে ।

কিন্মা উষা অংশুময়ী গিরিশৃঙ্গ-মাঝে ।
 শিবিরে বসেন প্রভু রঘু-চূড়ামণি ;
 কর-পুটে শূর-সিংহ লক্ষ্মণ সন্মুখে,
 পাশে বিভীষণ সখা, আর বীর যত,
 রুদ্র-কুল-সমতেজঃ, ভৈরব মুরতি ।
 দেব-দত্ত অস্ত্র-পুঞ্জ শোভে পিঠোপরি,
 রঞ্জিত রঞ্জনরাগে, কুমুম-অঞ্জলি-
 আবৃত ; পুড়িছে ধূপ ধূমি ধূপদানে ;
 সারি সারি চারি দিকে জ্বলিছে দেউটী ।
 বিস্ময়ে চাহেন সবে দেব-অস্ত্র পানে ।
 কেহ বাখানেন খড়্গ ; চর্ম্বর কেহ,
 সুবর্ণ-মণ্ডিত যথা দিবা-অবসানে
 রাবর প্রসাদে মেঘ ; তুণীর কেহ বা ;
 কেহ বর্ম, তেজোরশ্মি ! আপনি সুমতি
 ধরি ধনুঃ-বরে করে কহিলা রাঘব ;
 “বৈদেহীর স্বয়ম্বরে ভাঙিছু পিনাকে
 বাছ-বলে ; এ ধনুকে নারি গুণ দিতে !
 কেমনে, লক্ষ্মণ ভাই নোয়াইবে এরে ?”
 সহসা নাদিল ঠাট ; জয় রাম ধ্বনি
 উঠিল আকাশ-দেশে ঘোর কোলাহলে,
 সাগর-কল্লোল যথা ! ত্রস্তে রক্ষোরথী,
 দাশরথি পানে চাহি, কহিলা কেশরী ;—
 “চেয়ে দেখ, রাঘবেন্দ্র, শিবির বাহিরে ।
 নিশীথে কি উষা আসি উতরিলা হেথা ?”
 বিস্ময়ে চাহিলা সবে শিবির বাহিরে ।

১। গিরিশৃঙ্গ-সদৃশ বীরবলের মধ্যে উষা-সদৃশী ।

৭। রঞ্জনরাগে—রক্তচন্দনের রঞ্জিমার । রাম দেবাস্ত্রসকল পুষ্পাঞ্জলি দিয়া পূজ
 করিয়াছেন ।

১৬। পিনাক—শিবধনুঃ ।

২৪। নিশীথে কি উষা ইত্যাদি—প্রমীলার দূতী উষাসদৃশী ভেজবিনী । বিভীষণ দূতীতে
 চিনিতে না পারিয়া বিজ্ঞাসা করিলেন—অর্ক রাজে কি উষা আইলেন ?

“ভৈরবীরূপিণী বামা,” কহিলা নৃমণি,
 “দেবী কি দানবী, সখে, দেখ নিরখিয়া ।
 মায়াময় লঙ্কা-ধাম ; পূর্ণ ইন্দ্র-জালে ;
 কাম-রূপী তবাগ্রজ । দেখ ভাল করি ;
 এ কুহক তব কাছে অবিদিত নহে ।
 শুভক্ষণে, রক্ষাবর পাইলু তোমারে
 আমি ! তোমা বিনা, মিত্র, কে আর রাখিবে
 এ দুর্বল বলে, কহ, এ বিপত্তি-কালে ?
 রামের চির-রক্ষণ তুমি রক্ষঃপুরে !”

হেন কালে হনু সহ উত্তরিল দূতী
 শিবিরে । প্রণমি বামা কৃতাজলি-পুটে,
 (ছত্রিশ রাগিণী যেন মিলি এক তানে !)
 কহিলা ; “প্রণমি আমি রাঘবের পদে,
 আর যত গুরুজনে ;—নৃ-মুণ্ড-মালিনী
 নাম মম ; দৈত্যবালা প্রমীলা সুন্দরী,
 বীরেন্দ্র-কেশরী ইন্দ্রজিতের কামিনী,
 তাঁর দাসী ।” আশীষিয়া, বীর দাশরথি
 সুধিলা ; “কি হেতু, দূতি, গতি হেথা তব ?
 বিশেষিয়া কহ মোরে, কি কাজে তুষিব
 তোমার ভদ্রিণী, শুভে ? কহ শীঘ্র করি ।”

উত্তরিল ভীমা-রূপী ; “বীর-শ্রেষ্ঠ তুমি,
 রঘুনাথ ; আসি যুদ্ধ কর তাঁর সাথে ;
 নতুবা ছাড়হ পথ ; পশিবে রূপসী
 স্বর্ণলঙ্কাপুরে আজি পূজিতে পতির ।
 বধেছ অনেক রক্ষঃ নিজ ভুজ-বলে ;
 রক্ষাবধু মাগে রণ ; দেহ রণ তারে,
 বীরেন্দ্র । রমণী শত মোরা ; যাহে চাহ,
 যুঝিবে সে একাকিনী । ধনুর্বাণ ধর,
 ইচ্ছা যদি, নর-বর ; নহে চর্ম্ম অসি,
 কিম্বা গদা, মল্ল-যুদ্ধে সদা মোরা রত !

যথারূচি কর, দেব ; বিলম্ব না সহে ।
তব অনুরোধে সতী রোধে সখী-দলে,
চিত্রবাঘিনীরে যথা রোধে কিরাভিনী,
মাতে যবে ভয়ঙ্করী—হেরি যুগ-পালে ।”

এতেক কহিয়া রামা শিরঃ নোমাইলা,
প্রফুল্ল কুসুম যথা (শিশিরমণ্ডিত)
বন্দে নোমাইয়া শিরঃ মন্দ সমারণে !
উত্তরিলে রঘুপতি ; “শুন, সুকেশিনি,
বিবাদ না করি আমি কড়ু অকারণে ।
অরি মম রক্ষঃ-পতি ; তোমরা সকলে
কুলবালা ; কুলবধু ; কোন্ অপরাধে
বৈরি-ভাব আচরিব তোমাদের সাথে ?
আনন্দে প্রবেশ লক্ষা নিঃশঙ্ক হৃদয়ে ।
জনম রামের, রামা, রঘুরাজ-কুলে
বীরেশ্বর ; বীরপত্নী, হে স্নেত্রী দূতি,
তব ভর্তী, বীরাজনা সখী তাঁর যত ।
কহ তাঁরে শত মুখে বাখানি, ললনে,
তাঁর পতি-ভক্তি আমি, শক্তি, বীরপণা—
বিনা রণে পরিহার মাগি তাঁর কাছে !
ধন্য ইন্দ্রজিৎ ! ধন্য প্রমীলা সুন্দরী !
ভিখারী রাঘব, দূতি, বিদিত জগতে ;
বন-বাসী, ধন-হীন বিধি-বিড়ম্বনে ;
কি প্রসাদ, সুবদনে, (সাজে যা তোমারে)
দিব আজি ? সুখে থাক, আশীর্ব্বাদ করি !”
এতেক কহিয়া প্রভু কহিলা হনুরে ;
“দেহ ছাড়ি পথ, বলি । অতি সাবধানে,
শিষ্ট আচরণে তুষ্ট কর বামা-দলে ।”

৪ । ভয়ঙ্করী—চিত্রবাঘিনীর বিশেষণ ।

১৪—১৫ । রঘুরাজকুলে বীরেশ্বর—দিলীপপুত্র রঘু দ্বিধিকরী ছিলেন । আমি
বীরকুলোদ্ভব, অতএব সর্ব্বত্রই আমাকর্তৃক বীরবর্ষ্য সন্মানিত হইয়া থাকে ।

প্রণমিয়া সীতানাথে বাহিরিলা দূতী ।
 হাসিয়া কহিলা মিত্র বিভীষণ “দেখ,
 প্রমীলার পরাক্রম দেখ বাহিরিয়া,
 রঘুপতি ! দেখ, দেব, অপূর্ব কৌতুক ।
 না জানি এ বামা-দলে কে আঁটে সমরে,
 ভীমারূপী, বীর্যবতী চামুণ্ডা যেমতি—
 রক্তবীজ-কুল-অরি ?” কহিলা রাঘব ;
 “দূতীর আকৃতি দেখি ডরিহু হৃদয়ে,
 রক্ষোবর ! যুদ্ধ-সাধ ত্যজিহু তখনি !
 মুঢ় যে ঘাঁটায়, সখে, হেন বাঘিনীরে !
 চল, মিত্র, দেখি তব ভ্রাতৃ-পুত্র-বধু ।”

যথা দূর দাবানল পশিলে কাননে,
 অগ্নিময় দশ দিশ ; দেখিলা সম্মুখে
 রাঘবেন্দ্র বিভা-রাশি নিধুম আকাশে,
 সুবর্ণি বারিদ-পুঞ্জ ! শুনিলা চমকি
 কোদণ্ড-ঘর্ঘর ঘোর, ঘোড়া দড়বড়ি,
 হুহুকার, কোষে বন্ধ অসির ঝনঝনি ।
 সে রোলের সহ মিশি বাজিছে বাজনা,
 ঝড় সঙ্গে বহে যেন কাকলী-লহরী !
 উড়িছে পতাকা—রক্ত-সঙ্কলিত-আভা ;
 মন্দগতি আঙ্কন্দিতে নাচে বাজী-রাজী ;
 বোলিছে ঘুঞ্জুরাবলী ঘুহু ঘুহু বোলে ।
 গিরি-চূড়াকৃতি ঠাট দাঁড়ায় ছ-পাশে
 অটল, চলিছে মধ্যে বামা-কুল-দলে !
 উপত্যকা-পথে যথা মাতঙ্গিনী-যুথ,
 গরজে পুরিয়া দেশ, ক্ষিতি টলমলি ।

সর্ব-অগ্রে উগ্রচণ্ডা নৃ-মুণ্ড-মালিনী,
 কৃষ্ণ-হয়ারাঢ়া ধনী, ধ্বজ-দণ্ড করে

১৫। সুবর্ণি বারিদ-পুঞ্জ—মেঘসমূহকে সুবর্ণবর্ণাঙ্কিত করিয়া ।

২১। আঙ্কন্দিতে—একপ্রকার অস্থ-গতি অথবা নৃত্য ।

হৈমময় ; তার পাছে চলে বাতুকরী,
 বিত্യാধরী দল যথা, হায় রে ভুতলে
 অতুলিত ! বীণা, বাঁশী, মৃদঙ্গ, মন্দিরা-
 আদি যন্ত্র বাজে মিলি মধুর নিকণে !
 তার পাছে শূল-পাণি বীরাকনা-মাবে
 প্রমীলা, তারার দলে শশিকলা যথা !
 পরাক্রমে ভীমা বামা । খেলিছে চৌদিকে
 রতন-সম্ভবা বিভা ক্ষণ-প্রভা-সম ।
 অন্তরীক্ষে সঙ্গে সঙ্গে চলে রতিপতি
 ধরিত্রী কুমুম-ধনুঃ, মুহূর্মুহ হানি
 অব্যর্থ কুমুম-শরে ! সিংহ-পৃষ্ঠে যথা
 মহিষ-মর্দিনী দুর্গা ; ঐরাবতে শচী
 ইন্দ্রাণী ; খগেন্দ্রে রমা উপেন্দ্র-রমণী,
 শোভে বীর্যবতী সতী বড়বার পিঠে—
 বড়বা, বামী-ঈশ্বরী, মণ্ডিত রতনে ;
 ধীরে ধীরে, বৈরীদলে যেন অবহেলি,
 চলি গেলা বামাকুল । কেহ টংকারিলা
 শিঞ্জিনী ; ছঙ্কারি কেহ উলঙ্গিলা অসি ;
 আক্ষফালিলা শূলে কেহ ; হাসিলা কেহ বা
 অটুহাসে টিটকারি ; কেহ বা নাদিলা,
 গহন বিপিনে যথা নাদে কেশরিণী,
 বীর-মদে, কাম-মদে উদ্গাদ ভৈরবী !
 লক্ষ্য করি রক্ষাবরে, কহিলা রাঘব ;
 “কি আশ্চর্য্য, নৈকষেয় ? কভু নাহি দেখি,
 কভু নাহি শুনি হেন এ তিন ভুবনে !
 নিশার স্বপন আজি দেখিহু কি জাগি ?

৫। শূলপাণি বীরাকনা—যে সকল বীরাকনার হস্তে শূল অস্ত্র আছে ।

১০—১১। প্রমীলার প্রতি যে দৃষ্টিপাত করিতেছে, সেই তৎক্ষণাৎ কামমদে মুগ্ধ হইতেছে ।

১৩। খগেন্দ্র—পক্ষিরাজ অর্থাৎ গরুড় । রমা—লক্ষ্মী । উপেন্দ্র—বিষ্ণু ।

১৮। উলঙ্গিলা অসি—অসি নিষ্কাশিত করিল—অর্থাৎ অসির খাপ খুলিল ।

সত্য করি কহ মোরে, মিত্র-রত্নোত্তম ।
না পারি বুঝিতে কিছু ; চঞ্চল হইলু
এ প্রপঞ্চ দেখি, সখে, বঞ্চো না আমারে ।
চিত্ররথ-রথী-মুখে শুনিহু বারতা,
উরিবেন মায়া-দেবী দাসের সহায়ে ;
পাতিয়া এ ছল সতী পশিলা কি আসি
লঙ্কাপুরে ? কহ, বৃধ, কার এ ছলনা ?”

উত্তরিলো বিভীষণ ; “নিশার স্বপন
নহে এ, বৈদেহী-নাথ, কহিহু তোমারে ।
কালনেমি নামে দৈত্য বিখ্যাত জগতে
সুরারি, তনয়া তার প্রমিলা সুন্দরী ।
মহাশক্তি-অংশে, দেব, জন্ম বামার,
মহাশক্তি-সম তেজে ! কার সাধ্য আঁটে
বিক্রমে এ দানবীরে ? দন্তোলী-নিষ্কপী
সহস্রাক্ষে যে হর্যাক্ষ বিমুখে সংগ্রামে,
সে রক্ষেন্দ্রে, রাখবেন্দ্রে, রাখে পদতলে
বিমোহিনী, দিগম্বরী যথা দিগম্বরে !
জগতের রক্ষা-হেতু গড়িলা বিধাতা
এ নিগড়ে, যাছে বাঁধা মেঘনাদ বলী—
মদ-কল কাল হস্তী ! যথা বার-ধারা
নিবারে কানন-বৈরী ঘোর দাবানলে,
নিবারে সতত সতী প্রেম-আলাপনে
এ কালাগ্নি ! যমুনার সুবাসিত জলে
ডুবি থাকে কাল ফণী, ছুরন্তু দংশক !

৩। প্রপঞ্চ—বিস্তার, বিবরণ ।

১৫। হর্যাক্ষ—সিংহ ।

১৭। দিগম্বরী যথা দিগম্বরে—কালী যেরূপ শিবকে পদতলে রাখিয়াছেন, প্রমীলা
আপন পতিকের সেইরূপ বন্দীভূত করিয়া রাখিয়াছে ।

২৩—২৪। যমুনার সুবাসিত জলে ইত্যাদি—যমুনার সুগন্ধ জলধরূপ প্রমীলার
প্রেমসাগরে কাল কদম্বরূপ ইন্দ্রজিৎ নর হইয়া রহিয়াছে ।

সুখে বসে বিশ্ববাসী, ত্রিদিবে দেবতা,
অতল পাতালে নাগ, নর নরলোকে ।”

কহিলেন রঘুপতি ; “সত্য যা কহিলে,
মিত্রবর, রথীশ্রেষ্ঠ মেঘনাদ রথী ।
না দেখি এ হেন শিক্ষা এ তিন ভুবনে ।
দেখিয়াছি ভৃগুরামে, ভৃগুমান্ গিরি-
সদৃশ অটল যুদ্ধে ! কিন্তু শুভ ক্ষণে
তব ভ্রাতৃপুত্র, মিত্র, ধনুর্বাণ ধরে !
এবে কি করিব, কহ, রক্ষঃ-কুল-মণি ?
সিংহ সহ সিংহী আসি মিলিল বিপিনে ;
কে রাখে এ যুগ-পালে ? দেখ হে চাহিয়া,
উখলিছে চারি দিকে ঘোর কোলাহলে
হলাহল সহ সিন্ধু ! নীলকণ্ঠ যথা
(নিস্তারিণী-মনোহর) নিস্তারিলে ভবে,
নিস্তার এ বলে, সখে, তোমারি রক্ষিত ।—
ভেবে দেখ মনে শূর, কাল সর্প তেজে
তবাশ্রয়, বিষ-দস্ত তার মহাবলী
ইন্দ্রজিৎ । যদি পারি ভাঙিতে প্রকারে
এ দস্তে, সফল তবে মনোরথ হবে ;
নতুবা এসেছি মিছে সাগরে বাঁধিয়া
এ কনক লঙ্কাপুরে, কহিহু তোমারে ।”
কহিলা সৌমিত্রি শূর শিরঃ নোমাইয়া
ভ্রাতৃপদে ; “কেন আর ডরিব রাক্ষসে,
রঘুপতি ? সুরনাথ সহায় যাহার,
কি ভয় তাহার, প্রভু, এ ভব-মণ্ডলে ?
অবশ্য হইবে ধ্বংস কালি মোর হাতে
রাবণি । অধর্ম কোথা কবে জয় লাভে ?

১২—১৩। একে আমি বিপদসাগরে মগ্ন, তাহাতে আবার সেই সাগরে হলা
অলিতে আরম্ভ করিল, অর্থাৎ আমার বিপদ বাড়িয়া উঠিল ।

১৬—১৭। কাল সর্প তেজে ইত্যাদি—তোমার অশ্রয় রাবণ তেজোগুণে কালসর্পসদৃ

অধর্ম-আচারী এই রক্ষঃ-কুলপতি ;
তার পাপে হত-বল হবে রণ-ভূমে
মেঘনাদ ; মরে পুত্র জনকের পাপে ।
লঙ্কার পঙ্কজ-রবি যাবে অস্তাচলে
কালি, কহিলেন চিত্ররথ সুর-রথী ।
তবে এ ভাবনা, দেব, কর কি কারণে ?”

উত্তরিলে বিভীষণ ; “সত্য যা কহিলে,
হে বীর-কুঞ্জর ! যথা ধর্ম জয় তথা ।
নিজ পাপে মজে, হায়, রক্ষঃ-কুল-পতি !
মরিবে তোমার শরে স্বরীশ্বর-অরি
মেঘনাদ ; কিন্তু তবু থাক সাবধানে ।
মহাবীর্যবতী এই প্রমীলা দানবী ;
নৃ-মুণ্ড-মালিনী, যথা নৃ-মুণ্ড-মালিনী,
রণ-প্রিয়া ! কাল সিংহী পশে যে বিপিনে,
তার পাশে বাস যার, সতর্ক সতত
উচিত থাকিতে তার । কখন, কে জানে,
আসি আক্রমিবে ভীমা কোথায় কাহারে !
নিশায় পাইলে রক্ষা, মারিব প্রভাতে ।”

কহিলেন রঘুমণি মিত্র বিভীষণে ;
“কৃপা করি, রক্ষাবর, লক্ষ্মণেরে লয়ে,
ছয়ারে ছয়ারে সখে, দেখ সেনাগণে ;
কোথায় কে জাগে আজি ? মহাক্রান্ত সবে
বীরবাহু সহ রণে । দেখ চারি দিকে—
কি করে অঙ্গদ ; কোথা নীল মহাবলী ;
“কোথা বা সুগ্রীব মিতা ? এ পশ্চিম দ্বারে
আপনি জাগিব আমি ধনুর্বাণ হাতে !”
“যে আজ্ঞা,” বলিয়া শূর বাহিরিলা লয়ে
উর্মিলা-বিলাসী শূরে । সুরপতি-সহ
তারক-দ্বন্দ যেন শোভিলা ছুজনে,

কিন্মা ত্রিষাম্পতি-সহ ইন্দু সুধানিধি ।—

লঙ্কার কনক-দ্বারে উতরিল সতী
প্রমীলা । বাজিল শিলা, বাজিল ছন্দুভি
ঘোর রবে ; গরজিল ভীষণ রাক্ষস,
প্রলয়ের মেঘ কিন্মা করিমুখ যথা ।
রোষে বিভূপাক্ষ রক্ষঃ প্রক্ষেড়ন করে ;
তালজঙ্ঘা—তাল-সম-দীর্ঘ-গদাধারী,
ভীমমূর্তি প্রমত্ত ! হেষিল অস্থাবলী ।
নাদে গজ ; রথ-চক্রে ঘুরিল ঘর্ঘরে ;
ছরন্তু কৌত্তিক-কুল কুন্তে আক্ষালিল ;
উড়িল নারাচ, আচ্ছাদিয়া নিশানাথে ।
অগ্নিময় আকাশ পুরিল কোলাহলে,
যথা যবে ভুকম্পনে, ঘোর বজ্রনাদে,
উগরে আগ্নেয় গিরি অগ্নি-স্রোতোরাশি
নিশীথে ! আতঙ্কে লঙ্কা উঠিল কাঁপিয়া ।—

উচ্চৈঃশ্বরে কহে চণ্ডা নৃ-মুণ্ড-মালিনী ;
“কাহারে হানিস্ অস্ত্র, ভীক, এ আধারে ?
নহি রক্ষোরিপু মোরা, রক্ষঃ-কুল-বধু,
খুলি চক্ষুঃ দেখ চেয়ে ।” অমনি ছয়ারী
টানিল ছডুকা ধরি হড় হড় হড়ে !
বজ্রশব্দে খুলে দ্বার । পশিলা সুন্দরী
আনন্দে কনক-লঙ্কা জয় জয় রবে ।

যথা অগ্নি-শিখা দেখি পতঙ্গ-আবলী
ধায় রঙ্গে, চারি দিকে আইলা ধাইয়া
পৌর জন ; কুলবধু দিলা হলাহলি,
বরষি কুসুমাসারে ; যন্ত্র-ধ্বনি করি
আনন্দে বন্দিল বন্দী । চলিলা অঙ্গনা

-
- ১। ত্রিষাম্পতি—সূর্য্য। ইন্দু—চন্দ্র। ৬। রোষে—রোষ করিয়া উঠিল।
১০। কৌত্তিক—হস্তধারী যোদ্ধা। হস্ত—একপ্রকার শূল।
১১। নারাচ—লৌহের বাণবিশেষ। ২১। সুন্দরী—প্রমীলা।

আগ্নেয় তরঙ্গ যথা নিবিড় কাননে ।
 বাজাইল বীণা, বাঁশী, মুরজ, মন্দিরা
 বাজুকরী বিজ্ঞাধরী ; হেষ্টি আঙ্কন্দিল
 হয়-বৃন্দ ; ঝনঝনিল কুপাণ পিধানৈ ।
 জননীর কোলে শিশু জাগিল চমকি ।
 খুলিয়া গবাক্ষ কত রাক্ষসী যুবতী,
 নিরীখিয়া দেখি সবে সুখে বাথানিলা
 প্রমীলার বীরপণা । কত ক্ষণে বামা
 উতরিল প্রেমানন্দে পতির মন্দিরে—
 মণিহারা ফণী যেন পাইল সে ধনে !

অরিন্দম ইন্দ্রজিত কহিলা কৌতুকে ;—
 “রক্তবীজে বধি বুঝি, এবে, বিধুমুখি,
 আইলা কৈলাস-ধামে ? যদি আজ্ঞা কর,
 পড়ি পদ-তলে তবে ; চিরদাস আমি
 তোমার, চামুণ্ডে !” হাসি, কহিলা ললনা ;
 “ও পদ-প্রসাদে; নাথ, ভব-বিজয়িনী
 দাসী ; কিন্তু মনমথে না পারি জিনিতে ।
 অবহেলি শরানলে ; বিরহ-অনলে
 (ছুরহ) ডরাই সদা ; তেঁই সে আইলু,
 নিত্য নিত্য মন যারে চাহে, তাঁর কাছে !
 পশিল সাগরে আসি রঙ্গে তরঙ্গিনী ।”

এতেক কহিয়া সতী, প্রবেশি মন্দিরে,
 ত্যজিলা বীর-ভূষণে ; পরিলা দুকূলে
 রতনময় আঁচল, আঁটিয়া কাঁচলি
 পীন-স্তনী ; শ্রোণিদেলে ভাঙিল মেখলা ।

৪ । কুপাণ—ভয়বারি । পিধানৈ—কোষে, খাপে ।

১০ । মণিহারা ফণী ইত্যাদি—যেমন মণিহারা ফণী মণি পাইলে সন্তুষ্ট হয়, সেইরূপ
 প্রমীলাও পতিসমাগমে পরম পরিতুষ্ট হইলেন ।

১৮—১৯ । বিরহ-অনলে (ছুরহ)—ছুরহ বিরহানলে ।

২৫ । পীন-স্তনী—মূলপরোধরা । শ্রোণিদেলে—নিভে ।

ছলিল হীরার হার, মুকুতা-আবলী
 উরসে ; জ্বলিল ভালে তারা-গাঁথা সিঁথি
 অলকে মণির আভা কুণ্ডল শ্রবণে ।
 পরি নানা আভরণ সাজিলা রূপসী ।
 ভাসিলা আনন্দ-নীরে রক্ষঃ-চূড়া-মণি
 মেঘনাদ ; স্বর্গাসনে বসিলা দম্পতি ।
 গাইল গায়ক-দল ; নাচিল নর্তকী ;
 বিজ্ঞাধর বিজ্ঞাধরী ত্রিদশ-আলয়ে
 যথা ; ভুলি নিজ হুঃখ, পিঞ্জর-মাঝারে,
 গায় পাখী ; উথলিল উৎস কলকলে,
 সুধাংশুর অংশু-স্পর্শে যথা অশ্বু-রাশি ।—
 বহিল বাসন্তানিল মধুর সুস্বনে,
 যথা যবে ঋতুরাজ, বনস্থলী সহ,
 বিরলে করেন কেলি মধু মধুকালে ।

হেথা বিভীষণ সহ সৌমিত্রি কেশরী
 চলিলা উত্তর-দ্বারে ; সুগ্রীব সুমতি
 জাগেন আপনি তথা বীর-দল সাথে,
 বিক্র্য-শৃঙ্গ-বৃন্দ যথা—অটল সংগ্রামে !
 পূর্ব ছয়ারে নীল, ভৈরব মুরতি ;
 বৃথা নিদ্রা-দেবী তথা সাধিছেন তারে ।
 দক্ষিণ ছয়ারে ফিরে কুমার অঙ্গদ,
 ক্ষুধাতুর হরি যথা আহার-সন্ধানে,
 কিম্বা নন্দী শূল-পাণি কৈলাস-শিখরে ।
 শত শত অগ্নি-রাশি জ্বলিছে চৌদিকে
 ধূম-শূন্য ; মধ্যে লঙ্কা, শশাঙ্ক যেমনি
 নক্ষত্র-মণ্ডল মাঝে স্বচ্ছ নভঃস্থলে ।
 চারি দ্বারে বীর-বৃহ জাগে ; যথা যবে

৯—১০ । ভুলি নিজ হুঃখ ইত্যাদি—গায়ক দল একপ মুমধুর স্বরে গীত আরম্ভ করিল
 যে, পিঞ্জরবন্ধ পক্ষিসকলও স্ব স্ব হুঃখ অর্থাৎ তাহারা যে পিঞ্জরবন্ধন কারাবদ্ধ, এই বিষয় হুঃখ
 বিস্তৃত হইয়া গীতরসে মগ্ন হইল । ৯২ । হরি—সিংহ ।

বারিদ-প্রসাদে পুষ্ট শস্য-কুল বাড়ে
দিন দিন, উচ্চ মঞ্চ গড়ি ক্ষেত্র-পাশে,
তাহার উপরে কুম্বী জাগে সাবধানে,
খেদাইয়া যুগযুগে, ভীষণ মহিষে,
আর তৃণজীবী জীবে । জাগে বীরবৃহ,
রাক্ষস-কুলের ত্রাস, লঙ্কার চৌদিকে ।

হৃষ্টমতি ছই জন চলিলা ফিরিয়া
যথায় শিবিরে বীর ধীর দাশরথি ।

হাসিয়া কৈলাসে উমা কহিলা সস্তামি
বিজয়ারে, “লঙ্কা পানে দেখ লো চাহিয়া,
বিধুমুখি ! বীর-বেশে পশিছে নগরে
প্রমীলা, সঙ্গিনী-দল সঙ্গে বরাজনা ।
সুবর্ণ-কঙ্ক-বিভা উঠিছে আকাশে !
সবিস্ময়ে দেখ ওই দাঁড়িয়ে নৃমণি
রাঘব, সৌমিত্রি, মিত্র বিভীষণ-আদি
বীর যত ! হেন রূপ কার নর-লোকে ?
সাজিহু এ বেশে আমি নাশিতে দানবে
সত্য-যুগে । ওই শোন ভয়ঙ্কর ধ্বনি !
শিঞ্জিনী আকষি রোষে টঙ্কারিছে বামা
ছঙ্কারে । বিকট ঠাট কাঁপিছে চৌদিকে !
দেখ লো নাচিছে চূড়া কবরী-বন্ধনে ।
তুরঙ্গম-আঙ্কন্দিতে উঠিছে পড়িছে
গৌরাজী, হায় রে মরি, তরঙ্গ-হিল্লোলে
কনক-কমল যেন মানস-সরসে !”

উত্তরে বিজয়া সখী ; “সত্য যা কহিলে,
হৈমবতি, হেন রূপ কার নর-লোকে ?
জানি আমি বীর্যবতী দানব-নন্দিনী
প্রমীলা, তোমার দাসী ; কিন্তু ভাব মনে,

৫ । তৃণজীবী জীবে—যে জীব-সবুহ তৃণাহারে জীবন ধারণ করে ।

কিরাপে আপন কথা রাখিবে, ভবানি ?
 একাকী জগত-জয়ী ইন্দ্রজিত তেজে ;
 তা সহ মিলিল আসি প্রমীলা ; মিলিল
 বায়ু-সখী অগ্নি-শিখা সে বায়ুর সহ !
 কেমনে রক্ষিবে রামে কহ, কাভ্যায়নি ?
 কেমনে লক্ষ্মণ শূর নাশিবে রাক্ষসে ?”

ক্ষণ কাল চিন্তি তবে কহিলা শঙ্করী ;
 “মম অংশে জন্ম ধরে প্রমীলা রূপসী,
 বিজয়ে ; হরিব তেজঃ কালি তার আমি ।
 রবিচ্ছবি-করস্পর্শে উজ্জল যে মণি
 আভা-হীন হয় সে, লো, দিবা-অবসানে ;
 তেমতি নিস্তেজাঃ কালি করিব বামারে ।
 অবশ্য লক্ষ্মণ শূর নাশিবে সংগ্রামে
 মেঘনাদে ! পতি সহ আসিবে প্রমীলা
 এ পুরে ; শিবের সেবা করিবে রাবণি ;
 সখী করি প্রমীলারে তুষিব আমরা ।”

এতেক কহিয়া সতী পশিলা মন্দিরে ।
 যুত্পদে নিদ্রা দেবী আইলা কৈলাসে ;
 লভিলা কৈলাস-বাসী কুমুম-শয়নে
 বিরাম ; ভবের ভালে দীপি শশি-কলা,
 উজ্জলিল সুখ-ধাম রজোময় তেজে ।

ইতি শ্রীমেঘনাদবধে কাব্যে সমাগমো নাম
 তৃতীয়ঃ সর্গঃ ।

চতুর্থ সর্গ

নমি আমি, কবি-গুরু, তব পদান্বুজে,
বাল্মীকি ! হে ভারতের শিরঃচূড়ামণি,
তব অমুগামী দাস, রাজেন্দ্র-সঙ্গমে
দীন যথা যায় দূর তীর্থ-দরশনে !
তব পদ-চিহ্ন ধ্যান করি দিবা নিশি,
পশিয়াছে কত যাত্রী যশের মন্দিরে,
✓দমনিয়া ভব-দম ছুরন্তু শমনে—
অমর ! শ্রীভর্গুহরি ; সুরী ভবভূতি
শ্রীকণ্ঠ ; ভারতে খ্যাত বরপুত্র যিনি
ভারতীর, কালিদাস—সুমধুর-ভাষী ;
মুরারি-মুরলী-ধ্বনি-সদৃশ মুরারি
মনোহর ; কীৰ্ত্তিবাস, কীৰ্ত্তিবাস কবি,

১। কবিগুরু—কবিকুলপ্রধান, বাল্মীকি।

৩—৪। তব অমুগামী দাস ইত্যাদি—যেমন কোন দরিদ্র জন কোন প্রতাপশালী
রাজার সমভিব্যাহারে দূর তীর্থ (যে তীর্থস্থলে সে একাকী গমনে অক্ষম) দর্শন করিতে
যায় ; তেমনি আমিও যশোমন্দিরস্বরূপ তীর্থে তোমার অমুসরণ করিতেছি।

৫—৮। তব পদ-চিহ্ন ধ্যান করি ইত্যাদি—হে কবিগুরু, তোমার পদচিহ্ন ধ্যান অর্থাৎ
নিরীক্ষণ করিয়া কত যাত্রী, এ ভবমণ্ডলকে যিনি সর্বদা দমন করেন, এমন যে সমরাজ,
তাঁহাকে দমন করিয়া অর্থাৎ অমর হইয়া যশের মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছে। অর্থাৎ অনেক
কবি রামায়ণ অবলম্বন করিয়া বহুবিধ কাব্যরচনার চিরস্থায়ী যশোলাভ করিয়াছেন।

৮। ভর্গুহরি—ভট্টকাব্যের ঐহকার। ভবভূতি—বীরচরিতাদি গ্রন্থের রচয়িতা।

৯—১০। ভারতে খ্যাত ইত্যাদি—রঘুবংশ-রচয়িতা কালিদাস, যিনি ভূভারতে ভারতীর
অর্থাৎ সর্বভারতীর বরপুত্র বলিয়া বিখ্যাত।

১১। মুরারি—ঐক্কক। মুরলী—বংশী। দ্বিতীয় মুরারি—অমর্ষরাঘব কাব্যের ঐহকার।
মুরারি-মুরলী-ধ্বনি-সদৃশ মুরারি মনোহর—ঐক্ককের বংশীধ্বনিরূপ মুরারির রচনা মনোহর।

১২। কীৰ্ত্তিবাস—ঐহাতে কীৰ্ত্তি সর্বদা বসতি করে অর্থাৎ যিনি পরম যশস্বী।
কীৰ্ত্তিবাস—কবি কীৰ্ত্তিবাস, যিনি ভাষা-রামায়ণ রচনা করেন।

এ বজ্রের অলঙ্কার !—হে পিতঃ, কেমনে,
কবিতা-রসের সরে রাজহংস-কূলে
মিলি করি কেলি আমি, না শিখালে তুমি !
গাঁথিব নূতন মালা, তুলি সযতনে
তব কাব্যোচ্চানে ফুল ; ইচ্ছা সাজাইতে
বিবিধ ভূষণে ভাষা ; কিন্তু কোথা পাব
(দীন আমি !) রত্নরাজী, তুমি নাহি দিলে,
রত্নাকর ? কৃপা, প্রভু, কর অকিঞ্চনে ।—

ভাসিছে কনক-লঙ্কা আনন্দের নীরে,
সুবর্ণ-দীপ-মালিনী, রাজেন্দ্রাঙ্গী যথা
রত্নহারী ! ঘরে ঘরে বাজিছে বাজনা ;
নাচিছে নর্তকী-বৃন্দ, গাইছে স্ততানে
গায়ক ; নায়কে লয়ে কেলিছে নায়কী,
খল খল খল হাসি মধুর অধরে !
কেহ বা সুরতে রত, কেহ শীধু-পানে ।
দ্বারে দ্বারে ঝোলে মালা গাঁথা ফল-ফুলে ;
গৃহাগ্রে উড়িছে ধ্বজ ; বাতায়নে বাতি ;
জনশ্রোতঃ রাজ-পথে বহিছে কল্লোলে,
যথা মহোৎসবে, যবে মাতে পুরবাসী ।
রাশি রাশি পুষ্প-বৃষ্টি হইছে চৌদিকে—
সৌরভে পুরিয়া পুরী । জাগে লঙ্কা আজি
নিশীথে, ফিরেন নিদ্রা ছুয়ারে ছুয়ারে,

১—৩। হে পিতঃ, কেমনে ইত্যাদি—হে কবিগুরু, যদি তুমি আমাকে না শিখাও, তাহা হইলে মহাকবিদিগের সহিত আমি কি প্রকারে কবিতাসরোবরে কেলি করি ।

৯। ভাসিছে ইত্যাদি—বীরবর ইন্দ্রজিৎ এবং প্রমীলা সন্দরীর সমাগমে লঙ্কাপুরবাসী জনসমূহ আনন্দে মগ্ন হইরাছে ।

১০। সুবর্ণ-দীপ-মালিনী—সুবর্ণদীপাবলী যাহার মালাস্বরূপ হইয়া আলিতেছে ।

১৩। কেলিছে—কেলি করিতেছে ।

১৫। সুরতে—কায়কীকার । শীধু—মত্ত । ১৭। বাতায়ন—গবাক, জানালা ।

১৯। যথা মহোৎসবে ইত্যাদি—যেদ্বারা, কোন পুরে পুরবাসী জনগণ মহোৎসবে মগ্ন হইলে, হইয়া থাকে ।

কেহ নাহি সাথে তাঁরে পশিতে আলয়ে,
 বিরাম-বর প্রার্থনে !—“মারিবে বীরেন্দ্র
 ইন্দ্রজিত কালি রামে ; মারিবে লক্ষ্মণে ;
 সিংহনাদে খেদাইবে শৃগাল-সদৃশ
 বৈরী-দলে সিন্ধু-পারে ; আনিবে বাঁধিয়া
 বিভীষণে ; পলাইবে ছাড়িয়া চাঁদেরে
 রাহু ; জগতের আঁধি জুড়াবে দেখিয়া
 পুনঃ সে সুধাংশু-ধনে ;” আশা, মায়াবিনী,
 পথে, ঘাটে, ঘরে, দ্বারে, দেউলে, কাননে,
 গাইছে গো এই গীত আজি রক্ষঃপুরে—
 কেন না ভাসিবে রক্ষঃ আহ্লাদ-সলিলে ?
 একাকিনী শোকাকুলা, অশোক-কাননে,
 কাঁদেন রাঘব-বাঁহা আঁধার কুটীরে
 নীরবে ! ছরস্তু চেড়ী, সতীরে ছাড়িয়া,
 ফেরে দূরে মন্তু সবে উৎসব-কৌতুকে—
 হীন-প্রাণা হরিণীরে রাখিয়া বাঁধিনী
 নির্ভয় হৃদয়ে যথা ফেরে দূর বনে !
 মলিন-বদনা দেবী, হায় রে, যেমতি
 খনির তিমির-গর্ভে (না পারে পশিতে
 সৌর-কর-রাশি যথা) সূর্য্যকান্ত মণি,
 কিম্বা বিশ্বাধরা রমা অম্বুরাশি-তলে !
 স্বনিছে পবন, দূরে রহিয়া রহিয়া
 উচ্ছ্বাসে বিলাপী যথা ! লড়িছে বিষাদে

৬—৭। রাহুরূপ রামের সৈন্ত চন্দ্ররূপ কনক-সন্ধ্যাকে ত্যাগ করিয়া দূরীভূত হইবে।

৮। আশা মায়াবিনী ইত্যাদি—পথে, ঘাটে, ঘরে, দ্বারে অর্থাৎ সর্বত্রই সকলেই এই কথা কহিতেছে যে, ইন্দ্রজিৎ রাম ও লক্ষ্মণকে মারিবে ইত্যাদি।

১০। রাঘব-বাঁহা—সীতা দেবী।

১৮—২১। হায় রে, যেমতি ইত্যাদি—যে খনিগর্ভে সৌরকররাশি অর্থাৎ সূর্য্যকিরণপুঞ্জ প্রবেশ করিতে অক্ষম, সে খনিগর্ভে সূর্য্যকান্ত মণি বেরূপ আত্মহীন ইত্যাদি। রমা—লক্ষ্মী। অম্বুরাশি—সাগর।

মর্মরিয়া পাতাকুল ! বসেছে অরবে
 শাখে পাখী ! রাশি রাশি কুসুম পড়েছে
 তরুমূলে, যেন তরু, তাপি মনস্তাপে,
 ফেলিয়াছে খুলি সাজ । দূরে প্রবাহিণী,
 উচ্চ বীচি-রবে কাঁদি, চলিছে সাগরে,
 কহিতে বারীশে যেন এ ছুঃখ-কাহিনী !
 না পশে সুধাংশু-অংশু সে ঘোর বিপিনে ।
 ফোটে কি কমল কভু সমল সলিলে ?
 তবুও উজ্জ্বল বন ও অপূর্ব রূপে !

একাকিনী বসি দেবী, প্রভা আভাময়ী
 তমোময় ধামে যেন ! হেন কালে তথা
 সরমা সুন্দরী আসি বসিলা কাঁদিয়া
 সতীর চরণ-তলে, সরমা সুন্দরী—
 রক্ষঃকুল-রাজলক্ষ্মী রক্ষোবধু-বেশে !

কত ক্ষণে চক্ষুঃ-জল মুছি সুলোচনা
 কহিলা মধুর-স্বরে ; “ত্বরন্ত চেড়ীরা,
 তোমারে ছাড়িয়া, দেবি, ফিরিছে নগরে,
 মহোৎসবে রত সবে আজি নিশা-কালে ;
 এই কথা শুনি আমি আইবু পূজিতে
 পা ছুখানি । আনিয়াছি কোটায় ভরিয়া
 সিন্দূর ; করিলে আজ্ঞা, সুন্দর ললাটে
 দিব ফোঁটা ।^১ এয়ো তুমি, তোমার কি সাজে
 এ বেশ ?^২ নিষ্ঠুর, হায়, তুষ্ট লক্ষাপতি !
 কে ছেঁড়ে পদ্মের পর্ণ ? কেমনে হরিল
 ও বরাজ-অলঙ্কার, বুঝিতে না পারি ?”

কোটা খুলি, রক্ষোবধু যত্নে দিলা ফোঁটা
 সীমন্তে ; সিন্দূর-বন্দু শোভিল ললাটে,

৫। বীচি-রব—ভরদ্রব ।

৬। এ ছুঃখ-কাহিনী—সতীর ছুঃখবার্তা ।

৯। ও অপূর্ব রূপে—সীতার অপূর্ব রূপে ।

১১। সীমন্তে—সিঁথিতে ।

গোধূলি-ললাটে, আহা ! তারা-রত্ন যথা !

দিয়া ফোঁটা, পদ-ধূলি লইলা সরমা ।

“ক্ষম, লক্ষ্মি, ছুঁইনু ও দেব-আকাঙ্ক্ষিত

তনু ; কিন্তু চির-দাসী দাসী ও চরণে !”

এতেক কহিয়া পুনঃ বসিলা যুবতী

পদতলে । আহা মরি, সুবর্ণ-দেউটী

তুলসীর মূলে যেন জ্বলিল, উজ্বলি

দশ দিশ ! যুত্ব স্বরে কহিলা মৈথিলী ;—

“বৃথা গঞ্জ দশাননে তুমি, বিধুমুখি !

আপনি খুলিয়া আমি ফেলাইনু দূরে

আভরণ, যবে পাপী আমারে ধরিল

বনাত্রমে । ছড়াইনু পথে সে সকলে,

চিহ্ন-হেতু । সেই সেতু আনিয়াছে হেথা—

এ কনক-লঙ্কাপুরে—ধীর রঘুনাথে !

মণি, মুক্তা, রতন, কি আছে লো জগতে,

যাহে নাহি অবহেলি লভিতে এ ধনে ?”

কহিলা সরমা ; “দেবি, শুনিয়াছে দাসী

তব স্বয়ম্বর-কথা তব সুধা-মুখে ;

কেন বা আইলা বনে রঘু-কুল-মণি ।

কহ এবে দয়া করি, কেমনে হরিল

তোমারে রক্ষেন্দ্র, সতি ? এই ভিক্ষা করি,—

দাসীর এ তৃষা তোষ সুধা-বরিষণে !

দূরে ছুঁই চেড়ীদল ; এই অবসরে

কহ মোরে বিবরিয়া, শুনি সে কাহিনী ।

কি ছলে ছলিল রামে, ঠাকুর লক্ষ্মণে

এ চোর ? কি মায়া-বলে রাঘবের ঘরে

প্রবেশি, করিল চুরি এ হেন রতনে ?”

যথা গোমুখীর মুখ হইতে সুশ্বনে

১০—১৪ । সেই সেতু—অলঙ্কার নিক্ষেপন পথে, অর্থাৎ আমার অলঙ্কারসকল পথে
দেখিয়া প্রভু আমার তত্ত্ব পাইয়াছেন ।

ঝরে পুত বারি-ধারা, কহিলা জানকী,
মধুরভাষিণী সতী, আদরে সস্তাষি
সরমারে,—“হিতৈষিণী সীতার পরমা
তুমি, সখি ! পূর্ব-কথা শুনিবারে যদি
ইচ্ছা তব, কহি আমি, শুন মনঃ দিয়া ।—

“ছিহু মোরা, সুলোচনে, গোদাবরী-তীরে,
✓ কপোত কপোতী যথা উচ্চ বৃক্ষ-চূড়ে ✓
বাঁধি নীড়, থাকে সুখে ; ছিহু ঘোর বনে,
নাম পঞ্চবটী, মর্ত্যে সুর-বন-সম ।
সদা করিতেন সেবা লক্ষণ সুমতি ।
দণ্ডক ভাণ্ডার যার, ভাবি দেখ মনে,
কিসের অভাব তার ? যোগাতেন আনি
নিত্য ফল মূল বীর সৌমিত্রি ; মৃগয়া
করিতেন কড়ু প্রভু ; কিন্তু জীবনাশে
সতত বিরত, সখি, রাঘবেন্দ্র বলী,—
দয়ার সাগর নাথ, বিদিত জগতে !

“ভুলিহু পূর্বের সুখ । রাজার নন্দিনী,
রঘু-কুল-বধু আমি ; কিন্তু এ কাননে,
পাইহু, সরমা সহ, পরম পিরীতি !
কুটীরের চারি দিকে কত যে ফুটিত
ফুলকুল নিত্য নিত্য, কহিব কেমনে ?
পঞ্চবটী-বন-চর মধু নিরবধি !
জাগাত প্রভাতে মোরে কুহরি সুস্বরে
পিক-রাজ ! কোন্ রাগী, কহ, শশিমুখি,
হেন চিত্ত-বিনোদন বৈতালিক-গীতে
খোলে আঁধি ? শিখী সহ, শিখিনী সুখিনী ।
নাচিত ছুয়ারে মোর । নর্তক, নর্তকী,
এ দৌহার সম, রামা, আছে কি জগতে ?

অতিথি আসিত নিত্য করত, করতী,
 যুগ-শিশু, বিহঙ্গম, স্বর্ণ-অঙ্গ কেহ,
 কেহ শুভ্র, কেহ কাল, কেহ বা চিত্রিত,
 যথা বাসবের ধনুঃ ঘন-বর-শিরে ;
 অহিংসক জাব যত । সেবিতাম সবে,
 মহাদরে ; পালিতাম পরম যতনে,
 মরুভূমে শ্রোতস্বতী তৃষাতুরে যথা,
 আপনি স্ফুলভবতী বারিদ-প্রসাদে ।—
 সরসী আরসি মোর ! তুলি কুবলয়ে,
 (অমূল রতন-সম) পরিভাম কেশে ;
 সাজিতাম ফুল-সাজে ; হাসিতেন প্রভু,
 বনদেবী বলি মোরে সন্তোষি কোতুকে ।
 হায়, সখি, আর কি লো পাব প্রাণনাথে ?
 আর কি এ পোড়া ঐশি এ ছার জনমে
 দেখিবে সে পা ছুখানি—আশার সরসে
 রাজীব ; নয়নমণি ? হে দারুণ বিধি,
 কি পাপে পাপী এ দাসী তোমার সমীপে ?”

এতেক কহিয়া দেবী কাঁদিল। নীরবে ।

কাঁদিল সরমা সতী তিতি অশ্রু-নীরে ।

কত ক্ষণে চক্ষুঃ-জল মুছি রক্ষোবধু
 সরমা কহিল। সতী সীতার চরণে ;—
 “স্মরিলে পূর্বের কথা ব্যথা মনে যদি
 পাও, দেবি, থাক তবে ; কি কাজ স্মরিয়া ?—
 হেরি তব অশ্রু-বারি ইচ্ছি মরিবারে !”

উত্তরিল। প্রিয়ম্বদা (কাদম্বা যেমতি
 মধু-স্বরা !) ; “এ অভাগী, হায়, লো স্তম্ভগে,
 যদি না কাঁদিবে তবে কে আর কাঁদিবে

১। করত—হস্তিশাবক ।

৩। চিত্রিত—মামাবর্ণিত ।

১৫—১৬। আশার সরসে রাজীব—আশারূপ সরোবরের পদ্মস্বরূপ অর্থাৎ চিরবাহনীর ।

২৪। ইচ্ছি—ইচ্ছা করি ।

২৫। প্রিয়ম্বদা—মিষ্টভাষিণী ।

এ জগতে ? কহি, শুন পূর্বেবর কাহিনী ।
 বরিষার কালে, সখি, প্লাবন-পীড়নে
 কাতর প্রবাহ, ঢালে, তীর অতিক্রমি,
 বারি-রাশি ছুই পাশে ; তেমতি যে মনঃ
 ছুঃখিত, ছুঃখের কথা কহে সে অপরে ।
 তেঁই আমি কহি, তুমি শুন, লো সরমে ।
 কে আছে সীতার আর এ অরুণ-পুরে ?

“পঞ্চবটী-বনে মোরা গোদাবরী-তটে
 ছিছু সুখে । হায়, সখি, কেমনে বর্ণিব
 সে কান্তার-কান্তি আমি ? সতত স্বপনে
 শুনিতাম বন-বীণা বন-দেবী-করে ;
 সরসীর তীরে বসি, দেখিতাম কভু
 সৌর-কর-রাশি-বেশে সুর-বালা-কেলি
 পদ্মবনে ; কভু সাধ্বী ঋষি-বংশ-বধু
 সুহাসিনী আসিতেন দাসীর কুটীরে,
 সুধাংশুর অংশু যেন অঙ্ককার ধামে !
 অজিন (রঞ্জিত, আহা, কত শত রঙে !)
 পাতি বসিতাম কভু দীর্ঘ তরু-মূলে,
 সখী-ভাবে সম্ভাষিয়া ছায়ায়, কভু বা
 কুরঙ্গিণী-সঙ্গে রঙ্গে নাচিতাম বনে,
 গাইতাম গীত শুনি কোকিলের ধনি !
 নব-লতিকার, সতি, দিতাম বিবাহ
 তরু-সহ ; চুম্বিতাম, মঞ্জরিত যবে
 দম্পতি, মঞ্জরীবৃন্দে, আনন্দে সম্ভাষি
 নাতিনী বলিয়া সবে । গুঞ্জরিলে অলি,
 ‘নাতিনী-জামাই বলি বরিতাম তারে !’

২। প্লাবন—বড়া। ৭। অরুণপুরে—রাঙ্গপুরে। ১০। কাতর—দুর্গম পথ
 ১০—১৪। সৌর-কর-রাশি-বেশে ইত্যাদি—পদ্মবনে সৌরকররাশি অর্থাৎ সূর্য্যকিরণ
 সমূহ দেখিয়া ভাবিতাম, যেন দেবকর্তাসকল সৌরকররূপে পদ্মবনে কেলি করিতেন ।

১৭। অজিন—চন্দ্র ।

কভু বা প্রভুর সহ ভ্রমিতাম সুখে
 নদী-তটে ; দেখিতাম তরল সলিলে
 নুতন গগন যেন, নব তারাবলী,
 নব নিশাকান্ত-কান্তি ! কভু বা উঠিয়া
 পর্বত-উপরে, সখি, বসিতাম আমি
 নাথের চরণ-তলে, ব্রততী যেমতি
 বিশাল রসাল-মূলে ; কত যে আদরে
 তুষিতেন প্রভু মোরে, বরষি বচন-
 সুধা, হায়, কব কারে ? কব বা কেমনে ?
 শুনেছি কৈলাস-পুরে কৈলাস-নিবাসী
 ব্যোমকেশ, স্বর্ণাসনে বসি গৌরী-সনে,
 আগম, পুরাণ, বেদ, পঞ্চতন্ত্র কথা
 পঞ্চ মুখে পঞ্চমুখ কহেন উমারে ;
 শুনিতাম সেইরূপে আমিও, রূপসি,
 নানা কথা ! এখনও, এ বিজন বনে,
 ভাবি আমি শুনি যেন সে মধুর বাণী !—
 সাক্ষ কি দাসীর পক্ষে, হে নিষ্ঠুর বিধি,
 সে সঙ্গীত ?”—নীরবিলা আয়ত-লোচনা
 বিষাদে । কহিলা তবে সরমা সুন্দরী ;—
 “শুনিলে তোমার কথা, রাঘব-রমণি,
 যুগা জন্মে রাজ-ভোগে ! ইচ্ছা করে, ত্যজি
 রাজ্য-সুখ, যাই চলি হেন বন-বাসে !
 কিন্তু ভেবে দেখি যদি, ভয় হয় মনে ।
 রবিকর যবে, দেবি, পশে বনস্থলে
 তমোময়, নিজ গুণে আলো করে বনে
 সে কিরণ ; নিশি যবে যায় কোন দেশে,

৬। ব্রততী—সত্য।

১১। ব্যোমকেশ—মহাদেব।

১৭—১৮। সাক্ষ কি ইত্যাদি—হে দারুণ বিধাতঃ, নাথের সঙ্গীতস্বরূপ বাক্যধ্বনি
 আর কি কখন আমার শ্রবণকুহরে প্রবেশ করিবে না ?

২৪—২৫। বনস্থলে তমোময়—তমোময় বনস্থলে অর্থাৎ অন্ধকারপূর্ণ কাননে ।

মলিন-বদন সবে তার সমাগমে !
 যথা পদার্পণ তুমি কর, মধুমতি,
 কেন না হইবে সুখী সর্ব জন তথা,
 জগত-আনন্দ তুমি, ভুবন-মোহিনী !
 কহ, দেবি, কি কৌশলে হরিল তোমারে
 রক্ষঃপতি ? শুনিয়াছে বীণা-ধ্বনি দাসী,
 পিকবর-রব নব পল্লব-মাঝারে
 সরস মধুর মাসে ; কিন্তু নাহি শুনি
 হেন মধুমাথা কথা কভু এ জগতে !
 দেখ চেয়ে, নীলাশ্বরে শশী, যাঁর আভা
 মলিন তোমার রাপে, পিইছেন হাসি
 তব বাক্য-সুধা, দেবি, দেব সুধানিধি !
 নীরব কোকিল এবে আর পাখী যত,
 শুনিবারে ও কাহিনী, কহিহু তোমারে ।
 এ সবার সাধ, সাধি, মিটাও কহিয়া ।”

কহিলা রাঘব-প্রিয়া ; “এইরাপে, সখি,
 কাটাইহু কত কাল পঞ্চবটী-বনে
 সুখে । ননদিনী তব, ছুঁয়া সূৰ্পগথা,
 বিষম জঞ্জাল আসি ঘটাইল শেষে !
 শরমে, সরমা সহ, মরি লো অরিলে
 তার কথা ! ধিক্ তারে ! নারী-কুল-কালি ।
 চাহিল মারিয়া মোরে বরিতে বাঘিনী
 রঘুবরে ! ঘোর রোষে সৌমিত্রি কেশরী
 খেদাইলা দূরে তারে । আইল ধাইয়া
 রাক্ষস, ভূমুল রণ বাজিল কাননে ।
 সভয়ে পশিহু আমি কুটীর মাঝারে ।
 কোদণ্ড-টংকারে, সখি, কত যে কাঁদিহু,
 কব কারে ? মুদি আঁখি, কুড়াঞ্জলি-পুটে

ডাকিন্দু দেবতা-কূলে রক্ষিতে রাখবে !

আর্তনাদ, সিংহনাদ উঠিল গগনে ।

অজ্ঞান হইয়া আমি পড়িছু ভূতলে ।

“কত ক্ষণ এ দশায় ছিছু, যে, স্বজনি,
নাহি জানি; জাগাইলা পরশি দাসীরে
রঘুশ্রেষ্ঠ । যুত্ব স্বরে, (হায় লো, যেমতি
স্বনে মন্দ সমীরণ কুসুম-কাননে
বসন্তে !) কহিল কান্ত ; ‘উঠ, প্রাণেশ্বরী,
রঘুনন্দনের ধন ! রঘু-রাজ-গৃহ-
আনন্দ । এই কি শয্যা সাজে হে তোমারে,
হেমাঙ্গি ?’—সরমা সখি, আর কি শুনিব
সে মধুর ধ্বনি আমি ?”—সহসা পড়িলা
মূচ্ছিত হইয়া সতী ; ধরিল সরমা !

যথা যবে ঘোর বনে নিষাদ, শুনিয়া
পাখীর ললিত গীত বৃক্ষ-শাখে, হানে
স্বর লক্ষ্য করি শর, বিষম-আঘাতে
ছটফটি পড়ে ভূমে বিহঙ্গী, তেমতি
সহসা পড়িলা সতী সরমার কোলে !

কত ক্ষণে চেতন পাইলা সুলোচনা ।
কহিলা সরমা কাঁদি ; “ক্ষম দোষ মম,
মৈথিলি ! এ ক্লেশ আজি দিছু অকারণে,
হায়, জ্ঞানহীন আমি !” উত্তর করিলা
যুত্ব স্বরে সুকেশিনী রাখব-বাসনা ;—
“কি দোষ তোমার, সখি ? শুন মনঃ দিয়া,
কহি পুনঃ পূর্ব-কথা । মারীচ কি ছলে
(মরুভূমে মরীচিকা, ছলয়ে যেমতি !)

১১। হেমাঙ্গি—হে সুবর্ণাঙ্গি ।

১৪—১৭। যথা যবে ঘোর বনে ইত্যাদি—পতিবিরহশোকধ্বংস ব্যাধ অদৃষ্টভাবে
মধুর সীতগায়িনী পক্ষিবর্ষণ জানকীকে শরাঘাতে ভূমে পাত্তিত করিল ।

২৬। মরীচিকা—মৃগতৃকা, সূর্য্যকিরণে জলভ্রম ।

ছলিল, শুনেছ তুমি সূৰ্পগথা-মুখে ।
 হায় লো, কুলগ্নে, সখি, মগ্ন লোভ-মদে,
 মাগিছু কুরঙ্গে আমি! ধনুর্বাণ ধরি,
 বাহিরিলা রঘুপতি, দেবর লক্ষ্মণে
 রক্ষা-হেতু রাখি ঘরে । বিদ্যুৎ-আকৃতি
 পলাইল মায়া-মৃগ, কানন উজলি,
 বারণারি-গতি নাথ ধাইলা পশ্চাতে—
 হারানু নয়ন-তারা আমি অভাগিনী !

“সহসা শুনিছ, সখি, আৰ্ত্তনাদ দূরে—
 ‘কোথা রে লক্ষ্মণ ভাই, এ বিপত্তি-কালে ?
 মরি আমি !’ চমকিলা সৌমিত্রি কেশরী ।
 চমকি ধরিয় হাত, করিছু মিনতি ;—
 ‘যাও বীর ; বায়ু-গতি পশ এ কাননে ;
 দেখ, কে ডাকিছে তোমা ? কাঁদিয়া উঠিল
 শুনি এ নিনাদ, প্রাণ ! যাও ত্বর করি—
 বুঝি রঘুনাথ তোমা ডাকিছেন, রথি !’

কহিলা সৌমিত্রি ; ‘দেবি, কেমনে পালিব
 আজ্ঞা তব ? একাকিনী কেমনে রহিবে
 এ বিজন বনে তুমি ? কত যে মায়াবী
 রাক্ষস ভ্রমিছে হেথা, কে পারে কহিতে ?
 কাহারে ডরাও তুমি ? কে পারে হিংসিতে
 রঘুবংশ-অবতংসে এ তিন ভুবনে,
 ভৃগুরাম-গুরু বলে ?’—আবার শুনিছ
 আৰ্ত্তনাদ ; ‘মরি আমি ! এ বিপত্তি-কালে,
 কোথা রে লক্ষ্মণ ভাই ? কোথায় জানকি ?
 ধৈর্য ধরিতে আর নারিছু, স্বজনি !

২২। অবতংস—অলঙ্কার ।

২৩। ভৃগুরাম-গুরু বলে—যিনি পরশুরামকে স্ববেলে পরাক্রম করিয়াছেন ।

ছাড়ি লক্ষ্মণের হাত, কহিহু কুলুণে ;—
 ‘সুমিত্রা শাশুড়ী মোর বড় দয়াবতী ;
 কে বলে ধরিয়াছিল গর্ভে তিনি তোরে,
 নিষ্ঠুর ? পাষণ দিয়া গড়িলা বিধাতা
 হিয়া তোর ! ঘোর বনে নির্দয় বাঘিনী
 জন্ম দিয়া পালে তোরে, বুকিহু, ছর্মতি !
 রে ভীকু, রে বীর-কুল-গ্নানি, যাব আমি,
 দেখিব করুণ স্বরে কে স্মরে আমারে
 দূর বনে ?’ ক্রোধ-ভরে, আরক্ত-নয়নে
 বীরমণি, ধরি ধনুঃ, বাঁধিয়া নিমিষে
 পৃষ্ঠে তুণ, মোর পানে চাহিয়া কহিলা ;—
 ‘মাতৃ-সম মানি তোমা, জনক-নন্দিনি,
 মাতৃ-সম ! তেঁই সহি এ বৃথা গঞ্জনা !
 যাই আমি ! গৃহমধ্যে থাক সাবধানে ।
 কে জানে কি ঘটে আজি ? নহে দোষ মম ;
 ‘তোমার আদেশে আমি ছাড়িহু তোমারে ।’
 এতেক কহিয়া শূর পশিলা কাননে ।

“কত যে ভাবিহু আমি বসিয়া বিরলে,
 প্রিয়সখি, কহিব তা কি আর তোমারে ?
 বাড়িতে লাগিল বেলা ; আছলাদে নিনাদি,
 কুরঙ্গ, বিহঙ্গ-আদি মৃগ-শিশু যত,
 সদাব্রত-ফলাহারী, করভ করভী
 আসি উতরিল সবে । তা সবার মাঝে
 চমকি দেখিহু যোগী, বৈশ্বানর-সম
 তেজস্বী, বিভূতি অঙ্গে, কমণ্ডলু করে,
 শিরে জটা । হায়, সখি, জানিতাম যদি

১। কহিহু কুলুণে—কেন না, আমি এরূপ গ্নানি না করিলে লক্ষ্মণ আমাকে কখনই
 ত্যাগ করিত্তা যাইতেন না, এবং আমারও এ ছুরবহা ঘটত না ।

২৪। বৈশ্বানর—অশ্বি ।

২৫। কমণ্ডলু—যোগীদের পাত্রবিশেষ ।

ফুল-রাশি মাঝে ছুট কাল-সর্প-বেশে,
বিমল সলিলে বিষ, তা হলে কি কভু
ভূমে লুটাইয়া শিরঃ নমিতাম তারে ?

“কহিল মায়াবী ; ‘ভিক্ষা দেহ, রঘুবধু,
(অন্নদা এ বনে তুমি !) ক্ষুধার্ত অতিথে ।’

“আবরি বদন আমি ঘোমটায়, সখি,
কর-পুটে কহিহু, ‘অজিনাসনে বসি,
বিশ্রাম লভুন প্রভু তরু-মূলে ; অতি-
ত্বরায় আসিবে ফিরি রাঘবেন্দ্র যিনি,
সৌমিত্রি ভ্রাতার সহ ।’ কহিল চূর্ণভি—
(প্রতারিত রোষ আমি নারিহু বুঝিতে)
‘ক্ষুধার্ত অতিথি আমি, কহিহু তোমারে ।
দেহ ভিক্ষা ; নহে কহ, যাই অন্য স্থলে ।
অতিথি-সেবায় তুমি বিরত কি আজি,
জানকি ? রঘুর বংশে চাহ কি ঢালিতে
এ কলঙ্ক-কালি, তুমি রঘু-বধু ? কহ,
কি গৌরবে অবহেলা কর ব্রহ্ম-শাপে ?
দেহ ভিক্ষা ; শাপ দিয়া নহে যাই চলি ।
ছরন্তু রাক্ষস এবে সীতাকান্ত-অরি—
মোর শাপে ।’—লজ্জা ত্যজি, হায় লো স্বজনি,
ভিক্ষা-দ্রব্য লয়ে আমি বাহিরিহু ভয়ে,—
না বুঝে পা দিহু ফাঁদে ; অমনি ধরিল
হাসিয়া ভাসুর তব আমায় তখনি ;
“একদা, বিধুবদনে, রাঘবের সাথে
ভ্রমিতেছিহু কাননে ; দূর গুল্ম-পাশে
চরিতেছিল হরিণী ! সহসা শুনিহু
ঘোর নাদ ; ভয়াকুলা দেখিহু চাহিয়া
ইরম্বদাকৃতি বাঘ ধরিল মৃগীরে !

১। কুলরাশি ইত্যাদি—মৃগশিক্ত, করভ-করভী—এ সকল কুলস্বরূপ । সদাভ্রতকলাহ
অন্যদের মধ্যে রাবণ কালসর্পবেশী । ১১। প্রতারিত রোষ—রাগচ্ছল, অর্থাৎ কৃত্রিম রা

‘রক্ষ, নাথ,’ বলি আমি পড়িহু চরণে ।
 শরানলে শূর-শ্রেষ্ঠ ভস্মিলা শার্দ, লে
 যুহুর্থে । যতনে তুলি বাঁচাইহু আমি
 বন-সুন্দরীরে, সখি । রক্ষঃ-কুল-পতি,
 সেই শার্দুলের রূপে, ধরিল আমারে !
 কিন্তু কেহ না আইল বাঁচাইতে, ধনি,
 এ অভাগা হরিণীরে এ বিপত্তি-কালে ।
 পুরিহু কানন আমি হাহাকার রবে ।
 শুনিহু ক্রন্দন-ধ্বনি ; বনদেবী বুঝি
 দাসীর দশায় মাতা কাতরা, কাঁদিল !
 কিন্তু বৃথা সে ক্রন্দন ! হতাশন-তেজে
 গলে লৌহ ; বারি-ধারা দমে কি তাহারে ?
 অশ্র-বিন্দু মানে কি লো কঠিন যে হিয়া ?
 ✓“দূরে গেল জটাজুট ; কমণ্ডলু দূরে !”
 রাজরথী-বেশে মুঢ় আমায় তুলিল
 স্বর্ণ-রথে । কহিল যে কত ছুটমতি,
 কভু রোষে গর্জি, কভু সুমধুর স্বরে,
 স্মরিলে, শরমে ইচ্ছি মরিতে, সরমা !
 “চালাইল রথ রথী । কাল-সর্প-মুখে
 কাঁদে যথা ভেকী, আমি কাঁদিহু, সুভগে,
 বৃথা ! স্বর্ণ-রথ-চক্র ঘর্ঘরি নির্ঘোষে,
 পুরিল কানন-রাজী, হায়, ডুবাইয়া
 অভাগীর আর্তনাদ ; প্রভঞ্জন-বলে
 ত্রস্ত তরুকুল যবে নড়ে মড়মড়ে,
 কে পায় শুনিতে যদি কুহরে কপোতী ?

৯ । শুনিহু ক্রন্দন-ধ্বনি—আপনার ক্রন্দনধ্বনির প্রতিধ্বনি শুনিয়া দেবী ভাবিলেন, যেন বনদেবী ইত্যাদি ।

১১—১২ । হতাশন-তেজে ইত্যাদি—যাহার কঠিন স্বর, সে পরাক্রমে যেরূপ শাস্ত হয়, করুণ বাক্যে তাদৃশ হয় না । যেমন অতি কঠিন বস্ত লৌহ অগ্নিসংযোগে গলিয়া থাকে, তদ্রূপ তাহার কি করিতে পারে ।

কাঁফর হইয়া, সখি, খুলিহু সত্বরে
কঙ্কণ, বলয়, হার, সিঁথি, কণ্ঠমালা,
কুণ্ডল, নূপুর, কাঞ্চী ; ছড়াইহু পথে ;
তেঁই লো এ পোড়া দেহে নাহি, রক্ষাবধু,
আভরণ । বৃথা তুমি গঞ্জ দশাননে ।”

নীরবিলা শশিমুখী । কহিলা সরমা,—
“এখনও তুষাতুরা এ দাসী, মৈথিলি ;
দেহ সুখা-দান তারে । সফল করিলা
শ্রবণ-কুহর আজি আমার !” সুস্বরে
পুনঃ আরম্ভিলা তবে ইন্দু-নিভাননা ;—

“শুনিতে লালসা যদি, শুন লো ললনে ।
বৈদেহীর দুঃখ-কথা কে আর শুনিবে ?—

“আনন্দে নিষাদ যথা ধরি কাঁদে পাখী
যায় ঘরে, চালাইল রথ লক্ষাপতি ;
হায় লো, সে পাখী যথা কাঁদে ছটফটি
ভাঙিতে শৃঙ্খল তার, কাঁদিহু, সুন্দরি !

“হে আকাশ, শুনিয়াছি তুমি শব্দবহ,
(আরাধিহু মনে মনে) এ দাসীর দশা
ঘোর রবে কহ যথা রঘু-চূড়া-মণি,
দেবর লক্ষ্মণ মোর, ভুবন-বিজয়ী !
হে সমীর, গন্ধবহ তুমি ; দূত-পদে
বরিহু তোমায় আমি, যাও ত্বর করি
যথায় ভ্রমেন প্রভু ! হে বারিদ, তুমি
ভীমনাদী, ডাক নাথে গভীর নিনাদে !
হে ভ্রমর মধুলোভী, ছাড়ি ফুল-কুলে
গুঞ্জর নিকুঞ্জে, যথা রাঘবেশ্বর বলী,
সীতার বারতা তুমি ; গাও পঞ্চ স্বরে
সীতার-দুঃখের-গীত, তুমি মধু-সখা

কোকিল ! শুনবে প্রভু তুমি হে গাইলে !
এইরূপে বিলাপিহু, কেহ না শুনিল ।

“চলিল কনক-রথ ; এড়াইয়া দ্রুতে
অভ্রভেদী গিরি-চূড়া, বন, নদ, নদী,
নানা দেশ । স্বনয়নে দেখেছ, সরমা,
পুষ্পকের গতি তুমি ; কি কাজ বর্ণিয়া ?—

“কত ক্ষণে সিংহনাদ শুনিলু সম্মুখে
ভয়ঙ্কর ! ধরধরি আতঙ্কে কাঁপিল
বাজী-রাজি, স্বর্গরথ চলিল অস্থিরে !
দেখিলু, মিলিয়া আঁখি, ভৈরব-মূর্তি
গিরি-পৃষ্ঠে বীর, যেন প্রলয়ের কালে
কালমেঘ ! ‘চিনি তোরে,’ কহিলা গম্ভীরে
বীর-বর, ‘চোর তুই, লঙ্কার রাবণ ।
কোন্ কুলবধু আজি হরিলি, তুম্মতি ?
কার ঘর আঁধারিলি, নিবাইয়া এবে
প্রেম-দীপ ? এই তোঁর নিত্য কৰ্ম্ম, জান ।
অস্ত্রা-দল-অপবাদ ঘুচাইব আজি
বধি তোঁরে তীক্ষ্ণ শরে ! আয় মুঢ়মতি !
ধিক্ তোঁরে রক্ষোৱাজ ! নির্লজ্জ পামর
আছে কি রে তোঁর সম এ ব্রহ্ম-মণ্ডলে ?’

“এতেক কহিয়া, সখি, গঞ্জিলা শুরেন্দ্র !
অচেতন হয়ে আমি পড়িলু স্তম্ভনে !

“পাইয়া চেতন পুনঃ দেখিলু রয়েছি
ভূতলে । গগন-মার্গে রথে রক্ষোৱথী
যুঝিছে সে বীর-সঙ্গে হুহুকার-নাদে ।
অবলা-রসনা, ধনি, পারে কি বর্ণিতে
সে রণে ? সভয়ে আমি মুদিহু নয়ন !
সাধিলু দেবতা-কুলে, কাঁদিয়া কাঁদিয়া,

৪। অভ্রভেদী—মেঘশর্মা, উচ্চতম ।

৬। পুষ্পক—রাবণের রথ ।

৯। অস্থিরে—অস্থির ভাবে ।

২২। স্তম্ভন—রথ ।

সে বীরের পক্ষ হয়ে নাশিতে রাক্ষসে,
 অরি মোর ; উদ্ধারিতে বিষম সঙ্কটে
 দাসীরে ! উঠিহু ভাবি পশিব বিপিনে,
 পলাইব দূর দেশে । হায় লো, পড়িহু,
 আছাড় খাইয়া, যেন ঘোর ভুকম্পনে ।
 আরাধিহু বসুধারে—‘এ বিজন দেশে,
 মা আমার, হয়ে দ্বিধা, তব বক্ষঃস্থলে
 লহ অভাগীরে, সাধি ! কেমনে সহিছ
 ছুঃখিনী মেয়ের জালা ? এস শীঘ্র করি !
 ফিরিয়া আসিবে তুষ্ট ; হায়, মা, যেমতি
 তঙ্কর আইসে ফিরি, ঘোর নিশাকালে,
 পুঁতি যথা রত্ন-রাশি রাখে সে গোপনে—
 পর-ধন ! আসি মোরে তরাও, জননি !’

“বাজিল তুমুল বুদ্ধ গগনে, সুন্দরি ;
 কাঁপিল বসুধা ; দেশ পুরিল আরবে !
 অচেতন হৈহু পুনঃ । শুন, লো ললনে,
 মনঃ দিয়া শুন, সহি, অপূর্ব কাহিনী ।—
 দেখিহু স্বপনে আমি বসুন্ধরা সতী
 মা আমার ! দাসী-পাশে আসি দয়াময়ী
 কহিলা, লইয়া কোলে, সুমধুর বাণী ;—
 ‘বিধির ইচ্ছায়, বাছা, হরিছে গো তোরে
 রক্ষো রাজ ; তোর হেতু সবংশে মজ্জিবে
 অধম ! এ ভার আমি সহিতে না পারি,
 ধরিহু গো গর্ভে তোরে লক্ষা বিনাশিতে ।
 যে কুক্লে তোর তনু ছুঁইল দুর্নতি
 রাবণ, জানিহু আমি, সুপ্রসন্ন বিধি
 এত দিনে মোর প্রতি ; আশীষিহু তোরে !
 জননীর জালা দূর করিলি, মৈথিলি !—

১০—১১। হায়, মা, যেমতি ইত্যাদি—যেহু পুত্র অর্থাৎ চোর নিহিত বন লইবার
 নিমিত্ত গুপ্ত হলে গোপনভাবে আইসে, সেইরূপ রাবণ আমার নিকট আবার আসিবেন ।

ভবিতব্য-দ্বার আমি খুলি, দেখ চেয়ে ।’

“দেখিহু সম্মুখে, সখি, অভ্রভেদী গিরি ;
পঞ্চ জন বীর তথা নিমগ্ন সকলে
ছুঃখের সলিলে যেন ! হেন কালে আসি
উতরিল। রঘুপতি লক্ষ্মণের সাথে ।
বিরস-বদন নাথে হেরি, লো স্বজনি,
উতলা হইহু কত, কত যে কাঁদিহু,
কি আর কহিব তার ? বীর পঞ্চ জনে
পূজিল রাঘব-রাজে, পূজিল অমুজে ।
✓ একত্রে পশিলা সবে সুন্দর নগরে । ✓

“মারি সে দেশের রাজা তুমুল সংগ্রামে
রঘুবীর, বসাইলা রাজ-সিংহাসনে
শ্রেষ্ঠ যে পুরুষ-বর পঞ্চ জন মাঝে ।
ধাইল চৌদিকে দূত ; আইলা ধাইয়া
লক্ষ লক্ষ বীর-সিংহ ঘোর কোলাহলে ।
কাঁপিল বসুধা, সখি, বীর-পদ-ভরে !
সভয়ে মুদিহু আঁখি ! কহিলা হাসিয়া
মা আমার, ‘কারে ভয় করিস্, জানকি ?
সাজিছে সুগ্রীব রাজা উদ্ধারিতে তোরে,
মিত্রবর । বধিল যে শূরে তোর স্বামী,
বালি নাম ধরে রাজা বিখ্যাত জগতে ।
কিঙ্কিন্যা নগর ওই । ইন্দ্র-তুল্য বলী-
বৃন্দ চেয়ে দেখ্ সাজে ।’ দেখিহু চাহিয়া,
চলিছে বীরেন্দ্র-দল জল-স্রোতঃ যথা
বরিষায়, ছল্কারি ! ঘোর মড়মড়ে
ভাঙিল নিবিড় বন ; শুখাইল নদী ;
ভয়াকুল বন-জীব পলাইল দূরে ;
পূরিল জগত, সখি, গস্তীর নির্ঘোষে ।

“উত্তরিলি সৈন্ত-দল সাগরের তীরে ।
 দেখিছ, সরমা সখি, ভাসিল সলিলে
 শিলা ; শৃঙ্গধরে ভরি, ভীম পরাক্রমে
 উপাড়ি, ফেলিল জলে বীর শত শত ।
 বাঁধিল অপূর্ব সেতু শিল্লিকুল মিলি ।
 আপনি বারীশ পাশী, প্রভুর আদেশে,
 পরিলি শৃঙ্গল পায়ে ! অলঙ্ঘ্য সাগরে
 লঙ্ঘি, বীর-মদে পার হইল কটক ।
 টলিল এ স্বর্ণ-পুরী বৈরী-পদ-চাপে,—
 ‘জয়, রঘুপতি, জয় !’ ধ্বনিল সকলে !
 কাঁদিয়া হরষে, সখি ! সুবর্ণ-মন্দিরে
 দেখিছ সুবর্ণাসনে রক্ষঃ-কুল-পতি ।
 আছিল সে সভাতলে ধীর ধর্মসম
 বীর এক ; কহিল সে, ‘পূজ রঘুবরে,
 বৈদেহীরে দেহ ফিরি ; নতুবা মরিবে
 সবংশে !’ সংসার-মদে মত্ত রাঘবারি,
 পদাঘাত করি তারে কহিল কুবাণী !
 অভিমানে গেলা চলি সে বীর-কুঞ্জর
 যথা প্রাণনাথ মোর ।”—কহিল সরমা,
 “হে দেবি, তোমার হৃৎথে কত যে হৃৎখিত
 রক্ষোরাজানুজ বলী, কি আর কহিব ?
 ছুজনে আমরা, সতি, কত যে কেঁদেছি
 ভাবিয়া তোমার কথা, কে পারে কহিতে ?”
 “জানি আমি,” উত্তরিলি মৈথিলী রূপসী,—
 “জানি আমি বিভীষণ উপকারী মম
 পরম ! সরমা সখি, তুমিও তেমনি ।
 আছে যে বাঁচিয়া হেথা অভাগিনী সীতা,
 সে কেবল, দয়াবতি, তব দয়া-গুণে !

কিন্তু কহি, শুন মোর অপূর্ব স্বপন ;—

“সাজিল রাক্ষস-বৃন্দ যুঝিবার আশে ;
বাজিল রাক্ষস-বাণ ; উঠিল গগনে
নিনাদ । কাঁপিলু, সখি, দেখি বীর-দলে,
তেজে ছতাসন-সম, বিক্রমে কেশরী ।
কত যে হইল রণ, কহিব কেমনে ?
বহিল শোণিত-নদী ! পর্বত-আকারে
দেখিলু শবের রাশি, মহাভয়ঙ্কর ।
আইল কবন্ধ, ভূত, পিশাচ, দানব,
শকুনি, গৃধিনী আদি যত মাংসাহারী
বিহঙ্গম ; পালে পালে শৃগাল ; আইল
অসংখ্য কুকুর । লঙ্কা পুরিল ভৈরবে ।

“দেখিলু কবরু-নাথে পুনঃ সভাতলে,
মলিন বদন এবে, অশ্রুস্রয় আঁখি,
শোকাকুল ! ঘোর রণে রাঘব-বিক্রমে
লাঘব-গরব, সহি ! কহিল বিষাদে
রক্ষোরাজ, ‘হায়, বিধি, এই কি রে ছিল
তোর মনে ? যাও সবে, জাগাও যতনে
শূলী-শস্ত্র-সম ভাই কুন্তুকর্ণে মম ।
কে রক্ষিবে রক্ষঃ-কূলে সে যদি না পারে ?
ধাইল রাক্ষস-দল ; বাজিল বাজনা
ঘোর রোলে ; নারী-দল দিল ছলাছলি ।
বিরাট-মুরতি-ধর পশিল কটকে
রক্ষোরথী । প্রভু মোর, তীক্ষ্ণতর শরে,
(হেন বিচক্ষণ শিক্ষা কার লো জগতে ?)
কাটিল তাহার শিরঃ ! মরিল অকালে
জাগি সে ছরস্তু শুর । জয় রাম ধ্বনি
শুনিলু হরষে, সহি ! কাঁদিল রাবণ !

কাঁদিল কনক-লক্ষা হাহাকার রবে !

“চঞ্চল হইলু, সখি, শুনিয়া চৌদিকে
ক্রন্দন ! কহিলু মায়ে, ধরি পা ছুখানি,
'রক্ষঃ-কুল-ছুখে বুক ফাটে, মা, আমার !
পরেরে কাতর দেখি সতত কাতরা
এ দাসী ; ক্ষম, মা, মোরে !' হাসিয়া কহিলা
বসুধা, 'লো রঘুবধু, সত্য যা দেখিলি !
লগুভগু করি লক্ষা দণ্ডিবে রাবণে
পতি তোর । দেখ পুনঃ নয়ন মেলিয়া ।'

“দেখিলু, সরমা সখি, সুর-বালা-দলে,
নানা আভরণ হাতে, মন্দারের মালা,
পট্টবস্ত্র । হাসি তারা বেড়িল আমারে ।
কেহ কহে, 'উঠ, সতি, হত এত দিনে
ছুরন্ত রাবণ রণে !' কেহ কহে, 'উঠ,
রঘুনন্দনের ধন, উঠ, ছুরা করি,
অবগাহ দেহ, দেবি, সুবাসিত জলে,
পর নানা আভরণ । দেবেন্দ্রাণী শচী
দিবেন সীতায় দান আজি সীতানাথে !'

“কহিলু, সরমা সখি, করপুটে আমি ;
'কি কাজ, হে সুরবালা, এ বেশ ভূষণে
দাসীর ? যাইব আমি যথা কাস্ত মম,
এ দশায়, দেহ আজ্ঞা ; কাঙ্কালিনী সীতা,
কাঙ্কালিনী-বেশে তারে দেখুন নৃমণি !'

“উত্তরিল সুরবালা ; 'শুন লো মৈথিলি !

সমল খনির গর্ভে মণি ; কিন্তু তারে
পরিকারি রাজ-হস্তে দান করে দাতা !'

“কাঁদিয়া, হাসিয়া, সই, সাজিলু সত্বরে ।
হেরিলু অদূরে নাথে, হায় লো, যেমতি

কনক-উদয়াচলে দেব অংশুমালী !
 পাগলিনী প্রায় আমি ধাইনু ধরিতে
 পদযুগ, সুবদনে !—জাগিনু অমনি !—
 সহসা, স্বজনি, যথা নিবিলে দেউটি,
 ঘোর অন্ধকার ঘর ; ঘটিল সে দশা
 আমার,—আঁধার বিশ্ব দেখিনু চৌদিকে !
 হে বিধি, কেন না আমি মরিনু তখনি ?
 কি সাধে এ পোড়া প্রাণ রহিল এ দেহে ?”
 নীরবিলা বিধুমুখী, নীরবে যেমতি
 বীণা, ছিঁড়ে তার যদি ! কাঁদিয়া সরমা
 (রক্ষঃ-কুল-রাজ-লক্ষ্মী রক্ষাবধু-রূপে)
 কহিলা ; “পাইবে নাথে, জনক-নন্দিনি !
 সত্য এ স্বপন তব, কহিনু তোমারে !
 ভাসিছে সলিলে শিলা, পড়েছে সংগ্রামে
 দেব-দৈত্য-নর-ত্রাস কুন্তকর্ণ বলী ;
 সেবিছেন বিভীষণ জিষ্ণু রঘুনাথে
 লক্ষ লক্ষ বীর সহ । মরিবে পৌলস্ত্য
 যথোচিত শাস্তি পাই ; মজ্জিবে দুর্মতি
 সবংশে ! এখন কহ, কি ঘটিল পরে ।
 অসীম লালসা মোর শুনিতে কাহিনী ।”
 আরজিলা পুনঃ সতী সুমধুর স্বরে ;—
 “মিলি আঁখি, শশিমুখি, দেখিনু সম্মুখে
 রাবণে ; ভূতলে, হায়, সে বীর-কেশরী,
 তুঙ্গ শৈল-শৃঙ্গ যেন চূর্ণ বজ্রাঘাতে !
 “কহিল রাঘব-রিপু ; ‘ইন্দীবর আঁখি
 উন্মীলি, দেখ লো চেয়ে ইন্দু-নিভাননে,
 রাবণের পরাক্রম ! জগত-বিখ্যাত
 জটায়ু হীনায়ু আজি মোর ভূজ-বলে !
 নিজ দোষে মরে মুঢ় গরুড়-নন্দন !

কে কহিল মোর সাথে যুঝিতে বর্বরে ?'

“‘ধর্ম-কর্ম সাধিবারে মরিয়া সংগ্রামে,
রাবণ’ ;—কহিলা শূর অতি যুত্ব স্বরে—
‘সম্মুখ সমরে পড়ি যাই দেবালয়ে ।
কি দশা ঘটিবে তোর, দেখ রে ভাবিয়া ?
শৃগাল হইয়া, লোভি, লোভিলি সিংহীরে !
কে তোরে রক্ষিবে, রক্ষঃ ? পড়িলি সঙ্কটে,
লঙ্কানাথ, করি চুরি এ নারী-রতনে !’

✓“এতেক কহিয়া বীর নীরব হইলা !

তুলিল আমায় পুনঃ রথে লঙ্কাপতি ।
কৃতাজলি-পুটে কাঁদি কহিলা, স্বজনি,
বীরবরে ; ‘সীতা নাম, জনক-দুহিতা,
রঘুবধু দাসী, দেব ! শূন্য ঘরে পেয়ে
আমায় হরিছে পাপী ; কহিও এ কথা
দেখা যদি হয়, প্রভু, রাঘবের সাথে !’

“উঠিল গগনে রথ গন্তীর নির্ঘোষে ।

শুনিলু ভৈরব রব ; দেখিলা সম্মুখে
সাগর নীলোদ্গময় ! বহিছে কল্লোলে
অতল, অকূল জল, অবিরাম-গতি ।
বাঁপ দিয়া জলে, সখি, চাহিলা ডুবিতে ;
নিবারিল ছুঁই মোরে ! ডাকিলা বারীশে,
জলচরে মনে মনে, কেহ না শুনিল,
অবহেলি অভাগীরে ! অনস্বর-পথে
চলিল কনক-রথ মনোরথ-গতি ।

“অবিলম্বে লঙ্কাপুরী শোভিল সম্মুখে ।

সাগরের ভালে, সখি, এ কনক-পুরী
রঞ্জনের রেখা ! কিন্তু কারাগার যদি
স্বর্ণ-গঠিত, তবু বন্দীর নয়নে

১৮। নীলোদ্গময়—নীলবর্ণ তরঙ্গপরিপূর্ণ। অনস্বর-পথে—আকাশপথে।

২৭। রঞ্জন—রক্তচন্দন, কেন না, লঙ্কা স্বর্ণগঠিত।

কমনীয় কভু কি লো শোভে তার আভা ?
 সুবর্ণ-পিঞ্জর বলি হয় কি লো সুখী
 সে পিঞ্জরে বন্ধ পাখী ? ছঃখিনী সতত
 যে পিঞ্জরে রাখ তুমি কুঞ্জ-বিহারিণী !
 কৃষ্ণে জনম মম, সরমা সুন্দরি !
 কে কবে শুনেছে, সখি, কহ, হেন কথা ?
 রাজার নন্দিনী আমি, রাজ-কুল-বধু,
 তবু বন্ধ কারাগারে !”—কাঁদিলা রূপসী,
 সরমার গলা ধরি ; কাঁদিলা সরমা ।

কত ক্ষণে চক্ষুঃ-জল মুছি সুলোচনা
 সরমা কহিলা ; “দেবি, কে পারে খণ্ডিতে
 বিধির নিবন্ধ ? কিন্তু সত্য যা কহিলা
 বসুধা । বিধির ইচ্ছা, তেঁই লক্ষ্যপতি
 আনিয়াছে হরি তোমা । সবংশে মরিবে
 দুঃমতি ! বীর আর কে আছে এ পুরে
 বীরযোনি ? কোথা, সতি, ত্রিভুবন-জয়ী
 যোধ যত ? দেখ চেয়ে, সাগরের কূলে,
 শবাহারী জন্তু-পুঞ্জ ভুঞ্জিছে উল্লাসে
 শব-রাশি ! কান দিয়া শুন, ঘরে ঘরে
 কাঁদিছে বিধবা বধু ! আশু পোহাইবে
 এ ছঃখ-শর্বরী তব ! ফলিবে, কহিনু,
 স্বপ্ন ! বিজ্ঞাধরী-দল মন্দারের দামে
 ও বরাক্ষ রঙ্গে আসি আশু সাজাইবে ।
 ভেটিবে রাঘবে তুমি, বসুধা কামিনী
 সরস বসন্তে যথা ভেটেন মধুরে ।

১। কমনীয়—মনোহর, নয়নানন্দদায়ক ।

১৫—১৬। এ পুরে বীরযোনি—বীরপুত্র-জন্মদায়িনী-বরণ লক্ষ্যপুরে, অর্থাৎ যেখানে
 বীর জন্মায় ।

২২। মন্দারের দামে—পারিজাতপুষ্পের মাল্য ।

২৪—২৫। বসুধা কামিনী ইত্যাদি—বসন্তে পৃথিবী বহুবিধ পুষ্পরূপে সুসজ্জিত
 হয়েন ইত্যাদি ।

ভুলো না দাসীরে, সাধি ! যত দিন বাঁচি,
এ মনোমন্দিরে রাখি, আনন্দে পূজিব
ও প্রতিমা নিত্য যথা, আইলে রজনী,
সরসী হরষে পূজে কোমুদিনী-ধনে ।^৩
বহু ক্লেশ, সুকেশিনি, পাইলে এ দেশে ।
কিন্তু নহে দোষী দাসী !” কহিলা সুশ্বরে
মৈথিলী ; “সরমা সখি, মম হিতৈষিণী
তোমা সম আর কি লো আছে এ জগতে ?
মরুভূমে প্রবাহিণী মোর পক্ষে তুমি,
রক্ষোবধু ! স্মৃশীতল ছায়া-রূপ ধরি,
তপন-তাপিতা আমি, জুড়ালে আমারে !
মূর্ত্তিমতী দয়া তুমি এ নির্দয় দেশে ।
এ পঙ্কিল জলে পদ্ম ! ভুজঙ্গিনী-রূপী
এ কাল কনক-লঙ্কা-শিরে শিরোমণি !
আর কি কহিব, সখি ? কাঙ্গালিনী সীতা,
তুমি লো মহার্ন রত্ন ! দরিদ্র, পাইলে
রতন, কভু কি তারে অযতনে, ধনি ?”

নমিয়া সতীর পদে, কহিলা সরমা ;
“বিদায় দাসীরে এবে দেহ, দয়াময়ি !
না চাহে পরাণ মম ছাড়িতে তোমারে,
রঘু-কুল-কমলিনি ! কিন্তু প্রাণপতি
আমার, রাঘব-দাস ; তোমার চরণে
আসি কথা কই আমি, এ কথা শুনিলে
রুষিবে লঙ্কার নাথ, পড়িব সঙ্কটে !”

কহিলা মৈথিলী ; “সখি, যাও ত্বর করি,
নিজালয়ে ; শুনি আমি দূর পদ-ধ্বনি ;
ফিরি বুঝি চেড়ীদল আসিছে এ বনে ।”

আতঙ্কে কুরঙ্গী যথা, গেলা দ্রুতগামী
সরমা ; রহিলা দেবী সে বিজন বনে,
একটি কুসুম মাত্র অরণ্যে যেমতি ।

ইতি শ্রীমেঘনাদবধে কাব্যে অশোকবনং নাম

চতুর্থঃ সর্গঃ ।

৩। ও প্রতিমা—তোমার মূর্ত্তি ।

২১—২২। প্রাণপতি আমার—বিত্তীষণ

২৩। সে বিজন বনে—অর্থাৎ জনশূন্য অশোকবনে ।

পঞ্চম সর্গ

হাসে নিশি তারাময়ী ত্রিদশ-আলয়ে ।

কিন্তু চিন্তাকুল এবে বৈজয়ন্ত-ধামে
মহেন্দ্র ; কুসুম-শয্যা ত্যজি, মৌন-ভাবে
বসেন ত্রিদিব-পতি রত্ন-সিংহাসনে ;—
সুবর্ণ-মন্দিরে সুপ্ত আর দেব যত ।

অভিমাণে স্বরীশ্বরী কহিলা সুস্বরে ;
“কি দোষে, সুরেশ, দাসী দোষী তব পদে ?
শয়ন-আগারে তবে কেন না করিছ
পদার্পণ ? চেয়ে দেখ, ক্ষণেক মুদিছে,
উন্মীলিছে পুনঃ আঁখি, চমকি তরাসে
✓ মেনকা, উর্বশী, দেখ, স্পন্দ-হীন যেন ! ✓
চিত্র-পুতুলিকা-সম চারু চিত্রলেখা !
তব ডরে ডরি দেবী বিরাম-দায়িনী
নিদ্রা নাহি যান, নাথ, তোমার সমীপে,
আর কারে ভয় তাঁর ? এ ঘোর নিশীথে,
কে কোথা জাগিছে, বল ? ✓ দৈত্য-দল আসি
বসেছে কি থানা দিয়া স্বর্গের ছয়ারে ?”

উত্তরিল অমুরারি ; “ভাবিতেছি, দেবি,
কেমনে লক্ষণ শূর নাশিবে রাক্ষসে ?
অজ্জয় জগতে, সতি, বীরেন্দ্র রাবণি !”

“পাইয়াছ অস্ত্র কাস্ত” ; কহিলা পৌলোমী
অনন্ত-যৌবনা, “যাহে বধিলা তারকে
✓ মহাশূর তারকারি ; তব ভাগ্য-বলে, ✓
তব পক্ষ বিরূপাক্ষ ; আপনি পার্বতী,

১। ত্রিদশ-আলয়ে—স্বর্গে ।

২। বৈজয়ন্ত-ধাম—ইন্ড্রের পুরী ।

১৫—১৭। শচীদেবী দেবরাক্ষকে একান্ত ব্যাকুল দেখিয়া পরিহাসচ্ছলে এই কথাটি
কহিলেন ।

দাসীর সাধনে সাধ্বী কহিলা, সুসিদ্ধ
হবে মনোরথ কালি ; মায়া দেবীশ্বরী
বধের বিধান কহি দিবেন আপনি ;—
তবে এ ভাবনা, নাথ, কহ কি কারণে ?”

উত্তরিলিলা দৈত্য-রিপু ; “সত্য যা কহিলে,
দেবেস্ত্রাণি ; প্রেরিয়াছি অস্ত্র লঙ্কাপুরে ;
কিন্তু কি কৌশলে মায়া রক্ষিবে লঙ্কণে
রক্ষায়ুদ্ধে, বিশালাক্ষি, না পারি বুঝিতে ।
জানি আমি মহাবলী সুমিত্রা-নন্দন ;
কিন্তু দস্তী কবে, দেবি, ঐটে যুগরাজে ?
দন্তোলি-নির্ঘোষ আমি শুনি, সুবদনে ;
মেঘের ঘর্ঘর ঘোর ; দেখি ইরশ্মদে ;
বিমানে আমার সদা বলে সৌদামিনা ;
তবু থরথরি হিয়া কাঁপে, দেবি, যবে
নাদে রুমি মেঘনাদ, ছাড়ে ছহুঙ্কারে
অগ্নিময় শব্দ-জাল বসাইয়া চাপে
মহেষাস ; ঐরাবত অস্থির আপনি
তার ভীম প্রহরণে !” বিষাদে নিশ্বাসি
নীরবিলা সুরনাথ ; নিশ্বাসি বিষাদে
(পতি-খেদে সতী-প্রাণ কাঁদে রে সতত !)
বসিলা ত্রিদিব-দেবী দেবেস্ত্রের পাশে ।
উর্বশী, মেনকা, রম্ভা, চারু চিত্রলেখা
দাঁড়াইলা চারি দিকে ; সরসে যেমতি
সুধাকর-কর-রাশি বেড়ে নিশাকালে
নীরবে মুদিত পদ্মে । কিম্বা দীপাবলী
অস্থিকার পীঠতলে শারদ-পার্বণে,
হর্ষে মগ্ন বঙ্গ যবে পাইয়া মায়েরে
চির-বাঞ্ছা । মৌনভাবে বসিলা দম্পতি ;
হেন কালে মায়া-দেবী উত্তরিলিলা তথা ।

রতন-সম্ভবা বিভা দ্বিগুণ বাড়িল ১১

দেবালয়ে ; বাড়ে যথা রবি-কর-জালে
মন্দার-কাঞ্চন-কান্তি নন্দন-কাননে ! ১২

সসম্মুখে প্রণমিলা দেব দেবী দৌহে
পাদপদ্মে । স্বর্গাসনে বসিলা আশীষি
মায়া । কৃতাজলি-পুটে সুর-কুল-নিধি
সুধিলা, “কি ইচ্ছা, মাতঃ, কহ এ দাসেরে ?”

উত্তরিল মায়াময়ী ; “যাই, আদিত্যেয়,
লঙ্কাপুরে ; মনোরথ তোমার পুরিব ;
রক্ষঃকুল-চূড়ামণি চূর্ণিব কোশলে
আজি । চাহি দেখ ওই পোহাইছে নিশি ।

অবিলম্বে, পুরন্দর, ভবানন্দময়ী
১৩ উষা দেখা দিবে হাসি উদয়-শিখরে ;
১৪ লঙ্কার পঙ্কজ-রবি যাবে অস্তাচলে !
১৫ নিকুন্তিলা যজ্ঞাগারে লইব লক্ষ্মণে,
অসুরারি । ১৬ মায়া-জালে বেড়িব রাক্ষসে
১৭ নিরস্ত্র, ছর্ব্বল বলী দৈব-অস্ত্রাঘাতে, ১৮
১৯ অসহায় (সিংহ যেন আনায় মাঝারে)
মরিবে,—বিধির বিধি কে পারে লজ্জিতে ?
মরিবে রাবণি রণে ; কিন্তু এ বারতা
পাবে যবে রক্ষঃপতি, কেমনে রক্ষিবে
তুমি রামাত্মজে, রামে, ধীর বিভীষণে
রঘু-মিত্র ? পুত্র-শোকে বিকল, দেবেন্দ্র,
পশিবে সমরে শূর কৃতাস্ত-সদৃশ
ভীমবাহ ! কার সাধ্য বিমুখিবে তারে ?—
ভাবি দেখ, সুরনাথ, কহিহু যে কথা ।”

উত্তরিল শচীকান্ত নমুচিসুদন ;—

“পড়ে যদি মেঘনাদ সৌমিত্রির শরে

৩। মন্দার-কাঞ্চন-কান্তি—পারিজাত ফুলের সুবর্ণ বর্ণ ।

১২। পুরন্দর—ইন্দ্র । ভবানন্দময়ী—সংসারানন্দদায়িনী । ১৮। আনার—আল ।

মহামায়া, সুর-সৈন্য সহ কালি আমি
 রক্ষিব লক্ষ্মণে পশি রাক্ষস-সংগ্রামে ।
 না ডরি রাবণে, দেবি, তোমার প্রসাদে !
 মার তুমি আগে, মাতঃ, মায়া-জাল পাতি,
 কর্ব র-কুলের গর্ব, হৃষ্মদ সংগ্রামে,
 রাবণি ! রাঘবচন্দ্র দেব-কুল-প্রিয় ;
 সমরিবে প্রাণপণে অমর, জননি,
 তার জন্তে । যাব আমি আপনি ভূতলে
 কালি, দ্রুত ইরশ্বদে দক্ষিব কর্বরে ।”

“উচিত এ কৰ্ম তব, অদিত্তি-নন্দন
 বজ্রি !” কহিলেন মায়া, “পাইছু পিরীতি
 তব বাক্যে, সুরশ্রেষ্ঠ । অমুমতি দেহ,
 যাই আমি লক্ষ্মধামে !” এতেক কহিয়া,
 চলি গেলা শক্তীশ্বরী আশীষি দৌহারে ।—
 দেবেশ্বের পদে নিদ্রা প্রণমিলা আসি ।

ইন্দ্রাণীর কর-পদ্য ধরিয়া কোতুকে,
 প্রবেশিলা মহা-ইন্দ্র শয়ন-মন্দিরে—
 সুখালয় ! চিত্রলেখা, উর্ব্বশী, মেনকা,
 রম্ভা, নিজ গৃহে সবে পশিলা সত্বরে ।
 খুলিলা নুপুর, কাঞ্চী, কঙ্কণ, কিঙ্কিণী
 আর যত আভরণ ; খুলিলা কাঁচলি ;
 শুইলা ফুল-শয়নে সৌর-কর-রাশি-
 রাপিণী সুর-সুন্দরী । সুশ্বনে বহিল
 পরিমলময় বায়ু, কভু বা অলকে,
 কভু উচ্চ কুচে, কভু ইন্দু-নিভাননে
 করি কেলি, মত্ত যথা মধুকর, যবে
 প্রফুল্লিত ফুলে অলি পায় বন-স্থলে !
 স্বর্গের কনক-দ্বারে উত্তরিলা মায়া

১৫ । দেবেশ্বের পদে ইত্যাদি—নিজাদেবী আসিয়া ইন্দ্রের পদতলে প্রণত হইলেন,
 অর্থাৎ ইন্দ্রের ঘুম পাইতে লাগিল ।

মহাদেবী ; স্তূনিদানে আপনি খুলিল
হৈম দ্বার । বাহিরিয়া বিমোহিনী,
স্বপ্ন-দেবীরে স্মরি, কহিলা সুস্বরে ;—

“যাও তুমি লঙ্কাধামে, যথায় বিরাজে
শিবিরে সৌমিত্রি শূর । সুমিত্রার বেশে
বসি শিরোদেশে তাঁর, কহিও, রক্ষিণি,
এই কথা ; ‘উঠ, বৎস, পোহাইল রাত্তি ।

✓লঙ্কার উত্তর দ্বারে বনরাজী মাঝে ✓
শোভে সরঃ ; কূলে তার চণ্ডীর দেউল
স্বর্ণময় ; স্নান করি সেই সরোবরে,
তুলিয়া বিবিধ ফুল, পূজ ভক্তি-ভাবে
দানব-দমনী মায়ে । তাঁহার প্রসাদে,
বিনাশিবে অনায়াসে ছুর্মদ রাক্ষসে,
যশস্বি ! একাকী, বৎস, যাইও সে বনে ।’

✓অবিলম্বে, স্বপ্ন-দেবি, যাও লঙ্কাপুরে ; ✓
দেখ, পোহাইছে রাত্তি, বিলম্ব না সহে ।”

চলি গেলা স্বপ্ন-দেবী ; নীল নভঃ-স্থল
উজলি, খসিয়া যেন পড়িল ভূতলে
তারা ! ত্বর উরি যথা শিবির মাঝারে
বিরাজেন রামানুজ, সুমিত্রার বেশে
বসি শিরোদেশে তাঁর, কহিলা সুস্বরে
কুহকিনী ; “উঠ, বৎস, পোহাইল রাত্তি ।

লঙ্কার উত্তর দ্বারে বনরাজী মাঝে
শোভে সরঃ ; কূলে তার চণ্ডীর দেউল
স্বর্ণময় ; স্নান করি সেই সরোবরে,
তুলিয়া বিবিধ ফুল, পূজ ভক্তি-ভাবে
দানব-দমনী মায়ে । তাঁহার প্রসাদে,
✓বিনাশিবে অনায়াসে ছুর্মদ রাক্ষসে, ✓
যশস্বি ! একাকী, বৎস, যাইও সে বনে ।”

চমকি উঠিয়া বলী চাহিলা চৌদিকে !

হায় রে, নয়ন-জলে ভিজিল অমনি
 বক্ষঃস্থল ! “হে জননি,” কহিলা বিষাদে
 বীরেন্দ্র, “দাসের প্রতি কেন বাম এত
 তুমি ? দেহ দেখা পুনঃ, পূজি পা ছুখানি ;
 পুরাই মনের সাধ লয়ে পদ-ধূলি,
 মা আমার ! যবে আমি বিদায় হইলু,
 কত যে কাঁদিলে তুমি, স্মরিলে বিদরে
 হৃদয় ! আর কি, দেবি, এ বৃথা জনমে
 হেরিব চরণ-যুগ ?” মুছি অশ্রু-ধারা,
 চলিলা বীর-কুঞ্জর কুঞ্জর-গমনে
 যথা বিরাজেন প্রভু রঘু-কুল-রাজা ।

কহিলা অনুজ, নমি অগ্রজের পদে ;—
 “দেখিলু অস্তুত স্বপ্ন, রঘু-কুল-পতি ।
 শিরোদেশে বসি মোর স্মিত্রা জননী
 কহিলেন ; ‘উঠ, বৎস, পোহাইল রাতি ।
 লঙ্কার উত্তর দ্বারে বনরাজী মাঝে
 শোভে সরঃ ; কূলে তার চণ্ডীর দেউল
 স্বর্ণময় ; স্নান করি সেই সরোবরে,
 তুলিয়া বিবিধ ফুল, পূজ ভক্তি-ভাবে
 দানব-দমনী মায়ে । তাঁহার প্রসাদে,
 বিনাশিবে অনায়াসে ছুর্মদ রাক্ষসে,
 যশস্বি ! একাকী, বৎস, যাইও সে বনে ।’
 এতেক কহিয়া মাতা অদৃশ্য হইলা ।
 কাঁদিয়া ডাকিলু আমি, কিন্তু না পাইলু
 উত্তর । কি আজ্ঞা তব, কহ, রঘুমণি ?”

জিজ্ঞাসিলা বিভীষণে বৈদেহী-বিলাসী ;—
 “কি কহ, হে মিত্রবর, তুমি ? রক্ষঃপুরে
 রাঘব-রক্ষণ তুমি বিদিত জগতে ।”

উত্তরিলো রক্ষঃশ্রেষ্ঠ ; “আছে সে কাননে
 চণ্ডীর দেউল, দেব, সরোবর-কূলে ।

আপনি রাক্ষস-নাথ পূজেন সতীরে
সে উজ্জানে ; আর কেহ নাহি যায় কভু
ভয়ে, ভয়ঙ্কর স্থল ! শুনেছি ছয়ারে
আপনি ভ্রমেন শত্রু—ভীম-শূল-পানি !
যে পূজে মায়েরে সেথা জয়ী সে জগতে ।
আর কি কহিব আমি ? সাহসে যতপি
প্রবেশ করিতে বনে পারেন সৌমিত্রি,
সফল, হে মহারথি, মনোরথ তব !”

“রাঘবের আজ্ঞাবর্তী, রক্ষঃ-কুলোত্তম,
এ দাস” ; কহিলা বলী লক্ষ্মণ, “যতপি
পাই আজ্ঞা, অনায়াসে পশিব কাননে !
কে রোধিবে গতি মোর ?” সুমধুর স্বরে
কহিলা রাঘবেশ্বর, “কত যে সয়েছ
মোর হেতু তুমি, বৎস, সে কথা স্মরিলে
না চাহে পরাণ মোর আর আয়াসিতে
তোমায় ! কিন্তু কি করি ? কেমনে লজ্জিব
দৈবের নিব্বন্ধ, ভাই ? যাও সাবধানে,—
ধর্ম-বলে মহাবলী ! আয়সী-সদৃশ
দেবকুল-আনুকূল্য রক্ষুক তোমারে !”

প্রণমি রাঘব-পদে, বন্দি বিভীষণে
সৌমিত্রি, কৃপাণ করে, যাত্রা করি বলী
নির্ভয়ে উত্তর দ্বারে চলিলা সত্বরে ।
জাগিছে স্ত্রীমিত্র বীতিহোত্র-রূপী
বীর-বল-দলে তথা । শুনি পদধ্বনি,
গম্ভীরে কহিলা শূর ; “কে তুমি ? কি হেতু
ঘোর নিশাকালে হেথা ? কহ শীঘ্র করি,
বাঁচিতে বাসনা যদি । নতুবা মারিব
শিলাঘাতে চূর্ণি শিরঃ !” উত্তরিলো হাসি

১৫। আয়াসিতে—আয়াস অর্থাৎ ক্লেশ দিতে ।

১৮। আয়সী—লৌহময় কবচ ।

২০। বীতিহোত্র—অগ্নি ।

রামানুজ, “রক্ষোবংশে ধ্বংস, বীরমণি !
রাঘবের দাস আমি ।” আশু অগ্রসরি
সুগ্রীব বন্দিনী সখা বীরেন্দ্র লক্ষ্মণে ।
মধুর সন্তাষে তুমি কিঙ্কিন্যা-পতিরে,
চলিলা উত্তর মুখে উর্মিলা-বিলাসী ।

কত ক্ষণে উত্তরিয়া উদ্যান-দুয়ারে
ভীম-বাহু, সবিস্ময়ে দেখিলা অদূরে
ভীষণ-দর্শন-মূর্তি ! দীপিছে ললাটে
শশিকলা, মহোরগ-ললাটে যেমতি
মণি ! জটাজুট শিরে, তাহার মাঝারে
✓ জাহ্নবীর ফেন-লেখা, শারদ নিশাতে ✓
কৌমুদীর রজোরেকা মেঘমুখে যেন !
বিভূতি-ভূষিত অক্ষ ; শাল-বৃক্ষ-সম
ত্রিশূল দক্ষিণ করে ! চিনিলা সৌমিত্রি
ভূতনাথে । নিষ্কোষিয়া তেজস্কর অসি,
কহিলা বীর-কেশরী ; “দশরথ রথী,
রঘুজ-অজ-অক্ষজ, বিখ্যাত ভুবনে,
তঁাহার তনয় দাস নমে তব পদে,
চন্দ্রচূড় ! ছাড় পথ ; পূজিব চণ্ডীরে
প্রবেশি কাননে ; নহে দেহ রণ দাসে !
সতত অধর্ম্য কর্ম্যে রত লক্ষাপতি ;
তবে যদি ইচ্ছ রণ, তার পক্ষ হয়ে,
বিরূপাক্ষ, দেহ রণ বিলম্ব না সহে !
ধর্ম্যে সাক্ষী মানি আমি আহ্বানি তোমারে ;—
সত্য যদি ধর্ম্য, তবে অবশ্য জিনিব !”

যথা শুনি বজ্র-নাদ, উত্তরে ছড়ারি

১০—১১। তাহার মাঝারে ইত্যাদি—যেমন শারদ নিশাকালে, চন্ড্রিমার রজোরেকা
অর্থাৎ জ্যোৎস্নার রৌণোর তার শুভ্র আলোকরেকা মেঘমালার শোভমান হয়, সেইরূপ
গন্ধার জল মহাদেবের শিরোদেশে শোভমান হইতেছে ।

১৭। রঘুজ-অজ, ইত্যাদি—রঘুর পুত্র অজ, তাঁহার পুত্র ।

গিরিরাজ, বৃষধ্বজ কহিলা গভীরে !
 “বাথানি সাহস তোর, শূর-চূড়া-মণি
 লক্ষণ ! কেমনে আমি যুঝি তোর সাথে ?
 প্রসন্ন প্রসন্নময়ী আজি তোর প্রতি,
 ভাগ্যধর !” ছাড়ি দিলা ছয়ার ছয়ারী
 কপর্দী ; কানন মাঝে পশিলা সৌমিত্রি ।

ঘোর সিংহনাদ বীর শুনিলা চমকি ।
 কাঁপিল নিবিড় বন মড় মড় রবে
 চৌদিকে ! আইল ধাই রক্ত-বর্ণ-আঁধি
 হর্ষাক্ষ, আক্ষালি পুচ্ছ, দন্ত কড়মড়ি ।
 জয় রাম নাদে রথী উলঙ্কিলা অসি ।
 পলাইল মায়ী-সিংহ, হতাশন-তেজে
 তমঃ যথা । ধীরে ধীরে চলিলা নির্ভয়ে
 ধীমান্ । সহসা মেঘ আবরিল চাঁদে
 নির্ঘোষে ! বহিল বায়ু ছছকার স্বনে ।
 চকমকি ক্ষণপ্রভা শোভিল আকাশে,
 দ্বিগুণ আঁধারি দেশ ক্ষণ-প্রভা-দানে !
 কড় কড় কড়ে বজ্র পড়িল ভূতলে
 মুহুমুহঃ ! বাহু-বলে উপাড়িলা তরু
 প্রভঞ্জন ! দাবানল পশিল কাননে !
 কাঁপিল কনক-লক্ষা, গর্জিল জলধি
 দূরে, লক্ষ লক্ষ শঙ্খ রণক্ষেত্রে যথা
 কোদণ্ড-টংকার সহ মিশিয়া ঘর্ঘরে ।
 অটল অচল যথা দাঁড়াইলা বলী
 সে রোরবে ! আচম্বিতে নিবিল দাবাগ্নি ;
 ধামিল তুমুল ঝড়, দেখা দিলা পুনঃ
 তারাকান্ত ; তারাদল শোভিল গগনে ।
 কুমুম-কুমুলা মহী হাসিলা কোতুকে ।
 ছুটিল সৌরভ ; মন্দ সমীর স্বনিলা ।

সবিস্ময়ে ধীরে ধীরে চলিলা সুমতি ।

সহসা পুরিল বন মধুর নিকণে !

বাজ্রিল বাঁশরী, বীণা, যুদঙ্গ, মন্দিরা,

সপ্তস্বর ; উথলিল সে রবের সহ

স্ত্রী-কণ্ঠ-সম্ভব রব, চিত্ত বিমোহিয়া !

দেখিলা সম্মুখে বলী, কুমুম-কাননে,
বামাদল, তারাদল ভূপতিত যেন ! ✓ ^{১৫}

কেহ অবগাহে দেহ স্বচ্ছ সরোবরে,

কৌমুদী নিশীথে যথা ! ছুকুল, কাঁচলি

শোভে কূলে, অবয়ব বিমল সলিলে,

মানস-সরসে, মরি, স্বর্ণপদ্ম যথা !

কেহ তুলে পুষ্পরাশি ; অলঙ্কারে কেহ

অলক, কাম-নিগড় ! কেহ ধরে করে

দ্বিরদ-রদ-নির্মিত, মুকুতা-খচিত

কোলম্বক ; ঝকঝকে হৈম তার তাহে,

সঙ্গীত-রসের ধাম ! কেহ বা নাচিছে

সুখময়ী ; কুচযুগ পীবর মাঝারে

ছলিছে রতন-মালা, চরণে বাজিছে

নূপুর, নিতম্ব-বিশ্বে কণিছে রশনা !

মরে নর কাল-ফণী-নশ্বর-দংশনে ;—

কিন্তু এ সবার পৃষ্ঠে ছলিছে যে ফণী

মণিময়, হেরি তারে কাম-বিষে জ্বলে

পরাগ ! হেরিলে ফণী পলায় তরাসে

যার দৃষ্টি-পথে পড়ে কৃতান্তের দূত ;

হায় রে, এ ফণী হেরি কে না চাহে এরে

বাঁধিতে গলায়, শিরে, উমাকান্ত যথা,

৫। স্ত্রীকণ্ঠসম্ভব রব—স্ত্রীলোকের কণ্ঠনির্মিত ধ্বনি, অর্থাৎ ঘেরেলী সুর ।

১৫। কোলম্বক—বীণার অঙ্গ । ১৬। কণিছে—বাজিছে । রশনা—মেখলা ।

২০—২৬। কালরূপ ফণী দংশন না করিলে কখনই লোকের মৃত্যু হয় না । কিন্তু এ সকল দেবনারীগণের পৃষ্ঠদেশে লক্ষ্যমান এক মণিমণ্ডিত বৈদ্যরূপ ফণী দর্শন করিবা মাঝেই

ভুজঙ্গ-ভূষণ শূলী ? গাইছে জাগিয়া
তরুশাখে মধুসখা ; খেলিছে অদূরে
জলযন্ত্র ; সমীরণ বহিছে কৌতুকে,
পরিমল-ধন লুটি কুসুম-আগারে !

অবিলম্বে বামাদল, ঘিরি অরিন্দমে,
গাইল ; “স্বাগত, ওহে রঘু-চূড়া-মণি !
নহি নিশাচরী মোরা, ত্রিদিব-নিবাসী !
নন্দন-কাননে, শুর, সুবর্ণ-মন্দিরে
করি বাস ; করি পান অমৃত উল্লাসে ;
অনন্ত বসন্ত জাগে যৌবন-উত্থানে ;
উরজ কমল-যুগ প্রফুল্ল সতত ;
না শুখায় সুধারস অধর-সরসে ;
অমরী আমরা, দেব ! বরিনু তোমারে
আমা সবে ; চল, নাথ, আমাদের সাথে ।
কঠোর তপস্তা নর করে যুগে যুগে
লভিতে যে সুখ-ভোগ, দিব তা তোমারে,
গুণমণি ! রোগ, শোক-আদি কীট যত
কাটে জীবনের ফুল এ ভব-মণ্ডলে,
না পশে যে দেশে মোরা আনন্দে নিবাসি
চিরদিন !” করপুটে কহিল সৌমিত্রি,
“হে শুর-সুন্দরী-বৃন্দ, ক্ষম এ দাসেরে !
অগ্রজ আমার রথী বিখ্যাত জগতে
রামচন্দ্র, ভার্য্যা তাঁর মৈথিলী ; কাননে
একাকিনী পাই তাঁরে আনিয়াছে হরি
রুক্মনাথ । উদ্ধারিব, ঘোর যুদ্ধে নাশি

কামবিষে লোকের প্রাণবিয়োগ হয়, অর্থাৎ ইহারা এতাদৃশ সুকেশিনী যে, ইহাদের রূপ দেখিলেই লোকে একবারে বিমোহিত হইয়া পড়ে, আর যদি কেহ পথিমধ্যে কৃতান্তের দূত অর্থাৎ যমদূতরূপ কণীকে দর্শন করে, সে তৎক্ষণাৎ প্রাণতরে পলায়ন করে ; কিন্তু এ সকল নারীদিগের পৃষ্ঠদেশে স্থিত বেনীরূপ কণীকে, ভুজঙ্গরূপিত শূলধারী উমাপতির ভায় কে না গলায় বাঁধিতে চেষ্টা করে । অর্থাৎ ইহাদের সৌন্দর্য্যবশে বিমুগ্ধ হইয়া সকলেই ইহাদের সমাগমে অভিলাষুক হয় ।

রাক্ষসে, জানকী সতী ; এ প্রতিজ্ঞা মম
সফল হউক, বর দেহ, সুরাঙ্গনে !

নর-কূলে জন্ম মোর ; মাতৃ হেন মানি
তোমা সবে ।” মহাবাহু এতেক কহিয়া
দেখিলা তুলিয়া আঁধি, বিজন সে বন !

চলি গেছে বামাদল স্বপনে যেমতি, ✓
✓ কিম্বা জলবিন্দু যথা সদা সছোজীবী !—
কে বুঝে মায়ার মায়া এ মায়া-সংসারে ?
ধীরে ধীরে পুনঃ বলী চলিলা বিস্ময়ে ।

কত ক্ষণে শূরবর হেরিলা অদূরে
সরোবর, কূলে তার চণ্ডীর দেউল,
সুবর্ণ-সোপান শত মণ্ডিত রতনে ।
দেখিলা দেউলে বলী দীপিছে প্রদীপ ;
পীঠতলে ফুলরাশি ; বাজিছে ঝাঁঝরী,
শঙ্খ, ঘণ্টা ; ঘটে বারি ; ধূপ, ধূপদানে
পুড়ি, আমোদিছে দেশ, মিশিয়া সুরভি
কুমুম-বাসের সহ । পশিয়া সলিলে
শূরেন্দ্র, করিলা স্নান ; তুলিলা যতনে
নীলোৎপল ; দশ দিশ পুরিল সৌরভে ।

প্রবেশি মন্দিরে তবে বীরেন্দ্র-কেশরী
সৌমিত্রি, পূজিলা বলী সিংহবাহিনীরে
যথাবিধি । “হে বরদে” কহিলা সাষ্টাঙ্গে
প্রণমিয়া রামাঙ্কুজ, “দেহ বর দাসে !
নাশি রক্ষঃ-শূরে, মাতঃ, এই ভিক্ষা মাগি ।
মানব-মনের কথা, হে অন্তর্যামিনি,
তুমি যত জান, হায়, মানব-রসনা
পারে কি কহিতে তত ? যত সাধ মনে,
পুরাও সে সবে, সাধিব !” গরজিল দূরে
মেঘ ; বজ্রনাদে লঙ্কা উঠিল কাঁপিয়া
সহসা ! ছলিল, যেন ঘোর ভূকম্পনে,

কানন, দেউল, সরঃ—থর থর থরে ।

সম্মুখে লক্ষ্মণ বলী দেখিলা কাঞ্চন-
সিংহাসনে মহামায়ে । তেজঃ রাশি রাশি
ধাঁধিল নয়ন ক্ষণ বিজলী-ঝলকে !
আঁধার দেউল বলী হেরিলা সভয়ে
চৌদিক ! হাসিলা সতী ; পলাইল তমঃ
ক্রতে ; দিব্য চক্ষুঃ লাভ করিলা সুমতি ।
মধুর স্বর-তরঙ্গ বহিল আকাশে ।

কহিলেন মহামায়া ; “সুপ্রসন্ন আজি,
রে সতী-সুমিত্রা-সুত, দেব দেবী যত
তোর প্রতি ! দেব-অস্ত্র প্রেরিয়াছে তোরে
বাসব ; আপনি আমি আসিয়াছি হেথা
সাধিতে এ কার্য্য তোর শিবের আদেশে ।
ধরি দেব-অস্ত্র, বলি, বিভীষণে লয়ে,
যা চলি নগর-মাঝে, যথায় রাবণি,
নিকুন্তিলা যজ্ঞাগারে, পূজে বৈশ্বানরে ।
সহসা, শার্দূলাক্রমে আক্রমি রাক্ষসে,
নাশ তারে ! মোর বরে পশিবি ছুজনে
অদৃশ্য ; নিকষে যথা অসি, আবরিব
মায়াজালে আমি দৌহে । নির্ভয় হৃদয়ে,
যা চলি, রে যশস্বি !” প্রণমি শূরমণি
মায়ার চরণ-তলে, চলিলা সত্বরে
যথায় রাঘব-শ্রেষ্ঠ । কুজনিল জাগি
পাখী-কুল ফুল-বনে, যন্ত্রীদল যথা
মহোৎসবে পুরে দেশ মঙ্গল-নিরুণে !
বৃষ্টিলা কুম্ভ-রাশি শূরবর-শিরে
তরুরাজী ; সমীরণ বহিলা সুস্বনে ।

“শুভ ক্ষণে গর্ভে তোরে লক্ষ্মণ, ধরিল
সুমিত্রা জননী তোর !”—কহিলা আকাশে
আকাশ-সম্ভবা বাণী,—“তোর কীর্্তি-গানে

পুরিবে ত্রিলোক আজি, কহিহু রে তোরে !
 'দেবের অসাধ্য কৰ্ম সাধিলি, সৌমিত্রি,
 তুই ! দেবকুল-তুল্য অমর হইলি !"
 নীরবিলা সরস্বতী ; কুঞ্জনিল পাখী
 সুমধুরতর স্বরে সে নিকুঞ্জ-বনে ।

কুসুম-শয়নে যথা সুবর্ণ-মন্দিরে
 বিরাজে বীরেন্দ্র বলী ইন্দ্রজিৎ, তথা
 পশিল কুঞ্জন-ধ্বনি সে সুখ-সদনে ।
 জাগিলা বীর-কুঞ্জর কুঞ্জবন-গীতে ।
 প্রমীলার করপদ্ম করপদ্মে ধরি
 রথীন্দ্র, মধুর স্বরে, হায় রে, যেমতি
 নলিনীর কানে অলি কহে গুঞ্জরিয়া
 প্রেমের রহস্য কথা, কহিলা (আদরে
 চুষ্টি নিমীলিত ঐশি) "ডাকিছে কুজনে,
 হৈমবতী উষা তুমি, রূপসি, তোমারে
 পাখী-কুল ! মিল, প্রিয়ে, কমল-লোচন !
 উঠ, চিরানন্দ মোর ! সূর্য্যকান্তমণি-
 সম এ পরাগ, কাস্তা ; তুমি রবিচ্ছবি ;—
 তেজোহীন আমি তুমি মুদিলে নয়ন ।
 ভাগ্য-বৃক্ষে ফলোত্তম তুমি হে জগতে
 আমার । নয়ন-তারা ! মহাই রতন ।
 উঠি দেখ, শশিমুখি, কেমনে ফুটিছে,
 চুরি করি কাস্তি তব মঞ্জু কুঞ্জবনে
 কুসুম !" চমকি রামা উঠিলা সত্বরে,—
 গোপিনী কামিনী যথা বেণুর সুরবে !

আবরিলা অবয়ব সুচারু-হাসিনী
 শরমে । কহিলা পুনঃ কুমার আদরে ;—
 "পোহাইল এতক্ষণে তিমির শৰ্বরী ;
 তা না হলে ফুটিতে কি তুমি, কমলিনি,
 জুড়াতে এ চক্ষুঃধর ? চল, প্রিয়ে, এবে

বিদায় হইব নমি জননীর পদে ।
পরে যথাবিধি পূজি দেব বৈশ্বানরে,
ভীষণ-অশনি-সম শর-বরিষণে
রামের সংগ্রাম-সাধ মিটাব সংগ্রামে ।”

সাজিলা রাবণ-বধু, রাবণ-নন্দন,
অতুল জগতে দৌহে ; বামাকুলোত্তমা
প্রমীলা, পুরুষোত্তম মেঘনাদ বলী !
শয়ন-মন্দির হতে বাহিরিলা দৌহে—
প্রভাতের তারা যথা অরুণের সাথে !
লজ্জায় মলিনমুখী পলাইলা দূরে
(শিশির অমৃতভোগ ছাড়ি ফুলদলে)
খটোত ; ধাইল অলি পরিমল-আশে ;
গাইল কোকিল ডালে মধু পঞ্চস্বরে ;
বাজিল রাক্ষস-বাণ ; নমিল রক্ষক ;
জয় মেঘনাদ নাদ উঠিল গগনে ।
রতন-শিবিকাসনে বসিলা হরষে
দম্পতি । বহিল যান যান-বাহ-দলে
মন্দোদরী মহিষীর সুবর্ণ-মন্দিরে ।
মহাপ্রভাধর গৃহ ; মরকত, হীরা,
ধ্বিরদ-রদ-মণ্ডিত, অতুল জগতে ।
নয়ন-মনোরঞ্জন যা কিছু সৃজিলা
বিধাতা, শোভে সে গৃহে ! ভ্রমিছে ছয়ারে
প্রহরিণী, প্রহরণ কাল-দণ্ড-সম
করে ; অশ্বারাঢ়া কেহ ; কেহ বা ভূতলে ।
তারাকারা দীপাবলী দীপিছে চৌদিকে ।
বহিছে বাসস্তানিল, অমৃত-কুসুম-
কানন-সৌরভ-বহ । উথলিছে মৃৎ
বাণা-ধ্বনি, মনোহর স্বপনে যেমতি !
প্রবেশিলা অরিন্দম, ইন্দু-নিভাননা
প্রমীলা সুন্দরী সহ, সে স্বর্ণ-মন্দিরে ।

ত্রিজটা নামে রাক্ষসী আইল ধাইয়া ।
 কহিলা বীর-কেশরী ; “শুন লো ত্রিজটে,
 নিকুন্তিলা-যজ্ঞ সাজ করি আমি আজি
 যুঝিব রামের সঙ্গে পিতার আদেশে,
 নাশিব রাক্ষস-রিপু ; তেঁই ইচ্ছা করি
 পুজিতে জননী-পদ । যাও বার্তা লয়ে ;
 কহ, পুত্র পুত্রবধু দাঁড়িয়ে ছয়ারে
 তোমার, হে লঙ্কেশ্বরী !” সাষ্টাঙ্গে প্রণমি,
 কহিল শূরে ত্রিজটা, (বিকটা রাক্ষসী)
 “শিবের মন্দিরে এবে রাণী মন্দোদরী,
 যুবরাজ ! তোমার মঙ্গল-হেতু তিনি
 অনিদ্ৰায়, অনাহারে পুজেন উমেশে ।
 তব সম পুত্র, শূর, কার এ জগতে ?
 কার বা এ হেন মাতা ?” এতেক কহিয়া
 সৌদামিনী-গতি দূতী ধাইল সত্বরে ।

গাইল গায়িকা-দল সুযন্ত্র-মিলনে ;—
 “হে কৃত্তিকে হৈমবতি, শক্তিধর তব
 কার্তিকেয় আসি দেখ তোমার ছয়ারে,
 সঙ্গে সেনা সুলোচনা ! দেখ আসি সূখে,
 রোহিণী-গঞ্জিনী বধু ; পুত্র, যাঁর রূপে
 শশাঙ্ক কলঙ্কী মানে ! ভাগ্যবতী তুমি !
 ভুবন-বিজয়ী শূর ইন্দ্রজিৎ বলী—
 ভুবন-মোহিনী সতী প্রমীলা সুন্দরী !”

বাহিরিলা লঙ্কেশ্বরী শিবালয় হতে ।
 প্রণমে দম্পতি পদে । হরষে হৃজনে
 কোলে করি, শিরঃ চুম্বি, কাঁদিলা মহিষী ।
 হায় রে, মায়ের প্রাণ, প্রেমাগার ভবে
 তুই, ফুলকুল যথা সৌরভ-আগার,
 শুক্তি মুকুতার ধাম, মণিময় ধনি !

শরদিন্দু পুত্র ; বধু শারদ-কৌমুদী

তারা-কিরীটিনী নিশিসদৃশী আপনি
 রাক্ষস-কুল-ঈশ্বরী ! অশ্রু-বারি-ধারা
 শিশির, কপোল-পর্নে পড়িয়া শোভিল !
 কহিলা বীরেন্দ্র ; “দেবি, আশীষ দাসেরে ।
 নিকুণ্ডিলা-যজ্ঞ সাক্ষ করি যথাবিধি,
 পশিব সমরে আজি, নাশিব রাঘবে !
 শিশু ভাই বীরবাহু ; বধিয়াছে তারে
 পামর । দেখিব মোরে নিবারে কি বলে ?
 দেহ পদ-ধূলি, মাতঃ ! তোমার প্রসাদে
 নির্বিলস করিব আজি তীক্ষ্ণ শর-জালে
 লক্ষা ! বাঁধি দিব আনি তাত বিভীষণে
 রাজদ্রোহী ! খেদাইব সুগ্রীব, অন্ধদে
 সাগর অতল জলে !” উত্তরিল রাণী,
 মুছিয়া নয়ন-জল রতন-আঁচলে ;—

“কেমনে বিদায় তোরে করি রে বাছনি !
 আধারি হৃদয়াকাশ, তুই পূর্ণ শশী
 আমঙ্গর । ছরন্তু রণে সীতাকান্ত বলী ;
 ছরন্তু লক্ষ্মণ শূর ; কাল-সর্প-সম
 দয়া-শূন্য বিভীষণ ! মন্ত লোভ-মদে,
 স্ববন্ধু-বান্ধবে মুঢ় নাশে অনায়াসে,
 ক্ষুধায় কাতর ব্যাত্ত্র গ্রাসয়ে যেমতি
 স্বশিশু ! কুক্ষণে, বাছা, নিকষা শাশুড়ী
 ধরেছিল গর্ভে ছুঁটে, কহিহু রে তোরে !
 এ কনক-লক্ষা মোর মজালে ছুঁমতি !”

হাসিয়া মায়ের পদে উত্তরিল রাণী ;—
 “কেন, মা, ডরাও তুমি রাঘবে লক্ষ্মণে,
 রক্ষোবৈরী ? তুই বার পিতার আদেশে
 তুমুল সংগ্রামে আমি বিমুখিহু দৌহে
 অগ্নিময় শর-জালে ! ও পদ-প্রসাদে
 চির-জয়ী দেব-দৈত্য-নরের সমরে

এ দাস ! জানেন তাত বিভীষণ, দেবি,
তব পুত্র-পরাক্রম ; দম্ভোলি-নিষ্ক্রেপী
সহস্রাক্ষ সহ যত দেব-কুল-রথী ;
পাতালে নাগেন্দ্র, মর্ত্যে নরেন্দ্র ! কি হেতু
সভয় হইলা আজি, কহ, মা, আমারে ?
কি ছার সে রাম তারে ডরাও আপনি ?”

মহাদরে শিরঃ চূষি কহিলা মহিষী ;—
“মায়াবী মানব, বাছা, এ বৈদেহী-পতি,
নতুবা সহায় তার দেবকুল যত !
নাগ-পাশে যবে তুই বাঁধিলি ছুজনে,
কে খুলিল সে বন্ধন ? কে বা বাঁচাইল,
নিশারণে যবে তুই বধিলি রাঘবে
সসৈন্তে ? এ সব আমি না পারি বুঝিতে !
শুনেছি মৈথিলী-নাথ আদেশিলে, জলে
ভাসে শিলা, নিবে অগ্নি, আসার বরষে !
মায়াবী মানব রাম ! কেমনে, বাছনি,
বিদাইব তোরে আমি আবার যুঝিতে
তার সঙ্গে ? হায়, বিধি, কেন না মরিল
কুলক্ষণা স্পূর্ণগথা মায়ের উদরে ।”

এতেক কহিয়া রাণী কাঁদিলা নীরবে ।

কহিলা বীর-কুঞ্জর ; “পূর্ব-কথা স্মরি,
এ বৃথা বিলাপ, মাতঃ, কর অকারণে !
নগর-তোরণে অরি ; কি সুখ ভুঞ্জিব,
যত দিন নাহি তারে সংহারি সংগ্রামে !
আক্রমিলে ছত্ৰাশন কে ঘুমায় ঘরে ?
বিখ্যাত রাক্ষস-কুল, দেব-দৈত্য-নর-
ত্রাস ত্রিভুবনে, দেবি ! হেন কুলে কালি
দিব কি রাঘবে দিতে, আমি, মা, রাবণি
ইন্দ্রজিত ? কি কহিবে, শুনিলে এ কথা,
মাতামহ দনুজেন্দ্র নয় ? রথী যত

মাতুল ? হাসিবে বিশ্ব ! আদেশ দাসেরে,
যাইব সমরে, মাতঃ, নাশিব রাঘবে !

ওই শুন, কুঞ্জনিছে বিহঙ্গম বনে ।

পোহাইল বিভাবরী । পূজি ইষ্টদেবে,

তুর্ধ্ব রাক্ষস-দলে পশিব সমরে ।

আপন মন্দিরে, দেবি, যাও ফিরি এবে ।

ত্বরায় আসিয়া আমি পূজিব যতনে

ও পদ-রাজীব-যুগ, সমর-বিজয়ী !

পাইয়াছি পিতৃ-আজ্ঞা, দেহ আজ্ঞা তুমি ।—

কে আঁটিবে দাসে, দেবি, তুমি আশীষিলে ?”

মুছিয়া নয়ন-জল রতন-আঁচলে,

উত্তরিলে লক্ষেশ্বরী ; “যাইবি রে যদি ;—

রাক্ষস-কুল-রক্ষণ বিরূপাক্ষ তোরে

রক্ষুন এ কাল-রণে ! এই ভিক্ষা করি

তঁার পদযুগে আমি । কি আর কহিব ?

নয়নের তারাহারা করি রে খুইলি

আমায় এ ঘরে তুই !” কাঁদিয়া মহিষী

কহিলা চাহিয়া তবে প্রমীলার পানে ;

“থাক, মা, আমার সঙ্গে তুমি ; জুড়াইব,

ও বিধুবদন হেরি, এ পোড়া পরাগ !

বহলে তারার করে উজ্জ্বল ধরণী ।”

বন্দি জননী পদ বিদায় হইলা

ভীমবাহ । কাঁদি রাণী, পুত্র-বধু সহ,

প্রবেশিলা পুনঃ গৃহে । শিবিকা ত্যজিয়া,

পদ-ব্রজে যুবরাজ চলিলা কাননে—

ধীরে ধীরে রথীবর চলিলা একাকী,

কুসুম-বিবৃত পথে, যজ্ঞ-শালা মুখে ।

২১। বহলে তারার করে ইত্যাদি—বহলে অর্থাৎ ক্রমপক্ষে নিশানাথের অভাবে তারাসমূহের কিরণেও বহুমতী উজ্জ্বল করেন। আমার হৃদয়াকাশের পূর্ণশশিবরণ পূত্র ইন্দ্রভিষেকের অনুপস্থিতিকাল পর্যন্ত তুমি তারার বরণ হইয়া আমার হৃদয়কে উজ্জ্বল কর।

সহসা নূপুর-ধ্বনি ধ্বনিল পশ্চাতে ।
 চির-পরিচিত, মরি, প্রণয়ীর কানে
 প্রণয়িনী-পদ-শব্দ ! হাসিলা বীরেন্দ্র,
 স্মৃথে বাহু-পাশে বাঁধি ইন্দীবরাননা
 প্রমীলারে । “হায়, নাথ,” কহিলা স্তম্ভরী,
 “ভেবেছিহু, যজ্ঞগৃহে যাব তব সাথে ;
 সাজাইব বীর-সাজে তোমায় । কি করি ?
 বন্দী করি স্বমন্দিরে রাখিলা শাশুড়ী ।
 রহিতে নারিহু তবু পুনঃ নাহি হেরি
 পদযুগ ! শুনিয়াছি, শশিকলা না কি
 রবি-তেজে সমুজ্জ্বলা ; দাসীও তেমতি,
 হে রাক্ষস-কুল-রবি ! তোমার বিহনে,
 ঐশ্বর জগত, নাথ, কহিহু তোমারে !”
 মুকুতামণ্ডিত বৃকে নয়ন বর্ষিল
 উজ্জ্বলতর মুকুতা ! শতদল-দলে
 কি ছার শিশির-বিন্দু ইহার তুলনে ?
 উত্তরিল বীরোত্তম, “এখন আসিব,
 বিনাশি রাঘবে রণে, লক্ষা-সুশোভিনি ।
 যাও তুমি ফিরি, প্রিয়ে, যথা লক্ষেশ্বরী ।
 শশাঙ্কের অগ্রে, সতি, উদে লো রোহিণী !
 সৃজিলা কি বিধি, সাধি, ও কমল-ঐশি
 কাঁদিতে ? আলোকাগারে কেন লো উদিছে
 পয়োবহ ? অনুমতি দেহ, রূপবতি,—
 ভ্রান্তিমদে মত্ত নিশি, তোমারে ভাবিয়া
 উষা, পলাইছে, দেখ, সত্বর গমনে,—
 দেহ অনুমতি, সতি, যাই যজ্ঞাগারে ।”
 যথা যবে কুসুমেষু, ইন্দ্রের আদেশে,

১৫—১৬। উজ্জ্বলতর মুকুতা—এ স্থলে অশ্রুবিন্দু । অর্থাৎ প্রমীলা স্তম্ভরী ক্রন্দন করিলেন ।

২২। আলোকাগারে—আলোকগৃহে অর্থাৎ তোমার চক্ষুঃঘরে ।

২৩। পয়োবহ—মেঘ । ২৭। কুসুমেষু—কুম্ববাণ, অর্থাৎ কন্দর্প ।

রতিরে ছাড়িয়া শূর, চলিলা কুলুগে
 ভাঙিতে শিবের ধ্যান ; হায় রে, তেমতি
 চলিলা কন্দর্প-রূপী ইন্দ্রজিত বলী,
 ছাড়িয়া রতি-প্রতিমা প্রমীলা সতীরে !
 কুলুগে করিলা যাত্রা মদন ; কুলুগে
 করি যাত্রা গেলা চলি মেঘনাদ বলী—
 রাক্ষস-কুল-ভরসা, অজ্ঞেয় জগতে !

প্রাক্তনের গতি, হায়, কার সাধ্য রোধে ?
 বিলাপিলা যথা রতি প্রমীলা যুবতী ।

কত ক্ষণে চক্ষুঃজল মুছি রক্ষোবধু,
 হেরিয়া পতিরে দূরে কহিলা সুস্বরে ;
 “জানি আমি কেন তুই গহন কাননে
 ভ্রমিসু রে গজরাজ ! দেখিয়া ও গতি,
 কি লজ্জায় আর তুই মুখ দেখাইবি,
 অভিমানি ? সরু মাঝা তোর রে কে বলে,
 রাক্ষস-কুল-হর্যাক্ষে হেরে যার আঁখি,
 কেশরি ? তুইও তেঁই সদা বনবাসী ।
 নাশিসু বারণে তুই ; এ বীর-কেশরী
 ভীম-প্রহরণে রণে বিমুখে বাসবে,
 দৈত্য-কুল-নিত্য-অরি, দেবকুল-পতি ।”

এতেক কহিয়া সতী, কুতাঞ্জলি-পুটে,
 আকাশের পানে চাহি আরাধিলা কাঁদি ;
 “প্রমীলা তোমার দাসী, নগেন্দ্র-নন্দিনি,
 সাথে তোমা, কৃপা-দৃষ্টি কর লক্ষ্যপানে,
 কৃপাময়ি ! রক্ষঃশ্রেষ্ঠে রাখ এ বিগ্রহে !
 অভেদ্য কবচ-রূপে আবর শুরেরে !
 যে ব্রততী সদা, সতি, তোমারি আশ্রিত,
 জীবন তাহার জীবে ওই তরুরাজে !
 দেখো, মা, কুঠার যেন না পর্শে উহারে !
 আর কি কহিবে দাসী ? অন্তর্যামী তুমি ।

তোমা বিনা, জগদম্বে, কে আর রাখিবে ?”

বহে যথা সমীরণ পরিমল-ধনে

রাজ্যলয়ে, শব্দবহ আকাশ বহিলা

✓ প্রমীলার আরাধনা কৈলাস-সদনে । ✓

কাঁপিলা সভয়ে ইন্দ্র । তা দেখি, সহসা

বায়ু-বেগে বায়ুপতি দূরে উড়াইলা

তাহায় । মুছিয়া আঁখি, গেলা চলি সতী,

যমুনা-পুলিনে যথা, বিদায়ি মাধবে,

বিরহ-বিধুরা গোপী যায় শূন্য-মনে

শূন্যলয়ে, কাঁদি বামা পশিলা মন্দিরে ।

ইতি শ্রীমেঘনাদবধে কাব্যে উত্তোগো নাম

পঞ্চমঃ সর্গঃ ।

ষষ্ঠ সর্গ

ভ্যজি সে উত্থান, বলী সৌমিত্রি কেশরী
চলিলা, শিবিরে যথা বিরাজেন প্রভু
রঘু-রাজ ; অতি দ্রুতে চলিলা সুমতি,
হেরি যুগরাজে বনে, ধায় ব্যাধ যথা
অস্ত্রালায়ে,—বাছি বাছি লইতে সত্বরে
তীক্ষ্ণতর প্রহরণ নশ্বর সংগ্রামে ।

কত ক্ষণে মহাযশাঃ উতরিল যথা
রঘুরথী । পদযুগে নমি, নমস্কারি
মিত্রবর বিভীষণে, কহিলা সুমতি,—
“কৃতকার্য্য আজি, দেব, তব আশীর্ব্বাদে
চিরদাস ! স্মরি পদ, প্রবেশি কাননে,
পূজিহু চামুণ্ডে, প্রভু, সুবর্ণ-দেউলে ।
ছলিতে দাসেরে সতী কত যে পাতিলা
মায়াজাল, কেমনে তা নিবেদি চরণে,
মুঢ় আমি ? চন্দ্রচূড়ে দেখিহু তুম্বারে
রক্ষক ; ছাড়িলা পথ বিনা রণে তিনি
তব পুণ্যবলে, দেব ; মহোরগ যথা
যায় চলি হতবল মহৌষধগুণে !
পশিল কাননে দাস ; আইল গর্জ্জিয়া
সিংহ ; বিমুখিহু তাহে ; ভৈরব হুঙ্কারে
বহিল তুমুল ঝড় ; কালাগ্নি সদৃশ
দাবাগ্নি বেড়িল দেশ ; পুড়িল চৌদিকে
বনরাজী ; কত ক্ষণে নিবিলা আপনি

২। শিবির—ঠাঁবু।

৬। প্রহরণ—যদ্ধারা প্রহার করা যান, অর্থাৎ অস্ত্র। নশ্বর—নাশক, সংহারক।

১৫। চন্দ্রচূড়—ঋষির চূড়ার চন্দ্র আছে, অর্থাৎ মহাদেব।

১৭। মহোরগ—মহাসর্প।

বায়ুসখা, বায়ুদেব গেলা চলি দূরে ।
 সুরবালাদলে এবে দেখিহু সম্মুখে
 কুঞ্জবনবিহারিণী ; কুতাঞ্জলি-পুটে,
 পূজি, বর মাগি দেব, বিদাইহু সবে ।
 অদূরে শোভিল বনে দেউল, উজলি
 সুদেশ । সরসে পশি, অবগাহি দেহ,
 নীলোৎপলাঞ্জলি দিয়া পূজিহু মায়েরে
 ভক্তিভাবে । আবির্ভাবি বর দিলা মায়া ।
 কহিলেন দয়াময়ী,—‘সুপ্রসন্ন আজি,
 রে সতীসুমিত্রাসুত, দেব দেবী যত
 তোর প্রতি । দেব-অস্ত্র প্রেরিয়াছে তোরে
 বাসব ; আপনি আমি আসিয়াছি হেথা
 সাধিতে এ কার্য্য তোর শিবের আদেশে ।
 ধরি দেব-অস্ত্র, বলি, বিভীষণে লয়ে,
 যা চলি নগর মাঝে, যথায় রাবণি,
 নিকুণ্ডিলা যজ্ঞাগারে, পূজে বৈশ্বানরে ।
 সহসা, শার্দূলাক্রমে আক্রমি রাক্ষসে,
 নাশ্ তারে ! মোর বরে পশিবি ছুজনে
 অদৃশ্য ; পিধানে যথা অসি আবরিব
 মায়াজালে আমি দৌহে । নির্ভয় হৃদয়ে,
 যা চলি, রে যশস্বি !’—কি ইচ্ছা তব, কহ,
 নৃমণি ? পোহায় রাতি ; বিলম্ব না সহে ।
 মারি রাবণিরে, দেব, দেহ আজ্ঞা দাসে !”

উত্তরিলে রঘুনাথ, “হায় রে, কেমনে—
 যে কৃতাস্ত্রদুতে দূরে হেরি, উর্দ্ধ্বাসে
 ভয়াকুল জীবকুল ধায় বায়ুবেগে
 প্রাণ লয়ে ; দেব নর ভস্ম যার বিধে ;—

১। বায়ুসখা—অগ্নি ।

১৬। বৈশ্বানর—অগ্নি ।

১৯। পিধান—খাপ । অসি—ভরবারি । ২৫। কৃতাস্ত্রদুত—বমহুতবরূপ
রাবণি ।

২৭। যার বিধে—রাবণির জ্ঞোধানল-বিধে ।

কেমনে পাঠাই তোরে সে সর্পবিবরে,
 প্রাণাধিক ? নাহি কাজ সীতায় উদ্ধারি ।
 বৃথা, হে জলধি, আমি বাঁধিছু তোমারে ;
 অসংখ্য রাক্ষসগ্রাম বধিছু সংগ্রামে ;
 আনিছু রাজেন্দ্রদলে এ কনকপুরে
 সসৈন্তে ; শোণিতশ্রোতঃ, হায়, অকারণে,
 বরিষার জলসম, আর্দ্রিল মহীরে !
 রাজ্য, ধন, পিতা, মাতা, স্ববন্ধুবান্ধবে—
 হারাইছু ভাগ্যদোষে ; কেবল আছিল
 অন্ধকার ঘরে দীপ মৈথিলী ; তাহারে
 (হে বিধি, কি দোষে দাস দোষী তব পদে ?)
 নিবাইল ছুরদৃষ্ট ! কে আর আছে রে
 আমার সংসারে, ভাই, যার মুখ দেখি
 রাখি এ পরাণ আমি ? থাকি এ সংসারে ?
 চল ফিরি, পুনঃ মোরা যাই বনবাসে,
 লক্ষণ ! কৃষ্ণে, ভুলি আশার ছলনে,
 এ রাক্ষসপুরে, ভাই, আইছু আমরা ।”

উত্তরিলো বীরদর্পে সৌমিত্রি কেশরী ;—
 “কি কারণে, রঘুনাথ, সভয় আপনি
 এত ? দৈববলে বলী যে জন, কাহারে
 ডরে সে ত্রিভুবনে ? দেব-কুলপতি
 সহস্রাক্ষ পক্ষ তব ; কৈলাস-নিবাসী
 বিরূপাক্ষ ; শৈলবালা ধর্ম-সহায়িনী !
 দেখ চেয়ে লক্ষা পানে ; কাল মেঘ সম
 দেবক্রোধ আবরিছে স্বর্ণময়ী আভা
 চারি দিকে ! দেবহাস্য উজলিছে, দেখ,

১। সে সর্পবিবরে—রাবণিরূপ সর্পের গর্ভে, অর্থাৎ রাবণির নিকটে ।

৪। রাক্ষসগ্রাম—রাক্ষসসমূহ ।

২২। সহস্রাক্ষ—সহস্রচক্ষু অর্থাৎ ইন্দ্র ।

২৩। বিরূপাক্ষ—ত্রিলোচন, মহাদেব । শৈলবালা—গিরিবালা, ছর্গা ।

এ তব শিবির, প্রভু ! আদেশ দাসেরে,
ধরি দেব-অস্ত্র আমি পশি রক্ষোগৃহে ;
অবশ্য নাশিব রক্ষে ও পদপ্রসাদে ।
বিজ্ঞতম তুমি, নাথ ! কেন অবহেল
দেব-আজ্ঞা ? ধর্মপথে সদা গতি তব,
এ অধর্ম কার্য, আর্ধ্য, কেন কর আজি ?
কে কোথা মঙ্গলঘট ভাঙে পদাঘাতে ?”

কহিলা মধুরভাষে বিভীষণ বলী
মিত্র ;—“যা কহিলা সত্য রাঘবেন্দ্র রথী ।
ছরন্তু কৃতান্ত-দূত সম পরাক্রমে
✓ রাবণি, বাসবক্রাস, অজ্ঞেয় জগতে ।
কিন্তু বৃথা ভয় আজি করি মোরা তারে ।
স্বপনে দেখিহু আমি, রঘুকুলমণি,
রক্ষঃকুল-রাজলক্ষ্মী ; শিরোদেশে বসি,
উজলি শিবির, দেব, বিমল কিরণে,
✓ কহিলা অধীনে সাধ্বী ;—‘হায় ! মন্ত মদে
ভাই তোর, বিভীষণ ! এ পাপ-সংসারে
কি সাধে করি রে বাস, কলুষদ্বেষিণী
আমি ? কমলিনী কভু ফোটে কি সলিলে
পঙ্কিল ? জীমূতাবৃত গগনে কে কবে
হেরে তারা ? কিন্তু তোর পূর্ব কর্মফলে
সুপ্রসন্ন তোর প্রতি অমর ; পাইবি
শূণ্য রাজসিংহাসন, ছত্রদণ্ড সহ,
তুই ! রক্ষঃকুলনাথ-পদে আমি তোরে
✓ করি অভিষেক আজি বিধির বিধানে, ✓

-
- ৪। অবহেল—অবহেলা কর। ৬। আর্ধ্য—মাত।
৭। মঙ্গলঘট—মঙ্গলার্থ কলসী, অর্থাৎ পূর্ণকলসী।
১১। বাসবক্রাস—যাহাকে দেখিলা ইন্দ্র ভীত হয়।
১৮। কলুষদ্বেষিণী—পাপদ্বেষকারিণী।
২০। পঙ্কিল—পঙ্কবৃত্ত অর্থাৎ ময়লা। জীমূতাবৃত—মেঘাচ্ছাদিত।

যশস্বি ! মারিবে কালি সৌমিত্রি কেশরী
 ভ্রাতৃপুত্র মেঘনাদে ; সহায় হইবি
 তুই তার ! দেব-আজ্ঞা পালিস্ যতনে,
 রে ভাবী কর্বু ররাজ !—উঠিলু জাগিয়া ;—
 স্বর্গীয় সৌরভে পূর্ণ শিবির দেখিলু ;
 স্বর্গীয় বাদিত্র, দূরে শুনিলু গগনে
 মুহু ! শিবিরের দ্বারে হেরিলু বিস্ময়ে
 মদনমোহনে মোহে যে রূপমাধুরী !
 গ্রীবদেশ আচ্ছাদিছে কাদম্বিনীরূপী
 কবরী ; ভাতিছে কেশে রত্নরাশি ;—মরি !
 কি ছার তাহার কাছে বিজলীর ছটা
 মেঘমালে ! আচম্বিতে অদৃশ্য হইলা
 জগদম্বা । বহুক্লণ রহিলু চাহিয়া
 সতৃষ্ণ নয়নে আমি, কিন্তু না ফলিল
 মনোরথ ; আর মাতা নাহি দিলা দেখা ।
 শুন দাশরথি রথি, এ সকল কথা
 মন দিয়া । দেহ আজ্ঞা, সঙ্গে যাই আমি,
 যথা যজ্ঞাগারে পূজে দেব বৈশ্বানরে
 রাবণি । হে নরপাল, পাল সযতনে
 দেবাদেশ ! ইষ্টসিদ্ধি অবশ্য হইবে
 তোমার, রাঘব-শ্রেষ্ঠ, কহিলু তোমারে !”

উত্তরিল সীতানাথ সজল-নয়নে ;—
 “স্মরিলে পূর্বের কথা, রক্ষঃকুলোত্তম,

৪। ভাবী কর্বু ররাজ—ভবিষ্যৎ রক্ষোরাজ, অর্থাৎ যিনি রাবণের নিবনান্তর
 রাক্ষসদিগের রাজা হইবেন। বিভীষণের রাজ্যলাভ ভবিষ্যদগর্ভে, এ লক্ষ বিভীষণকে
 ভাবী কর্বু ররাজ বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। ৬। বাদিত্র—বাদনা।

৮। মোহে—মোহিত করে।

৯। গ্রীবদেশ—গলদেশ, ঘাড়।

৯—১০। কাদম্বিনীরূপী কবরী—মেঘমালাস্বরূপ কেশপাশ।

১৩। জগদম্বা—জগদম্বা।

আকুল পরাণ কাঁদে ! কেমনে ফেলিব
 এ ভ্রাতৃ-রতনে আমি এ অতল জলে ?
 হায়, সখে, মন্থরার কুপন্থায় যবে
 চলিলা কৈকেয়ী মাতা, মম ভাগ্যদোষে
 নির্দয় ; ত্যজিহু যবে রাজ্যভোগ আমি
 পিতৃসত্যরক্ষা হেতু ; স্বেচ্ছায় ত্যজিল
 রাজ্যভোগ প্রিয়তম ভ্রাতৃ-প্রেম-বশে !
 কাঁদিলা সুমিত্রা মাতা ! উচ্চে অবরোধে
 কাঁদিলা উর্মিলা বধু ; পৌরজন যত—
 কত যে সাধিল সবে, কি আর কহিব ?
 না মানিল অহুরোধ ; আমার পশ্চাতে
 (ছায়া যথা) বনে ভাই পশিল হরষে,
 জলাঞ্জলি দিয়া সুখে তরুণ যৌবনে ।
 কহিলা সুমিত্রা মাতা ;—‘নয়নের মণি
 আমার, হরিলি তুই, রাঘব ! কে জানে,
 কি কুহকবলে তুই ভুলালি বাছারে ?
 সঁপিহু এ ধন তোরে । রাখিসু যতনে
 এ মোর রতনে তুই, এই ভিক্ষা মাগি ।’
 “নাহি কাজ, মিত্রবর, সীতায় উদ্ধারি ।
 ফিরি যাই বনবাসে ! ছুর্বীর সমরে,
 দেব-দৈত্য-নর-ত্রাস, রথীন্দ্র রাবণি !
 সুগ্রীব বাহুবলেন্দ্র ; বিশারদ রণে
 অঙ্গদ, সুশুবরাজ ; বায়ুপুত্র হনু,
 ভীমপরাক্রম পিতা প্রভঞ্জন যথা ;
 ধুম্রাক্ষ, সমর-ক্ষেত্রে ধুমকেতু সম
 অগ্নিরাশি ; নল, নীল ; কেশরী—কেশরী
 বিপক্ষের পক্ষে শুর ; আর যোধ যত,

১—২। কেমনে ফেলিব ইত্যাদি—ভ্রাতৃরতনে, লক্ষণরূপ ভ্রাতৃশ্রেষ্ঠে ।

এ অতল জলে—মেঘনাদের কোধরূপ অগাধ জলে ।

২। উর্মিলা—লক্ষণের পত্নী ।

১৩। তরুণ যৌবন—নবযৌবন ।

২৪। প্রভঞ্জন—বায়ু ।

দেবাকৃতি, দেববীৰ্য্য ; তুমি মহারথী ;—
এ সবার সহকারে নারি নিবারিতে
যে রক্ষে, কেমনে, কহ, লক্ষ্মণ একাকী
যুঝিবে তাহার সঙ্গে ? হায়, মায়াবিনী
আশা, তেঁই, কহি, সখে, এ রাক্ষস-পুরে,
অলঙ্ঘ্য সাগর লজ্জি, আইলু আমরা ।”

সহসা আকাশ-দেশে, আকাশ-সমুদ্রা
সরস্বতী নিনাদিলা মধুর নিনাদে ;
“উচিত কি তব, কহ, হে বৈদেহীপতি,
সংশয়িতে দেববাক্য, দেবকুলপ্রিয়
তুমি ? দেবাদেশ, বলি, কেন অবহেল ?
দেখ চেয়ে শূন্য পানে ।” দেখিলা বিস্ময়ে
রঘুরাজ, অহি সহ যুঝিছে অশ্বরে
শিখী । কেকারব মিশি ফণীর স্বননে,
ভৈরব আরবে দেশ পুরিছে চৌদিকে !
পক্ষচ্ছায়া আবরিছে, ঘনদল যেন,
গগন ; জ্বলিছে মাঝে, কালানল-তেজে,
হলাহল ! ঘোর রণে রণিছে উভয়ে ।
মুহূর্মুহুঃ ভয়ে মহী কাঁপিলা ; ঘোষিল
উথলিয়া জলদল । কতক্ষণ পরে,
গতপ্রাণ শিখীবর পড়িলা ভূতলে ;
গরজিলা অজাগর—বিজয়ী সংগ্রামে ।
কহিলা রাবণাশুভ ;—“স্বচক্ষে দেখিলা

১০। সংশয়িতে—সংশয় অর্থাৎ সন্দেহ করিতে ।

১৩। অহি—সর্প । অশ্বর—আকাশ ।

১৪। শিখী—ময়ূর । কেকারব—কেকাশব । ময়ূরের ধ্বনির নাম কেকা ।

২০—২২। ময়ূর ও সর্পে সংগ্রাম হইয়া পরিশেষে ময়ূর পরাজিত হইয়া ভূমিতলে পতিত হইল, প্রতর্ঘর্গনের মর্দ এই যে, লক্ষ্মণ ও মেঘনাদে নান্দ্র মারক তাব সম্বন্ধ হইলেও লক্ষ্মণের সহিত সংগ্রামে মেঘনাদের ময়ূরের দশা ঘটবেক, অর্থাৎ লক্ষ্মণ রণে মেঘনাদের প্রাণ সংহার করিবেন ।

অদ্ভুত ব্যাপার আজি ; নিরর্থ এ নহে,
কহিহু, বৈদেহীনাথ, বুঝ ভাবি মনে !
নহে ছায়াবাজী ইহা ; আশু যা ঘটবে,
এ প্রপঞ্চরূপে দেব দেখালে তোমারে ;—
নির্বীরবে লক্ষ্মী আজি সৌমিত্রি কেশরী !”

প্রবেশি শিবিরে তবে রঘুকুলমণি
সাজাইলা প্রিয়ানুজে দেব-অস্ত্রে । আহা,
শোভিলা সুন্দর বীর ক্ষুদ্র তারকারি-
সদৃশ ! পরিলা বক্ষে কবচ সুমতি
তারাময় ; সারসনে ঝল ঝল ঝলে
ঝলিল ভাস্বর অসি মণ্ডিত রতনে ।
রবির পরিধি সম দীপে পৃষ্ঠদেশে
ফলক ; দ্বিরদ-রদ-নির্মিত, কাঞ্চনে
জড়িত, তাহার সঙ্গে নিষঙ্গ ছলিল
শরপূর্ণ । বাম হস্তে ধরিলা সাপটি
দেবধনুঃ ধনুর্ধর ; ভাঙিল মস্তকে
(সৌরকরে গড়া যেন) মুকুট, উজলি
চৌদিক ; মুকুটোপরি লড়িল সমনে
সুচূড়া, কেশরীপৃষ্ঠে লড়য়ে যেমতি
কেশর ! রাঘবানুজ সাজিলা হরষে,
তেজস্বী—মধ্যাহ্নে যথা দেব অংশুমালী !

শিবির হইতে বলী বাহিরিলা বেগে
ব্যগ্র, তুরঙ্গম যথা শৃঙ্গকুলনাদে,
সমরতরঙ্গ যবে উথলে নির্ঘোষে !

১। নিরর্থ—ব্যর্থ, নিষ্ফল ।

৪। প্রপঞ্চরূপে—বিস্তারিতরূপে ।

৫। নির্বীরবে—নির্বীর করিবে ।

৮। ক্ষুদ্র—কার্ত্তিকের । তারকারি—তারকনাশক । একজন অশুরের নাম তারক ।

১০। সারসন—কটকট ।

১১। ভাস্বর—দীপ্তিশালী ।

১৩। দ্বিরদ-রদ—হস্তিদন্ত । ফলক—ঢাল । ১৪। নিষঙ্গ—ভূণ ।

২০। কেশর—সিংহের ষাড়েয় লোম, এই নিমিত্ত সিংহের একট নাম কেশরী ।

বাহিরিলা বীরবর ; বাহিরিলা সাথে
বীরবেশে বিভীষণ, বিভীষণ রণে ।
বরষিলা পুষ্প দেব ; বাজিল আকাশে
মঙ্গলবাজনা ; শূণ্ণে নাচিল অঙ্গরা,
স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল পুরিল জয়রবে !

আকাশের পানে চাহি, কৃতাজলিপুটে,
আরাধিল রঘুবর ; “তব পদাম্বুজে,
চায় গো আশ্রয় আজি রাখব ভিখারী,
অশ্বিকে ! ভুল না, দেবি, এ তব কিঙ্করে !
ধর্মরক্ষা হেতু, মাতঃ, কত যে পাইলু
✓ আয়াস, ও রাঙা পদে অবিদিত নহে ।
ভূঞ্জাও ধর্মের ফল, মৃত্যুঞ্জয়-প্রিয়ে,
অভাজনে ; রক্ষ, সতি, এ রক্ষঃসমরে,
প্রাণাধিক ভাই এই কিশোর লক্ষ্মণে !
✓ দুর্দাস্ত দানবে দলি, নিস্তারিলা তুমি,
দেববলে, নিস্তারিণি ! নিস্তার অধীনে,
মহিষমর্দিনি, মর্দি দুর্মদ রাক্ষসে !”

এইরূপে রক্ষোরিপু স্তুতিলা সতীরে ।
যথা সমীরণ বহে পরিমল-ধনে
রাজ্যলয়ে, শব্দবহ আকাশ বহিলা
রাঘবের আরাধনা কৈলাসসদনে ।
হাসিলা দিবিস্ত্র দিবে ; পবন অমনি
চালাইলা আশুতরে সে শব্দবাহকে ।

-
- ২। বিভীষণ রণে—সংগ্রামে ভয়প্রদ ।
৭। পদাম্বুজে—চরণকমলে ।
১২। ভূঞ্জাও—ভোগ করাও । মৃত্যুঞ্জয়-প্রিয়ে—শিবপ্রিয়ে । শিবের একটি নাম
মৃত্যুঞ্জয় অর্থাৎ যিনি মৃত্যুকে জয় করিয়াছেন । ১৪। কিশোর—বালক ।
১৭। মর্দি—মর্দন অর্থাৎ নাশ করিয়া । দুর্মদ—মাহাকে অতিক্রমে নাশ করা যায় ।
১৯। পরিমল-ধন—সৌরভধরূপ ধন । ২০। শব্দবহ—যে শব্দকে বহন করে ।
২৩। আশুতরে—অতিশীঘ্র । শব্দবাহক—আকাশ ।

শুনি সে স্ন-আরাধনা, নগেন্দ্রনন্দিনী,
আনন্দে, তথাস্ত, বলি আশীষিলা মাতা ।

হাসি দেখা দিলা উষা উদয়-অচলে,
আশা যথা, আহা মরি, আঁধার হৃদয়ে,
ছুঃখতমোবিনাশিনী ! কুঞ্জনিল পাখী
নিকুঞ্জে গুঞ্জরি অলি, ধাইল চৌদিকে
মধুজীবী ; মৃৎগতি চলিলা শর্বরী,
তারাদলে লয়ে সজে ; উষার ললাটে
শোভিল একটি তারা, শত-তারা-তেজে !
ফুটিল কুস্তলে ফুল, নব তারাবলী !

লক্ষ্য করি রক্ষোবরে রাঘব কহিলা ;
“সাবধানে যাও, মিত্র । অমূল রতনে
রামের, ভিখারী রাম অর্পিছে তোমারে,
রথীবর । নাহি কাজ বৃথা বাক্যব্যয়ে—
জীবন, মরণ মম আজি তব হাতে !”

আশ্বাসিলা মহেঘাসে বিভীষণ বলী ।
“দেবকুলপ্রিয় তুমি, রঘুকুলমণি ;
কাহারে ডরাও, প্রভু ? অবশ্য নাশিবে
সমরে সৌমিত্রি শুর মেঘনাদ শুরে ।”

বন্দি রাঘবেন্দ্রপদ, চলিলা সৌমিত্রি
সহ মিত্র বিভীষণ । ঘন ঘনাবলী
বেড়িল দৌহারে, যথা বেড়ে হিমাতীতে
কুঞ্জঝটিকা গিরিশৃঙ্গে, পোহাইলে রাত্তি ।
চলিলা অদৃশ্যভাবে লঙ্কামুখে দৌহে ।

যথায় কমলাসনে বসেন কমলা—
রক্ষঃকুল-রাজলক্ষ্মী—রক্ষোবধু-বেশে,

১ । নগেন্দ্রনন্দিনী—গিরিরাজবালী ।

৭ । মধুজীবী—যাহারা মধু পান করিয়া জীবন ধারণ করে ।

১২ । অমূল রতনে—লক্ষণরূপ অমূল্য রত্নে । ১৬ । মহেঘাস—মহাধর্মুর্জর ।

২২ । হিমাতীতে—হিমসংহতিকালে অর্থাৎ শীতকালে ।

প্রবেশিলা মায়াদেবী সে স্বর্ণ-দেউলে ।

হাসিয়া সুখিলা রমা, কেশববাসনা ;—

“কি কারণে, মহাদেবি, গতি এবে তব
এ পুরে ? কহ, কি ইচ্ছা তোমার, রজিনি ?”

উত্তরিলে মূঢ় হাসি মায়া শক্তীশ্বরী ;—

“সম্বর, নীলাম্বুসুতে, তেজঃ তব আজি ;
পশিবে এ স্বর্ণপুরে দেবাকৃতি রথী
সৌমিত্রি ; নাশিবে শুর, শিবের আদেশে,
নিকুন্তিলা যজ্ঞাগারে দন্তী মেঘনাদে ।—
কালানল সম তেজঃ তব, তেজস্বিনি ;
কার সাধ্য বৈরিভাবে পশে এ নগরে ?
সুপ্রসন্ন হও, দেবি, করি এ মিনতি,
রাঘবের প্রতি তুমি ! তার, বরদানে,
ধর্মপথ-গামী রামে, মাধবরমণি !”

বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি কহিলা ইন্দ্রিরা ;—

“কার সাধ্য, বিশ্বধোয়া, অবহেলে তব
আজ্ঞা ? কিন্তু প্রাণ মম কাঁদে গো স্মরিলে
এ সকল কথা ! হায়, কত যে আদরে
পূজে মোরে রক্ষঃশ্রেষ্ঠ, রাণী মন্দোদরী,
কি আর কহিব তার ? কিন্তু নিজদোষে
মজে রক্ষঃকুলনিধি ! সম্বরিব, দেবি,
তেজঃ ;—প্রাক্তনের গতি কার সাধ্য রোধে ?
কহ সৌমিত্রিরে তুমি পশিতে নগরে
নির্ভয়ে । সন্তুষ্ট হয়ে বর দিহু আমি,
সংহারিবে এ সংগ্রামে সুমিত্রানন্দন
বলী—অরিন্দম মন্দোদরীর নন্দনে !”

চলিলা পশ্চিম দ্বারে কেশববাসনা—

৬। সম্বর—সম্বরণ কর। নীলাম্বুসুতে—জলবিহ্বলিতে। ৯। দন্তী—অহকারী।
১৬। বিশ্বধোয়া—বিশ্বারাধ্য। ২২। প্রাক্তন—অদৃষ্ট, কপাল।
২৬। অরিন্দম—শত্রুদমনকারী।

সুরমা, প্রফুল্ল ফুল প্রত্যুষে যেমতি
 শিশির-আসারে ধোত ! চলিলা রঙ্গিণী
 সঙ্গে মায়া । শুখাইল রম্ভাতরুরাজি ;
 ভাঙ্গিল মঙ্গলঘট ; শুষিলা মেদিনী
 বারি । রাঙা পায়ে আসি মিশিল সত্বরে
 তেজোরশি, যথা পশে, নিশা-অবসানে,
 সুধাকর-কর-জাল রবি-কর-জালে !
 শ্রীভ্রষ্টা হইল লক্ষা ; হারাইলে, মরি !
 কুন্তলশোভন মণি ফণিনী যেমনি !
 গম্ভীর নির্ঘোষে দূরে ঘোষিলা সহসা
 ঘনদল ; বৃষ্টিহলে গগন কাঁদিলা ;
 কল্লোলিলা জলপতি ; কাঁপিলা বসুধা,
 আক্ষেপে, রে রক্ষঃপুরি, তোর এ বিপদে,
 জগতের অলঙ্কার তুই, স্বর্ণময়ি !

প্রাচীরে উঠিয়া দৌহে হেরিলা অদূরে
 দেবাকৃতি সৌমিত্রিরে, কুজ্ঝটিকাবৃত
 যেন দেব ত্রিষাম্পতি, কিম্বা বিভাবসু
 ধুমপুঞ্জ । সাথে সাথে বিভীষণ রথী—
 বায়ুসখা সহ বায়ু—ছর্ব্বার সমরে ।
 কে আজি রক্ষিবে, হায়, রাক্ষসভরসা
 রাবণিরে ! ঘন বনে, হেরি দূরে যথা
 যুগবরে, চলে ব্যাত্ত গুল্ম-আবরণে,
 সুযোগপ্রয়াসী ; কিম্বা নদীগর্ভে যথা
 অবগাহকেরে দূরে নিরখিয়া, বেগে

-
- ২ । আসার—বারিধারা । ১৭ । ত্রিষাম্পতি—তেজস্পতি, স্বর্ষ্য । বিভাবসু—অগ্নি ।
 ১৯ । বায়ুসখা—অগ্নি । ২০ । রাক্ষসভরসা—রাক্ষসবুলের ভরসাধরূপ ।
 ২২ । গুল্ম-আবরণে—লতাক্রম আবরণের মধ্য দিয়া ।
 ২৩ । সুযোগপ্রয়াসী—যে সুযোগে চেষ্টা করে ।
 ২৪ । অবগাহক—যে ব্যক্তি নদী পুরুষিণী প্রভৃতিতে নামিয়া স্নান করে ।

যমচক্ররূপী নক্র ধায় তার পানে
অদৃশ্যে, লক্ষ্মণ শূর, বধিতে রাক্ষসে,
সহ মিত্র বিভীষণ, চলিলা সঙ্ঘরে ।

বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি, বিদায়ি মায়ায়ে,
স্বমন্দিরে গেলা চলি ইন্দিরী সুন্দরী ।
কাঁদিলা মাধবপ্রিয়া ! উল্লাসে শুধিলা
অশ্রুবিন্দু বসুন্ধরা—শুষে শুক্তি যথা^১
যতনে, হে কাদম্বিনি, নয়নাশু তব,
অমূল্য মুকুতাফল ফলে যার গুণে
ভাতে যবে স্বাতী সতী গগনমণ্ডলে ।

প্রবল মায়ার বলে পশিলা নগরে
বীরদ্বয় । সৌমিত্রির পরশে খুলিল
ছয়ার অশনি-নাদে ; কিন্তু কার কানে
পশিল আরাব ? হায় ! রক্ষোরথী যত
মায়ার ছলনে অন্ধ, কেহ না দেখিলা
ছরন্ত কৃতান্তদূতসম রিপুদ্বয়ে,
কুসুম-রাশিতে অহি পশিল কোশলে !^২

সবিস্ময়ে রামাঙ্কুজ দেখিলা চৌদিকে
চতুরঙ্গ বল দ্বারে ;—মাতঙ্গে নিষাদী,
তুরঙ্গমে সাদীবৃন্দ, মহারথী রথে,
ভূতলে শমনদূত পদাতিক যত—
ভীমাকৃতি ভীমবীর্য ; অজেয় সংগ্রামে ।
কালানল-সম বিভা উঠিছে আকাশে !

হেরিলা সভয়ে বলী সর্বভুকরূপী
বিরূপাক্ষ মহারক্ষঃ, প্রক্ষেড়নধারী,

-
- ১ । যমচক্ররূপী—যমের চক্ররূপ ভরানক । নক্র—কুস্তীর ।
১৩ । অশনি-নাদে—বজ্রধ্বনিতে ।
১৯ । নিষাদী—হস্ত্যারোহী, মাহুত । ২০ । সাদী—অশ্বা
২৪ । সর্বভুকরূপী—অগ্নিসম ভেজস্বী ।
২৫ । বিরূপাক্ষ—একজন রাক্ষসের নাম । প্রক্ষেড়ন—অস্ত্রবিশেষ ।

সুবর্ণ স্তম্ভনারাঢ় ; তালবৃক্ষাকৃতি
 দীর্ঘ তালজঙ্ঘা শূর—গদাধর যথা
 মূর-অরি ; গজপৃষ্ঠে কালনেমি, বলে
 রিপুকুলকাল বলী ; বিশারদ রণে,
 রণপ্রিয়, বীরমদে প্রমত্ত সতত
 প্রমত্ত ; চিন্মুর রক্ষঃ যক্ষপতি-সম ;—
 আর আর মহাবলী, দেবদৈত্যনর-
 চিরত্রাস ! ধীরে ধীরে, চলিলা ছুজনে ;
 নীরবে উভয় পার্শ্বে হেরিলা সৌমিত্রি
 শত শত হেম-হর্ম্য, দেউল, বিপনি,
 উচ্চান, সরসী, উৎস ; অশ্ব অশ্বালায়ে,
 গজালায়ে গজবৃন্দ ; স্তম্ভন অগণ্য
 অগ্নিবর্ণ ; অস্ত্রশালা, চারু নাট্যশালা,
 মণ্ডিত রতনে, মরি ! যথা সুরপুরে !—
 লক্ষ্যার বিভব যত কে পারে বর্ণিতে—
 দেবলোভ, দৈত্যকুল-মাৎসর্য্য ? কে পারে
 গণিতে সাগরে রত্ন, নক্ষত্র আকাশে ?
 নগর মাঝারে শূর হেরিলা কোতুকে
 রক্ষোরাজরাজগৃহ । ভাতে সারি সারি
 কাঞ্চনহীরকস্তম্ভ ; গগন পরশে
 গৃহচূড়, হেমকূটশৃঙ্গাবলী যথা
 বিভ্রাময়ী । হস্তিদন্ত স্বর্ণকান্তি সহ
 শোভিছে গবাক্ষে, দ্বারে, চক্ষুঃ বিনোদিয়া,
 তুষাররাশিতে শোভে প্রভাতে যেমতি
 সৌরকর ! সবিষ্ময়ে চাহি মহাযশাঃ

-
- ১। স্তম্ভন—রথ । ৪। রিপুকুলকাল—রিপুকুলের কাল, অর্থাৎ যমস্বরূপ ।
 ১১। উৎস—প্রস্রবণ, নির্ঝর ।
 ১৬। দেবলোভ—দেবতাদিগের লোভজনক । অর্থাৎ যাহা দেখিলা দেবতাদিগেরও
 লোভ জন্মে । মাৎসর্য্য—অভের সৌভাগ্যে ঘেষ । এ স্থলে অহংকার মাত্র ।
 ২৪। তুষার—হিম, বরফ । ২৫। সৌরকর—সূর্য্যকিরণ ।

সৌমিত্রি, শুরেন্দ্র মিত্র বিভীষণ পানে,
কহিলা,—“অগ্রজ তব ধন্য রাজকুলে,
রক্ষাবর, মহিমার অর্ণব জগতে ।

এ হেন বিভব, আহা, কার ভবতলে ?”

বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি উত্তরিল। বলী
বিভীষণ,—“যা কহিলে সত্য, শুরমণি !

এ হেন বিভব, হায়, কার ভবতলে ?

কিন্তু চিরস্থায়ী কিছু নহে এ সংসারে ।

এক যায় আর আসে, জগতের রীতি,—

সাগরতরঙ্গ যথা ! চল ত্বর। করি,

রথীবর, সাধ কাজ বধি মেঘনাদে ;

অমরতা লভ, দেব, যশঃসুধা-পানে !”

সত্বরে চলিলা দৌহে, মায়ার প্রসাদে

অদৃশ্য ! রাক্ষসবধু, মৃগাক্ষীগঞ্জিনী,

দেখিলা লক্ষ্মণ বলী সরোবরকূলে,

সুবর্ণ-কলসি কাঁখে, মধুর অধরে

সুহাসি ! কমল ফুল ফোটে জলাশয়ে

প্রভাতে ! কোথাও রথী বাহিরিছে বেগে

ভীমকায় ; পদাতিক, আয়সী-আবৃত,

ত্যজি ফুলশয্যা ; কেহ শৃঙ্গ নিনাদিছে

ভৈরবে নিবারি নিদ্রা ; সাজাইছে বাজী

বাজীপাল ; গর্জি গজ সাপটে প্রমদে

মুদগর ; শোভিছে পট্ট-আবরণ পিঠে,

ঝালরে মুকুতাপাঁতি ; তুলিছে যতনে

সারথি বিবিধ অস্ত্র স্বর্ণধ্বজ রথে ।

বাজিছে মন্দিরবৃন্দে প্রভাতী বাজনা,

১৪। মৃগাক্ষীগঞ্জিনী—হুম্মরীকুলগঞ্জনাকারিণী, অর্থাৎ যাহার সৌন্দর্য্যসন্দর্শনে হুম্মরীকুল
লঙ্কিত হয়। ১৯। আয়সী—লৌহময় কবচ। ২১। বাজী—গোড়া।

২২। বাজীপাল—অশ্বপালক, অর্থাৎ সইস।

২৩। পট্ট-আবরণ—পট্টবস্ত্রনির্মিত আচ্ছাদন, অর্থাৎ গদি।

হায় রে, সুমনোহর, বজ্রগৃহে যথা
 দেবদোলোৎসব বাত, দেবদল যবে,
 আবির্ভাবি ভবভলে, পূজেন রমেশে !
 অবচয়ি ফুলচয়, চলিছে মালিনী
 কোথাও, আমোদি পথ ফুল-পরিমলে
 উজ্জলি চৌদিক রূপে, ফুলকুলসখী
 উষা যথা ! কোথাও বা দধি ছুঙ্ক ভারে
 লইয়া ধাইছে ভারী ;—ক্রমশঃ বাড়িছে
 কল্লোল, জাগিছে পুরে পুরবাসী যত ।

কেহ কহে,—“চল, ওহে উঠিগে প্রাচীরে ।
 না পাইব স্থান যদি না যাই সকালে
 হেরিতে অদ্বুত যুদ্ধ । জুড়াইব আঁধি
 দেখি আজি যুবরাজে সমর-সাজনে,
 আর বীরশ্রেষ্ঠ সবে ।” কেহ উত্তরিছে
 প্রগল্ভে,—“কি কাজ, কহ, প্রাচীর উপরে ?
 মুহূর্ত্তে নাশিবে রামে অনূজ লক্ষ্মণে
 যুবরাজ, তাঁর শরে কে স্থির জগতে ?
 দহিবে বিপক্ষদলে, শুষ্ক তৃণে যথা
 দহে বহি, রিপুদমী ! প্রচণ্ড আঘাতে
 দণ্ডি তাত বিভীষণে, বাঁধিবে অধমে ।
 রাজপ্রসাদের হেতু অবশ্য আসিবে
 রণজয়ী সভাতলে ; চল সভাতলে ।”

কত যে শুনিলা বলী, কত যে দেখিলা,
 কি আর কহিবে কবি ? হাসি মনে মনে,
 দেবাকৃতি, দেববীর্য্য, দেব-অস্ত্রধারী
 চলিলা যশস্বী, সঙ্গে বিভীষণ রথী ;—
 নিকুন্ডিলা যজ্ঞাগার শোভিল অদূরে ।

কুশাসনে ইন্দ্রজিত পূজে ইষ্টদেবে

৪। অবচয়ি—অবচয়ন করিয়া, তুলিয়া ।

৬। উজ্জলি—উজ্জ্বল করিয়া ।

১৫। প্রগল্ভে—অহঙ্কারে ।

নিভতে ; কোষিক বস্ত্র, কোষিক উস্তরী,
 চন্দনের ফোঁটা ভালে, ফুলমালা গলে ।
 ✓ পুড়ে ধূপদানে ধূপ ; জ্বলিছে চৌদিকে ✓
 পূত ঘূতরসে দীপ ; পুষ্প রাশি রাশি,
 গণ্ডারের শৃঙ্গে গড়া কোষা কোষী, ভরা
 হে জাহ্নবি, তব জলে, কলুষনাশিনী
 তুমি ! পাশে হেম-ঘণ্টা, উপহার নানা,
 হেম-পাত্রে ; রুদ্ধ দ্বার ;—বসেছে একাকী
 রথীন্দ্র, নিমগ্ন তপে চন্দ্রচূড় যেন—
 যোগীন্দ্র—কৈলাস গিরি, তব উচ্চ চূড়ে !

যথা ক্ষুধাতুর ব্যাঘ্র পশে গোষ্ঠগৃহে
 যমদূত, ভীমবাহু লক্ষ্মণ পশিলা
 মায়াবলে দেবালয়ে । ঝনঝনিল অসি
 পিধানে, ধ্বনিল বাজি তুণীর-ফলকে,
 কাঁপিল মন্দির ঘন বীরপদভরে ।

চমকি মুদিত আঁখি মিলিলা রাবণি ।
 দেখিলা সম্মুখে বলী দেবাকৃতি রথী—
 তেজস্বী মধ্যাহ্নে যথা দেব অংশুমালী !

সাপ্তাহ্যে প্রণমি শূর, কৃতাজ্জলিপুটে,
 কহিলা, “হে বিভাবসু, শুভ ক্ষণে আজি
 পূজিল তোমারে দাস, তেঁই, প্রভু, তুমি
 পবিত্রিলা লঙ্কাপুরী ও পদ অর্পণে !
 কিন্তু কি কারণে, কহ, তেজস্বি, আইলা
 রক্ষঃকুলরিপু নর লক্ষ্মণের রাপে
 প্রসাদিতে এ অধীনে ? এ কি লীলা তব,
 প্রভাময় ?” পুনঃ বলা নমিলা ভূতলে ।

উস্তরিলা বীরদর্পে রোদ্ভ দাশরথি ;—

-
- ৪ । পূত—মল্লঘারা পবিত্র ।
 ৬ । কলুষনাশিনী—পাপনাশিনী । ৭ । উপহার—উপকরণ, পূজাসামগ্রী ।
 ২৫ । প্রসাদিতে—প্রসাদ অর্থাৎ অন্নগ্রহ করিতে । ২৭ । রোদ্ভ—ভয়ানক ।

“নহি বিভাবনু আমি, দেখ নিরখিয়া,
রাবণি ! লক্ষণ নাম, জন্ম রঘুকুলে !
সংহারিতে, বীরসিংহ, তোমায় সংগ্রামে
আগমন হেথা মম ; দেহ রণ মোরে
অবিলম্বে ।” যথা পথে সহসা হেরিলে
উর্ধ্বফণা ফণীধরে, ত্রাসে হীনগতি
পথিক, চাহিলা বলী লক্ষণের পানে ।
✓সভয় হইল আজি ভয়শূন্য হিয়া ! ✓

✓প্রচণ্ড উত্তাপে পিণ্ড, হায় রে, গলিল !
গ্রাসিল মিহিরে রাত্, সহসা আধারি ✓
তেজঃপুঞ্জ ! ✓অমুনাথে নিদাঘ শুবিল !
পশিল কৌশলে কলি নলের শরীরে ! -

বিস্ময়ে কহিলা শূর, “সত্য যদি তুমি
রামাকুজ, কহ, রথি, কি ছলে পশিলা
রক্ষোরাজপুরে আজি ? রক্ষঃ শত শত,
যক্ষপতিত্রাস বলে, ভীম অস্ত্রপাণি,
রক্ষিছে নগর-দ্বার ; শৃঙ্গধরসম
এ পুর-প্রাচীর উচ্চ ; প্রাচীর উপরে
ত্রমিছে অযুত যোধ চক্রাবলীরূপে ;—
কোন্ মায়াবলে, বলি, ভুলালে এ সবে ?
মানবকুলসম্ভব, দেবকুলোদ্ভবে
কে আছে রথী এ বিধে, বিমুখয়ে রণে
একাকী এ রক্ষোবৃন্দে ? এ প্রপঞ্চে তবে
কেন বধাইছ দাসে, কহ তা দাসেরে,
সর্বভুক ? কি কোতুক এ তব, কোতুকি ?
নহে নিরাকার দেব, সৌমিত্রি ; কেমনে
এ মন্দিরে পশিবে সে ? এখনও দেখ

৬। উর্ধ্বফণা—উন্নতফণা, অর্থাৎ ফণাধারী। ৯। পিণ্ড—লৌহপিণ্ড।

১০। মিহির—সূর্য। ১১। অমুনাথ—জলপতি, সমুদ্র। নিদাঘ—গ্রামোত্তাপ।

১৪। বধাইছ—বধনা করিতেছ। ২৫। সর্বভুক—সর্বসংহারক অর্থাৎ অধি।

রুদ্ধ দ্বার ! বর, প্রভু, দেহ এ কিঙ্করে
 নিঃশঙ্কা করিব লক্ষ্য বধিয়া রাঘবে
 আজি, খেদাইব দূরে কিঙ্কিয়া-অধিপে,
 বাঁধি আনি রাজপদে দিব বিভীষণে
 রাজদ্রোহী । ওই শুন, নাদিছে চৌদিকে
 শৃঙ্গ শৃঙ্গনাদিগ্রাম ! বিলম্বিলে আমি,
 ভগ্নোত্তম রক্ষঃ-চমু, বিদাও আমারে !”

উত্তরিলে দেবাকৃতি সৌমিত্রি কেশরী,—
 “কৃতান্তু আমি রে তোরে, ছরন্তু রাবণি !
 মাটি কাটি দংশে সর্প আয়ুহীন জনে !
 মদে মত্ত সদা তুই ; দেব-বলে বলী,
 তবু অবহেলা মূঢ়, করিস্ সতত
 দেবকূলে ! এত দিনে মজিলি দুর্মতি ;
 দেবাদেশে রণে আমি আহ্বানি রে তোরে !”

এতেক কহিয়া বলী উলঙ্কিলা অসি
 ভৈরবে ! ঝলসি অঁখি কালানল-তেজে,
 ভাতিল কৃপাণবর, শত্রুকরে যথা
 ইরন্দময় বজ্র ! কহিলা রাবণি,—
 “সত্য যদি রামাশুভ তুমি, ভীমবাহু
 লক্ষ্মণ ; সংগ্রাম-সাধ অবশ্য মিটাব
 মহাহবে আমি তব, বিরত কি কভু
 রণরঙ্গে ইন্দ্রজিৎ ? আতিথেয় সেবা,
 তিষ্ঠি, লহ, শুরশ্রেষ্ঠ, প্রথমে এ ধামে—
 রক্ষারিপু তুমি, তবু অতিথি হে এবে ।
 সাজি বীরসাজে আমি । নিরস্ত্র যে অরি,

৩। কিঙ্কিয়া-অধিপ—কিঙ্কিয়ার রাজা, অর্থাৎ সুগ্রীব ।

৫। রাজদ্রোহী—রাজানিষ্টকারী ।

৬। শৃঙ্গনাদিগ্রাম—শৃঙ্গবাদকসমূহ ।

৭। ভগ্নোত্তম—ভগ্নোৎসাহ, হতাশ । রক্ষঃ-চমু—রক্ষস সেনা । বিদাও—বিদায় কর ।

১৫। উলঙ্কিলা—উলঙ্গ করিলা অর্থাৎ ধাপ হইতে বাহির করিলা ।

১৭। কৃপাণবর—ভরবারিশ্রেষ্ঠ । শত্রুকরে—ইন্দ্রহস্তে । ২১। মহাহবে—মহাশ্রমে

নহে রথীকুলপ্রথা আঘাতিতে তারে ।

এ বিধি, হে বীরবর, অবিদিত নহে,

ক্ষত্র ভূমি, তব কাছে ;—কি আর কহিব ?”

জলদ-প্রতিম স্বনে কহিলা সৌমিত্রি,—

“আনায় মাঝারে বাধে পাইলে কি কভু

ছাড়ে রে কিরাত তারে ? বধিব এখনি,

অবোধ, তেমতি তোরে ! জন্ম রক্ষকুলে

তোর, ক্ষত্রধর্ম, পাপি, কি হেতু পালিব

তোর সঙ্গে ? মারি অরি, পারি যে কৌশলে !”

কহিলা বাসবজ্ঞেতা, (অভিমন্যু যথা

হেরি সপ্ত শূরে শূর তপ্তলৌহাকৃতি

রোষে !) “ক্ষত্রকুলগ্নানি, শত ধিক্ তোরে,

লক্ষ্মণ ! নির্লঙ্ক তুই । ক্ষত্রিয় সমাজে

রোধিবে শ্রবণপথ ঘৃণায়, গুণিলে

নাম তোর রথীবৃন্দ ! তক্ষর যেমতি,

পশিলি এ গৃহে তুই ; তক্ষর-সদৃশ

শান্তিয়া নিরস্ত তোরে করিব এখনি !

পশে যদি কাকোদর গরুড়ের নীড়ে,

ফিরি কি সে যায় কভু আপন বিবরে,

পামর ! কে তোরে হেথা আনিল দুর্মতি ?”

চক্ষের নিমিষে কোষা তুলি ভীমবাহু

নিষ্কোপিল ঘোর নাদে লক্ষ্মণের শিরে ।

পড়িলা ভূতলে বলী ভীম প্রহরণে,

পড়ে তরুরাজ যথা প্রভঞ্জনবলে

মড়মড়ে ! দেব-অস্ত্র বাজিল বন্বানি,

কাঁপিল দেউল যেন ঘোর ভূকম্পনে ।

৪। জলদ-প্রতিম স্বনে—মেঘগর্জনসদৃশ স্বরে ।

৫। আনায়—জাল, কাঁদ ।

১১। সপ্ত শূরে—সাত জন বীরে ।

১৪। রোধিবে—রোধ করিবে ; অর্থাৎ চাকিবে । ১৭। শান্তিয়া—শান্তি দিয়া ।

১৮। কাকোদর—সর্প ।

২০। ভীম প্রহরণে—ভীম আঘাতে ।

বহিল রুধির-ধারা ! ধরিল সত্বরে
 দেব-অসি ইন্দ্রজিৎ ;—নারিলা তুলিতে
 তাহায় ! কার্মুক ধরি করিলা ; রহিল
 সৌমিত্রির হাতে ধনুঃ ! সাপটিলা কোপে
 ফলক ; বিফল বল সে কাজ সাধনে !
 যথা শুণ্ডধর টানে শুণ্ডে জড়াইয়া
 শৃঙ্গধরশৃঙ্গে বৃথা, টানিলা তুণ্ডে
 শুরেন্দ্র ! মায়ার ময়া কে বুঝে জগতে !
 চাহিলা ছয়ার পানে অভিমানে মানী ।
 সচকিতে বীরবর দেখিলা সম্মুখে
 ভীমতম শূল হস্তে, ধুমকেতুসম
 খুল্লতাত বিভীষণে—বিভীষণ রণে !

“এত ক্ষণে”—অরিন্দম কহিলা বিষাদে—

“জানিহু কেমনে আসি লক্ষণ পশিল
 রক্ষঃপুরে ! হায়, তাত, উচিত কি তব
 এ কাজ, নিকষা সতী তোমার জননী,
 সহোদর রক্ষঃশ্রেষ্ঠ ? শূলীশভূনিভ
 কুন্তকর্ণ ? ভ্রাতৃপুত্র বাসববিজয়ী ?
 নিজগৃহপথ, তাত, দেখাও তঙ্করে ?
 চণ্ডালে বসাত আনি রাজার আলায়ে ?
 কিস্ত নাহি গঞ্জি তোমা, গুরু জন তুমি
 পিতৃতুল্য । ছাড় দ্বার, যাব অস্ত্রাগারে,
 পাঠাইব রামানুজে শমন-ভবনে,
 লঙ্কার কলঙ্ক আজি ভঞ্জিব আহবে ।”

উত্তরিল বিভীষণ ; “বৃথা এ সাধনা,

-
- ৩। কার্মুক—ধনুঃ। ৫। ফলক—ঢাল।
 ৬। শুণ্ডধর—হস্তী। ১২। খুল্লতাত—কনিষ্ঠ তাত, অর্থাৎ বৃদ্ধ।
 ১৭। শূলীশভূনিভ—শূলান্বয়ী মহাদেবসদৃশ। ১৮। বাসববিজয়ী—ইন্দ্রজিৎ।
 ২১। গঞ্জি—গঞ্জনা অর্থাৎ ভিন্নকার করি।
 ২৪। ভঞ্জিব—ঘুচাইব। আহবে—সংগ্রামে। ২৫। সাধনা—প্রার্থনা, ইচ্ছা।

ধীমান্ ! রাঘবদাস আমি ; কি প্রকারে
 তাঁহার বিপক্ষ কাজ করিব, রক্ষিতে
 অক্ষুরোধ ?^৮ উত্তরিল্লা কাতরে রাবণি ;—
 “হে পিতৃব্য, তব বাক্যে ইচ্ছি মরিবারে ।
 রাঘবের দাস তুমি ? কেমনে ও মুখে
 আনিলে এ কথা, তাত, কহ তা দাসেরে !
 স্থাপিলা বিধুরে বিধি স্থাণুর ললাটে ;
 পড়ি কি ভূতলে শশী যান গড়াগড়ি
 ধুলায় ? হে রক্ষোরথি, ভুলিলে কেমনে
 কে তুমি ? জনম তব কোন্ মহাকূলে ?
 কে বা সে অধম রাম ? স্বচ্ছ সরোবরে
 করে কেলি রাজহংস পঙ্কজ-কাননে ;
 যায় কি সে কভু, প্রভু, পঙ্কিল সলিলে,
 শৈবালদলের ধাম ? মৃগেন্দ্র কেশরী,
 কবে, হে বীরকেশরি, সস্তাষে শৃগালে
 মিত্রভাবে ? অজ্ঞ দাস, বিজ্ঞতম তুমি,
 অবিদিত নহে কিছু তোমার চরণে ।
 ক্ষুদ্রমতি নর, শূর, লক্ষণ ; নহিলে
 অজ্ঞহীন যোধে কি সে সন্মোধে সংগ্রামে ?
 কহ, মহারথি, এ কি মহারথীপ্রথা ?
 নাহি শিশু লঙ্কাপুরে, শুনি না হাসিবে
 এ কথা ! ছাড়হ পথ ; আসিব ফিরিয়া
 এখনি ! দেখিব আজি, কোন্ দেববলে,
 বিমুখে সমরে মোরে সৌমিত্রি কুমতি !
 দেব-দৈত্য-নর-রণে, স্বচক্ষে দেখেছ,
 রক্ষঃশ্রেষ্ঠ, পরাক্রম দাসের ! কি দেখি
 ডরিবে এ দাস হেন দুর্বল মানবে ?
 নিকুণ্ডিলা যজ্ঞাগারে প্রগল্ভে পশিল

৪। ইচ্ছি—ইচ্ছা করি। ৭। বিধু—চন্দ্র। বিধি—বিধাতা। স্থাণু—মহাদেব।

১৫। সস্তাষে—সস্তাষণ করে।

১৬। অজ্ঞ—নির্বোধ।

দস্তী ; আজ্ঞা কর দাসে, শাস্তি নরাধমে ।
 তব জন্মপুরে, তাত, পদার্পণ করে
 বনবাসী ! হে বিধাতঃ, নন্দন-কাননে
 ভ্রমে ছুরাচার দৈত্য ? প্রফুল্ল কমলে
 কীটবাস ? কহ তাত, সহিব কেমনে
 হেন অপমান আমি,—ভ্রাতৃ-পুত্র তব ?
 তুমিও, হে রক্ষোমণি, সহিছ কেমনে ?”

মহামন্ত্র-বলে যথা নম্রশিরঃ ফণী,
 মলিনবদন লাজে, উত্তরিলো রথী
 রাবণ-অনুজ, লক্ষি রাবণ-আত্মজে ;
 “নহি দোষী আমি, বৎস ; বৃথা ভৎস মোরে
 তুমি ! নিজ কৰ্ম্ম-দোষে, হায়, মজাইলা
 এ কনক-লক্ষা রাজা, মজিলা আপনি ।
 বিরত সতত পাপে দেবকুল ; এবে
 পাপপূর্ণ লক্ষাপুরী ; প্রলয়ে যেমতি
 বসুধা, ডুবিছে লক্ষা এ কালসলিলে ।
 রাঘবের পদাশ্রয়ে রক্ষার্থে আশ্রয়ী
 তেঁই আমি ! পরদোষে কে চাহে মজিতে ?”

রুষিলা বাসবত্রাস । গভীরে যেমতি
 নিশীথে অম্বরে মস্ত্রে জীমুতেস্ত্র কোপি,
 কহিলা বীরেস্ত্র বলী,—“ধৰ্ম্মপথগামী,
 হে রাক্ষসরাজানুজ, বিখ্যাত জগতে
 তুমি ;—কোন্ ধৰ্ম্ম মতে, কহ দাসে, শুনি,
 জাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জাতি,—এ সকলে দিলা
 জলাঞ্জলি ? শাস্ত্রে বলে, গুণবান্ যদি

১। দস্তী—অহকারী। শাস্তি—শাস্তি দি।

১০। রাবণ-আত্মজে—রাবণপুত্রে, মেঘনাদে।

১১। ভৎস—ভৎসনা কর।

১৭। আশ্রয়ী—যে আশ্রয় অর্থাৎ শরণ লয়।

২০। নিশীথ—অর্দ্ধরাত্রে। অম্বরে—আকাশে। মস্ত্রে—গভীর শব্দ করে।

জীমুতেস্ত্র—মেঘরাজ। কোপি—কোপ করিয়া।

পরজন, গুণহীন স্বজন, তথাপি
 নিগুণ স্বজন শ্রেয়ঃ, পরঃ পরঃ সদা !
 এ শিক্ষা, হে রুক্মাবর, কোথায় শিখিলে ?
 কিন্তু বৃথা গঞ্জি তোমা ! হেন সহবাসে,
 হে পিতৃব্য, বর্ষরতা কেন না শিখিবে ?
 গতি যার নীচ সহ, নীচ সে ছুর্মতি ।”

হেথায় চেতন পাই মায়ার যতনে
 সৌমিত্রি, ছঙ্কারে ধনুঃ টঙ্কারিলা বলা ।
 সন্ধানি বিঙ্কিলা শূর খরতর শরে
 অরিন্দম ইন্দ্রজিতে, তারকারি যথা
 মহেঘাস শরজালে বিধেন তারকে !
 হায় রে, রুধির-ধারা (ভূধর-শরীরে
 বহে বরিষার কালে জলস্রোতঃ যথা,)
 বহিল, তিতিয়া বস্ত্র, তিতিয়া মেদিনী !
 অধীর ব্যথায় রথী, সাপটি সত্বরে
 শঙ্খ, ঘণ্টা, উপহারপাত্র ছিল যত
 যজ্ঞাগারে, একে একে নিক্ষেপিলা কোপে ;
 যথা অভিমন্যু রথী, নিরস্ত্র সমরে
 সপ্ত রথী অস্ত্রবলে, কড়ু বা হানিলা
 রথচূড়, রথচক্র ; কড়ু ভগ্ন অসি,
 ছিন্ন চর্ম, ভিন্ন বর্ম, যা পাইলা হাতে !
 কিন্তু মায়াময়ী ময়া, বাহু-প্রসরণে,
 ফেলাইলা দূরে সবে, জননী যেমতি
 খেদান মশকবৃন্দে সুপ্ত সূত হতে
 করপদ্ম-সঞ্চালনে ! সরোষে রাবণি
 ধাইলা লক্ষণ পানে গঞ্জি ভীম নাদে,
 প্রহারকে হেরি যথা সম্মুখে কেশরী !
 মায়ার মায়ায় বলী হেরিলা চৌদিকে

৪। সহবাস—সংসর্গ অর্থাৎ সঙ্গ থাকি।

৫। বর্ষরতা—বৃষতা।

৬। সন্ধানি—সন্ধান করিয়া।

৭। বাহু প্রসরণ—হস্তের ইতস্ততঃ সঞ্চালন।

ভীষণ মহিষারাঢ় ভীম দণ্ডধরে ;
 শূল হস্তে শূলপানি ; শঙ্খ, চক্র, গদা
 চতুর্ভুজে চতুর্ভুজ ; হেরিলা সভয়ে
 দেবকুলরথীবৃন্দে সুদিব্য বিমানে ।
 বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি দাঁড়াইলা বলী
 নিষ্কল, হায় রে মরি, কলাধর যথা
 রাহুগ্রাসে ; কিম্বা সিংহ আনায় মাঝারে !

ত্যজি ধনুঃ, নিষ্কোষিলা অসি মহাতেজাঃ
 রামানুজ ; ঝলসিলা ফলক-আলোকে
 নয়ন ! হায় রে, অন্ধ অরিন্দম বলী
 ইন্দ্রজিৎ, খড়্গাঘাতে পড়িলা ভূতলে
 শেণিতার্দ্র । ধরধার কাঁপিলা বসুধা ;
 গর্জিলা উথলি সিন্ধু ! ভৈরব আরবে
 সহসা পুরিল বিশ্ব ! ত্রিদিবে, পাতালে,
 মর্ত্যে, মরামর জীব প্রমাদ গণিলা
 আতঙ্কে ! যথায় বসি হৈম সিংহাসনে
 সভায় কবর্বুরপতি, সহসা পড়িল
 কনক-মুকুট খসি, রথচূড় যথা
 রিপূরথী কাটি যবে পাড়ে রথতলে ।
 সশঙ্ক লঙ্কেশ শূর স্মরিলা শঙ্করে !
 প্রমীলার বামেতর নয়ন নাচিল !
 আত্মবিস্মৃতিতে, হায়, অকস্মাৎ সতী
 মুচ্ছিলা সিন্দূরবিন্দু সুন্দর ললাটে !
 মুচ্ছিলা রাক্ষসেন্দ্রাগী মন্দোদরী দেবী
 আচম্বিতে ! মাতৃকোলে নিদ্রায় কাঁদিল
 শিশুকুল আর্তনাদে, কাঁদিল যেমতি
 ব্রজে ব্রজকুলশিশু, যবে শ্যামমণি,

৬। নিষ্কল—চক্রপক্ষে কলাবহিত, মেঘনাদপক্ষে ভেলোহান ।

২০। শঙ্কর—মহাদেব । ২১। বামেতর—বাম হইতে ইতর বা ডান অর্থাৎ দক্ষিণ ।

২৪। মুচ্ছিলা—মূর্ছাবিভ হইল ।

আধারি সে ব্রজপুর, গেলা মধুপুরে ।
 অন্ডায় সমরে পড়ি, অসুরারি-রিপু,
 রাক্ষসকুল-ভরসা, পরুষ বচনে
 কহিলা লক্ষ্মণ শুরে,—“বীরকুলগ্ৰানি,
 সুমিত্রানন্দন, তুই ! শত ধিক্ তোরে !
 রাবণনন্দন আমি, না ডরি শমনে !
 কিন্তু তোর অস্ত্রাঘাতে মরিহু যে আজি,
 পামর, এ চিরছুঃখ রহিল রে মনে !
 দৈত্যকুলদল ইন্দ্রে দমিহু সংগ্রামে
 মরিতে কি তোর হাতে ? কি পাপে বিধাতা
 দিলেন এ তাপ দাসে, বুঝিব কেমনে ?
 আর কি কহিব তোরে ? এ বারতা যবে
 পাইবেন রক্ষোনাথ, কে রক্ষিবে তোরে,
 নরাধম ? জলধির অতল সলিলে
 ডুবিসু যদিও তুই, পশিবে সে দেশে
 রাজরোষ—বাড়বাগ্নিরাশিসম তেজে ।
 দাবাগ্নিসদৃশ তোরে দক্ষিবে কাননে
 সে রোষ, কাননে যদি পশিসু, কুমতি !
 নারিবে রজনী, মুঢ়, আবরিতে তোরে ।
 দানব, মানব, দেব, কার সাধ্য হেন
 ত্রাণিবে, সৌমিত্রি, তোরে, রাবণ রুষিলে ?
 কে বা এ কলঙ্ক তোর ভঞ্জিবে জগতে,
 কলঙ্কি ?” এতেক কহি, বিষাদে সুমতি
 মাতৃপিতৃপাদপদ্ম স্মরিলি অস্ত্রিমে ।
 অধীর হইলা ধীর ভাবি প্রমীলারে
 চিরানন্দ ! লোহ সহ মিশি অশ্রুধারা,
 অনর্গল বহি, হায়, আর্দ্রিল মহীরে ।

৩। পরুষ—কর্কশ ।

১২। বারতা—বার্তা, খবর ।

২১। ত্রাণিবে—ত্রাণ অর্থাৎ রক্ষা করিবে ।

২৪। অস্ত্রিমে—চরণে, শেষাবস্থায়, মৃত্যুকালে ।

লঙ্কার পঙ্কজ-রবি গেলা অস্তাচলে ।
নির্ব্বাণ পাবক যথা, কিম্বা ত্রিষাম্পতি
শান্তুরশ্মি, মহাবল রহিলা ভূতলে ।

কহিলা রাবণানুজ সজল নয়নে ;—
“সুপট্ট-শয়নশায়ী তুমি, ভীমবাহু,
সদা, কি বিরাগে এবে পড়ি হে ভূতলে ?
কি কহিবে রক্ষোরাজ হেরিলে তোমারে
এ শয্যায় ? মন্দোদরী, রক্ষঃকুলেন্দ্রাণী ?
শরদিন্দুনিভাননা প্রমীলা সুন্দরী ?
সুরবালা-গ্নানি রূপে দিতিসুতা যত
কিঙ্করী ? নিকম্বা সতী—বৃদ্ধা পিতামহী ?
কি কহিবে রক্ষঃকুল, চূড়ামণি তুমি
সে কুলে ? উঠ, বৎস ! খুল্লতাত আমি
ডাকি তোমা—বিভীষণ ; কেন না শুনিছ,
প্রাণাধিক ? উঠ, বৎস, খুলিব এখনি
তব অনুরোধে দ্বার ! যাও অস্ত্রালায়ে,
লঙ্কার কলঙ্ক আজি ঘুচাও আহবে !
হে কর্ব্ব রকুলগর্ব্ব, মধ্যাহ্নে কি কভু
যান চলি অস্তাচলে দেব অংশুমালী,
জগতনয়নানন্দ ? তবে কেন তুমি
এ বেশে, যশস্বি, আজি পড়ি হে ভূতলে ?
নাদে শৃঙ্গনাদী, শুন, আহ্বানি তোমারে ;
গজর্জ গজরাজ, অশ্ব হেষ্টিছে ভৈরবে ;
সাজে রক্ষঃঅনীকিনী, উগ্রচণ্ডা রণে ।
নগর-দুয়ারে অরি, উঠ, অরিন্দম ।
এ বিপুল কুলমান রাখ এ সমরে ।”
এইরূপে বিলাপিলা বিভীষণ বলী

৬। বিরাগ—ছঃখ ।

৯। শরদিন্দুনিভাননা—শরচ্ছত্রসদৃশমুখী ।

১০। অংশুমালী—অংশু, কিরণ যাহার মালাধারণ, অর্থাৎ স্বর্ষ্য ।

২৪। অনীকিনী—সেনা ।

শোকে । মাত্রশোকে শোকী সৌমিত্রি কেশরী
 কহিলা,—“সম্বর খেদ, রক্ষঃচূড়ামণি !
 কি ফল এ বৃথা খেদে? বিধির বিধানে
 বধিহু এ যোধে আমি, অপরাধ নহে
 তোমার ! যাইব চল যথায় শিবিরে
 চিন্তাকুল চিন্তামণি দাসের বিহনে ।
 বাজিছে মঙ্গলবাণ্ড শুন কান দিয়া
 ত্রিদশ-আলয়ে, শুর ।” শুনিলা সুরথী
 ত্রিদিব-বাদিত্র-ধ্বনি—স্বপনে যেমনি
 মনোহর ! বাহিরিলা আশুগতি দৌহে,
 শার্দূলী অবর্তমানে, নাশি শিশু যথা
 নিষাদ, পবনবেগে ধায় উর্দ্ধ্বাশে
 প্রাণ লয়ে, পাছে ভীমা আক্রমে সহসা,
 হেরি গতজীব শিশু, বিবশা বিষাদে !
 কিম্বা যথা দ্রোণপুত্র অশ্বথামা রথী,
 মারি সূপ্ত পঞ্চ শিশু পাণ্ডবশিবিরে
 নিশীথে, বাহিরি, গেলা মনোরথগতি,
 হরষে তরাসে ব্যগ্র, ছুর্যোধন যথা
 ভগ্ন-উরু কুরুরাজ কুরুক্ষেত্ররণে !
 মায়ার প্রসাদে দৌহে অদৃশ্য, চলিলা
 যথায় শিবিরে শুর মৈথিলীবিলাসী ।
 প্রণমি চরণাম্বুজে, সৌমিত্রি কেশরী
 নিবেদিলা করপুটে,—“ও পদ-প্রসাদে,
 রঘুবংশ-অবতংস, জয়ী রক্ষোরণে
 এ কিঙ্কর ! গতজীব মেঘনাদ বলী

২। সম্বর—পরিত্যাগ কর ।

৩। বিধান—নিয়ম, আজ্ঞা ।

১১। শার্দূলী—ব্যাঙ্গী । অবর্তমানে—অনুপস্থিতিকালে । ১২। নিষাদ—ব্যাধ ।

১৩। আক্রমে—আক্রমণ করে ।

১৪। গতজীব—গতপ্রাণ, অর্থাৎ মৃত । বিবশা—অধীর ।

১৫। অবতংস—অলঙ্কার ।

শক্রজিৎ !” চুস্বি শিরঃ, আলিজি আদরে
 অনুজে, কহিলা প্রভু সজল নয়নে,—
 “লভিনু সীতায় আজি তব বাহুবলে,
 হে বাহুবলেন্দ্র ! ধন্য বীরকূলে তুমি !
 সুমিত্রা জননী ধন্য ! রঘুকুলনিধি
 ধন্য পিতা দশরথ, জন্মদাতা তব !
 ধন্য আমি তবাগ্রজ ! ধন্য জন্মভূমি
 অযোধ্যা ! এ যশঃ তব ঘোষিবে জগতে
 চিরকাল ! পূজ কিন্তু বলদাতা দেবে,
 প্রিয়তম ! নিজবলে দুর্বল সতত
 মানব ; সু-ফল ফলে দেবের প্রসাদে !”

মহামিত্র বিভীষণে সন্তাষি সুস্বরে
 কহিলা বৈদেহীনাথ,—“শুভক্ষণে, সখে,
 পাইনু তোমায় আমি এ রাক্ষসপুরে ।
 রাঘবকুলমঙ্গল তুমি রক্ষোবেশে !
 কিনিলে রাঘবকূলে আজি নিজগুণে,
 গুণমণি ! গ্রহরাজ দিননাথ যথা,
 মিত্রকুলরাজ তুমি, কহিনু তোমারে !
 চল সবে, পূজি তাঁরে, শুভক্ষরী যিনি
 শক্ষরী !” কুমুমার বৃষ্টিলা আকাশে
 মহানন্দে দেববৃন্দ ; উল্লাসে নাছিল,
 “জয় সীতাপতি জয় !” কটক চৌদিকে,—
 আতঙ্কে কনক-লক্ষা জাগিলা সে রবে ।

ইতি শ্রীমেঘনাদবধে কাব্যে বধো নাম
 ষষ্ঠঃ সর্গঃ ।

২০। শক্ষরী—মঙ্গলদায়িনী, অর্থাৎ ভবানী, হুগা। কুমুমার—পুষ্পবৃষ্টি।

২২। কটক—সৈন্য।

সপ্তম সগ

উদিতা আদিত্য এবে উদয়-অচলে,
পদ্মপর্ণে সুপ্ত দেব পদ্মযোনি যেন,
উন্মীলি নয়নপদ্ম সুপ্রসন্ন ভাবে,
চাহিলা মহীর পানে ! উল্লাসে হাসিলা
কুসুমকুন্তলা মহী, মুক্তামালা গলে ।
উৎসবে মঙ্গলবাণ উথলে যেমতি
দেবালয়ে, উথলিল সুস্বরলহরী
নিকুঞ্জে । বিমল জলে শোভিল নলিনী ;
স্থলে সমপ্রেমাকাজক্ষী হেম সূর্য্যমুখী ।

নিশার শিশিরে যথা অবগাহে দেহ
কুসুম, প্রমীলা সতী, সুবাসিত জলে
স্নানি পীনপয়োধরা, বিনানিলা বেগী ।
শোভিল মুকুতাপাঁতি সে চিকণ কেশে,
চন্দ্রমার রেখা যথা ঘনাবলী মাঝে
শরদে ! রতনময় কঙ্কণ লইলা
ভূষিতে মৃগালভুজ সুমৃগালভুজা ;—
বেদনিল বাহু, আহা, দৃঢ় বাঁধে যেন,
কঙ্কণ ! কোমল কণ্ঠে স্বর্ণকণ্ঠমালা
ব্যথিল কোমল কণ্ঠ ! সম্ভাষি বিস্ময়ে
বসন্তসৌরভা সখী বাসন্তীরে, সতী
কহিলা,—“কেন লো, সই, না পারি পরিতে
অলঙ্কার ? লঙ্কাপুরে কেন বা শুনিছি
রোদন-নিনাদ দূরে, হাহাকার ধ্বনি ?

২। পদ্মপর্ণ—পদ্মপত্র । পদ্মযোনি—ব্রহ্মা ।

৩। স্থলে সমপ্রেমাকাজক্ষী—ভূমিতে তুল্যপ্রেমাকাজক্ষী, অর্থাৎ সূর্য্যোদরে নলিনী স্থলে
যেমন প্রফুল্লিত হয়, সূর্য্যমুখীও স্থলে তদ্রূপ । সূর্য্যমুখী—পুষ্পবিশেষ, এই পুষ্প দিব্যভাগে
বিকশিত থাকে, সন্ধ্যাকালে নিমীলিত হয়, এ অর্থে সূর্য্যোদরে নলিনীর সহিত
সমপ্রেম বর্ণিত হইয়াছে । ১২। স্নানি—স্নান করিয়া ।

বামেতর আঁধি মোর নাচিছে সতত ;
কাঁদিয়া উঠিছে প্রাণ ! না জানি, স্বজনি,
হায় লো, না জানি আজি পড়ি কি বিপদে ?
যজ্ঞাগারে প্রাণনাথ, যাও তাঁর কাছে,
বাসন্তি ! নিবার, যেন না যান সমরে
এ কুদিনে বীরমণি । কহিও জীবশে,
অনুরোধে দাসী তাঁর ধরি পা ছুখানি !”

নীরবিলা বীণাবাগী, উত্তরিল সখী
বাসন্তী, “বাড়িছে ক্রমে, শুন কান দিয়া,
আর্তনাদ, সুবদনে ! কেমনে কহিব
কেন কাঁদে পুরবাসী ? চল আশুগতি
দেবের মন্দিরে যথা দেবী মন্দোদরী
পূজিছেন আশুতোষে । মত্ত রণমদে,
রথ রথী, গজ, অশ্ব চলে রাজপথে ;
কেমনে যাইব আমি যজ্ঞাগারে, যথা
সাজিছেন রণবেশে সদা রণজয়ী
কাস্ত তব, সীমন্তিনি ?” চলিলা তুজনে
চন্দ্রচূড়ালয়ে, যথা রক্ষঃকুলেশ্বরী
আরাধেন চন্দ্রচূড়ে রক্ষিতে নন্দনে—
বৃথা ! ব্যগ্রচিত্ত দৌহে চলিলা সত্বরে ।

বিরসবদন এবে কৈলাস-সদনে
গিরিশ । বিষাদে ঘন নিশ্বাসি ধূর্জটি,
হৈমবতী পানে চাহি, কহিলা, “হে দেবি,
পূর্ণ মনোরথ তব ; হত রথীপতি
ইন্দ্রজিৎ কাল রণে ! যজ্ঞাগারে বলী
সৌমিত্রি নাশিল তারে মায়ায় কৌশলে !
পরম ভকত মম রক্ষঃকুলনিধি,

১। অনুরোধে—অনুরোধ করে ।

৮। বীণাবাগী—বীণার ভার সুমধুরভাষিণী ; এ স্থলে বীণাবাগী—প্রমীলা ।

১১। সীমন্তিনী—সুন্দরী ।

২২। ধূর্জটি—শিব ।

বিধুমুখি ! তার দুঃখে সদা দুঃখী আমি ।
 এই যে ত্রিশূল, সতি, হেরিছ এ করে,
 ইহার আঘাত হতে গুরুতর বাজে
 পুত্রশোক ! চিরস্থায়ী, হায়, সে বেদনা,—
 সর্বহর কাল তাহে না পারে হরিতে !
 কি কবে রাবণ, সতি, গুনি হত রণে
 পুত্রবর ? অকস্মাৎ মরিবে, যতপি
 নাহি রক্ষি রক্ষে আমি রুদ্রতেজোদানে ।
 তুমিহু বাসবে, সাধি, তব অমুরোধে ;
 দেহ অমুমতি এবে তুমি দশাননে ।”

উত্তরিল কাত্যায়নী, “যাহা ইচ্ছা কর,
 ত্রিপুরারি ! বাসবের পুরিবে বাসনা,
 ছিল ভিক্ষা তব পদে, সফল তা এবে ।
 দাসীর ভকত, প্রভু, দাশরথি রথী ;
 এ কথাটি, বিশ্বনাথ, থাকে যেন মনে ।
 আর কি কহিবে দাসী ও পদরাজীবে ?”

হাসিয়া স্মরিল শূলী বীরভদ্র শুরে ।
 ভীষণ-মুরতি রথী প্রণমিলে পদে
 সাষ্টাঙ্গে, কহিলা হর,—“গতজীব রণে
 আজি ইন্দ্রজিৎ, বৎস । পশি যজ্ঞাগারে,
 নাশিল সৌমিত্রি তারে উমার প্রসাদে ।
 ভয়াকুল দূতকুল এ বারতা দিতে
 রক্ষোনাথে । বিশেষতঃ, কি কৌশলে বলী
 সৌমিত্রি নাশিলা রণে দুর্মদ রাক্ষসে,
 নাহি জানে রক্ষোদূত । দেব ভিন্ন, রথি.
 কার সাধ্য দেবমায়া বুঝে এ জগতে ?
 কনক-লঙ্কায় শীঘ্র যাও, ভীমবাহু,
 রক্ষোদূতবেশে তুমি ; ভয়, রুদ্রতেজে,

৫। সর্বহর—সর্বনাশক । কাল—সময় ।

১৬। পদরাজীবে—পাদপদে ।

১৭। শূলী—শূলান্বয়ী অর্থাৎ মহাদেব ।

১৯। হর—শিব ।

নিকষানন্দনে আজি আমার আদেশে ।”

চলিলা আকাশপথে বীরভদ্র বলী
 ভীমাকৃতি ; ব্যোমচর নমিলা চৌদিকে
 সভয়ে ; সৌন্দর্য্যতেজে হীনতেজাঃ রবি,
 সুধাংশু নিরংশু যথা সে রবির তেজে ।
 ভয়ঙ্করী শূলছায়া পড়িল ভূতলে ।
 গম্ভীর নিনাদে নাদি অনুরাশিপতি
 পূজিলা ভৈরবদূতে । উতরিলা রথী
 রক্ষঃপুরে ; পদচাপে থর থর থরি
 কাঁপিল কনক-লঙ্কা, বৃক্ষশাখা যথা
 পক্ষীন্দ্র গরুড় বৃক্ষে পড়ে উড়ি যবে ।

পশি যজ্ঞাগারে শূর দেখিলা ভূতলে
 বীরেন্দ্রে ! প্রফুল্ল, হায়, কিংশুক যেমতি
 ভূপতিত বনমাঝে প্রভঞ্জন-বলে ।
 সজল নয়নে বলী হেরিলা কুমারে ।
 ব্যথিল অমর-হিয়া মর-তুঃখ হেরি ।

কনক-আসনে যথা দশানন রথী,
 রক্ষঃকুলচূড়ামণি, উতরিলা তথা
 দূতবেশে বীরভদ্র, ভস্মরাশি মাঝে
 গুপ্ত বিভাবসু সম তেজোহীন এবে ।
 প্রণামের ছলে বলী আশীষি রাক্ষসে,
 দাঁড়াইলা করপুটে, অশ্রুগময় আঁখি,
 সম্মুখে । বিস্ময়ে রাজা সুধিলা, “কি হেতু,
 হে দূত, রসনা তব বিরত সাধিতে
 স্বকর্ম্ম ? মানব রাম, নহ ভৃত্য তুমি
 রাঘবের, তবে কেন, হে সন্দেশ-বহ,
 মলিন বদন তব ? দেবদৈত্যজয়ী
 লঙ্কার পঙ্কজরবি সাজিছে সমরে

১৬। মর—বাহাদের মৃত্যু আছে, অর্থাৎ মনুষ্কাদি ।

২২। করপুটে—করঘোড়ে ।

২৬। সন্দেশ-বহ—বার্তাবহ অর্থাৎ দূত ।

আজি, অমঙ্গল বার্তা কি মোরে কহিবে ?
 মরিল রাঘব যদি ভীষণ অশনি-
 সম প্রহরণে রণে, কহ সে বারতা,
 প্রসাদি তোমারে আমি ।” ধীরে উত্তরিল
 ছদ্মবেশী ; “হায়, দেব, কেমনে নিবেদি
 অমঙ্গল বার্তা পদে, ক্ষুদ্র প্রাণী আমি ?
 অভয় প্রদান অগ্রে, হে কর্ব রপতি,
 কর দাসে !” ব্যগ্রচিত্তে উত্তরিল বলা,
 “কি ভয় তোমার, দূত ? কহ ত্বরা করি,—
 শুভাশুভ ঘটে ভবে বিধির বিধানে ।—
 দানিহু অভয়, ত্বরা কহ বার্তা মোরে !”

বিরূপাক্ষচর বলা রক্ষোদূতবেশী
 কহিলা, “হে রক্ষঃশ্রেষ্ঠ, হত রণে আজি
 কর্ব র-কুলের গর্ব মেঘনাদ রথী !”

যথা যবে ঘোর বনে নিষাদ বিাধলে
 মুগেন্দ্রে নখর শরে, গর্জি ভীম নাদে
 পড়ে মহীতলে হরি, পড়িলা ভূপতি
 সভায় ! সচিববৃন্দ, হাহাকার রবে,
 বেড়িল চৌদিকে শূরে ; কেহ বা আনিল
 সুনীতল বারি পাত্রে, বিউনিল কেহ ।

রুদ্রতেজে বীরভদ্র আশু চেতনিল
 রক্ষোবরে । অগ্নিকণা পরশে যেমতি
 বারুদ, উঠিয়া বলা, আদেশিলা দূতে—
 “কহ, দূত, কে বধিল চিররণজয়ী
 ইন্দ্রজিতে আজি রণে ? কহ শীঘ্র করি ।”

উত্তরিল ছদ্মবেশী ; “ছদ্মবেশে পশি
 নিকুন্তিলা যজ্ঞাগারে সৌমিত্রি কেশরী,
 রাজেন্দ্র, অণ্যায় যুদ্ধে বধিল কুমতি

১০। ভবে—সংসারে। ১২। বিরূপাক্ষচর—শিবদূত। ১৭। হরি—সিংহ।

২০। বিউনিল—বিউনি করিল অর্থাৎ বাতাস করিল। বিউনি—পাখা।

বীরেন্দ্রে ! প্রফুল্ল, হায়, কিংকুক যেমনি
 ভূপতিত বনমাঝে প্রভঞ্জন-বলে,
 মন্দিরে দেখিহু শূরে । বীরশ্রেষ্ঠ তুমি,
 রক্ষসনাথ, বীরকর্মে ভুল শোক আজি ।
 রক্ষসকুলাঙ্গনা, দেব, আর্দ্রবে মহীরে
 চক্ষুঃজলে । পুত্রহানী শক্র যে দুর্মতি,
 ভীম প্রহরণে তারে সংহারি সংগ্রামে,
 তোষ তুমি, মহেষাস, পৌর জনগণে !”

আচম্বিতে দেবদূত অদৃশ্য হইলা,
 স্বর্গীয় সৌরভে সভা পুরিল চৌদিকে ।
 দেখিলা রাক্ষসনাথ দীর্ঘজটাবলী,
 ভীষণ ত্রিশূল-ছায়া । কৃতাজলিপুটে
 প্রণমি, কহিলা শৈব ; “এত দিনে, প্রভু,
 ভাগ্যহীন ভৃত্যে এবে পড়িল কি মনে
 তোমার ? এ মায়া, হায়, কেমনে বুঝিব
 যুট আমি, মায়াময় ? কিন্তু অগ্রে পালি
 আজ্ঞা তব, হে সর্বভজ ; পরে নিবেদিব
 যা কিছু আছে এ মনে ও রাজীবপদে ।”

সরোষে—তেজস্বী আজি মহারুদ্রতেজে—
 কহিলা রাক্ষসশ্রেষ্ঠ, “এ কনক-পুরে,
 ধনুর্ধর আছ যত, সাজ শীঘ্র করি
 চতুরঙ্গে ! রণরঙ্গে ভুলিব এ জ্বালা—
 এ বিষম জ্বালা যদি পারি রে ভুলিতে !”

উথলিল সভাতলে ছন্দুভির ধ্বনি,
 শৃঙ্গনিদাক যেন, প্রলয়ের কালে,
 বাজাইলা শৃঙ্গবরে গম্ভীর নিনাদে !
 যথা সে ভৈরব রবে কৈলাস-শিখরে
 সাজে আশু ভূতকুল, সাজিল চৌদিকে

রাক্ষস ; টলিল লক্ষা বীরপদভরে !
 বাহিরিল অগ্নিবর্ণ রথগ্রাম বেগে
 স্বর্ণধ্বজ ; ধূমবর্ণ বারণ, আক্ষালি
 ভীষণ মুদগর শুভে ; বাহিরিল হেঘে
 তুরঙ্গম, চতুরঙ্গে আইলা গর্জিয়া
 চামর, অমর-ত্রাস ; রথীবৃন্দ সহ
 উদগ্র, সমরে উগ্র ; গজবৃন্দ মাঝে
 বাঙ্কল, জীমূতবৃন্দ মাঝারে যেমতি
 জীমূতবাহন বজ্রী ভীম বজ্র করে !
 বাহিরিল ছহকারি অসিলোমাবলী
 অশ্বপতি ; বিড়ালাক্ষ পদাতিকদলে,
 মহাভয়ঙ্কর রক্ষঃ, দুর্মদ সমরে !
 আইল পতাকীদল, উড়িল পতাকা,
 ধুমকেতুরাশি যেন উদিল সহসা
 আকাশে ! রাক্ষসবাণ বাজিল চৌদিকে ।

যথা দেবতেজে জগ্নি দানবনাশিনী
 চণ্ডী, দেব-অস্ত্রে সতী সাজিলা উল্লাসে
 অট্রহাসি, লক্ষাধামে সাজিলা ভৈরবী
 রক্ষঃকুল-অনীকিনী—উগ্রচণ্ডা রণে ।
 গজরাজতেজঃ ভুজে ; অশ্বগতি পদে ;
 স্বর্ণরথ শিরঃচূড়া ; অঞ্চল পতাকা
 রত্নময় ; ভেরী, তুরী, ছন্দুভি, দামামা
 আদি বাণ সিংহনাদ ! শেল, শক্তি, জাটি,
 তোমর, ভোমর, শূল, মুষল, মুদগর,

২। রথগ্রাম—রথসমূহ ।

৩। বারণ—হস্তী ।

৫। তুরঙ্গম—অশ্ব । ৬। চামর—রাক্ষসবিশেষ । ৭। উদগ্র—একজন রক্ষঃ ।

১৯—২০। রক্ষঃকুল-অনীকিনী, গজরাজতেজঃ ভুজে ইত্যাদি দ্বারা দানবদলনী চণ্ডী সমতা প্রাপ্ত হইয়াছে, যথা, রাক্ষসসেনার সহিত গজরাজ ছিল, কিন্তু চণ্ডীর ভুজে গজরাজে বল ছিল, অর্থাৎ চণ্ডী স্বীয় হস্তদ্বারাই হস্তীর কার্য্য সমাধা করিয়াছিলেন । অশ্বগতি পদে ইত্যাদি স্থলেও পূর্বের ভায় উপমা উপমেয়ভাব কল্পনা করিয়া লইতে হইবেক ।

পড়িণ, নারাচ, কৌন্ত—শোভে দন্তরূপে !
 জনমিল নয়নাগ্নি সাজোয়ার তেজে !
 থর থর থরে মহী কাঁপিলা সঘনে ;
 কল্লোলিলা উথলিয়া সভয়ে জলধি ;
 অধীর ভূধরব্রজ,—ভীমার গর্জনে,—
 পুনঃ যেন জন্মি চণ্ডী নিনাদিলা রোষে !
 চমকি শিবিরে শূর রবিকুলরবি
 কহিলা সস্তাষি মিত্র বিভীষণে, “দেখ,
 হে সখে, কাঁপিছে লক্ষা মুহূর্মুহঃ এবে
 ঘোর ভুকম্পনে যেন ! ধুমপুঞ্জ উড়ি
 আবরিছে দিননাথে ঘন ঘন রূপে ;
 উজলিছে নভস্তল ভয়ঙ্করী বিভা,
 কালাগ্নিসস্তবা যেন ! শুন, কান দিয়া,
 কল্লোল, জলধি যেন উথলিছে দূরে
 লয়িতে প্রলয়ে বিশ্ব !” কহিলা—সত্রাসে
 পাণ্ডুগণ্ডেশ—রক্ষঃ, মিত্রচূড়ামণি,
 “কি আর কহিব, দেব ? কাঁপিছে এ পুরী
 রক্ষোবীরপদভরে, নহে ভুকম্পনে !
 কালাগ্নিসস্তবা বিভা নহে যা দেখিছ
 গগনে, বৈদেহীনাথ ; স্বর্ণবর্ষ-আভা
 অস্ত্রাদির তেজঃ সহ মিশি উজলিছে
 দশ দিশ । রোধিছে যে কোলাহল, বলি,
 শ্রবণকুহর এবে, নহে সিদ্ধধ্বনি ;
 গরজে রাক্ষসচমু, মাতি বীরমদে ।
 আকুল পুত্রেন্দ্রশোকে, সাজিছে সুরথী
 লঙ্কেশ ! কেমনে, কহ রক্ষিবে লক্ষ্মণে,
 আর যত বীরে, বীর, এ ঘোর সঙ্কটে ?”

৫। ভূধরব্রজ—পর্কতসমূহ ।

১৫। লয়িতে—লয় করিতে ।

১৬। ভরে বিভীষণের গণ্ডেশ অর্থাৎ গাল পাণ্ডুবর্ণ হইরাছে ।

২০। বর্ষ—সাজোয়া ।

২৪। রাক্ষসচমু—রাক্ষসসেনা ।

স্বপ্নে কহিলা প্রভু, “যাও ত্বরা করি
মিত্রবর, আন হেথা আহ্বানি সত্বরে
সৈন্ত্যাধ্যক্ষদলে তুমি। দেবান্ত্রিত সদা,
এ দাস ; দেবতাকুল রক্ষিবে দাসেরে !”

শৃঙ্গ ধরি রক্ষাবর নাছিল ভৈরবে ।
আইলা কিঙ্কিণ্যানাথ গজপতিগতি ;
রণবিশারদ শূর অঙ্গদ ; আইলা
নল, নীল দেবাকৃতি ; প্রভঞ্জনসম
ভীমপরাক্রম হনু ; জাম্বুবান বলী ;
বীরকুলর্ষভ বীর শরভ ; গবাক্ষ
রক্তাক্ষ ; রাক্ষসত্রাস ; আর নেতা যত ।

সন্তামি বীরেন্দ্রদলে যথাবিধি বলী
রাঘব, কহিলা প্রভু ; “পুত্রশোকে আজি
বিকল রাক্ষসপতি সাজিছে সত্বরে
সহ রক্ষঃ-অনীকিনী ; সঘনে টলিছে
বীরপদভরে লঙ্কা ! তোমরা সকলে
ত্রিভুবনজয়ী রণে ; সাজ ত্বরা করি ;
রাখ গো রাঘবে আজি এ ঘোর বিপদে ।
স্ববন্ধুবান্ধবহীন বনবাসী আমি
ভাগ্যদোষে ; তোমরা হে রামের ভরসা,
বিক্রম, প্রতাপ, রণে । একমাত্র রথী
জীবে লঙ্কাপুরে এবে ; বধ আজি তারে,
বীরবৃন্দ ! তোমাদেরি প্রসাদে বাঁধিহু
সিদ্ধু ; শূলীশভূনিভ কুম্ভকর্ণ শূরে
বধিহু তুমুল যুদ্ধে ; নাশিল সৌমিত্রি
দেবদৈত্যনরত্রাস ভীম মেঘনাদে !

৬। কিঙ্কিণ্যানাথ—কিঙ্কিণ্যাপতি অর্থাৎ স্বর্গীভ ।

১০। বীরকুলর্ষভ—বীরকুলশ্রেষ্ঠ ।

১১। রক্তাক্ষ—রক্তবর্ণ চক্ষুঃ । নেতা—নায়ক অর্থাৎ যাহারা প্রধান ।

২০। বীরবৃন্দ—বীরসমূহ । ২৪। শূলীশভূনিভ—শূলাস্ত্রধারী মহাদেবসদৃশ ।

কুল, মান, প্রাণ মোর রাখ হে উদ্ধারি,
 রঘুবন্ধু, রঘুবধু, বন্ধা কারাগারে
 রক্ষঃ-হলে ! স্নেহপণে কিনিয়াছ রামে
 তোমরা ; বাঁধ হে আজি কৃতজ্ঞতা-পাশে
 রঘুবংশে, দাক্ষিণাত্য, দাক্ষিণ্য প্রকাশি !”

নীরবিলা রঘুনাথ সজল নয়নে ।
 বারিদপ্রতিম স্বনে স্বনি উত্তরিল
 সুগ্রীব ; “মরিব, নহে মরিব রাবণে,
 এ প্রতিজ্ঞা, শুরশ্রেষ্ঠ, তব পদতলে ।
 ভুঞ্জি রাজ্যসুখ, নাথ, তোমার প্রসাদে ;—
 ধনমানদাতা তুমি ; কৃতজ্ঞতা-পাশে
 চির বাঁধা, এ অধীন, ও পদপঙ্কজে !
 আর কি কহিব, শুর ? মম সঙ্গীদলে
 নাহি বীর, তব কৰ্ম সাধিতে যে ডরে
 কৃতান্তে ! সাজুক রক্ষঃ, যুঝিব আমরা
 অভয়ে !” গর্জিল রোষে সৈন্যাধ্যক্ষ যত,
 গর্জিল বিকট ঠাট জয় রাম নাদে !

সে ভৈরব রবে রুষি, রক্ষঃ-অনীকিনী
 নিনাদিলা বীরমদে, নিনাদেন যথা
 দানবদলনী ছুর্গা দানবনিাদে !—
 পুরিল কনক-লক্ষা গস্তীর নির্ধোষে !

কমল-আসনে যথা বসেন কমলা,
 রক্ষঃকুলরাজলক্ষ্মী, পশিল সে স্থলে
 আরাব ; চমকি সতী উঠিলা সত্বরে ।
 দেখিলা পদ্মাক্ষী, রক্ষঃ সাজিছে চৌদিকে
 ক্রোধান্বিত ; রাক্ষসধ্বজ উড়িছে আকাশে,
 জীবকুল-কুলক্ষণ ! বাজিছে গস্তারে
 রক্ষোবাণ । শূন্যপথে চলিলা ইন্দ্রিরা—

৩। স্নেহপণ—স্নেহবস্ত্রপ বৃত্ত্য । ৫। দাক্ষিণ্য—দয়া । ১০। ভুঞ্জি—ভোগ করি
 ১৭। ঠাট—সৈন্ত । ২৭। জীবকুল-কুলক্ষণ—প্রাণবর্গের কুলক্ষণবরণ ।

শরদিন্দুনিভাননা—বৈজয়ন্ত ধামে ।

বাজিছে বিবিধ বাত্ৰ ত্রিদশ-আলয়ে ;
নাচিছে অঙ্গরাবৃন্দ ; গাইছে সুতানে
কিন্নর ; সুবর্ণাসনে দেবদেবাদলে
দেবরাজ, বামে শচী সূচারুহাসিনী ;
অনন্ত বাসস্তানিল বহিছে সুশ্বনে ;
বধিছে মন্দারপুঞ্জ গন্ধর্ব্ব চৌদিকে ।

পশিলা কেশব-প্রিয়া দেবসভাতলে ।
প্রণমি কহিলা ইন্দ্র, “দেহ পদধূলি,
জননি ; নিঃশঙ্ক দাস তোমার প্রসাদে—
গতজীব রণে আজি ছরন্তু রাবণি !
ভুঞ্জিব স্বর্গের সুখ নিরাপদে এবে ।
কৃপাদৃষ্টি যার প্রতি কর, কৃপাময়ি,
তুমি, কি অভাব তার ?” হাসি উত্তরিলি
রত্নাকররত্নোত্তমা ইন্দ্রিরা সুন্দরী,—
“ভূতলে পতিত এবে, দৈত্যকুলরিপু,
রিপু তব ; কিন্তু সাজে রক্ষোবলদলে
লঙ্কেশ, আকুল রাজা প্রতিবিধানিতে
পুত্রবধ ! লক্ষ রক্ষঃ সাজে তার সনে ।
দিতে এ বারতা, দেব, আইনু এ দেশে ।
সাধিল তোমার কৰ্ম্ম সৌমিত্রি স্মৃতি ;
রক্ষ তারে, আদিত্যেয় ! উপকারী জনে,
মহৎ যে প্রাণ-পণে উদ্ধারে বিপদে !
আর কি কহিব, শত্রু ? অবিদিত নহে
রক্ষঃকুলপরাক্রম ! দেখ চিন্তা করি,

১। শরদিন্দুনিভাননা—শরচ্ছত্রসদৃশমুখী । বৈজয়ন্ত—ইন্দ্রপুরী ।

৪। কিন্নর—স্বর্গীয় গায়ক ।

৬। অনন্ত বাসস্তানিল—চিরমলরমাকৃত ।

৭। বধিছে—বর্ষণ করিতেছে । মন্দারপুঞ্জ—মন্দারপুষ্পসমূহ ।

১৫। রত্নাকর—সমুদ্র । ইন্দ্রিরা—লক্ষ্মী ।

১৮। প্রতিবিধানিতে—প্রতিবিধান করিতে ।

২৪। শত্রু—ইন্দ্র ।

কি উপায়ে, শচীকাস্ত, রাখিবে রাখবে ।’

উত্তরিল দেবপতি,—“স্বর্গের উত্তরে,
দেখ চেয়ে, জগদশ্বে, অশ্বর প্রদেশে ;—
সুসজ্জ অমরদল । বাহিরায় যদি
রণ-আশে মহেঘাস রক্ষঃকুলপতি,
সমরিব তার সঙ্গে রঙ্গে, দয়াময়ি ।—
না ডরি রাবণে, মাতঃ, রাবণি বিহনে !”

বাসবীয় চমু রমা দেখিলা চমকি
স্বর্গের উত্তর ভাগে । যত দূর চলে
দেবদৃষ্টি, দৃষ্টি দানে হেরিলা সুন্দরী
রথ, গজ, অশ্ব, সাদী, নিষাদী, সুরথী,
পদাতিক যমজয়ী, বিজয়ী সমরে ।
গন্ধর্ব্ব, কিম্বর, দেব, কালাগ্নি-সদৃশ
তেজে ; শিখিধ্বজরথে স্কন্দ তারকারি
সেনানী, বিচিত্র রথে চিত্ররথ রথী ।
জ্বলিছে অশ্বর যথা বন দাবানলে ;
ধূমপুঞ্জ সম তাহে শোভে গজরাজী ;
শিখারূপে শূলগ্রাম ভাতিছে ঝলসি
নয়ন ! চপলা যেন অচলা, শোভিছে
পতাকা ; রবিপরিধি জিনি তেজোগুণে,
ঝকঝকে চর্ম্ম ; বর্ম্ম ঝলে ঝলঝলে !

সুধিলা মাধবপ্রিয়া ;—“কহ দেবনিধি
আদিভেয়, কোথা এবে প্রভঞ্জন-আদি
দিকপাল ? ত্রিদিবসৈন্ত শূন্য কেন হেরি
এ বিরহে ?” উত্তরিল শচীকাস্ত বলী ;
“নিজ নিজ রাজ্য আজি রক্ষিতে দিকপালে
আদেশিলু, জগদশ্বে । দেবরক্ষোরণে,

৩। জগদশ্বে—জগদাতঃ । অশ্বর—আকাশ ।

৬। সমরিব—সমর করিব ।

৮। বাসবীয়—বাসব অর্থাৎ ইন্দ্র সখ্যকার । চমু—সেনা । রমা—লক্ষ্মী ।

১৮। শিখা—ঝালা ।

২১। চর্ম্ম—ঢাল ।

(হৃর্জয় উভয় কুল) কে জানে কি ঘটে ?—

হয় ত মজিবে মহী, প্রলয়ে যেমতি,
আজি ; এ বিপুল সৃষ্টি যাবে রসাতলে ।”

আশীষিয়া সূকেশিনী কেশববাসনা
দেবেশে, লঙ্কায় মাতা সত্বরে ফিরিলা
সুবর্ণ ঘনবাহনে ; পশি স্বমন্দিরে,
বিষাদে কমলাসনে বসিলা কমলা,—
আলো করি দশ দিশ রূপের কিরণে,
বিরসবদন, মরি, রক্ষঃকুলস্থে !

রণমদে মত্ত, সাজে রক্ষঃকুলপতি ;—
হেমকূট-হেমশৃঙ্গ-সমোজ্জ্বল তেজে
চৌদিকে রথীন্দ্রদল ! বাজিছে অদূরে
রণবাত্ত ; রক্ষোধ্বজ উড়িছে আকাশে,
অসঙ্খ্য রাক্ষসবৃন্দ নাদিছে ছঙ্কারে ।
হেন কালে সভাতলে উতরিলা রাণী
মন্দোদরী, শিশুশূন্য নীড় হেরি যথা
আকুলা কপোতী, হায় ! ধাইছে পশ্চাতে
সখীদল । রাজপদে পড়িলা মহিষী ।

যতনে সতীরে তুলি, কহিলা বিষাদে
রক্ষোরাজ, “বাম এবে, রক্ষঃ-কুলেন্দ্রাণি,
আমা দৌহা প্রতি বিধি ! তবে যে বাঁচিছি
এখনও, সে কেবল প্রতিবিধিৎসিতে
মৃত্যু তার ! যাও ফিরি শূন্য ঘরে তুমি ;—
রণক্ষেত্রযাত্রী আমি, কেন রোধ মোরে ?
বিলাপের কাল, দেবি, চিরকাল পাব !
বৃথা রাজ্যস্থে, সতি, জলাঞ্জলি দিয়া,
বিরলে বসিয়া দৌহে অরিব তাহারে
অহরহঃ । যাও ফিরি ; কেন নিবাইবে
এ রোষণি অশ্রুণীরে, রাণি মন্দোদরি ?

বনশুশোভন শাল ভূপতিত আজি ;
চূর্ণ তুঙ্গতম শৃঙ্গ গিরিবর শিরে ;
গগনরতন শশী চিররাহগ্রাসে !”

ধরাধরি করি সখী লইলা দেবীরে
অবরোধে ! ক্রোধভরে বাহিরি, ভৈরবে
কহিলা রাক্ষসনাথ, সম্বোধি রাক্ষসে ;—
“দেব-দৈত্য-নর-রণে যার পরাক্রমে
জয়ী রক্ষঃ-অনীকিনী ; যার শরজালে
কাতর দেবেন্দ্র সহ দেবকুল-রথী ;
অতল পাতালে নাগ, নর নরলোকে ;—
হত সে বীরেশ আজি অন্যায় সমরে,
বীরবৃন্দ ! চোরবেশে পশি দেবালয়ে,
সৌমিত্রি বধিল পুত্রে, নিরস্ত্র সে যবে
নিভূতে ! প্রবাসে যথা মনোহুঃখে মরে
প্রবাসী, আসন্নকালে না হেরি সম্মুখে
স্নেহপাত্র তার যত—পিতা, মাতা, ভ্রাতা,
দয়িতা—মরিল আজি স্বর্ণ-লঙ্কাপুরে,
স্বর্ণলঙ্কা-অলঙ্কার ! বহুকালাবধি
পালিয়াছি পুত্রসম তোমা সবে আমি ;—
জিজ্ঞাসহ ভূমণ্ডলে, কোন্ বংশখ্যাতি
রক্ষোবংশখ্যাতিসম ? কিন্তু দেব নরে
পরাভবি, কীর্ত্তিবৃক্ষ রোপিতু জগতে
বৃথা ! নিদারুণ বিধি, এত দিনে এবে
বামতম মম প্রতি ; তেঁই শুখাইল
জলপূর্ণ আলবাল অকাল নিদাঘে !

-
- ৫। অবরোধ—অস্তঃপুর। ৮। শরজাল—বাণসমূহ। ১০। নাগ—সর্প।
১৪। নিভূত—নির্জন স্থান। ১৫। আসন্নকালে—স্বত্যসময়ে।
১৭। দয়িতা—স্ত্রী। ২৪। বামতম—অত্যন্ত বাম।
২৫। আলবাল—বৃক্ষের চতুর্দিকে জল রক্ষার্থে যে গোলাকার বাঁধ। অকাল—
অসময়। নিদাঘ—গ্রীষ্ম।

কিস্ত না বিলাপি আমি । কি ফল বিলাপে ?
 আর কি পাইব তারে ? অশ্রুবারিধারা,
 হায় রে, তবে কি কভু কৃতান্তের হিয়া
 কঠিন ? সমরে এবে পশি বিনাশিব
 অধর্মী সৌমিত্রি মুঢ়ে, কপট-সমরী ;—
 বৃথা যদি যত্ন আজি, আর না ফিরিব—
 পদার্পণ আর নাহি করিব এ পুরে
 এ জন্মে ! প্রতিজ্ঞা মম এই, রক্ষোরথি !
 দেবদৈত্যনরত্রাস তোমরা সমরে ;
 বিশ্বজয়ী ; স্মরি তারে, চল রণস্থলে ;—
 মেঘনাদ হত রণে, এ বারতা শুনি,
 কে চাহে বাঁচিতে আজি এ কর্বুরকূলে,
 কর্বুরকূলের গর্ব মেঘনাদ বলী !”

নীরবিলা মহেঘাস নিশ্বাসি বিষাদে ।

ক্লোভে রোষে রক্ষসৈন্য নাদিলে নির্ধোষে,
 তিতিয়া মহীরে, মরি, নয়ন-আসারে !

শুনি সে ভীষণ স্বন নাদিলে গস্তীরে
 রঘুসৈন্য । ত্রিদিবেন্দ্র নাদিলে ত্রিদিবে !
 রুষিলা বৈদেহীনাথ, সৌমিত্রি কেশরী,
 সুগ্রীব, অঙ্গদ, হনু, নেতৃনিধি যত,
 রক্ষোযম ; নল, নীল, শরভ সুমতি,—
 গর্জিল বিকট ঠাট জয় রাম নাদে !
 মন্ত্রিলা জীমূতবৃন্দ আবারি অশ্বরে ;
 ইরন্দদে ধাঁধি বিশ্ব, গর্জিল অশনি ;
 চামুণ্ডার হাসিরাশিসদৃশ হাসিল

৫ । কপট-সমরী—কুটিলকারী ।

১৬ । তিতিয়া—ভিজিয়া । নয়ন-আসারে—নয়নাশ্রুধারায় ।

১৭ । স্বন—শব্দ । ২০ । নেতৃনিধি—নেতৃত্বশ্রেষ্ঠ ।

২৩ । মন্ত্রিলা—মন্ত্র অর্থাৎ পণ্ডীর ধ্যান করিলা । জীমূতবৃন্দ—নেমসবুহ ।

২৪ । ইরন্দদে—বজ্রাঘি ।

সৌদামিনী, যবে দেবী হাসি বিনাশিলা
 কুর্মদ দানবদলে, মস্ত রণমদে ।
 ডুবিলা তিমিরপুঞ্জ তিমির-বিনাশী
 দিনমণি ; বায়ুদল বহিলা চৌদিকে
 বৈশ্বানরশ্বাসরূপে ; জ্বলিল কাননে
 দাবাগ্নি ; প্লাবন নাদি গ্রাসিল সহসা
 পুরী, পল্লী ; ভুকম্পনে পড়িল ভূতলে
 অট্টালিকা, তরুরাজী ; জীবন ত্যজিল
 উচ্চ কাঁদি জীবকুল, প্রলয়ে যেমতি !—

মহাভয়ে ভীতা মহী কাঁদিয়া চলিলা
 বৈকুণ্ঠে । কনকাসনে বিরাজেন যথা
 মাধব, প্রণমি সাধ্বী আরাধিলা দেবে ;—
 “বারে বারে অধীনীরে, দয়াসিদ্ধি তুমি,
 হে রমেশ, তরাইলা বহু মূর্তি ধরি ;—
 কুর্মপৃষ্ঠে তিষ্ঠাইলা দাসীরে প্রলয়ে
 কুর্মরূপে ; বিরাজিহু দশনশিখরে
 আমি, (শশাঙ্কের দেহে কলঙ্কের রেখা-
 সদৃশী) বরাহমূর্তি ধরিলা যে কালে,
 দীনবন্ধু ! নরসিংহবেশে বিনাশিয়া
 হিরণ্যকশিপু দৈত্যে, জুড়ালে দাসীরে !
 খর্ব্বিলা বলির গর্ব খর্ব্বাকারছলে,
 বামন ! বাঁচিহু, প্রভু, তোমার প্রসাদে ।
 আর কি কহিব, নাথ ! পদাশ্রিতা দাসী !
 তেঁই পাদপদ্মতলে এ বিপত্তিকালে ।”

হাসি সুমধুর স্বরে সুধিলা মুরারি,
 “কি হেতু কাতরা আজি, কহ জগন্নাথঃ

১। সৌদামিনী—বিহ্বাৎ ।

৩। তিমিরপুঞ্জ—অন্ধকাররাশি । তিমির-বিনাশী—অন্ধকারনাশক ।

৬। প্লাবন—জলপ্লাবন অর্থাৎ বন্যা । ১৫। কুর্ম—কচ্ছপ ।

১৬। দশনশিখরে—দন্তের অগ্রভাগে ।

বসুধে ? আয়াসে আজি কে, বৎসে, তোমারে ?”

উত্তরিলে কাঁদি মহী ; “কি না তুমি জান,
সর্বজ্ঞ ? লঙ্কার পানে দেখ, প্রভু, চাহি ।

রণে মন্ত রক্ষো রাজ ; -রণে মন্ত বলী

রাঘবেন্দ্র ; রণে মন্ত ত্রিদিবেন্দ্র রথী !

মদকল করিত্রয় আয়াসে দাসীরে !

দেবাকৃতি রথীপতি সৌমিত্রি কেশরী

বধিলা সংগ্রামে আজি ভীম মেঘনাদে ;

আকুল বিষম শোকে রক্ষঃকুলনিধি

করিল প্রতিজ্ঞা, রণে মারিবে লঙ্কণে ;

করিল প্রতিজ্ঞা ইন্দ্র রক্ষিতে তাহারে

বীরদর্পে ;—অবিলম্বে, হায়, আরম্ভিবে

কাল রণ, পীতাম্বর, স্বর্ণলঙ্কাপুরে

দেব, রক্ষঃ, নর রোষে । কেমনে সহিব

এ ঘোর যাতনা, নাথ, কহ তা আমারে ?”

চাহিলা রমেশ হাসি স্বর্ণলঙ্কা পানে ।

দেখিলা রাক্ষসবল বাহিরিছে দলে

অসঙ্খ্য, প্রতিঘ-অঙ্ক, চতুঃস্কন্ধরূপী ।

চলিছে প্রতাপ আগে জগত কাঁপায়ে ;

পশ্চাতে শব্দ চলে শ্রবণ বধিরি ;

চলিছে পরাগ পরে দৃষ্টিপথ রোধি

ঘন ঘনাকাররূপে ! টলিছে সঘনে

স্বর্ণলঙ্কা ! বহির্ভাগে দেখিলা শ্রীপতি

রঘুসৈন্য ; উর্ষ্বিকুল সিন্ধুমুখে যথা

চির-অরি প্রভঞ্জন দেখা দিলে দূরে ।

দেখিলা পুণ্ডরীকাক্ষ, দেবদল বেগে

ধাইছে লঙ্কার পানে, পক্ষিরাজ যথা

গরুড়, হেরিয়া দূরে সদা-ভক্ষ্য ফণী,

১। আয়াসে—আরাম অর্থাৎ ক্লেশ ঘের।

৩। মদকল—মদমস্ত।

১৮। প্রতিঘ-অঙ্ক—রাগাঙ্ক।

২১। পরাগ—ধূলি।

২৪। উর্ষ্বিকুল—টেউসবুহ।

হুঙ্কারে ! পুরিছে বিশ্ব গস্তীর নির্ঘোষে !
 পলাইছে যোগীকুল যোগ ষাগ ছাড়ি ;
 কোলে করি শিশুকূলে কাঁদিছে জননী,
 ভয়াকুলা ; জীবব্রজ ধাইছে চৌদিকে
 ছন্নমতি ! ক্ষণকাল চিন্তি চিন্তামণি
 (যোগীন্দ্র-মানস-হংস) কহিলা মহীরে ;—
 “বিষম বিপদ, সতি, উপস্থিত দেখি
 তব পক্ষে ! বিরূপাক্ষ, রুদ্রভেজোদানে,
 ভেজস্বী করিলা আজি রক্ষঃকুলরাজে ।
 না হেরি উপায় কিছু ; যাহ তাঁর কাছে,
 মেদিনি !” পদারবিন্দে কাঁদি উত্তরিলা
 বসুন্ধরা ; “হায়, প্রভু, ছরস্তু সংহারী
 ত্রিশূলী ; সতত রত নিধনসাধনে !
 নিরস্তুর তমোগুণে পূর্ণ ত্রিপুরারি ।
 কাল-সর্প-সাধ, সৌরি, সদা দক্ষাইতে,
 উগরি বিষাগ্নি, জীবে ! দয়াসিন্ধু তুমি,
 বিশ্বস্তর ; বিশ্বভার তুমি না বহিলে,
 কে আর বহিবে, কহ ? বাঁচাও দাসীরে,
 হে শ্রীপতি, এ মিনতি ও রাণা চরণে ।”

উত্তরিলা হাসি বিভু, “যাও নিজ স্থলে,
 বসুধে ; সাধিব কার্য তোমার, সস্বর
 দেববীর্য্য । না পারিবে রক্ষিতে লক্ষ্মণে
 দেবেন্দ্র, রাক্ষসহুঃখে হুঃখী উমাপতি ।”

মহানন্দে বসুন্ধরা গেলা নিজ স্থলে ।
 কহিলা গরুড়ে প্রভু, “উড়ি নভোদেশে,
 গরুত্মান্, দেবভেজঃ হর আজি রণে,
 হরে অশুরাশি যথা তিমিরারি রবি ;
 কিম্বা তুমি, বৈনভেয়, হরিলা যেমতি
 অমৃত । নিস্তেজ দেবে আমার আদেশে ।”

বিস্তারি বিশাল পক্ষ, উড়িলা আকাশে
পক্ষিরাজ ; মহাছায়া পড়িল ভূতলে,
ঐধারি অযুত বন, গিরি, নদ, নদী ।

যথা গৃহমাঝে বহি জ্বলিলে উদ্ভেজে,
গবাক্ষ-দুয়ার-পথে বাহিরায় বেগে
শিখাপুঞ্জ, বাহিরিল চারি দ্বার দিয়া
রাক্ষস, নিনাদি রোষে ; গর্জিল চৌদিকে
রঘুসৈন্য ; দেববৃন্দ পশিলা সমরে ।
আইলা মাতঙ্গবর ঐরাবত, মাতি
রণরঙ্গে ; পৃষ্ঠদেশে দস্তোভিনিষ্ক্রেপী
সহস্রাক্ষ, দীপ্যমান মেরুশৃঙ্গ যথা
রবিকরে, কিম্বা ভানু মধ্যাহ্নে ; আইলা
শিখিধ্বজ রথে রথী স্কন্দ তারকারি
সেনানী ; বিচিত্র রথে চিত্ররথ রথী ;
কিম্বর, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, বিবিধ বাহনে ।
আতঙ্কে শুনিলা লক্ষা স্বর্গীয় বাজনা ;
কাঁপিল চমকি দেশ অমর-নিনাদে !

সাষ্টাঙ্গে প্রণমি ইন্দ্রে কহিলা নৃমণি,—

“দেবকুলদাস দাস, দেবকুলপতি ।
কত যে করিহু পুণ্য পূর্ব্বজন্মে আমি,
কি আর কহিব তার ? তেঁই সে লভিহু
পদাশ্রয় আজি তব এ বিপত্তি-কালে,
বজ্রপাণি ! তেঁই আজি চরণ-পরশে
পবিত্রিলা ভূমণ্ডল ত্রিদিবনিবাসী ?”

উত্তরিলো স্বরীশ্বর সস্তাষি রাঘবে,—

“দেবকুলপ্রিয় তুমি, রঘুকুলমণি ।
উঠি দেবরথে, রথি, নাশ বাহুবলে
রাক্ষস অধর্ম্মাচারী । নিজ কর্ম্মদোষে

১১ । সহস্রাক্ষ—সহস্রচক্ষুঃ অর্থাৎ ইন্দ্র ।

১২ । ভানু—সূর্য্য ।

১৩ । বাহন—যে বহন করে, অর্থাৎ অশ্ব হস্ত্যাदि ।”

মজে রক্ষঃকুলনিধি ; কে রক্ষিবে তারে ?
 লভিনু অমৃত যথা মথি জলদলে,
 লগুভণ্ডি লক্ষা আজি, দণ্ডি নিশাচরে,
 সাধ্বী মৈথিলীরে, শূর, অর্পিবে তোমারে
 দেবকুল ! কত কাল অতল সলিলে
 বসিবেন আর রমা, আধারি জগতে ?”

বাজিল তুমুল রণ দেবরক্ষোদরে ।
 অশুরাশি সম কশু ঘোষিল চৌদিকে
 অযুত ; টঙ্কারি ধনুঃ ধনুর্ধর বলী
 রোধিলা শ্রবণপথ ! গগন ছাইয়া
 উড়িল কলস্কুল, ইরন্দতেজে
 ভেদি বর্ম, চর্ম, দেহ, বহিল প্লাবনে
 শোণিত ! পড়িল রক্ষোদরকুলরথী ;
 পড়িল কুঞ্জরপুঞ্জ, নিকুঞ্জে যেমতি
 পত্র প্রভঞ্জনবলে ; পড়িল নিনাদি
 বাজীরাজী ; রণভূমি পুরিল ভৈরবে !

আক্রমিলা সুরবৃন্দে চতুরঙ্গ বলে
 চামর—অমরত্রাস । চিত্ররথ রথী
 সৌরতেজঃ রথে শূর পশিলা সংগ্রামে,
 বারণারি সিংহ যথা হেরি সে বারণে ।
 আহ্বানল ভীম রবে সুগ্রীবে উদগ্র
 রথীশ্বর ; রথচক্র ঘুরিল ঘর্ঘরে
 শতজলপ্রোতোনাদে । চালাইলা বেগে
 বাস্কল মাতঙ্গযুখে, যুথনাথ যথা
 ছুর্বার, হেরিয়া দূরে অঙ্গদে ; রুষিলা
 যুবরাজ, রোষে যথা সিংহশিশু হেরি
 যুগদলে ! অসিলোমা, তীক্ষ্ণ অসি করে,
 বাজীরাজী সহ ক্রোধে বেড়িল শরভে

৮। কশু—শখ, শাঁক ।

১১। কলস্কুল—বাণসমূহ ।

১৪। কুঞ্জরপুঞ্জ—হস্তিসমূহ ।

১৬। সৌরতেজঃ—সূর্য্যভূম্য দীপ্তিশালী ।

বীরবর্ষভ । বিড়ালাক্ষ (বিরূপাক্ষ যথা
সর্বনাশী) হনু সহ আরজিলা কোপে
সংগ্রাম । পশিলা রণে দিব্য রথে রথী
রাঘব, দ্বিতীয়, আহা, স্বরীশ্বর যথা
বজ্রধর ! শিখিধ্বজ স্কন্দ তারকারি,
সুন্দর লক্ষণ শূরে দেখিলা বিস্ময়ে
নিজপ্রতিমূর্ত্তি মর্ত্যে । উড়িল চৌদিকে
ঘনরূপে রেণুরাশি ; টলটল টলে
টলিলা কনক-লক্ষা ; গজ্জিলা জলধি ।
সৃজিলা অপূর্ব ব্যূহ শচীকান্ত বলী ।

বাহিরিলা রক্ষোরাজ পুষ্পক-আরোহী ;
ঘর্ঘরিল রথচক্র নির্ঘোষে, উগরি
বিস্ফুলিঙ্গ ; তুরঙ্গম হেঘিল উল্লাসে ।
রতনসম্ভবা বিভা, নয়ন ধাঁধিয়া,
ধায় অগ্রে, উষা যথা, একচক্র রথে
উদেন আদিত্য যবে উদয়-অচলে !
নাদিল গভীরে রক্ষঃ হেরি রক্ষোনাথে ।

সম্ভাষি সারথিবরে, কহিলা সুরথী,—
“নাহি যুঝে নর আজি, হে সূত, একাকী,
দেখ চেয়ে ! ধুমপুঞ্জ অগ্নিরাশি যথা,
শোভে অসুরারিদল রঘুসৈন্য মাঝে ।
আইলা লক্ষায় ইন্দ্র গুনি হত রণে
ইন্দ্রজিত !” স্মরি পুত্রে রক্ষঃকুলনিধি,
সরোষে গজ্জিয়া রাজা কহিলা গভীরে ;
“চালাও, হে সূত, রথ যথা বজ্রপানি
বাসব ।” চলিল রথ মনোরথগতি ।
পালাইল রঘুসৈন্য, পালায় যেমনি
মদকল করিরাজে হেরি, উর্দ্ধ্বাসে
বনবাসী ! কিম্বা যথা ভীমাকৃতি ঘন,

বজ্র-অগ্নিপূর্ণ, যবে উড়ে বায়ুপথে
 ঘোর নাদে, পশুপক্ষী পালায় চৌদিকে
 আতঙ্কে ! টঙ্কারি ধনুঃ, তান্নতর শরে
 মুহূর্ত্তে ভেদিল। ব্যূহ বীরেন্দ্র-কেশরী,
 সহজে প্লাবন যথা ভাঙে ভীমাঘাতে
 বালিবন্ধ ! কিম্বা যথা ব্যাত্র নিশাকালে
 গোষ্ঠবৃতি ! অগ্রসরি শিখিধ্বজ রথে,
 শিঞ্জিনী আকর্ষি রোষে তারকারি বলী
 রোধিলা সে রথগতি । কৃতাজ্জলিপুটে
 নমি শুরে লঙ্কেশ্বর কহিলা গন্তীরে,—
 “শঙ্করী শঙ্করে, দেব, পূজে দিবানিশি
 কিস্কর ! লঙ্কায় তবে বৈরীদল মাঝে
 কেন আজি হেরি তোমা ? নরাধম রামে
 হেন আনুকূল্য দান কর কি কারণে,
 কুমার ? রথীন্দ্র তুমি ; অন্তায় সমরে
 মারিল নন্দনে মোর লক্ষ্মণ ; মারিব
 কপটসমরী মূঢ়ে ; দেহ পথ ছাড়ি !”

কহিলা পার্বতীপুত্র, “রক্ষিব লক্ষ্মণে,
 রক্ষো রাজ, আজি আমি দেবরাজাদেশে ।
 বাহুবলে, বাহুবল, বিমুখ আমারে,
 নতুবা এ মনোরথ নারিবে পূর্ণিতে !”

সরোষে, তেজস্বী আজি মহারুদ্রতেজে,
 হুঙ্কারি হানিল অস্ত্র রক্ষঃকুলনিধি
 অগ্নিসম, শরজালে কাতরিয়া রণে
 শক্তিধরে ! বিজয়ারে সন্তাষি অভয়া
 কহিলা, “দেখ্ লো, সখি, চাহি লঙ্কা পানে,

৫। প্লাবন—বত।

৭। গোষ্ঠবৃতি—গোরালের বেড়া।

১৫। কুমার—কার্ত্তিকের।

২৫। শক্তিধর—কার্ত্তিকের।

৬। বালিবন্ধ—বালির বাধ।

৮। শিঞ্জিনী—বহুকের হিলা।

২৪। কাতরিয়া—কাতর করিয়া।

তীক্ষ্ণ শরে রক্ষেশ্বর বিধিছে কুমারে
 নির্দয় ! আকাশে দেখ, পক্ষীন্দ্র হরিছে—
 দেবতেজঃ ; যা লো তুই সৌদামিনীগতি,
 নিবারু কুমারে, সহই । বিদরিছে হিয়া
 আমার, লো সহচরি, হেরি রক্তধারা
 বাছার কোমল দেহে । ভকত-বৎসল
 সদানন্দ ; পুত্রাধিক স্নেহেন ভকতে ;
 তেঁই সে রাবণ এবে ছুর্বার সমরে,
 স্বজনি !” চলিলা আশু সৌরকররূপে
 নীলাশ্বরপথে দূতী । সম্বোধি কুমারে
 বিধুমুখী, কর্ণমূলে কহিলা—“সম্বর
 অস্ত্র তব, শক্তিধর, শক্তির আদেশে ।
 মহারুদ্ধতেজে আজি পূর্ণ লঙ্কাপতি !”
 ফিরাইলা রথ হাসি স্কন্দ তারকারি
 মহাসুর । সিংহনাদে কটক কাটিয়া
 অসঙ্খ্য, রাক্ষসনাথ ধাইলা সত্বরে
 ঐরাবত-পৃষ্ঠে যথা দেব বজ্রপাণি ।

বেড়িল গন্ধর্ব্ব নর শত প্রসরণে
 রক্ষেন্দ্রে ; ছঙ্কারি শুর নিরস্ত্রিলা সবে
 নিমিষে, কালাগ্নি যথা ভস্মে বনরাজী ।
 পালাইলা বীরদল জলাঞ্জলি দিয়া
 লজ্জায় ! আইলা রোষে দৈত্যকুল-অরি,
 হেরি পার্শ্বে কর্ণ যথা কুরুক্ষেত্ররণে ।

ভীষণ তোমর রক্ষঃ হানিলা ছঙ্কারি
 ঐরাবতশিরঃ লক্ষি । অর্ধপথে তাহে
 শর বৃষ্টি স্বরীশ্বর কাটিলা সত্বরে ।
 কহিলা কর্ণরূপতি গর্বে সুরনাথে ;—

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| ৭। স্নেহেন—স্নেহ করেন । | ১০। নীলাশ্বরপথ—আকাশপথ । |
| ১৫। কটক—সৈন্য । | ১৮। প্রসরণ—প্রতিসর, বেটন । |
| ১৯। নিরস্ত্রিলা—নিরস্ত্র করিলা । | ২৩। পার্শ্ব—পৃথাপৃথ অর্ধম । |

“যার ভয়ে বৈজয়ন্তে, শচীকাস্ত বলি,
 চির কম্পবান্ তুমি, হত সে রাবণি,
 তোমার কৌশলে, আজি কপট সংগ্রামে !
 তেঁই বুঝি আসিয়াছ লঙ্কাপুরে তুমি,
 নির্লজ্জ ! অবধ্য তুমি, অমর ; নহিলে
 দমনে শমন যথা, দমিতাম তোমা
 মুহূর্তে ! নারিবে তুমি রক্ষিতে লক্ষ্মণে,
 এ মম প্রতিজ্ঞা, দেব !” ভীম গদা ধরি,
 লক্ষ্য দিয়া রথীশ্বর পড়িলা ভূতলে,
 সঘনে কাঁপিলা মহী পদযুগভরে,
 উরুদেশে কোষে অসি বাজিল ঝনঝনি !

হুঙ্কারি কুলিশী রোষে ধরিলা কুলিশে !
 অমনি হরিল তেজঃ গরুড় ; নারিলা
 লাড়িতে দন্তোলি দেব দন্তোলিনিক্ষেপী !
 প্রহারিলা ভীম গদা গজরাজশিরে
 রক্ষোরাজ, প্রভঞ্জন যেমতি, উপাড়ি
 অভ্রভেদী মহীরুহ, হানে গিরিশিরে
 ঝড়ে ! ভীমাঘাতে হস্তী নিরস্ত, পড়িলা
 হাঁটু গাড়ি । হাসি রক্ষঃ উঠিলা স্বরথে ।
 যোগাইলা মুহূর্তেকে মাতলি সারথি
 সুরথ ; ছাড়িলা পথ দিতিসুতরিপু
 অভিমানে । হাতে ধনুঃ, ঘোর সিংহনাদে
 দিব্য রথে দাশরথি পশিলা সংগ্রামে ।

কহিলা রাক্ষসপতি ; “না চাহি তোমারে
 আজি, হে বৈদেহীনাথ । এ ভবমণ্ডলে
 আর এক দিন তুমি জীব নিরাপদে !
 কোথা সে অনূজ তব কপটসমরী

১১ । কোষ—ভয়বায়ির খাপ ।

১৪ । দন্তোলি—বজ্র ।

২০ । মাতলি—ইন্দের সারথি ।

১২ । কুলিশী—বজ্রী, ইন্দ্র ।

১৭ । মহীরুহ—যক্ষ ।

২৬ । জীব—জীবিত থাক ।

পামর ? মারিব তারে ; যাও ফিরি তুমি
শিবিরে, রাঘবশ্রেষ্ঠ !” নাদিলে ভৈরবে
মহেষাস, দূরে শূর হেরি রামানুজে ।
বৃষপালে সিংহ যথা, নাশিছে রাক্ষসে
শূরেন্দ্র ; কভু বা রথে, কভু বা ভূতলে ।

চলিল পুষ্পক বেগে ঘর্ঘরি নির্ধোষে ;
অগ্নিচক্র-সম চক্র বর্ষিল চৌদিকে
অগ্নিরাশি ; ধূমকেতু-সদৃশ শোভিল
রথচূড়ে রাজকেতু ! যথা হেরি দূরে
কপোত, বিস্তারি পাখা, ধায় বাজপতি
অশ্বরে ; চলিলে রক্ষঃ, হেরি রণভূমে
পুত্রহা সৌমিত্রি শূরে ; ধাইলা চৌদিকে
ছল্কারে দেব নর রক্ষিতে শূরেশে ।
ধাইলা রাক্ষসবৃন্দ হেরি রক্ষোনাথে ।

বিড়ালাক্ষ রক্ষঃশূরে বিমুখি সংগ্রামে,
আইলা অঞ্জনাপুত্র,—প্রভঞ্জনসম
ভীমপরাক্রম হনু, গর্জি ভীম নাদে ।

যথা প্রভঞ্জনবলে উড়ে তুলারশি
চৌদিকে ; রাক্ষসবৃন্দ পালাইলা রড়ে
হেরি যমাকৃতি বীরে । রুষি লঙ্কাপতি
চোক্ চোক্ শরে শূর অস্থিরিলা শূরে ।
অধীর হইলা হনু, ভূধর যেমতি
ভুকম্পনে ! পিতৃপদ স্মরিলে বিপদে
বীরেন্দ্র, আনন্দে বায়ু নিজ বল দিলা
নন্দনে, মিহির যথা নিজ করদানে
ভুষেন কুমুদবাঞ্জা সুধাংশুনিধিরে ।
কিন্তু মহারুদ্ধতেজে তেজস্বী শুরথী

১২। পুত্রহা—পুত্রহতা অর্থাৎ যে পুত্রকে মারে। অঞ্জনাপুত্র—হনুমান্দ ।

২১। অস্থিরিলা—অস্থির, করিলা ।

২২। ভূধর—যে পৃথিবীকে ধারণ করে অর্থাৎ পর্বত । ২৩। মিহির—স্বর্গ্য ।

নৈকষেয়, নিবারিলা পবনতনয় ;—

ভঙ্গ দিয়া রণরঙ্গে পালাইলা হনু ।

আইলা কিঙ্কিণ্যাপতি, বিনাশি সংগ্রামে

উদগ্রে বিগ্রহপ্রিয় । হাসিয়া কহিলা

লঙ্কানাথ,—“রাজ্যভোগ ত্যজি কি কুলগে,

বর্বর, আইলি তুই এ কনকপুরে ?

ভ্রাতৃবধু তারা তোর তারাকারা রূপে ;

তারে ছাড়ি কেন হেথা রথীকুল মাঝে

তুই, রে কিঙ্কিণ্যানাথ ? ছাড়িহু, যা চলি

স্বদেশে ! বিধবাদশা কেন ঘটাইবি

আবার তাহার, মৃত ? দেবর কে আছে

আর তার ?” ভীম রবে উত্তরিলা বলী

সুগ্রীব,—“অধর্ম্মাচারী কে আছে জগতে

তোর সম, রক্ষোরাজ ? পরদারালোভে

সবংশে মজিলি, ছুঁই ? রক্ষঃকুলকালি

তুই, রক্ষঃ ! মৃত্যু তোর আজি মোর হাতে !

উদ্ধারিব মিত্রবধু বধি আজি তোরে !”

এতেক কহিয়া বলী গর্জি নিষ্কেপিলা

গিরিশৃঙ্গ । অনঘর আঁধারি ধাইল

শিখর ; সুতীক্ষ্ণ শরে কাটিল। সুরথী

রক্ষোরাজ, খান খান করি সে শিখরে ।

টঙ্কারি কোদণ্ড পুনঃ রক্ষঃ-চূড়ামণি

তীক্ষ্ণতম শরে শুর বিধিলা সুগ্রীবে

হুঙ্কারে ! বিষমাঘাতে ব্যথিত সুমতি,

পালাইলা ; পালাইলা সত্রাসে চৌদিকে

রঘুসৈন্য, (জল যথা জাঙাল ভাঙিলে

কোলাহলে) ; দেবদল, তেজোহীন এবে,

পালাইলা নর সহ, ধূম সহ যথা

যায় উড়ি অগ্নিকণা বহিলে প্রবলে

পবন ! সম্মুখে রক্ষঃ হেরিলা লক্ষ্মণে
 দেবাকৃতি । বীরমদে তুর্মদ সমরে
 রাবণ, নাদিলা বলী হুহুকার রবে ;—
 নাদিলা সৌমিত্রি শূর নির্ভয় হৃদয়ে,
 নাদে যথা মত্ত করী মত্তকরিনাদে ।
 দেবদত্তধনুঃ ধনী টঙ্কারিলা রোষে ।
 “এত ক্ষণে, রে লক্ষ্মণ,”—কহিলা সরোষে
 রাবণ, “এ রণক্ষেত্রে পাইছু কি তোরে,
 নরাধম ? কোথা এবে দেব বজ্রপাণি ?
 শিখিধ্বজ শক্তিধর ? রঘুকুলপতি,
 ভ্রাতা তোর ? কোথা রাজা সুগ্রীব ? কে তোরে
 রক্ষিবে পামর, আজি ? এ আসন্ন কালে
 সুমিত্রা জননী তোর, কলত্র উন্মীলা,
 ভাব্ দৌহে ! মাংস তোর মাংসাহারী জীবে
 দিব এবে ; রক্তস্রোতঃ শুষিবে ধরণী !
 কুক্ষণে সাগর পার হইলি, তুর্মতি,
 পশিলি রাক্ষসালয়ে চোরবেশ ধরি,
 হরিলি রাক্ষসরত্ন—অমূল জগতে ।”

গর্জিলা ভৈরবে রাজা বসাইয়া চাপে
 অগ্নিশিখাসম শর ; ভীম সিংহনাদে
 উত্তরিলা ভীমনাদী সৌমিত্রি কেশরী,—
 “ক্ষত্রকূলে জন্ম মম, রক্ষঃকুলপতি,
 নাহি ডরি যমে আমি ; কেন ডরাইব
 তোমায় ? আকুল তুমি পুত্রশোকে আজি,
 যথা সাধ্য কর, রথি ; আশু নিবারিব
 শোক তব, প্রেরি তোমা পুত্রবর যথা !”

বাজিল তুমুল রণ ; চাহিলা বিস্ময়ে
 দেব নর দৌহা পানে ; কাটিলা সৌমিত্রি

ଶରଜ୍ଞାଳ ମୁହୁର୍ତ୍ତେ ହହକାର ରବେ !
 ସବିଷ୍ଣୁରେ ରକ୍ଷୋରାଜ କହିଲା, “ବାଧାନି
 ବୀରପଣା ତୋର ଆମି, ସୌମିତ୍ରି କେଶରି !
 ଶକ୍ତିଧରାଧିକ ଶକ୍ତି ଧରିମ୍ଭୁ ସୁରଧି,
 ତୁହି ; କିନ୍ତୁ ନାହି ରକ୍ଷା ଆଜି ମୋର ହାତେ !”

ଅରି ପୁତ୍ରବରେ ଶୁର, ହାନିଲା ମରୋଷେ
 ମହାଶକ୍ତି ! ବଜ୍ରନାଦେ ଓଠିଲା ଗର୍ଜ୍ଜିୟା,
 ଓଞ୍ଜ୍ଞାଳି ଅସ୍ତ୍ରଦେଶ ସୌଦାମିନୀରୂପେ,
 ଭୀଷଣରିପୁନାଶିନୀ ! କାଠିଲା ସତ୍ୟେ
 ଦେବ, ନର ! ଭୀମାଘାତେ ପଡ଼ିଲ ଭୂତଳେ
 ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ନକ୍ଷତ୍ର ଯଥା ; ବାଞ୍ଜିଲ ବନ୍ଧୁନି
 ଦେବ-ଅସ୍ତ୍ର, ରକ୍ତସ୍ରୋତେ ଆଭାହୀନ ଏବେ ।
 ସପର୍ରଗ ଗିରିସମ ପଡ଼ିଲା ସୁମତି ।

ଗହନ କାନନେ ଯଥା ବିଂଧି ଯୁଗବରେ
 କିରାତ ଅବ୍ୟର୍ଥ ଶରେ, ଧାୟ ଡ୍ରୁତଗତି
 ତାର ପାନେ ; ରଥ ତ୍ୟଜି ରକ୍ଷୋରାଜ ବଳୀ
 ଧାହିଲ ଧରିତେ ଶବେ ! ଓଠିଲ ଚୌଦିକେ
 ଆର୍ତ୍ତନାଦ ! ହାହାକାରେ ଦେବନରରଥୀ
 ବେଢ଼ିଲ ସୌମିତ୍ରି ଶୁରେ । କୈଳାସସଦନେ
 ଶକ୍ତରେ ପଦତଳେ କହିଲା ଶକ୍ତରୀ,—
 “ମାରିଲ ଲକ୍ଷ୍ମଣେ, ପ୍ରଭୁ, ରକ୍ଷଃକୂଳପତି
 ସଂଗ୍ରାମେ ! ଧୂଳାୟ ପଡ଼ି ଯାଏ ଗଢ଼ାଗଢ଼ି
 ସୁମିତ୍ରାନନ୍ଦନ ଏବେ ! ତୁଷିଲା ରାକ୍ଷସେ,
 ଭକତ-ବଂଶଜ ତୁମି ; ଲାଘବିଲା ରଣେ
 ବାସବେର ବୀରଗର୍ବ ; କିନ୍ତୁ ଭିକ୍ଷା କରି,
 ବିରୁପାକ୍ଷ, ରକ୍ଷ, ନାଥ, ଲକ୍ଷ୍ମଣେର ଦେହେ !”

ହାସିୟା କହିଲା ଶୂଳୀ ବୀରଭଞ୍ଜ ଶୁରେ—
 “ନିବାର ଲକ୍ଷ୍ମଣେ, ବୀର !” ମନୋରଥ-ଗତି,

୧୭ । ସପର୍ରଗ—ସମ୍ପର୍କ ।

୧୮ । ଶବ—ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ।

୧୯ । ଲାଘବିଲା—ମାଧବ କରିଲା ଅର୍ଥାତ୍ କମାହିଲା ।

রাবণের কর্ণমূলে কহিলা গভীরে
বীরভদ্র ; “যাও ফিরি স্বর্ণলঙ্কামে,
রক্ষোরাজ । হত রিপু, কি কাজ সমরে ?”

স্বপ্নসম দেবদূত অদৃশ্য হইলা ।

সিংহনাদে শূরসিংহ আরোহিলা রথে ;
বাজিল রাক্ষস-বাণ, নাদিল গভীরে
রাক্ষস ; পশিলা পুরে রক্ষঃ-অনীকিনী—
রণবিজয়িনী ভীমা, চামুণ্ডা যেমতি
রক্তবীজে নাশি দেবী, তাণ্ডবি উল্লাসে,
অট্টহাসি রক্তাধরে, ফিরিলা নিনাদি,
রক্তশ্রোতে আর্দ্রদেহ ! দেবদল মিলি
স্তুতিলা সতীরে যথা, আনন্দে বন্দিলা
বন্দীবৃন্দ রক্ষঃসেনা বিজয়সংগীতে !

হেথা পরাভূত যুদ্ধে, মহা-অভিমাণে
সুরদলে সুরপতি গেলা সুরপুরে ।

ইতি শ্রীমেঘনাদবধে কাব্যে শক্তিনির্ভেদো নাম
সপ্তমঃ সর্গঃ ।

অষ্টম সর্গ

রাজকাজ সাধি যথা, বিরাম-মন্দিরে,
প্রবেশি, রাজেন্দ্র খুলি রাখেন যতনে
কিরীট ; রাখিলা খুলি অস্তাচলচূড়ে
দিনান্তে শিরের রত্ন তমোহা মিহিরে
দিনদেব ; তারাদলে আইলা রজনী ;
আইলা রজনীকান্ত শান্ত সুধানিধি ।

শত শত অগ্নিরাশি জ্বলিল চৌদিকে
রণক্ষেত্রে । ভূপতিত যথায় সুরথী
সৌমিত্রি, বৈদেহীনাথ ভূপতিত তথা
নীরবে ! নয়নজল, অবিরল বহি,
ভ্রাতৃলোহ সহ মিশি, তিতিছে মহীরে,
গিরিদেহে বহি যথা, মিশ্রিত গৈরিকে,
পড়ে তলে প্রস্রবণ ! শূন্যমনাঃ খেদে
রঘুসৈন্য ;—বিভীষণ বিভীষণ রণে,
কুমুদ, অঙ্গদ, হনু, নল, নীল বলী,
শরভ, সুমালী, বীরকেশরী সুবাহু,
সুগ্রীব, বিষণ্ণ সবে প্রভুর বিষাদে !

চেতন পাইয়া নাথ কহিলা কাতরে ;—
“রাজ্য ত্যজি, বনবাসে নিবাসিহু যবে,
লক্ষণ, কুটীরদ্বারে, আইলে যামিনী,
ধনুঃ করে হে সুধম্বি, জাগিতে সতত
রক্ষিতে আমায় তুমি ; আজি রক্ষঃপুরে—
আজি এই রক্ষঃপুরে অরি মাঝে আমি,
বিপদ-সলিলে মগ্ন ; তবুও ভুলিয়া
আমায়, হে মহাবাহু, লভিছ ভূতলে

১। বিরাম-মন্দিরে—বিশ্রামগৃহে । ৪। তমোহা—অঙ্কুরমাশক । মিহির—সূর্য ।

১২। গৈরিক—ধাতুবিদেশ । ১৩। প্রস্রবণ—বরণ ।

বিরাম ? রাখিবে আজি কে, কহ, আমারে ?
 উঠ, বলি ! কবে তুমি বিরত পালিতে
 ভ্রাতৃ-আজ্ঞা ? তবে যদি মম ভাগ্যদোষে—
 চিরভাগ্যহীন আমি—ত্যজিলা আমারে,
 প্রাণাধিক, কহ, শুনি, কোন্ অপরাধে
 অপরাধী তব কাছে অভাগী জানকী ?
 দেবর লক্ষ্মণে প্মরি রক্ষঃকারাগারে
 কাঁদিছে সে দিবানিশি ! কেমনে ভুলিলে—
 হে ভাই, কেমনে তুমি ভুলিলে হে আজি
 মাতৃসম নিত্য যারে সেবিত্তে আদরে !
 হে রাঘবকুলচূড়া, তব কুলবধু,
 রাখে বাঁধি পৌলস্ত্যেয় ? না শাস্তি সংগ্রামে
 হেন ছুষ্ঠমতি চোরে উচিত কি তব
 এ শয়ন—বীরবীর্য্যে সর্বভুক্ সম
 ছুর্বার সংগ্রামে তুমি ? উঠ, ভীমবাহু,
 রঘুকুলজয়কেতু ! অসহায় আমি
 তোমা বিনা, যথা রথী শূন্যচক্র রথে !
 তোমার শয়নে হনু বলহীন, বলি,
 গুণহীন ধনুঃ যথা ; বিলাপে বিষাদে
 অঙ্গদ ; বিষন্ন মিতা স্ত্রীবি স্ত্রীমতি,
 অধীর কর্বুরোত্তম বিভীষণ রথী,
 ব্যাকুল এ বলীদল ! উঠ, ত্বর করি,
 জুড়াও নয়ন, ভাই, নয়ন উন্মীলি !
 “কিন্তু ক্লান্ত যদি তুমি এ ছরস্তু রণে,
 ধনুর্ধর, চল ফিরি যাই বনবাসে ।
 নাহি কাজ, প্রিয়তম, সীতায় উদ্ধারি,

১২। পৌলস্ত্যেয়—পুলস্ত্যনন্দন রাবণ ।

১৪। সর্বভুক্ সম—অধিকতম

১৫। ছুর্বার—যাহাকে দুঃখে নিবারণ করা যায় ।

১৬। বিলাপে—বিলাপ করে

১৭। কর্বুরোত্তম—রাক্ষসশ্রেষ্ঠ ।

১৮। উন্মীলি—উন্মীলন করিয়া অর্থাৎ প্রকাশিত, চাহিয়া ।

অভাগিনী ! নাহি কাজ বিনাশি রাক্ষসে ।
 তনয়-বৎসলা যথা সুমিত্রা জননী
 কাঁদেন সরস্বতীরে, কেমনে দেখাব
 এ মুখ, লক্ষ্মণ, আমি, তুমি না ফিরিলে
 সঙ্গে মোর ? কি কহিব, সুধিবেন যবে
 মাতা, 'কোথা, রামভদ্র, নয়নের মণি
 আমার, অহুজ তোর ?' কি বলে বুঝাব
 উন্মিলা বধুরে আমি, পুরবাসী জনে ?
 উঠ, বৎস ! আজি কেন বিমুখ হে তুমি
 সে ভ্রাতার অহুরোধে, যার প্রেমবশে,
 রাজ্যভোগ ত্যজি তুমি পশিলা কাননে ।
 সমছুখে সদা তুমি কাঁদিতে হেরিলে
 অশ্রময় এ নয়ন ; মুছিতে যতনে
 অশ্রুধারা ; তিত্তি এবে নয়নের জলে
 আমি, তবু নাহি তুমি চাহ মোর পানে,
 প্রাণাধিক ? হে লক্ষ্মণ, এ আচার কভু
 (সুভ্রাতৃবৎসল তুমি বিদিত জগতে !)
 সাজে কি তোমারে, ভাই, চিরানন্দ তুমি
 আমার ! আজন্ম আমি ধর্ম্যে লক্ষ্য করি,
 পূজিহু দেবতাকূলে,—দিলি কি দেবতা
 এই ফল ? হে রজনী, দয়াময়ী তুমি ;
 শিশির-আসারে নিত্য সরস কুসুমে,
 নিদাঘার্ভ ; প্রাণদান দেহ এ প্রসূনে !
 সুধানিধি তুমি, দেব সুধাংশু ; বিতর
 জীবনদায়িনী সুধা, বাঁচাও লক্ষ্মণে—
 বাঁচাও, করুণাময়, ভিখারী রাঘবে ।”

১। অভাগিনী—ইহা সীতার বিশেষণ। রামের সীতাকে অভাগিনী বলিবার
 তাৎপর্য এই যে, সীতার নিমিত্তেই লক্ষ্মণের এতাদৃশী দুঃখবহা ঘটয়াছে।

২২। সরস—সরস করিয়া থাক।

২৩। এ প্রসূনে—লক্ষ্মণরূপ গুণে।

২৪। বিতর—বিতরণ অর্থাৎ দান কর।

এইরূপে বিলাপিতা রক্ষঃকুলরিপু
 রণক্ষেত্রে, কোলে করি প্রিয়তমাত্মজে ;
 উচ্ছ্বাসিতা বীরবৃন্দ বিষাদে চৌদিকে,
 মহীরুহব্যাহ যথা উচ্ছ্বাসে নিশীথে,
 বহে যবে সমীরণ গহন বিপিনে ।

নিরানন্দ শৈলসুতা কৈলাস-আলয়ে
 রঘুনন্দনের ছুঃখে ; উৎসঙ্গ-প্রদেশে,
 ধূর্জটির পাদপদ্মে পড়িছে সঘনে
 অশ্রুবারি, শতদলে শিশির যেমতি
 প্রত্যাষে ! সুধিলা প্রভু, “কি হেতু, সুন্দরি,
 কাতরা তুমি হে আজি, কহ তা আমারে ?”
 “কি না তুমি জান, দেব ?” উত্তরিতা দেবী
 গৌরী ; “লক্ষ্মণের শোকে, স্বর্ণলঙ্কাপুরে,
 আক্ষেপিছে রামচন্দ্র, শুন, সক্রুণে ।
 অধীর হৃদয় মম রামের বিলাপে !
 কে আর, হে বিশ্বনাথ, পূজিবে দাসীরে
 এ বিশ্বে ? বিষম লজ্জা দিলে, নাথ, আজি
 আমায় ; ডুবালে নাম কলঙ্কসলিলে ।
 তপোভঙ্গ দোষে দাসী দোষী তব পদে,
 তাপসেন্দ্র ; তেঁই বুঝি, দণ্ডিতা এরূপে ?
 ক্রুণ্ণে আইল ইন্দ্র আমার নিকটে !
 ক্রুণ্ণে মৈথিলীপতি পূজিল আমারে !”
 নীরবিলা মহাদেবী কাঁদি অভিমানে ।
 হাসি উত্তরিতা শব্দে, “এ অল্প বিষয়ে,
 কেন নিরানন্দ তুমি, নগেন্দ্রনন্দিনি ?
 প্রের রাঘবেন্দ্র শূরে কৃতান্তনগরে

৪। নিশীথে—অর্করাতে ।

৬। শৈলসুতা—গিরিবালী ।

৭। উৎসঙ্গ-প্রদেশে—জোড়দেশে অর্থাৎ কোলে ।

৮। ধূর্জটি—মহাদেব । সঘনে—ক্রমাগত, মিরস্তর, ঘন ঘন ।

১৪। আক্ষেপিছে—আক্ষেপ করিতেছে ।

২৩। কৃতান্তনগরে—যমপুরে ।

মায়া সহ ; সশরীরে, আমার প্রসাদে,
 প্রবেশিবে প্রেতদেশে দাশরথি রথী ।
 পিতা রাজা দশরথ দিবে তারে কয়ে
 কি উপায়ে ভাই তার জীবন লভিবে,
 আবার ; এ নিরানন্দ ত্যজ চন্দ্রাননে !
 দেহ এ ত্রিশূল মম মায়ায়, সুন্দরি ।
 তমোময় যমদেশে অগ্নিস্তম্ভ সম
 জ্বলি উজ্জলিবে দেশ ; পূজিবে ইহারে
 প্রেতকুল ; রাজদণ্ডে প্রজাকুল যথা ।”

কৈলাস-সদনে দুর্গা স্মরিলে মায়ায় ।
 অবিলম্বে কুহকিনী আসি প্রণমিলা
 অশ্বিকায় ; মুহু স্বরে কহিলা পার্বতী ;—
 “যাও তুমি লঙ্কামে, বিশ্ববিমোহিনি ।
 কাঁদিছে মৈথিলীপতি, সৌমিত্রির শোকে
 আকুল ; সস্বোধি তারে সুমধুর ভাষে,
 লহ সন্ধে প্রেতপুরে ; দশরথ পিতা
 আদেশিবে কি উপায়ে লভিবে সুমতি
 সৌমিত্রি জীবন পুনঃ, আর যোধ যত,
 হত এ নশ্বর রণে । ধর পদ্যকরে
 ত্রিশূলের শূল, সতি । অগ্নিস্তম্ভ সম
 তমোময় যমদেশে জ্বলি উজ্জলিবে
 অস্তবর ।” প্রণমিয়া উমায় চলিলা
 মায়া । ছায়াপথে ছায়া পুলাইলা দূরে
 রূপের ছটায় যেন মলিন ! হাসিল
 তারাবলী—মণিকুল সৌরকরে যথা ।
 পশ্চাতে ধমুখে রাখি আলোকের রেখা,
 সিঙ্কুনীরে তরী যথা, চলিলা রূপসী

২। প্রেতদেশ—বৃত্ত ব্যক্তিমিগের স্থান, অর্থাৎ যমালয় ।

৭। তমোময়—অন্ধকারময় । ২৬। ধমুখে—আকাশমুখে অর্থাৎ আকাশে ।

২৭। সিঙ্কুনীরে—সবুজফলে । তরী—নৌকা ।

লক্ষা পানে। কত ক্ষণে উত্তরিলা দেবী
যথায় সসৈন্তে ক্ষুণ্ণ রঘুকুলমণি।
পুরিল কনক-লক্ষা স্বর্গীয় সৌরভে।

রাঘবের কর্ণমূলে কহিলা জননী,—
“মুছ অশ্রুবারিধারা, দাশরথি রথি,
বাঁচিবে প্রাণের ভাই ; সিদ্ধুতীর্থ-জলে
করি স্নান, শীঘ্র তুমি চল মোর সাথে
যমালয়ে ; সশরীরে পশিবে, সুমতি,
তুমি প্রেতপুরে আজি শিবের প্রসাদে।
পিতা দশরথ তব দিবেন কহিয়া
কি উপায়ে সুলক্ষণ লক্ষণ লভিবে
জীবন। হে ভীমবাহু, চল শীঘ্র করি।
সৃজিব সুড়ঙ্গপথ ; নির্ভয়ে, সুরথি,
পশ তাহে ; যাব আমি পথ দেখাইয়া
তবাগ্রে। সুগ্রীব-আদি নেতৃপতি যত,
কহ সবে, রক্ষা তারা করুক লক্ষণে।”

সবিস্ময়ে রাঘবেস্ত্র সাবধানি যত
নেতৃনাথে, সিদ্ধুতীরে চলিলা সুমতি—
মহাতীর্থ। অবগাহি পুত স্রোতে দেহ
মহাভাগ, ভূষি দেব পিতৃলোক-আদি
তর্পণে, শিবির-দ্বারে উত্তরিলা ভরা
একাকী। উজ্জল এবে দেখিলা নৃমণি
দেবভেজঃপুঞ্জ গৃহ। কুতাঞ্জলিপুটে,
পুষ্পাঞ্জলি দিয়া রথী পূজিলা দেবীরে।
ভূষিয়া ভীষণ তনু সুবীর ভূষণে
বীরেশ, সুড়ঙ্গপথে পশিলা সাহসে—
কি ভয় তাহারে, দেব সুপ্রসন্ন যারে ?

চলিলা রাঘবশ্রেষ্ঠ, তিমির কানন-
পথে পথী চলে যথা, যবে নিশাভাগে

সুধাংশুর অংশু পশি হাসে সে কাননে ।
 আগে আগে মায়াদেবী চলিলা নীরবে ।
 কত ক্ষণে রঘুবর শুনিলা চমকি
 কল্লোল, সহস্র শত সাগর উথলি
 রোষে কল্লোলিছে যেন ! দেখিলা সভয়ে
 অদূরে ভীষণ পুরী, চিরনিশাবৃত !
 বহিছে পরিখারূপে বৈতরণী নদী
 বজ্রনাদে ; রহি রহি উথলিছে বেগে
 তরঙ্গ, উথলে যথা তপ্ত পাত্রে পয়ঃ
 উচ্ছাসিয়া ধূমপুঞ্জ, ত্রস্ত অগ্নিতেজে !
 নাহি শোভে দিনমণি সে আকাশদেশে ;
 কিন্না চন্দ্র, কিন্না তারা ; ঘন ঘনাবলী,
 উগরি পাবকরাশি, ভ্রমে শূন্যপথে
 বাতগর্ভ, গর্জি উচ্ছে, প্রলয়ে যেমতি
 পিনাকী, পিনাকে ইষু বসাইয়া রোষে !

সবিস্ময়ে রঘুনাথ নদীর উপরে
 হেরিলা অদ্ভুত সেতু, অগ্নিময় কভু,
 কভু ঘন ধুমাবৃত, সুন্দর কভু বা
 সুবর্ণে নিশ্চিত যেন ! ধাইছে সতত
 সে সেতুর পানে প্রাণী লক্ষ লক্ষ কোটি—
 হাহাকার নাদে কেহ ; কেহ বা উল্লাসে !
 সুধিলা বৈদেহীনাথ,—“কহ, কুপাময়ি,
 কেন নানা বেশ সেতু ধরিছে সতত ?
 কেন বা অগণ্য প্রাণী (অগ্নিশিখা হেরি
 পতঙ্গের কুল যথা) ধায় সেতু পানে ?”

উত্তরিল মায়াদেবী,—“কামরূপী সেতু,

৪। কল্লোল—কল কল শব্দ ।

৭। পরিখা—গড়খাই ।

৯। পয়ঃ—ছন্দ ।

১৩। পাবকরাশি—অগ্নিরাশি ।

১৫। পিনাকী—মহাদেব । পিনাক—শিবধনুঃ । ইষু—বাণ ।

২৬। কামরূপী—বেষ্কারূপী, অর্থাৎ যখন যেমন ইচ্ছা, সেইরূপ রূপ যে ধারণ করিতে পারে ।

সীতানাথ ; পাপী-পক্ষে অগ্নিময় ভেজে,
 ধুমাবৃত ; কিন্তু যবে আসে পুণ্য-প্রাণী,
 প্রশস্ত, সুন্দর, স্বর্গে স্বর্ণপথ যথা !
 ওই যে অগণ্য আত্মা দেখিছ, নৃমণি,
 ত্যজি দেহ ভবধামে, আসিছে সকলে
 প্রেতপুরে, কৰ্মফল ভুঞ্জিতে এ দেশে ।
 ধৰ্মপথগামী যারা যায় সেতুপথে
 উত্তর, পশ্চিম, পূর্বদ্বারে ; পাপী যারা
 সাঁতারিয়া নদী পার হয় দিবানিশি
 মহাক্রেশে ; যমদূত পীড়য়ে পুলিনে,
 জলে জলে পাপ-প্রাণ তপ্ত তৈলে যেন !
 চল মোর সাথে তুমি ; হেরিবে সত্বরে
 নরচক্ষুঃ কভু নাহি হেরিয়াছে যাহা ।”

ধীরে ধীরে রঘুবর চলিলা পশ্চাতে,
 সুবর্ণ-দেউটী সম অগ্রে কুহকিনী
 উজ্জলি বিকট দেশ । সেতুর নিকটে
 সভয়ে হেরিলা রাম বিরাট-মুরতি
 যমদূত দণ্ডপাণি । গজ্জি বজ্রনাদে
 সুধিল কৃতান্তচর, “কে তুমি ? কি বলে,
 সশরীরে, হে সাহসি, পশিলা এ দেশে
 আত্মময় ? কহ ত্বরা, নতুবা নাশিব
 দণ্ডাঘাতে মুহূর্ত্তেকে !” হাসি মায়াদেবী
 শিবের ত্রিশূল মাতা দেখাইলা দূতে ।

নতভাবে নমি দূত কহিল সতীরে ;—
 “কি সাধ্য আমার, সাধিব, রোধি আমি গতি
 তোমার ? আপনি সেতু স্বর্ণময় দেখ
 উল্লাসে, আকাশ যথা উষার মিলনে !”

বৈতরণী নদী পার হইলা উভয়ে ।

লৌহময় পুরীদ্বার দেখিলা সম্মুখে

রঘুপতি ; চক্রাকৃতি অগ্নি রাশি রাশি
ঘোরে অবিরাম-গতি চৌদিক উজলি ।
আগ্নেয় অক্ষরে লেখা দেখিলা নুমনি
ভীষণ তোরণ-মুখে,—“এই পথ দিয়া
যায় পাপী ছঃখদেশে চির ছঃখ-ভোগে ;—
হে প্রবেশি, ত্যজি স্পৃহা, প্রবেশ এ দেশে !”

অস্থিচর্মসার দ্বারে দেখিলা সুরথী
জ্বর-রোগ । কভু শীতে কাঁপে ক্লীণ তনু
থর থরি ; ঘোর দাহে কভু বা দহিছে,
বাড়বাগ্নিতেজে যথা জলদলপতি ।
পিত্ত, শ্লেষ্মা, বায়ু, বলে কভু আক্রমিছে
অপহরি জ্ঞান তার । সে রোগের পাশে
বিশাল-উদর বসে উদরপরতা ;—
অজীর্ণ ভোজন-দ্রব্য উগরি তুর্মতি
পুনঃ পুনঃ, হুই হস্তে তুলিয়া গিলিছে
সুখাণ্ড ! তাহার পাশে প্রমত্ত হ্রাসে
তুলু তুলু তুলু আঁখি ! নাচিছে, গাইছে
কভু, বিবাদিছে কভু, কাঁদিছে কভু বা
সদা জ্ঞানশূন্য মুঢ়, জ্ঞানহর সদা !
তার পাশে ছুষ্ঠ কাম, বিগলিত-দেহ
শব যথা, তবু পাপী রত গো সুরতে—
দহে হিয়া অহরহঃ কামানলতাপে ।
তার পাশে বসি যক্ষ্মা শোণিত উগরে,

৩। আগ্নেয়—অগ্নিময়। ৪। তোরণ—গেট। ৬। স্পৃহা—ইচ্ছা, মোভ।

১১। শ্লেষ্মা—কফ। ১৩। বিশাল-উদর—লম্বোদর। ১৪। অজীর্ণ—অপাক।

১৪—১৬। অজীর্ণ ভোজন-দ্রব্য ইত্যাদির তাৎপর্য এই যে, ঔদরিক ব্যক্তির
ভোজন-লালসা অধিক হয়, সুতরাং সে উপাদের সামগ্রীর ভক্ষণস্পৃহার পূর্বতক্ষিত অপাক
দ্রব্যজাত উদ্ভিন্নগণপূর্বক উদর শূন্য করে।

১৬—১৯। প্রমত্ত—প্রমত্ততা। মৃত্যু, পীত, জন্মন, জ্ঞানহরণ প্রভৃতি জিহ্না প্রমত্ততার
বাতাবিক লক্ষণ। ২৩। যক্ষ্মা—যক্ষ্মাক্রান্ত।

কাসি কাসি দিবানিশি ; হাঁপায় হাঁপানি—
 মহাপীড়া ! বিন্মুচিকা, গতজ্যোতিঃ আঁখি ;
 মুখ-মল-দ্বারে বহে লোহের লহরী
 শুভ্রজলরয়রূপে ! তৃষারূপে রিপু
 আক্রমিছে মুহূর্মুহুঃ ; অঙ্গগ্রহ নামে
 ভয়ঙ্কর যমচর গ্রহিছে প্রবলে
 ক্ষীণ অঙ্গ, যথা ব্যাঘ্র, নাশি জীব বনে,
 রহিয়া রহিয়া পড়ি কামড়ায় তারে
 কৌতুকে ! অদূরে বসে সে রোগের পাশে
 উন্মত্ততা,—উগ্র কভু, আহুতি পাইলে
 উগ্র অগ্নিশিখা যথা । কভু হীনবলা ।
 বিবিধ ভূষণে কভু ভূষিত ; কভু বা
 উলঙ্গ, সমর-রঙ্গে হরপ্রিয়া যথা
 কালী ! কভু গায় গীত করতালি দিয়া
 উন্মদা ; কভু বা কাঁদে ; কভু হাসিরাশি
 বিকট অধরে ; কভু কাটে নিজ গলা
 তীক্ষ্ণ অস্ত্রে ; গিলে বিষ ; ডুবে জলাশয়ে,
 গলে দড়ি । কভু, ধিক্ ! হাব ভাব-আদি
 বিভ্রমবিলাসে বামা আহ্বানে কামীরে
 কামাতুরা ! মল, মুত্র, না বিচারি কিছু,
 অন্ন সহ মাখি, হায়, খায় অনায়াসে !
 কভু বা শৃঙ্খলাবদ্ধা, কভু ধীরা যথা
 শ্রোতোহীন প্রবাহিণী—পবন বিহনে !
 আর আর রোগ যত কে পারে বর্ণিতে ?
 দেখিলা রাঘব রথী অগ্নিবর্ণ রথে

২। বিন্মুচিকা—ওলাউঠা, উদর-পীড়া।

৪। শুভ্রজলরয়রূপে—শুভ্রজলবেগরূপে। অর্থাৎ ওলাউঠা রোগে সর্কশরীরের শোণিত জলরূপে পরিণত হইয়া মুখ ও মলদ্বার দিয়া বহির্গত হইতে থাকে। আর পিপাসা আকর্ষণ প্রভৃতি ক্রিয়া উক্ত রোগের প্রধান লক্ষণ। ৫। অঙ্গগ্রহ—আকর্ষণ, বহুটুকায়, খেঁচারোগ।

২৩। প্রবাহিণী—নদী।

(বসন শোণিতে আর্দ্র, খর অসি করে,)
 রণে ! রথমুখে বসে ক্রোধ স্মৃতবেশে !
 নরমুণ্ডমালা গলে, নরদেহরাশি
 সম্মুখে ! দেখিলা হত্যা, ভাম খড়্গপাণি ;
 √ উর্দ্ধবাহু সদা, হায়, নিধনসাধনে !
 বৃক্ষশাখে গলে রজ্জু ছলিছে নীরবে
 আত্মহত্যা, লোলজিহ্ব, উন্মীলিত আঁধি
 ভয়ঙ্কর ! রাঘবেন্দ্রে সস্তাষি স্মৃতাবে
 কহিলেন মায়াদেবী—“এই যে দেখিছ
 বিকট শমনদূত যত, রঘুরথি,
 নানা বেশে এ সকলে ভ্রমে ভূমণ্ডলে
 অবিশ্রাম, ঘোর বনে কিরাত যেমতি
 মৃগয়ার্থে ! পশ তুমি কৃতান্তনগরে,
 সীতাকান্ত ; দেখাইব আজি হে তোমারে
 কি দশায় আত্মকুল জীবে আত্মদেশে !
 দক্ষিণ ছয়ার এই ! চৌরাশি নরক-
 কুণ্ড আছে এই দেশে ! চল ত্বর করি ।”
 পশিলা কৃতান্তপুরে সীতাকান্ত বলী,
 দাবদন্ধ বনে, মরি, ঋতুরাজ যেন
 বসন্ত ; অমৃত কিম্বা জীবশূন্য দেহে !
 অন্ধকারময় পুরী, উঠিছে চৌদিকে
 আর্তনাদ ; ভুকম্পনে কাঁপিছে সঘনে
 জল, স্থল ; মেঘাবলী উগরিছে রোষে
 কালাগ্নি ; ছুর্গন্ধময় সমীর বহিছে,
 লক্ষ লক্ষ শব যেন পুড়িছে শ্মশানে !
 কত ক্ষণে রঘুশ্রেষ্ঠ দেখিলা সম্মুখে

-
- ১। খর—ভীক্ষ। ২। স্মৃতবেশে—সারথিবেশে।
 ৫। নিধনসাধনে—নাশসম্পাদনে অর্থাৎ মারণে।
 ১৫। জীবে—জীবিত থাকে। ১৯। দাবদন্ধ—দাবানলদন্ধ।
 ২৪। ছুর্গন্ধময়—ছুর্গন্ধপূর্ণ। সমীর—সমীরণ, পবন, বায়ু।

মহাহুদ ; জলরূপে বহিছে কল্লোলে
 কালাগ্নি ! ভাসিছে তাহে কোটি কোটি প্রাণী
 ছটফটি হাহাকারে ! “হায় রে, বিধাতঃ
 নির্দয়, সৃজিলি কি রে আমা সবাকারে
 এই হেতু ? হা দারুণ, কেন না মরিমু
 ✓ জঠর-অনলে মোরা মায়ের উদরে ? ✓
 কোথা তুমি, দিনমণি ? তুমি, নিশাপতি
 সুধাংশু ? আর কি কভু জুড়াইব আঁখি
 হেরি তোমা দৌহে, দেব ? কোথা সূত, দারা,
 আত্মবর্গ । কোথা, হায়, অর্থ, যার হেতু
 বিবিধ কুপথে রত ছিমু রে সতত—
 করিমু কুকর্ম, ধর্ম্যে দিয়া জলাঞ্জলি ?”

এইরূপে পাপী-প্রাণ বিলাপে সে হুদে
 মুহুমুহঃ । শূন্যদেশে অমনি উত্তরে
 শূন্যদেশভবা বাণী ভৈরব নিনাদে,—
 “বৃথা কেন, মুঢ়মতি, নিন্দিসু বিধিরে
 তোরা ? স্বকরম-ফল ভুঞ্জিসু এ দেশে !
 পাপের ছলনে ধর্ম্যে ভুলিলি কি হেতু ?
 সুবিধি বিধির বিধি বিদিত জগতে !”

নীরবিলে দৈববাণী, ভীষণ-মুরতি
 যমদূত হানে দণ্ড মস্তক-প্রদেশে ;
 কাটে কুমি ; বজ্রনখা, মাংসাহারী পাখী
 উড়ি পড়ি ছায়াদেহে ছিঁড়ে নাড়ী-ভুঁড়ি
 হহকারে ! আর্তনাদে পুরে দেশ পাপী !

কহিলা বিষাদে মায়া রাঘবে সস্তাষি,—
 “রোরব এ হুদ নাম, শুন, রঘুমণি,
 অগ্নিময় ! পরধন হরে যে ছর্ম্মতি,

৯। দারা—স্রী। ১৫। শূন্যদেশভবা বাণী—আকাশবাণী অর্থাৎ দৈববাণী :

১৯। সুবিধি—সুনিয়ম। বিধির—বিধাতার। বিধি—নিয়ম।

২২। কুমি—কীট, পোকা।

২৪। পুরে—পূর্ণ করে।

তার চিরবাস হেথা ; বিচারী যতপি
 অবিচারে রত, সেও পড়ে এই হৃদে ;
 আর আর প্রাণী যত, মহাপাপে পাপী ।
 না নিবে পাবক হেথা, সদা কীট কাটে !
 নহে সাধারণ অগ্নি কহিহু তোমারে,
 জ্বলে যাহে প্রেতকুল এ ঘোর নরকে,
 রঘুবর ; অগ্নিরূপে বিধিরোষ হেথা
 জ্বলে নিত্য ! চল, রথি, চল, দেখাইব
 কুন্তীপাকে ; তপ্ত তৈলে যমদূত ভাজে
 পাপীবৃন্দে যে নরকে ! ওই শুন, বলি,
 অদূরে ক্রন্দনধ্বনি ! মায়াবলে আমি
 বোধিয়াছি নাসাপথ তোমার, নহিলে
 নারিতে তিষ্ঠিতে হেথা, রঘুশ্রেষ্ঠ রথি !
 কিম্বা চল চাই, যথা অঙ্কতম কূপে
 কাঁদিছে আত্মহা পাপী হাহাকার রবে
 চিরবন্দী !” করপুটে কহিলা নৃপতি,
 “ক্ষম, ক্ষেমঙ্করি, দাসে ! মরিব এখনি
 পরতুঃখে, আর যদি দেখি তুঃখ আমি
 এইরূপ ! হায়, মাতঃ, এ ভবমণ্ডলে
 স্বেচ্ছায় কে গ্রহে জন্ম, এই দশা যদি
 পারে ? অসহায় নর ; কলুষকুহকে
 পারে কি গো নিবারিতে ?” উত্তরিল মায়া,—
 “নাহি বিষ, মহেঘাস, এ বিপুল ভবে,
 না দমে ঔষধ যারে ! তবে যদি কেহ
 অবহেলে সে ঔষধে, কে বাঁচায় তারে ?

১৫। আত্মহা—আত্মঘাতী ।

১৬। চিরবন্দী—চিরবন্দী-স্বরূপ । আত্মঘাতীদিগকে চিরবন্দী বলিবার তাৎপর্য
 এই যে, তাহাদের উক্ত কুপনামক নরক হইতে নিষ্কৃতি পাইবার কখনই সম্ভাবনা নাই ।

২১। কলুষকুহকে—পাপকুহকে । ২৫। অবহেলে—অবহেলা করে ।

কর্মক্ষেত্রে পাপ সহ রণে যে স্মৃতি,
 দেবকুল অনুকুল তার প্রতি সদা ;—
 অভেদ্য কবচে ধর্ম আবরেন তারে !
 এ সকল দণ্ডস্থল দেখিতে যত্নপি,
 হে রথি, বিরত তুমি, চল এই পথে !”

কত দূরে সীতাকান্ত পশিলা কান্তারে—
 নীরব, অসীম, দীর্ঘ ; নাহি ডাকে পাখী,
 নাহি বহে সমীরণ সে ভীষণ বনে,
 না ফোটে কুম্ভাবলী—বনশুশোভিনী ।
 স্থানে স্থানে পত্রপুঞ্জ ছেদি প্রবেশিছে
 রশ্মি, তেজোহীন কিন্তু, রোগীহাস্য যথা ।

লক্ষ লক্ষ লক্ষ প্রাণী সহসা বেড়িল
 সবিস্ময়ে রঘুনাথে, মধুভাণ্ডে যথা
 মক্ষিক । সুধিল কেহ সক্রমণ স্বরে,
 “কে তুমি, শরীরি ? কহ, কি গুণে আইলা
 এ স্থলে ? দেব কি নর, কহ শীঘ্র করি ?
 কহ কথা ; আমা সবে তোষ, গুণনিধি,
 বাক্য-সুধা-বরিষণে ! যে দিন হরিল
 পাপপ্রাণ যমদূত, সে দিন অবধি
 রসনাজনিত ধ্বনি বঞ্চিত আমরা ।
 জুড়াল নয়ন হেরি অঙ্গ তব, রথি,
 বরাজ, এ কর্ণদ্বয়ে জুড়াও বচনে !”

১। রণে—রণ করে ।

৩। আবরেন—আবরণ করেন, ঢাকেন । অর্থাৎ ধর্ম তাহাকে রক্ষা করেন ।

৬। কান্তার—হ্রগম পথ ।

১০—১১। রোগীহাস্যের সহিত কিরণাবলীর উপমা দিবার মর্মে এই যে, যেম
 পীড়িত ব্যক্তির হাতে কোম রস বা শক্তি নাই, সেইরূপ কিরণজালের পত্রমধ্য দিয়া
 প্রবেশ করাতে কেবল আলোকমাত্র আছে, কিন্তু তাহাতে কোন তেজঃ নাই ।

১৭। তোষ—ভুঁই কর ।

২০। রসনাজনিত ধ্বনি—রসনোচ্চারিত শব্দ, অর্থাৎ মানববাক্য ।

২২। বরাজ—শ্রেষ্ঠাঙ্গ, অর্থাৎ সুন্দর ।

উত্তরিলিা রক্ষোরিপু, “রঘুকুলোদ্ভব
এ দাস, হে প্রেতকুল ; দশরথ রথী
পিতা, পাটেশ্বরী দেবী কৌশল্যা জননী ;
রাম নাম ধরে দাস ; হায়, বনবাসী
ভাগ্য-দোষে ! ত্রিশূলীর আদেশে ভেটিব
পিতায়, তেঁই গো আজি এ কৃতাস্তপুরে ।”

উত্তরিল প্রেত এক, “জানি আমি তোমা,
শূরেন্দ্র ; তোমার শরে শরীর ত্যজিহু
পঞ্চবটীবনে আমি !” দেখিলা নৃমণি
চমকি মারীচ রক্ষে—দেহহীন এবে !

জিজ্ঞাসিলা রামচন্দ্র, “কি পাপে আইলা
এ ভীষণ বনে, রক্ষঃ, কহ তা আমারে ?”
“এ শাস্তির হেতু হায়, পৌলস্ত্য দুর্নতি,
রঘুরাজ !” উত্তরিলিা শূন্যদেহ প্রাণী,
“সাধিতে তাহার কার্য্য বঞ্চিহু তোমারে,
তেঁই এ দুর্গতি মম !” আইল দূষণ
সহ খর, (খর যথা তীক্ষ্ণতর অসি
সমরে, সজীব যবে,) হেরি রঘুনাথে,
রোষে, অভিমানে দৌছে চলি গেলা দূরে,
বিষদস্তহীন অহি হেরিলে নকূলে
বিষাদে লুকায় যথা ! সহসা পুরিল
ভৈরব আরবে বন, পালাইল রড়ে
ভূতকুল, শুষ্ক পত্র উড়ি যায় যথা
বহিলে প্রবল ঝড় ! কহিলা শুরেশে
মায়া, “এই প্রেতকুল, শুন রঘুমণি,

৫। ভেটিব—সাক্ষাৎ করিব।

১৩। পৌলস্ত্য—পুলস্ত্যানন্দন রাবণ।

১৭। খর—খরনামক রাক্ষস।

২০। অহি—সর্প। নকূল—নেউল। খর দূষণের বিষদস্তহীন সর্পের সহিত তুলনা
দ্বিবার তাৎপর্য্য এই যে, যেমন সর্পের বিষ-দাঁত আদিলে আর বল থাকে না, সেইরূপ খর
দূষণ রাবণের নিকট পরাক্রান্ত হওয়া অবধি পরাক্রমশূন্য হইয়াছে।

নানা কুণ্ডে করে বাস ; কভু কভু আসি
 ভ্রমে এ বিলাপবনে, বিলাপি নীরবে ।
 ওই দেখ যমদূত খেদাইছে রোষে
 নিজ নিজ স্থানে সবে !” দেখিলা বৈদেহী-
 হৃদয়কমলরবি, ভূত পালে পালে,
 পশ্চাতে ভীষণ-মূর্ত্তি যমদূত ; বেগে
 ধাইছে নিনাদি ভূত, যুগপাল যথা
 ধায় বেগে ক্ষুধাতুর সিংহের তাড়নে
 উর্দ্ধ্বাস ! মায়া সহ চলিলা বিষাদে
 দয়াসিন্ধু রামচন্দ্র সজল নয়নে ।

কত ক্ষণে আর্তনাদ শুনিলা সুরথী
 সিহরি ! দেখিলা দূরে লক্ষ লক্ষ নারী,
 আভাহীন, দিবাভাগে শশিকলা যথা
 আকাশে ! কেহ বা ছিঁড়ি দীর্ঘ কেশাবলা,
 কহিছে, “চিকণি তোরে বাঁধিতাম সদা,
 বাঁধিতে কামীর মনঃ, ধর্ম্য কর্ম্য ভুলি,
 উন্মদা যৌবনমদে !” কেহ বিদরিছে
 নখে বক্ষঃ, কহি, “হায়, হীরামুক্তা ফলে
 বিফলে কাটানু দিন সাজাইয়া তোরে ;
 কি ফল ফলিল পরে !” কোন নারী খেদে
 কুড়িছে নয়নদ্বয়, (নির্দয় শকুনি
 মৃতজীব-ঐখি যথা) কহিয়া, “অঞ্জনে
 রঞ্জি তোরে, পাপচক্ষুঃ, হানিতাম হাসি
 চৌদিকে কটাক্ষশর ; সুদর্পণে হেরি
 বিভা তোর, ঘৃণিতাম কুরঙ্গনয়নে !
 গরিমার পুরস্কার এই কি রে শেষে ?

২১। কুড়িছে—উপড়াইতেছে, অর্থাৎ তুলিয়া কেলিতেছে ।

২২। অঞ্জনে—কাজল ।

২৫। ঘৃণিতাম—ঘৃণা করিতাম ।

২৬। গরিমার—গৌরবের । কেশাবলী প্রভৃতির চিকণ বক্ষনাদির দ্বারা কামিগণের মনোহরণাদিপূর্ব্বক নানা সুখভোগ বর্ণনামন্তর “গরিমার পুরস্কার” ইত্যাদি বর্ণনার তাৎপর্য

চলি গেলা বামাদল কাঁদিয়া কাঁদিয়া ।—

পশ্চাতে কৃতাস্তদুতী, কুল্লল-প্রদেশে
 স্বনিছে ভীষণ সর্প ; নথ অসি-সম ;
 রক্তাক্ত অধর ওষ্ঠ ; ছলিছে সঘনে
 কদাকার স্তনযুগ বুলি নাভিতলে ;
 নাসাপথে অগ্নিশিখা জ্বলি বাহিরিছে
 ধক্ধকি ; নয়নাগ্নি মিশিছে তা সহ ।

সস্তাষি রাঘবে মায়া কহিলা, “এই যে
 নারীকুল, রঘুমণি, দেখিছ সম্মুখে,
 বেশভূষাসজ্জা সবে ছিল মহীতলে ।
 সাজিত সতত ছুষ্ঠা, বসন্তে যেমতি
 বনস্থলী, কামী-মনঃ মজ্জাতে বিভ্রমে
 কামাতুরা ! এবে কোথা সে রূপমাধুরী,
 সে যৌবনধন, হায় ?” অমনি বাজিল
 প্রতিধ্বনি, “এবে কোথা সে রূপমাধুরী,
 সে যৌবনধন, হায় !” কাঁদি ঘোর রোলে
 চলি গেলা বামাকুল যে যার নরকে ।

আবার কহিলা মায়া ;—“পুনঃ দেখ চেয়ে
 সম্মুখে, হে রক্ষোরিপু,” দেখিলা নৃমণি
 আর এক বামাদল সম্মোহন রূপে !
 পরিমলময় ফুলে মণ্ডিত কবরী,
 কামাগ্নির তেজোরশি কুরঙ্গ-নয়নে,
 মিষ্টতর সুখা-রস মধুর অধরে !
 দেবরাজ-কম্বু-সম মণ্ডিত রতনে

এই যে, কেশাবলী প্রকৃতি দ্বারা যে স্বর্গভূমি স্বধভোগ করিয়াছি, অবশেষে কি সে স্বধভোগ
 নরকভোগরূপে পরিণত হইল ।

৪ । রক্তাক্ত—রক্তমিশ্রিত ।

২৪ । কম্বু—শব্দ । কবিরী সচরাচর শব্দের সহিত গ্রীবা অর্থাৎ ঘাড়ের ভুলনা দিয়া
 থাকেন ।

গ্রীবদেশ ; স্মৃষ্ণ স্বর্ণ-সুতার কাঁচলি
 আচ্ছাদন-ছলে ঢাকে কেবল দেখাতে
 কুচ-রুচি, কাম-ক্ষুধা বাড়ায়ে হৃদয়ে
 কামীর ! স্মৃষ্ণীণ কটি ; নীল পট্টবাসে,
 (স্মৃষ্ণ অতি) গুরু উরু যেন ঘৃণা করি
 আবরণ, রজ্জা-কান্তি দেখায় কৌতুকে,
 উলঙ্গ বরাজ যথা মানসের জলে
 অঙ্গরীর, জল-কেলি করে তারা যবে ।
 বাজিছে নূপুর পায়ে, নিতম্বে মেথলা ;
 মৃদঙ্গের রঙ্গে, বীণা, রবাব, মন্দিরা,
 আনন্দে স্বরঙ্গ সবে মন্দে মিলাইছে ।
 সঙ্গীত-তরঙ্গে রঙ্গে ভাসিছে অঙ্গনা ।

রূপস পুরুষদল আর এক পাশে
 বাহিরিল মুতু হাসি ; সুন্দর যেমতি
 কৃত্তিকা-বল্লভ দেব কাঙ্ক্ষিকৈয় বলী,
 কিম্বা, রতি, মনমথ, মনোরথ তব !

হেরি সে পুরুষ-দলে কামমদে মাতি
 কপটে কটাক্ষ-শর হানিলা রমণী,—
 কঙ্কণ বাজিল হাতে শিঞ্জিনীর বোলে ।
 তপ্ত স্বাসে উড়ি রজ্জুঃ কুসুমের দামে
 ধূলারূপে জ্ঞান-রবি আশু আবরিল ।
 হারিল পুরুষ রণে ; হেন রণে কোথা
 জিনিতে পুরুষদলে আছে হে শকতি ?

১-৪। স্মৃষ্ণ স্বর্ণ-সুতার কাঁচলি—সুভাষণ, শুনকে আচ্ছাদন না করিয়া বরণ তাহা
 রুচি অর্থাৎ কান্তির বৃদ্ধি করতঃ কামিগণের কামামল উদ্দীপ্ত করে ।

৪-৮। এই স্ত্রীলোকদিগের পরিধান-বসন নীলবর্ণ এবং এত পাতলা যে, তদ্বার
 উরুদেশের আবরণ দূরে থাকুক, বরণ তদ্ব্য দিয়া আপন কান্তিসকল এমন প্রকাশ করিতে
 যে, যেমন বহ্নীনা অঙ্গরীরের কান্তি তাহাদের জলকেলিকালে প্রকাশ পায় ।

১৬। কিম্বা হে রতিদেবি, এই সকল পুরুষ তোমার মনোরথ মন্থনের তুল্য সুন্দর ।

২০-২৩। পুরুষকুল-দর্শনে এই সকল হর্ষভূতা নারীগণের কামরিণী প্রবল হওয়া
 তাহাদের হাসিবার উদ্ভোগ হইয়া উঠিল, এবং তাহাদের কণ্ঠস্থিত কুমুমমালার রজ্জুঃ অর্থাৎ
 কুমুমধূলি উড়াইয়া ইত্যাদি । ইহার তাৎপর্য এই যে, এই স্ত্রীলোকেরা কামে বিবশা হইল
 পুরুষদলও তাহাদের হাব ভাব লাভ্য দর্শনে একবারে বিমোহিত হইয়া পড়িল ।

বিহঙ্গ বিহঙ্গী যথা প্রেমরঞ্জে মজ্জি
করে কেলি যথা তথা—রসিক নাগরে,
ধরি পশে বন-মাঝে রসিকা নাগরী—
কি মানসে, নয়ন তা কহিল নয়নে !

সহসা পুরিল বন হাহাকার রবে !
বিস্ময়ে দেখিলা রাম করি জড়াজড়ি
গড়াইছে ভূমিতলে নাগর নাগরী
কামড়ি আঁচড়ি, মারি হস্ত, পদাঘাতে ।
ছিঁড়ি চুল, কুড়ি আঁখি, নাক মুখ চিরি
বজ্রনখে । রক্তশ্রোতে তিতিলা ধরনী ।
যুঝিল উভয়ে ঘোরে, যুঝিল যেমতি
কীচকের সহ ভীম নারী-বেশ ধরি
বিরাতে । উতরি তথা যমদূত যত
লৌহের মুদগর মারি আশু তাড়াইলা
তুই দলে । মৃহভাষে কহিলা সুন্দরী
মায়া রঘুকুলানন্দ রাঘবনন্দনে,—

“জীবনে কামের দাস, শুন, বাছা, ছিল
পুরুষ ; কামের দাসী রমণী-মণ্ডলী ।
কাম-ক্ষুধা পুরাইল দৌহে অবিরামে
বিসর্জি ধর্মেরে, হায়, অধর্মের জলে,
বর্জি লজ্জা ;—দণ্ড এবে এই যমপুরে ।
ছলে যথা মরীচিকা তুষাতুর জনে,
মরু-ভূমে ; স্বর্ণকান্তি মাকাল যেমতি
মোহে ক্ষুধাতুর প্রাণে ; সেই দশা ঘটে
এ সঙ্গমে ; মনোরথ বৃথা তুই দলে ।
আর কি কহিব, বাছা, বুঝি দেখ তুমি ।

১-৪ । বিহঙ্গ বিহঙ্গী যথা, এ স্থলে নারী ও পুরুষদলের বিহঙ্গ বিহঙ্গীর সহিত তুলনা দিবার ভাৎপর্য্য এই যে, দ্রুতিকালে তাহাদের যেমন স্থানান্তান ও সমরাসময়ের বিবেচনা থাকে না, নারী ও পুরুষগণেরও এ স্থলে সেই দশা ঘটয়া উঠিল ।

২২-২৬ । মরু-ভূমে মরীচিকা কেবল তুষার উৎপাদক মাত্র, কিন্তু তুষার নিবারণে সে শক্তিহীন। মাকাল কলেরও অবিকল সেই ধর্ম, এ তুলনা সীদল ও মৃহ

এ ছর্ভোগ, হে সুভগ, ভোগে বহু পাপী
 মর-ভূমে নরকাগ্রে ; বিধির এ বিধি—
 যৌবনে অশ্রায় ব্যয়ে বয়েসে কাঙ্গালী ।
 অনির্বেষয় কামানল পোড়ায় হৃদয়ে ;
 অনির্বেষয় বিধি-রোষ কামানল-রূপে
 দহে দেহ, মহাবাহু, কহিহু তোমারে—
 এ পাপী-দলের এই পুরস্কার শেষে !”—

মায়ার চরণে নমি কহিলা নৃমণি,
 “কত যে অদ্ভুত কাণ্ড দেখিহু এ পুরে,
 তোমার প্রসাদে, মাতঃ, কে পারে বর্ণিতে ?
 কিন্তু কোথা রাজ-ঋষি ? লইব মাগিয়া
 কিশোর লক্ষ্মণে ভিক্ষা তাঁহার চরণে—
 লহ দাসে সে সুধামে, এ মম মিনতি ।”

হাসিয়া কহিলা মায়া, “অসীম এ পুরী,
 রাঘব, কিঞ্চিৎ মাত্র দেখাছু তোমারে ।
 দ্বাদশ বৎসর যদি নিরন্তর ভ্রমি
 কুতাস্ত-নগরে, শূর, আমা দৌহে, তবু
 না হেরিব সর্বভাগ । পূর্বদ্বারে সুখে
 পতি সহ করে বাস পতিপরায়ণ
 সাধ্বীকুল ; স্বর্গে, মর্ত্যে, অতুল এ পুরী
 সে ভাগে ; সুরম্য হর্ম্য সুকানন মাঝে,
 সুসরসী সুকমলে পরিপূর্ণ সদা,

পুরুষদল বিধাতার দণ্ডবিধানানুসারে উভয়ে উভয়ের মনোরথ সফল করিতে অক্ষয়
 ত্রিমিত্তই উপরি উক্ত বিবাদ । প্রথম দর্শনে উভয়ের মনে যে অহুসাগ জন্মে, সে অহুসাগ
 বৃথা হইয়া মহাক্রোধরূপ ধারণ করে ।

১-৭ । এই অসাধারণ বর্ণনা নীতিশূন্য নহে, প্রথমতঃ পাঠকগণের মনে ইহা অস্বী
 বোধ হইতে পারে, ফলতঃ ইহা তাহা নহে । কবি এ কুপাপের যে দণ্ড এ স্থলে বর্ণ
 করিয়াছেন, তাহা কোন মতেই এতদপেক্ষা সুকৌশলে প্রকাশ করা যায় না । এই নীতিগ
 উপদেশবাক্যটি বোধ হয়, সকলেরই অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম হইবেক । (যৌবনে অশ্রায় ব্য
 বয়েসে কাঙ্গালী) এই বর্ণনাটি নূতন সঙ্গলিত ।

১২ । কিশোর—বালক ।

১২ । সুসরসী—সুসরোবর ।

বাসন্ত সমীর চির বহিছে সুশ্বনে,
 গাইছে সুপিকপুঞ্জ সদা পঞ্চশ্বরে ।
 আপনি বাজিছে বীণা, আপনি বাজিছে
 মুরজ, মন্দিরা, বাঁশী, মধু সপ্তশ্বরা !
 দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, উৎসে উথলিছে সদা
 চৌদিকে, অমৃতফল ফলিছে কাননে ;
 প্রদানেন পরমাম্ন আপনি অন্নদা !
 চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়, যা কিছু যে চাহে,
 অমনি পায় সে তারে, কামধুকে যথা
 কামলতা, মহেঘাস, সত্ত্ব ফলবতী ।
 নাহি কাজ যাই তথা ; উত্তর দুয়ারে
 চল, বলি, ক্ষণকাল ভ্রম সে সুদেশে ।
 অবিলম্বে পিতৃ-পদ হেরিবে, নৃমণি !”

উত্তরাভিমুখে দৌহে চলিলা সত্বরে ।
 দেখিলা বৈদেহীনাথ গিরি শত শত
 বক্ষ্য, দক্ষ, আহা, যেন দেবরোষানলে !
 তুঙ্গশৃঙ্গশিরে কেহ ধরে রাশি রাশি
 তুষার ; কেহ বা গর্জি উগরিছে মুহুঃ
 অগ্নি, দ্রবি শিলাকূলে অগ্নিময় স্রোতে,
 আবরি গগন ভস্মে, পুরি কোলাহলে
 চৌদিক্ ! দেখিলা প্রভু মরুক্ষেত্র শত
 অসীম, উত্তপ্ত বায়ু বহি নিরবধি
 তাড়াইছে বালিবৃন্দে উন্মিদলে যেন !
 দেখিলা তড়াগ বলী, সাগর-সদৃশ

-
- ১। বাসন্ত সমীর—বসন্তানিল । ৫। উৎস—সুরা ।
 ৭। প্রদানেন—প্রদান করেন ।
 ৮। চর্ব্য—যে বস্তু চর্বণ করিয়া খাইতে হয় । চোষ্য—যে বস্তু চুষিয়া খাইতে হয় ।
 লেহ্য—যে বস্তু চাটিয়া খাইতে হয় । পেয়—যে বস্তু পান করিতে হয় ।
 ৯। কামধুক—বর্গ । কাম—ইচ্ছা, অভিলাষ । ধুক—দোহনকর্তা । অর্থাৎ যেখানে
 মনোরথ পূর্ণ করেন । ১৬। বক্ষ্য—কলশূত্র, বাঁজা । ১৮। তুষার—হিম, বরফ ।
 ১৯। দ্রবি—দ্রব করিয়া অর্থাৎ গলাইয়া । ২৪। তড়াগ—সরোবর ।

অকুল ; কোথায় ঝড়ে ছড়ারি উথলে
 তরঙ্গ পর্বতাকৃতি ; কোথায় পচিছে
 গতিহীন জলরাশি ; করে কেলি তাহে
 ভীষণ-মুরতি ভেক, চীংকারি গভীরে !
 ভাসে মহোরগবৃন্দ, অশেষশরীরী
 শেষ যথা ; হলাহল জ্বলে কোন স্থলে ;
 সাগর-মহনকালে সাগরে যেমতি ।

এ সকল দেশে পাপী ভ্রমে, হাহারবে
 বিলাপি । দংশিছে সর্প, বৃশ্চিক কামড়ে,
 ভীষণদর্শন কীট । আগুন ভূতলে,
 শূন্যদেশে ঘোর শীত ! হায় রে, কে কবে
 লভয়ে বিরাম ঋণ এ উত্তর দ্বারে !
 দ্রুতগতি মায়া সহ চলিলা সুরথী ।

নিকটয়ে তট যবে, যতনে কাণ্ডারী
 দিয়া পাড়ী জলারণ্যে, আশু ভেটে তারে
 কুসুমবনজনিত পরিমলসখা
 সমীর ; জুড়ায় কান শুনি বহুদিনে
 পিককুল-কলরব, জনরব সহ ;—
 ভাসে সে কাণ্ডারী এবে আনন্দ-সলিলে ।
 সেইরূপে রঘুবর শুনিলা অদূরে
 বাতুধ্বনি ! চারি দিকে হেরিলা স্মৃতি
 সবিষ্ময়ে স্বর্গসৌধ, সুকাননরাজী
 কনক-প্রসূন-পূর্ণ ;—সুদীর্ঘ সরসী,
 নবকুবলয়ধাম ! কহিলা সুস্বরে
 মায়া, “এই দ্বারে, বীর, সম্মুখসংগ্রামে
 পড়ি, চিরসুখ ভুঞ্জে মহারথী যত ।

৩। কেলি—ক্রীড়া, খেলা ।

৪। ভেক—বেঙ ।

৫। মহোরগবৃন্দ—মহাসর্পসমূহ । অশেষশরীরী—দীর্ঘ দেহবিশিষ্ট ।

৬। শেষ—শেষনামক সর্প । অনন্ত নাগ । ২২। স্বর্গসৌধ—সুবর্ণ অট্টালিকা ।

২৩। কনক-প্রসূন-পূর্ণ—স্বর্ণকুসুম-পরিপূর্ণ । সরসী—সরোবর ।

অশেষ, হে মহাভাগ, সন্তোগ এ ভাগে
 সুখের ! কানন-পথে চল ভীমবাহ,
 দেখিবে যশস্বী জনে, সঞ্জীবনী পুরী
 যা সবার যশে পূর্ণ, নিকুঞ্জ যেমতি
 সৌরভে । এ পুণ্যভূমে বিধাতার হাসি
 চন্দ্র-সূর্য্য-তারারূপে দীপে, অহরহঃ
 উজ্জ্বলে ।” কোতুকে রথী চলিলা সত্বরে,
 অগ্রে শূলহস্তে মায়া ! কত ক্ষণে বলী
 দেখিলা সম্মুখে ক্ষেত্র—রঙ্গভূমিরূপে ।
 কোন স্থলে শূলকুল শালবন যথা
 বিশাল ; কোথায় হেঘে তুরঙ্গমরাজী
 মণ্ডিত রণভূষণে ; কোথায় গরজে
 গজেন্দ্র ! খেলিছে চর্ম্মী অসি চর্ম্ম ধরি ;
 কোথায় যুঝিছে মল্ল ক্ষিতি টলমলি ;
 উড়িছে পতাকাচয় রণানন্দে যেন ।
 কুসুম-আসনে বসি, স্বর্ণবীণা করে,
 কোথায় গাইছে কবি, মোহি শ্রোতাকূলে,
 বীরকুলসংকীর্ণনে । মাতি সে সঙ্গীতে,
 হুঙ্কারিছে বীরদল ; বর্ষিছে চৌদিকে,
 না জানি কে, পারিজাত ফুল রাশি রাশি,
 সুসৌরভে পুরি দেশ । নাচিছে অঙ্গরা ;
 গাইছে কিন্নরকুল, ত্রিদিবে যেমতি ।

কহিলা রাঘবে মায়া, “সত্যযুগ-রণে
 সম্মুখসমরে হত রথীশ্বর যত,
 দেখ এই ক্ষেত্রে আজি, ক্ষত্রচূড়ামণি !
 কাঞ্চনশরীর যথা হেমকূট, দেখ
 নিস্তম্ভে ; কিরীট-আভা উঠিছে গগনে—
 মহাবীর্য্যবান্ রথী । দেবতেজোস্ববা

৯। রঙ্গভূমি—রঙ্গক্ষেত্র ।

১৫। পতাকাচয়—পতাকাসমূহ ।

১৮। বীরকুলসংকীর্ণন—বীরকুলের বিশোগান ।

চণ্ডী ঘোরতর রণে নাশিলা শুরেশে ।
 দেখ শুভে, শূলীশচুনিভ পরাক্রমে ;
 ভীষণ মহিষাসুরে, তুরঙ্গমদমী ;
 ত্রিপুরারি-অরি শুর সুরথী ত্রিপুৰে ;—
 বৃত্ত-আদি দৈত্য যত, বিখ্যাত জগতে ।
 সুন্দ-উপসুন্দ দেখ আনন্দে ভাসিছে
 ভ্রাতৃপ্রেমনীরে পুনঃ ।” সুধিলা সুমতি
 রাঘব, “কেন না হেরি, কহ দয়াময়ি,
 কুম্ভকর্ণ, অতিকায়, নরাস্তক (রণে
 নরাস্তক), ইন্দ্রজিৎ আদি, রক্ষঃ-শুরে ?”

উত্তরিলে কুহকিনী, “অস্ত্যেষ্টি ব্যতীত,
 নাহি গতি এ নগরে, হে বৈদেহীপতি ।
 নগর বাহিরে দেশ, ভ্রমে তথা প্রাণী,
 যত দিন প্রেতক্রিয়া না সাধে বান্ধবে
 যতনে ;—বিধির বিধি কহিহু তোমারে ।
 চেয়ে দেখ, বীরবর, আসিছে এ দিকে
 সুবীর ; অদৃশ্যভাবে থাকিব, নৃমণি,
 তব সঙ্গে ; মিষ্টালাপ কর রঙ্গে, তুমি ।”
 এতেক কহিয়া মাতা অদৃশ্য হইলা ।

সবিস্ময়ে রঘুবর দেখিলা বীরেশে
 তেজস্বী ; কিরীটচূড়ে খেলে সৌদামিনী,
 ঝল ঝলে মহাকায়ে, নয়ন ঝলসি,
 আভরণ ! করে শূল, গজপতিগতি ।

অগ্রসরি শুরেশ্বর সস্তাষি রামেরে,
 সুধিলা,—“কি হেতু হেথা সশরীরে আজি,
 রঘুকুলচূড়ামণি ? অশ্রায় সমরে
 সংহারিলে মোরে তুমি ভূষিতে সুগ্রীবে ;

৪। ত্রিপুরারি-অরি—শিবশক্তি ।

৯-১০। প্রথম নরাস্তক—একজন রাক্ষসের নাম । দ্বিতীয় নরাস্তক—নরকুলের
 অস্তকারী, অর্থাৎ বর । ১১। অস্ত্যেষ্টি—ঔরসেহিকক্রিয়া অর্থাৎ প্রাণাধি ।

কিন্তু দূর কর ভয় ; এ কৃতান্তপুরে
 √ নাহি জানি ক্রোধ মোরা, জিতেদ্রিয় সবে ।^১
 মানবজীবনশ্রোতঃ পৃথিবী-মণ্ডলে,
 পঙ্কিল, বিমল রয়ে বহে সে এ দেশে ।
 আমি বালি ।” সলঙ্কায় চিনিলা নৃমণি
 রথীন্দ্র কিঙ্কিণ্যানাথে ! কহিলা হাসিয়া
 বালি, “চল মোর সাথে, দাশরথি রথি !
 √ ওই যে উদ্যান, দেব, দেখিছ অদূরে^২
 সুবর্ণ-কুসুমময়, বিহারেন সদা
 ও বনে জটায়ু রথী, পিতৃসখা তব !
 পরম পীরিতি রথী পাইবেন হেরি
 তোমায় ! জীবনদান দিলা মহামতি
 ধর্মকর্ম—সতী নারী রাখিতে বিপদে ;
 অসীম গৌরব তেঁই ! চল ত্বর করি ।”

জিজ্ঞাসিলা রক্ষোরিপু, “কহ, কৃপা করি,
 হে সুরথি, সমসুখী এদেশে কি তোমা
 সকলে ?” “খনির গর্ভে” উত্তরিলিলা বালি,
 “জনমে সহস্র মণি, রাঘব ; কিরণে
 নহে সমতুল সবে, কহিহু তোমারে ;—
 তবু আভাহীন কেবা, কহ, রঘুমণি ?”
 এইরূপে মিষ্টালাপে চলিলা ছুজনে ।

রম্য বনে, বহে যথা পীষ্মসলিলা
 নদী সদা কলকলে, দেখিলা নৃমণি,
 জটায়ু গরুড়পুত্রে, দেবাকৃতি রথী ;
 দ্বিরদ-রদ-নির্মিত, বিবিধ-রতনে
 খচিত আসনাসীন ! উথলে চৌদিকে
 বীণাধ্বনি ! পদ্মপর্ণবর্ণ বিভায়াশি

৪। বিমল রয়ে—নির্মল বেগে ।

২২। পীষ্মসলিলা—অমৃতধারা ।

৯। বিহারেন—বিহার করেন ।

২৬। আসনাসীন—আসনোপবিষ্ট ।

উজ্জ্বলে সে বনরাজী, চন্দ্রাতপে ভেদি
 সৌরকরপুঞ্জ যথা উৎসব-আলয়ে !
 চিরপরিমলময় সমীর বহিছে
 বাসস্ত ! আদরে বীর কহিলা রাধবে,—
 “জুড়ালে নয়ন আজি, নরকুলমণি
 মিত্রপুত্র ! ধন্য তুমি ! ধরিলা তোমারে
 শুভ ক্ষণে গর্ভে, শুভ, তোমার জননী !
 ধন্য দশরথ সখা, জন্মদাতা তব !
 দেবকুলপ্রিয় তুমি, তেঁই সে আইলে
 সশরীরে এ নগরে । কহ, বৎস, শুনি,
 রণ-বার্তা ! পড়েছে কি সমরে তুম্মতি
 রাবণ ?” প্রণমি প্রভু কহিলা সুশ্বরে,—
 “ও পদ-প্রসাদে, তাত, তুমুল সংগ্রামে,
 বিনাশিনু বহু রক্ষ ; রক্ষঃকুলপতি
 রাবণ একাকী বীর এবে রক্ষঃপুরে ।
 তার শরে হতজীব লক্ষ্মণ সুমতি,
 অশুভ ; আইল দাস এ দুর্গম দেশে,
 শিবের আদেশে আজি ! কহ, কৃপা করি,
 কহ দাসে, কোথা পিতা, সখা তব, রথি ?”
 কহিলা জটায়ু বলী, “পশ্চিম দুয়ারে
 বিরাজেন রাজ-ঋষি রাজ-ঋষিদলে ।
 নাহি মানা মোর প্রতি ভ্রমিতে সে দেশে ;
 যাইব তোমার সঙ্গে, চল, রিপুদমি ।”
 বহুবিধ রম্য দেশ দেখিলা সুমতি,
 বহু স্বর্ণ-অটালিকা ; দেবাকৃতি বহু
 রথী ; সরোবরকূলে, কুসুমকাননে,
 কেলিছে হরষে প্রাণী, মধুকালে যথা

১। চন্দ্রাতপ—চাঁদোরা ।

২৩। রিপুদমি—শক্রদমনকারি ।

২৪। রম্য দেশ—মনোহর স্থান ।

২৭। কেলিছে—কেলি করিতেছে । মধুকালে—বসন্তকালে ।

গুঞ্জরে ভ্রমরকুল সুনিকুঞ্জবনে ;
 কিম্বা নিশাভাগে যথা খণ্ডোত, উজলি
 দশ দিশ ! দ্রুতগতি চলিলা ছুজনে !
 লক্ষ লক্ষ লক্ষ প্রাণী বেড়িল রাঘবে ।
 কহিলা জটায়ু বলী, “রঘুকুলোদ্ভব
 এ সুরথী ! সশরীরে শিবের আদেশে,
 আইলা এ প্রেতপুরে, দরশন-হেতু
 পিতৃপদ ; আশীর্বাদি যাহ সবে চলি
 নিজস্থানে, প্রাণীদল ।” গেলা চলি সবে
 আশীর্বাদি । মহানন্দে চলিলা ছুজনে ।
 কোথায় হেমাঙ্গগিরি উঠিছে আকাশে
 বৃক্ষচূড়, জটচূড় যথা জটধারী
 কপর্দী ! বহিছে কলে প্রবাহিণী ঝরি !
 হীরা, মণি, মুক্তাফল ফলে স্বচ্ছ জলে ।
 কোথায় বা নীচদেশে শোভিছে কুসুম
 শ্যামভূমি ; তাহে সরঃ, খচিত কমলে !
 নিরন্তর পিকবর কুহরিছে বনে ।

বিনতানন্দনাত্মজ কহিলা সস্তাষি
 রাঘবে, “পশ্চিম দ্বার দেখ, রঘুমণি !
 হিরণ্ময় ; এ সূদেশে হীরক-নির্মিত
 গৃহাবলী । দেখ চেয়ে, স্বর্ণবৃক্ষমূলে,
 মরকতপত্রছত্র দীর্ঘশিরোপরি,
 কনক-আসনে বসি দিলীপ নৃমণি,
 সঙ্কে সুদক্ষিণা সাধ্বী ! পূজ ভক্তিভাবে
 বংশের নিদান তব । বসেন এ দেশে
 অগণ্য রাজষিগণ,—ইক্ষাকু, মাহাতা,
 নহষ প্রভৃতি সবে বিখ্যাত জগতে ।

১৩। কপর্দী—শিব । কল—মধুরাসুট শব্দ । ১৬। সরঃ—সরোবর ।

১৮। বিনতানন্দনাত্মজ—গুরুভগ্ন অর্থাৎ জটায়ু ।

২৪। সুদক্ষিণা—দিলীপের স্ত্রী ।

২৫। নিদান—আদিকারণ, মূল ।

অগ্রসরি পিতামহে পূজ, মহাবাহু !”

অগ্রসরি রথীশ্বর সাষ্টাঙ্গে নমিলা
দম্পতির পদতলে ; সুধিলা আশীষি
দিলীপ, “কে তুমি ? কহ, কেমনে আইলা
সশরীরে প্রেতদেশে, দেবাকৃতি রথি ?
তব চন্দ্রানন হেরি আনন্দসলিলে
ভাসিল হৃদয় মম !” কহিলা সুস্বরে
সুদক্ষিণা, “হে সুভগ, কহ ঘরা করি,
কে তুমি ? বিদেশে যথা স্বদেশীয় জনে
হেরিলে জুড়ায় আঁখি, তেমনি জুড়াল
আঁখি মম, হেরি তোমা ! কোন্ সাধবী নারী
শুভ ক্রমে গর্ভে তোমা ধরিল সুমতি !
দেবকুলোদ্ভব যদি, দেবাকৃতি, তুমি,
কেন বন্দ আমা দৌছে ? দেব যদি নহ,
কোন্ কুল উজ্জলিলা নরদেবরূপে ?”

উত্তরিলে দাশরথি কৃতাজ্জলিপুটে,—

“ভুবনবিখ্যাত পুত্র রঘু নামে তব,
রাজর্ষি, ভুবন জিনি জিনিলা স্ববলে
দিগ্‌বিজয়ী, অজ্ঞ নামে তাঁর জনমিলা
তনয়—বসুধাপাল ; বরিলে অজেরে
ইন্দুমতী ; তাঁর গর্ভে জনম লভিলা
দশরথ মহামতি ; তাঁর পাটেশ্বরী
কৌশল্যা ; দাসের জন্ম তাঁহার উদরে ।
সুমিত্রা-জননী-পুত্র লক্ষ্মণ-কেশরী,
শত্রুঘ্ন—শত্রুঘ্ন রণে ! কৈকেয়ী জননী
ভরত ভ্রাতারে, প্রভু, ধরিল গরভে !”

উত্তরিলে রাজ-ঋষি, “রামচন্দ্র তুমি,
ইক্ষ্বাকু-কুলশেখর, আশীষি তোমারে ।

২। অগ্রসরি—অগ্রসর হইয়া।

১৪। বন্দ—বন্দনা কর।

২৫। শত্রুঘ্ন—শত্রুনাশক।

নিত্য নিত্য কীৰ্ত্তি তব ঘোষিবে জগতে,
 যত দিন চন্দ্র সূর্য্য উদয়ে আকাশে,
 কীৰ্ত্তিমান্ ! বংশ মম উজ্জল ভূতলে
 তব গুণে গুণিশ্ৰেষ্ঠ ! ওই যে দেখিছ
 স্বৰ্ণগিরি, তার কাছে বিখ্যাত এ পুরে,
 অক্ষয় নামেতে বট বৈতরণীতটে ।
 বৃক্ষমূলে পিতা তব পূজেন সতত
 ধৰ্ম্মরাজে তব হেতু ; যাও, মহাবাহু,
 রঘুকুল অলঙ্কার, তাঁহার সমীপে ।
 কাতর তোমার ছুখে দশরথ রথী ।”

বন্দি চরণারবিন্দ আনন্দে নৃমণি,
 বিদায়ি জটায়ু শুরে, চলিলা একাকী
 (অন্তরীক্ষে সন্ধে মায়া) স্বৰ্ণগিরি দেশে
 সুরম্য, অক্ষয় বৃক্ষে হেরিলা সুরথী
 বৈতরণী নদীতীরে, পীযুষসলিলা
 এ ভূমে ; সুবর্ণ-শাখা, মরকত পাতা,
 ফল, হায়, ফলছটা কে পারে বর্ণিতে ?
 দেবারাধ্য তরুরাজ, মুকতিপ্রদায়ী ।

হেরি দূরে পুত্রবরে রাজর্ষি, প্রসরি
 বাহুযুগ, (বক্ষঃস্থল আর্দ্র অশ্রুজলে)
 কহিলা, “আইলি কি রে এ দুর্গম দেশে
 এত দিনে, প্রাণাধিক, দেবের প্রসাদে,
 জুড়াতে এ চক্ষুঃদ্বয় ? পাইলু কি আজি
 তোরে, হারাধন মোর ? হায় রে, কত যে
 সহিলু বিহনে তোর, কহিব কেমনে,
 রামভদ্র ? লৌহ যথা গলে অগ্নিতেজে,
 তোর শোকে দেহত্যাগ করিলু অকালে ।
 মুদিলু নয়ন, হায়, হৃদয়জ্বলনে ।

১০। অন্তরীক্ষে—আকাশে।

১৮। দেবারাধ্য—দেবতাদিগের আরাধনীয়।

১৯। প্রসরি—বিস্তার করিয়া, অর্থাৎ বাড়াইয়া।

নিদারুণ বিধি, বৎস, মম কৰ্মদোষে
 লিখিলা আয়াস, মরি, তোর ও কপালে,
 ধৰ্মপথগামী তুই ! তেঁই সে ঘটিল
 এ ঘটনা ; তেঁই, হায়, দলিল কৈকেয়ী
 জীবনকাননশোভা আশালতা মম
 মত্ত মাতঙ্গিনীরূপে ।” বিলাপিলা বলী
 দশরথ ; দাশরথি কাঁদিলা নীরবে ।

কহিলা রাঘবশ্রেষ্ঠ, “অকূল সাগরে
 ভাসে দাস, তাত, এবে ; কে তারে রক্ষিবে
 এ বিপদে ? এ নগরে বিদিত যতপি
 ঘটে যা ভবমণ্ডলে, তবে ও চরণে
 অবিদিত নহে, কেন আইল এ দেশে
 কিঙ্কর ! অকালে, হায়, ঘোরতর রণে,
 হত প্রিয়ানুজ আজি ! না পাইলে তারে,
 আর না ফিরিব যথা শোভে দিনমণি,
 চন্দ্র, তারা ! আজ্ঞা দেহ, এখনি মরিব,
 হে তাত, চরণতলে ! না পারি ধরিতে
 তাহার বিরহে প্রাণ !” কাঁদিলা নৃমণি
 পিতৃপদে ; পুত্রহুখে কাতর, কহিলা
 দশরথ,—“জানি আমি, কি কারণে তুমি
 আইলে এ পুরে, পুত্র । সদা আমি পূজি
 ধৰ্মরাজে, জলাঞ্জলি দিয়া সুখভোগে,
 তোমার মঙ্গল হেতু । পাইবে লক্ষ্মণে,
 সুলক্ষণ ! প্রাণ তার এখনও দেহে
 বদ্ধ, ভগ্ন কারাগারে বদ্ধ বন্দী যথা ।
 সুগন্ধমাদন গিরি, তার শূন্যদেশে
 ফলে মহৌষধ, বৎস, বিশল্যকরণী,
 হেমলতা ; আনি তাহা বাঁচাও অহুজে ।

আপনি প্রসন্নভাবে যমরাজ আজি
 দিলা এ উপায় কহি । অমুচর তব
 আশুগতিপুত্র হনু, আশুগতিগতি ;
 প্রের তারে ; মুহূর্তেকে আনিবে ঔষধে,
 ভীমপরাক্রম বলা প্রভঞ্জনসম ।
 নাশিবে সময়ে তুমি বিষম সংগ্রামে
 রাবণে ; সবংশে নষ্ট হবে ছুষ্টমতি
 তব শরে ; রঘুকুললক্ষ্মী পত্রবধু
 রঘুগৃহ পুনঃ মাতা ফিরি উজ্জলিবে ;—
 কিন্তু সুখ ভোগ ভাগ্যে নাহি, বৎস, তব !
 পুড় ধূপদানে, ায়, গন্ধরস যথা
 সুগন্ধে আমোদে দেশ, বহু ক্রেশ সহি,
 পুরিবে ভারতভূমি, যশস্বি, সুযশে !
 মম পাপ হেতু বিধি দণ্ডিলা তোমারে ;—
 স্বপাপে মরিহু আমি তোমার বিচ্ছেদে ।

“অর্দ্ধগত নিশামাত্র এবে ভূমণ্ডলে ।
 দেববলে বলী তুমি, যাও শীঘ্র ফিরি
 লক্ষ্মাধামে ; প্রের ত্বরা বীর হনুমানে ;
 আনি মহৌষধ, বৎস, বাঁচাও অমুজে ;—
 রজনী থাকিতে যেন আনে সে ঔষধে ।”

আশীষিলা দশরথ দাশরথি শূরে ।
 পিতৃ-পদধূলি পুত্র লইবার আশে,
 অর্পিলা চরণপদ্মে করপদ্ম ;—বৃথা ।
 নারিলা স্পর্শিতে পদ ! কহিলা সুস্বরে
 রঘুজ-অজ-অজ্জ দশরথাজ্জে ;—
 “নহে ভূতপূর্ব দেহ এবে যা দেখিছ
 প্রাণাধিক ! ছায়া মাত্র ! কেমনে ছুঁইবে
 এ ছায়া, শরীরী তুমি ? দর্পণে যেমতি

৩। আশুগতিপুত্র—পবনপুত্র । আশুগতিগতি—পবনগতি, অর্থাৎ পবনের দ্বারা
 কৃতগামী ।

৪। প্রের—প্রেরণ কর, পাঠাও ।

প্রতিবিশ্ব, কিম্বা জলে, এ শরীর মম।—

অবিলম্বে, প্রিয়তম, যাও লঙ্কাধামে।”

প্রণমি বিশ্বয়ে পদে চলিলা সুমতি,

সঙ্গে মায়ী। কত ক্রমে উতরিলা বলী

যথায় পতিত ক্ষেত্রে লক্ষ্মণ সুরথী ;

চারি দিকে ঘীরবৃন্দ নিজ্রাহীন শোকে।

ইতি শ্রীমেঘনাদবধে কাব্যে প্রেতপুরী নাম

অষ্টমঃ সর্গঃ।

নবম সর্গ

প্রভাতিল বিভাবরী ; জয় রাম নাদে
নাদিল বিকট ঠাট লঙ্কার চৌদিকে ।

কনক-আসন ত্যজি, বিষাদে ভূতলে
বসেন যথায়, হায়, রক্ষোদলপতি
রাবণ ; ভীষণ স্বন স্বনিল সে স্থলে
সাগরকল্লোলসম ! বিস্ময়ে সুরথী
সুধিলা সারণে লক্ষি,—“কহ ত্বরা করি,
হে সচিবশ্রেষ্ঠ বৃধ, কি হেতু নিনাদে
বৈরিবৃন্দ, নিশাভাগে নিরানন্দ শোকে ?
কহ শীঘ্র ! প্রাণদান পাইল কি পুনঃ
কপট-সমরী মুঢ় সৌমিত্রি ? কে জানে—
অনুকূল দেবকুল তাই বা কারল !
অবিরামগতি স্রোতে বাঁধিল কোশলে
যে রাম ; ভাসিল শিলা যার মায়াতেজে
জলমুখে ; বাঁচিল যে ছুই বার মরি
সমরে, অসাধ্য তার কি আছে জগতে ?
কহ শুনি, মন্ত্রিবর, কি ঘটিল এবে ?”

কর পুটি মন্ত্রিবর উত্তরিল। খেদে !—
“কে বুঝে দেবের মায়া এ মায়াসংসারে,
রাজেন্দ্র ? গন্ধমাদন, শৈলকুলপতি,
দেবাত্মা, আপনি আসি গত নিশাকালে,
মহৌষধ-দানে, প্রভু, বাঁচাইলা পুনঃ
লক্ষ্মণে ; তেঁই সে সৈন্য নাদিছে উল্লাসে ।

১। প্রভাতিল—প্রভাত হইল। বিভাবরী—রাজি।

৭। লক্ষি—লক্ষ্য করিয়া।

৮। সচিবশ্রেষ্ঠ—মন্ত্রিপ্ৰধান। বৃধ—পণ্ডিত।

১৮। কর পুটি—করযোড় করিয়া।

২১। দেবাত্ম —দেবতা বাহার আত্মা, অর্থাৎ অধিষ্ঠাত্রী।

হিমাশ্বে দ্বিগুণতেজঃ ভূজঙ্গ যেমতি,
গরজে সৌমিত্রি শূর—মস্ত বীরমদে ;
গরজে সুগ্রীব সহ দাক্ষিণাত্য যত,
যথা করিস্থথ, নাথ, শুনি স্থথনাথে !”

বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি কহিলা সুরথী
লঙ্কেশ,—“বিধির বিধি কে পারে খণ্ডাতে ?
বিমুখি অমর মরে, সম্মুখ-সমরে
বধিত্ব যে রিপু আমি, বাঁচিল সে পুনঃ
দৈববলে ? হে সারণ, মম ভাগ্যদোষে,
ভুলিলা স্বধর্ম আজি কৃতান্ত আপনি !
গ্রাসিলে কুরজে সিংহ ছাড়ে কি হে কভু
তাহায় ? কি কাজ কিন্তু এ বৃথা বিলাপে ?
বুঝিত্ব নিশ্চয় আমি, ডুবিল তিমিরে
কর্কর-গৌরব-রবি ! মরিল সংগ্রামে
শূলীশঙ্কুসম ভাই কুন্তুকর্ণ মম,
কুমার বাসবজয়ী, দ্বিতীয় জগতে
শক্তিধর ! প্রাণ আমি ধরি কোন্ সাধে ?
আর কি এ দৌহে ফিরি পাব ভবতলে ?—
যাও তুমি, হে সারণ, যথায় সুরথী
রাঘব ;—কহিও শূরে,—‘রক্ষঃকুলনিধি
রাবণ, হে মহাবাহু, এই ভিক্ষা মাগে
তব কাছে,— তিষ্ঠ তুমি সসৈন্তে এ দেশে
সপ্ত দিন, বৈরিভাব পরিহরি, রথি !

- ১। হিমাশ্বে—শীতাবসানে, অর্থাৎ গ্রীষ্মে। ভূজঙ্গ—সর্প।
৪। করিস্থথ—হস্তী। স্থথ—হস্ত্যাতির দল।
৭। অমর—যাহাদিগের মৃত্যু নাই, অর্থাৎ দেবতাদি। মর—যাহাদিগের মৃত্যু আছে
অর্থাৎ মনুষ্যাদি। ১১। গ্রাসিলে—গ্রাস করিলে। কুরঙ্গ—মৃগ।
১৪। কর্কর-গৌরব-রবি—রাক্ষসকুলের গৌরবরূপ অর্থাৎ।
১৫। শূলীশঙ্কুসম—শূলধারীমহাদেবসদৃশ।
১৬। কুমার—পুত্র অর্থাৎ মেঘনাদ। বাসবজয়ী—ইন্দ্রের ভেতা।
১৭। শক্তিধর—কার্ত্তিকের। ২৩। পরিহরি—পরিহার, অর্থাৎ ত্যাগ করিয়া।

পুত্রের সংক্রিয়া রাজা ইচ্ছেন সাধিতে
 যথাবিধি । বীরধর্ম্য পাল রঘুপতি !—
 বিপক্ষ সুবীরে বীর সম্মানে সতত ।
 তব বাহুবলে, বলি, বীরশূচ্য এবে
 বীরযোনি স্বর্ণলঙ্কা ! ধন্য বীরকুলে
 তুমি ! শুভ ক্ষণে ধনুঃ ধরিলি, নৃমণি !
 অনুকূল তব প্রতি শুভদাতা বিধি ;
 দৈববশে রক্ষঃপতি পতিত বিপদে ;
 পরমনোরথ আজি পুরাও, সুরথি ।
 যাও শীঘ্র, মন্ত্রিবর, রামের শিবিরে ।”

বন্দি রক্ষঃকুল-ইন্দ্রে, সঙ্গীদল সহ,
 চলিলা সচিবশ্রেষ্ঠ । অমনি খুলিল
 ভীষণ নিনাদে দ্বার দ্বারপাল যত ।
 ধীরে ধীরে রক্ষোমন্ত্রী চলিলা বিষাদে
 চির-কোলাহলময় পয়োনিধিতীরে ।

শিবিরে বসেন প্রভু রঘুকুলমণি,
 আনন্দসাগরে মগ্ন ; সম্মুখে সৌমিত্রি
 রথীশ্বর, যথা তরু হিমালীবিহনে
 নবরস ; পূর্ণশশী সুহাস আকাশে
 পূর্ণিমায় ; কিম্বা পদ্ম, নিশা-অবসানে,
 প্রফুল্ল ! দক্ষিণে রক্ষঃ বিভীষণ-বলী
 মিত্র, আর নেতৃ যত—তুর্ধ্ব সংগ্রামে,—
 দেবেন্দ্র বেড়িয়া যেন দেবকুল-রথী !

কহিল সংক্ষেপে বার্তা বার্তাবহ ভরা ;—
 “রক্ষঃকুলমন্ত্রী, দেব, বিখ্যাত জগতে,
 সারণ, শিবিরদ্বারে সঙ্গীদল সহ ;—

-
- ১। সংক্রিয়া—সংকার, অর্থাৎ দাহাদি ।
 ৩। বিপক্ষ ইত্যাদি—বীরপুরুষেরা বীর বিপক্ষ হইলেও তাহার সম্মান করিয়া থাকেন ।
 ৫। বীরযোনি—বীরপ্রসবিনী, অর্থাৎ যেখানে অনেক বীর আছে ।
 ১৫। পয়োনিধি—সমুদ্র । ২৪। বার্তাবহ—যে সংবাদ বহন করে, অর্থাৎ দূত ।

কি আজ্ঞা তোমার, দাসে কহ নরমণি ।”

আদেশিলা রঘুবর, “আন হুয়া করি,
বার্তাবহ, মন্ত্রিবরে সাদরে এ স্থলে ।
কে না জানে, দূতকুল অবধ্য সমরে ?”

প্রবেশি শিবিরে তবে সারণ কহিলা—
(বন্দি রাজপদযুগ) “রক্ষঃকুলনিধি
রাবণ, হে মহাবাহু, এই ভিক্ষা মাগে
তব কাছে,—‘তিষ্ঠ তুমি সসৈন্তে এ দেশে
সপ্ত দিন, বৈরিভাব পরিহরি, রথি !
পুত্রের সংক্রিয়া রাজা ইচ্ছেন সাধিতে
যথাবিধি ! বীরধর্ম পাল, রঘুপতি !—
বিপক্ষ সুবীরে বীর সম্মানে সতত ।
তব বাহুবলে, বলি, বীরশূন্য এবে
বীরযোনি স্বর্ণলঙ্কা ! ধন্য বীরকূলে
তুমি ! শুভ ক্ষণে ধনুঃ ধরিলা, নৃমণি ;
অনুকূল তব প্রতি শুভদাতা বিধি ;
দৈববশে রক্ষঃপতি পতিত বিপদে ;—
পরমনোরথ আজি পূরাও, সুরথি ।”

উত্তরিলে রঘুনাথ,—“পরমারি মম,
হে সারণ, প্রভু তব ; তবু তাঁর ছুখে
পরম ছুখিত আমি, কহিনু তোমারে ।
রাহুগ্রাসে হেরি সূর্য্যে কার না বিদরে
হৃদয় ? যে তরুরাজ জলে তাঁর তেজে
অরণ্যে, মলিনমুখ সেও হে সে কালে !
বিপদে অপর পর সম মম কাছে,
মন্ত্রিবর ! যাও ফিরি স্বর্ণলঙ্কাধামে
তুমি, না ধরিব অস্ত্র সপ্ত দিন আমি
সসৈন্তে । কহিও, বৃধ, রক্ষঃকুলনাথে,
ধর্মকর্মের রত জনে কভু না প্রহারে

ধাৰ্ম্মিক ।” এতেক কহি নীরবিলা বলী ।

নতভাবে রক্ষোমন্ত্রী কহিলা উত্তরি ;—

“নরকুলোত্তম তুমি, রঘুকুলমণি ;
বিজ্ঞা, বুদ্ধি, বাহুবলে অতুল জগতে ।
উচিত এ কৰ্ম্ম তব, শুন, মহামতি !
অনুচিত কৰ্ম্ম কভু করে কি সৃজনে ?
যথা রক্ষোদলপতি নৈকষেয় বলী ;
নরদলপতি তুমি, রাঘব ! কুক্ষণে—
ক্ষম এ আক্ষেপ, রথি, মিনতি ও পদে !
কুক্ষণে ভেটিলে দৌহা দৌহে রিপুভাবে !
বিধির নিৰ্ব্বন্ধ কিন্তু কে পারে খণ্ডাতে ?
যে বিধি, হে মহাবাহু, সৃজিলা পবনে
সিন্ধু-অরি ; যুগ-ইন্দ্রে গজ-ইন্দ্রে রিপু ;
খগেন্দ্রে নাগেন্দ্রে বৈরী ; তাঁর মায়াছলে
রাঘব রাবণ-অরি—দোষিব কাহারে ?”

প্রসাদ পাইয়া দূত চলিলা সত্বরে
যথায় রাক্ষসনাথ বসেন নীরবে,
তিতিয়া বসন, মরি নয়ন-আসারে,
শোকাক্ত ! হেথায় আঞ্জা দিলা নরপতি
নেতাবৃন্দে ; রণসজ্জা ত্যজি কুতূহলে,
বিরাম লভিলা সবে যে যার শিবিরে ।

যথায় অশোকবনে বসেন বৈদেহী,—
অতল জলধিতলে, হায় রে, যেমতি
বিরহে কমলা সতী, আইলা সরমা—
রক্ষঃকুলরাজলক্ষ্মী রক্ষোবধুবশে ।
বন্দি চরণারবিন্দ বসিলা ললনা
পদতলে । মধুস্বরে সুধিলা মৈথিলি,—
“কহ মোরে, বিধুমুখি, কেন হাহাকারে

১৪। খগেন্দ্র—পক্ষিরাজ, গরুড় ।

১৮। আসারে—বারিধারায় ।

২৮। হাহাকারে—হাহাকার করে

এ ছদিন পুরবাসী ? শুনিছু সভয়ে
 রণনাদ সারাদিন কালি রণভূমে ;
 কাঁপিল সঘনে বন, ভুকম্পনে যেন,
 দূর বীরপদভরে ; দেখিছু আকাশে
 অগ্নিশিখাসম শর ; দিবা-অবসানে,
 জয়-নাদে রক্ষঃসৈন্য পশিল নগরে,
 বাজিল রাক্ষসবাচ্য গস্তীর নিকণে !
 কে জ্বিনিল ? কে হারিল ? কহ ত্বরা করি,
 সরমে ! আকুল মনঃ, হায় লো, না মানে
 প্রবোধ ! না জানি হেথা জিজ্ঞাসি কাহারে ?
 না পাই উত্তর যদি সুধি চেড়ীদলে ।
 বিকটা ত্রিজটা, সখি, লোহিতলোচনা,
 করে খরসান অসি, চামুণ্ডারূপিণী,
 আইল কাটিতে মোরে গত নিশাকালে,
 ক্রোধে অন্ধা ! আর চেড়ী রোধিল তাহারে ;
 বাঁচিল এ পোড়া প্রাণ তেঁই, সুকেশিনি !
 এখনও কাঁপে হিয়া স্মরিলে ছুঁটারে !”

কহিলা সরমা সতী সুমধুর ভাষে ;—
 “তব ভাগ্যে, ভাগ্যবতি, হতজীব রণে
 ইন্দ্রজিত ! তেঁই লক্ষা বিলাপে এরাপে
 দিবানিশি । এত দিনে গতবল, দেবি,
 কর্ব র-ঈশ্বর বলী ! কাঁদে মন্দোদরী ;
 রক্ষঃকুলনারীকুল আকুল বিষাদে ;
 নিরানন্দ রক্ষোরথী । তব পুণ্যবলে,
 পদ্মাক্ষ, দেবর তব লক্ষণ সুরথী
 দেবের অসাধ্য কর্ম সাধিলা সংগ্রামে,—
 বধিলা বাসবজিতে—অজ্ঞেয় জগতে !”

উত্তরিল প্রিয়ম্বদা,—“সুবচনী তুমি

১০। প্রবোধ—সাম্বনা ।

১৫। রোধিল—ক্রোধ, অর্থাৎ আটক করিল ।

২৮। সুবচনী—দেবীবিশেষ । সরমাণকে সুসংবাদদায়িনী ।

মম পক্ষে, রক্ষাবধু, সদা লো এ পুরে !
 ধন্য বীর-ইন্দ্র-কুলে সৌমিত্রি কেশরী ।
 শুভ ক্রমে হেন পুত্রে সুমিত্রা শাশুড়ী
 ধরিলে সুগর্ভে, সহি ! এত দিনে বুঝি
 কারাগারদ্বার মম খুলিলা বিধাতা
 কুপায় ! একাকী এবে রাবণ ছুর্মতি
 মহারথী লঙ্কাধামে । দেখিব কি ঘটে,—
 দেখিব আর কি দুঃখ আছে এ কপালে ?
 কিন্তু শুন কান দিয়া ! ক্রমশঃ বাড়িছে
 হাহাকার-ধ্বনি, সখি ।”—কহিলা সরমা
 সুবচনী,—“কর্ব্ব রেঙ্গু রাঘবেঙ্গু সহ
 করি সন্ধি, সিন্ধুতীরে লইছে তনয়ে
 প্রেতক্রিয়াহেতু, সতি ! সপ্ত দিবানিশি
 না ধরিবে অস্ত্র কেহ এ রাক্ষসদেশে
 বৈরিভাবে—এ প্রতিজ্ঞা করিলা নৃমণি
 রাবণের অনুরোধে ;—দয়াসিন্ধু, দেবি,
 রাঘবেঙ্গু ! দৈত্যবালা প্রমীলা সুন্দরী—
 বিদরে হৃদয়, সাধি, স্মরিলে সে কথা !—
 প্রমীলা সুন্দরী ত্যজি দেহ দাহস্থলে,
 পতির উদ্দেশে সতী, পতিপরায়ণা,
 যাবে স্বর্গপুরে আজি ! হর-কোপানলে,
 হে দেবি, কল্পর্প যবে মরিলা পুড়িয়া,
 মরিলা কি রতি সতী প্রাণনাথে লয়ে ?”

কাঁদিলে রাক্ষসবধু তিতি অশ্রুণীরে
 শোকাকুলা । ভবতলে মূর্ত্তিমতী দয়া
 সীতারূপে, পরদুঃখে কাতর সতত,
 কহিলা—সজল আঁখি, সস্তাষি সখীরে ;
 “কৃষ্ণে জনম মম, সরমা রাক্ষসি !
 সুখের প্রদীপ, সখি, নিবাই লো সদা
 প্রবেশি যে গৃহে, হায়, অমঙ্গলারূপী

আমি । পোড়া ভাগ্যে এই লিখিলা বিধাতা !
 নরোত্তম পতি মম, দেখ, বনবাসী !
 বনবাসী, সুলক্ষণে, দেবর স্মৃতি
 লক্ষণ ! ত্যজিলা প্রাণ পুত্রশোকে, সখি,
 স্বশুর ! অযোধ্যাপুরী আঁধার লো এবে,
 শূন্য রাজসিংহাসন ! মরিলা জটায়ু,
 বিকট বিপক্ষপক্ষে ভীমভুজবলে,
 রক্ষিতে দাসীর মান ! ছাদে দেখ হেথা—
 মরিল বাসবজিৎ অভাগীর দোষে,
 আর রক্ষোরথী যত, কে পারে গণিতে ?
 মরিবে দানববালা অতুল এ ভবে
 সৌন্দর্য্যে ! বসন্তারম্ভে, হায় লো, শুখাল
 হেন ফুল !” “দোষ তব,” সুধিলা সরমা,
 মুছিয়া নয়নজল—“কহ কি, রূপসি ?
 কে ছিঁড়ি আনিল হেথা এ স্বর্ণব্রততী,
 বঞ্চিয়া রসালরাজে ? কে আনিল তুলি
 রাঘবমানসপদ এ রাক্ষসদেশে ?
 নিজ কর্মদোষে মজে লক্ষা-অধিপতি !
 আর কি কহিবে দাসী ?” কাঁদিলা সরমা
 শোকে ! রক্ষঃকুলশোকে সে অশোক-বনে,
 কাঁদিলা রাঘববাঞ্ছা—ছুঃখী পর-ছুঃখে ।
 খুলিল পশ্চিম দ্বার অশনি-নিনাদে ।
 বাহিরিল লক্ষ রক্ষঃ স্বর্ণদণ্ড করে,
 কৌষিক পতাকা তাহে উড়িছে আকাশে ।
 রাজপথ-পার্শ্বদ্বয়ে চলে সারি সারি
 নীরবে পতাকিকুল । সর্বাগ্রে ছন্দুভি
 করিপৃষ্ঠে পুরে দেশ গম্ভীর আরবে ।
 পদব্রজে পদাতিক কাতারে কাতারে ;

১৫। স্বর্ণব্রততী—বর্ণলতা ।

১৬। রসাল—আত্মবৃন্দ ।

২১। রাঘববাঞ্ছা—রাঘবের বাঞ্ছাধরূপ ।

২৩। পতাকিকুল—পতাকাধারীর দল ।

বাজীরাজী সহ গজ ; রথীবৃন্দ রথে
 মৃগগতি, বাজে বাণ্ড সক্রুণ ক্রণে !
 যত দূর চলে দৃষ্টি, চলে সিন্ধুমুখে
 নিরানন্দে রক্ষোদল ! ঝক ঝক ঝকে
 স্বর্ণ-বর্ষ ধাঁধি আঁখি ! রবিকরভেজে
 শোভে হৈমধ্বজদণ্ড ; শিরোমণি শিরে ;
 অসিকোষ সারসনে ; দীর্ঘ শূল হাতে ;
 বিগলিত অশ্রুধারা, হায় রে, নয়নে !

বাহিরিল বীরাকনা (প্রমীলার দাসী)
 পরাক্রমে ভীমা-সমা, রূপে বিচাধরী,
 রণবেশে ;—কৃষ্ণ-হয়ে নৃমুণ্ডমালিনী,—
 মলিন বদন, মরি, শশিকলাভাবে
 নিশা যথা ! অবিরল ঝরে অশ্রুধারা,
 তিত্তি বস্ত্র, তিত্তি অশ্ব, তিত্তি বসুধারে !
 উচ্ছ্বাসিছে কোন বামা ; কেহ বা কাঁদিছে
 নীরবে ; চাহিছে কেহ রঘুসৈন্য পানে
 অগ্নিময় আঁখি রোষে, বাঘিনী যেমনি
 (জালাবৃত) ব্যাধবর্গে হেরিয়া অদূরে !
 হায় রে, কোথা সে হাসি—সৌদামিনী-ছটা !
 কোথা সে কটাক্ষশর, কামের সমরে
 সর্বভেদী ? চেড়ীবৃন্দ মাঝারে বড়বা,
 শূন্যপৃষ্ঠ, শোভাশূন্য, কুসুম বিহনে
 বৃন্ত যথা ! তুলাইছে চামর চৌদিকে
 কিঙ্করী ; চলিছে সঙ্গে বামাব্রজ কাঁদি
 পদব্রজে ; কোলাহল উঠিছে গগনে ।
 প্রমীলার বীরবেশ শোভে ঝলঝলে

২। ক্রণে—শব্দে ।

৭। অসিকোষ—খাপ । সারসন—কোমরবন্ধ ।

১১। কৃষ্ণ-হয়ে—কৃষ্ণবর্ণ অর্থে ।

১৫। উচ্ছ্বাসিছে—উচ্ছ্বাস, অর্থাৎ নিব্বাস ছাড়িতেছে ।

২৩। বৃন্ত—বোঁটা ।

২৪। বামাব্রজ—ক্রীসমূহ ।

বড়বার পৃষ্ঠে,—অসি, চর্ম্ম, তুণ, ধনুঃ,
কিরীট, মণ্ডিত, মরি, অমূল্য রতনে !
সারসন মণিময় ; কবচ খচিত
সুবর্ণে,—মলিন দৌহে । সারসন স্মরি,
হায় রে, সে সরু কটি ! কবচ ভাবিয়া
সে সু-উচ্চ কুচযুগে—গিরিশৃঙ্গসম !
ছড়াইছে খই, কড়ী, স্বর্ণমুদ্রা আদি
অর্থ, দাসী ; সক্রুণে গাইছে গায়কী ;
পেশল-উরস হানি কাঁদিছে রাক্ষসী !

বাহিরিল যুদ্ধগতি রথবৃন্দ মাঝে
রথবর, ঘনবর্গ, বিজলীর ছটা
চক্রে ; ইন্দ্রচাপরূপী ধ্বজ চূড়দেশে ;—
কিন্তু কান্তিশূন্য আজি, শূন্যকান্তি যথা
প্রতিমাপঞ্জর, মরি, প্রতিমা বিহনে
বিসর্জন-অস্তে !—কাঁদে ঘোর কোলাহলে
রক্ষোরথী, ক্ষণ বক্ষঃ হানি মহাক্ষেপে
হতজ্ঞান ! রথমধ্যে শোভে ভীম ধনুঃ,
তুণীর, ফলক, খড়্গ, শংখ, চক্র, গদা-
আদি অস্ত্র ; সুকবচ ; সৌরকর-রাশি-
সদৃশ কিরীট ; আর বীরভূষা যত ।
সক্রুণ গীতে গীতী গাইছে কাঁদিয়া
রক্ষোভুংখ ! স্বর্ণমুদ্রা ছড়াইছে কেহ,
ছড়ায় কুমুম যথা লড়ি ঘোর ঝড়ে
তরু ! সুবাসিত জল ঢালে জলবহ,
দমি উচ্চগামী রেণু, বিরত সহিতে

৯। পেশল—কোমল। উরস—বক্ষঃস্থল। হানি—আঘাত করিয়া।

১৪। প্রতিমাপঞ্জর—ছুরাদি প্রতিমার ঠাট অর্থাৎ কাটাম। দ্বিতীয় প্রতিমা—ছুরাদির
প্রতিমূর্ত্তি। ১৫। বিসর্জন—জলাশয়ে ক্ষেপণ, অর্থাৎ ভাসান।

১৮। ফলক—ঢাল। ১৯। সৌরকর—সূর্য্যাকিরণ। ২১। গীতী—গায়ক।

২৪। জলবহ—যে জল বহন করে, অর্থাৎ ভারী, ভারি।

পদভর । চলে রথ সিন্ধুতীরমুখে ।
 সূবর্ণ-শিবিকাসনে, আবৃত কুসুমে,
 বসেন শবের পাশে প্রমীলা সুন্দরী,—
 মর্ত্যে রতি মৃত কাম সহ সহগামী !
 ললাটে সিন্দূর-বিন্দু, গলে ফুলমালা,
 কঙ্কণ মৃগালভুজে ; বিবিধ ভূষণে
 ভূষিতা রাক্ষসবধু । ঢুলাইছে কাঁদি
 চামরিণী সূচামর ; কাঁদি ছড়াইছে
 ফুলরাশি বামাবৃন্দ । আকুল বিষাদে,
 রক্ষঃকুল-নারীকুল কাঁদে হাহারবে ।
 হায় রে, কোথা সে জ্যোতিঃ ভাতিত যে সদা
 মুখচন্দ্রে ? কোথা, মরি, সে সূচারু হাসি,
 মধুর অধরে নিত্য শোভিত যে, যথা
 দিনকর-কররাশি তোর বিশ্বাধরে,
 পঙ্কজিনি ? মৌনব্রতে ব্রতী বিধুমুখী—
 পতির উদ্দেশে প্রাণ ও বরাক্ষ ছাড়ি
 গেছে যেন যথা পতি বিরাজেন এবে !
 শুখাইলে তরুরাজ, শুখায় রে লতা,
 স্বয়ম্বর বধু ধনী । কাতারে, কাতারে,
 চলে রক্ষোরথী সাথে. কোষশূন্য অসি
 করে, রবিকর তাহে ঝলে ঝলঝলে,
 কাঞ্চন-কঙ্কুক-বিভা নয়ন ঝলসে !
 উচ্চে উচ্চারয়ে বেদ বেদজ্ঞ চৌদিকে ;
 বহে হবির্বহ হোত্রী মহামন্ত্র জপি ;
 বিবিধ ভূষণ, বস্ত্র, চন্দন, কস্তুরী,
 কেশর, কুকুম, পুষ্প বহে রক্ষোবধু

২ । শিবিকা—পালকিবিশেষ, অর্থাৎ চৌপালা ।

৮ । চামরিণী—চামরধারিণী, অর্থাৎ যাহারা চামর ঢুলায় ।

১১ । ভাতিত—ভাতি অর্থাৎ দীপ্তি পাইত ।

২৩ । উচ্চারয়ে—উচ্চারণ করে । ২৪ । হবির্বহ—অগ্নি । হোত্রী—হোমকর্তা ।

স্বর্ণপাত্রে ; স্বর্ণকুন্তে পুত অস্তোরশি
 গাঙ্গেয় । সুবর্ণদীপ দীপে চারি দিকে ।
 বাজে ঢাক, বাজে ঢোল, কাড়া কড়কড়ে ;
 বাজে করতাল, বাজে মৃদঙ্গ, তুঙ্গকী ;
 বাজিছে বাঁঝরী, শংখ ; দেয় হলাহলি
 সধবা রাক্ষসনারী আর্জ অশ্রুণীরে—
 হায় রে, মঙ্গলধ্বনি অমঙ্গল দিনে !

বাহিরিলা পদব্রজে রক্ষঃকুলরাজা
 রাবণ ;—বিশদবস্ত্র, বিশদ উত্তরি,
 ধুতুরার মালা যেন ধুর্জটির গলে ;—
 চারি দিকে মস্ত্রিদল দূরে নতভাবে ।
 নীরব কর্ণরূপতি, অশ্রুপূর্ণ আঁখি,
 নীরব সচিববৃন্দ, অধিকারী যত
 রক্ষঃশ্রেষ্ঠ । বাহিরিল কাঁদিয়া পশ্চাতে
 রক্ষঃপুরবাসী রক্ষঃ—আবাল, বনিতা,
 বৃদ্ধ ; শূন্য করি পুরী, আঁধার রে এবে
 গোকুলভবন যথা শ্যামের বিহনে !
 ধীরে ধীরে সিঙ্কুমুখে, তিতি অশ্রুণীরে,
 চলে সবে, পুরি দেশ বিষাদ-নিনাদে !

কহিলা অঙ্গদে প্রভু সুমধুর স্বরে—
 “দশ শত রথী সঙ্গে যাও, মহাবলি
 যুবরাজ, রক্ষঃ সহ মিত্রভাবে তুমি,
 সিঙ্কুতীরে ! সাবধানে যাও, হে সুরথি !
 আকুল পরাগ মম রক্ষঃকুলশোকে !
 এ বিপদে পরাপর নাহি ভাবি মনে,
 কুমার ! লক্ষ্মণ-শূরে হেরি পাছে রোষে,
 পূর্বকথা স্মরি মনে কর্ণরাধিপতি,
 যাও তুমি, যুবরাজ ! রাজচূড়ামণি,

১। পুত—পবিত্র ।

২। গাঙ্গেয়—গঙ্গাসংঘটী ।

৩। বিশদবস্ত্র—সুত্র পরিধেয় বস্ত্র ।

৪। পরাপর—আপন পর ।

পিতা তব বিমুখিলা সমরে রাক্ষস,
শিষ্টাচারে, শিষ্টাচার, তোষ তুমি তারে !”

দশ শত রথী সাথে চলিলা সুরথী
অঙ্গদ সাগরমুখে । আইলা আকাশে
দেবকুল ;—ঐরাবতে দেবকুলপতি,
সঙ্গে বরাজনা শচী অনন্তযৌবনা,
শিখিধ্বজে শিখিধ্বজ ক্ষন্দ তারকারি
সেনানী ; চিত্রিত রথে চিত্ররথ রথী,
মুগে বায়ুকুলরাজ ; ভীষণ মহিষে
কৃতাস্ত ; পুষ্পকে যক্ষ, অলকার পতি ;—
আইলা রজনীকান্ত শাস্ত সুধানিধি,
মলিন তপনতেজে ; আইলা সুহাসী
অশ্বিনীকুমারযুগ, আর দেব যত ।
আইলা সুরসুন্দরী, গন্ধর্ব্ব, অঙ্গরা,
কিম্বর, কিম্বরী । সঙ্গে বাজিল অশ্বরে
দিব্য বাছ । দেব-ঋষি আইলা কোতুকে,
আর আর প্রাণী যত ত্রিদিবনিবাসী ।

উতরি সাগরতীরে, রচিলা সঙ্ঘরে
যথাবিধি চিতা রক্ষঃ ; বহিল বাহকে
সুগন্ধ চন্দনকাষ্ঠ, ঘৃত ভারে ভারে ।
মন্দাকিনী-পূতজলে ধুইয়া যতনে
শবে, সুকৌষিক বস্ত্র পরাই, থুইল
দাহস্থানে রক্ষোদল ; পড়িলা গন্তীরে
মন্ত্র রক্ষঃ-পুরোহিত । অবগাহি দেহ
মহাতীরে সাধ্বী সতী প্রমীলা সুন্দরী
খুলি রত্ন-আভরণ, বিতরিলা সবে ।

২। [হে] শিষ্টাচার—হে ভদ্র । ৭। ক্ষন্দ—কার্তিকের ।

৮। সেনানী—সেনাপতি । চিত্রিত—নানাবর্ণিত ।

১২। তপনতেজে—স্বর্ষাতেজে । ১৫। অশ্বরে—আকাশে ।

১৬। দিব্য—স্বর্গীয় । ২৬। বিতরিলা—বিতরণ অর্থাৎ দান করিল ।

প্রণমিয়া গুরুজনে মধুরভাষিণী,
সস্তাষি মধুরভাষে দৈত্যবালাদলে,
কহিলা,—“লো সহচরি, এত দিনে আজি
ফুরাইল জীবলীলা জীবলীলাস্থলে
আমার। ফিরিয়া সবে যাও দৈত্যদেশে।
কহিও পিতার পদে এ সব বারতা,
বাসন্তি! মায়েরে মোর”—হায় রে, বহিল
সহসা নয়নজল! নীরবিলা সতী;—
কাঁদিল দানববালা হাহাকার রবে।

যুহুর্থে সঘরি শোক, কহিলা সুন্দরী,
“কহিও মায়েরে মোর, এ দাসীর ভালে
লিখিলা বিধাতা যাহা, তাই লো ঘটিল
এত দিনে! যাঁর হাতে সঁপিলা দাসীরে
পিতা মাতা, চলিলু লো আজি তাঁর সাথে;—
পতি বিনা অবলার কি গতি জগতে?
আর কি কহিব, সখি? ভুল না লো তারে—
প্রমীলার এই ভিক্ষা তোমা সবা কাছে!”

চিতায় আরোহি সতী (ফুলাসনে যেন!)
বসিলা আনন্দমতি পতি-পদতলে;
প্রফুল্ল কুসুমদাম কবরী-প্রদেশে।
বাজিল রাক্ষসবাণ; উচ্চে উচ্চারিল
বেদ বেদী; রক্ষোনারী দিল হলাহলি;
সে রবের সহ মিশি উঠিল আকাশে
হাহারব; পুষ্পবৃষ্টি হইল চৌদিকে।
বিবিধ ভূষণ, বস্ত্র, চন্দন, কস্তুরী,
কেশর, কুকুম-আদি দিল রক্ষোবালা
যথাবিধি; পশুকুলে নাশি ভীক্স শরে

৪। জীবলীলাস্থলে—জীবনের লীলার স্থানে অর্থাৎ সংসারে।

১৮। আরোহি—আরোহণ করিয়া।

২০। কুসুমদাম—ফুলমালা। কবরী—কেশপাশ। ২২। বেদী—বেদজ।

যতাক্ত করিয়া রক্ষঃ যতনে থুইল
 চারি দিকে, যথা মহানবমীর দিনে,
 শাক্ত ভক্ত-গৃহে, শক্তি, তব পীঠতলে !
 অগ্রসরি রক্ষোরাজ কহিলা কাতরে ;
 “ছিল আশা, মেঘনাদ, মুদিব অস্ত্রমে
 এ নয়নদ্বয় আমি তোমার সম্মুখে ;—
 সঁপি রাজ্যভার, পুত্র, তোমায়, করিব
 মহাযাত্রা ! কিন্তু বিধি—বুঝিব কেমনে
 তাঁর লীলা ? ভাঁড়াইলা সে সুখ আমারে !
 ছিল আশা, রক্ষঃকুল-রাজ-সিংহাসনে
 জুড়াইব আঁখি, বৎস, দেখিয়া তোমারে,
 বামে রক্ষঃকুললক্ষ্মী রক্ষোরাগীরূপে
 পুত্রবধু ! বৃথা আশা ! পূর্বজন্মফলে
 হেরি তোমা দৌহে আজি এ কাল-আসনে !
 কর্বু র-গৌরব-রবি চির রাহুগ্রাসে !
 সেবিগ্নু শিবেরে আমি বহু যত্ন করি,
 লভিতে কি এই ফল ? কেমনে ফিরিব,—
 হায় রে, কে কবে মোরে, ফিরিব কেমনে
 শূন্য লঙ্কাধামে আর ? কি সাস্তুনাছলে
 সাস্তুনিব মায়ে তব, কে কবে আমারে ?
 ‘কোথা পুত্র পুত্রবধু আমার ?’ সুধিবে
 যবে রাণী মন্দোদরী,—‘কি সুখে আইলে
 রাধি দৌহে সিন্ধুতীরে, রক্ষঃকুলপতি ?’—
 কি কয়ে বুঝাব তারে ? হায় রে, কি কয়ে ?
 হা পুত্র ! হা বীরশ্রেষ্ঠ ! চিরজয়ী রণে ।
 হা মাতঃ রাক্ষসলক্ষ্মি ! কি পাপে লিখিলা
 এ পীড়া দারুণ বিধি রাবণের ভালে ?”

৩। শাক্ত—শক্তি-উপাসক ।

শক্তি—হুর্গা ।

৫। অস্ত্রমে—শেষাবস্থার অর্থাৎ মরণকালে ।

৮। মহাযাত্রা—মরণযাত্রা ।

২০। সাস্তুনিব—সাস্তুনা করিব ।

২৭। দারুণ—কঠিন, নিষ্ঠুর ।

অধীর হইলা শূলী কৈলাস-আলয়ে ।
 লড়িল মস্তকে জটা ; ভীষণ গর্জনে
 গর্জিল ভুজঙ্গবৃন্দ ; ধক ধক ধকে
 জ্বলিল অনল ভালে ; ভৈরব কল্লোলে
 কল্লোলিলা ত্রিপথগা, বরিষায় যথা
 বেগবতী স্রোতস্বতী পর্বতকন্দরে !
 কাঁপিল কৈলাসগিরি থর থর থরে !
 কাঁপিল আতঙ্কে বিশ্ব ; সভয়ে অভয়া
 কৃতাজ্জলিপুটে সাধ্বী কহিলা মহেশে ;—

“কি হেতু সরোষ, প্রভু, কহ তা দাসীরে ?
 মরিল সমরে রক্ষঃ বিধির বিধানে ;
 নহে দোষী রঘুরথী ! তবে যদি নাশ
 অবিচারে তারে, নাথ, কর ভস্ম আগে
 আমায় !” চরণযুগ ধরিলা জননী ।

সাদরে সতীরে তুলি কহিলা ধূর্জটি ;—
 “বিদরে হৃদয় মম, নগরাজবালে,
 রক্ষোহুঃখে ! জান তুমি কত ভালবাসি
 নৈকষেয় শূরে আমি ! তব অহুরোধে,
 ক্ষমিব, হে ক্ষেমঙ্করি, শ্রীরাম লক্ষ্মণে ।”

আদেশিলা অগ্নিদেবে বিষাদে ত্রিশূলী ;—
 “পবিত্রি, হে সর্বশুচি, তোমার পরশে,
 আন শীত্র এ সুধামে রাক্ষসদম্পতি ।”

ইরশ্মদরূপে অগ্নি ধাইলা ভূতলে !
 সহসা জ্বলিল চিতা । সচকিতে সবে
 দেখিলা আগ্নেয় রথ ; সুবর্ণ-আসনে
 সে রথে আসীন বীর বাসববিজয়ী

১। শূলী—মহাদেব । ৩। ভুজঙ্গবৃন্দ—সর্পসমূহ । ৪। অনল—অগ্নি ।

৫। ত্রিপথগা—ত্রিপথগামিনী অর্থাৎ গঙ্গা । ৬। স্রোতস্বতী—নদী ।

৮। আতঙ্কে—ভয়ে । ২১। সর্বশুচি—সকলকে যে পবিত্র করে, অর্থাৎ অগ্নি ।

২৩। ইরশ্মদরূপে—বজ্রাধিরূপে ।

দিব্যমূর্তি ! বাম ভাগে প্রমীলা রূপসী,
অনন্ত যৌবনকান্তি শোভে তনুদেশে ;
চিরসুখহাসিরানি মধুর অধরে !

উঠিল গগনপথে রথবর বেগে ;
বরষিলা পুষ্পাসার দেবকুল মিলি ;
পুরিল বিপুল বিশ্ব আনন্দ-নিনাদে !
তুফধারে নিবাইল উজ্জ্বল পাবকে
রাক্ষস । পরম যত্নে কুড়াইয়া সবে
ভস্ম, অমুরাশিতলে বিসর্জিলা তাহে !
ধৌত করি দাহস্থল জাহ্নবীর জলে
লক্ষ রক্ষঃশিল্পী আশু নিশ্চিন্ত মিলিয়া
স্বর্ণ-পাটিকেকে মঠ চিতার উপরে ;—
ভেদি অত্র, মঠচূড়া উঠিল আকাশে ।

করি স্নান সিঙ্কুনীরে, রক্ষোদল এবে
ফিরিলা লক্ষার পানে, আর্দ্র অশ্রুনীরে—
বিসর্জি প্রতিমা যেন দশমী দিবসে !
সপ্ত দিবানিশি লক্ষা কাঁদিলা বিষাদে ॥

ইতি শ্রীমেঘনাদবধে কাব্যে সংক্রিয়া নাম
নবমঃ সর্গঃ ।

গ্রন্থ সমাপ্ত ।

২। তনুদেশে—শরীরে ।

৫। পুষ্পাসার—পুষ্পবৃষ্টি ।

১২। পাটিকেল—ইট । মঠ—মন্দির ।

১৬। বিসর্জি—বিসর্জন করিয়া । প্রতিমা—ছূর্ণাদির প্রতিমূর্তি ।

পরিশিষ্ট

দুর্লভ শব্দ ও বাক্যাংশের ব্যাখ্যা

‘মেঘনাদবধ কাব্যে’র দ্বিতীয় সংস্করণে কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় পাদটীকায় দুর্লভ শব্দ ও বাক্যাংশের অর্থ বোঝানো করেন ; পরবর্তী সমস্ত সংস্করণে এই টীকা মুদ্রিত হইয়া আসিতেছে । বর্তমান সংস্করণের পাদটীকায় হেমচন্দ্র-কৃত ব্যাখ্যা মুদ্রিত হইয়াছে । তাহার অতিরিক্ত বিশেষ প্রয়োজনীয় স্থলের ব্যাখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হইল ।

- | সর্গ | পংক্তি |
|------|---|
| ১ | ১০৮ উজ্জলিত—উজ্জল (মধুসূদনের প্রয়োগ) । |
| | ১৭০ বিলাপী—বিলাপকারী । |
| | ২১০ রজঃ—রজত (মধুসূদনের প্রয়োগ) । এইরূপ প্রয়োগ এই কাব্যে
বারম্বার করা হইয়াছে । |
| | ২৩২ লুলি—লোল করিয়া, লক্ লক্ করিয়া । |
| | ২৩৮ প্রসরণে—বেষ্টনে । |
| | ২৫২ নিষাদী—গজারোহী ; সাদী—অস্বারোহী । |
| | ২৭১ বীরকুলসাদ—বীরকুলসাধ । |
| | ৩৩১ পদ্মবর্ণ—পদ্মের পাপড়ি ; হেমচন্দ্র “পদ্মপত্র” লিখিয়াছেন । |
| | ৪০২ প্রহারকে—প্রহারকারীকে । |
| | ৪৪০ হেষিল—হেবিল ; মধুসূদন প্রায় সর্বত্র “হেবা” স্থলে “হেষা” ব্যবহার
করিয়াছেন । |
| | ৪৪৭ বারুণী—“বরুণানী”র পরিবর্তে মধুসূদনের প্রয়োগ ; ভূমিকা দ্রষ্টব্য । |
| | ৬৫০ দক্ষ-বালা-দলে—তারাদলে । |
| | ৬৬৫ মহাশোকী—অতিশয় শোকার্ত । |
| | ৬৯৯ তরু-কুলেশ্বরে—আত্রবৃক্ষে । |
| | ৭৭৯ আকাশ-হুহিতা—আকাশ-সস্তুতা । |
| ২ | ২ কুমুদী—কুমুদিনী । |
| | ১৪ শশিপ্রিয়া—রাত্রি । |
| | ৬৫ শঙ্কটে—সঙ্কটে । |
| | ১১৩ কুচি—শোভা । |
| | ১২৪ বাসরে—বাসগৃহে, শয়ন-গৃহে । |
| | ১৩০ ধড়া—বস্ত্র, তুলনীয় “ধড়াচুড়া” । |
| | ১৪৪ দস্তোলি-নিক্বেপী—বস্ত্রনিক্বেপকারী, ইন্দ্র । |
| | ১৫৬ বিশ্বধর শেষ—বিশ্বধারণকারী অনন্ত নাগ । |

সর্গ	পংক্তি	
২	১৮২	অমূল—অমূল্য ।
	১৮৭	লোভে—লোভ করে ।
	১৯৪	কুঞ্জবন-সখী—কুঞ্জবনের সখী অর্থাৎ কুঞ্জবননিবাসিনী ।
	২০১	শশাঙ্কধারিণি—(সম্বোধনে) ললাটে শশাঙ্ক বা চন্দ্রকলা থাকে বলিয়া দুর্গা শশাঙ্কধারিণী ।
	২৩৩	খড়ি পাতি—খড়ি দিয়া লিখিয়া, অঙ্ক কষিয়া ।
	২৩৬	বারি-সংঘটিত ঘটে—বারিপূর্ণ ঘটে ।
	২২৫	রসানে—স্বর্ণোজ্জ্বলকারী প্রস্তরে বা রসায়ন-বিশেষে ।
	৩৬৬	শক্র—ইন্দ্র ।
	৩৭৩	ভৃগুমান্—উচ্চ সাহুদেশবিশিষ্ট ।
	৩৮০	তপসী—তপস্বী ।
	৪১৫	শিলীমুখবৃন্দ—ভ্রমরকুল ।
	৪২০	কুম্ভমেঘু—মদন ।
	৪৬৪	কিরে—দিব্য, শপথ ।
	৪৯৪	বল্লভ—প্রিয়, এখানে পুত্র ।
	৫২৬	লক্ষী—লক্ষ্মপ্রদানকারী ।
৩	১৬	মধুর—বসন্তের ।
	৬১	অবচয়ি—আহরণ করিয়া ।
	৯৫	বোলী—বোল, শব্দ ।
	২১১	মুণ্ডমালী—মুণ্ডমালিনী ।
	৩১৪	ভক্তিগী—ভক্তী ।
	৩৭৫	বামা-কুল-দলে—বামাদলে ।
	৪৪৩	নিস্তারিলে—“নিস্তারিল” সঙ্গত ।
	৪৯১	বিভূপাক—“বিরূপাক” সঙ্গত ।
	২৩	রত্নহারী—রত্নময় হার বাহার ।
	২৫	নায়কী—নায়িকা (মধুসূদনের প্রয়োগ) ।
	১৬৫	কাদম্বা—কলহংসী ।
	২০৫	পঞ্চতন্ত্র—বিবিধ শাস্ত্র ।
	৩০৯	নিমিষে—নিমেষে (মধুসূদনের প্রয়োগ) ।
	৪২৩	অস্ত্রী-দল-অপবাদ—অস্ত্রধারীদের কলঙ্ক অর্থাৎ রাবণ ।
	৫৩০	ভৈরবে—ভয়ঙ্কর কোলাহলে (মধুসূদনের প্রয়োগ) ।

- সর্গ পংক্তি
- ৪ ৫৩৪ লাঘব গরব—লঘুগর্ব, হীনগর্ব ।
 ৬৬০ কৌমুদিনী-ধনে—জ্যোৎস্নাকে ।
 ৬৭২ মহার্হ—মহামূল্য ।
- ৫ ৫০ পার্কণে—উৎসবে (মধুসূদনের প্রয়োগ) ।
 ৬১ আদিতেশ্ব—ইন্দ্র ।
 ৮০ নমুচিসূদন—নমুচির বধকর্তা, ইন্দ্র ।
 ২৩২ ধাই—ধাইয়া ।
 ২৪০ কৃণ-প্রভা—কৃণস্থায়ী দীপ্তি ।
 ২৬৪ অলঙ্কারে—অলঙ্কারদ্বারা শোভিত করে ।
 ২৮২ উরজ—উরোজ, স্তন (মধুসূদনের প্রয়োগ) ।
 ৩১০ সৃষ্টোজীবী—কৃণস্থায়ী ।
 ৩৫২ নিকষে—নিকষ অর্থে কষ্টিপাথর ; মধুসূদন অসির আবরণ বা খাপ অর্থে এই শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন ।
 ৩৬৭ সরস্বতী—দৈববাণী ।
 ৪০৪ শিশির অমৃতভোগ ছাড়ি ফুলদলে—“শিশির-অমৃতভোগ ছাড়ি ফুলদলে” সঙ্গত ; শিশিররূপ অমৃতের ভোগ ফুলদলকে ছাড়িয়া । শীতল অমৃতময় (মধুপূর্ণ) ফুলদলকে ত্যাগ করিয়া, এরূপ অর্থও হইতে পারে ।
 ৫০০ বিদাইব—বিদায় দিব ।
 ৫১৮ রাক্ষস-দলে—রাক্ষসদলের সঙ্গে ।
 ৫৪০ কুসুম-বিবৃত—কুসুম-আবৃত ।
 ৫৯৬ পর্শে—স্পর্শে ।
- ৬ ১৩২ অবরোধে—অস্তঃপুরে ।
 ১৪৬ বাহবলেন্দ্র—বাহুবলশালীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ।
 ১৪২-৫০ “ধূত্রাক, সমর-ক্ষেত্রে ধূমকেতু সম
 অগ্নিরাশি ; নল, নীল ;” স্থলে
 “ধূত্রাক, সমর-ক্ষেত্রে ধূমকেতু সম ;
 অগ্নিরাশি নল, নীল ;” হওয়া সঙ্গত ।
 ১৫৮-৫২ আকাশ-সম্ভবা সরস্বতী—আকাশবাণী ।
 ১৭৩ অজাগর—অজগর (মধুসূদনের প্রয়োগ) ।
 ১৯৭ শৃঙ্গকুলনাদে—শিঙার আওয়াজে ।

সর্গ	পংক্তি	
৬	২২০	দিবিম্ব—স্বর্গরাজ ইম্ব ।
	৩৭০	প্রমদে—প্রমত্তভাবে ।
	৪৩৫	হীনগতি—মন্দগতি ।
	৪৬৩	বিদাও—বিদায় দাও ।
	৫৬০	প্রগল্ভে—নির্দম্বভাবে ।
	৫৮৭	পরঃ পরঃ—“পর পর” সঙ্গত ।
	৬৩৪	বামেতর—দক্ষিণ ।
	৬৯১	উগ্রচণ্ডা—ভয়ঙ্কর ।
	৬৯৫	শোকা—শোকাক্ত ।
	৭	১৭
৪৮		কাল—ভীষণ ।
১২৭		চেতনিতা—চেতনাসম্পাদন করিল ।
১৪০		পুত্রহানী—পুত্রহন্তা (মধুসূদনের প্রয়োগ) ।
১৭৫		পতাকাধারীরা ।
২০২		পাণ্ডুগুণ্ডেশ—রক্ষঃ—“পাণ্ডুগুণ্ডেশ রক্ষঃ” সঙ্গত ।
২৪৪		দাক্ষিণাত্য—দক্ষিণাপথের অধিবাসী ।
৩১৭		এ বিবহে—দিকৃপালগণের বিবহে ।
৩৪১		প্রতিবিধিৎসিতে—প্রতিবিধান করিতে ।
৩৫৮		পাতালে নাগ, নর নরলোকে— “পাতালে নাগ ; নর নরলোকে” সঙ্গত ।
৪৪২		চতুঃস্কন্ধরূপী—হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিক, এই চতুরঙ্গে বা চারি ভাগে বিভক্ত হইয়া ।
৬৮৭		পরদারালোভে—“পরদারালোভে” সঙ্গত ।
৮		২৩৩
	২৭৭	আত্মকুল—প্রেতাত্মকুল ।
	৩১৬	বিচারী—বিচারক ।
	৩৭৯	ধর—ভীষণ ।
	৪০৫	হীরামুক্তা ফলে—“হীরামুক্তা-ফলে” সঙ্গত ।
	৪৪২	(স্তম্ভ অতি) গুরু উরু—(স্তম্ভ অতি), গুরু উরু” সঙ্গত ।
	৪৯০	অনির্কেষয়—যাহাকে নির্কোপিত করা যায় না ।
৯	১৪২	ধরমান—তীক্ষ্ণ-শান-দেওয়া ।
	২৪০	গায়কী—গায়িকা ।
	২৮৮	কঙ্কুক—গাত্রাবরণ ।
	৩০৫	অধিকারী—অধিকারযুক্ত, কর্মচারী ।

মধুসূদন-গ্ৰন্থাবলী
(বিবিধ)

শমিষ্ঠা নাটক

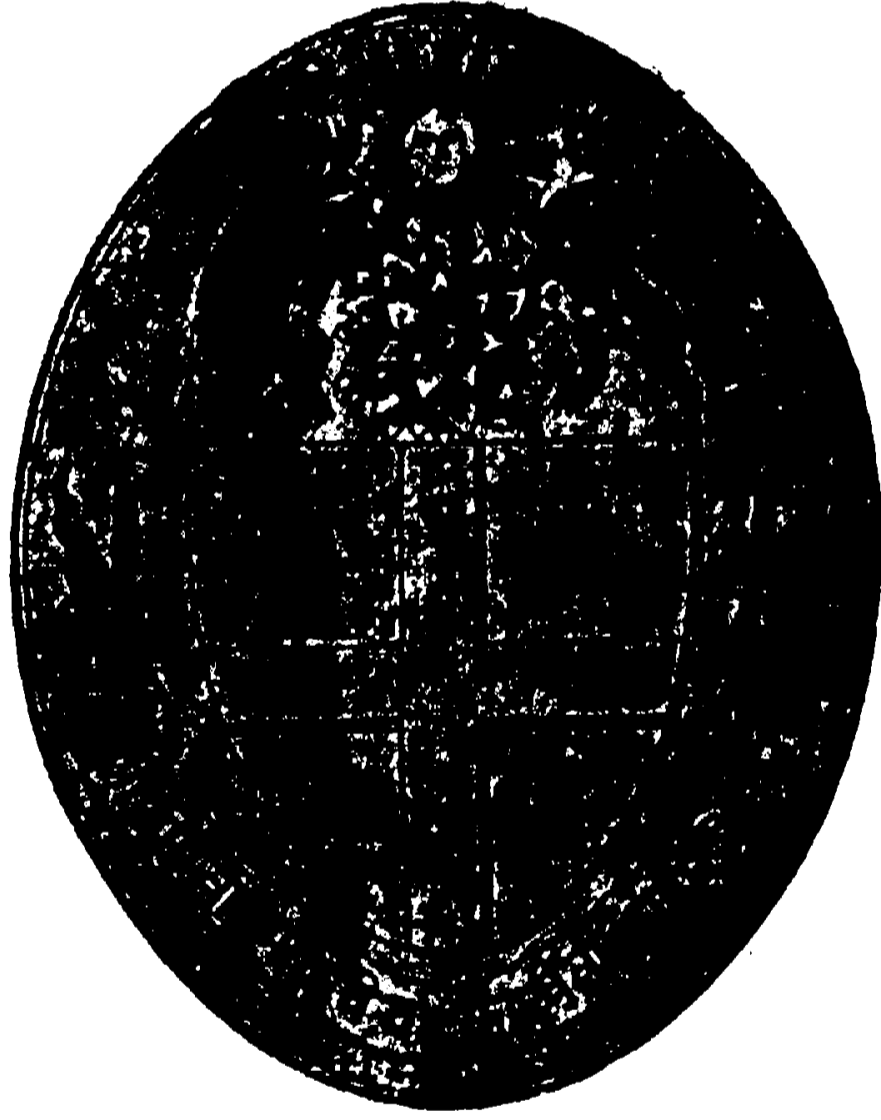
মাইকেল মধুসূদন দত্ত

[১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত]

সম্পাদক

ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সজনীকান্ত দাস



বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৪৩১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড

কলিকাতা ৬

প্রকাশক
শ্রীসোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
কলিকাতা ৬

প্রথম সংস্করণ : জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৮ ; দ্বিতীয় মুদ্রণ : চৈত্র ১৩৫০
তৃতীয় মুদ্রণ : আষাঢ় ১৩৫৫ ; চতুর্থ মুদ্রণ : ভাদ্র ১৩৭৭

মূল্য : চার টাকা

মুদ্রক
শ্রীরজনকুমার দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্ডিয়া বিশ্বাস রোড, কলিকাতা ৩৭
১১-২০,২,১৯৭০

ভূমিকা

‘শর্মিষ্ঠা নাটক’ মধুসূদনের প্রথম বাংলা গ্রন্থ ; বাংলা সাহিত্যের সহিত তাঁহার যোগাযোগের এইটিই প্রথম সূত্র। এই নাটক-রচনার বিস্তৃত ইতিহাস ‘জীবন-চরিতে’ (৪র্থ সংস্করণ, পৃ. ২২৭-২৩০) এবং ‘মধু-স্মৃতি’তে (পৃ. ১০৮-১১৬) দেওয়া হইয়াছে। সংক্ষেপে সেই ইতিহাস এইরূপ—

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারি মধুসূদন মাদ্রাজ-প্রবাস হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। কিছু দিন পূর্বে হইতেই মাতৃভাষায় সাহিত্য-সেবা করিবার বাসনা নানা কারণে তাঁহার মনে জাগ্রত হয়। কিশোরীচাঁদ মিত্রের সহায়তায় কলিকাতার পুলিশ-আদালতের হেডক্লার্কের পদ গ্রহণ করিয়া তিনি কলিকাতায় স্থায়ী বসবাস আরম্ভ করেন। পরে তিনি উক্ত আদালতের দোভাষীর (ইন্টারপ্রিটার) পদে উন্নীত হন। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে পাইকপাড়া রাজাদের বেলগাছিয়াস্থিত বাগানবাড়ীতে রাজা প্রতাপ-চন্দ্র সিংহ ও তাঁহার ভ্রাতা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের উছোগে বেলগাছিয়া নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা এই সময়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। মধুসূদনের ঘনিষ্ঠ বাল্যবন্ধু গৌরদাস বসাক এই নাট্যশালার সহিত যুক্ত ছিলেন। রামনারায়ণ তর্করত্নের ‘রত্নাবলী’ নাটক লইয়া নাট্যশালার সূত্রপাত হয়— প্রথম অভিনয়ের তারিখ ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩১এ জুলাই, শনিবার। এই অভিনয়ে সেকালের অনেক প্রসিদ্ধ ইংরেজের নিমন্ত্রণ হইয়াছিল, তাঁহাদের বৃষ্টিবার সুবিধার জন্ম ‘রত্নাবলী’র ইংরেজী অনুবাদের প্রয়োজন হয়। গৌরদাস বসাকের মধ্যস্থতায় মধুসূদনের উপর অনুবাদের ভার পড়ে। নাটকটি অনুবাদ করিতে করিতে বাংলা নাটকের ছরবস্তার কথা তাঁহার মনে উদিত হয় ও ইহা লইয়া গৌরদাসের সহিত তাঁহার আলোচনা চলে। তিনি নিজে বাংলা নাটক রচনা করিতে মনস্থ করেন। ইহা হইতেই ‘শর্মিষ্ঠা নাটকে’র উৎপত্তি।

মধুসূদনের জীবনীকারেরা বলেন, গৌরদাসের সহিত মধুসূদনের কথা-বার্তার পরই তিনি এশিয়াটিক সোসাইটি হইতে তৎকালপ্রচলিত বাংলা ও সংস্কৃত নাটকাদি আনিয়া পাঠ করেন এবং অতি অল্প কালের মধ্যে ‘শর্মিষ্ঠা নাটকে’র কিয়দংশ লিখিয়া গৌরদাসকে দেখিতে দেন। এই অভাবনীয় ব্যাপারে সেকালের বিদ্বজ্জনসমাজ বিস্মিত ও কৌতূহলাবিষ্ট হন। এই সূত্রেই

যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জুলাই 'শর্মিষ্ঠা নাটক' রচনা সম্পর্কে যতীন্দ্রমোহন গৌরদাসকে এক পত্র লেখেন। পত্রটি এইরূপ :—

My dear Gour Babu, Accept my best thanks for your present, a present which I prize no less for its intrinsic value than for the kindness of the donor.

I am very anxious to have a perusal of your friend's manuscript drama, for I am pretty sure that he who wields his pen with such elegance and facility in a foreign language may contribute something to the meagre literature of his own country, which cannot but be prized by all. I shall feel myself honoured by his visit to my humble garden, and shall wait there to receive him any evening that he may appoint.

16th July, 1858. Believe me, sincerely yours J. M. Tagore
—'মধু-স্মৃতি,' পৃ. ১০৯-১০।

'শর্মিষ্ঠা নাটক' ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়—অনেকে এইরূপ লিখিয়াছেন। পুস্তকের উৎসর্গ-পত্রের "১৫ পৌষ, সন ১২৬৫ সাল" তারিখ হইতেই এই ধারণার উৎপত্তি হইয়াছে। ইহা যে প্রকৃত পক্ষে ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি প্রকাশিত হইয়াছিল, এরূপ মনে করিবার সঙ্গত কারণ আছে। ৯ জানুয়ারি ১৮৫৯ তারিখে গৌরদাস বসাককে লিখিত মধুসূদনের একটি পত্রে আছে :—

I hope to send you copies, English and Bengali, when ready, and you shall have an opportunity of judging for yourself.—
'মধু-স্মৃতি,' পৃ. ১১৩।

ঐ বৎসরের ১৯ জানুয়ারি তারিখে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর 'শর্মিষ্ঠা নাটক' উপহার পাইয়া প্রাপ্তি স্বীকার করিয়াছেন ('মধু-স্মৃতি,' পৃ. ১১৩)। সুতরাং পুস্তকটি যে ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই হইতে ১৯এ জানুয়ারির মধ্যে বাহির হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না।

প্রথম সংস্করণের পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ৮৪। আখ্যা-পত্রটি এইরূপ :—

শর্মিষ্ঠা নাটক। / শ্রীমাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত। / মন্দঃ কবিশঃপ্রার্থী
গমিষ্ঠাম্যপহাস্যতাং। / প্রাংগুলভ্যে কলে লোভাতৃহাহরিব বামনঃ। / কালিদাস।
কলিকাতা। / শ্রীমুত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ১৮৫ সংখ্যকে ভবনে /
ইফাঁনহোপযন্তে যন্ত্রিত। / সন ১২৬৫ সাল। /

মধুসূদনের জীবিতকালে এই পুস্তকের তিনটি সংস্করণ হয়। দ্বিতীয় সংস্করণটি আমরা সংগ্রহ করিতে পারি নাই। ১২৭৬ সালে প্রকাশিত (পৃ. ৮৪) তৃতীয় সংস্করণের পাঠই আমরা বর্তমান গ্রন্থাবলীতে আদর্শ পাঠরূপে গ্রহণ করিয়াছি। প্রথম ও তৃতীয় সংস্করণের পাঠভেদ পরিশিষ্টে প্রদর্শিত হইয়াছে।

‘শশ্মিষ্ঠা নাটকে’র ভাষা ও রচনা-রীতি সংশোধন লইয়া দুইটি কাহিনী জীবন-চরিতগুলিতে দেওয়া হইয়াছে। ‘মধু-স্মৃতি’ হইতে সেগুলি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হইল।

...মধুসূদন রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহকে ‘শশ্মিষ্ঠা’র পাণ্ডুলিপি প্রদান করিলে তিনি তাঁহার পরিচিত কোন শিক্ষিত ব্যক্তি দ্বারা উহা তাঁহাদের সভাপণ্ডিত বিখ্যাত আলঙ্কারিক প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশের নিকট প্রেরণ করিয়া বলেন যে, “যে-যে-স্থলে নাটকখানির দোষ আছে, সেই-সেই-স্থলে তিনি যেন দাগ দিয়া দেন। তাঁহার দাগ দেওয়া হইলে, আপনি গ্রন্থখানি লইয়া আসিবেন।” ভদ্রলোকটি তর্কবাগীশের নিকট উপস্থিত হইয়া সেই কথা বলিয়া গ্রন্থখানি তাঁহার হস্তে দিলেন। তর্কবাগীশ মহাশয় গ্রন্থখানি কিয়ৎক্ষণ নিবিষ্টিচিত্তে পাঠ করিয়া ভদ্রলোকটিকে বলিলেন, “আপনি এখন যান, আমি কিছু পরে স্বয়ং গ্রন্থখানি লইয়া রাজাদিগের নিকট যাইতেছি।” যথাসময়ে প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ নাটকখানি লইয়া রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। ঘটনাক্রমে মধুসূদনও সেই সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তর্কবাগীশকে দেখিয়াই মধুসূদন বলিলেন, “আপনি আপত্তিকর স্থানসমূহে দাগ দিয়াছেন কি?” তর্কবাগীশ হাসিয়া বলিলেন, “দাগ দিতে গেলে কিছু থাকবে না। তবে কি না, আমি যে চোখে দেখছি সে রকম চোখ আর গোটা দুই লোকের আছে; আমরা ফতে হ’য়ে গেলে তোমার বই খুব চ’লে যাবে, বাহবা বাহবা পড়বে।”

মধুসূদনকে তাঁহার কোন-কোন বন্ধু শশ্মিষ্ঠা নাটক সম্বন্ধে তদানীন্তন নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্নের পরামর্শ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। মধুসূদন তর্করত্নকে কেবল মাত্র নাটকের ব্যাকরণাণ্ডিক সংশোধন করিতে বলেন; কিন্তু তিনি মধুসূদনকে নাটকখানি সংস্কৃত রীত্যানুসারে পরিবর্তিত করিতে পরামর্শ দেন।

মধুসূদন এই প্রসঙ্গে গৌরদাসকে যে পত্র লেখেন, ‘জীবন-চরিত’ (পৃ. ২৩০-৩২) হইতে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

SUNDAY

My Dear Gour,

You must excuse me for not complying with your request. The fact is, I do not like the idea of showing my play to our friends, in so incomplete a state. However, as I have promised, you shall have the first three Acts by the end of this week.

Ram Narayan's "version," as you justly call it, disappoints me. I have at once made up my mind to reject his aid. I shall either stand or fall by myself. I did not wish Ram Narayan to recast my sentences—most assuredly not, I only requested him to correct grammatical blunders, if any. You know that a man's style is the reflection of his mind, and I am afraid there is but little congenality between our friend and my poor-self. However, I shall adopt some of his corrections.

If you should speak of the drama to your friends, when you meet them to-day, pray, don't say a word about Ram Narayan. I shan't have him. He has made my poor girls talk d—d cold prose.

I am aware, my dear fellow, that there will, in all likelihood, be something of a foreign air about my Drama ; but if the language be not ungrammatical, if the thoughts be just and glowing, the plot interesting, the characters well-maintained, what care you if there be a foreign air about the thing ? Do you dislike Moore's poetry because it is full of Orientalism ? Byron's poetry for its Asiatic air, Carlyle's prose for its Germanism ? Besides, remember that I am writing for that portion of my countrymen who think as I think, whose minds have been more or less imbued with Western ideas and *modes of thinking* ; and that it is my intention to throw off the fetters forged for us by a servile admiration of everything Sanskrit.

Do not let me frighten you by my audacity. I have been showing the Second Act, already complete, to several persons totally ignorant of English, and I do assure you, upon my word, that they have spoken of it in terms so high that, at times, I feel disposed to question their sincerity ; and yet I have no reason to believe that those men would flatter me.

In matters literary, old boy, I am too proud to stand before the world, in borrowed clothes. I may borrow a neck-tie, or even a waist coat, but not the whole suit.

Don't let thy soul be perturbed, old cock, for I promise you a play that will astonish the old [rascals] in shape of Pandits. When you see Joteendra and the Rajas, puff away—there's nothing like that to raise the price of an article in the market. I have no objection to allow a few alterations and so forth, but recast all my sentences—the Devil !! I would sooner burn the thing.

Yours, as usual,
M. S. Dutt

প্রাচীনপন্থী পণ্ডিতদের ধারণা যাহাই হউক, নব্য-সম্প্রদায় কিন্তু এই নাটকটি পাইয়া অতিশয় উল্লসিত হইয়াছিলেন এবং উচ্চকণ্ঠে ইহার প্রশংসা করিয়াছিলেন। সর্বপ্রথম প্রশংসাকারীদের মধ্যে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। যতীন্দ্রমোহন ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৭এ নবেম্বর মধুসূদনকে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন—

“I am of opinion that Sermistha is the best drama we have in our language ;...it is at once classical, chaste and full of genuine poetry !”—‘মধু-স্মৃতি,’ পৃ. ১১২, পাদটীকা।

ঈশ্বরচন্দ্র লেখেন (১০ ডিসেম্বর, ১৮৫৮)—

...the drama is a complete success, abounding as it does with ideas and similies that are scarcely to be found in any Bengalee book I have come across.—ঐ।

পুস্তক প্রকাশিত হইলে সেকালের সাময়িক পত্রিকাগুলিতেও কম আন্দোলন হয় নাই। মনস্বী রাজেন্দ্রলাল মিত্র ‘বিবিধার্থ-সঙ্গ্ৰহে’ এবং পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ ‘সোমপ্রকাশে’ বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছিলেন। আমরা রাজেন্দ্রলালের সমালোচনাটি অংশতঃ উদ্ধৃত করিতেছি—

বান্ধালী নাট্যকারে ও দত্তজয়ে এই বিশেষ প্রভেদ যে পূর্বোক্তেরা অভিনয়ে কি প্রকার বাক্যে কি প্রকার ফলোৎপত্তি হইবে তাহার বিবেচনা না করিয়া নাটক রচনা করেন ; দত্তজ তাহার বিপরীতে অভিনয়ে কি প্রয়োজন ; কি উপায়ে অভিনয়ে বস্তু সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইবে ; এবং কোন প্রশালীর অবলম্বনে নাটক দর্শকদিগের আশু হৃদয়গ্রাহী হইবেক ইহা বিশেষ বিবেচনাপূর্বক শর্মিষ্ঠা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহাতে প্রকৃত প্রস্তাবেরও কোন ব্যাঘাত হয় নাই। নাটকরচনার এক প্রধান নিয়ম এই যে তাহাতে যে সকল ঘটনা বর্ণিত হয় তৎসমুদায়কে এক উদ্দেশ্যের অনুকূল হওয়া কর্তব্য, এবং সেই উদ্দেশ্য বর্ণনীয় বিষয়ের মুখ্য ঘটনা। প্রত্যেক গর্ভাঙ্কে সেই মুখ্য ঘটনার উপায় ক্রমশঃ প্রস্তুত হইতে থাকে ; তাহা হইলেই অসংলগ্নত্ব দোষের সম্ভাবনা হয় না। উত্তম নাটকে ভয়ানক রস বর্ণিতব্য হইলেও মধ্যে২ রহস্যজনক ব্যাপারেরও বর্ণন থাকে ; কিন্তু সঙ্গ্রহকারেরা এতাদৃশ কৌশলে তাহার বিনিয়োগ করেন যে তাহাতে রসের অপলাপ হয় না। দত্তজ এ বিষয়ে পরমপণ্ডিত। তিনি অনেকগুলি অনাবশ্যক কোতুক বাক্য এমত চতুরতার সহিত প্রস্তাবিত নাটকে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন যে তাহা কোনমতে অসংলগ্ন বোধ হয় না।

নাটকমধ্যে প্রথমতঃ যে কএকটি গীত অভিনিবেশিত হইয়াছিল তাহার রচনা সমীচীনই বটে ; কিন্তু মনোজ্ঞ স্বরের সহিত তাহার অনৈক্য বিধায় কোন সঙ্গদয় ব্যক্তি অপর কএকটি গীত প্রস্তুত করত ঐ সকলের স্থানীভূত করিয়াছেন।...যাহার

রসানুভাবতার সাহায্যে শেষোক্ত গীত কএকটি প্রস্তুত হইয়াছে তাঁহাকে ধন্যবাদ করিতে সতৃষ্ণ হইলাম। ফলতঃ আমরা শর্মিষ্ঠার পাঠ ও অভিনয় উভয় প্রকারে তাহার সৌন্দর্য্য সম্ভোগ করিয়াছি, সুতরাং কেবল দর্শক বা পাঠক আমাদের তুল্য আনন্দিত হইতে পারেন না; তত্রাপি আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে যে সকল বাঙ্গলা নাটক এ পর্য্যন্ত প্রকটিত হইয়াছে তন্মধ্যে সাধারণ জনগণে শর্মিষ্ঠাকে সর্বশ্রেষ্ঠা বলিবেন, সন্দেহ নাই।—‘বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ’, ১৭৮০ শকাব্দা, মাঘ, পৃ. ২৪০।

উপরে উল্লিখিত গীত-রচয়িতা “কোনও সহৃদয় ব্যক্তি” যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর। “শেষাঙ্কের শিব-স্তোত্র বিষয়ক সুমধুর সঙ্গীতটি তাঁহারই রচিত।”* ‘শর্মিষ্ঠা নাটক’ পাইকপাড়ার রাজাদের ব্যয়ে মুদ্রিত হইয়াছিল। “বাঙ্গলা ভাষায় অনভিজ্ঞ দর্শকগণের জন্য, অভিনীত নাটক ইংরাজীতে অনুবাদ করা হইয়াছিল। মধুসূদন নিজেই নিজের গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছিলেন।”† অনুবাদ নাটকখানি ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। মধুসূদন ইহাও রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহকে উৎসর্গ করেন।

‘শর্মিষ্ঠা নাটকে’র বিষয়বস্তু মধুসূদন মহাভারত হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইংরেজী নাটকের Advertizement-এ তিনি লিখিয়াছিলেন—

The work—of which the following pages contain a translation—is the first attempt in the Bengali language to produce a classical and regular Drama. The story of Sermista will be found in the First Book of the Mahabharata—almost immediately after that of Sakuntala—rendered so famous by the splendid genius of Kalidasa.

‘শর্মিষ্ঠা নাটকে’র অভিনয় সম্পর্কে মধুসূদন এই বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছিলেন—

Sermista is to be acted at the elegant private Theatre attached to the Belgatchia Villa of the Rajas of Paikpara. Should the Drama ever again flourish in India, posterity will not forget these noble gentlemen—the earliest friends of our rising national Theatre.

* ‘জীবন-চরিত,’ পৃ. ২৩০।

† ‘জীবন-চরিত,’ পৃ. ২৩২।

১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা সেপ্টেম্বর তারিখে বেলগাছিয়া নাট্যশালায় মহা সমারোহে 'শর্মিষ্ঠা নাটকে'র প্রথম অভিনয় হয়। এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণীর জন্য 'বঙ্গীয় নাট্যশালায় ইতিহাস' দ্রষ্টব্য। এই অভিনয়ে মধুসূদন নিজে উপস্থিত ছিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে লিখিয়াছিলেন—

When Sharmista was acted at Belgachia the impression it created was simply indescribable. Even the least romantic spectator was charmed by the character of Sharmista and shed tears with her. As for my own feelings, they were "things to dream of not to tell." Poor old Ramchandra,* was half mad and grasped my hand, "Why my dear Madhu, my dear Madhu, this does you great credit indeed! Oh it is beautiful."—'জীবন-চরিত,' পৃ. ২৩৫।

বেঙ্গল থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হইলে মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা নাটক' লইয়া ইহার সর্বপ্রথম অভিনয় হয়। মধুসূদনের অসহায় সন্তানগণের সাহায্যার্থে ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই আগষ্ট 'শর্মিষ্ঠা নাটক' অভিনীত হইয়াছিল। সম্পূর্ণ বিবরণ 'বঙ্গীয় নাট্যশালায় ইতিহাসে' (৩য় সং, পৃ. ৪৭-৮) দেওয়া আছে।

মধুসূদন ও তাঁহার বন্ধুদের পরস্পর লিখিত অনেক চিঠিপত্রে 'শর্মিষ্ঠা নাটক' রচনা, অনুবাদ ও অভিনয় সম্পর্কে অনেক তথ্য সন্নিবিষ্ট আছে। আমরা 'মধু-স্মৃতি' ও 'জীবন-চরিত' (৪র্থ সংস্করণ) হইতে উল্লিখিত পত্রগুলির প্রয়োজনীয় অংশ নির্বাচিত করিয়া নিম্নে মুদ্রিত করিলাম।

১। মধুসূদন গৌরদাস বসাককে (৯ জানুয়ারি, ১৮৫৯)

"Sermista" has turned out to be a most delightful girl, if I am to believe those who have already inspected her. Jotindra says it is the best drama in the language, "chaste classical and full of genuine poetry!" The Chota Raja writes in raptures about it and swears the "Drama is a complete success!" But I dare say, you have heard their opinions before this. There is to be an English translation.

I hope to send you copies, English and Bengali, when ready, and you shall have an opportunity of judging for yourself.
—'মধু-স্মৃতি,' পৃ. ১১২-১৩।

* হিন্দু-কলেজের বাংলা শিক্ষক বাবু রামচন্দ্র মিত্র।

২। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মধুসূদনকে (১৯ জানুয়ারি, ১৮৫৯)

My dear Sir, Accept my best thanks for your kind present ; it is a gem truly worthy of the talented donor. I will preserve it carefully as an invaluable contribution to the rising literature of our country, and I doubt not but *Sermistha* will take the first place among the dramas in the vernaculars.

I am glad to know that an English version of "*Sermistha*" is in the press. From what I have seen of the "*Ratnavali*" and considering that in the present instance the author is himself the translator, I am sanguine in my expectation.

The actors are doing marvellously well ; they have already got by heart, the greater portion of the Book, and I fully believe, they will be able to do justice to the conceptions of the Poet.—'মধু-স্মৃতি,' পৃ. ১১৩।

৩। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মধুসূদনকে (১০ ফেব্রুয়ারি, ১৮৫৯)

I shewed the first portion of your English version *Sermistha* to my friend, the Chota Raja and he liked it exceedingly ; for my own part I verily believe, that if it is finished in the style in which it is begun, (and I doubt not but it will be so), your present translation will even surpass that of *Ratnavali*.—'মধু-স্মৃতি,' পৃ. ১১৩-১৪।

৪। মধুসূদন গৌরদাসকে (১৯ মার্চ, ১৮৫৯)

I have nearly finished the translation of *Sharmista*. If I am to believe all those that have already seen it—and among them are the Rajas and Tagore—it will materially add to the little reputation *Ratnavali* has given me. Every one says it is superior to that book ; as for the Bengali original, the only fault found with it, is that the language is a *little* too high for such audiences as we may expect *now* to patronize it. This, I need scarcely tell you, is nothing ; for if the book is destined to occupy a permanent place in the literature of the country, it will not be condemned on this head, twenty years hence, for everyone is learning Bengali. To tell you the candid truth I never thought I was capable of doing so much all at once. This *Sharmista* has very nearly put me at the head of all Bengali writers. People talk of its poetry with rapture. But you must judge for yourself.—'জীবন চরিত,' পৃ. ২৪৭।

৫। রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ গৌরদাস বসাককে (২৪ মার্চ, ১৮৫৯)

For the present I shall speak of Sarmista—the production of your friend, Michael M. S. Dutt, Esqr You know all about it, and that it is going to be acted on the boards of our Belgatchia Villa. I shall first of all give you the names of the *Dramatis Personae*, and as I am going to send you the book through to-day's post, you will be able to know more from it than what one, placed at such a distance from the seat of action, can possibly know. You will see, from what I am going to show you, some new faces in our Corps, though few there are that you do not know. Amongst the latter is our Heroine. He or she, as you might choose to call, is a real acquisition. To a melodious female voice he combines one of the sweetest tones that it has ever been my lot to hear, and, to crown all, he is daily showing a capacity for the stage that has not only satisfied the most sceptic but surprised every one of us by his powers, though not yet fully developed, for histrionic representations.

Now,

TO THE DRAMATIS PERSONÆ

King Yayati	Preonath Dutt.	
Madhobya	...	Bidhusaka	...	Kesab Chandra Ganguly.
Montri	...	Minister	...	Nabin Chundra Mukerjee.
Sukracharjya	...	Rishi	...	Deno Nath Ghose.
Kopli	...	His disciple	...	Sarat Chandra Ghose.
Bokasur	...	General	...	Iesur Chunder Singh.
Daitya	...	An Officer	...	Tara Chand Guha.
1st Citizen	...	Huris Chundra Mookberjee.		
2nd do	...	Russick Lal Law.		
3rd do	...	Brojo Dullal Dutt.		
Courtiers	...	Jotindra Mohan Tagore, Preonath Sett and Rajendra Lal Mitter.		
Chopdars	...	Dwarkanath Mullik & Mohesh Chunder Chunder.		
Durwan	...	Jodu Nath Ghose (my brother-in-law).		
Debjani	...	Hem Chunder Mookerjee (our Shagarika).		
Sharmista	...	Kristodhon Banerjee (a new-comer).		
Purnika	...	Kally Das Sandel (formerly our dancing-girl),		
Dabika	...	Aghor Chander Dhagria (our Susongota),		
Notee	...	Chuni Lal Bose (as before).		
Maidservant	...	Kally Prasanna Mookerjee.		
Dancing-girls...	...	The same as before, plus Bankim Chunder Mukerjee.		

Here you have as complete a list of the characters as I could give you, and I believe none can give you better the names

4/a

মধুসূদন-প্রহাবলী

of the characters than the manager of the theatre. Now as to other particulars, the rehearsals are going on twice a week, on Sundays and Thursdays respectively. Almost everybody is prepared and we can get up the play at ten days notice; but our Raja's father is unfortunately dead, and that will delay us. My brother, moreover, is now at Kandi. He is gone there a second time this year, but he is likely to return soon, and we expect to appear before the public in all April. No less than eight scenes have to be newly painted; most of them are already finished, and beautiful and magnificent they are without doubt,

I have not spoken anything about the drama, and I shall not do it. No one knows what effect such a thing as the 'Sharmista' will have on the Stage. It is still a matter of doubt whether it will be as popular as Ratnabali. I will give no opinion concerning it unless it has passed the ordeal of public criticism. * * *

With my sincere and hearty good wishes to yourself.

I remain, yours ever sincerely

ISSUR CHUNDER SINGH.

—'জীবন-চরিত,' পৃ. ২৩৩-৩৫।

৬। গৌরদাস মধুসূদনকে (২৯ এপ্রিল, ১৮৫৯)

How is Sermista going on? When does it come out? The more I read the more I am enamoured of her.—'মধু-স্মৃতি,' পৃ. ১১৪।

৭। রাজনারায়ণ বসু মধুসূদনকে

None of your works has been unread by me; "Sermista" is exactly after the pure classical model, is in many places full of sterling poetry, and displays considerable knowledge of human nature! I shall never forget the sweet resigning spirit of the gentle Sermista, the tender interview between her and the king, the pathetic meeting between Devajani and her father and the mean tiresome jokes of the clown.—'মধু-স্মৃতি,' পৃ. ১১৪।

৮। মধুসূদন গৌরদাসকে (৩ মে, ১৮৫৯)

...In addition to all this, I have been finishing my English Sermista and the New play, which I trust will distance its predecessor.

I am glad you like Sermista. I dare say you will also like the English. Pray, tell your cousin at the Asiatic to send your name for a copy to the Publisher. I have nothing to do with the sale of the book, for its proceeds will be paid to the Rajas in liquidation of the money they have kindly advanced me.

You must wait for some time yet for the New Play. All that I can tell you is that there are few *Prettier* plots in any Drama that you have read! I invented it one blessed Sunday. Tagore and the Rajahs exclaimed "Beautiful." I only hope I have done justice to it. This morning I am going to send Act No. IV to Tagore. I wish I could run up to spend some little time with you, but at present that is out of the question. Upon my soul, you are damnably mistaken if you think that I like Calcutta. I would be *happier* I think, even in the Soonderbuns. I lead a quiet life and seldom or never go out anywhere.
—'মধু-স্মৃতি,' পৃ. ১১৪-১১৫।

৯। যতীন্দ্রমোহন মধুসূদনকে (১ সেপ্টেম্বর, ১৮৫৯)

I think the first public performance of Sarmistha is to take place this saturday—we expect it will come off gloriously.—'মধু-স্মৃতি,' পৃ. ১২৩।

১০। যতীন্দ্রমোহন গৌরদাসকে (২৯ সেপ্টেম্বর, ১৮৫৯)

The representation of the drama of *Sermistha* has come off gloriously! Night before last was the sixth of last night of its performances and the Lieut. Governor and several other respectable gentlemen Native and European were present on the occasion. You must have read the very handsome notices in the papers, so I will not write to trouble you with details.
—'মধু-স্মৃতি,' পৃ. ১১৬।

১১। যতীন্দ্রমোহন মধুসূদনকে (৩১ ডিসেম্বর, ১৮৫৯)

The Chota Raja saw me this morning and I am glad to tell you, he has agreed to pay in advance the printing charges of the two farces and a portion of the amount due from him on account of the English Sermistha.—'মধু-স্মৃতি,' পৃ. ১২৮।

১২। যতীন্দ্রমোহন মধুসূদনকে (২১ মে, ১৮৬০)

...but you must excuse me, my dear sir, if I still betray a greater leaning towards our favourite দৈত্যরাজবালা. It may be that a longer and more intimate acquaintance with her has made me partial to her merits ; but this is simply a matter of opinion, and I hope you will not take my remarks amiss. —‘জীবন-চরিত,’ পৃ. ২৬৪।

১৩। মধুসূদন কেশব গঙ্গোপাধ্যায়কে

How are you getting on with “Sharmista”—my Garrick ? Have you seen “Padmavati” ? Will it do as Sharmista’s successor ?—‘জীবন-চরিত,’ পৃ. ৪৫৬।

শশিষ্ঠা নাটক

[১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে মুদ্রিত তৃতীয় সংস্করণ হইতে]

মঙ্গলাচরণ

মদেকসদয়বর

শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুর,

তথা

শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ বাহাদুর,

মহোদয়েষু ।

নমস্কার পুরঃসর নিবেদনমিদং ।

আমি এই দৈত্যরাজবালা শশ্মিষ্ঠাকে মহাশয়দিগকে অর্পণ করিতেছি । যত্বপি ইনি আপনাদের এবং শ্রোতৃবর্গের অনুগ্রহের উপযুক্ত পাত্রী হইলেন, তবে আমার পরিশ্রম সফল হইবে এবং আমিও কৃতকার্য হইব ।

মহাশয়দিগের বিদ্যানুরাগে এ দেশের যে কি পর্য্যন্ত উপকার হইতেছে, তাহা আমার বলা বাহুল্য । আমি এই প্রার্থনা করি যে আপনাদিগের দেশহিতৈষিতাদি গুণরাগে এ ভারতভূমি যেন বিদ্যাবিষয়ক স্বীয় প্রাচীন শ্রী পুনর্দ্বারণ করেন ইতি ।

কলিকাতা ।

১৫ পৌষ, সন ১২৬৫ সাল ।

শ্রী মাইকেল মধুসূদন দত্তশ্র ।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

যযাতি

মাধব্য (বিদূষক)

রাজমন্ত্রী

শুক্রাচার্য

কপিল (তস্য শিষ্য)

বকাসুর

অন্য এক জন দৈত্য

এক জন ব্রাহ্মণ

দৌবারিক

দেবযানী

শশ্মিষ্ঠা

পূর্ণিকা (দেবযানীর সখী)

দেবিকা (শশ্মিষ্ঠার সখী)

নটী

এক জন পরিচারিকা

দুই জন চেটী

নাগরিকগণ

সভাসদগণ ইত্যাদি

শম্ভিষ্ঠা নাটক

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

হিমালয় পর্বত—দূরে ইন্দ্রপুরী অমরাবতী

(এক জন দৈত্য যুদ্ধবেশে ।)

দৈত্য । (স্বগত) আমি প্রতাপশালী দৈত্যরাজের আদেশে পর্বতপ্রদেশে অনেক দিন অবধি ত বাস করি ; দিবারাত্রের মধ্যে ক্ষণকালও স্বচ্ছন্দে থাকি না ; কারণ ঐ দূরবর্তী নগরে দেবতারা যে কখন কি করে, কখনই বা কে সেখান হতে রণসজ্জায় নির্গত হয়, তার সংবাদ অসুরপত্রির নিকটে তৎক্ষণাৎ লয়ে যেতে হয় । (পরিক্রমণ) আর এ উপত্যকাভূমি যে নিতান্ত অরমণীয় তাও নয় ;—স্থানে স্থানে তরুশাখায় নানা বিহঙ্গমগণ মধুর স্বরে গান কচে ; চতুর্দিকে বিবিধ বনকুসুম বিকশিত ; ঐ দূরস্থিত নগর হতে পারিজাত পুষ্পের সুগন্ধ সহকারে মৃদু মন্দ পবন সঞ্চার হচে ; আর কখন কখন মধুরকণ্ঠ অঙ্গুরীগণের তানলয়বিশুদ্ধ সঙ্গীতও কর্ণকুহর শীতল করে ; কোথাও ভীষণ সিংহের নাদ, কোথাও ব্যাঘ্র মহিষাদির ভয়ঙ্কর শব্দ, আবার কোথাও বা পর্বতনিঃসৃত বেগবতী নদীর কুলকুল ধ্বনি হচে । কি আশ্চর্য্য ! এই স্থানের গুণে স্বজন বান্ধবের বিরহহঃখও আমি প্রায় বিস্মৃত হয়েছি । (পরিক্রমণ ।) অহো ! কার যেন পদশব্দ শ্রুতিগোচর হলো না ! (চিন্তা করিয়া) তা এ ব্যক্তিটা শত্রু কি মিত্র, তাও ত অনুমান কতে পারি না ; যা হোক, আমার রণসজ্জায় প্রস্তুত থাকা উচিত । (অসি চর্ম গ্রহণ) বোধ হয়, এ কোন সামান্য ব্যক্তি না হবে । উঃ ! এর পদভরে পৃথিবী যেন কম্পমানা হচেন ।

(বকাসুরের প্রবেশ ।)

(প্রকাশে) কহু ?

বক । দৈত্যপতি বিজয়ী হউন, আমি তাঁরই অহুচর ।

দৈত্য। (সচকিতে)-ও! মহাশয়! আস্তে আজ্ঞা হউক। নমস্কার।
বক। নমস্কার। তবে দৈত্যবর, কি সংবাদ বল দেখি?

দৈত্য। এ স্থলের সকলি মঙ্গল। দৈত্যপুরীর কুশলবার্তায় চরিতার্থ
করুন।

বক। ভাই হে, তার আর বলবো কি, অল্প দৈত্যকুলের এক প্রকার
পুনর্জন্ম।

দৈত্য। কেন কেন, মহাশয়?

বক। মহর্ষি গুক্রাচার্য্য ক্রোধান্বিত হয়ে দৈত্যদেশ পরিত্যাগে উদ্ভূত
হয়েছিলেন।

দৈত্য। কি সর্বনাশ! এ কি অদ্ভুত ব্যাপার, এর কারণ কি?

বক। ভাই, স্ত্রীজাতি সর্বত্রই বিবাদের মূল। দৈত্যরাজকন্যা শর্মিষ্ঠা,
গুরুকন্যা দেবযানীর সহিত কলহ করে, তাঁকে এক অন্ধকারময় কূপে নিক্ষেপ
করেন, পরে দেবযানী এই কথা আপন পিতা তপোধনকে অবগত করালে,
তিনি ক্রোধে প্রজ্বলিত হতাশনের গায় একেবারে জলে উঠলেন! আঃ!
সে ব্রহ্মাগ্নিতে যে আমরা সনগর দক্ষ হই নাই, সে কেবল দেবদেব
মহাদেবের কৃপা, আর আমাদের সৌভাগ্য।

দৈত্য। আজে তার সন্দেহ কি! কিন্তু গুরুকন্যা দেবযানী রাজকুমারী
শর্মিষ্ঠার প্রাণস্বরূপ, তা তাঁদের উভয়ে কলহ হওয়াও ত অতি অসম্ভব।

বক। হাঁ তা যথার্থ বটে, কিন্তু ভাই উভয়েই নবযৌবন-মদে উন্মত্ত।

দৈত্য। তার পর কি হলো মহাশয়?

বক। তার পর মহর্ষি গুক্রাচার্য্য, ক্রোধে রক্তনয়ন হয়ে, রাজসভায়
গিয়ে মুক্তকণ্ঠে বল্যেন, রাজন্! অত্যাধি তুমি শ্রীভ্রষ্ট হবে, আমি এই
অবধি এ স্থান পরিত্যাগ কল্যেম, এ পাপনগরীতে আমার আর অবস্থিতি
করা কখনই হবে না। এই বাক্যে সভাসদ সকলের মস্তকে যেন বজ্রপাত
হলো, আর সকলেই ভয়ে ও বিস্ময়ে স্পন্দহীন হয়ে রৈল।

দৈত্য। তার পর মহাশয়?

বক। পরে মহারাজ কৃতান্তলিপুটে অনেক স্তব করে বল্লেন, গুরো!
আমি কি অপরাধ করেছি, যে আপনি আমাকে সবাংশে নিধন কভ্যে উদ্ভূত
হয়েছেন? আমরা সপরিবারে আপনার ক্রীতদাস, আর আপনার প্রসাদেই
আমার সকল সম্পত্তি! তাতে মহর্ষি বল্লেন, সে কি মহারাজ? তুমি

দৈত্যকুলপতি, আমি একজন ভিক্ষাজীবী ব্রাহ্মণ, আমাকে কি তোমার এ কথা বলা সম্ভবে ? রাজা তাতে আরো কাতর হয়ে, মহর্ষির পদতলে পতিত হলেন, আর বলতে লাগলেন, গুরো, আপনার এ ভয়ানক ক্রোধের কারণ কি, আমাকে বলুন।

দৈত্য। তা মহর্ষি এ কথায় কি আজ্ঞা কল্যেন ?

বক। রাজার নম্রতা দেখে মহর্ষি ভূতল হতে তাঁকে উখিত কল্যেন, আর আপনার কন্যার সহিত রাজকুমারীর বিবাদের বৃত্তান্ত সমুদয় জ্ঞাত করিয়ে বললেন, রাজন্ ! দেবযানী আমার একমাত্র কন্যা, আমার জীবনাপেক্ষাও স্নেহপাত্রী, তা, যে স্থানে তার কোনরূপ ক্রেশ হয়, সে স্থান আমার পরিত্যাগ করাই উচিত। রাজা এ কথায় বিস্ময়াপন্ন হয়ে, করযোড় করে এই উত্তর দিলেন, প্রভো ! আমি এ কথার বিন্দু বিসর্গও জানি নে, তা আপনি সে পাপশীলা শর্মিষ্ঠার যথোচিত দণ্ড বিধান করে ক্রোধ সম্বরণ করুন, নগর পরিত্যাগের প্রয়োজন কি ?

দৈত্য। ভগবান্ ভার্গব তাতে কি বল্যেন ?

বক। তিনি বল্যেন, এ পাপের আর প্রায়শ্চিত্ত কি আছে ? তোমার কন্যা চিরকাল দেবযানীর দাসী হয়ে থাকুক, এই আমার ইচ্ছা।

দৈত্য। উঃ ! কি সর্বনাশের কথা !

বক। মহারাজ এই বাক্য শুনে যেন জীবন্মৃতের ম্যায় হলেন। তাতে মহর্ষি সক্রোধে রাজাকে পুনর্ব্বার বললেন, রাজন্ ! তুমি যদি আমার বাক্যে সম্মত না হও, তবে বল আমি এই মুহূর্ত্তেই এ স্থান হতে প্রস্থান করি। মহর্ষি ভার্গবকে পুনরায় ক্রোধান্বিত দেখে মন্ত্রিবর কৃতাজলিপূর্ব্বক মহারাজকে সম্বোধন করে বললেন, মহারাজ ! আপনি কি একটি কন্যার জন্তে সর্বংশে নির্বংশ হবেন ? দেখুন দেখি, যদি কোন বণিক সুবর্ণ, রৌপ্য, ও নানাবিধ মহামূল্য রত্নজাত-পরিপূর্ণ একখানি পোত লয়ে সমুদ্রে গমন করে, আর যদি সে সময়ে ঘোরতর ঘনঘটা দ্বারা আকাশমণ্ডল আবৃত হয়ে প্রবলতর ঝটিকা বইতে থাকে, তবে কি সে ব্যক্তি আপনার প্রাণরক্ষার নিমিত্তে সে সময়ে সে সমুদায় মহামূল্য রত্নজাত গভীর সমুদ্রমধ্যে নিক্ষেপ করে না ?

দৈত্য। তার পর মহাশয় ?

বক। দৈত্যাদিপতি মন্ত্রিবরের এই হিতকর বাক্য শুনে দীর্ঘ দিম্বাস পরিত্যাগ করে রাজকুমারীকে অগত্যায় সভায় আনয়ন করতে অনুমতি

দিলেন ; পরে রাজহুহিতা সভায় উপস্থিত হলে, মহারাজ অশ্রুপূর্ণলোচনে ও গদগদবচনে তাঁকে সমুদয় অবগত করালেন আর বললেন, “বৎসে ! অচ্ছ তোমার হস্তেই দৈত্যকুলের পরিত্রাণ । যদি তুমি মহর্ষির এই নিষ্ঠুর আজ্ঞা প্রতিপালন কতে স্বীকার না কর, তবে আমার এ রাজ্য ক্রীভ্রষ্ট হবে, এবং আমিও চিরবিরোধী তুর্দাস্ত দেবগণ কর্তৃক পরাজিত হয়ে নানা ক্রেশে পতিত হব !”

দৈত্য । হায় ! হায় ! কি সর্বনাশ !—রাজকুমারী পিতার এতাদৃশ বাক্য শ্রবণে কি প্রত্যুত্তর দিলেন ?

বক । ভাই হে ! রাজতনয়ার তৎকালীন মুখচন্দ্র মনে করলে পাষণ্ড হৃদয়ও বিদীর্ণ হয় । রাজকুমারী যখন সভায় উপস্থিত হলেন, তখন তাঁর মুখমণ্ডল শরচ্ছত্রের গায় প্রসন্ন ছিল, কিন্তু পিতৃবাক্যে মেঘাচ্ছন্ন শশধরের গায় একেবারে মলিন হয়ে গেল ! (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হা হতদৈব ! এমন সুন্দরীর অদৃষ্টে কি এই ছিল ! অনন্তর রাজপুত্রী শর্মিষ্ঠা সভা হতে পিতৃ-আজ্ঞায় সম্মতা হয়ে প্রস্থান করলে পর, মহারাজ যে কত প্রকার আক্ষেপ ও বিলাপ করতে আরম্ভ করলেন, তা স্মরণ হলে অধৈর্য্য হতে হয় ! (দীর্ঘনিশ্বাস ।)

দৈত্য । আহা, কি ছুঃখের বিষয় ! তবে কি না বিধাতার নিৰ্ব্বন্ধ কে লঙ্ঘন করতে পারে ? হে ধনুর্দ্ধারিন্ ! এক্ষণে আচার্য্য মহাশয়ের কোপাগ্নি ত নিৰ্ব্বাণ হয়েছে ?

বক । আর না হবে কেন ?

দৈত্য । তবে আপনি যে বলেছিলেন অচ্ছ দৈত্যকুলের পুনর্জন্ম হলো তা কিছু মিথ্যা নয় । (চিন্তা করিয়া) হে অসুর-শ্রেষ্ঠ ! যখন মহর্ষির সহিত মহারাজের মনান্তর হবার উপক্রম হয়েছিল, তখন যদি ঐ তুর্দাস্ত দেবগণেরা এ সংবাদ প্রাপ্ত হতো, তা হলে যে তারা কি পর্য্যন্ত পরিতুষ্ট হতো, তা অনুমান করা যায় না ।

বক । তা সত্য বটে । আর আমিও তাই জানতে এসেছি যে দেবতারা এ কথা কিছু অনুসন্ধান পেয়েছে কি না । তুমি কি বিবেচনা কর, দেবেশ্ব প্রভৃতি দৈত্যাক্রিগণ এ সংবাদ পায় নাই ?

দৈত্য । মহাশয় ! দেবদূতেরা পরম মায়াবী, এবং তাদের পতি

মনোরথ আর সৌদামিনী অপেক্ষাও বেগবতী ; স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল, এই ত্রিভুবনের মধ্যে কোন স্থানই তাদের অগম্য নয় ।

বক । তা যথার্থ বটে, কিন্তু দেখ, ঐ নগরে সকলেই স্থিরভাবে আছে । বোধ করি, অমরগণ দৈত্যরাজের সহিত ভগবান্ ভার্গবের বিবাদের কোন সূচনা প্রাপ্ত হয় নাই, তা হলে তারা তৎক্ষণাৎ রণসজ্জায় সজ্জিত হয়ে নগর হতে নির্গত হতো ।

দৈত্য । মহাশয় ! আপনি কি অবগত নন, যে প্রবল বাত্যারজের পূর্বে সমুদায় প্রকৃতি স্থিরভাবে অবস্থিতি করেন ?—যা হউক, সুকুমারী রাজকুমারী এখন কোথায় আছেন ?

বক । (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) তিনি এখন গুরুকন্যা দেবযানীর সহিত আচার্য্যের আশ্রমেই অবস্থিতি কচেন । ভাই হে ! সেই সুকুমারী রাজকুমারী ব্যতিরেকে দৈত্যপুরী একেবারে অন্ধকারময়ী হয়ে রয়েছে ! রাজমহিষীর রোদনধ্বনি শ্রবণ করলে বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হয়, এবং মহারাজের যে কি পর্য্যন্ত মনোদুঃখ, তা স্মরণ হলে ইচ্ছা হয় না যে দৈত্যদেশে পুনর্গমন করি । (নেপথ্যে রণবাচ, শঙ্খনাদ, ও হুহুকার ধ্বনি ।)

দৈত্য । মহাশয় ! ঐ শ্রবণ করুন,—শত বজ্রশব্দের গায় ছুঁদাস্ত দেবগণের শঙ্খনাদ শ্রুতিগোচর হচে । উঃ, কি ভয়ানক শব্দ !

বক । ছুঁষ্ট দস্যুদল তবে দৈত্যদেশ আক্রমণে উদ্বৃত হলো না কি ?

নেপথ্যে । দৈত্যকুল সংহার কর ! দৈত্যদেশ সংহার কর !

দৈত্য । অহো ! এ কি প্রলয়কাল উপস্থিত, যে সপ্ত সমুদ্র ভীষণ গর্জনপূর্ব্বক তীর অতিক্রম কচে ?

বক । ওহে বীরবর ! এ স্থলে আর বিলম্ব করবার প্রয়োজন নাই ; ছুঁষ্ট দেবগণের অভিলাষ সম্পূর্ণরূপেই প্রকাশ পাচে । চল, ত্বরায় দৈত্যরাজের নিকট এ সংবাদ লয়ে যাই । ঐ ছুঁষ্ট দেবগণের শঙ্খধ্বনি শুনলে আমার সর্ব্বশরীরের শোণিত উষ্ণ হয়ে উঠে ।

[উভয়ের প্রস্থান ।]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

দৈত্য-দেশ—গুরু শুক্রাচার্যের আশ্রম।

(শশ্মিষ্ঠার সখী দেবিকার প্রবেশ ।)

দেবি । (আকাশ প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া স্বগত) সূর্য্যদেব ত প্রায়
অস্তগত হলেন । এই যে আশ্রমে পক্ষিসকল কূজনধ্বনি করে চারি দিক্ হতে
আপন আপন বাসায় ফিরে আসচে ; কমলিনী আপনার প্রিয়তম দিনকরকে
গমনোন্মুখ দেখে বিষাদে মুদিতপ্রায় ; চক্রবাক ও চক্রবাকবধু, আপনাদের
বিরহ-সময় সন্নিহিত দেখে, বিষণ্ণভাবে উপবিষ্ট হয়ে, উভয়ে উভয়ের প্রতি
একদৃষ্টে অবলোকন কচে ; মহর্ষিগণ স্বীয় স্বীয় হোমাগ্নিতে সায়ংকালীন
আহুতি প্রদানের উদ্যোগে ব্যস্ত ; ছক্কভারে ভারাক্রান্ত গাভীসকল
বৎসাবলোকনে অতিশয় উৎসুক হয়ে বেগে গোষ্ঠে প্রবিষ্ট হচে । (আকাশ-
মণ্ডলের প্রতি পুনর্দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া) এই ত সন্ধ্যাকাল উপস্থিত, কিন্তু
রাজকুমারী যে এখনও আসচেন না, কারণ কি ? (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ
করিয়া) আহা ! প্রিয়সখীর কথা মনে উদয় হলে, একবারে হৃদয় বিদীর্ণ
হয় ! হা হতবিধাতঃ ! রাজকূলে জন্মগ্রহণ করে শশ্মিষ্ঠাকে কি যথার্থই
দাসী হতে হলো ? আহা ! প্রিয়সখীর সে পূর্ব রূপলাবণ্য কোথায় গেল ?
তা এতাদৃশী ছরবস্থায় কি প্রকারেই বা সে অপরূপ রূপলাবণ্যের সম্ভব হয় ?
নির্মল সলিলে যে পদ্ম বিকশিত হয়, পঙ্কিল জলে তাকে নিক্ষেপ করলে তার
কি আর তাদৃশী শোভা থাকে ? (অবলোকন করিয়া সহর্ষে) ঐ যে আমার
প্রিয়সখী আসচেন !

(শশ্মিষ্ঠার প্রবেশ ।)

(প্রকাশে) রাজকুমারি ! তোমার এত বিলম্ব হলো কেন ?

শশ্মি । সখি ! বিধাতা এক্ষণে আমাকে পরাধীনা করেছেন, সুতরাং
পরবশ জনের স্বৈচ্ছানুসারে কর্ম করা কি কখন সম্ভব হয় ?

দেবি । প্রিয়সখি ! তোমার ছঃখের কথা মনে হলে আমার হৃদয় বিদীর্ণ
হয় ! হা কুসুমসুকুমারি ! হা চারুশিলে ! তোমার অদৃষ্টে যে এত ক্লেশ
ছিল, এ আমি স্বপ্নেও জান্তেম না ! (রোদন ।)

শশ্মি । সখি ! আর বৃথা ক্রন্দনে ফল কি ?

দেবি । প্রিয়সখি ! তোমার ছুঁখে পাষণ্ড বিগলিত হয় !

শশ্মি । সখি ! ছুঁখের কথায় অন্তঃকরণ আর্দ্র হয় বটে, কিন্তু কৈ, আমার এমন ছুঁখ কি ?

দেবি । প্রিয়সখি ! এর অপেক্ষা ছুঁখ আর কি আছে ? শশধর আকাশমণ্ডল হতে ভূতলে পতিত হয়েছেন ! দেখ, রাজছুঁহিতা হয়ে দাসী হলে ! হা ছুঁদেব ! তোমার কি এ সামান্য বিড়ম্বনা !

শশ্মি । সখি ! যদিও আমি দাসীত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধা, তথাপি ত আমি রাজভোগে বঞ্চিতা হই নাই। এই দেখ ! আমার মনে সেই সকল সুখই রয়েছে ! এই অশোক-বেদিকা আমার মহার্হ সিংহাসন (বেদিকোপরি উপবেশন) এই তরুবর আমার ছত্রধর ; ঐ সম্মুখস্থ সরোবরে বিকশিতা কুমুদিনীই আমার প্রিয়সখী ! মধুকর ও মধুকরীগণ গুণ্ণুন্স্বরে আমারই গুণকীর্তন কচে ; স্বয়ং সুগন্ধ মলয়মারুত আমার বীজনক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হয়েছে ; চন্দ্রমণ্ডল নক্ষত্রগণ সহিত আমাকে আলোক প্রদান কচেন। সখি ! এ সকল কি সামান্য বৈভব ? আমাকে এত সুখভোগ করতে দেখেও তোমার কি আমাকে সুখভোগিনী বলে বোধ হয় না ?

দেবি । (সস্মিত বচনে) রাজনন্দিনি ! এ কি পরিহাসের সময় ?

শশ্মি । সখি ! আমি ত তোমার সহিত পরিহাস কচি না। দেখ, সুখ ছুঁখ মনের ধর্ম ; অতএব বাহ্য সুখ অপেক্ষা আন্তরিক সুখই সুখ। আমি পূর্বে যেরূপ ছিলাম, এখনও সেইরূপ ; আমার ত কিঞ্চিৎমাত্রও চিন্তাবিকার হয় নাই।

দেবি । সখি ! তুমি যা বল, কিন্তু হতবিধাতার এ কি সামান্য বিড়ম্বনা ? (রোদন।)

শশ্মি । হা ষিঙ্ক ! সখি ! তুমি বিধাতাকে বৃথা নিন্দা কর কেন ! দেখ দেখি, যদি আমি কোন ব্যক্তিকে দেবভোগ তুল্য উপাদেয় মিষ্টান্ন ভোজন করতে দি, আর সে যদি তা বিষ সহকারে ভোজন করে চিররোগী হয়, তবে কি আমি সে ব্যক্তির রোগের কারণ বলে গণ্য হতে পারি ?

দেবি । সখি, তাও কি কখন হয় ?

শশ্মি । তবে তুমি বিধাতাকে আমার জ্ঞে দোষ দেও কেন ? বিধাতার এ বিষয়ে দোষ কি ? গুরুকণ্ঠা দেবযানীর সহিত আমার বিবাদ বিসম্বাদ না

হলে ত আমাকে এ দুর্গতি ভোগ করতে হতো না ! দেখ, পিতা আমার দৈত্যরাজ ; তিনি প্রতাপে আদিত্য, আর ঐশ্বর্যে ধনপতি ; তাঁর বিক্রমে দেবগণও সশঙ্কিত ; আমি তাঁর প্রিয়তমা কন্যা । আমি আপন দোষেই এ দুর্দশায় পতিত হয়েছি,—আমি আপনি মিষ্টামের সহিত বিষ মিশ্রিত করে ভক্ষণ করেছি, তায় অণ্ডের দোষ কি ?

দেবি । প্রিয়সখি ! তোমার কথা শুনে অন্তরাছা শীতল হয় ! তোমার এতাদৃশী বাকপটুতা, বোধ হয়, যেন স্বয়ং বাগ্‌দেবীই অবনীতে অবতীর্ণা হয়েছেন । হা বিধাতঃ ! তুমি কি নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করবার আর স্থান পাও নাই ? এমত সরলা বালাকেও কি এত যন্ত্রণা দেওয়া উচিত ? (রোদন ।)

শশ্বি । সখি ! আর বৃথা রোদন করো না ! অরণ্যে রোদনে কি ফল ?

দেবি । ভাল, প্রিয়সখি ! একটা কথা জিজ্ঞাসা করি,—বলি, দাসী হয়েই কি চিরকাল জীবন যাপন করবে ?

শশ্বি । সখি ! কারাবদ্ধ ব্যক্তি কি কখন স্বেচ্ছানুসারে বিমুক্ত হতে পারে ? তবে তার বৃথা ব্যাকুল হওয়ায় লাভ কি ? আমি যেরূপ বিপদে বেষ্টিত, এ হতে করুণাময় পরমেশ্বর ভিন্ন আর কে আমাকে উদ্ধার করতে সক্ষম ! তা, সখি, আমার জন্মে তোমার রোদন করা বৃথা ।

দেবি । রাজনন্দিনি, শান্তিদেবী কি তোমার হৃদয়পদ্মে বসতি কচেন, যে তুমি এককালীন চিত্তবিকারশূন্যা হয়েছ ? কি আশ্চর্য ! প্রিয়সখি ! তোমার কথা শুনে, বোধ হয়, যে তুমি যেন কোন বৃদ্ধা তপস্বিনী শাস্তুরসাম্পদ আশ্রমপদে যাবজ্জীবন দিনপাত করেছ । আহা ! এও কি সামান্য দুঃখের বিষয় ! হা হতবিধে ! দুর্লভ পারিজাত পুষ্পকে কি নির্জন অরণ্যে নিক্ষেপ করা উচিত ! অমূল্য রত্ন কি সমুদ্রতলে গোপন রাখবার নিমিত্তেই সৃজন করেছ ! (দীর্ঘনিশ্বাস ।)

শশ্বি । প্রিয়সখি ! চল, আমরা এখন কুটীরে যাই । ঐ দেখ, চন্দ্রনায়িকা কুমুদিনীর স্থায় দেবযানী পূর্ণিকার সহিত প্রফুল্ল বদনে এই দিকে আসছেন । তুমি আমাকে সর্বদা “কমলিনী, কমলিনী” বল ; তা ষত্‌পি আমি কমলিনীই হই, তবে এ সময়ে আমার এ স্থলে বিকশিত হওয়া কি উচিত ? দেখ দেখি আমার প্রিয়সখা অনেকক্ষণ হলো অন্তগত হয়েছেন, তাঁর বিরহে আমাকে নিমীলিত হতে হয় । চল, আমরা যাই ।

দেবি। রাজকুমারি ! ঐ অহঙ্কারিণী ব্রাহ্মণকন্যাকে কি কুমুদিনী বলা যায় ? আমার বিবেচনায়, তুমি শশধর আর ও ছুঁই রাহ। আমি যদি সুদর্শনচক্র পাই তা হলে ঐ ছুঁটা স্ত্রীকে এই মুহূর্তেই ছুঁই খণ্ড করি।

শশ্মি। হা ধিক্ ! সখি, তুমি কি উন্মত্তা হলে ! ঐ ব্রাহ্মণকন্যার পিতৃপ্রসাদেই আমাদের পিতৃকুল সেই সুদর্শনচক্র হতে নিস্তার পায়। তা সখি, চল এখন আমরা যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।]

(দেবযানী এবং পূর্ণিকার প্রবেশ।)

দেব। (আকাশ প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) প্রিয়সখি ! বসুমতী যেন অত্ন রাতে স্বয়ম্বর হয়েছেন ; ঐ দেখ, আকাশমণ্ডলে ইন্দু এবং গ্রহনক্ষত্রগণ প্রভৃতির কি এক অপূর্ব এবং রমণীয় শোভা হয়েছে ! আহা ! রোহিণীপতির কি অল্পমম মনোরম প্রভা। বোধ হয়, ত্রিভুবনমোহিনী জলধিছহিতা কমলার স্বয়ম্বরকালে, পুরুষোত্তম দেবসমাজে যাদৃশ শোভমান হয়েছিলেন, সুধাকরও অত্ন নক্ষত্রমধ্যে তদ্রূপ অপরূপ ও অনির্বচনীয় শোভা ধারণ করেছেন ! (চতুর্দিক অবলোকন করিয়া) প্রিয়সখি ! এই দেখ, এ আশ্রমপদেরও কি এক অপরূপ সৌন্দর্য্য ! স্থানে স্থানে নানাবিধ কুমুমজাল বিকশিত হয়ে যেন স্বয়ম্বর বসুম্বরার অলঙ্কারস্বরূপ হয়ে রয়েছে। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ।)

পূর্ণি। তবে দেখ দেখি, প্রিয়সখি ! নিশানাথের এতাদৃশ মনোহারিণী প্রভায় তোমার চিন্তচকোরের কি নিরানন্দ হওয়া উচিত ? দেখ, শশ্মিষ্ঠা তোমাকে যে সময় কূপমধ্যে নিষ্ক্রেপ করেছিল, তদবধি তোমার তিলাঙ্কের নিমিত্তেও মনঃস্থির নাই,—সততই তুমি অশ্রমনস্ক আর * মলিন বদনে দিনযামিনী যাপন কর। সখি, এ নিগূঢ় তত্ত্ব তুমি আমাকে অকপটে বল, আমি ত তোমার আর পর নই। বিবেচনা করলে সখীদের দেহমাত্রই ভিন্ন, কিন্তু মনের ভাব কখনও ভিন্ন নয়।

দেব। প্রিয়সখি ! আমার অন্তঃকরণ যে একান্ত বিচলিত ও অধীর হয়েছে, তা সত্য বটে ; কিন্তু তুমি যদি আমার চিন্তচঞ্চলতার কারণ শুন্তে উৎসুক হয়ে থাক, তবে বলি, শ্রবণ কর।

পূর্ণি। প্রিয়সখি ! সে কথা শুন্তে যে আমার কি পর্য্যাপ্ত লালসা, তা মুখে ব্যক্ত করা ছঃসাধ্য।

দেব । শশ্মিষ্ঠা আমাকে কূপে নিক্ষেপ করলে পর, আমি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অজ্ঞানাবস্থায় পতিতা ছিলাম, পরে কিঞ্চিৎ চেতন পেয়ে দেখ্লেম, যে চতুর্দিক্ কেবল অন্ধকারময় । অনন্তর আমি ভয়ে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করতে আরম্ভ করলেম । দৈবযোগে এক মহাত্মা সেই স্থান দিয়া গমন করিতেছিলেন, হঠাৎ কূপমধ্যে হাহাকার আর্তনাদ শুনে নিকটস্থ হয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, “তুমি কে ? আর কি জন্মই বা কূপের ভিতর রোদন কচ্যো ?” প্রিয়সখি ! তৎকালে তাঁর এরূপ মধুর বাক্য শুনে, আমার বোধ হলো, যেন বিধাতা আমাকে উদ্ধার করবার জন্য স্বয়ং উপস্থিত হয়েছেন । তিনি কে, আমিই কিছুই নির্ণয় করতে পারলেম না, কেবল ক্রন্দন করতে মুক্তকণ্ঠে এইমাত্র বল্লেম, “মহাশয় ! আপনি দেবই হউন, বা মানবই হউন, আমাকে এই বিপজ্জাল হতে শীঘ্র বিমুক্ত করুন ।” এই কথা শুনিবা মাত্র, সেই দয়ালু মহাশয় তৎক্ষণাৎ কূপমধ্যে অবতীর্ণ হয়ে আমাকে হস্ত-ধারণপূর্বক উত্তোলন করলেন । আমি উপরিস্থা হয়ে তাঁর অলৌকিক রূপলাবণ্য দর্শনে একেবারে বিমোহিতা হলেম্ । সখি ! বল্লে প্রত্যয় করবে না, বোধ হয়, তেমন রূপ এ ভূমণ্ডলে নাই । (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ ।)

পূর্ণি । কি আশ্চর্য্য ! তার পর, তার পর ?

দেব । তার পর তিনি আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করে এই কথা জিজ্ঞাসা করলেন, “হে ললনে ! তুমি দেবী কি মানবী ? কার অভিশাপে তোমার এ দুর্দশা ঘটেছিল ? সবিশেষ শ্রবণে অতিশয় কৌতূহল জন্মেছে, বিবরণ করলে আমি যৎপরোনাস্তি পরিতৃপ্ত হই ।” তাঁর এ কথা শুনে আমি সবিনয়ে বল্লেম, “হে মহাভাগ ! আমি দেবকন্যা নই—আমার ঋষিকুলে জন্ম—আমি ভগবান্ মহর্ষি ভার্গবের ছুহিতা, আমার নাম দেবযানী ।” প্রিয়সখি ! আমার এই উত্তর শুনেই সেই মহাত্মা কিঞ্চিৎ অন্তরে দণ্ডায়মান হয়ে বল্লেন, “ভদ্রে ! আপনি ভগবান্ ভার্গবের ছুহিতা ? আমি ঋষিবরকে বিলক্ষণ জানি ; তিনি এক জন ত্রিভুবনপূজ্য পরম দয়ালু ব্যক্তি ; আপনি তাঁকে আমার শত সহস্র প্রণাম জানাবেন ; আমার নাম যযাতি—আমার চন্দ্রবংশে জন্ম । হে ঋষিতনয়ে ! এক্ষণে অক্ষুমতি করুন, আমি বিদায় হই ।” এই কথা বলে তিনি সহসা প্রস্থান করলেন । প্রিয়সখি, যেমন কোন দেবতা, কোন পরম ভক্তের প্রতি সদয় হইয়ে, তার অভিলষিত বর প্রদানপূর্বক অন্তর্হিত হলে, সেই ভক্ত জন মুহূর্ত্তকাল আনন্দরসে পুলকিত ও

মুদ্রিতনয়ন হয়ে, আপন ইষ্টদেবকে সম্মুখে আবির্ভূত দেখে, এবং বোধ করে, যেন তিনি বারম্বার মধুরভাষে তার শ্রুতিসুখ প্রদান কর্চেন, আমিও সেই মহোদয়ের গমনানন্তর ক্ষণকাল তদ্রূপ সুখসাগরে নিমগ্না ছিলাম। আহা! সখি! সেই মোহনমূর্ত্তি অত্যাপি আমার হৃৎপদ্মে জাগরুক রয়েছে। প্রিয়সখি! সে চন্দ্রানন কি আমি আর এজন্মে দর্শন করবো? (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ।) সেই অমৃতবর্ষিণী মধুর ভাষা কি আর কখন আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করবে? প্রিয়সখি! শর্মিষ্ঠা যখন আমাকে কূপে নিক্ষিপ্ত করেছিল, তখন আমার মৃত্যু হলে আর কোন যন্ত্রণাই ভোগ করতে হতো না। (রোদন।)

পূর্ণি। প্রিয়সখি! তুমি কেন এ সমুদায় বৃত্তান্ত ভগবান্ মহর্ষিকে অবগত করাও না?

দেব। (সত্রাসে) কি সর্বনাশ! সখি, তাও কি হয়? এ কথা ভগবান্ মহর্ষি জনককে কি প্রকারে জ্ঞাত করান যায়? রাজচক্রবর্ত্তী যযাতি ক্ষত্রিয়—আমি হলেম ব্রাহ্মণকন্যা।

পূর্ণি। সখি, আমার বিবেচনায় এ কথা মহর্ষির কর্ণগোচর করা আবশ্যিক।

দেব। (সত্রাসে) কি সর্বনাশ! সখি, তুমি কি উন্মত্তা হয়েছ? এ কথা মহর্ষি জনকের কর্ণগোচর করা অপেক্ষা মৃত্যুও শ্রেয়ঃ।

পূর্ণি। প্রিয়সখি! ঐ দেখ, ভগবান্ মহর্ষির নাম গ্রহণ মাত্রেই তিনি এ দিকে আস্চেন। এও একটা সৌভাগ্য বা কার্য্যসিদ্ধির লক্ষণ।

দেব। (সত্রাসে) প্রিয়সখি! তুমি এ কথা ভগবান্ পিতার নিকট কোন প্রকারেই ব্যক্ত করো না; হে সখি! তুমি আমার এই অহুরোধটি রক্ষা কর।

পূর্ণি। সখি! যেমন অন্ধ ব্যক্তির সুপথে গমন করা ছঃসাধ্য, জ্ঞানহীন জনের পক্ষে সদস্য বিবেচনা তদ্রূপ সুকঠিন।

দেব। (সত্রাসে) প্রিয়সখি, তুমি কি একেবারে আমার প্রাণনাশ করতে উচ্ছত হয়েছ। কি সর্বনাশ! তোমার কি প্রজ্বলিত হতাশনে আমাকে আহুতি প্রদানের ইচ্ছা হয়েছে? ভগবান্ পিতা স্বভাবতঃ উগ্র-স্বভাব; এতাদৃশ বাক্য তাঁর কর্ণগোচর হলে, আর কি নিস্তার আছে?

পূর্ণি। প্রিয়সখি! আমি তোমার অপকারিণী নই। তা তুমি এ স্থান হতে প্রস্থান কর; ঐ দেখ, ভগবান্ মহর্ষি এই দিকেই আগমন কচ্চেন।

দেব। (সত্রাসে) প্রিয়সখি! এক্ষণে আমার জীবন মরণে তোমারই

সম্পূর্ণ প্রভুতা ; কিন্তু আমি জীবনাশায় জলাঞ্জলি দিয়ে তোমার নিকট হতে বিদায় হলেম ।

পূর্ণি । প্রিয়সখি ! এতে চিন্তা কি ? আমি কৌশলক্রমে মহর্ষির নিকট এ সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করবো, তার ভয় কি ?

দেব । প্রিয়সখি ! তোমার যা ইচ্ছা তাই কর । হয়ত জন্মের মত এই সাক্ষাৎ হলো ।

[বিষমভাবে দেবযানীর প্রশ্নান ।

(মহর্ষি শুক্রাচার্য্যের প্রবেশ ।)

পূর্ণি । তাত ! প্রিয়সখী দেবযানীর মনোগত কথা অত্ৰ জ্ঞাত হয়েছি, অনুমতি হলে নিবেদন করি ।

শুক্র । (নিকটবর্তী হইয়া) বৎসে পূর্ণিকে ! কি সংবাদ ?

পূর্ণি । ভগবন্ ! সকলই সুসংবাদ, আপনি যা অনুভব করেছিলেন, তাই যথার্থ ।

শুক্র । (সহাস্য বদনে) বৎসে ! সমাধিনির্গীত বিষয় কি মিথ্যা হওয়া সম্ভব ? তবে ছুহিতায় মনোগত ব্যক্তির নাম কি ?

পূর্ণি । ভগবন্ ! তাঁর নাম যযাতি ।

শুক্র । (সহাস্য বদনে) শ্রীনিবাসের বক্ষঃস্থলকে অলঙ্কৃত করবার নিমিত্তেই কৌস্তভ মণির সৃজন । হে বৎসে ! এই রাজর্ষি যযাতি চন্দ্রবংশাবতংস । যত্ৰপিও তিনি ক্ষত্রকুলজাত, তত্রাচ বেদবিদ্যাবলে তিনিই আমার কণ্ঠারত্নের অনুরূপ পাত্র । অতএব হে বৎসে পূর্ণিকে ! তুমি তোমার প্রিয়সখী দেবযানীকে আশ্বাস প্রদান কর । আমি অনতিবিলম্বেই সুবিজ্ঞতম প্রধান শিষ্য কপিলকে রাজর্ষি-সামিধ্যে প্রেরণ করবো । সূচতুর কপিল একবারে রাজর্ষি চন্দ্রবংশচূড়ামণি যযাতিকে সমভিব্যাহারে আনয়ন করবেন । তদনন্তর আমি তোমার প্রিয়সখীর অভীষ্ট সিদ্ধ করবো । তার চিন্তা কি ?

পূর্ণি । ভগবন্ ! যথা আজ্ঞা, আমি তবে এখন বিদায় হই ।

শুক্র । বৎসে ! কল্যাণমস্ত তে ।

[পূর্ণিকার প্রশ্নান ।

শুক্ৰ। (স্বগত) আমার চিরকাল এই বাসনা, যে আমি অহুরূপ পাত্ৰে
কন্যা সম্প্ৰদান করি ; কিন্তু ইদানীং বিধি আনুকূল্য প্রকাশপূৰ্বক মদীয়
মনস্কামনা পরিপূৰ্ণ করলেন । এক্ষণে কন্যাদায়ে নিশ্চিন্ত হলেম । সুপাত্ৰে
প্রদত্তা কন্যা পিতামাতার অহুশোচনীয়া হয় না ।

[প্রস্থান ।

ইতি প্রথমাক্ষ ।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

প্রতিষ্ঠানপুরী—রাজপথ।

(দুই জন নাগরিকের প্রবেশ ।)

প্রথম । ভাল, মহাশয়, আপনার কি এ কথাটা বিশ্বাস হয় ?

দ্বিতীয় । বিশ্বাস না করেই বা করি কি ?—ফলে মহারাজ যে উদ্ভাদ প্রায় হয়েছেন, তার আর সংশয় নাই ।

প্রথম । বলেন কি ? আহা ! মহাশয়, কি আক্ষেপের বিষয় ! এত দিনের পর কি নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রবংশের কলঙ্ক হলো ?

দ্বিতীয় । ভাই, সে বিষয়ে তোমার আক্ষেপ করা বৃথা । এমন মহাতেজ্জা যশস্বী বংশের কি কখন কলঙ্ক বা ক্ষয় হতে পারে ? দেখ, যেমন ছুষ্ট রাজ এই বংশনিদান নিশানাথকে কিঞ্চিৎকাল মলিন করে পরিশেষে পরাভূত হয় সেইরূপ এ বিপদও অতি দূর হতে হবে, সন্দেহ নাই ।

প্রথম । আহা ! পরমেশ্বর কৃপা করে যেন তাই করেন ! মহাশয় আমরা চিরকাল এই বিপুলবংশীয় রাজাদিগের অধীন, অতএব এর ধ্বংস হলে আমরাও একবারে সমূলে বিনষ্ট হবো । দেখুন, বজ্রাঘাতে যদি কোন বিশাল আশ্রয়তরু জ্বলে যায়, তবে তার আশ্রিত লতাগুলির কি ছরবস্থা না ঘটে !

দ্বিতীয় । হাঁ, তা যথার্থ বটে ; কিন্তু ভাই তুমি এ বিষয়ে নিতান্ত ব্যাকুল হইও না ।

প্রথম । মহাশয়, এ বিষয়ে ধৈর্য ধরা কোন মতেই সম্ভবে না ; দেখুন মহারাজ রাজকার্য্যে একবারও দৃষ্টিপাত করেন না ; রাজধর্ম্মে তাঁর এককালে ঐদাস্য হয়েছে । মহাশয়, আপনি একজন বহুদর্শী এবং সুবিজ্ঞ মনুষ্য অতএব বিবেচনা করুন দেখি, যতপি দিনকর সতত মেঘাচ্ছন্ন থাকেন, তবে কি পৃথিবীতে কোন শস্যাদি জন্মে ? আর দেখুন, যতপি কোন পতিপরায়ণ রমণীর প্রিয়তম তার প্রতি হতশ্রদ্ধা করে, তবে কি সে স্ত্রীর পূর্ববৎ রূপ লাভন্যাতি আর থাকে ? রাজ-অবহেলায় রাজলক্ষ্মীও প্রতিদিন সেইরূপ শ্রীভ্রষ্টা হচেন ।

দ্বিতী। ভাই হে, তুমি যা বললে, তা সকলই সত্য, কিন্তু তুমি এ বিষয়ে নিতান্ত বিষন্ন হয়ে না। বোধ করি, কোন মহিলার প্রতি মহারাজের অহুরাগ সঞ্চার হয়ে থাকবে, তাই তাঁর চিত্ত সততই চঞ্চল। যা হউক, নরপতির এ চিন্তাবিকার কিছু চিরস্থায়ী নয়, অতি শীঘ্রই তিনি সুস্থ হবেন। দেখ, সুরাপায়ী ব্যক্তি কিছু চিরকাল উন্মত্তভাবে থাকে না। আমাদের নরবর অধুনা আসক্তিরূপ সুরাপানে কিঞ্চিৎ উন্মত্ত হয়েছেন বটে, কিন্তু কিছু বিলম্বে যে তিনি স্বভাবস্থ হবেন, তার কোন সন্দেহ নাই।

প্রথ। মহাশয়! সে সকল ভাগ্য অপেক্ষা করে। আহা! নরপতি যে এরূপ অবস্থায় কালযাপন করবেন, এ আমাদের স্বপ্নেরও অগোচর!

দ্বিতী। (সহাস্ত্র বদনে) ভাই, তোমার নিতান্ত শিশুবুদ্ধি। দেখ, এই বিপুল পৃথিবী কামস্বরূপ কিরাতের যুগয়াস্থান; তিনি ধনুর্বাণ গ্রহণ-পূর্বক যুগমিথুনরূপ নরনারী লক্ষ্যভেদে অনবরতই পর্যটন কচেন; অতএব এই ভূমণ্ডলে কোন ব্যক্তি এমত জিতেন্দ্রিয় আছে, যে তাঁর শরপথ অতিক্রম করতে পারে? দৈত্য-দেশের রমণীগণ অত্যন্ত মায়াবিনী, আর তারা নানাবিধ মোহন গুণে নিপুণ; সুতরাং, নরপতি যৎকালে যুগয়ার উপলক্ষে সে দেশে প্রবেশ করেছিলেন, বোধ করি, সে সময়ে কোন সুরূপা কামিনী তাঁর দৃষ্টিপথে পড়ে কটাক্ষবাণে তাঁর চিত্ত চঞ্চল করেছে। যা হউক, যদিও মহারাজ কোন বনকুমের আশ্রমে একান্ত লোভাসক্ত হয়ে থাকেন, তথাপি স্বীয় উদ্ধানের সুরভি পুষ্পের মাধুর্যে যে ক্রমশঃ তাঁর সে লোভসম্বরণ হবে, তার কোন সংশয় নাই। তুমি কি জান না ভাই, যে ব্রহ্ম-অস্ত্র ব্রহ্ম-অস্ত্রেই নিরস্ত হয়, আর বিষই বিষের পরমৌষধ।

প্রথ। আজ্ঞা হাঁ, তা যথার্থ। ফলতঃ, এক্ষণে মহারাজ সুস্থ হলেই আমাদের পরম লাভ। দেখুন, এই চন্দ্রবংশীয় রাজগণ দেবসখা; আমি শুনেছি, যে লোকেরা ঔষধ আর মন্ত্রবলে প্রাণিসমূহের প্রাণনাশ কতে পারে, অতএব পরমেশ্বর এই করুন, যেন কোন দুর্দাস্ত দানব দেবমিত্র বলে মহারাজকে সেইরূপ না করে থাকে।

দ্বিতী। ভাই, ঔষধ কি মন্ত্রবলে যে লোককে বিমোহিত করা, এ আমার কখনই বিশ্বাস হয় না, কিন্তু স্ত্রীলোকেরা যে পুরুষজাতিকে কটাক্ষরূপ ঔষধে আর মধুরভাষারূপ মন্ত্রে মুগ্ধ করতে সক্ষম হয়, এ কথা অবশ্যই বিশ্বাস্য বটে। (দৃষ্টিপাত করিয়া) এ ব্যক্তিতে কে হে?

(কপিলের দূরে প্রবেশ ।)

প্রথ। বোধ হয়, কোন তপস্বী, ছুরাচার রাক্ষসেরা যজ্ঞভূমে উৎপাত করাতে বুঝি মহারাজের শরণাপন্ন হতে আসচেন ।

দ্বিতী। কি কোন মহর্ষির শিষ্যই বা হবেন ।

কপিল। (স্বগত) মহর্ষি গুরু শুক্রাচার্যের আদেশানুসারে এই ত মহারাজ যযাতির রাজধানীতে অত্র উপস্থিত হলেম । আঃ, কত ছুস্তর নদ, নদী, ও কাস্তার অরণ্য প্রভৃতি যে অতিক্রম করেছি, তার আর পরিসীমা নাই । অধুনা মহর্ষিও স্বপরিবার সঙ্গে গোদাবরী-তীরে ভগবান পর্বতমুনির আশ্রমে আমার প্রত্যাগমন আশায় বাস করচেন । মহারাজ যযাতি সে আশ্রমে গমন কল্যে, তপোধন তাঁকে স্বীয় কন্যাধন সম্প্রদান করবেন । মহারাজকে আহ্বান করতেই আমার এ নগরীতে আগমন হয়েছে । আহা ! নরাধিপের কি অতুল ঐশ্বর্য ! স্থানে স্থানে কত শত প্রহরিগণ গজবাজি আরোহণপূর্বক করতলে করাল করবাল ধারণ করে রক্ষাকার্যে নিযুক্ত আছে ; কোন স্থলে বা মন্দুরায় অশ্বগণ অতি প্রচণ্ড হেষ্কারব কচে ; কোথাও বা মদমত্ত করিরাজের ভীষণ বৃংহিতনিদ্রা শ্রুতিগোচর হচে ; কোন স্থানে বা বিবিধ সমারোহে বিচিত্র উৎসবক্রিয় সম্পাদনে জনগণ অহুরক্ত রয়েছে ; স্থানে স্থানে ক্রয় বিক্রয়ের বিপণি নানাবিধ সুখাচ্ছ ও সুদৃশ্য দ্রব্যজাতে পরিপূর্ণ । নানা স্থানে সুরম্য অট্টালিকা সন্দর্শনে যে নয়নযুগল কি পর্যন্ত পরিভ্রষ্ট হচে, তা মুখে ব্যক্ত কর ছঃসাধ্য । আমরা অরণ্যচারী মনুষ্য, এরূপ জনসমাকুল প্রদেশে প্রবেশ করার আমাদের মনোবৃত্তির যে কত দূর পরিবর্ত হয়, তা অনুমান কর যায় না । কি আশ্চর্য ! প্রাসাদসমূহের এতাদৃশ রমণীয়ত্ব ও সৌন্দর্য্য কোন্টি যে রাজভবন, তার নির্গম করা সুকঠিন ! যাহা হউক, অ পথপরিভ্রমে একান্ত পরিশ্রান্ত হয়েছি, কোন একটা নির্জন স্থান পেলে সেখানে কিঞ্চিৎকাল বিশ্রাম করি, পরে মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করবো (নাগরিকদ্বয়কে অবলোকন করিয়া) এই ত ছুই জন অতি ভদ্রসস্তানের ম দেখছি ; এদের নিকট জিজ্ঞাসা করলে, বোধ করি, বিশ্রামস্থানের অনুসন্ধান পেতে পারবো । (প্রকাশে) ও হে পৌরজনগণ, তোমাদের এ নগরীতে অতিথিশালা কোথায় ?

প্রথ। মহাশয়, আপনি কে ? এ নগরে কার অন্বেষণ করেন ?

কপিল। আমি দৈত্যকুলগুরু মহর্ষি শুক্রাচার্যের শিষ্য। এই প্রতিষ্ঠাননগরীতে রাজচক্রবর্তী রাজা যযাতির নিকটে কোন বিশেষ কর্মের উপলক্ষে এসেছি।

প্রথ। ভগবন্, তবে আপনার অতিথিশালায় যাবার প্রয়োজন কি ? ঐ রাজনিকেতন। আপনি ওখানে পদার্পণ করবামাত্রই যথোচিত সমাদৃত ও পূজিত হবেন, এবং মহারাজের সহিতও সাক্ষাৎ হতে পারবে।

কপিল। তবে আমি সেই স্থানেই গমন করি। [প্রস্থান।

প্রথ। এ আবার কি মহাশয় ? দৈত্যগুরু যে মহারাজের নিকট দূত পাঠিয়েছেন ? চলুন, রাজভবনের দিকে যাওয়া যাক। দেখিগে, ব্যাপারটাই বা কি।

দ্বিতী। চল না, হানি কি ? [উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্তাঙ্ক

প্রতিষ্ঠানপুরী—রাজপুরীস্থ নির্জন গৃহ।

(রাজা যযাতি আসীন, নিকটে বিদুষক)

বিদু। (চিন্তা করিয়া) মহারাজ ! আপনি হিমাচলের শ্রায় নিস্তরু আর গতিহীন হলেন না কি।

রাজা। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) সখে মাধব্য, সুরপতি যত্নপি বজ্রদ্বারা হিমাচলের পক্ষচ্ছেদ করেন, তবে সে সূতরাং গতিহীন হয়।

বিদু। মহারাজ ! কোন্ রোগস্বরূপ ইন্দ্র আপনার এতাদৃশী দুঃস্থার কারণ, তা আপনি আমাকে স্পষ্ট করেই বলুন না।

রাজা। কি হে সখে মাধব্য, তুমি কি ধন্বন্তরি ? তোমাকে আমার রোগের কথা বলে কি উপকার হবে ?

বিদু। (কৃতাজ্জলিপুটে) হে রাজচক্রবর্তিন্, আপনি কি শ্রুত নন, যে মৃগরাজ কেশরী সময়বিশেষে অতি ক্ষুদ্র মুষিক দ্বারাও উপকৃত হতে পারেন।

রাজা। (সহাস্য বদনে) ভাই হে, আমি যে বিপজ্জালে বেষ্টিত, তা তোমার শ্রায় মুষিকের দস্তে কখনই ছিন্ন হতে পারে না।

বিদু। মহারাজ! আপনি এখন হাস্ত পরিহাস পরিত্যাগ করুন, এবং আপনার মনের কথাটি আমাকে স্পষ্ট করে বলুন; আপনি এ প্রকার অস্থির ও অশ্রমনাঃ হলে রাজলক্ষ্মী কি আর এ রাজ্যে বাস করবেন?

রাজা। না কল্যেনই বা।

বিদু। (কর্ণে হস্ত দিয়া) কি সর্বনাশ! আপনার কি এ কথা মুখে আনা উচিত? কি সর্বনাশ! মহারাজ, আপনি কি রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের ন্যায় ইন্দ্রতুল্য সম্পত্তি পরিত্যাগ করে তপস্যাধর্ম অবলম্বন করতে ইচ্ছা করেন?

রাজা। রাজর্ষি বিশ্বামিত্র তপোবলে ব্রাহ্মণ্য প্রাপ্ত হন; সখে, আমার কি তেমন অদৃষ্ট?

বিদু। মহারাজ, আপনি ব্রাহ্মণ হতে চান না কি?

রাজা। সখে! আমি যদি এই জগত্বয়ের অধীশ্বর হতেম, আর ত্রিজগতের ধনদান দ্বারা এক অতিক্রম ব্রাহ্মণও হতে পারতেম, তবে আর তা অপেক্ষা আমার সৌভাগ্য কি বল দেখি?

বিদু। উঃ! আজ যে আপনার গাঢ় ভক্তি দেখতে পাচ্ছি! লোকে বলে, যে দৈত্যদেশে সকলেই পাপাচার, দেবতা ব্রাহ্মণকে কেউ শ্রদ্ধা করে না, কিন্তু আপনি যে ঐ দেশে কিঞ্চিৎকাল ভ্রমণ করে এত দ্বিজভক্ত হয়েছেন, এ ত সামান্য চমৎকারের বিষয় নয়! বয়স্য, আপনার কি মহর্ষি ভার্গবের সহিত গো-বিষয়ক কোন বিবাদ হয়েছে? বলুন দেখি, মহর্ষি শুক্রাচার্য্যের আশ্রমে কি কোন নন্দিনীনাগ্নী কামধেনু আছে, না আপনি তার দেবযানীনাগ্নী নন্দিনীর কটাক্ষণেরে পতিত হয়েছেন? বয়স্য! বলুন দেখি, শুক্রকন্যা দেবযানীকে আপনি দেখেছেন না কি?

রাজা। (স্বগত) হা পরমেশ্বর! সে চন্দ্রানন কি আর এ জন্মে দর্শন করবো! আহা! ঋষিতনয়ার কি অপরূপ রূপলাবণ্য! (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হা অন্তঃকরণ! তুমি কি সেই নির্জন বন এবং সেই কূপতট হতে আর প্রত্যাগমন করবে না? হায়! হায়! সে কূপের অন্ধকার কি আর সে চন্দ্রের আভায় দূরীকৃত হবে?

বিদু। (স্বগত) হরিবোল হরি! সব প্রতুল হয়েছে! সেই ঋষিকন্যাটাই সকল অনর্থের মূল দেখতে পাচ্ছি। যা হউক, এখন রোগ নির্ণয় হয়েছে; কিন্তু এ বিকারের মকরধ্বজ ব্যতীত ঋষি ঔষধ কি আছে? (প্রকাশে) কেমন, মহারাজ, আপনি কি আজ্ঞা করেন?

রাজা। সখে মাধব্য, তুমি কি বলছিলে ?

বিদু। বলবো আর কি ? মহারাজ ! আপনি প্রলাপ বকছেন তাই শুনছি।

রাজা। কেন, ভাই, প্রলাপ কেন ? তুমিই বল দেখি, বিধাতার এ কি অদ্ভুত লীলা ! দেখ, যে মহামূল্য মাণিক্য রাজচক্রবর্তীর মুকুটের উপযুক্ত, তমোময় গিরিগহ্বর কি তার প্রকৃত বাসস্থান ? (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া)

সুলোচনা মৃগী ভ্রমে নির্জন কাননে ;

গজমুক্তা শোভে গুপ্ত শুভির সদনে ;

হীরকের ছটা বন্ধ খনির ভিতর ;

সদা ঘনাচ্ছন্ন হয় পূর্ণ শশধর ;

পদ্মের মৃগাল থাকে সলিলে ডুবিয়া ;

হায়, বিধি, এ কুবিধি কিসের লাগিয়া ?

বিদু। ও কি মহারাজ ? যেরূপ ভাবোদয় দেখছি আপনার স্বন্ধে দেবী সরস্বতী আবির্ভূতা হয়েছেন না কি ? (উচ্চহাস্য ।)

রাজা। কি হে সখে, আমার প্রতি ভগবতী বাগ্দেরীর কৃপাদৃষ্টি হলে দোষ কি ?

বিদু। (সহাস্য বদনে) এমন কিছু নয় ; তবে তা হলে রাজলক্ষ্মীর নিকটে বিদায় হোন, রাজদণ্ড পরিত্যাগ করে বীণা গ্রহণ করুন, আর রাজবৃত্তির পরিবর্তে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করুন।

রাজা। কেন ? কেন ?

বিদু। বয়স্য, আপনি কি জানেন না, লক্ষ্মী সরস্বতীর সপত্নী, অতএব ভূমণ্ডলে সপত্নী-প্রণয় কি সম্ভব ?

রাজা। সখে মাধব্য ! তুমি কবিকুলকে হেয়জ্ঞান করো না, তারা প্রকৃতিস্বরূপ বিশ্বব্যাপিনী জগন্মাতার বরপুত্র।

বিদু। (সহাস্য বদনে) মহারাজ ! এ কথা কবিভায়ারাই বলেন, আমার বিবেচনায়, তাঁরা বরঞ্চ উদরস্বরূপ বিশ্বব্যাপী দেবের বরপুত্র।

রাজা। (সহাস্য বদনে) সখে ! তবে তুমিও ত এক জন মহাকবি, কেন না, সেই উদরদেবের তুমি এক জন প্রধান বরপুত্র।

বিদু। বয়স্য ! আপনি যা বলেন। সে যা হউক, এক্ষণে জিজ্ঞাসা

করি, ভার্গবত্বহিতা দেবযানীর সহিত আপনার কি প্রকারে, আর কোন্ স্থানে সাক্ষাৎ হয়েছিল, বলুন দেখি ?

রাজা । (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) সখে, তাঁর সহিত দৈবযোগে এক নির্জন কাননে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল ।

বিদু । কি আশ্চর্য্য ! তা মহারাজ, আপনি এমন অমূল্য রত্ন নির্জন স্থানে পেয়ে কি কল্যেয় ?

রাজা । আর কি করবো, ভাই ! তাঁর পরিচয় পেয়ে আমি আশ্চর্য্যে সেখান থেকে প্রস্থান কল্যেয় ।

বিদু । (সহাস্ত বদনে) সে কি মহারাজ ! বিকশিত কমল দেখে কি মধুকর কখন বিমুখ হয় ?

রাজা । সখে, সত্য বটে ! কিন্তু দেবযানী ব্রাহ্মণকন্যা, অতএব যেমন কোন ব্যক্তি দূর হতে সর্পমণির কান্তি দেখে তৎপ্রতি ধাবমান হয়, পরে নিকটবর্তী হয়ে সর্প দর্শনে বেগে পলায়ন করে, আমিও সে নবযৌবনা অনুপমা রূপবতী ঋষিতনয়ার পরিচয় পেয়ে সেইরূপ কল্যেয় ।

বিদু । মহারাজ, আপনি তা এক প্রকার উত্তমই করেছেন ।

রাজা । না ভাই, কেমন করে আর উত্তম করেছি ? দেখ, আমি যে প্রাণভয়ে ভীত হয়ে পলায়ন কল্যেয়, এখন সেই প্রাণ আমার রক্ষা করা ছাড়কর হয়েছে ! (গাত্রোখান করিয়া) সখে ! এ যাতনা আমার আর সহ হয় না ! আগ্নেয় গিরি কি হতাশনকে চিরকাল অভ্যস্তুরে রাখতে পারে ! (দীর্ঘনিশ্বাস ।)

বিদু । মহারাজ, আপনি এ বিষয়ে নিতান্তই হতাশ হবেন না ।

রাজা । সখে মাধব্য ! মরুভূমে তৃষ্ণাতুর যুগবর, মায়াবিনী মরীচিকাকে দূর থেকে দর্শন করে, বারিলোভে ধাবমান হলে, জীবন-উদ্দেশে কেবল তার জীবনেরই সংশয় হয় । এ বিষয়ে আশা কল্যে আমারও সেই দশ ঘটতে পারে । ঋষিকন্যা দেবযানী আমার পক্ষে মরীচিকাস্বরূপ, যেহেতু তাঁর ব্রাহ্মণকুলে জন্ম, সুতরাং তিনি ক্ষত্রিয়ত্বপ্রাপ্যা ! হে পরমেশ্বর, আমি তোমার নিকট কি অপরাধ করেছি, যে তুমি এমন পরম রমণীয় বস্তুকে আমার প্রতি ছুঃখকর কল্যে ! কেবল আমাকে যাতনা দিবার জগ্গেই কি এ পা আমার পক্ষে সঙ্কটক যুগালের উপর রেখেছ !

বিদু । মহারাজ, আপনি এত চঞ্চল হবেন না । বয়স্ক ! বুদ্ধি থাকে

সকল কর্মই কোশলে সুসিদ্ধ হয়।" দেখুন দেখি; আমি এমন সত্বপায় করে দিচ্ছি যাতে এখনই আপনার মনের ব্যাকুলতা দূর হয়ে যাবে।

রাজা। (সহাস্ত্র বদনে) সখে; তবে আর বিলম্ব কেন? এস, তোমার এ উপায়ের দ্বার মুক্ত কর।

বিদু। যে আজ্ঞা, মহারাজ! আমি আগতপ্রায়।

[প্রস্থান।

রাজা। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া স্বগত) আহা! কি কুলগ্নেই বা দৈত্যদেশে পদার্পণ করেছিলাম। (চিন্তা করিয়া) হে রসনে! তোমার কি এ কথা বলা উচিত? দেখ, তোমার কথায় আমার নয়নযুগল ব্যথিত হয়, কেন না, দৈত্যদেশগমনে তারা চরিতার্থ হয়েছে, যেহেতুক তারা সেখানে বিধাতার শিল্পনৈপুণ্যের সার পদার্থ দর্শন করেছে। (পরিক্রমণ) বাড়বানলে পরিতপ্ত হলে সাগর যেমন উৎকণ্ঠিত হন, আমিও কি অত্ন সেইরূপ হলেম? হে প্রভো অনঙ্ক, তুমি হরকোপানলে দক্ষ হয়েছিলে বলে, কি প্রতিহিংসার নিমিত্তে মানবজাতিকে কামাগ্নিতে সেইরূপ দক্ষ কর? (দীর্ঘনিশ্বাস।) কি আশ্চর্য্য! আমি কি যুগয়া করতে গিয়ে স্বয়ং কামব্যাহের লক্ষ্য হয়ে এলাম! (উপবেশন।) তা আমার এমন চঞ্চল হওয়ায় কি লাভ? (সচকিতে) এ আবার কি?

(এক জন নটীসহিত বিদুষকের পুনঃপ্রবেশ।)

বিদু। মহারাজ, এই দেখুন, ইনিই কাম-সরোবরের উপযুক্ত পদ্মিনী।

নটী। মহারাজের জয় হউক! (প্রণাম।)

রাজা। কল্যাণি, তুমি চিরকাল সধবা থাক। (বিদুষকের প্রতি) সখে, এ সুন্দরী কে?

বিদু। মহারাজ, ইনি স্বয়ং উর্বশী; ইন্দ্রপুরী অমরাবতীতে বসতি না করে আপনার এই মহানগরীতেই অবস্থিতি করেন।

রাজা। কি হে সখে মাধব্য, তুমি যে একেবারে রসিকচূড়ামণি হয়ে উঠলে!

বিদু। (কৃতান্তলিপুটে) বয়স্য! না হয়ে করি কি? দেখুন, মলয় গিরির নিকটস্থ অতি সামান্য সামান্য তরুও চন্দন হয়ে যায়; তা এ দরিদ্র ব্রাহ্মণ আপনারই অশুচর; এ যে রসিক হবে, তার আশ্চর্য্য কি?

রাজা। সে যা হোক, এ সুন্দরীকে এখানে আনা হয়েছে কেন, বল দেখি ?

বিদু। বরশ্র ! আপনি সেই ঋষিকন্যাকে দেখে ভেবেছেন যে তার তুল্য রূপবতী বুঝি আর নাই, তা এখন একবার এঁর দিকে চেয়ে দেখুন দেখি ?

রাজা। (জনাস্তিকে) সখে, অমৃতভিলাষী ব্যক্তির কি কখনও মধুতে তৃপ্তি জন্মে ?

বিদু। (জনাস্তিকে) তা বটে, মহারাজ ! কিন্তু চন্দ্রে অমৃত আছে বলে কি কেউ মধুপান ত্যাগ করে ? বরশ্র ! আপনি একবার এঁর একটি গান শুনুন ; (নটীর প্রতি) অয়ি যুগাক্ষি, তুমি একটি গান করে মহারাজের চিত্ত বিনোদ কর ।

নটী। আমি মহারাজের আজ্ঞাবর্তিনী । (উপবেশন ।)

গীত

(রাগিণী বাহার—তাল জলদ তেতাল)

উদয় হইল সখি, সরস বসন্ত ।

মোদিত দশ দিশ পুষ্পগণে,—

আর বহিছে সমীর সুশান্ত ॥

পিককুল কুজিত, ভৃঙ্গ বিগুঞ্জিত,

রঞ্জিত কুঞ্জ নিতান্ত ।

যত বিরহিণীগণ, মন্থথ তাড়ন,

তাপিত তনু বিনে কান্ত ॥

রাজা। আহা ! কি মধুর স্বর ! সুন্দরি ! তোমার সঙ্গীত শ্রবণে যে আমার অন্তঃকরণ কি পর্য্যন্ত পরিতৃপ্ত হলো, তা বলতে পারি না !

(নেপথ্যে সরোষে) রে ছুরাচার, পামণ্ড দ্বারপাল ! তুই কি মাদৃশ ব্যক্তিকে দ্বাররুদ্ধ কতো ইচ্ছা করিস ?

রাজা। এ কি ? বহির্দ্বারে দাস্তিকের শ্রায় অতি প্রগল্ভতার সহিত কে এক জন কথা কচে হে ?

বিদু। বোধ করি, কোন ভগিনী হবে, তা না হলে আর এমন সুন্দর কার আছে !

(দৌবারিকের প্রবেশ ।)

দৌবা । মহারাজের জয় হউক ! মহারাজ, মহর্ষি গুক্রাচার্য্য কোন বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে আপনার নিকট স্বশিষ্য মুনিবর কপিলকে প্রেরণ করেছেন ; অনুমতি হলে মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করেন ।

রাজা । (গাত্রোখান করিয়া সসম্মানে) সে কি ! মুনিবর কোথায় ? আমাকে শীঘ্র তাঁর নিকটে লয়ে চল ।

[রাজা এবং দৌবারিকের প্রস্থান ।

নটী । (বিদুষকের প্রতি) মহাশয়, মহারাজ এত চঞ্চল হলেন কেন ?

বিদু । হে চাকরহাসিনি, তোমার মত মধুমালতী বিকশিতা দেখলে, কার মন-অলি না অধীর হয় ?

নটী । বাঃ ঠাকুরের কি সূক্ষ্মবুদ্ধি গা ! অলি কি বিকশিতা মধুমালতীর আত্মাণে পলায়ন করে ? চল, দেখিগে মহারাজ কোথায় গেলেন ।

বিদু । হে সুন্দরি, তুমি অয়স্কান্ত মণি, আমি লৌহ ! তুমি যেখানে যাবে আমিও সেইখানে আছি । (হস্তধারণ) আহা, তোমার অধরে ইস্র প্রভৃতি দেবগণ অমৃতভাণ্ড গোপন করে রেখেছেন ! হে মনোমোহিনি, তুমি একটি চুম্ব দিয়ে আমাকে অমর কর ।

নটী । (স্বগত) এ মা, বায়ুন বেটা ত কম ঝাঁড় নয় । (প্রকাশে) দূর হতভাগা !

[বেগে পলায়ন ।

বিদু । এঃ ! এ ছশ্চারিণীর রাজার উপরেই লোভ ! কেবল অর্থই চিনেছে, রসিকতা দেখে না ! যাই, দেখিগে, বেটা কোথায় গেল ।

[প্রস্থান ।

তৃতীয় পর্ভাঙ্ক

প্রতিষ্ঠানপুরী—রাজতোরণ।

(কতিপয় নাগরিক দণ্ডায়মান ।)

প্রথ। আহা! কি সমারোহ! মহাশয়, ঐ দেখুন,—

দ্বিতী। আমার দৃষ্টিপথে সকল বস্তুই যেন ধূসরময় বোধ হচে। ভাই হে, সর্বচোর কাল সময় পেয়ে আমার দৃষ্টিপ্রসর প্রায়ই অপহরণ করেছে!

প্রথ। মহাশয়, ঐ দেখুন, কত শত হস্তিপকেরা মদমত্ত গজপৃষ্ঠে আরুঢ় হয়ে অগ্রভাগে গমন কচে! অহো!—এ কি মেঘাবলী, না পক্ষহীন অচলাকুল আবার সপক্ষ হয়েছে? অহা! মধ্যভাগে নানা সজ্জায় সজ্জিত বাজিরাজীই বা কি মনোহর গতিতে যাচে! মহাশয়, একবার রথসজ্জার প্রতি দৃষ্টিপাত করুন! ঐ দেখুন, শত শত পতাকাশ্রেণী আকাশমণ্ডলে উজ্জীয়মান হচে। কি চমৎকার! পাদাতিক দলের বর্ষ্ম সূর্য্যকিরণে মিশ্রিত হয়ে ষেন বহি উদ্গিরণ কচে! আমার দেখুন, পশ্চাত্তাগে নট নটীরা নামা যন্ত্র সহকারে কি মধুর স্বরে সঙ্গীত কচে। (নেপথ্যে মঙ্গল বাত।) ঐ দেখুন, মহারাজ রথোপরি মহাবল বীরদলে পরিবেষ্টিত হয়ে রয়েছেন। অহা! মহারাজের কি অপরূপ রূপলাবণ্য! বোধ হচে, যেন অল্প স্বয়ং পুরুষোত্তম বৈকুণ্ঠনিবাসী জনগণ সমভিষ্যাহারে গুরুভ্রমজ রথে আরোহণ করে কমলার স্বয়ম্বরে গমন কচেন।

দ্বিতী। ভাই হে, নহম্পুত্র যযাতি রূপ গুণে পুরুষোত্তমই রটেন! আর শ্রুত আছি, যে শুক্রকন্যা দেবযানীও কমলার স্যায় রূপবতী! এখন পরমেশ্বর করুন, পুরুষোত্তমের কমলা-পরিণয়ে জগজ্জনগণ যেরূপ পরিতৃপ্ত হয়েছিল, অধুনা রাজর্ষি এবং দেবযানীর সমাগমেও যেন এ রাজ্য সেইরূপ অবিকল সুখসম্পত্তি লাভ করে!

তৃতী। মহাশয়, মহারাজের পরিণয়ক্রিয়া কি দৈত্য-দেশেই সম্পন্ন হবে?

দ্বিতী। না, দৈত্যগুরু ভার্গব স্বকন্যা সহিত গোদাবরীতীরে পর্বত মুনির আশ্রমে অবস্থিতি কচেন। সেই স্থলেই মহারাজের বিবাহকার্য্য নির্বাহ হবে।

তৃতী। মহাশয়, এ পরম আহ্লাদের বিষয়, কেন না, এই চন্দ্রবংশীয় রাজগণ চিরকাল দেবমিত্র, অতএব মহারাজ দৈত্য-দেশে প্রবেশ করলে বিবাদ হবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল।

দ্বিতী। বোধ হয়, ঋষিবর ভার্গব সেই নিমিত্তেই স্বীয় আশ্রম পরিত্যাগ করে পর্বত মুনির আশ্রমে কন্যাসহিত আগমন করেছেন। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) ও কে হে ? রাক্ষসমন্ত্রী নয় ?

তৃতী। আজ্ঞা হাঁ, মন্ত্রী মহাশয়ই বটেন।

(মন্ত্রীর প্রবেশ।)

মন্ত্রী। (স্বগত) অণু অনন্তদেব ত আমার স্বন্ধেই ধরাভার অর্পণ করে প্রস্থান কল্যেন।

প্রথ। (মন্ত্রীর প্রতি) হে মন্ত্রিবর, মহারাজ কত দিনের নিমিত্ত স্বদেশ পরিত্যাগ কল্যেন ?

মন্ত্রী। মহাশয়, তা বলা সুকঠিন। শ্রুত আছি, যে গোদাবরীতীরস্থ প্রদেশ সকল পরম রমণীয়। সে দেশে নানাবিধ কানন, গিরি, জলাশয় ও মহাতীর্থ আছে। মহারাজ একে ত যুগয়াসক্ত, তাতে নূতন পরিণয় হলে মহিষীর সহিত সে দেশে কিঞ্চিৎ কাল সহবাস ও নানা তীর্থ পর্যটন না করে, বোধ হয়, স্বদেশে প্রত্যাগমন করবেন না।

দ্বিতী। এ কিছু অসম্ভব নয়। আর যখন আপনার তুল্য মন্ত্রিবরের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করেছেন, তখন রাজকার্যেও নিশ্চিত থাকবেন।

মন্ত্রী। সে আপনাদের অহুগ্রহ! আমি শক্ত্যনুসারে প্রজাপালনে কখনও ত্রুটি করবো না। কিন্তু দেবেন্দ্রের অহুপস্থিতিতে কি স্বর্গপুরীর ভেমন শোভা থাকে ? চন্দ্র উদিত না হলে কি আকাশমণ্ডল নক্ষত্রসমূহে তাদৃশ শোভমান হয় ? কুমার ব্যতিরেকে দেবসৈন্তের পরিচালনা কত্যা আর কে সমর্থ হয় ?

দ্বিতী। তা বটে, কিন্তু আপনিও বুদ্ধিবলে দ্বিতীয় বৃহস্পতি। অতএব আমাদের মহীন্দ্রের প্রত্যাগমনকাল পর্য্যন্ত যে আপনার দ্বারা রাজকার্য সুচারুরূপে পরিচালিত হবে, তার কোন সংশয়ই নাই। (কর্ণপাত করিয়া) আর যে কোন শব্দ শ্রুতিগোচর হচে না ? বোধ করি, মহারাজ অমেক দূর গমন করেছেন ! আমাদের আর এ স্থলে অপেক্ষা করার কি প্রয়োজন ? চলুন, আমরাও স্ব স্ব গৃহে গমন করি।

মন্ত্রী। হাঁ, তবে চলুন।

[সকলের প্রস্থান।]

ইতি দ্বিতীয়াক্ষ।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

প্রতিষ্ঠানপুরী—রাজনিকেতনসম্মুখে।

(মন্ত্রী প্রবেশ ।)

মন্ত্রী । (স্বগত) মহারাজ যে মুনির আশ্রম হতে স্বদেশে প্রত্যাগমন করেছেন, এ পরম সৌভাগ্য আর আহ্লাদের বিষয় । যেমন রজনী অবসন্ন হলে, সূর্য্যদেবের পুনঃ প্রকাশে জগন্মাতা বসুন্ধরা প্রফুল্লচিত্তা হন, রাজবিরহে কাতরা রাজধানীও নৃপাগমনে অল্প সেইরূপ হয়েছে । (নেপথ্যে মঙ্গলবাণ) পুরবাসীরা অল্প অপার আনন্দার্গবে মগ্ন হয়েছে । অল্প যেন কোন দেবোৎসবই হচে! আর না হবেই বা কেন? নহষপুত্র যযাতি এই বিশাল চন্দ্রবংশের চূড়ামণি; আর ঋষিবরদুহিতা দেবযানীও রূপগুণে অনূপমা; অতএব এঁদের সমাগমে নিরানন্দের বিষয় কি? আহা! রাজমহিষী যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মীস্বরূপা! এমন দয়াশীলা, পরোপকারিণী, পতিপরায়ণা স্ত্রী, বোধ হয়, ভূমণ্ডলে আর নাই; আর আমাদের মহারাজও বেদবিজ্ঞাবলে নিরূপম! অতএব উভয়েই উভয়ের অনুরূপ পাত্র বটেন। তা এইরূপ হওয়াই ত উচিত; নচেৎ অমৃত কি কখন চণ্ডালের ভক্ষ্য হয়ে থাকে? লোচনানন্দ সুধাকর ব্যতিরেকে রোহিণীর কি প্রকৃত শোভা হয়? রাজহংসী বিকশিত কমলকাননেই গমন করে থাকে। মহারাজ প্রায় সার্বৈক বৎসর রাণীর সহিত নানা দেশ ভ্রমণ ও নানা তীর্থ দর্শন করে এত দিনে স্বরাজধানীতে পুনরাগমন কল্যেন!—যছ নামে নৃপবরের যে একটি নবকুমার জন্মেছেন, তিনিও সর্বসুলক্ষণধারী। আহা! যেন সূচারু সমীবৃক্ষের অভ্যন্তরস্থ অগ্নিকণা পৃথিবীকে উজ্জ্বল করবার জগ্গে বহির্গত হয়েছে! এক্ষণে আমাদের প্রার্থনা এই, যে কৃপাময় পরমেশ্বর পিতার স্থায় পুত্রকেও যেন চন্দ্রবংশশেখর করেন! আঃ, মহারাজ রাজকর্মে নিযুক্ত হয়ে আমার মস্তক হতে যেন বসুন্ধরার ভার গ্রহণ করেছেন, কিন্তু আমার পরিশ্রমের সীমা নাই। যাই, রাজভবনের উৎসব প্রকরণ সমাধা করিগে।

[প্রস্থান ।]

(মিষ্টান্ন হস্তে বিদুষকের প্রবেশ ।)

বিদু। (স্বগত) পরজব্য অপহরণ করা যেন পাপকর্মই হলো, তার কোন সন্দেহ নাই ; কিন্তু, চোরের ধন চুরি করলে যে পাপ হয়, এ কথা ত কোন শাস্ত্রেই নাই ; এই উত্তম সুখাত্ত মিষ্টান্নগুলি ভাণ্ডারী বেটা রাজভোগ হতে চুরি করে এক নির্জন স্থানে গোপন করে রেখেছিল ; আমি চোরের উপর বাটপাড়ি করেছি ! উঃ, আমার কি বুদ্ধি ! আমি কি পাপকর্ম করেছি ? যদি পাপকর্মই করে থাকি, তবে যা হোক, এতে উচিত প্রায়শ্চিত্ত কল্যেই ত খণ্ডন হতে পারে । একজন দরিদ্র সঙ্ঘশজাত ব্রাহ্মণকে আহ্বান করে, তাঁকে কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন দিলেই ত আমার পাপ ধ্বংস হবে ! আহা ! ব্রাহ্মণভোজন পরম ধর্ম । (আপনাত্ম প্রতি লক্ষ্য করিয়া) হে দ্বিজবর ! এ স্থলে আগমনপূর্বক কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন গ্রহণ করুন । এই যে এলুম । হে দাতঃ, কি মিষ্টান্ন দেবে, দাও দেখি ? তবে বসতে আজ্ঞা হউক । (স্বয়ং উপবেশন) এই আহার করুন (স্বয়ং ভোজন) ওহে ভক্তবৎসল ! তুমি আমাকে অত্যন্ত পরিতুষ্ট করলে । (স্বয়ং গাত্রোথান করিয়া) তুমি কি বর প্রার্থনা কর ? হে দ্বিজবর ! যদি এই মিষ্টান্ন চুরির বিষয়ে আমার কোন পাপ হয়ে থাকে, তবে যেন সে পাপ দূর হয় । তথাস্তু ! এই ত নিষ্পাপী হলেম ! ওহে, ব্রাহ্মণকূলে জন্ম কি সামান্য পুণ্যের কর্ম ! (উচ্চস্বরে হাস্য) যা হউক ! প্রায় দেড় বৎসর রাজার সহিত নানা দেশ পর্যটন আর নানা তীর্থ দর্শন করেছি, কিন্তু মা যমুনা ! তোমার মতন পবিত্রা নদী আর ছুটি নাই ! তোমার ভগিনী জাহ্নবীর পাদপদ্মে সহস্র প্রণাম, কিন্তু মা, তোমার শ্রীচরণাম্বুজে সহস্র সহস্র প্রণিপাত ! তোমার নির্মল সলিলে স্নান করিলে কি ক্ষুধার উদ্বেকই হয় ! যাই, এখন আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই । রাণী বললেন, যে একবার তুমি গিয়ে দেখে এসো দেখি, আমার যত্ন কি কচ্যে ? তা দেখতে গিয়ে আমার আবার মধ্যে থেকে কিছু মিষ্টান্নও লাভ হয়ে গেল । বেগারের পুণ্যে কাশী দর্শন ! মন্দই কি ? আপনাত্ম উদর তৃপ্তি হলো ; এখন রাণীর মনঃ তৃপ্তি করিগে ।

[প্রস্থান ।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

প্রতিষ্ঠানপুরী—রাজসুদাম ।

(রাজা যযাতি এবং রাজ্ঞী দেবযানী আসীন ।)

রাজ্ঞী । হে নাথ ! আপনার মুখে যে সে কথাগুলি কত মিষ্ট লাগে, তা আমি একমুখে বলতে পারি না ! কতবার ত আপনার মুখে সে কথা শুনেছি তথাপি আবার তাই শুনতে বাসনা হয় ! হে জীবিতেশ্বর ! আপনি আমাকে সেই অন্ধকারময় কূপ হতে উদ্ধার করে আমার নিকটে বিদায় হয়ে, কোথায় গেলেন ?

রাজা ।, প্রিয়ে ! যেমন কোন মনুষ্য কোন দেবকন্যাকে দৈবযোগে অকস্মাৎ দর্শন করে ভয়ে অতিবেগে পলায়ন করে, আমিও তদ্রূপ তোমার নিকট বিদায় হয়ে দ্রুতবেগে ঘোরতর মহারণ্যে প্রবেশ করলেম, কিন্তু আমার চিন্তচকোর তোমার এই পূর্ণচন্দ্রাননের পুনর্দর্শনে যে কিরূপ ব্যাকুল হলো, যিনি অন্তর্যামী ভগবান, তিনিই তা বলতে পারেন । পরে আমি আতপতাপে তাপিত হয়ে বিশ্বামার্থে এক তরুতলে উপবেশন করলেম, এবং চতুর্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখলেম, যেন সকলই অন্ধকারময় এবং শূন্যাকার ! কিঞ্চিৎ পরে সে স্থান হতে গাত্রোথান করে গমনের উপক্রম করি, এমন সময় এক হরিণী আমার দৃষ্টিপথে পতিত হলো । স্বাভাবিক মৃগয়াশক্তি হেতু আমিও সেই হরিণীকে দর্শনমাত্রেই শরাসনে এক খরতর শরযোজনা করলেম ; কিন্তু সন্ধানকালে কুরঙ্গিণী আমার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করাতে তার নয়নযুগল দেখে আমার তৎক্ষণাৎ তোমার এই কমলনয়ন স্মরণ হলো, এবং তৎকালে আমি এমন বলহীন আর বিমুগ্ধ হলেম, যে আমার হস্ত হতে শরাসন ভূতলে কখন যে পতিত হলো, তা আমি কিছুই জানতে পাল্যেম না ।

রাজ্ঞী । (রাজার হস্ত ধরিয় এবং অনুরাগ সহকারে) হে প্রাণনাথ ! আমার কি শুভাদৃষ্ট !—তার পর !

রাজা । প্রেয়সি ! যদি তোমার শুভাদৃষ্ট, তবে আমার কি ? প্রিয়ে ! তুমি আমার জন্ম সফল করেছো !—তার পর গমন করতে করতে এক কোকিলার মধুর ধ্বনি শ্রবণ করে আমার মনে হলো, যে তুমিই আমাকে কুহরবে আহ্বান কচ্যো ।

রাজ্ঞী। হে প্রাণেশ্বর! তখন যদি সেই কোকিলার দেহে আমার প্রাণ প্রবিষ্ট হতে পারত, তবে সে কোকিলা কুহরবে কেবল এই মাত্র বলতো, “হে রাজন্! আপনি সেই কূপতটে পুনর্গমন করুন, আপনার জগ্নে শুক্রকণ্ঠা দেবযানী ব্যাকুলচিত্তে পথ নিরীক্ষণ কচ্যে।”

রাজা। প্রিয়ে! আমার অদৃষ্টে যে এত সুখ আছে, তা আমি স্বপ্নেও জানি না; যদি আমি তখন জানতে পাতেম, তবে কি আর এ নগরীতে একাকী প্রত্যাগমন করি? একবারে তোমাকে আমার হৃৎপদ্মাসনে উপবিষ্ট করিয়েই আনতেম! আমি যে কি শুভ লগ্নে দৈত্যদেশে যাত্রা করেছিলেম, তা কেবল এখনই জানতে পাচ্যি!

(বিদূষকের প্রবেশ।)

কি হে, দ্বিজবর! কি সংবাদ?

বিদু। মহারাজ! শ্রীমান্ নবকুমার রাজকুমারকে একবার দর্শন কুরে এলেম। রাজমহিষী চিরজীবিনী হউন। আহা! কুমারের কি অপরাধ রূপলাবণ্য! যেন দ্বিতীয় কুমার, কিম্বা তরুণ অরুণতুল্য শোভা! আর না হবেই বা কেন? “পিতা যশ্চ, পিতা যশ্চ”—আ হা হা! কবিতাটা বিস্মৃত হলেম যে?

রাজা। (সহাস্ত বদনে) ক্ৰান্ত হও হে, ক্ৰান্ত হও! তোমার মত ঔদরিক ব্রাহ্মণের খাণ্ডবব্যের নাম ব্যতীত কি আর কিছু মনে থাকে?

রাজ্ঞী। (বিদূষকের প্রতি) মহাশয়! আমার যত্ন নিদ্রাতঙ্গ হয়েছে না কি? (রাজার প্রতি) নাথ, তবে আমি এখন বিদায় হই।

রাজা। প্রিয়ে! তোমার যেমন ইচ্ছা হয়।

[রাজ্ঞীর প্রস্থান।]

বিদু। মহারাজ! এই যে আপনাদের ক্ষত্রিয়জাতির যে কি স্বভাব তা বলে উঠা ভার। এই দেখুন দেখি! আপনি দৈত্যদেশে যুগয়া করতে গিয়ে কি না করলেন? ক্ষত্রিয়ত্বপ্রাপ্য মহর্ষিকণ্ঠাকেও আপনি লাভ করেছেন! আপনাকে ধন্যবাদ। আহা! আপনি দৈত্যদেশ হতে কি অপূর্ব অল্পম রত্নই এনেছেন; ভাল মহারাজ! জিজ্ঞাসা করি, এমন রত্ন কি সেখানে আর আছে?

রাজা। (সহাস্ত মুখে) ভাই হে! বোধ হয়, দৈত্যদেশে এ প্রকার রত্ন অনেক আছে।

বিদু। মহারাজ, আমার ত তা বিশ্বাস হয় না।

রাজা। তুমি কি মহিষীর সকল সহচরীগণকে দেখেছ?

বিদু। আজ্ঞা না।

রাজা। আহা! সখে, তাঁর সহচরীদের মধ্যে একটি যে স্ত্রীলোক আছে, তার রূপলাবণ্যের কথা কি বলবো! বোধ হয়, যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মীদেবীই অবনীতে অবতীর্ণা হয়েছেন! সে যে মহিষীর নিতান্ত সহচরী কি সখী, তাও নয়।

বিদু। কি তবে মহারাজ!

রাজা। তা ভাই, বলতে পারি না, মহিষীকেও জিজ্ঞাসা করতে শঙ্কা হয়! আর আমিও যে তাকে বিলক্ষণ স্পষ্টরূপে দেখেছি, তাও নয়। যেমন রাত্রিকালে আকাশমণ্ডল ঘনঘটা দ্বারা আচ্ছন্ন হলে নিশানাথ মুহূর্তকাল দৃষ্ট হয়ে পুনরায় মেঘাবৃত হন, সেই সুন্দরী আমার দৃষ্টিপথে কয়েক বার সেইরূপে পতিতা হয়েছিল। বোধ হয়, রাজ্ঞীও বা তাকে আমার সম্মুখে আসতে নিষেধ করে থাকবেন। আহা! সখে, তার কি রূপমাধুর্য্য। তার পদ্মনয়ন দর্শন করলে পদ্মের উপর ঘৃণা জন্মে। আর তার মধুর অধরকে রত্নসর্বস্ব বললেও বলা যেতে পারে?

(নেপথ্যে) দোহাই মহারাজের! আমি অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ। হায়! হায়! আমার সর্বনাশ হলো।

রাজা। (সসজ্জমে) এ কি! দেখ ত হে? কোন্ ব্যক্তি রাজদ্বারে এত উচ্চৈঃস্বরে হাহাকার কচে?

বিদু। যে আজ্ঞা! আমি—(অর্দ্বোক্তি।)

(নেপথ্যে) দোহাই মহারাজের! হায়! হায় হায়! আমার সর্বস্ব গেলো!

রাজা। যাও না হে! বিলম্ব কচ্যো কেন? ব্যাপারটা কি? চিত্র-পুস্তলিকার শ্রায় যে নিষ্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলে?

বিদু। আজ্ঞা না, ভাবছি বলি, দেব-অমাত্য হয়ে আপনি দৈত্যগুরুর কন্যা বিবাহ করেছেন, সেই ক্রোধে যদি কোন্ মায়াবী দৈত্যই বা এসে থাকে; তা হলে—(অর্দ্বোক্তি।)

রাজা। আঃ ক্ষুদ্রপ্রাণি ! তুমি থাক, তবে আমি আপনিই যাই !

বিদু। আজ্ঞা না মহারাজ ! আমার অদৃষ্টে যা থাকে তাই হবে ;
আপনার যাওয়া কখনই উচিত হয় না ।

[প্রস্থান ।

রাজা। (গাত্রোথান করিয়া স্মিতমুখে স্বগত) ব্রাহ্মণজাতি বুদ্ধে
বৃহস্পতি বটে, কিন্তু স্ত্রীলোকাপেক্ষাও ভীক ! (চিন্তা করিয়া) সে যা
হোক, সে স্ত্রীলোকটি যে কে, তা আমি ভেবে চিন্তে কিছুই স্থির কত্যা পাচ্ছি
না । আমরা যখন গোদাবরীতীরস্থ পর্বত মুনির আশ্রমে কিঞ্চিৎকাল
বিহার করি, তখন এক দিন আমি একলা নদীতটে ভ্রমণ কত্যা এক
পুষ্পোচ্চানে প্রবেশ করেছিলাম । সেখানে সেই পরম রমণীয়া নবযৌবনা
কামিনীকে দেখলেম, আপনার করতলে কপোল বিচ্যাস করে অশোক-
বৃক্ষতলে বসে রয়েছে, বোধ হলো, যে সে চিন্তার্ণবে মগ্না রয়েছে ; আর
তার চারি দিকে নানা কুমুম বিস্তৃত ছিল, তাতে এমনি অহুমান হস্তে
লাগলো যেন দেবতাগণ সেই নবযৌবনা অঙ্গনার সৌন্দর্যগুণে পরিতুষ্ট হয়ে
তার উপর পুষ্পবৃষ্টি করেছেন, কিম্বা স্বয়ং বসন্তরাজ বিকশিত পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে
রতিভ্রমে তাকে পূজা করেছেন ? পরে আমার পদশব্দ শুনে সেই বামা আমার
দিকে নয়নপাত করে, যেমন কোন ব্যাধকে দেখে কুরঙ্গিনী পবনবেগে পলায়ন
করে, তেমনি ব্যস্তসমস্তে অন্তর্হিতা হলো । পরম্পরায় শুনেছি, যে ঐ সুন্দরী
দৈত্যরাজকন্যা শশ্মিষ্ঠা, কিন্তু তার পর আর কোন পরিচয় পাই নাই ।
সবিশেষ অবগত হওয়াও আবশ্যিক, কিন্তু—(অর্ধোক্তি ।)

(বিদূষকের এক জন ব্রাহ্মণ সহিত পুনঃপ্রবেশ ।)

ব্রাহ্মণ। দোহাই মহারাজের ! আমি অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ ! আমার
সর্বনাশ হলো ।

রাজা। কেন, কেন ? বৃত্তান্তটা কি বলুন দেখি ?

ব্রাহ্মণ। (কৃত্তাঞ্জলিপুটে) ধর্ম্মাবতার ! কয়েক জন দুর্দাস্ত তস্কর আমার
গৃহে প্রবেশ করে যথাসর্বস্ব অপহরণ কচ্যে ! হায় ! হায় ! কি সর্বনাশ !
হে নরেশ্বর, আপনি আমাকে রক্ষা করুন ।

রাজা। (সরোষে) সে কি ? এ রাজ্যে এমন নির্ভয় পাষণ্ড লোক
কে আছে, যে ব্রাহ্মণের ধন অপহরণ করে ? মহাশয়, আপনি ক্রন্দন

সম্বরণ করুন, আমি স্বহস্তে এই মুহূর্তেই সেই ছুরাচার দস্যুদলের যথোচিত দণ্ড বিধান করবো। (বিদুষকের প্রতি) সখে মাধব্য, তুমি দ্বরায় আমার ধনুর্বিদ্যুৎ ও অসিচর্ম্ম আন দেখি।

বিদু। মহারাজ, আপনার স্বয়ং যাবার প্রয়োজন কি ?

রাজা। (সক্রোধে) তুমি কি আমার আজ্ঞা অবহেলা কর ?

বিদু। (সত্রাসে) সে কি, মহারাজ ? আমার এমন কি সাধ্য যে আপনার আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করি !

[বেগে প্রশ্নান।

রাজা। মহাশয়, কত জন তস্কর আপনার গৃহাক্রমণ করেছে ?

ব্রাহ্ম। হে মহীপতে, তা নিশ্চয় বলতে পারি না ! হায় ! হায় !
আমার সর্বস্ব গেলো।

রাজা। ঠাকুর, আপনি ধৈর্য্য অবলম্বন করুন ; আর বৃথা আক্ষেপ করবেন না।

(বিদুষকের অস্ত্রশস্ত্র লইয়া পুনঃপ্রবেশ।)

এই আমি অস্ত্র গ্রহণ কল্যেম। (অস্ত্র গ্রহণ) এখন চলুন যাই।

[রাজা ও ব্রাহ্মণের প্রশ্নান।

বিদু। (স্বগত) যেমন আহুতি দিলে অগ্নি জ্বলে উঠে, তেমনি শক্রনামে আমাদের মহারাজেরও কোপাগ্নি জ্বলে উঠলো। চোর বেটাদের আজ যে মরণদশা ধরেছে, তার কোন সন্দেহ নাই। মরবার জন্মেই পিঁপড়ের পাখা ওঠে ! এখন এখানে থেকে আর কি করবো ? যাই, নগরপালের নিকট এ সংবাদ পাঠিয়ে দিগে।

[প্রশ্নান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

প্রতিষ্ঠানপুরী—রাজাস্তঃপুর-সংক্রান্ত উদ্যান।

(বকাসুর এবং শম্মিষ্ঠার প্রবেশ।)

বক। ভদ্রে, এ কথা আমি তোমার মাতা দৈত্যরাজমহিষীকে কি প্রকারে বলবো ? তিনি তোমা বিরহে শোকানলে যে কি পর্য্যন্ত পরিত্যাপিতা

হচেন, তা বলা ছকর। হে কল্যাণি, তোমা ব্যতিরেকে সে শোকানল
নির্বাণ হবার আর উপায়ান্তর নাই।

শশ্মি। মহাশয়, আমার অশ্রুজলে যদি সে অগ্নি নির্বাণ হয়, তবে আমি
তা অবশ্যই করবো ; কিন্তু আমি দৈত্যপুরীতে আর এ জন্মে ফিরে যাব না !
(অধোবদনে রোদন ।)

বক। ভদ্রে, গুরু মহর্ষিকে তোমার পিতা নানাবিধ পূজাবিধিতে
পরিতুষ্ট করেছেন ; রাজচক্রবর্তী যযাতির পাটরাণী দেবযানী স্বীয় পিতৃ-
আজ্ঞা কখনই উল্লঙ্ঘন বা অবহেলা করবেন না ; যতপি তুমি অহুমতি কর,
আমি রাজসভায় উপস্থিত হয়ে নৃপতিকে এ সকল বৃত্তান্ত অবগত করাই।
হে কল্যাণি, তোমা বিরহে দৈত্যপুরী এককালে অন্ধকার হয়েছে ! আর
পুরবাসীরাও রাজদম্পতির ছুঃখে পরম ছুঃখিত।

শশ্মি। মহাশয়, আপনি যদি এ কথা নৃপতিকে অবগত করতে উত্তত
হন তবে আমি এই মুহূর্তেই এ স্থলে প্রাণত্যাগ করবো। (রোদন ।)

বক। শুভে, তবে বল, আমার কি করা কর্তব্য ?

শশ্মি। মহাশয়, আপনি দৈত্যদেশে পুনর্গমন করুন, এবং আমার জনক
জননীকে সহস্র সহস্র প্রণাম জানিয়ে এই কথা বলবেন, তোমাদের
হতভাগিনী ছহিতার এই প্রার্থনা, যে তোমরা তাকে জন্মের মত বিশ্বৃত
হও !

বক। রাজনন্দিনি, তোমার জনক জননীকে আমি এ কথা কেমন করে
বলবো ? তুমি তাঁদের একমাত্র কন্যা ; তুমি তাঁদের মানস-সরোবরের একটি
মাত্র পদ্মিনী ; তুমিই কেবল তাঁদের হৃদয়াকাশে পূর্ণশশী।

শশ্মি। মহাশয়, দেখুন, এ পৃথিবীতে কত শত লোকের সম্ভান সমৃতি
যৌবনকালেই মানবলীলা সম্বরণ করে ; তা তারা কি চিরকাল শোকানলে
পরিতপ্ত হয় ? শোকানল কখন চিরস্থায়ী নয়।

বক। কল্যাণি, তবে কি তোমার এই ইচ্ছা, যে তুমি আপনার জন্মভূমি
আর দর্শন করবে না ? তোমার পিতা মাতাকে কি একেবারে বিশ্বৃত হলে ?
আর আমাকে কি শেষে এই সংবাদ লয়ে যেতে হলো ?

শশ্মি। মহাশয়, আমার পিতা মাতা আমার মানসমন্দিরে চিরকাল
পূজিত রয়েছেন। যেমন কোন ব্যক্তি, কোন পরম পবিত্র তীর্থ দর্শন
করে এসে, তত্রস্থ দেবদেবীর অদর্শনে, তাঁদের প্রতিমূর্তি আপনার

মনোমন্দিরে লংস্থাপিত করে ভক্তিভাবে সর্বদা ধ্যান করে, আমিও সেইরূপ আমার জনক জননীকে ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত চিরকাল স্মরণ করবো ; কিন্তু দৈত্যদেশে প্রত্যাগমন করতে আপনি আমাকে আর অনুরোধ করবেন না ।

বক । বৎসে, তবে আমি বিদায় হই ।

শশ্মি । (নিরুত্তরে রোদন ।)

বক । (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) ভদ্রে, এখনও বিবেচনা করে দেখ ! রাজসভা অতিদূরবর্তিনী নয় ; রাজচক্রবর্তী যযাতিও পরম দয়ালু ও পরহিতৈষী ; তোমার আছোপাস্ত্র সমুদায় বিবরণ শ্রবণমাত্রেই তিনি যে তোমাকে স্বদেশগমনে অনুমতি করবেন, তার কোন সংশয় নাই ।

শশ্মি । (স্বগত) হা হৃদয়, তুমি জালাবৃত পক্ষীর ন্যায় যত মুক্ত হতে চেষ্টা কর, ততই আরো আবদ্ধ হও ! (প্রকাশে) হে মহাভাগ ! আপনি ও কথা আর আমাকে বলবেন না ।

বক । তবে আর অধিক কি বলবো ? শুভে, জগদীশ্বর তোমার কল্যাণ করুন ! আমার আর এ স্থলে বিলম্ব করবার কোন প্রয়োজন নাই ; আমি বিদায় হলেম ।

[প্রস্থান ।

শশ্মি । (স্বগত) এ ছুস্তর শোকসাগর হতে আমাকে আর কে উদ্ধার করবে ? হা হতবিধাতঃ, তোমার মনে কি এই ছিল ? তা তোমারই বা দোষ কি ! (রোদন ।) আমি আপন কর্মদোষে এ ফল ভোগ কচ্ছি । গুরুকন্যার সহিত বিবাদ করে প্রথমে রাজভোগচ্যুতা হয়ে দাসী হলেম ; তা দাসী হয়েও ত বরং ভাল ছিলাম, গুরুর আশ্রমে ত কোন ক্লেশই ছিল না ; কিন্তু এ আবার বিধির কি বিড়ম্বনা ! হা অবোধ অন্তঃকরণ, তুই যে রাজা যযাতির প্রতি এত অনুরক্ত হলি, এতে তোর কি কোন ফল লাভ হবে ? তা তোরই বা দোষ কি ? এমন মুর্ত্তিমান্ কন্দর্পকে দেখে কে তার বশীভূত না হয় ? দিনকর উদয়াচলে দর্শন দিলে কি কমলিনী নিমীলিত থাকতে পারে ? (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) তা আমার এ রোগের মৃত্যু ভিন্ন আর ঔষধ নাই ! আহা ! গুরুকন্যা দেবযানী কি ভাগ্যবতী ! (অধোবদনে বৃক্ষতলে উপবেশন ।)

(রাজার প্রবেশ ।)

রাজা । (স্বগত) আমি ত এ উচ্চানে বহুকালাবধি আসি নাই । শ্রুত
আছি, যে এর চতুর্পার্শ্বে মহিষীর সহচরীগণ না কি বাস করে । আহা !
স্থানটি কি রমণীয় ! সুমন্দ সমীরণ সঞ্চারে এখানকার লতামণ্ডপ কি
সুশীতল হয়ে রয়েছে ! চতুর্দিকে প্রচণ্ড তপনতাপ যেন দেবকোপাগ্নির শ্রায়
বসুমতীকে দগ্ধ করচে, কিন্তু এ প্রদেশের কি প্রশান্ত ভাব । বোধ হয়, যেন
বিজনবিহারিণী শান্তিদেবী দুঃসহ প্রভাকরপ্রভাবে একান্ত অধীরা হয়ে,
এখানেই স্নিগ্ধচিত্তে বিরাজ করচেন ; এবং তাঁর অনুরোধে আর এই উচ্চানস্থ
বিহঙ্গমকুলের কুজনরূপ স্তুতিপাঠেই যেন সূর্য্যদেব আপনার প্রখরতর
কিরণজাল এ স্থল হতে সম্বরণ করেছেন । আহা ! কি মনোহর স্থান !
কিঞ্চিৎকাল এখানে বিশ্রাম করে শ্রান্তি দূর করি । (শিলাতলে উপবেশন)
দুঃস্থ তস্করগণ ঘোরতর সংগ্রাম করেছিল ; কিন্তু আমি অগ্নিঅস্ত্রে তাদের
সকলকেই ভস্ম করেছি । (নেপথ্যে বীণাধ্বনি) আহাহা ! কি মধুর ধ্বনি !
বোধ হয়, সঙ্গীতবিদ্যায় নিপুণা মহিষীর কোন সহচরী সঙ্গিনীগণ সমভিব্যাহারে
আমোদ প্রমোদে কালযাপন কচে । কিঞ্চিৎ নিকটবর্তী হয়ে শ্রবণ করি
দেখি (নিকটে গমন ।)

নেপথ্যে গীত ।

রাগিণী সোহিনী বাহার—তাল আড়া ।

আমি ভাবি যার ভাবে, সে ত তা ভাবে না ।

পরে প্রাণ দিয়ে পরে, হলো কি লাঞ্ছনা ।

করিয়ে সুখেরি সাধ, এ কি বিষাদ ঘটনা ।

বিষম বিবাদী বিধি, প্রেমনিধি মিলিলো না !

ভাব লাভ আশা করে, মিছে পরেরি ভাবনা !

খেদে আছি ত্রিয়মাণ বুকি প্রাণ রহিল না ।

রাজা । আহা ! কি মনোহর সঙ্গীত ! মহিষী যে এমন এক জন
সুগায়িকা স্বদেশ হতে সঙ্গে এনেছেন, তা আমি ত স্বপ্নেও জানতাম না ।
(চিন্তা করিয়া) এ কি ? আমার দক্ষিণ বাহু স্পন্দন হতে লাগলো কেন ?
এ স্থলে মাদৃশ জনের কি ফল লাভ হতে পারে ? বলাও যায় না, ভবিতব্যের
দ্বার সর্ব্বত্রই মুক্ত রয়েছে । দেখি, বিধাতার মনে কি আছে ।

শর্মি। (গাত্রোথান করিয়া স্বগত) হা হতভাগিনি ! তুমি স্বেচ্ছাক্রমে প্রণয়পরবশ হয়ে আবার স্বাধীন হতে চাও ? তুমি কি জান না, যে পিঞ্জরবন্ধ পক্ষীর চঞ্চল হওয়া বৃথা ? হা পিতা মাতা ! হা বন্ধুবান্ধব ! হা জন্মভূমি ! আমি কি তবে তোমাদের আর এ জন্মে দর্শন পাব না। (রোদন।)

রাজা। (অগ্রসর হইয়া স্বগত) আহা ! মধুরস্বরা পল্লবাবৃত্তা কোকিলা কি নীরব হলো ! (শর্মিষ্ঠাকে অবলোকন করিয়া) এ পরমসুন্দরী নবযৌবনা কামিনীটি কে ? ইনি কি কোন দেবকন্যা বনবিহার-অভিলাষে স্বর্গ হতে এ উচ্চানে অবতীর্ণা হয়েছেন ? নতুবা পৃথিবীতে এতাদৃশ অপরূপ রূপের কি প্রকারে সম্ভব হয় ? তা ক্ষণিক অদৃশ্যভাবে দেখিই না কেন, ইনি একাকিনী এখানে কি কচ্যেন ? (বৃক্ষান্তরালে অবস্থিতি।)

শর্মি। (মুক্তকণ্ঠে) বিধাতা স্ত্রীজাতিকে পরাধীন করে সৃষ্টি করেছেন। দেখ, ঐ যে সুবর্ণবর্ণ লতাটি স্বেচ্ছানুসারে ঐ অশোকবৃক্ষকে বরণ করে আলিঙ্গন কচ্যে, যতপি কেউ ওকে অন্য কোন উচ্চান হতে এনে এ স্থলে রোপণ করে থাকে, তথাপি কি ও জন্মভূমিদর্শনার্থে আপন প্রিয়তম তরুণকে পরিত্যাগ কতে পারে ? কিম্বা যদি কেউ ওকে এখান হতে স্ববলে লয়ে যায়, তবে কি ও আর প্রিয়বিরহে জীবন ধারণ করে ? হে রাজন, আমিও সেইমত তোমার জন্মে পিতামাতা, বন্ধুবান্ধব, জন্মভূমি সকলই পরিত্যাগ করেছি। যেমন কোন পরমভক্ত কোন দেবের সুপ্রসন্নতার অভিলাষে পৃথিবীস্থ সমুদায় সুখভোগ পরিত্যাগ করে সন্ন্যাসধর্ম অবলম্বন করে, আমিও সেইরূপ যযাতিমুক্তি সার করে অন্য সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়েছি ! (রোদন।)

রাজা। (স্বগত) এ কি আশ্চর্য্য ! এ যে সেই দৈত্যরাজহৃহিতা শর্মিষ্ঠা ! কিন্তু এ যে আমার প্রতি অনুরক্তা হয়েছে, তা ত আমি স্বপ্নেও জানি না। (চিন্তা করিয়া সপুলকে) বোধ হয়, এই জন্মেই বুঝি আমার দক্ষিণ বাহু স্পন্দন হতেছিল। আহা ! অদ্ভুত আমার কি সুপ্রভাত ! এমন রমণীরত্ন ভাগ্যক্রমে প্রাপ্ত হলে যে কত যত্নে তাকে হৃদয়ে রাখি, তা বলা অসাধ্য ! (অগ্রসর হইয়া শর্মিষ্ঠার প্রতি) হে সুন্দরি, রুদ্রের কোপানলে মন্থথ পুনরায় দগ্ধ হয়েছেন না কি, যে তুমি স্বর্গ পরিত্যাগ করে একাকিনী এ উচ্চানে বিলাপ কচ্যো ?

শর্মি। (রাজাকে অবলোকন করিয়া সজ্জিত হইয়া স্বগত) কি আশ্চর্য্য ! মহারাজ যে একাকী এ উচ্চানে এসেছেন ?

রাজা। হে যুগাক্ষি, তুমি যদি মন্থমনোহারিণী রতি না হও, তবে তুমি কে এ উত্তান অপরাধ রূপলাবণ্যে উজ্জল কচ্যো ?

শশ্মি। (স্বগত) আহা ! প্রাণনাথ কি মিষ্টভাষী !—হা অন্তঃকরণ ! তুমি এত চঞ্চল হলে কেন ?

রাজা। ভদ্রে, আমি কি অপরাধ করেছি, যে তুমি মধুরভাষে আমার কর্ণকুহরের সুখপ্রদানে একবারে বিরত হলে ?

শশ্মি। (কৃতাজলিপুটে) হে নরেশ্বর, আমি রাজমহিষীর এক জন পরিচারিকা মাত্র ; তা দাসীকে আপনার এ প্রকারে সন্থোধন করা উচিত হয় না।

রাজা। না, না, সুন্দরি, তুমি সাক্ষাৎ রাজলক্ষ্মী ! যা হোক, যতপি তুমি মহিষীর সহচরী হও, তবে তোমাতে আমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। অতএব হে ভদ্রে, তুমি আমাকে বরণ কর।

শশ্মি। হে নরবর, আপনি এ দাসীকে এমত আজ্ঞা করবেন না।

রাজা। সুন্দরি, আমাদের ক্ষত্রিয়কূলে গান্ধর্ব বিবাহ প্রচলিত আছে, আর তুমি রূপে ও গুণে সর্বপ্রকারেই আমার অনুরূপ পাত্রী, অতএব হে কল্যাণি, তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে আমার পাণি গ্রহণ কর।

শশ্মি। (স্বগত) হা হৃদয়, তোমার মনোরথ এত দিনের পর কি সফল হবে ? (প্রকাশে) হে নরনাথ, আপনি এ দাসীকে ক্ষমা করুন ! আমার প্রতি এ বাক্য বিড়ম্বনামাত্র।

রাজা। প্রিয়ে, আমি সূর্য্যদেব ও দিম্বাগুলকে সাক্ষী করে এই তোমার পাণিগ্রহণ করলেম, (হস্তধারণ) তুমি অত্যাধি আমার রাজমহিষীপদে অভিষিক্তা হলে।

শশ্মি। (সসঙ্কমে) হে নরেশ্বর, আপনি এ কি করেন ? শশধর কি কুমুদিনী ব্যতীত অন্য কুমুমে কখন স্পৃহা করেন ?

রাজা। (সহাস্ত বদনে) আর কুমুদিনীরও চন্দ্রস্পর্শে অপ্রকৃত্ত থাকাত উচিত নয় ! আহা ! প্রেয়সি, অত আমার কি শুভ দিন ! আমি যে দিবস তোমাকে গোদাবরী নদীতটে পর্বত মুনির আশ্রমে দর্শন করেছিলেম, সেই দিন অবধি তোমার এই অপূর্ব মোহিনী মূর্তি আমার হৃদয়মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে রয়েছে ! তা দেবতা সুপ্রসন্ন হয়ে এত দিনে আমার অতীষ্ট সিদ্ধ কল্যেয়ম।

(দেবিকার প্রবেশ)

দেবি । (স্বগত) আহা ! বকাসুর মহাশয়ের খেদোক্তি স্মরণ হলে হৃদয় বিদীর্ণ হয় ! (চিন্তা করিয়া) দেবযানীর পরিণয়কালাবধিই প্রিয়সখীর মনে জন্মভূমির প্রতি এইরূপ বৈরাগ্য উপস্থিত হয়েছে । কি আশ্চর্য্য ! এমন সরলা বালার অন্তঃকরণ কি গুরুকন্যার সৌভাগ্যে হিংসায় পরিণত হলো ! (রাজাকে অবলোকন করিয়া সসন্ত্রমে) এ কি ! মহারাজ যযাতি যে প্রিয়সখীর সহিত কথোপকথন কচ্চেন ! আহা ! দুই জনের একত্রে কি মনোহর শোভাই হয়েছে ! যেন কমলিনীনায়েক অবনীতে অবতীর্ণ হয়ে প্রিয়তমা কমলিনীকে মধুরভাষে পরিতুষ্ট কচ্চেন !

শর্ম্মি । আমার ভাগ্যে যে এত সুখ হবে, তা আমার কখনই মনে ছিল না ; হে নরেশ্বর, যেমন কোন যুথভ্রষ্টা কুরঙ্গিনী প্রাণভয়ে ভীতা হয়ে কোন বিশাল পর্ব্বতান্তরালে আশ্রয় লয়, এ অনাথা দাসীও অত্যাধি সেইরূপ আপনার শরণাপন্ন হলো ! মহারাজ, আমি এত দিন চিরতুঃখিনী ছিলাম ! (রোদন ।)

রাজা । (শর্ম্মিষ্ঠার অশ্রু উন্মোচন করিতে করিতে) কেন কেন প্রিয়ে ! বিধাতা ত তোমার নয়নযুগল কখন অশ্রুপূর্ণ হবার নিমিত্তে করেন নাই ?

রাজা । (দেবিকাকে অবলোকন করিয়া সসন্ত্রমে) প্রিয়ে, দেখ দেখি, এ স্ত্রীলোকটি কে ?

শর্ম্মি । মহারাজ, ইনি আমার প্রিয়সখী, এঁর নাম দেবিকা ।

দেবি । মহারাজের জয় হউক ।

রাজা । (দেবিকার প্রতি) সুন্দরি, তোমার কল্যাণে আমি সর্ব্বত্রই বিজয়ী ! এই দেখ, আমি বিনা সমুদ্রমস্থনে অত এই কমলকাননে কমলা-স্বরূপ তোমার সখীরত্ব প্রাপ্ত হলেম ।

দেবি । (করযোড়ে) নরনাথ, এ রত্ন রাজমুকুটেরই যোগ্যভরণ বটে, আমাদেরও অত নয়ন সফল হলো ।

শর্ম্মি । (দেবিকার প্রতি) তবে সখি, সংবাদ কি বল দেখি ?

দেবি । রাজনন্দিনি, বকাসুর মহাশয় তোমার নিকট বিদায় হয়েও পুনর্ব্বার একবার সাক্ষাৎ কত্যা নিতান্ত ইচ্ছুক ; তিনি পূর্ব্বদিকের বৃক্ষ-বাটিকাতে অপেক্ষা কচ্চেন, তোমার যেমন অনুমতি হয় ।

রাজা। কোন্ বকাসুর ?

শর্মি। বকাসুর মহাশয় একজন প্রধান দৈত্য, তিনি আমার সহিত সাক্ষাৎকারেই আপনার এ নগরীতে আগমন করেছেন।

রাজা। (সসম্মুখে) সে কি ? আমি দৈত্যবর বকাসুর মহাশয়ের নাম বিশেষরূপে শ্রুত আছি, তিনি এক জন মহাবীর পুরুষ। তাঁর যথোচিত সমাদর না কল্যে আমার এ রাজধানীর কলঙ্ক হবে ; প্রিয়ে, চল, আমরা সকলে অগ্রসর হয়ে তাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিগে !

[সকলের প্রস্থান।

(বিদূষকের প্রবেশ।)

বিদু। (স্বগত) এই ত মহিষীর পরিচারিকাদের উত্তান ; তা কৈ, মহারাজ কোথায় ? রক্ষক বেটা মিথ্যা কথা বললে না কি ? কি আপদ ! প্রিয় বয়স্ক অন্ত্রধারী ব্যক্তির নাম শুনলেই একেবারে নেচে উঠেন ! ছি ! ক্ষত্রজাতির কি দুঃস্বভাব ! এঁদের কবিভায়ারা যে নরব্যাত্ত্র বলেন, সে কিছু অযথার্থ নয়। দেখ দেখি, এমন সময় কি মনুষ্য গৃহের বাহির হতে পারে ? আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, আমার কিছু সুখের শরীর নয় ; তবুও আমার যে এ রৌদ্রে কত ক্লেশ বোধ হচ্ছে, তা বলা ছুঁকর ! এই দেখ, আমি যেন হিমাচল-শিখর হয়েছি, আমার গা থেকে যে কত শত নদ ও নদী নিঃসৃত হয়ে ভূতলে পড়ছে, তার সীমা নাই ! (মস্তকে হস্ত দিয়া) উঃ ! আমি গঙ্গাধর হলেম না কি ? তা না হলে আমার মস্তকপ্রদেশে মন্দাকিনী যে এসে অবস্থিতি কচেন, এর কারণ কি ? যা হোক, মহারাজ গেলেন কোথায় ? তিনি যে একাকী দস্যুদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে বেরিয়েছেন, এ কথা শুনে পুরবাসীরা সকলেই অত্যন্ত ব্যাকুল হয়েছে, আর সৈন্যাধ্যক্ষেরা পদাতিকদল লয়ে তাঁর অন্বেষণে নানা দিকে ভ্রমণ কচে। কি উৎপাত ! ডাঙ্গায় বসে যে মাছ বড়শীতে অনায়াসে গাঁথা যায়, তার জন্মে কি জলে কাঁপ দেওয়া উচিত ? (চিন্তা করিয়া) হাঁ, এও কিছু অসম্ভব নয়। দেখ, এই উত্তানের চতুর্পার্শ্বে রাণীর পরিচারিকারা বসতি করে। তারা সকলেই দৈত্যকণ্ঠ। শুনেছি, তারা না কি পুরুষকে ভেড়া করে রাখে। কে জানে, যদি তাদের মধ্যে কেউ আমাদের কন্দর্পস্বরূপ মহারাজের রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে মায়াবলে সেইরূপই করে থাকে, তবেই ত ঘোর প্রমাদ ! (চিন্তা করিয়া) হাঁ, হাঁ,

তাও বটে, আমারও ত এমন জায়গায় দেখা দেওয়া উচিত কর্ম নয়। যদিও আমি মহারাজের মতন স্বয়ং মূর্তিমান্ মন্থন নই, তবু আমি যে নিতান্ত কদাকার তাও বলা যায় না। কে জানে, যদি আমাকেও দেখে আবার কোন মাগী ক্ষেপে ওঠে, তা হলেই ত আমি গেলেম! তা ভেড়া হওয়া ত কখনই হবে না! আমি ছুঃখী ব্রাহ্মণের ছেলে, আমার কি তা চলে? ও সব বরঞ্চ রাজাদের পোষায়; আমরা পেট ভরে খাব, আর আশীর্বাদ করবো; এই ত জানি, তা সাত জন্ম বরং নারীর মুখ না দেখবো, তবু ত ভেড়া হতে স্বীকার হবো না—বাপ! (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া সচকিতে) ও কি? ঐ না—এক মাগী আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে? ও বাবা, কি সর্বনাশ! (বস্ত্রের দ্বারা মুখাবরণ) মাগী আমার মুখটা না দেখতে পেলেই বাঁচি। হে প্রভু অনঙ্গ! তোমার পায়ে পড়ি, তুমি আমাকে এ বিপদ হতে রক্ষা কর! তা আর কি? এখন দেখচি, পালাতে পাল্যেই রক্ষা।

[বেগে পলায়ন।

ইতি তৃতীয়ঙ্ক।

চতুর্থঃ

প্রথম গর্ভাঙ্ক

প্রতিষ্ঠানপুরী—রাজগৃহ।

রাজা ও বিদুষকের প্রবেশ।

বিদু। বয়স্য! আপনি অত্ৰ এত বিরসবদন হয়েছেন কেন?

রাজা। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) আর ভাই! সৰ্বনাশ হয়েছে!
হা বিধাতঃ, এ তুস্তর বিপদার্ণব হতে কিসে নিস্তার পাব।

বিদু। সে কি মহারাজ? ব্যাপারটা কি, বলুন দেখি?

রাজা। আর ভাই বলবো কি? যেমন কোন পোতবণিক ঘোরতর
অন্ধকারময় বিভাবরীতে ভয়ানক সমুদ্রমধ্যে পথ হারালে, ব্যাকুলচিত্তে কোন
দিগ্‌ নির্ণায়ক নক্ষত্রের প্রতি সহায় বিবেচনায় মুহুমূহঃ দৃষ্টিপাত করে, আমি
সেইরূপ এই অপার বিপদ-সাগরে পতিত হয়ে পরমকারুণিক পরমেশ্বরকে
একমাত্র ভরসাজ্ঞানে সৰ্বদা মানসে ধ্যান করি! হে জগৎপিতঃ, এ বিপদে
আমাকে রক্ষা করুন।

বিদু। (স্বগত) এ ত কোন সামান্য ব্যাপার নয়! ত্রিভুবনবিখ্যাত,
রাজচক্রবর্তী যযাতি যে এতাদৃশ ত্রাসিত হয়েছেন, কারণটাই কি? (প্রকাশে)
মহারাজ! ব্যাপারটা কি, বলুন দেখি?

রাজা। কি আর বলবো ভাই! এবার সৰ্বনাশ উপস্থিত; এত দিনের
পর রাণী আমার প্রেয়সী শশ্মিষ্ঠার বিষয় সকলই অবগত হয়েছেন।

বিদু। বলেন কি মহারাজ? তা এ যে অনিষ্ট ঘটনা, তার কোন
সন্দেহ নাই; ভাল, রাজমহিষী কি প্রকারে এ সকল বিষয় জানতে
পাল্যেন?

রাজা। সখে, সে কথা কেন জিজ্ঞাসা কর? বিধাতা বিমুখ হলে,
লোকের আর তুঃখের পরিসীমা থাকে না। মহিষী অত্ৰ সায়ংকালে অনেক
যত্নপূর্বক তাঁর পরিচারিকাদের উদ্ভানে ভ্রমণ করতে আমাকে আহ্বান
করেছিলেন; আমিও তাতে অস্বীকার হতে পাল্যেম না। সুতরাং আমরা
উভয়ে তথায় ভ্রমণ করতে করতে প্রেয়সী শশ্মিষ্ঠার গৃহের নিকটবর্তী হলেম।

ভাই হে, তৎকালে আমার অন্তঃকরণ যে কি প্রকার উদ্ভিগ্ন হলো, তা বলা
দুষ্কর।

বিদু। বয়স্য! তার পর?

রাজা। আমাকে দেখে প্রিয়তমা প্রেয়সী শশ্মিষ্ঠার তিনটি পুত্র তাদের
বাল্যক্রীড়া পরিত্যাগ করে প্রকুল্লবদনে উর্দ্ধ্বশ্বাসে আমার নিকটে এলো
এবং রাজমহিষীকে আমার সহিত দেখে চিত্রাৰ্পিতের স্থায় স্তব্ধ হয়ে দণ্ডায়মান
রইলো!

বিদু। কি ছবিপাক! তার পর?

রাজা। রাজ্ঞী তাদের স্তব্ধ দেখে মৃদুস্বরে বললেন, হে বৎসগণ, তোমরা
কিছুমাত্র শঙ্কা করো না। এই কথা শুনে সর্ব্বকনিষ্ঠ পুরু সক্রোধে স্বীয়
কোমল বাহু আশ্ফালন করে বল্লে, আমরা কাকেও শঙ্কা করি না, তুমি কে?
তুমি যে আমাদের পিতার হাত ধরেছ? তুমি ত আমাদের জননী নও,—
তিনি হলে আমাদের কত আদর কতেন।

বিদু। কি সর্ব্বনাশ! বয়স্য, তার পর কি হলো?

রাজা। সে কথার আর বলবো কি? তৎকালে আমার মস্তক
কুলালচক্রের স্থায় একবারে ঘূর্ণায়মান হতে লাগলো, আর মনে মনে চিন্তা
কল্যেয়ম, যদি এ সময়ে জগন্মাতা বসুন্ধরা দ্বিধা হন, তা হলে আমি তৎক্ষণাৎ
তাঁতে প্রবেশ করি! (দীর্ঘনিশ্বাস।)

বিদু। বয়স্য! আপনি যে একেবারে নিস্তব্ধ হলেন।

রাজা। আর ভাই! করি কি বল! রাজমহিষী তৎকালে আমাকে
আর প্রিয়তমা শশ্মিষ্ঠাকে যে কত অপমান, কত ভৎসনা করলেন, তার আর
সীমা নাই। অধিক কি বলবো, যতপি তেমন কটুবাক্য স্বয়ং বাগ্দেরীর মুখ
হতে বহির্গত হতো, তা হলে আমি তাও সহ্য করতাম না, কিন্তু কি করি?
রাজমহিষী ঋষিকন্যা, বিশেষতঃ প্রিয়া শশ্মিষ্ঠার সহিত তাঁর চিরবাদ।
(দীর্ঘনিশ্বাস।)

বিদু। বয়স্য! সে যথার্থ বটে; কিন্তু আপনি এ বিষয়ে অধিক চিন্তাকুল
হবেন না। রাজমহিষীর কোপাগ্নি শীঘ্রই নির্বাণ হবে। দেখুন, আকাশ-
মণ্ডল কিছু চিরকাল মেঘাচ্ছন্ন থাকে না, প্রবল ঝটিকা কিছু চিরকাল বয় না।

রাজা। সখে, তুমি মহিষীর প্রকৃতি প্রকৃতরূপে অবগত নও। তিনি
অত্যন্ত অভিমানিনী।

বিদু। বয়স্য! যে স্ত্রী পতিপ্রাণা, সে কি কখন আপনার প্রিয়তমকে কাতর দেখতে পারে?

রাজা। সখে, তুমি কি বিবেচনা কর, যে আমি রাজমহিষীর নিমিত্তেই এতাদৃশ ত্রাসিত হয়েছি? যুগীর ভয়ে কি যুগরাজ ভীত হয়? যে কোমল বাহু পুষ্প-শরাসনে গুণযোজনায় ক্লান্ত হয়, এতাদৃশ বাহুকে কি কেউ ভয় করে?

বিদু। তবে আপনার এতাদৃশ চিন্তাকুল হবার কারণ কি?

রাজা। সখে, যতপি রাণী এ সকল কৃতান্ত তাঁর পিতা মহর্ষি শুক্রাচার্য্যকে অবগত করান, তবে সেই মহাতেজাঃ তপস্বীর কোপাগ্নি হতে আমাকে কে উদ্ধার করবে? যে হতাশন প্রজ্বলিত হলে স্বয়ং ব্রহ্মাও কম্পায়মান হন, সে হতাশন হতে আমি দুর্বল মানব কি প্রকারে পরিত্রাণ পাবো? (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হায়! হায়! শর্মিষ্ঠার পাণিগ্রহণ করে আমি কি কুকর্ম্মই করেছি! (চিন্তা করিয়া) হারে পাষণ্ড নির্বোধ অস্তঃকরণ! তুই সে নিরুপমা নারীকে কেমন করে নিন্দা করিস, যার সহিত তুই মর্ত্যে স্বর্গভোগ করেছিস? হা নিষ্ঠুর! তুই যে এ পাপের যথোচিত দণ্ড পাবি, তার আর কোন সন্দেহ নাই! আহা, প্রেয়সি! যে ব্যক্তি তোমার নিমিত্তে প্রাণপর্য্যন্ত পরিত্যাগ করতে উচ্চত, সেই কি তোমার ছুঃখের মূল হলো! হা চারুহাসিনি! আমার অদৃষ্টে কি এই ছিল! হা প্রিয়ে! হা আমার হৃৎসরোবরের পদ্মিনি!

বিদু। বয়স্য! এ বৃথা খেদোক্তি করেন কেন? চলুন, আমরা উভয়ে মহিষীর মন্দিরে যাই, তিনি অত্যন্ত দয়াশীলা, আর পতিপরায়ণা, তিনি আপনাকে এতাদৃশ কাতর দেখলে অবশ্যই ক্রোধ সম্বরণ করবেন!

রাজা। সখে, তুমি কি বিবেচনা কচ্যো, যে মহিষী এ পর্য্যন্ত এ নগরীতে আছেন?

বিদু। (সসম্মমে) সে কি মহারাজ? তবে রাজমহিষী কোথায়?

রাজা। ভাই, তিনি সখী পূর্ণিকাকে সঙ্গে লয়ে যে কোথায় গিয়েছেন, তা কেউ বলতে পারে না।

বিদু। (ত্রস্ত হইয়া) মহারাজ! এ কি সর্বনাশের কথা! যতপি রাজ্ঞী ক্রোধাবেশে দৈত্যদেশেই প্রবেশ করেন, তবেই ত সকল গেল! আপনি এ বিষয়ের কি উপায় করেছেন?

রাজা। আর কি করবো ? আমি জ্ঞানশূন্য ও হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছি, ভাই !

বিদু। কি সর্বনাশ ! মহারাজ, আর কি বিলম্ব করা উচিত । চলুন, চলুন, অতি ত্বরায় পবনবেগশালী অশ্বারূঢ়গণকে মহিষীর অশ্বেষণে পাঠান যাকগে । কি সর্বনাশ ! কি সর্বনাশ !

[উভয়ের প্রস্থান ।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

প্রতিষ্ঠানপুরীনিরীক্ষিতস্থ যমুনা নদীতীরে অতিথিশালা ।

(শুক্রাচার্য্য ও কপিলের প্রবেশ ।)

শুক্র। আহা, কি রম্য স্থান ! তো কপিল ! ঐ পরিদৃশ্যমানা নগরী কি মহাত্মা, মহাতেজাঃ, পরম্পূর্ণ চন্দ্রবংশীয় রাজচক্রবর্ত্তিগণের রাজধানী ?

কপি। আজ্ঞা হাঁ ।

শুক্র। আহা, কি মনোহর নগরী ! বোধ হয়, যেন বিশ্বকর্মা ঐ সকল অট্টালিকা, পরিখাচয় আর তোরণ প্রভৃতি নানাবিধ সুদৃশ্য শ্রীতিকর বস্তু, কুবেরপুরী অলকা আর ইন্দ্রপুরী অমরাবতীকে লজ্জা দিবার নিমিত্তেই পৃথিবীতে নির্মাণ করেছেন ।

কপি। ভগবন্, ঐ প্রতিষ্ঠানপুরী, রাহবলেন্দ্র রাজচক্রবর্ত্তী নহষপুত্র যযাতির উপযুক্তই রাজধানী, কারণ, তাঁর তুল্য বেদবেদাঙ্গপারগ, পরম-ধার্মিক, বীরশ্রেষ্ঠ রাজা পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নাই । তিনি মহাজেদ্দ্র সকলের মধ্যে দেবেশ্বের স্থায় স্থিতি করেন ।

শুক্র। আমার প্রাণাধিকা প্রিয়তমা দেবযানীকে এতাদৃশ সুপাত্র প্রদান করা উত্তম কর্ম্মই হয়েছে ।

কপি। আজ্ঞা, তার সন্দেহ কি ?

শুক্র। বৎস, বহুদিবসাবধি আমার পরম স্নেহপাত্রী দেবযানীর চন্দ্রানন দর্শন করি নাই এবং তার যে সন্তানদ্বয় জন্মেছে, তাদেরও দেখতে অত্যন্ত ইচ্ছা হয় । সেই জন্মেই ত আমি এদেশে আগমন করেছি ; কিন্তু অত ভগবান্ আদিত্য প্রায় অস্তাচলে গমন করলেন ; অতএব এ মুখ্য কালবেলায়

সময় ; তা এই ক্ষণে রাজধানী প্রবেশ করা কোন ক্রমেই যুক্তিসিদ্ধ নহে ।
হে বৎস, অতঃপর এই নিকটবর্তী অতিথিশালায় বিশ্রামের আয়োজন কর ।

কপি । প্রভু, যথা ইচ্ছা !

শুক্ৰ । বৎস ! তুমি এ দেশের সমুদয় বিশেষরূপে অবগত আছ, কেন না, দেবযানীর পাণিগ্রহণকালে তুমিই রাজা যযাতিকে আহ্বানার্থে আগমন করেছিলে ; অতএব তুমি কিঞ্চিৎ খাণ্ডব্যাদি আহরণ কর । দেখ, এক্ষণে ভগবান্ মার্ত্তণ্ড অস্তাচলচূড়াবলস্বী হলেন, আমি সায়ংকালের সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপন করি ।

কপি । ভগবন্ ! আপনার যেমন অভিরুচি ।

[কপিলের প্রস্থান ।

শুক্ৰ । (স্বগত) যে পর্য্যন্ত কপিল প্রত্যাগমন না করে তদবধি আমি এই বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট হয়ে দেবদেব মহাদেবকে স্মরণ করি । (বৃক্ষমূলে উপবেশন ।)

(দেবযানী এবং পূর্ণিকার ছদ্মবেশে প্রবেশ ।)

পূর্ণি । (দেবযানীর প্রতি) মহিষি ! আপনার মুখে যে আর কথাটি নাই !

দেব । সখি, এ নির্জন স্থান দেখে আমার অত্যন্ত ভয় হচে । আমরা যে কি প্রকারে সেই দূরতর দৈত্যদেশে যাব, আর পথিমধ্যে যে আমাদেরকে রক্ষা করবে, তা ভাবলে আমার বক্ষঃস্থল সুখ্য়ে উঠে ।

পূর্ণি । মহিষি ! এ আমারও মনের কথা, কেবল আপনার ভয়ে এ পর্য্যন্ত প্রকাশ করতে পারি নাই । আমার বিবেচনায়, আমাদের রাজাস্তম্ভপুরে ফিরে যাওয়াই উচিত ।

দেব । (সক্রোধে) তোমার যদি এমনই ইচ্ছা থাকে তবে যাও না কেন ? কে তোমাকে বারণ কচে ?

পূর্ণি । দেবি, ক্ষমা করুন, আমার অপরাধ হয়েছে । আমি আপনার নিতান্ত অক্লান্ত, আপনি যেখানে যাবেন, আমিও সেখানেই ছায়ার শায় আপনার পশ্চাদগামিনী হব ।

দেব । সখি, তুমি কি আমাকে ঐ পাপ নগরীতে ফিরে যেতে এখনও পরামর্শ দাও ? এমন নরাধম, পাষণ্ড, পাপী, কৃতঘ্ন পুরুষের মুখ কি আমার

আর দেখা উচিত ? সে ছুরাচার তার প্রেয়সী শশ্মিষ্ঠাকে লয়ে সুখে রাজ্য-ভোগ করুক, সে শশ্মিষ্ঠাকে রাজমহিষীপদে অভিষিক্তা করে তাকে লয়ে পরমসুখে কালযাপন করুক ! তার সঙ্গে আমার আর কি সম্পর্ক ? তবে আমার দুইটি শিশু সন্তান আছে, তাদের আমি আমার পিত্রাত্মমে শীঘ্র আনবো। তারা দরিদ্র ব্রাহ্মণের দৌহিত্র, তাদের রাজ্যভোগে প্রয়োজন কি ? শশ্মিষ্ঠার পুত্রেরা রাজ্যভোগে পরমানন্দে কালান্তিপাত করুক। আহা ! আমার কি কুলগ্নেই সেই ছুরাচার, ছঃশীল, ছষ্ট পুরুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল ! আমার অকৃত্রিম প্রণয়ের কি এই প্রতিফল ? যাকে সুশীতল চন্দনবৃক্ষ ভেবে আশ্রয় কল্যে, সে ভাগ্যক্রমে ছর্বিপাক বিষবৃক্ষ হয়ে উঠলো ! হায় ! হায় ! আমার এমন দুর্ন্যতি কেন উপস্থিত হয়েছিল। আমি আপন হস্তে খড়্গ তুলে আপনার মস্তকচ্ছেদ করেছি ! আহা, যাকে রত্ন ভেবে অতিযত্নে বক্ষঃস্থলে ধারণ কল্যে, সেই আবার কালক্রমে প্রজ্বলিত অনল হয়ে বক্ষঃস্থল দহন কল্যে ! (রোদন) হায় রে বিধি ! তোর কি এই উচিত ? আমি এ ছুরাচারের প্রতি অনুরক্ত হয়ে কি ছর্ন্যই করেছি। এমন পতি থাকে না থাকে দুই ভুল্য ; তা যেমন কর্ম, তেমনই ফল পেলেম।

পূর্ণি। রাজি ! আপনি একে ত মহর্ষিকণা, তাতে আবার রাজগৃহিণী, আপনি এইটি বিবেচনা করুন দেখি, আপনার কি এমন অমঙ্গল কথা সধবা হয়ে মুখেও আনা উচিত।——(অর্ধোক্তি !)

দেব। সখি, আমাকে তুমি সধবা বল কেন ? আমার কি স্বামী আছে ? আমি আমার স্বামীকে শশ্মিষ্ঠারূপ কালভূজঙ্গিনীর কোলে সমর্পণ করে এসেছি ! হা বিধাতঃ !——(মূর্ছাপ্রাপ্তি ।)

পূর্ণি। এ কি ! এ কি ! রাজমহিষী যে অচৈতন্য হলেন ? ওগো এখানে কে আছে, শীঘ্র একটু জল আন ত ! শীঘ্র ! শীঘ্র ! হায় ! হায় ! হায় ! আমি কি করবো ! এ অপরিচিত স্থান ! বোধ হয়, এখানে কেউ নাই। আমিই বা রাজমহিষীকে এমন স্থানে এ অবস্থায় একলা রেখে যমুনায় কেমন করে জল আনতে যাই ? কি হলো ! কি হলো ! হা রে বিধাতা ! তোর মনে কি এই ছিল ? ষাঁর ইচ্ছিতে শত শত দাস দাসী করযোড়ে দণ্ডায়মান হতো, তিনি এখন ধূল্যয় গড়াগড়ি যাচেন, তবুও এমন একটি লোক নাই, যে তাঁর নিকটে একটু থাকে ! আহা, এ দুঃখ কি প্রাণে মর ? (রোদন।)

শুক্ৰ । (গাত্ৰোথান ও অগ্রসর হইয়া) কার যেন রোদনধ্বনি
শ্রুতিগোচর হচে না ?—(নিকটে আসিয়া পূর্ণিকার প্রতি) কল্যাণি ! তুমি
কে ? আর কি জগ্গেই বা এতাদৃশী কাতর হয়ে এ নির্জন স্থানে রোদন
কচ্যো ? আর এই যে নারী ভূতলে পতিতা আছেন, ইনিই বা তোমার কে ?

পূর্ণি । মহাশয়, এ পরিচয়ের সময় নয় । আপনি অনুগ্রহ করে কিঞ্চিৎ
কাল এখানে অবস্থিতি করুন, আমি ঐ যমুনা হতে জল আনি ।

[প্রস্থান ।

শুক্ৰ । (স্বগত) এও ত এক আশ্চর্য্য ব্যাপার বটে । এ স্ত্রীলোকেরা
মায়ারিনী রাক্ষসী—কি যথার্থ ই মানবী, তাও ত কিছু নির্ণয় কতে পারি না ।

দেব । (কিঞ্চিৎ সচেতন হইয়া) হা ছুরাচার পাষণ্ড ! হা নরাধম !
তুই ক্ষত্রিয় হয়ে ব্রাহ্মণ কন্যাকে পেয়েছিলি, তথাপি তোর কিছুমাত্র জ্ঞান
হয় নাই ।

শুক্ৰ । (স্বগত) কি চমৎকার ! বোধ করি, এ স্ত্রীলোকটি কোন
পুরুষকে ভৎসনা করিতেছে ।

দেব । যাও যাও ! তুমি অতি নির্লজ্জ, লম্পট পুরুষ, তুমি আমাকে
স্পর্শ করো না ; আমি কি শশ্মিষ্ঠা ? চণ্ডালে চণ্ডালে মিলন হওয়া উচিত
বটে । আমি তোমার কে ? মধুস্বরা কোকিলা আর কর্কশকণ্ঠ কাক কি
একত্রে বসতি করতে পারে ? শৃগালের সহিত কি সিংহীর কখন মিত্রতা
হয় ? তুমি রাজচক্রবর্তী হলেই বা, তোমাতে আমাতে যে কত দূর বিভিন্নতা,
তা কি তুমি কিছুই জান না ? আমি দেব-দৈত্য-পূজিত মহর্ষি শুক্রাচার্য্যের
কন্যা—(পুনর্মূর্ছাপ্রাপ্তি ।)

শুক্ৰ । (স্বগত) এ কি ! আমি কি নিদ্রিত হয়ে স্বপ্ন দেখতেছি ?
শিব ! শিব ! আর যে নিদ্রায় আবৃত আছি, তাই বা কি প্রকারে বলি ?
ঐ যে যমুনা কল্লোলিনীর স্রোতঃকলরব আমার শ্রুতিকূহরে প্রবেশ কচ্যে ।
এই যে নবপল্লবগণ মন্দমন্দ সুগন্ধ গন্ধবহের সহিত কেলি করিতেছে । তবে
আমি এ কি কথা শুনলেম ? ভাল, দেখা যাক দেখি ! এ নারীটি কে ?
(অবগুণ্ঠন খুলিয়া ।) আহা ! এ যে প্রাণাধিকা বৎসা দেবযানী ! যে
অষ্টাদশ বর্ষাগ্রে শশিকলা ছিল, সে কালক্রমে পূর্ণচন্দ্রের শোভা প্রাপ্তা
হয়েছে । তা এ দশায় এ স্থলে কি জগ্গে ? আমি যে কিছুই স্থির কতে
পাচি না, আমি যে জ্ঞানশূন্য—(অর্ধোক্তি ।)

(পূর্ণিকার পুনঃপ্রবেশ ।)

পূর্ণি । মহাশয়, সরুন সরুন, আমি জল এনেছি । (মুখে জল প্রদান ।)

দেব । (সচেতন হইয়া) সখি পূর্ণিকে ! রাত্রি কি প্রভাতা হয়েছে ?
প্রাণেশ্বর কি গাত্রোথান করে বহির্গমন করেছেন ? (চতুর্দিক অবলোকন
করিয়া) অয়ি পূর্ণিকে ! এ কোন্ স্থান ?

পূর্ণি । শ্রিয়সখি ! প্রথমে গাত্রোথান করুন, পরে সকল বৃত্তান্ত বলা
যাবে ।

দেব । (গাত্রোথান ও শুক্রাচার্য্যকে অবলোকন করিয়া জনাস্তিকে)
অয়ি পূর্ণিকে ! এ মহাত্মা মহাতেজাঃ ঋষিতুল্য ব্যক্তিটি কে ?

শুক্র । বৎসে ! আমাকে কি বিস্মৃত হয়েছে ?

দেব । ভগবন্ ! আপনি কি আজ্ঞা কচেন ?

শুক্র । বৎসে ! বলি, আমাকে কি বিস্মৃত হয়েছে ?

দেব । (পুনরবলোকন করিয়া) আর্ষ্য ! আপনি—হা পিতঃ !
হা পিতঃ ! (পদতলে পতন ও জাহ্নুগ্রহণ ।) পিতঃ, বিধাতাই দয়া করে
এ সময়ে আপনাকে এখানে এনেছেন ! (রোদন ।)

শুক্র । কেন কেন ? কি হয়েছে ? আমি যে এর মর্ষ্য কিছুই বুঝতে
পাচ্চি না । তোমার কুশল সংবাদ বল, (উত্থাপন ও শিরশ্চূষন) ।

দেব । হে পিতঃ, আপনি আমাকে এ ছুঃখানল হতে ত্রাণ করুন,
(রোদন) ।

শুক্র । বৎসে ! ব্যাপারটা কি, বল দেখি ? তুমি এত চঞ্চল হয়েছে
কেন ? এত যে ব্যস্ত সমস্ত হয়ে তোমাকে দেখতে এলেম, তা তোমার সহিত
এ স্থলে সাক্ষাৎ হওয়াতে আমার হরিষে বিষাদ উপস্থিত হলো, তুমি
রাজগৃহিণী, তাতে আবার কুলবধু, তোমার কি রাজাস্তঃপুরের বহির্গামিনী
হওয়া উচিত ? তুমি এ স্থানে, এ অবস্থায় কি নিমিস্তে ?

দেব । হে পিতঃ, আপনার এ হতভাগিনী ছহিতার আর কি কুল মান
আছে ? (রোদন ।)

শুক্র । সে কি ? তুমি কি উন্মত্তা হয়েছে ? (স্বগত) হা হতোহস্মি !
এ কি ছন্দেব । (প্রকাশে) বৎসে, মহারাজ ত কুশলে আছেন ?

দেব । ভগবন্, আপনি দেবদানবপূজিত মর্ষ্যিণী । আপনি সে নরাধমের
নাম ওষ্ঠাগ্রোণ আনবেন না ।

শুক্রে । (সক্রোধে) রে ছেটে পাপীয়সি ! তুই আমার সম্মুখে পতিনিন্দা করিস ?

দেব । (পদতলে পতন ও জাহ্নুগ্রহণ) হে পিতঃ । আপনি আমাকে দুর্জয় কোপাগ্নিতে দগ্ধ করুন, সেও বরঞ্চ ভাল ; হে মাতঃ বশুকরে ! তুমি অনুগ্রহ করে আমাকে অন্তরে একটু স্থান দাও, আমি আর এ প্রাণ রাখব না ।

শুক্রে । (বিষমবদনে) এ কি বিষম বিভ্রাট ! বৃত্তান্তটাই কি, বল না কেন ?

দেব । (নিরুত্তরে রোদন) ।

শুক্রে । অয়ি পূর্ণিকে ! ভাল, তুমিই বল দেখি, কি হয়েছে ?

পূর্ণি । ভগবন্ ! আমি আর কি বলবো !

দেব । (গাত্রোথান করিয়া) পিতঃ ! আমার ছুঃখের কথা আর কি বলবো ? আপনি যাকে পুরুষোত্তম বিবেচনা করে আমাকে প্রদান করেছিলেন, সে ব্যক্তি চণ্ডালাপেক্ষাও অধম ।

শুক্রে । কি সর্বনাশ ! এ কি কথা ?

দেব । তাত ! সে ছুশ্চারিণী দৈত্যকন্যা শশ্মিষ্ঠাকে গান্ধর্ব্ব বিধানে পরিণয় করে আমার যথেষ্ট অবমাননা করেছে ।

শুক্রে । আঃ ! এরই নিমিত্তে এত ? তাই কেন এতক্ষণ বল নাই ? বৎসে, গান্ধর্ব্ব বিবাহ করা যে ক্ষত্রিয়কুলের কুলরীতি, তা কি তুমি জান না ?

দেব । তবে কি আপনার দুহিতা চিরকাল সপত্নী-যন্ত্রণা ভোগ করবে ?

শুক্রে । ক্ষত্রিয় রাজার সহিত যখন তোমার পরিণয় হয়েছিল, তখন আমি জানি, যে এরূপ ঘটনা হবে, তা পূর্বেই এ বিষয়ের বিবেচনা উচিত ছিল !

দেব । পিতঃ, আপনার চরণে ধরি, সে নরাধমকে অভিশাপ দ্বারা উচিত শাস্তি প্রদান করুন (পদতলে পতন ও জাহ্নুগ্রহণ) ।

শুক্রে । (কর্ণে হস্ত দিয়া) নারায়ণ ! নারায়ণ ! বৎসে ! আমি এ কৰ্ম্ম কি প্রকারে করি ? রাজা যযাতি পরম ধর্ম্মশীল ও পরম দয়ালু পুরুষ ।

দেব । তাত ! তবে আমাকে আজ্ঞা করুন, আমি যমুনাসলিলে প্রাণত্যাগ করি ।

শুক্রে । (স্বগত) এও তো সামান্য বিপত্তি নয় ! এখন করি কি ?

(প্রকাশে) তবে তোমার কি এই ইচ্ছা, যে আমি তোমার স্বামীকে অভিশম্পাতে ভঙ্গ্য করি ?

দেব। না না, তাত ! তা নয়, আপনি সে ছুরাচারকে জরাগ্রস্ত করুন যেন সে আর কোন কামিনীর মনোহরণ করতে না পারে।

শুক্রে। (চিন্তা করিয়া) ভাল ! তবে তুমি গাত্রোখান করে গৃহে পুনর্গমন কর, তোমার অভিলাষ সিদ্ধ হবে।

দেব। (গাত্রোখান করিয়া) পিতঃ, আমি ত আর সে ছুরাচারের গৃহে প্রবেশ করবো না।

শুক্রে। (ঈষৎ কোপে) তবে তোমার মনস্কামনাও সিদ্ধি হবে না।

দেব। তাত ! আপনার আজ্ঞা আমাকে প্রতিপালন কতোই হবে ; কিন্তু আমার প্রার্থনাটি যেন সুসিদ্ধি হয় ;—সখি পূর্ণিকে, তবে চল যাই।

[দেবযানী ও পূর্ণিকার প্রস্থান।

শুক্রে। (স্বগত) অপত্যস্নেহের কি অদ্বুত শক্তি !—আবার তাও বলি, বিধাতার নির্বন্ধ কে খণ্ডন করতে পারে ? যযাতির জন্মান্তরে কিঞ্চিৎ পাপসঞ্চার ছিল, নতুবা কেনই বা তার এ অনিষ্ট ঘটনা ঘটবে ? তা যাই, একটু নিভৃত স্থানে বসে বিবেচনা করি, এইরূপে কিরূপ কর্তব্য।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

প্রতিষ্ঠানপুরী—শম্ভিষ্ঠার গৃহসম্মুখস্থ উদ্যান।

শম্ভিষ্ঠা ও দেবিকার প্রবেশ।

দেবি। রাজনন্দিনি, আর বৃথা আক্ষেপ কল্যে কি হবে ?—আমি একটা আশ্চর্য্য দেখছি, যে কালে সকলই পরিবর্ত্ত হয়, কিন্তু দেবযানীর স্বভাব চিরকাল সমান রৈল ! এমন অসচ্চরিত্রা স্ত্রী কি আর ছুটি আছে ?

শম্ভি। সখি, তুমি কেন দেবযানীকে নিন্দা কর ? তার এ বিষয়ে অপরাধ কি ? যত্বেপি আমি কোন মহামূল্য রত্নকে পরম যত্ন করি, আর যদি সে রত্নকে কেউ অপহরণ করে, তবে অপহৃত্তাকে কি আমি তিরস্কার করি না ?

দেবি । তা করবে না কেন ?

শশ্মি । তবে সখি, দেবযানীকে কি তোমার ভৎসনা করা উচিত ? পতিপরায়ণা স্ত্রীর পতি অপেক্ষা আর প্রিয়তম অমূল্য রত্ন কি আছে বল দেখি ? (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) সখি, দেবযানী আমার অপমান করেছে বলে যে আমি রোদন করি, তা তুমি ভেবো না । দেখ সখি, আমার কি ছুরদৃষ্ট ! কি ছিলেম, কি হলেম ! আবার যে কি কপালে আছে, তাই বা কে বলতে পারে ? এই সকল ভাবনায় আমি একেবারে জীবন্ত হয়ে রয়েছি ! (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) প্রাণেশ্বরের সে চন্দ্রানন দর্শন না কল্যে আমি আর প্রাণধারণ কিরূপে করবো ? সখি, যেমন মৃগী তৃষ্ণায় নিতান্ত পীড়িতা হয়ে, সুলীতল জলাভাবে ব্যাকুলা হয়, প্রাণনাথ বিরহে আমার প্রাণও সেইরূপ হয়েছে ! (অধোবদনে রোদন) ।

দেবি । রাজনন্দিনি, তুমি এত ব্যাকুল হইও না ; মহারাজ অতি দূরায় তোমার নিকটে আসবেন ।

শশ্মি । আর সখি ! তুমিও যেমন, মিথ্যা প্রবোধ কি আর মন মানে ? (রোদন ।)

দেবি । প্রিয়সখি, তোমার কি কিছু মাত্র ধৈর্য্য নাই ? দেখ দেখি, কুমুদিনী দিবাভাগে তার প্রাণনাথ নিশানাথের বিরহ সহ করে ; চক্রবাকীও তার প্রাণেশ্বর বিহনে একাকিনী সমস্ত যামিনী যাপন করে ; তা তুমি কি আর, সখি, পতিবিচ্ছেদ ক্ষণমাত্র সহ করতে পার না ?

শশ্মি । প্রিয়সখি, তুমি কি জান না, যে আমার হৃদয়াকাশের পূর্ণ শশধর চিরকালের নিমিস্তে অস্তে গিয়েছেন । হায় ! হায় ! আমার বিরহরজনী কি আর প্রভাতা হবে ? (রোদন ।)

দেবি । প্রিয়সখি, শান্ত হও, তোমার এরূপ দশা দেখে তোমার শিশু সন্তানগুলিও নিতান্ত ব্যাকুল হয়েছে, আর তোমার জ্ঞে উচ্চৈশ্বরে সর্বদা রোদন কচে ।

শশ্মি । হা বিধাতঃ, (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) আমার কপালে কি এই ছিল ? সখি, তুমি বরঞ্চ গৃহে যাও, আমার শিশুগুলিকে সাব্বনা করগে, আমি এই নির্জন কাননে আরও একটু থেকে যাব ।

দেবি । প্রিয়সখি, এ নির্জন স্থানে একাকিনী ভ্রমণ করায় প্রয়োজন কি ?

শশ্মি । সখি, তুমি কি জান না, যখন কুরঙ্গিণী বাণাঘাতে ব্যথিতা হয়, তখন কি সে আর অন্যান্য হরিণীগণের সহিত আমোদ প্রমোদে কালযাপন করে থাকে ? বরঞ্চ নির্জন বনে প্রবেশ করে একাকিনী ব্যাকুলচিত্তে ক্রন্দন করে, এবং সর্বব্যাপী অন্তর্ধামী ভগবান্ ব্যতিরেকে তার অশ্রুজল আর কেহই দেখতে পান না । সখি, প্রাণেশ্বরের বিরহবাণে আমারও হৃদয় সেইরূপ ব্যথিত হয়েছে, আমার কি আর বিষয়াস্তুরে মন আছে ?

(নেপথ্যে) অয়ি দেবিকে, রাজনন্দিনী কোথায় গেলেন লা ? এমন ছরস্তু ছেলেদের শাস্ত করা কি আমাদের সাধ্য ?

শশ্মি । সখি, ঐ শুন, তুমি শীঘ্র যাও ।

দেবি । প্রিয়সখি, এ অবস্থায় তোমাকে একাকিনী রেখে, আমি কেমন করেই বা যাই ; কিন্তু কি করি, না গেলেও ত নয় ।

[প্রস্থান ।

শশ্মি । (স্বগত) হে প্রাণেশ্বর, তোমার বিরহে আমার এ দক্ষ-হৃদয় যে কিরূপ চঞ্চল হয়েছে, তা আর কাকে বলবো । (দীর্ঘনিশ্বাস) হে প্রাণনাথ, তুমি কি এ অনাথাকে জন্মের মত পরিত্যাগ করলে ? হে জীবিতনাথ, তোমাকে সকলে দয়াসিদ্ধি বলে, কিন্তু এ হতভাগিনীর কপালগুণে কি তোমার সে নামে কলঙ্ক হলো ? হে রাজন, তুমি দরিদ্রকে অমূল্য রত্ন প্রদান করে, আবার তা অপহরণ করলে ? অন্ধকার রাত্রে অতি পথশ্রান্ত পথিককে আলোক দর্শন করিয়ে, তাকে ঘোরতর গহন কাননে এনে, দীপ নির্বাণ করলে ! (বৃক্ষতলে উপস্থিত হইয়া) হা ভগবন্ অশোকবৃক্ষ, তুমি কত শত কান্ত বিহঙ্গমচয়কে আশ্রয় দাও, কত জন্তুগণ তপনতাপে তাপিত হয়ে তোমার আশ্রয় গ্রহণ করলে, সুশীতল ছায়াদ্বারা তাদের ক্লান্তি দূর কর ; তুমি পরম পরোপকারী ; অতএব তুমিই ধন্য ! হে তরুবর, যেমন পিতা কন্যাকে বরপাত্র প্রদান করে, তুমিও আমাকে প্রাণেশ্বরের হস্তে তর্কপ প্রদান করেছ, কেন না, তোমার এই সুস্নিগ্ধ ছায়ায় তিনি এ হতভাগিনীর পানিগ্রহণ করেন । হে তাত, এক্ষণে এ অনাথা হতভাগিনীকে আশ্রয় দাও । (রোদন) আহা ! এই বৃক্ষতলে প্রাণনাথের সহিত যে কত সুখভোগ করেছি, তা বলতে পারি না । (আকাশ প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) হায় ! সে সকল দিন এখন কোথায় গেল ! হে প্রভো নিশানাথ, হে নক্ষত্রমণ্ডল, হে মন্দ মলয়সমীরণ, তোমাদের সম্মুখে আমি পূর্বে যে সকল সুখানুভব করেছি, তা

কি আমার জন্মের মত শেষ হলো ? (চিন্তা করিয়া) কি আশ্চর্য্য ! গত সুখের কথা স্মরণ হলে দ্বিগুণ দুঃখবৃদ্ধি হয় বৈ নয় ।

গীত ।

ঝিকোটি—তাল মধ্যমান ।

এই তো সে কুসুম-কানন গো,
পাইয়েছিলেম যথা পুরুষরতন ।
সেই পূর্ণ শশধরে, সেইরূপ শোভা ধরে,
সেই মত পিকবরে, স্বরে হরে মন ।
সেই এই ফুলবনে, মলয়ার সমীরণে,
সুখোদয় যার সনে, কোথা সেই জন ?
প্রাণনাথে নাহি হেরি, নয়নে বরিষে বারি,
এত দুঃখে আর নারি ধরিতে জীবন ॥

আমরা এই স্থানে গানবাঞ্চে যে কত সুখলাভ করেছি, তার পরিসীমা নাই, কিন্তু এক্ষণে সে সুখানুভব কোথায় গেল ? আহা ! কি চমৎকার ব্যাপার ! সেই দেশ, সেই কাল, সেই আমি, কেবল প্রাণেশ্বর ব্যতিরেকে আমার সকলই অসুখ । বীণার তার ছিন্ন হলে তার যেমন দশা ঘটে, জীবিতেশ্বর বিহনে আমার অন্তঃকরণও অবিকল সেইরূপ হয়েছে । আর না হবেই বা কেন ? জলধরের প্রসাদ-অভাবে কি তরঙ্গিণী কলকলরবে প্রবাহিতা হয় ? হে প্রাণনাথ, তুমি কি এ অনাথা অধীনীকে একেবারে বিস্মৃত হলে ? যে যুথভ্রষ্টা কুরঙ্গিণী মহৎ গিরিবরের আশ্রয় পেয়ে কিঞ্চিৎ সুখী হয়েছিল, ভাগ্যক্রমে গিরিরাজ কি তাকে আশ্রয় দিতে একান্ত পরাভুখ হলেন ! (অধোবদনে উপবেশন ।)

রাজার একান্তে প্রবেশ ।

রাজা । (স্বগত) আহা ! নিশাকরের নিশ্চল কিরণে এ উপবনের কি অপরূপ শোভা হয়েছে ।

যেমন কোন পরমসুন্দরী নবযৌবনা কামিনী বিমল দর্পণে আপনার অল্পমম লাবণ্য দর্শন করে পুলকিত হয়, অতঃ সেইরূপ প্রকৃতিও ঐ স্বচ্ছ সরোবরসলিলে নিজ শোভা প্রতিবিম্বিত দেখে প্রফুল্লিত হয়েছে ।

নানাশব্দপূর্ণা ধরণী এ সময়ে যেন তপোমগ্না তপস্বিনীর ন্যায় মৌনব্রত অবলম্বন করেছেন। শত শত খটোতিকাগণ উজ্জল রত্নরাজীর ন্যায় দেদীপ্যমান হয়ে পল্লব হতে পল্লবাস্তুরে শোভিত হচে। হে বিধাতঃ, তোমার এই বিপুল সৃষ্টিতে মনুষ্যজাতি ভিন্ন আর সকলেই সুখী! (চিন্তা করিয়া গমন।) মহিষীর অঘেষণে নানা দিকে রথী আর অশ্বারূঢ়গণকে ত প্রেরণ করা গিয়াছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাঁর কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই! তা বৃথা ভেবেই বা আর কি ফল? বিধাতার মনে যা আছে তাই হবে। কিন্তু আমি প্রাণেশ্বরী শর্মিষ্ঠাকে এ মুখ আর কি প্রকারে দেখাবো? আহা! আমার নিমিত্তে প্রেয়সী যে কত অপমান সহ করেছেন, তা মনে হলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়! (পরিক্রমণ।) ঐ বৃক্ষতলে প্রাণেশ্বরীর পাণিগ্রহণ করেছিলাম! আহা, সে দিন কি শুভ দিনই হয়েছিল।

শর্মি। (গাত্রোত্থান করিয়া) দেবযানীর কোপে আমি বাস্ত্যাবস্থাতেই রাজভোগে বঞ্চিত হই, এক্ষণে সেই কারণে আবার কি প্রিয়তম প্রাণেশ্বরকেও হারালেম! হা বিধাতঃ, তুমি আমার সুখনাশার্থেই কি দেবযানীকে সৃষ্টি করেছো? (দীর্ঘনিশ্বাস।)

রাজা। (শর্মিষ্ঠাকে দেখিয়া সচকিতে) এ কি! এই যে আমার প্রাণাধিকা প্রিয়তমা শর্মিষ্ঠা এখানে রয়েছেন।

শর্মি। (রাজাকে দেখিয়া ও রাজার নিকটবর্তিনী হইয়া এবং হস্ত গ্রহণ করিয়া) প্রাণনাথ, আমি কি নিদ্রিত হয়ে স্বপ্ন দেখতেছিলাম, না কোন দৈবমায়ায় বিমুক্তা ছিলাম? নাথ, আমি যে আপনার চন্দ্রবদন আর এ জন্মে দর্শন করবো, এমন কোন প্রত্যাশা ছিল না।

রাজা। কান্তে, তোমার নিকটে আমার আসতে অতি লজ্জা বোধ হয়।

শর্মি। সে কি নাথ?

রাজা। প্রিয়ে, আমার নিমিত্ত তুমি কি না সহ করেছো?

শর্মি। জীবিতনাথ, দুঃখ ব্যতিরেকে কি সুখ হয়? কঠোর তপস্যা না কল্যে ত কখন স্বর্গলাভ হয় না!

রাজা। আবার দেখ, মহিষী ক্রোধান্বিত হয়ে—

শর্মি। (অভিমান সহকারে রাজার হস্ত পরিত্যাগ করিয়া) মহারাজ, তবে আপনি অতিদূরায় এ স্থান হতে গমন করুন; কি জানি, এখানে মহিষীর আগমনেরও সম্ভাবনা আছে!

রাজা । (শশ্মিষ্ঠার হস্ত গ্রহণ করিয়া) প্রিয়ে, তুমিও কি আমার প্রতি প্রতিকূল হলে ? আর না হবেই বা কেন ? বিধি বাম হলে সকলেই অনাদর করে ।

শশ্মি । প্রাণেশ্বর, আপনি এমন কথা মুখে আনবেন না । বিধাতা আপনার প্রতি কেন বিমুখ হবেন ? আপনার আদিত্যতুল্য প্রতাপ, কুবেরতুল্য সম্পত্তি, কন্দর্পতুল্য রূপলাবণ্য—আর তায় আপনার মহিষীও দ্বিতীয় লক্ষ্মীস্বরূপা ।

রাজা । প্রিয়ে, রাজমহিষীর কথা আর উল্লেখ করো না, তিনি প্রতিষ্ঠানপুরী পরিত্যাগ করে কোন্ দেশে যে প্রস্থান করেছেন, এ পর্য্যন্ত তার কোন উদ্দেশ্যই পাওয়া যায় নাই ।

শশ্মি । সে আবার কি, মহারাজ ?

রাজা । প্রিয়ে, বোধ হয়, তিনি রোষাবেশে পিত্রালায়ে গমন করে থাকবেন ।

শশ্মি । এ কি সর্বনাশের কথা ! আপনি এই মুহূর্তেই রথারোহণে দৈত্যদেশে গমন করুন, আপনি কি জানেন না, যে গুরু শুক্রাচার্য্য মহাতেজস্বী ব্রাহ্মণ ! তাঁর এত দূর ক্ষমতা আছে, যে তিনি কোপানলে এই ত্রিভুবনকেও ভস্ম করতে পারেন ।

রাজা । প্রিয়ে, আমি সকলই জানি, কিন্তু তোমাকে একাকিনী রেখে আমি দৈত্যদেশে ত কোন মতেই গমন কতে পারি না । ফণী কি শিরোমণি কোথাও রেখে দেশান্তরে যায় ?

শশ্মি । প্রাণনাথ, আপনি এ দাসীর নিমিত্তে অধিক চিন্তা করবেন না ; আমি বালকগুলিনকে লয়ে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে উদর পোষণ করবো । আপনি কি গুরুকোপে এ বিপুল চন্দ্রবংশের সর্বনাশ কতে উদ্বৃত হয়েছেন ?

রাজা । প্রাণেশ্বর, তোমাপেক্ষা চন্দ্রবংশ কি আমার প্রিয়তর হলো ? তুমি আমার — (স্তব্ধ ।)

শশ্মি । এ কি ! প্রাণবল্লভ যে অকস্মাৎ নিস্তব্ধ হলেন ! কেন, কেন, কি হলো ?

রাজা । প্রিয়ে, যেমন রণভূমিতে বক্রঃস্থলে শেলাঘাত হলে পৃথিবী একবারে অঙ্ককারময় বোধ হয়, আমার সেইরূপ—(ভূতলে অচেতন হইয়া পতন ।)

শর্মি। (ক্রোড়ে ধারণ করিয়া) হা প্রাণনাথ! হা দয়িত! হা প্রাণেশ্বর! হা রাজচক্রবর্তিন! তুমি এ হতভাগিনীকে কি যথার্থই পরিত্যাগ করলে? (উচ্চৈঃস্বরে রোদন) হায়! হায়! বিধাতঃ, তোমার মনে কি এই ছিল! হা রাজকুলভিলক!

(দেবিকার পুনঃপ্রবেশ।)

দেবি। প্রিয়সখি, তুমি কি নিমিত্তে——(রাজাকে অবলোকন করিয়া) হায়! হায়! হায়! এ কি সর্বনাশ! এ পূর্ণ শশধর ধূলায় লুপ্তিত কেন? হায়! হায়! এ কি সর্বনাশ!

রাজা। (কিঞ্চিৎ সচেতন হইয়া এবং যত্নস্বরে) প্রেয়সি শর্মিষ্ঠে! আমাকে জন্মের মত বিদায় দাও, আমার শরীর অবসন্ন হলো, আর আমার প্রাণ কেমন কচে; অত্যাধি আমার জীবন-আশা শেষ হলো।

শর্মি। (সজলনয়নে) হা প্রাণেশ্বর, এ অনাথাকে সজে কর! আমি মাতা, পিতা, বন্ধু বান্ধব সকলই পরিত্যাগ করে কেবল আপনারই শ্রীচরণে শরণ লয়েছি! এ নিতান্ত অনুগত অধীনীকে পরিত্যাগ করা আপনার কখনই উচিত নয়।

দেবি। প্রিয়সখি, এ সময়ে এত চঞ্চল হলে হবে না! চল, আমরা মহারাজকে এখান থেকে লয়ে যাই।

শর্মি। সখি, যাতে ভাল হয় কর, আমি জ্ঞানশূন্য হয়েছি।

[উভয়ে রাজাকে লইয়া প্রস্থান।]

(বিদুষকের প্রবেশ।)

বিদু। (কর্ণপাত করিয়া স্বগত) এ কি? রাজাস্তম্ভপুরে যে সহসা এত ক্রন্দনধ্বনি আর হাহাকার শব্দ উঠলো, এর কারণ কি? প্রিয় বয়স্কেরও অনেকক্ষণ হলো, দর্শন পাই নাই, ব্যাপারটা কি? দ্বারপালের নিকট গুনলেম, যে মহিষী পূর্ণিকার সহিত আপন মন্দিরে প্রবেশ করেছেন, তা তাঁর নিমিত্তে ত আর কোন চিন্তা নাই—তবে এ কি!

(একজন পরিচারিকার প্রবেশ।)

পরি। হায়! হায়! কি সর্বনাশ! হারের পোড়া বিধি! তোর মনে কি এই ছিল? হায়! হায়! কি হলো?

বিদু। (ব্যগ্রভাবে) কেন কেন? ব্যাপারটা কি?

পরি। তুমি কি শুন নি না কি? হায়! হায়! কি সর্বনাশ!
আমরা কোথায় যাব? আমাদের কি হবে? (রোদন করিতে করিতে
বেগে প্রস্থান।)

বিদু। (স্বগত) দূর মাগী লক্ষ্মীছাড়া? তুই ত কেঁদেই গেলি, এতে
আমি কি বুঝলেম? (চিন্তা করিয়া) রাজপুরে যে কোন বিপদ উপস্থিত
হয়েছে, তার আর সংশয় নাই, কিন্তু—

(মন্ত্রীর প্রবেশ।)

মহাশয়, ব্যাপারটা কি?

মন্ত্রী। (সজলনয়নে) আর কি বলবো? এ কালসর্প—(অন্ধোক্তি।)

বিদু। সে কি? মহারাজকে কি সর্পে দংশন করেছে না কি?

মন্ত্রী। সর্পই বটে! মহারাজকে যে কালসর্পে দংশন করেছে, স্বয়ং
ধন্বন্তরিও তার বিষ হতে রক্ষা করতে পারেন না; আর ধন্বন্তরিই বা কে?
স্বয়ং নীলকণ্ঠ সে বিষ স্বকণ্ঠে ধারণ কতো ভীত হন? (দীর্ঘনিশ্বাস
পরিত্যাগ।)

বিদু। মহাশয়, আমি ত কিছুই বুঝতে পালোম না।

মন্ত্রী। আর বুঝবে কি? গুরু শুক্রাচার্য্য মহারাজকে অভিসম্পাত
করেছেন।

বিদু। কি সর্বনাশ! তা মহর্ষি ভার্গব এখানকার বৃন্তান্ত এত দূরায়
কি প্রকারে জানতে পালোম?

মন্ত্রী। (দীর্ঘনিশ্বাস) এ সকল দৈবঘটনা। তিনি এত দিনের পর অগ্ন
সায়ংকালে এ নগরীতে স্বয়ং এসে উপস্থিত হয়েছেন।

বিদু। তবে ত দৈবঘটনাই বটে! তা এখন আপনি কি স্থির কচোন,
বলুন দেখি?

মন্ত্রী। আমি ত প্রায় জ্ঞানশূণ্য হয়েছি, তা দেখি, রাজপুরোহিত কি
পরামর্শ দেন।

বিদু। চলুন, তবে আমিও আপনার সঙ্গে যাই। হায়! হায়! হায়!
কি সর্বনাশ! আর আমার জীবন থাকার ফল কি? মহারাজ, আপনিও
যেখানে, আমিও আপনার সঙ্গে; তা আমি আর প্রাণধারণ করবো না!

[উভয়ের প্রস্থান।]

(রাজ্ঞী দেবযানী এবং পুর্ণিকার প্রবেশ ।)

পুর্ণি । রাজমহিষি, আর বৃথা আক্ষেপ করেন কেন ? যে কর্ম হয়েছে তার আর উপায় কি ?

রাজ্ঞী । হায় ! হায় ! সখি, আমার মতন চণ্ডালিনী কি আর আছে ? আমি আমার হৃদয়-নিধি সাধ করে হারালেম, আমার জীবনসর্বস্বধন হেলায় নষ্ট কল্যেম । পতিভক্তি হতেও কি আমার ক্রোধ বড় হলো ? হায় ! হায় ! আমি স্বেচ্ছাক্রমে আপনার মঙ্গলকে ভঙ্গ কল্যেম ! হে জগন্মাতঃ বসুন্ধরে ! তুমি আমার মতন পাপীয়সী স্ত্রীর ভার যে এখনও সহ্য কচ্যো ? হে প্রভো নিশিনাথ ! তোমার সুশীতল কিরণ যে এখনও আমাকে অগ্নি হয়ে দন্ধ করচে না ? সখি, শমনও কি আমাকে বিস্মৃত হলেন ? হায় ! হায় ! হা আমার কন্দর্প ! আমি কি যথার্থই তোমাকে ভঙ্গ কল্যেম ? (রোদন ।)

পুর্ণি । রাজমহিষি, রতিপতি ভঙ্গ হলে, রতি দেবী যা করেছিলেন আপনিও তাই করুন । যে মহেশ্বর, কোপানলে আপনার কন্দর্পকে দন্ধ করেছেন, আপনি তাঁরই শ্রীচরণে শরণাপন্ন হন ।

রাজ্ঞী । সখি, আমি এ পোড়া মুখ আর ভগবান্ মহর্ষি জনককে কি বলে দেখাবো ? হা প্রাণনাথ, হা রাজকুলতিলক ! হা নরশ্রেষ্ঠ ! হায় ! হায় ! হায় ! আমি এ কি কল্যেম ! (রোদন ।)

পুর্ণি । দেবি, চলুন, আমরা পুনরায় মহর্ষির নিকটে যাই । তা হলেই এর একটা উপায় হবে ।

রাজ্ঞী । সখি, আমার এ পাপ হৃদয় কি সামান্য কঠিন । এ যে এখনও বিদীর্ণ হলো না ! হায় ! হায় ! প্রাণনাথ আমাকে বল্যেন—“প্রিয়সি, তুমি আমাকে বিদায় দাও, আমি বনবাসী হয়ে তপস্যায় এ জরাগ্রস্ত দেহভার পরিত্যাগ করি ।” আহা ! নাথের এ কথা শুনে আমার দেহে এখনও প্রাণ রৈলো ! (রোদন ।)

পুর্ণি । মহিষি, চলুন, আমরা ভগবান্ তাতের নিকট যাই । তিনিই কেবল এ রোগের ঔষধ দিতে পারবেন । এখানে বৃথা আক্ষেপ কল্যে কি হবে ?

[রাজ্ঞীর হস্ত ধারণ করিয়া প্রস্থান ।

ইতি চতুর্থাঙ্ক ।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

প্রতিষ্ঠানপুরী—রাজদেবালয়সম্মুখে।

বিদূষক এবং কতিপয় নাগরিকের প্রবেশ।

বিদু। আঃ! তোমরা যে বিরক্ত কল্যে? তোমরা কি উন্মত্ত হয়েছ? ঐ দেখ দেখি, সূর্য্যদেবের রথ আকাশমণ্ডলের মধ্যভাগে অবস্থিত হয়েছে, আর এই পথপ্রান্তের বৃক্ষসকলও ছায়াহীন হয়ে উঠলো। তোমরা কি এ রাজধানীর সর্বনাশ করবে না কি?

প্রথ। কেন মহাশয়?

বিদু। কেন কি? কেন, তা আবার জিজ্ঞাসা কচ্যো? বেলা প্রায় দুই প্রহরের অধিক হয়েছে, আমার এখনও স্নান আফ্রিক, আহালাদি কিছুই হলো না! যদি আমি ক্ষুধায় কি তৃষ্ণায় ব্যাকুল হয়ে, কি জানি, হঠাৎ এ রাজ্যকে একটা অভিশাপ দিয়ে ফেলি তবে কি হবে, বল দেখি?

প্রথ। (সহাস্রবদনে) হাঁ, তা যথার্থ বটে! তা এর মধ্যে দুই প্রহর কি, মহাশয়? ঐ দেখুন, এখনও সূর্য্যদেব উদয়গিরির শিখরদেশে অবস্থিতি কচ্যেন। আর শিশিরবিন্দু সকল এখন পর্য্যন্তও মুক্তাফলের মত পত্রের উপর শোভমান হচে।

বিদু। বিলক্ষণ! তোমরা ত সকলি জান! (উদরে হস্ত দিয়া) ওহে, এই যে ব্রাহ্মণের উদর দেখচ, এটি সময় নির্ণয় কতে ঘটীয়ন্ত্র হতেও সুপটু। আর তোমরা এ ব্যক্তিতে যে কে, তা ত চিনলে না; ইনি যে সূর্য্যসিদ্ধান্ত বিষয়ে আর্যভট্টের পিতামহ।

প্রথ। তার সন্দেহ কি? আপনি যে একজন মহাপণ্ডিত মনুষ্য, তা আমরা সকলেই বিলক্ষণ জানি।

দ্বিতী। (স্বগত) এ ত দেখচি, নিতান্ত পাগল, এর সঙ্গে কথা কইলে সমস্ত দিনেও ত কথার শেষ হবে না। (প্রকাশে) সে যা হোক মহাশয়, মহারাজ যে কিরূপে এ ছরস্তু অভিশাপ হতে পরিত্রাণ পেলেন, সে কথাটার যে কোন উত্তর দিলেন না?

বিদু। (সহাস্র বদনে) ওহে, আমরা উদরদেবের উপাসক, অতএব

তাঁর পূজা না দিলে আমাদের নিকট কোন কৰ্মই হয় না। বিশেষ জান ত, যে সকল কার্যেতেই অগ্রে ব্রাহ্মণভোজনটা আবশ্যিক।

দ্বিতী। (হাস্যমুখে) হ্যাঁ, তা গোব্রাহ্মণের সেবা ত অবশ্যই কর্তব্য!

বিদু। বটে? তবে ভালই হলো; অগ্রে আমি ভোজন করবো, পরে তুমি স্বয়ং প্রসাদ পেলেই তোমার গোব্রাহ্মণ ছুইয়েরি সেবা করা হবে।

প্রথ। ঐ যে মন্ত্রী মহাশয় এ দিকে আসছেন।

বিদু। ও কি ও? তোমরা কি এখন আমাকে ছেড়ে যাবে না কি? এ কি? ব্রাহ্মণসেবা ফেলে রেখে গোসেবা আগে?—হ্যাঁ দেখ, আশা দিয়ে না দিলে তোমাদের ইহকালও নাই পরকালও নাই।

দ্বিতী। (হাস্যমুখে) না, না, আপনার সে ভয় নাই।

(মন্ত্রী এবং কতিপয় নাগরিকের প্রবেশ।)

প্রথ। আসতে আজ্ঞা হোক, মহাশয়! মহারাজ যে কি প্রকারে আরোগ্য হয়েছেন, সেইটে শুনবার জন্যে আমরা সকলেই ব্যস্ত হয়েছি, আপনি আমাদের অনুগ্রহ করে বলুন দেখি।

মন্ত্রী। মহাশয়! সে সব দৈব ঘটনা, স্বচক্ষে না দেখলে বিশ্বাস হবার নয়। রাণী মহারাজের সেইরূপ দুর্দশা দেখে দুঃখে একেবারে উন্মত্তার ন্যায় হয়ে উঠলেন; পরে তাঁর প্রিয় সখী পূর্ণিকা তাঁকে একান্ত কাতরা ও অধীরা দেখে পুনরায় মহর্ষির নিকটে নিয়ে গেলেন। রাজমহিষী আপনার জনকের সমীপে নানাবিধ বিলাপ কল্যে পর, ঋষিরাজের অন্তঃকরণ ছহিতাস্নেহে আর্দ্র হলো, এবং তিনি বল্যেন, বৎসে, আমার বাক্য ত কখন অশ্রুতা হবার নয়, তবে কেবল তোমার স্নেহে আমি এই বলচি, যদি মহারাজের কোন পুত্র তাঁর জরাভার গ্রহণ করে, তা হলেই কেবল তিনি এ বিপদ হতে নিস্তার পান, এ ভিন্ন আর কোন উপায় নাই। রাণী এ কথা শ্রবণমাত্রেই গৃহে প্রত্যাগমন করলেন এবং মহারাজকেও এ সকল বৃত্তান্ত অবগত করালেন। অনন্তর রাজা প্রফুল্লচিত্তে স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র যত্নকে আহ্বান করে বললেন, হে পুত্র, মহামুনি শুক্রেণ অভিশাপে আমি জরাগ্রস্ত হয়ে অত্যন্ত ক্লেশ পাচি; তুমি আমার বংশের তিলক, তুমি আমার এ জরারোগ সহস্র বৎসরের নিমিত্তে গ্রহণ কর, তা হলে আমি এ পাপ হতে পরিত্রাণ পাই। আমার আশীর্ব্বাদে তোমার এ সহস্র বৎসর স্রোতের ন্যায় অতি দ্বরায় গত হবে। হে প্রিয়তম!

জরারোগ হতে পরিত্রাণ পেলে আমার পুনর্জন্ম হয়, তা তুমি আমাকে এই ভিক্ষা দাও, আমাকে এ পাপ হতে কিয়ৎকালের জন্তে মুক্ত করো।

প্রথ। আহা! কি ছুংখের বিষয়! মহাশয়, এতে রাজপুত্র যত্ন কি বললেন?

মন্ত্রী। রাজকুমার যত্ন পিতার এরূপ বাক্য শ্রবণে বিরস বদনে বল্যেন, হে পিতঃ, জরারোগের ঞায় ছুংখদায়ক রোগ আর পৃথিবীতে কি আছে? জরারোগে শরীর নিতান্ত দুর্বল ও কুৎসিত হয়, ক্ষুধা কি তৃষ্ণার কিছু মাত্র উদ্ভেক হয় না, আর সমস্ত সুখভোগে এককালে বঞ্চিত হতে হয়; তা পিতঃ, আপনি আমাকে এ বিষয়ে ক্ষমা করুন।

প্রথ। ইঃ! কি লজ্জার কথা! এতে মহারাজ কি প্রত্যুত্তর দিলেন?

মন্ত্রী। মহারাজ যত্ন এই কথা শুনে তাকে সরোষে এই অভিসম্পাত প্রদান কল্যেন, যে তাঁর বংশে রাজলক্ষ্মী কখনই প্রতিষ্ঠিতা হবেন না।

প্রথ। হাঁ, এ উচিত দণ্ডই হয়েছে বটে, তার আর সংশয় নাই। তাঁর পর মহাশয়?

মন্ত্রী। তার পর মহারাজ ক্রমে আর তিন সন্তানকে আনয়ন করে এইরূপ বল্যেন, তাতে সকলেই অস্বীকার হওয়াতে মহারাজ ক্রোধান্বিত হয়ে সকলকেই অভিশাপ দিলেন।

দ্বিতী। মহাশয়, কি সর্বনাশ! তার পর? তার পর?

বিদু। আরে, তোমরা ত এক “তার পর” বলে নিশ্চিত হলে, এখন এত বাক্যব্যয় কত্যা কি মন্ত্রী মহাশয়ের জিহ্বার পরিশ্রম হয় না? তা উনি দেখছি পঞ্চানন না হলে আর তোমাদের কথার পদ্ধিশেষ কত্যা পারেন না।

মন্ত্রী। অনন্তর মহারাজ এ চারি পুত্রের ব্যবহারে যে কি পর্য্যন্ত ছুংখিত ও বিষন্ন হলেন, তা বলা ছুংসাধ্য। তিনি একবারে নিরাশ হয়ে অধোবদনে চিন্তাসাগরে মগ্ন হলেন। তার পর সর্বকনিষ্ঠ পুত্র পুরু পিতার চরণে প্রণাম করে বললেন, পিতঃ, আপনি কি আমাকে বালক দেখে ঘৃণা কল্যেন? আপনার এ জরারোগ আমি গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছি, আপনি আমাতে এ রোগ সমর্পণ করে স্বচ্ছন্দে রাজভোগ করুন। আপনি আমার জীবনদাতা,—আপনি এ অতি সামান্য কর্মে যদি পরিতৃপ্ত হন, তবে এ অপেক্ষা আমার আর সৌভাগ্য কি আছে? মহারাজ পুত্রের এই কথা

শুনে একবারে যেন গগনের চন্দ্র হাতে পেলেন আর পুত্রকে অসঙ্খ্য ধন্যবাদ দিয়ে কোলে নিলেন।

প্রথ। আহা! রাজকুমার পুত্র কি শুভ লগ্নে জন্ম!

মন্ত্রী। মহারাজ পরম পরিতুষ্ট হয়ে পুত্রকে এই বর দিলেন, যে পুত্র, তুমি পৃথিবীর অধীশ্বর হবে এবং তোমার বংশে রাজলক্ষ্মী কারাবন্ধার গায় চিরকাল আবদ্ধ থাকবেন।

প্রথ। মহাশয়! তার পর?

মন্ত্রী। তার পর আর কি? মহারাজ জরামুক্ত হয়ে পুনরায় রাজকর্মে নিযুক্ত হয়েছেন। আহা! মহারাজ যেন কন্দর্পের গায় ভস্ম হতে পুনর্বীর গাত্রোথান করলেন; এ কি সামান্য আহ্লাদের বিষয়।

প্রথ। মহাশয়, আমরা আপনার নিকট এ কথা শুনে এক্ষণে যথার্থ প্রত্যয় কল্যেম। তবে কয়েক দিনের পরে অচ্য রাজদর্শন হবে, আমরা সত্বর গমন করি। (নাগরিকদিগের প্রতি) এসো হে, চলো রাজভবনে যাওয়া যাক।

মন্ত্রী। আমিও দেবদর্শনে গমন কচি, আর অপেক্ষা করবো না।

[নাগরিকগণের ও মন্ত্রীর প্রস্থান।]

বিদু। (স্বগত) মা কমলার প্রসাদে রাজসংসারে কোন খাচা দ্রব্যেরই অভাব নাই, এবং সকলেই এ দরিদ্র ব্রাহ্মণের প্রতি যথেষ্ট স্নেহও করে থাকে, কিন্তু তা বলে ঐ নাগরিকদের ছেড়ে দেওয়াও ত উচিত নয়! পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে খাওয়ায় বড় আরাম হে! তা না হলে সদাশিব দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে উদর পূরেন কেন?

(নটী ও মন্ত্রীগণের প্রবেশ।)

(সচকিতে) আহাহা! এ কি আশ্চর্য্য!—এ যে দেখছি তৃষ্ণা না এগিয়ে, জল আপনি এগিয়ে আসছেন! ভাল, ভাল; যখন কপাল ফলে, তখন এমনিই হয়। (নটীর প্রতি) তবে তবে, সুন্দরি, এ দিকে কোথায় বল দেখি? তুমি কি স্বর্গের অঙ্গরী মেনকা? ইন্দ্র কি তোমাকে আমার ধ্যানভঙ্গ কতো পাঠিয়েছেন।

নটী। কি গো ঠাকুর! আপনি কি রাজর্ষি বিশ্বামিত্র না কি?

বিদু। হাঃ হাঃ হাঃ, প্রায় বটে। কি তা জান, আমি যেমন বিশ্বামিত্র,

তুমিও তেমনি মেনকা ! তা তুমি যখন এসেছ তখন ইন্দ্র আমার কি ছার !
এসো এসো, মনোহারিনি এসো ।

নটী । যাও যাও, এখন পথ ছেড়ে দাও, আমি রাজসভায় যাচ্ছি ।

বিদু । সুন্দরি, তুমি যেখানে, সেখানেই রাজসভা ! আবার রাজসভা কোথা ? তুমি আমার মনোরাজ্যের রাজমহিষী ! (নৃত্য ।)

নটী । (স্বগত) এ পাগল বামনের হাত থেকে পালাতে পেলে যে
বাঁচি । (প্রকাশে) আরে, তুমি কি জ্ঞানশূন্য হয়েছ না কি ?

বিদু । হাঁ, তা বই কি ? (নৃত্য ।)

নটী । কি উৎপাত ! [বেগে প্রস্থান ।

বিদু । ধর ধর, ঐ চোর মাগীকে ধর ! ও আমার অমূল্য মনোরত্ন চুরি
করে পালাচে । [বেগে প্রস্থান ।

প্রথম মন্ত্রী । এ আবার কি ?

দ্বিতীয় ঐ । ওটা ভাড়া, ওর কথা কেন জিজ্ঞাসা কর ? চল আমরা যাই ।
[প্রস্থান ।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

প্রতিষ্ঠানপুরী, রাজসভা ।

রাজা যযাতি, রাজ্ঞী দেবযানী, বিদূষক, পূর্ণিকা, পরিচারিকা,
সভাসদৃগণ ইত্যাদি ।

রাজা । অণ্ড কি শুভ দিন ! বহু দিনের পর যে ভগবান্ ঋষিপ্রবরের
শ্রীচরণ দর্শন করবো, এতে আমার কি আনন্দ হচে !

রাজ্ঞী । হে প্রাণেশ্বর, ভগবান্ তাতকে আনয়ন কত্যা মন্ত্রী মহাশয় কি
একাকী গিয়েছেন ?

রাজা । না, অন্যান্য সভাসদৃগণকেও তাঁর সঙ্গে পাঠান হয়েছে ।

(নেপথ্যে) বম্ ভোলানাথ !

গীত ।

রাগিণী বেহাগ, তাল জলদ তেতালা ।

জয় উমেশ শঙ্কর, সর্বগুণাকর,

ত্রিতাপ সংহর, মহেশ্বর ।

হলাহলাঙ্কিত, কণ্ঠ সুশোভিত,
 মৌলিবিরাজিত, সুধাকর ॥
 পিনাকবাদক, শৃঙ্গনিবাদক,
 ত্রিশূলধারক, ভয়ঙ্কর ।
 বিরিঞ্চিবাঙ্কিত, সুরেন্দ্রসেবিত,
 পদাঙ্কপূজিত, পরাংপর ॥

রাজা । (সচকিতে) ঐ যে মহর্ষি আগমন কচেন ! (সকলের
 গাত্রোথান ।)

(মহর্ষি শুক্রাচার্য্য, কপিল, মন্ত্রী, ইত্যাদির প্রবেশ ।)

শুক্র । হে মহীপতে, আপনাকে জগদীশ্বর চিরবিজয়ী এবং চিরজীবী
 করুন । (দেবযানীর প্রতি) বৎসে, তোমার কল্যাণ হোক, আর চিরকাল
 সুখে থাক ।

রাজা । (প্রণাম করিয়া) ভগবন্, আপনকার পদার্পণে এ চন্দ্রবংশীয়
 রাজধানী এত দিনে পবিত্রা হলো, বসতে আজ্ঞা হোক । (কপিলের প্রতি)
 প্রণাম মুনিবর, বসুন । (সকলের উপবেশন ।)

কপি । মহারাজের কল্যাণ হোক ! (দেবযানীর প্রতি) ভগিনি, তুমি
 চিরসুখিনী হও ।

শুক্র । হে নরাধিপ, আমার প্রিয়তমা দৈত্যরাজনন্দিনী শশ্মিষ্ঠা কোথায় ?

রাজা । (মন্ত্রীর প্রতি) আপনি শশ্মিষ্ঠা দেবীকে অতি ত্বরায় এখানে
 আনান ।

মন্ত্রী । মহারাজের আজ্ঞা শিরোধার্য্য । [প্রস্থান ।

শুক্র । হে নরেশ্বর, আপনার সর্বকনিষ্ঠ পুত্র পুরু যে এই বিপুল
 চন্দ্রবংশের প্রধান হবেন, এ জন্মেই বিধাতা আপনার উপর এ লীলা
 প্রকাশ করেন । যা হোক, আপনি কোন প্রকারে ছুঃখিত বা অসন্তুষ্ট হবেন
 না । বিধির নির্বন্ধ কে খণ্ডন কতে পারে ? (দেবযানীর প্রতি) বৎসে,
 তোমার সন্তানদ্বয় অপেক্ষা সপত্নীতনয় পুরু সন্মান বৃদ্ধি হলো বলে, এ
 বিষয়ে তুমি ক্ষোভ করো না, কেন না জগৎপাতা স্নান করেন, তাতে অসন্তোষ
 প্রকাশ করা মহাপাপ কর্ম্ম ! বিশেষতঃ ভবিতব্যের অন্তথা কতে কে সক্ষম ?

(শশ্মিষ্ঠা এবং দেবিকার সহিত মন্ত্রী পুনঃপ্রবেশ ।)

শশ্মি । আমি মহর্ষি ভার্গবের শ্রীচরণে প্রণাম করি আর এই সভাস্থ গুরুলোকদিগকে বন্দনা করি ।

শুক্ৰ । রাজনন্দিনি, বহু দিবসের পর তোমার চন্দ্রানন দর্শনে যে আমি কি পর্য্যন্ত সুখী হলেম, তা প্রকাশ করা ছুষ্কর । কল্যাণি, তোমার অতি শুভ ক্ষণে জন্ম ! যেমন অদিতিপুত্র স্বীয় কিরণজালে সমস্ত ভূমণ্ডলকে আলোকময় করেন, তোমার পুত্র পুরুও আপন প্রতাপে সেইরূপ অখিল ধরাতল শাসন করবেন । তা বৎসে, অঢ়াবধি তুমি দাসীত্ব-শৃঙ্খল হতে মুক্তা হলে, আর ছুঃখান্তেই নাকি সুখানুভব অধিকতর হয়, সেই নিমিত্তেই বুঝি বিধাতা তোমার প্রতি কিঞ্চিৎকাল বিমুখ হয়েছিলেন, তার মর্ম্ম অঢ় সম্পূর্ণ-রূপে প্রকাশ হলো । (রাজার প্রতি) হে রাজন্, যেমন আমি আপনাকে পূর্বে একটি কন্যারত্ন সম্প্রদান করেছিলেম, অধুনা এঁকেও আপনার হস্তে অর্পণ কল্যেম, আপনি এ কন্যারত্নের প্রতিও সমান যত্নবান্ হবেন । এখন এঁকেও গ্রহণ করে আপনার এক পার্শ্বে বসান ।

রাজা । ভগবান্ মহর্ষির আজ্ঞা শিরোধার্য্য । (দেবযানীর প্রতি) কেমন প্রিয়ে, তুমি কি বল ?

রাজ্ঞী । (সহাস্ত মুখে) নাথ, এত দিনে কি আমার অহুমতির সাপেক্ষা হলো ?

শুক্ৰ । বৎসে, তুমিও তোমার সপত্নী অথচ আবাল্যের প্রিয়সখী শশ্মিষ্ঠাকে যথোচিত সম্মান কর ;—আর আপনার সহোদরার ঞায় এঁর প্রতি পূর্বমত স্নেহ মমতা করবে ।

রাজ্ঞী । (গাত্রোথানপূর্বক শশ্মিষ্ঠার কর গ্রহণ করিয়া) প্রিয়সখি, আমার সকল দোষ মার্জ্জনা কর ।

শশ্মি । প্রিয়সখি, তোমার দোষ কি ? এ সকল বিধাতার লীলা বৈ ত নয় !

রাজ্ঞী । সে যা হোক, সখি, অঢ়াবধি আমাদের পূর্বপ্রণয় সঞ্জীবিত হলো । এখন এসো, ছুই জনেই পতিসেবায় কিছু দিন সুখে যাপন করি । (রাজার প্রতি) মহারাজ, এক বিশাল রসাল তরুণ, মালতী আর মাধবী উভয় লতিকার আশ্রয়স্থল হলো ।

রাজা । (প্রফুল্ল মুখে উভয়কে উভয় পার্শ্বে বসাইয়া) অতঃ এক বৃন্তে
যুগল পারিজাত প্রস্ফুটিত । (আকাশে কোমল বাত ।)

শুক্ৰ । (আকাশমার্গে দৃষ্টিপাত করিয়া) এই যে, ইন্দ্রের অঙ্গরীরা,
এই মাজলিক ব্যাপারে দেবতাদের অনুকূলতা প্রকাশ করণার্থে উপস্থিত
হয়েছেন ।

(আকাশে পুষ্পবৃষ্টি ।)

বিদু । মহারাজ, এতক্ষণ ত আকাশের আমোদ হলো, এখন কিছু
মর্ত্যের আমোদ হলে ভাল হয় না ? নর্তকীরা এসেছে, অনুমতি হয় ত
এখানে আনয়ন করি ।

রাজা । (হাস্যমুখে) ক্ষতি কি ?

বিদু । মহারাজ, ঐ দেখুন, নটীরা নৃত্য কত্যা কত্যা সভায় আসচে ।
(জনান্তিকে রাজার প্রতি) বয়স্য, দেখুন ! মলয় মারুতের স্পর্শসুখানুভবে
সরসী হিল্লোলিতা হলে যেমন নলিনী নৃত্য করে, এরাও সেইরূপ মনোহররূপে
নেচে নেচে আসচে !

রাজা । (সহাস্যবদনে জনান্তিকে) সখে, বরঞ্চ বল, যে যেমন মন্দ
প্রবাহে কমলিনী ভাসে, এরাও পঞ্চ স্বর তরঙ্গে তদ্রূপ প্লবমানা হয়ে এ দিকে
আসচে ।

(চেটীদিগের প্রবেশ ।)

চেটী । (প্রণাম করিয়া) রাজদম্পতী চিরবিজয়িনী হউন । (নৃত্য ।)

রাজা । আহা ! কি মনোহর নৃত্য ! সখে মাধব্য, এদের যথোচিত
পুরস্কার প্রদানে অনুমতি কর ।

শুক্ৰ । এই ত আমার মনস্কামনা পূর্ণ হলো ! হে রাজন্, এখন
আশীর্বাদ করি যে তোমরা সকলে দীর্ঘজীবী হয়ে এইরূপ পরমসুখে
কালযাপন কর, এবং শর্মিষ্ঠার কীর্ত্তিপতাকা ধরাতলে চিরকাল উদ্‌ভীমানা
থাকুক ।

রাজা । ভগবন্, সিদ্ধবাক্য অমোঘ ; আমি ঐহিক সুখের চরম লাভ
অতুই করলেম ।

(যবনিকা পতন)

ইতি শর্মিষ্ঠা নাটক সমাপ্ত ।

পাঠভেদ

মধুসূদনের জীবিতকালে 'শশ্মিষ্ঠা নাটকে'র তিনটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। তন্মধ্যে ১২৬৫ সালে প্রকাশিত প্রথম সংস্করণের ও ১২৭৬ সালে প্রকাশিত তৃতীয় সংস্করণের পুস্তক আমরা দেখিয়াছি। এই দুইটি সংস্করণের যে যে স্থলে উল্লেখযোগ্য পাঠভেদ দৃষ্ট হইয়াছে, নিয়ে তাহার যথাযথ উল্লেখ করা হইল।

প্রথম সংস্করণের পুস্তকের প্রারম্ভে এই অংশ ছিল :—

প্রস্তাবনা।

—০—

রাগিণী খাম্বাজ, তাল মধ্যমান।

মরি হায়, কোথা সে সুখের সময়,
যে সময় দেশময় নাট্যরস সবিশেষ ছিল রসময় !

শুন গো ভারতভূমি,
কত নিদ্রা যাবে তুমি,
আর নিদ্রা উচিত না হয়।

উঠ ত্যজ ঘুম ঘোর,
হইল, হইল ভোর,
দিনকর প্রাচীতে উদয়।

কোথায় বাল্মীকি, ব্যাস,
কোথা তব কালিদাস,
কোথা ভবভূতি মহোদয়।

অলৌক কুনাট্য রঙ্গে,
মজে লোক রাঢ়ে বঙ্গে,
নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়।

সুধারস অনাদরে,
বিষবারি পান করে,
তাহে হয় তনু মনঃ ক্ষয়।

মধু বলে জাগ মা গো,
বিড় স্থানে এই মাগ,
সুরসে প্রবৃত্ত হউক তব তনয় নিচয় ॥

ইতি।

- পৃ. পংক্তি প্রথম সংস্করণ তৃতীয় সংস্করণ
- ৫ ২৪ (প্রকাশে) কে হে তুমি ? (প্রকাশে) কস্ত্বং ?
- ১০ ৫-৬ আশ্রমস্থ পক্ষিসকল কুজন ধ্বনি করতঃ আশ্রমে পক্ষিসকল কুজন ধ্বনি করো
চতুর্দিক্ হতে আপন আপন কুলায়ে চারি দিক হতে আপন আপন বাসায়
প্রত্যাগমন কর্চে ; কমলিনী স্বীয় ফিরে আসচে ; কমলিনী আপনার
- ১৫ ১৪ এই দুই পংক্তির পরিবর্তে প্রথম সংস্করণে এই অংশটি ছিল :—
পূর্ণি । প্রিয়সখি । তোমার নবযৌবনরূপ কুসুমমুকুলে যে রাজা যযাতির
প্রতি অনুরাগরূপ কীট প্রবীক্ষ্য হইয়াছে, তার সন্দেহ নাই ; কিন্তু এক্ষণে এর
যথোচিত প্রতিবিধান না করিলো, কালক্রমে যেমন পুষ্প অন্তরস্থ কীট পুষ্পভেদ
করো বহির্গত হয়, বোধ হয় কালান্তরে তোমারও তাদৃশী দুর্গতি ঘটতে পারে ;
অতএব সখি, আমার বিবেচনায় এ কথা মহর্ষির কর্ণগোচর করা আবশ্যিক ।
- ২১ ২-৩ এই জগদ্বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান নগরীতে এই প্রতিষ্ঠান নগরীতে রাজচক্রবর্তী
রাজচক্রবর্তী প্রবলপ্রতাপশালী, রাজা
বাহুবলেজ্ঞ, রাজা
- ২২ ৮ ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ্য
- ২৬-২৭ এই দুই পংক্তির মধ্যে প্রথম সংস্করণে এই অংশটি ছিল :—
ভুবনমোহিনী যিনি সাধনের ধন,
বিরাগেতে ত্যজ্য তিনি করি ত্রিভুবন,
অতল জলধি তলে কমল আসনে,
বিরাজেন কমলা কমল উপবনে ;
সেইরূপ তপোবন ভার্গব আশ্রম,
উজ্জ্বল করয়ে ধ্বনি রূপে নিরূপম ।
কে ডরায়, সিন্ধু, তোর করিতে মথন,
পায় যদি সেই এই রমণীরতন ।
- ২৫ ২১-২৬ এই কয় পংক্তির স্থলে প্রথম সংস্করণের পুস্তকে নিম্নোক্ত অংশ ছিল :—
রাজা । কস্যাপি, তুমি চিরকাল সধবা থাক ।
বিদু । (সহাস্য বদনে) মহারাজ, আপনার আশীর্বাদ কখনই ব্যর্থ
হবার নয় ; ইনি রক্তবীজ কুলের কুলবধু, সুতরাং এঁর চিরসধবা থাকা কোন
মতেই অসম্ভব নয় ।
রাজা । সে কিহে সখে ? এ সুন্দরী কে ?
বিদু । আজ্ঞা, ইনি বারবিলাসিনী, সুতরাং পুরুষকুল নিষ্কল না হলে,
এঁর বৈধব্য দশা কোন ক্রমেই ঘটতে পার্ব্যে না ।
রাজা । ছি । ছি । ঐ দেখ, তোমার কথায় সুন্দরী লজ্জায় অধোবদনা
হয়েছেন ।

পৃ. পংক্তি প্রথম সংস্করণ তৃতীয় সংস্করণ

বিদু। (নটীর প্রতি) অয়ি নিতম্বিনি, তুমি আমার প্রতি ক্রুদ্ধা হলো না কি? দেখ, যদি তোমার নবযৌবন সুরভি কুসুমের মধুলোভে আমার চিত্ত মধুকর উন্মত্ত হয়ে থাকে, তবে সে কি আমার দোষ? তুমি কি জান না, তোমার প্রতি আমার কতদূর অনুরাগ? দেখ, পুরুষোত্তম যেমন ব্রাহ্মণের পদচিহ্ন বক্ষঃস্থলে রাখেন, তোমাকে পেলে আমিও তদপেক্ষা অধিক প্রযত্নে হ্রংপদে রাখবো।

২৬ এই পৃষ্ঠায় মুদ্রিত গীতটি প্রথম সংস্করণে এইরূপ ছিল :—

গীত।

রাগিণী বসন্ত, তাল রূপক।

হায়, কুহু, কুহু, কুহু, কোকিলের নাদ।
বসন্ত এলো সহ অনঙ্গ উন্মাদ।

হায়, যৌবনমুকুল তব,
শুনি ওই কুহু রব,
বিকশিলে ঘটবে প্রমাদ।

হায়, জ্ঞানহীন মধুকর,
ভ্রমে দেশ দেশান্তর,
কে ভুঞ্জিবে মদনপ্রসাদ?

হায়, তুমি রতী সমা,
অতি নিরূপমা,—
এ বয়েসে হরিষে বিষাদ?—

৩৮ ২৫-২৭ কে তার বশীভূত না হয়? কে তার বশীভূত না হয়? দিনকর
উদয়াচলে দর্শন দিলে কি কমলিনী
নিমীলিত থাকতে পারে?

৩৯ প্রথম সংস্করণের গানটি এইরূপ ছিল :—

গীত।

রাগিণী আড়ানা, তাল মধ্যমান।

হে, থাক সাবধানে, ওহে কুশোদরি,
এল তব অরি, রণসজ্জা ধরি।

আরোহণ মীনধ্বজে, ধূসরিত পুষ্পরঞ্জে,
প্রফুল্লিত সলিলঞ্জে, উপবেশন করি।

পৃঃ পংক্তি প্রথম সংস্করণ তৃতীয় সংস্করণ

দুরঙ্গ ভ্রমরগণ, ধাইতেছে অনুক্ষণ,
সারথি মলয় পবন, চালাইছে ত্বরাত্বর।

পিকগণ ঝঙ্কারিছে, রণধ্বনি ছঙ্কারিছে,
ফুলধনু টঙ্কারিছে, বিরহি জ্ঞান হরি।

খরতর শরে যবে, বিদরিবে তনু, তবে
কেমনে সুস্থির রবে, ভাবিয়া দেখ সুন্দরি।

- ৪১ ৯-১০ এই দুই পংক্তির মধ্যে প্রথম সংস্করণে ছিল :—
শর্মি। নাথ, এমনি স্নেহ যেন চিরকাল থাকে, এই আমার প্রার্থনা।
- ৪২ ৯-২৬ প্রথম সংস্করণে এই কয়েক পংক্তি ৪৬ পৃষ্ঠার ১২ পংক্তির ঠিক পূর্বে দেওয়া
আছে।
কেবল “হে নরেশ্বর,” কথাটির পরিবর্তে প্রথম সংস্করণে “নাথ,” আছে।
- ৪৭ ২৫ সে কি? বয়স! সে কি মহারাজ?
- ৫০ ১৭-১৮ সধবা হয়ে—(অর্কোক্তি)। সধবা হয়ে মুখেও আনা উচিত—
(অর্কোক্তি)।
- ২৫-২৬ এতাদৃশী অবস্থায় একাকিনী রেখে এ অবস্থায় একলা...কেমন করে
যমুনায় কিপ্রকারে
- ২৮-২৯ এইক্ষণে ধূলায় লুপ্তিতা হচোন, এখন ধূলায় গড়াগড়ি যাচোন, তবুও
অথচ একটি লোক নাই যে নিকটে এমন একটি লোক নাই, যে তাঁর নিকটে
- ৫৫ ১ হাঁ, তা যথার্থ বটে? তা করবে না কেন?
- ৫৭ প্রথম সংস্করণে গানটি এইরূপ ছিল :—

গীত।

রাগিণী সোহিনী, তাল মধ্যমান।
হায়, এই কি সেই সুখ ফুল বন,
যে বনে সার্থক মম জীবন যৌবন?
এই সরোবর কূলে, এই অশোকের মূলে,
প্রিয় প্রাণপতি সহ সতত মিলন।
সেই তরু লতাচয়, কিছু ভাবান্তর নয়,
মম ভাগ্য ভাবান্তর, হলো কি কারণ?
নহে বহুদিন গত, সোহাগ করিল কিত,
সে সব স্বপন মত, জ্ঞান হয় এখন।

পৃ.	পংক্তি	প্রথম সংস্করণ	তৃতীয় সংস্করণ
		বসি এই শিলা তলে, সুচারু করকমলে ধরিল চরণ !	মম মান রক্ষা হলে, এখন সাধনা করি, আর কি সে চন্দ্র মোরে দিবে দরশন !
৫৯	২২	বালকদিগের সহিত ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে	বালকগুলিনকে লয়ে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে
৬২	৩	চারা	উপায়
৬৭		প্রথম সংস্করণে গানটি এইরূপ ছিল :—	

গীত ।

রাগিণী বেহাগ, তাল জলদ তেতালা ।

জয়, উমেশ শঙ্কর, শঙ্কু দিগম্বর,
শশাঙ্ক শেখর, জটাধর ।

রজত বিনিন্দিত, পন্নগ শোভিত,
বিভূতি ভূষিত, কলেবর ॥

ত্রিলোক তারক, ত্রিলোক পাঙ্গক,
মোক্ষ বিধায়ক, মহেশ্বর ।

বিরিঞ্চি বন্দিত, সুরেশ সেবিত,
পদাঙ্ক পূজিত, পরাংপর ॥

৭০ এই পৃষ্ঠার ২০ পংক্তির ঠিক আগেই নিম্নলিখিত গানটি প্রথম সংস্করণে
আছে :—

গীত ।

রাগ ভৈরব, তাল একতালা ।

মাত হে, আনন্দ রসে পঙ্কজিনি ধনি ।

রাহগ্রাসে মুক্ত শেষে তব দিনমণি ॥

নিরখিয়ে পুনঃ প্রভাত করে ।

ধরণী হাসিছে রঙ্গ ভরে ।

বিহঙ্গ গাইছে মধুরস্বরে ।

ললিত লহরী গণি ।

৭০ ২০ আহা ! কি মধুর সঙ্গীত ! আহা ! কি মনোহর নৃত্য !

পৃ. পংক্তি প্রথম সংস্করণ

তৃতীয় সংস্করণ

৭০ ২৮-২৯ এই দুই পংক্তির মধ্যে প্রথম সংস্করণে এই অংশটি আছে :—

ইতি পঞ্চমাস্ক ।

উপসংহার ।

—০—

রাগিণী বসন্ত, তাল ধীমা তেতালী ।

শুন হে সভাজন ।

আমি অভাজন,

দীন ক্ষীণ জ্ঞানগুণে,

ভয় হয় দেখে শুনে,

পাছে কপাল বিগুণে,

হারাই পূর্ব মূলধন ।

যদি অনুরাগ পাই,

আনন্দের সীমা নাই,

এ কায়েতে একযাই,

দিব দরশন ।

হেক্টর-বধ

[১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত সংস্করণ হইতে]

হেক্টর-বধ

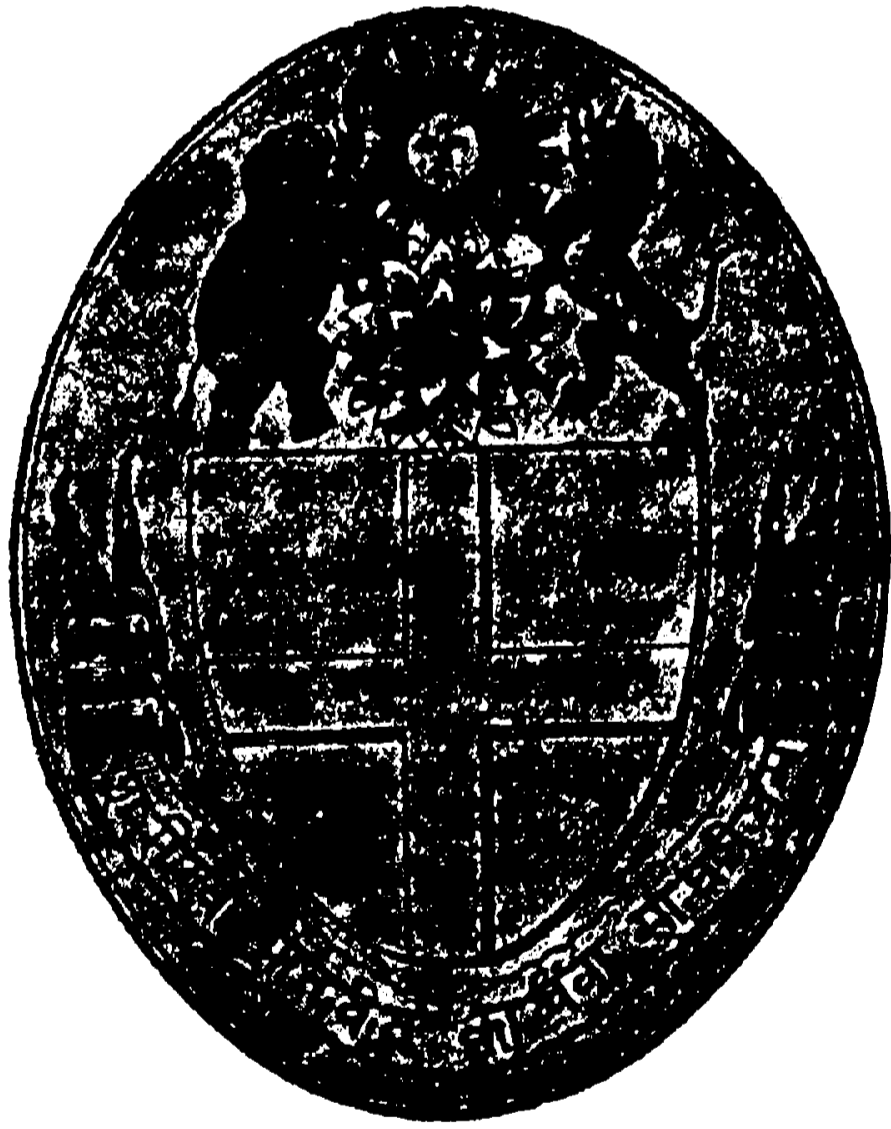
মাইকেল মধুসূদন দত্ত

[১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত]

সম্পাদক :

ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সঙ্কনীকান্ত দাস



বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৪৩১, আচার্য্য প্রহ্লাদচন্দ্র রোড

কলিকাতা-৬

প্রকাশক
শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ—বৈশাখ, ১৩৪৮ ; দ্বিতীয় মুদ্রণ—ফাল্গুন, ১৩৫০ ;
তৃতীয় মুদ্রণ—ভাদ্র, ১৩৫৫ ; চতুর্থ মুদ্রণ—ফাল্গুন, ১৩৬২ ; পঞ্চম মুদ্রণ—ভাদ্র, ১৩৭৩

মূল্য এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা

শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭
হইতে শ্রীপত্নী দেবী কর্তৃক মুদ্রিত।

১১—৩০।৮।১৯৬৬.

ভূমিকা

বিদেশে যাত্রা করিবার অব্যবহিত পূর্বে মধুসূদন রাজনারায়ণ বসুকে লিখিয়াছিলেন—

I suppose, my poetical career is drawing to a close,—
'জীবন-চরিত,' পৃ. ৫৫৫।

ইহার পর বিদেশে বসিয়া মধুসূদন 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' রচনা করিলেও আপনার পূর্বতন কীর্তিকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই। প্রকৃত পক্ষে, তাঁহার কাব্যসাধনা সমাপ্তই হইয়াছিল। স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণায় তিনি আর কিছু রচনা করেন নাই। অভাবের তাড়নায় একটি নাটক, শিশুপাঠ্য নীতিমূলক কবিতামালা ও একটি গদ্যকাব্য লিখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কোনটিই সমাপ্ত হয় নাই। 'হেক্টর-বধ' এই শেষোক্ত গদ্যকাব্য। ইহা "হোমেরের ইলিয়াস্-নামক কাব্যের উপাখ্যান ভাগ।"

এই গ্রন্থখানি ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়; বেঙ্গল লাইব্রেরির পুস্তক-তালিকায় ইহার প্রকাশ-কাল—১ সেপ্টেম্বর ১৮৭১। পুস্তকখানি ভূদেব মুখোপাধ্যায়কে উৎসর্গীকৃত। উৎসর্গ-পত্র হইতে দেখা যায়, এই গদ্যকাব্যটি আন্দাজ ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত হয়। রচনার কালে ইহা অসম্পূর্ণ অবস্থায় ছিল, ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রণের সময় সেই অসম্পূর্ণতাটুকুও দূর করিবার উৎসাহ মধুসূদনের ছিল না। তাঁহার তখন প্রায় শেষ অবস্থা।

মধুসূদনের জীবিতকালে ইহার একটি মাত্র সংস্করণ হইয়াছিল; পৃষ্ঠাসংখ্যা ১০৫। আখ্যা-পত্রটি এইরূপ ছিল—

হেক্টর-বধ, / অথবা / ইলিয়াস্ নামক মহাকাব্যের উপাখ্যান-ভাগ। /
(গ্রীক হইতে) / শ্রীমাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত। / "The Tale of Troy
divine."—Milton. / কলিকাতা : / শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ
২৪৯ সংখ্যক ভবনে / ইষ্ট্যানহোপ বস্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। / ১৮৭১। /
[All rights reserved.] /

মনস্বী ভূদেব পুস্তকখানি উপহার পাইয়া চুঁচুড়া হইতে ২৮ মার্চ

১৮৭২ তারিখে মধুসূদনকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, পরবর্তী ২৬এ এপ্রিলের 'এডুকেশন গেজেট' হইতে তাহা সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হইল—

পরম প্রণয়াম্পদ

শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয় মহোদয়েষু ।

ভাই,

তুমি স্বপ্রণীত হেক্টরবধকাব্যগ্রন্থে আমার নামোল্লেখ করিয়া আমাদিগের পরম্পর সতীর্থ সঙ্ঘের এবং বাল্যপ্রণয়ের পরিচয় প্রদান করিয়াছ। আমি কখনই সেই সঙ্ঘ এবং সেই প্রণয় বিস্মৃত হই নাই—হইতেও পারি না। বৌবনশুলভ প্রবলতর আশা প্রণোদিত হইয়া মনে মনে যে সকল উন্নত অভিপ্রায় সঞ্চিত করিতাম, তোমার দৃষ্টান্তই বিশেষরূপে তৎসমুদয়ের উদ্ভেজক হইত। তোমার বৌবনকালের ভাব, আমার জীবনের একটি মুখ্যতম অঙ্গ হইয়া রহিয়াছে। তখন আমাদিগের পরম্পর কত কথাই হইত,—কত পরামর্শই হইত,—কত বিচার ও কত বিতণ্ডাই হইত। এখনও কি তোমার সে সকল কথা মনে পড়ে? তুমি বিজাতীয় প্রণালীর কিছু অধিক পক্ষপাতী ছিলে, আমি স্বজাতীয় প্রণালীর অধিক পক্ষপাতী ছিলাম। এই মতভেদ-নিবন্ধন আমার যে যন্ত্রণা হইত, তাহা কি তোমার স্মরণ হয়? আহা! তখন কি জানিতাম, তখন কি একবারও মনে করিতে পারিতাম যে, তুমি বিজাতীয় মহাকবিগণের সমস্ত রত্ন আহরণ করিয়া মাতৃভাষার শোভা সর্ঘর্জনপূর্বক বাঙ্গালার অদ্বিতীয় মহাকবি হইবে? সেই সময়ে তুমি যে সকল সুন্দর ইংরাজী পদ্য রচনা করিতে, তাহা পাঠ করিয়া আমার পরম আনন্দ হইত, এবং আমি তখন হইতেই জানিতাম যে, তুমি অতি উৎকৃষ্ট কাব্য রচনা করিতে সমর্থ হইবে; কিন্তু সেই কাব্য যে মেঘনাদবধ, বীরাজনা, ব্রজাঙ্গনা, অথবা হেক্টর-বধ হইবে, তাহা আমি স্বপ্নেও মনে করি নাই। তুমি ইংরাজীতে কোন উৎকৃষ্টকাব্য লিখিয়া ইংরাজ-সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইবে, ইহাই আমি মনে করিতাম। ফলতঃ তোমার শক্তির প্রকৃত গরিমা তখন অপ্রকাশিত এবং আমার বোধাতীত ছিল। তুমি ত্রিষমাণ মাতৃভাষাকে পুনরুজ্জীবিত করিলে, তুমি ইহাকে নূতন অলঙ্কারমালায় ভূষিত করিলে, তুমি ইহাতে সর্বোৎকৃষ্ট মহাকাব্য রচনা করিলে। ভাই! তোমারই বিজাতীয় ভাষা-অধ্যয়নের পরিপ্রয় সার্থক, তোমার এই বঙ্গভূমিতে জন্মগ্রহণ সার্থক।

কোন বাঙ্গালীর পক্ষে ইংরাজী ভাষায় উৎকৃষ্ট কাব্যরচনা করা যদি সম্ভব হইতে পারে, তাহা তোমার পক্ষেই সম্ভব হয়। তুমি অতি অল্প বয়সেই ইংরাজী ভাষায় মর্গজ হইয়াছিলে, বৌবনাবধি ইংরাজদিগের সহবাস করিতেছ, বিশেষতঃ ইংরাজী ভাষায় মূল ভাষা সমস্তের সহিত তোমার ঘনিষ্ঠ

পরিচয় জন্মিয়াছে। ফলতঃ তোমার প্রণীত যে একখানি ইংরাজী কাব্যগ্রন্থ আছে, তত্তুল্য ইংরাজী গ্রন্থ বোধ হয়, আর কোন বাঙ্গালী কর্তৃক বিরচিত হয় নাই। কিন্তু তোমার সেই গ্রন্থে আর তোমার মেঘনাদবধ প্রভৃতি বাঙ্গালী গ্রন্থে কত অন্তর! তোমার বাঙ্গালী কাব্যগুলিই তোমাকে এতদেশীয় শিক্ষিতদের মুখরূপ, তাহাদিগের গৌরবরূপ, এবং তাহাদিগের পথ-প্রদর্শকরূপ করিয়া স্থাপন করিয়াছে।

অধিক কি লিখিব? তোমার শরীর নিরাময়, তোমার মন স্বচ্ছন্দ, তোমার সাংসারিক শ্রী বর্জনশীল, এবং তোমার কবিশক্তি চিরপ্রভাবশালিনী থাকুক, এই আমার প্রার্থনা।

হৃদীয় শ্রীভূদেব মুখোপাধ্যায়।

‘হেক্টর-বধ’ই মধুসূদনের জীবিতকালে মুদ্রিত শেষ পুস্তক। এই পুস্তকের বহু বিরুদ্ধ সমালোচনা হইয়াছিল, তন্মধ্যে রামগতি স্মায়রত্নের ‘বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালাসাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাবে’র (১৮৭৩ খ্রীঃ) ২৭৭-৭৮ পৃষ্ঠার আলোচনা উল্লেখযোগ্য।

মাণ্ডবর শ্রীযুক্ত বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায়

মহাশয় সমীপেষু।

প্রিয়বর—

প্রায় চারি বৎসর হইল, আমি শারীরিক পীড়িত হইয়া, এমন কি, ৩১৪ মাস স্বকর্ণে হস্ত নিক্ষেপ করিতে অশক্ত হইয়াছিলাম; সময়ান্তিপাতার্থে উরুপা* খণ্ডের ভগবান্ কবিগুরুর জগদ্বিখ্যাত ঈলিয়াস্ নামক কাব্য সदा সর্বদা পাঠ করিতাম। পাঠের সময় মনে এইরূপ ভাব উদয় হইল, যে এ অপূর্ব কাব্যখানির ইতিবৃত্ত স্বদেশীয় ইংলণ্ডভাষানভিজ-জনগণের গোচরার্থে মাতৃভাষায় লিখি। লিখিত পুস্তকখানি ৪ চারি বৎসর মুদ্রালয়ে পড়িয়াছিল; এমন সময় পাই নাই যে ইহাকে প্রকাশি। এক স্থলে কয়েকখানি -কাপির কাগজ হারাইয়া গিয়াছে (৪র্থ পরিচ্ছেদের প্রারম্ভে); সেটুকুও সময়াভাব প্রযুক্ত পুনরায় রচিয়া দিতে পারিলাম না।

* এই শব্দটি ভ্রান্তিবশতঃ এক বলে ‘ইউরোপ’ লিখিত হইয়াছে। বঙ্গভাষায় ‘Europe’ লেখা যায় না। ‘Eu’ সদৃশ যুগ্ম বর আমাদের নাই। ‘EUROPA’ উরুপা।

বোধ হয়, এত দিনের পর জনসমূহ সমীপে আমি হস্ত্যাম্পদ হইতে চলিলাম। কিন্তু তুমি এবং তোমার সদৃশ বিজ্ঞতম মহোদয়েরা এবং অগ্ৰাণ্য পাঠকগণ উপরি উক্ত কারণটী মনে করিয়া পুস্তকখানি গ্রহণ করিলে ইহার শোধনার্থে ভবিষ্যতে কোন ক্রটি হইবে না। এবং অবশিষ্ট অংশও অতি-শীঘ্র প্রকাশ করিতে যত্নবানু হইব।

এ বঙ্গদেশে যে তোমার অতি শুভক্ষণে জন্ম, তাহার কোনই সন্দেহ নাই; কেন না, তোমার পরিশ্রমে মাতৃভাষার দিন দিন উন্নতি হইতেছে। পরমেশ্বর তোমাকে দীর্ঘজীবী করুন, এই প্রার্থনা করি। যে শিলায় তুমি, ভাই, কীর্তিস্তম্ভ নির্ম্মিতেছ, তাহা কালও বিনষ্ট করিতে অক্ষম।

মহাকাব্যরচয়িতাকুলের মধ্যে ঈলিয়াস-রচয়িতা কবি যে সর্বোপরি-শ্রেষ্ঠ, ইহা সকলেই জানেন।* আমাদিগের রামায়ণ ও মহাভারত রামচন্দ্রের ও পঞ্চ পাণ্ডবের জীবন-চরিত মাত্র; তবে কুমারসম্ভব, পিশুপালবধ, কিরাতার্জুনীয়ম্, ও নৈষধ ইত্যাদি কাব্য উরুপাখণ্ডের অলঙ্কারশাস্ত্রগুরু অরিস্তাতালীসের মতে মহাকাব্য বটে, কিন্তু ঈলিয়াসের নিকট এ সকল কাব্য কোথায়? ছুঃখের বিষয় এই যে, এ লেখকের দোষে বঙ্গজনগণ কবিপিতার মহাত্মতা ও দেবোপম শক্তি, বোধ হয়, প্রায় কিছুই বুঝিতে পারিবেন না। যদি আমি মেঘরূপে এ চন্দ্রিমার বিভারাশি স্থানে স্থানে ও সময়ে সময়ে অজ্ঞতা-তিমিরে গ্রাস করি, তবুও আমার মার্জ্জনার্থে এই একমাত্র কারণ রহিল, যে সুকোমলা মাতৃভাষার প্রতি আমার এত দূর অনুরাগ, যে তাহাকে এ অলঙ্কারখানি না দিয়া থাকিতে পারি না।

কাব্যখানি পাঠ করিলে টের পাইবে, যে আমি কবিগুরুর মহাকাব্যের অবিকল অনুবাদ করি নাই, তাহা করিতে হইলে অনেক পরিশ্রম হইত, এবং সে পরিশ্রমও যে সর্বতোভাবে আনন্দোৎপাদন করিত, এ বিষয়ে আমার সংশয় আছে। স্থানে স্থানে এই গ্রন্থের অনেকাংশ পরিত্যক্ত এবং স্থানে স্থানে অনেকাংশ পরিবর্তিত হইয়াছে। বিদেশীয় একখানি কাব্য

* "Hic omnes sine dubio, et in omni genezi eloquentiæ, procul a se reliquit."—QUINTILIAN.

See also—

Aristot : de Poetic.—Cap. 24.

দণ্ডকপুত্ররূপে গ্রহণ করিয়া আপন গোত্রে আনা বড় সহজ ব্যাপার নহে, কারণ তাহার মানসিক ও শারীরিক ক্ষেত্র হইতে পরবংশের চিহ্ন ও ভাব সমুদায় দূরীভূত করিতে হয়। এ ছর্রাহ ব্রতে যে আমি কত দূর পর্য্যন্ত কৃতকার্য হইয়াছি এবং হইব, তাহা বলিতে পারি না।

৬নং লাউডন্ হীট,
চৌরদী।
ইং সন ১৮৭১ সাল।

শ্রীমাইকেল মধুসূদন দত্ত।

নামাবলী ।

বাকানা ।	লাতীন ।	ইংরাজী ।
জ্যুস্ ।	Jupiter.	Jove.
প্রিয়াম ।	Priamus.	Priam.
অপ্রোদীতী ।	Venus.	Venus.
হীরী ।	Juno.	Juno.
আথেনী ।	Minerva.	Minerva.
ক্রুসা ।	Chriseis.	Chriseis.
ব্রীষীশা ।	Briseis.	Briseis.
অদিস্ম্যস ।	Ulysses.	Ulysses.
ফন্দর ।	Paris.	Paris.
ঐরীষা ।	Iris.	Iris.
লাডিকা ।	Laodicea.	Laodicea.
অত্রী ।	Æthra.	Æthra.
ক্লিমেনী ।	Clymene.	Clymene.
পণ্ডর্শ ।	Pandarus.	Pandarus.
আরেশ ।	Mars.	Mars.
সর্পাদন ।	Sarpedon.	Sarpedon.
পশ্বেদন ।	Neptune.	Neptune.
আয়াস ।	Ajax.	Ajax.

হেক্টর-বধ

অথবা

হোমেরের ঈলিয়াস্‌নামক কাব্যের
উপাখ্যান ভাগ।

উপক্রমণিকা।

(১)

পূর্বকালে হেলাস্‌ অর্থাৎ গ্রীশ দেশীয় লোকের পৌত্তলিক ধর্ম আস্থা ও বহুবিধ দেবদেবীর উপর বিশ্বাস ছিল। তাঁহাদিগের দেবকুলের হৈন্দ্র জুস্‌ লীড়া নামী এক নরকুলনারীর উপর আসক্ত হওতঃ রাজহংসের রূপ ধারণ করিয়া তাহার সহিত সহবাস করিলে, লীড়া দুইটি অণু প্রসব করেন। একটা অণু হইতে দুইটা সন্তান জন্মে; অপরটি হইতে হেলেনী নামী একটি পরমসুন্দরী কন্যার উৎপত্তি হয়। লাকীডীমন্‌ দেশের রাজা লীড়ার স্বামী এই তিনটি সন্তানকে দেবের ঔরসজাত জানিয়া অতিপ্রযত্নে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। যেমন কণ্ঠধ্বির আশ্রমে আমাদের শকুন্তলা সুন্দরী প্রতিপালিত হইয়াছিলেন, সেইরূপ হেলেনী লাকীডীমন্‌ রাজগৃহে দিনে প্রতিপালিত ও পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। আমাদের শকুন্তলা, দুর্ভাগ্যবশতঃ, খনিগর্ভস্থ মণির শ্রায় প্রতিপালক পিতার আশ্রমে অন্তর্হিতা ছিলেন, কিন্তু হেলেনীর রূপের যশঃসৌরভে হেলাস্‌ রাজ্য অতি শীঘ্রই পূর্ণ হইয়া উঠিল, অনেকানেক যুবরাজের এ কন্যারত্ন-লাভ-লোভে লাকীডীমন্‌ রাজনগরে সর্বদা যাতায়াতে তথায় এক প্রকার স্বয়ম্বরের আড়ম্বর হইতে লাগিল। স্বয়ম্বরের প্রথা গ্রীশ দেশে প্রচলিত ছিল না, থাকিলে বোধ হয়, মহাসমারোহ হইত।

হেলেনী মানিলুস্‌ নামক এক রাজকুমারকে পতিত্বে বরণ করিলে পর, তাহার প্রতিপালয়িতা পিতা অন্যান্য রাজপুরুষদিগকে কহিলেন, হে রাজকুমারে! যখন আমার কন্যা স্বৈচ্ছায় এই যুবরাজকে মাল্যদান

করিল, তখন আপনাদের এ বিষয়ে কোন বিরক্তিভাব প্রকাশ করা উচিত হয় না, বরঞ্চ আপনারা দেবপিতা জ্যুস্কে সাক্ষী করিয়া অঙ্গীকার করুন, যে যদি কস্মিন্ কালে এই নব বর বধুর কোন দুর্ঘটনা ঘটে, তবে আপনারা সকলেই তাহাদের পক্ষ হইয়া তাহাদিগকে বিপজ্জাল হইতে পরিত্রাণ করিবেন।

রাজকুমারেরা রাজবাক্য শ্রবণে অঙ্গীকারাবদ্ধ হইয়া স্বং দেশে প্রত্যাগমন করিলেন। মানিল্যুস্ আপন মনোরমা রমণীর সহিত লাকীডীমন্ রাজ্যের যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

(২)

আসিয়া খণ্ডের পশ্চিম ভাগের এক ক্ষুদ্র ভাগকে ক্ষুদ্র আসিয়া বলে। পূর্বকালে সেই ভাগের সৈল্যম অথবা ট্রয় নামে এক মহাপ্রসিদ্ধ নগর ছিল। নগরের রাজার নাম প্রিয়াম। রাণীর নাম হেকাবী। রাণী সসম্ভাবস্থায় আমাদিগের কুরুকুল-রাণী গান্ধারীর স্থায় এই স্বপ্ন দেখিলেন, যে তিনি এমত এক অলাভ প্রসবিলেন, যে তদ্বারা রাজপুরী যেন এককালে ভস্মসাৎ হইল। নিদ্রাভঙ্গ হইলে রাণী স্বপ্ন-বিবরণ স্মরণ করিয়া মহাবিষাদে দিনপাত করিতে লাগিলেন। ক্রমেঃ রাণীর স্বপ্নবৃত্তান্ত সমুদায় নগর মধ্যে আন্দোলিত হইতে লাগিল। যথাকালে রাণীও এক অতীব সুকুমার রাজকুমার প্রসব করিলেন। বিহুর প্রভৃতি কুরুকুল-রাজমন্ত্রীর স্থায় মহারাজ প্রিয়ামের অমাত্য বন্ধু এই সন্তানটিকে ভবিষ্যদ্বিপজ্জনক জানিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পরামর্শ দেওয়াতে রাজা ধৃতরাষ্ট্রের অসদৃশে তাহাই করিলেন। অপত্য-স্নেহ রাজা প্রিয়ামকে স্বরাজ্যের ভাবী হিতার্থে অন্ধ করিতে পারিল না।

সন্তানটি ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্রই আরকিলস নামক একজন রাজদাস মহারাজের আদেশের বিপরীত করিল; অর্থাৎ শিশুটির প্রাণদণ্ড না করিয়া তাহাকে রাজপুরীর সন্নিধানস্থ সৈডানামক এক পর্বতে রাখিয়া আসিল। কোন এক মেঘপালক ঐ পরিত্যক্ত সন্তানটিকে পরম সুন্দর দেখিয়া আপন বহ্যা স্ত্রীর নিকট তাহাকে সমর্পণ করিল। মেঘপালকের

শ্রী শিশু সন্তানটিকে পরম যত্নে স্বীয় গর্ভজাত পুত্রের ন্যায় প্রতিপালন করিতে লাগিল। আমাদের কৃত্তিকা-কুলবল্লভ কার্তিকেয়ের তুল্য রাজপুত্র মেঘপালকের গৃহে দিনে রূপে ও বিবিধ গুণে বাড়িতে লাগিলেন। আমাদের দুঃস্বপ্নপুত্র পুরুষ ন্যায় ইনিও অতি অল্প বয়সেই বনচর পশুদিগকে দমন করিতে লাগিলেন।

মেঘপালকেরা ইহার বাছবলে স্বীয় মেঘপালকে মাংসাহারী জন্তুগণ হইতে রক্ষিত দেখিয়া ইহার নাম স্কন্দর অর্থাৎ রক্ষাকারী রাখিলেন। ঐ ঈড়া পর্বত প্রদেশে এনোনী নাম্নী এক ভুবনমোহিনী সুরকামিনী বসতি করিতেন। সুরবালা রাজকুমারের অনুপম রূপ লাভণ্যে বিমোহিতা হইয়া তাঁহার প্রতি একান্ত আসক্তা হইলেন, এবং তাঁহাকে বরণ করিয়া ঐ পর্বতময় প্রদেশে পরমাঙ্কলাদে দিন যামিনী যাপন করিতে লাগিলেন।

(৩)

গ্রীষ্ম দেশের এক অংশের নাম খেসেলী। সেই রাজ্যের যুবরাজ পিল্যুসের খেটীস্ নাম্নী সাগরসমুদ্রা এক দেবীর সহিত পরিণয় হয়। খেটীস্ দেবযোনি, সুতরাং তাঁহার বিবাহ-সমারোহে সকল দেব দেবী নিমন্ত্রিত হইয়া রাজনিকেতনে আবিভূত হইলেন। বিবাদদেবী নাম্নী কলহকারিণী এক দেবকন্যা আহুত না হওয়াতে মহারোষাবেশে বিবাদ উপস্থিত করিবার মানসে এক অন্তুত কৌশল করেন। অর্থাৎ একটা স্বর্ণফলে, যে রূপে সর্বেবাংকুষ্ঠা, সেই এ ফলের প্রকৃত অধিকারিণী, এই কয়েকটা কথা লিখিয়া দেবীদলের মধ্যস্থলে নিক্ষেপ করেন। হীরী জ্যুসের পত্নী অর্থাৎ দেবকুলের ইন্দ্রাণী শচী, আথেনী, জ্ঞানদেবা অর্থাৎ সরস্বতী এবং অপ্রোদীতী, প্রেমদেবী অর্থাৎ রতি, এই তিন জনের মধ্যে এই ফলোপলক্ষে বিষম বিবাদ ঘটয়া উঠিলে, তাহারা ঈড়া পর্বতে রাজনন্দন স্কন্দরের নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং তৎসম্মিথানে আত্মোপাস্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া তাঁহাকেই এ বিষয়ে নির্ণেতা স্থির করিলেন। হীরী কহিলেন, হে যুবক রাজকুমার! আমি দেবকুলেশ্বরী, তুমি এই ফল আমাকে দিয়া আমার শ্রীতিভাজন হইলে আমি তোমাকে অসীম ধন ও গৌরব প্রদান করিব। যত্নপিও তুমি মেঘপালকদলের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছ, তত্ৰাচ আমি

ভস্মাবৃত অগ্নির স্থায় তোমাকে প্রোজ্জ্বল ও শতশিখাশালী করিয়া তুলিব।
আধেনী কহিলেন, আমি জ্ঞানদেবী। তুমি আমাকে উপাসনায় পরিতুষ্ট
করিতে পারিলে বিদ্যা, বুদ্ধি ও বলে নরকুলে শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হইবে।
অপ্রোদীতী কহিলেন, আমি প্রেমদেবী, আমাকে প্রসন্ন করিলে, আমি
নারীকুলের পরমোত্তমা নারীকে তোমার প্রেমাধীনী করিয়া দিব।
যৌবনমদে উন্মত্ত রাজকুমার স্বন্দর কুলগণে ঐ ফলটী অপ্রোদীতী দেবীর
হস্তে সমর্পণ করিলে অপর দেবীদ্বয় মহাক্রোধে অন্ধ হইয়া ত্রিদিবাভিমুখে
গমন করিলেন।

অপ্রোদীতী দেবী পরমহর্ষে ও অতি মৃদুস্বরে কহিলেন, হে ছদ্মবেশি !
তুমি মেষপালক নও। তুমি ভস্মলুপ্ত বহি। ত্রয় মহানগরের মহারাজ
প্রিয়াম্ তোমার পিতা। অতএব তুমি তৎসন্নিধানে গিয়া রাজপুত্রের
উপযুক্ত পরিচর্যা যাচঞা কর, আমার এ বর ফলদায়ক করিবার নিমিত্ত
যাহা কর্তব্য, পরে আমি তাহা কহিয়া দিব।

রাজকুমার স্বন্দর দেবীর আদেশানুসারে রাজপুরীতে উত্তীর্ণ হইয়া স্বীয়
পরিচয় প্রদান করিলে, বৃদ্ধরাজ প্রিয়াম্ তাহার অসামান্য রূপ লাভণ্যে ও
বীরাকৃতিতে পূর্বকথা বিস্মৃত হইলেন। কালনির্বাচিত স্নেহাগ্নি
পুনরুদ্দীপিত হইয়া উঠিল। সুতরাং রাজা নবপ্রাপ্ত পুত্রকে রাজসংসারে
প্রবেশ করিতে আজ্ঞা দিলেন।

কিয়দ্দিন পরে অপ্রোদীতী দেবীর আদেশ মতে রাজকুমার স্বন্দর
বহুসংখ্যক সাগরযান নানা ধন ও পণ্য দ্রব্যে পরিপূরিত করিয়া লাকীডীমন্
নামক নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তথাকার রাজা মানিল্যুস্ অতিসম্মান
ও সমাদরের সহিত রাজতনয়কে স্বমন্দিরে আহ্বান করিলেন। কিছু
দিনের পর কোন বিশেষ কার্য্যানুরোধে তাহাকে দেশান্তরে যাইতে হইল।
রাণী হেলেনী এ রাজ-অতিথির সেবায় নিয়ত নিযুক্ত রহিলেন।

দেবী অপ্রোদীতীর মায়াজালে হতভাগিনী রাণী হেলেনী রাজ-অতিথি
স্বন্দরের প্রতি নিতাস্ত অমুরাগিনী হইয়া পতিব্রতা-ধর্ম্যে জলাঞ্জলি দিয়া
স্বপতিগৃহ পরিত্যাগপূর্বক তাহার অমুরাগিনী হইলেন এবং তাহার পিতা
রাজচূড়ামণি প্রিয়ামের রাজ্যে সেই রাজ্যের কালরূপে প্রবেশ করিলেন।
রাজা মানিল্যুস শূন্য গৃহে পুনরাবর্তন করিয়া জীবিরহে একান্ত অধীর ও
ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন।

এই দুর্ঘটনা হেলাস্ অর্থাৎ গ্রীশ দেশে প্রচারিত হইলে, তদদেশীয় রাজাসমূহ পূর্বকৃত অঙ্গীকার স্মরণপূর্বক সসৈন্যে মানিল্যুসের সাহায্যার্থে উপস্থিত হইলেন, এবং তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আর্গাস্ দেশের অধীশ্বর আগেমেমনকে সৈন্যাধ্যক্ষপদে অভিষিক্ত করিয়া ট্রয় নগর আক্রমণাভিলাষে সাগরপথে যাত্রা করিলেন। বৃদ্ধরাজ প্রিয়াম্ স্বীয় পঞ্চাশৎ পুত্রকে যুদ্ধার্থে অনুমতি দিলেন। মহাবীর হেক্টর (যাহাকে ট্রয়স্বরূপ লঙ্কার মেঘনাদ বলা যাইতে পারে) দেশ বিদেশীয় বহুগণের এবং স্বীয় রাজসংসারস্থ সৈন্যদলের অধ্যক্ষপদ গ্রহণ করিলেন। দশ বৎসর উভয় দলে তুমুল সংগ্রাম হইল।

যেমন গঙ্গা, যমুনা এবং সরস্বতী এই ত্রিপথা নদীত্রয় পবিত্রতীর্থ ত্রিবেণীতে একত্রীভূত হইয়া একশ্রোতে সাগর-সমাগমাভিলাষে গমন করেন, সেইরূপ উপরি উল্লিখিত তিনটি পরিচ্ছেদসংক্রান্ত বৃত্তান্ত এ স্থল হইতে একত্রীভূত হইয়া ইউরোপ খণ্ডের বাস্তুকি কবিগুরু হোমেরের ঐলিয়াস্ স্বরূপ সঙ্গীতভরঙ্গময় সিদ্ধু পানে চলিতে লাগিল।

কবিগুরু হোমেরের জগদ্বিখ্যাত কাব্যে দশম বৎসরের বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। গ্রীকেরা ট্রয়ের নিকটস্থ এক নগর লুট করে, এবং তত্রস্থ পূজিত সূর্য্যদেবের ক্রীস্ নামক পুরোহিতের এক পরমসুন্দরী কুমারী কন্যাকে আপনাদের শিবিরে আনয়ন করে। অপহৃত দ্রব্যজাত বিভাগের সময় সেই অসামান্য রূপবতী যুবতী সৈন্যাধ্যক্ষ রাজচক্রবর্তী আগেমেমনের অংশে পড়িলে, তিনি তাহাকে পরম প্রযত্নে ও সমাদরে স্বশিবিরে রাখিতেছেন ; এমন সময়ে—

প্রথম পরিচ্ছেদ

দেবপুরোহিত আপন অভীষ্ট দেবের রাজদণ্ড, মুকুট ও স্বকণ্ঠার মোচনোপযোগী বহুবিধ মহার্হ দ্রব্যজাত হস্তে করিয়া গ্রীকসৈন্যের শিবির সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। এবং সৈন্যাধ্যক্ষ রাজচক্রবর্তী আগেমেমন ও তাহার ভ্রাতা মানিল্যুস্ এবং অন্যান্য নেতৃগণকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন ; হে বীরপুরুষগণ! ত্রিদিবনিবাসী অমরকুল তোমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ করুন, যে তোমরা অতিদ্বরায় রাজা প্রিয়ামের নগর

পরাজিত করিয়া নির্বিঘ্নে স্বরাজ্যে পুনরাগমন কর। এই দেখ, আমি আপন ছহিতার মোচনার্থে বহুমূল্য জব্যজাত সঙ্গে আনিয়াছি, অতএব এতদ্বারা তাহাকে মুক্ত করিয়া, যে ভাস্বর দেবের সেবায় আমি নিয়ত নিরত আছি, তাহার মান ও গৌরব রক্ষা কর।

গ্রীকসৈন্যেরা পুরোহিতের এবস্থিধ বচনাবলী আকর্ষণপূর্বক উচ্চৈঃস্বরে একবাক্যে কহিয়া উঠিল, যে এ অবশ্যকর্তব্য কর্মে আমরা কখনই পরাজুখ হইব না, বরং এই সকল পরিত্রাণ-সামগ্রী গ্রহণপূর্বক এই মুহূর্তেই কণ্ঠাটীর নিষ্কৃতি সাধন করিব। কিন্তু তাহাদের এতাদৃশ বাক্য রাজা আগেমেমননের মনোনীত হইল না। তিনি মহাক্রোধভরে ও পুরুষ বচনে পুরোহিতকে কহিলেন, হে বৃদ্ধ! দেখিও যেন আমি এ শিবির-সম্মিধানে তোমাকে আর কখন দেখিতে না পাই। তাহা হইলে তোমার অভীষ্ট দেবও আমার রোষানল হইতে তোমাকে রক্ষা করিতে সক্ষম হইবেন না। আমি তোমার কণ্ঠাকে কোন ক্রমেই ত্যাগ করিব না। সে আমার রাজধানী আরগসু নগরে আপন জন্মভূমি হইতে দূরে যাবজ্জীবন আমার সেবা করিবে। অতএব যদি তুমি আপন মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা কর, তবে অতিদ্বরায় এ স্থান হইতে প্রস্থান কর।

বৃদ্ধ পুরোহিত রাজার এইরূপ বাক্য শুনিয়া সশঙ্কচিত্তে তদগে তাহার আদেশ প্রতিপালন করিলেন, এবং মৌনভাবে ও গ্লানবদনে চিরকোলাহল-ময় সাগরতীর দিয়া স্বধামে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। অশ্রুবারিধারায় আর্জবসন হইয়া স্বীয় অভীষ্টদেবকে সন্্বোধিয়া কহিলেন, হে রজতধনুর্ধর! যদি তুমি আমার নিত্য নৈমিত্তিক সেবায় প্রসন্ন হইয়া থাক, তবে শরজাল বর্ষণে ছুঁই গ্রীকদলকে দলিত করিয়া, তাহারা আমার প্রতি যে দৌরাভ্যা করিয়াছে, তাহার যথাবিধি প্রতিবিধান কর। পুরোহিতের এই স্তুতিবাক্য দেবকর্ণগোচর হইলে মরীচিমালী রবিদের মহাক্রুদ্ধ হইয়া স্বর্গ হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন। দেবপৃষ্ঠদেশে লস্বমান তুণীয়ে শরজাল ভয়ানক শব্দে বাজিতে লাগিল; এবং রোষভরে দেববদন যেন তমোময় হইয়া উঠিল। গ্রীক শিবিরের অনতিদূর হইতে দিননাথ প্রথমে এক ভীষণ শর নিক্ষেপ করিলেন, এবং ধনুষ্ঠকারের ভয়াবহ স্বনে শিবিরস্থ লোক সকলের স্রংকম্প উপস্থিত হইল। প্রথম শরে অর্ধতর ও ক্ষিপ্রগামী গ্রামসিংহ সকল বিনষ্ট হইল; দ্বিতীয় বার শর নিক্ষেপে সৈন্যদল ছিন্ন ভিন্ন ও হত

আহত হওয়াতে মুহূর্হঃ চারি দিকে চিতাচয়ে শবদাহাগ্নি প্রজ্বলিত হইতে লাগিল। অংশুমালীর শরমালায় গ্রীক্সৈশ্চেরা নয় দিবস পর্য্যন্ত লণ্ডলণ্ড ও ক্ষত বিক্ষত হইল; দশম দিবসে মহাবীর আকিলীস্ নেতৃবর্গকে সভামণ্ডপে আহ্বান করিলেন, এবং রাজেন্দ্র আগেমেননকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে রাজন্ ! আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় আমাদিগের উচিত, যে আমরা স্বদেশে পুনরায় ফিরিয়া যাই, কেন না, যে উদ্দেশে আমরা দুস্তর সাগর পার হইয়া আসিয়াছি, তাহা কোন ক্রমেই সফল হইল না। মহামারী এবং নশ্বর সমর এই রিপুদ্বয় দ্বারাই গ্রীকেরা পরাজিত হইল। তবে যতপি এ স্থলে কোন দেবরহস্যজ্ঞ বিজ্ঞতম হোতা কিম্বা গণক থাকেন, তাহা হইলে তিনি আমাদিগকে বলুন, যে কি কারণে বিভাবসু আমাদের প্রতি এত প্রতিকূল ও ক্রুর হইয়াছেন, আর কি আরাধনাতেই বা দেববরের প্রতিকূলতা ও ক্রুরতা দূরীভূত হইতে পারে।

বীরবরের এই কথা শুনিয়া খেপ্তরের পুত্র মুনীশশ্রেষ্ঠ কালকষ্, যিনি ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান,—ত্রিকালজ্ঞ ছিলেন, কহিলেন, হে আকিলীস্ ! হে দেবপ্রিয়রথি ! তোমার কি এই ইচ্ছা, যে রবিদেব কি নিমিত্ত তোমাদের প্রতি এত দূর বাম ও বিরক্ত হইয়াছেন, তাহা আমি স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করি ? ভাল, আমি তোমার বাক্যে সম্মত হইলাম। কিন্তু তুমি অগ্রে আমার নিকট এই স্বীকার কর, যে যতপি আমার কথায় রাজ-হৃদয়ে কোন বিরক্তভাবের উদয় হয়, তবে তুমি সে রাজক্রোধ হইতে আমাকে রক্ষা করিবে।

কালকষের এই কথা শুনিয়া মহাবাহু আকিলীস্ উত্তরিলেন, হে কালকষ্ ! তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে মনের ভাব ব্যক্ত কর। আমি দেবেন্দ্রপ্রিয় অংশুমালী রবিদেবকে সাক্ষী করিয়া শপথপূর্ব্বক কহিতেছি, যে এ সভায় এমন কোন ব্যক্তিই নাই, যাহাকে আমি তোমার অবমাননা করিতে দিব। অধিক কি বলিব, সৈন্যাদ্যক্ষপদপ্রতিষ্ঠিত রাজা আগেমেননেরও এত দূর সাহস হইবে না। অতএব তুমি দৈবশক্তি দ্বারা যাহা বিদিত আছ, মুক্তকণ্ঠে ও অভয়াস্তঃকরণে তাহা প্রচার কর।

এই কথায় কালকষ্ উত্তর দিলেন, হে বীরবর ! ভাস্বর রবিদেব যে কি নিমিত্ত এ সৈন্যের প্রতি এত দূর প্রতিকূলাচরণ করিতেছেন, তাহার নিগূঢ় কারণ বলি, শ্রবণ করুন। যখন তোমরা ক্রুমা নগর লুটিয়াছিলে,

তৎকালে রবিদেবের কোন এক পুরোহিতের একটি কন্যা অপহরণ করা হইয়াছিল ; অপহৃত দ্রব্যজাতের বণ্টনকালে সেই কন্যাটী রাজচক্রবর্তীর অংশে পড়ে। কয়েক দিবস হইল, গ্রহপতির পূজক স্বদেবের রাজদণ্ড, মুকুট, ও বহুবিধ মহার্হ বস্ত্রসমূহ সঙ্গে লইয়া এ শিবিরদেশে আসিয়াছিলেন, তাহার মনে এই বলবতী প্রতীতি ছিল, যে এ স্থলস্থ বীরবৃহৎ বিভাবসুর রাজদণ্ড ও মুকুট দর্শন মাত্রেই তাহার সেবকের যথোচিত সম্মান করিবেন এবং তদানীত বহুবিধ মহার্হ দ্রব্যাদি গ্রহণপূর্বক দেবদাসের অবরুদ্ধা ছহিতাকে মুক্তি প্রদানিবেন। কিন্তু এই ছই আশার কোন আশাই ফলবতী হইল না। তন্নিমিত্ত তাহার অর্চিত দেব তদবমাননায় রোষাবিষ্ট-চিত্ত হইয়া এ সৈন্যদলকে এইরূপ প্রচণ্ড দণ্ড দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এক্ষণে দেববরকে প্রসন্ন করিবার কেবল একমাত্র উপায় আছে। সেই পরমরূপবতী যুবতীকে নানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিয়া এবং দেবপূজার্থে বহুবিধ পূজোপহার ও বলি পুরোহিতের গৃহে প্রেরণ করিলে, বোধ করি, আমরা এ বিপজ্জাল হইতে অব্যাহতি পাইতে পারি, নতুবা দশ বৎসরে রিপুকুলের অস্ত্রাগ্নি যত দূর করিতে পারে নাই, অতি অল্প দিনেই দেবক্রোধে ততোধিক ঘটয়া উঠিবে, সন্দেহ নাই। হে বীরবর ! ভগবান্ অশীতরশ্মির ক্রোধে এ শিবিরাবলী অতি দ্বরায় জনশূন্য হইবে। এবং ঐ দ্রুতগামী সাগরযানসমূহও, এ সৈন্যদল যে কি কৃষ্ণে স্বদেশ হইতে যাত্রা করিয়াছিল, তাহার অভিজ্ঞানরূপে এই তীরসন্নিধানে সাগরজলে বহুকাল ভাসিতে থাকিবেক।

কালকষের এবস্থিধ বচনবিষ্ণাস শ্রবণে রাজা আগেমেম্বনন্ ক্রোধে আরক্তনয়ন হইয়া অতি কৰ্কশ বচনে কহিলেন, রে ছষ্ট প্রতারক ! তোর কুরসনা আমার হিতার্থে কখন কোন কথাই কহিতে জানে না ; আমার অহিত সংবাদ তোর পক্ষে বড় প্রীতিকর। এক্ষণে যদি তোর কথা সত্য হয়, তবে আমি এ কুমারীটিকে মুক্ত করি নাই বলিয়াই রবিদেব এ সৈন্যদলকে এত কষ্টে ফেলিয়াছেন। আমি যে পুরোহিতদত্ত বহুবিধ ধন গ্রহণ করিয়া তাহার কন্যাকে মুক্ত করি নাই, সে কথা অলীক নহে। এ কুমারীটী অতি সুন্দরী, এবং আমার সহধর্মিণী রাণী ক্লৃতিম্নিস্তরা অপেক্ষাও আমার সমধিক নয়নানন্দিনী। এ কুমারী রূপ, গুণ, বিদ্যা, বুদ্ধি, কোন অংশেই রাণী অপেক্ষা নিকৃষ্টা নহে ; তথাচ আমি ইহাকে এ সৈন্যদলের

হিতার্থে পরিত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হইব না। কেন না, আমি লোকপাল, স্বপালিত লোকের হিতার্থে রাজার কি না করা উচিত? কিন্তু, হে বীরবৃন্দ! যদি আমাকে এ কণ্ঠারড়ে বঞ্চিত হইতে হয়, তবে তোমরা আমাকে অপর একটা পারিতোষিক দিতে সযত্ন ও সচেষ্টি হও। কেন না, তোমাদের মধ্যে আমি যে কেবল পারিতোষিকচ্যুত হই, ইহা কোন মতেই যুক্তিযুক্ত নহে।

রাজার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মহেষ্টাস আকিলীস্ সাতিশয় রোষাবেশে কহিলেন, হে আগেমেমন্! তোমা অপেক্ষা লোভী জন, বোধ হয়, এ বিশ্বে আর দ্বিতীয় নাই! এক্ষণে এ সৈন্যদল কোথা হইতে তোমাকে অন্ত কোন পারিতোষিক দিবে? লুটিত দ্রব্য সকল বিভক্ত হইয়া গিয়াছে; এক্ষণে তো আর সাধারণ ধন নাই, যে তাহা হইতে তোমার এ লোভ সম্বরণ হইতে পারে। কিন্তু এক্ষণে তুমি এ কণ্ঠাটিকে বিমুক্ত করিয়া দিলে, এই সকল নেতৃবর্গেরা ভবিষ্যতে তোমাকে এতদপেক্ষায় তিন চারি গুণ অধিক পারিতোষিক দিতে চেষ্টা পাইবে।

রাজা উত্তরিলেন, এ কি আশ্চর্য্য কথা! আমি এ নেতৃদলের অধ্যক্ষ, তুমি কি জান না, যে এ নেতৃবৃন্দের মধ্যে যিনি যাহা পারিতোষিকরূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইচ্ছা করিলে, আমি তত্তাবৎ কাড়িয়া লইতে পারি? আকিলীস্ পুনরায় ক্রোধভরে কহিলেন, তুমি কি বিবেচনা কর, এ বীর-পুরুষেরা তোমার ক্রীতদাস যে, তুমি তাহাদের সম্মুখে এক্ষণে আত্মপক্ষা করিতেছ। আমরা যে তোমার ভ্রাতার উপকারার্থেই বহু ক্লেশ সহ করিয়া অতি দূরদেশ হইতে আসিয়াছি, ইহা তুমি বিস্মৃত হইলে না কি? হে নির্লজ্জ পামর! হে অকৃতজ্ঞ! হে ভীকুশীল! তোমার অধীনে অস্ত্রধারণ করা কি কাপুরুষতার কৰ্ম্ম! ইচ্ছা হয়, যে এ স্থলে তোমাকে একাকী পরিত্যাগ করিয়া আমরা সসৈন্যে স্বদেশে চলিয়া যাই।

এই বাক্য শ্রবণে নরপতি আগেমেমন্ কহিলেন, তোমার যদি এক্ষণে ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে তুমি এই মুহূর্ত্তেই এ স্থান হইতে প্রস্থান কর। আমি তোমাকে ক্ষণকালের জ্ঞেও এ স্থানে থাকিতে অনুরোধ করিতেছি না। এখানে অন্যান্য অনেক বীরপুরুষ আছেন, যাহারা আমার অধীনে অস্ত্র ধারণ করিতে অবমানিত বা লজ্জিত হইবেন না। তুমি আমার চক্ষের বালিস্বরূপ, তোমার অহঙ্কারের ইয়ত্তা নাই। তুমি যাও।

রবিদেবের পুরোহিতের নিকট এই সুকুমারী কুমারীটিকে প্রেরণ করিবার অগ্রে তুমি যে ব্রীষীসা নাম্নী কুমারীকে পাইয়াছ, আমি তাহাকে স্ববলে গ্রহণ করিব। দেখি, তুমি আমার কি করিতে পার।

রাজার এই কর্কশ বাণী শ্রবণে মহাবীর আকিলীস্ মহাক্রোধে হতজ্ঞান হইয়া তাহার বধার্থে উরুদেশলম্বিত অসিকোষ হইতে নিশিত অসি আকর্ষণ করিতেছেন, এমত সময়ে সুরলোকে সুরকুলেন্দ্রাণী হীরী জ্ঞানদেবী আধেনীকে ব্যাকুলিতচিত্তে কহিলেন, হে সখি! ঐ দেখো, গ্রীক্-সৈন্যদলের মধ্যে বিষম বিভ্রাট ঘটিয়া উঠিল! দেবযোনি আকিলীস্ রাজা আগেমেম্ননের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার প্রাণদণ্ডে উদ্বৃত্ত হইতেছেন। অতএব, সখি! তুমি শিবিরে অতি ত্বরায় আবিভূতা হইয়া এ কাল কলহাগ্নি নির্বাণ কর।

জ্ঞানদেবী আধেনী তদন্তে সৌদামিনীগতিতে সভাতলে উপস্থিত হইয়া বীরবর আকিলীসের পশ্চাত্তাগে দাঁড়াইয়া তাহার পিঙ্গলবর্ণ কেশপাশ আকর্ষণ করতঃ কহিলেন, রে বর্কবর! তুই এ কি করিতেছিস? এই কথা শুনিবামাত্র বীরকেশরী সচকিতে মুখ ফিরাইয়া দেবীকে নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, হে দেবকুলেন্দ্রহৃদিত! তুমি কি নিমিত্ত এখানে আসিয়াছ? রাজা আগেমেম্নন্ যে আমার কত দূর পর্য্যন্ত অবমাননা করিতে পারেন, এবং আমিই বা কত দূর পর্য্যন্ত তাহার প্রগল্ভতা সহ করিতে পারি, তুমি কি সেই কৌতুক দেখিতে আসিয়াছ?

আয়তলোচনা দেবী আধেনী উত্তর করিলেন, বৎস! তুমি এ সভাতে সৈন্যাধ্যক্ষ বীরবরকে যথোচিত লাঞ্ছনা ও তিরস্কার কর, তাহাতে আমার রোষ বা অসন্তোষ নাই। কিন্তু কোনমতেই উহার শরীরে অস্ত্রাঘাত করিও না। দেবী এই কয়েকটি কথা বীরপ্রবীর আকিলীসের কর্ণকুহরে অতি মৃদুস্বরে কহিয়া অন্তর্হিতা হইলেন। আর তাহাকে কেহই দেখিতে পাইল না।

দেবীর আদেশানুসারে বীর-কুলর্ষভ আকিলীস্ রাজ-কুলর্ষভ রাজা আগেমেম্নন্কে বহুবিধ তিরস্কার করিলে, তিনিও রাগে নিতান্ত অভিভূত হইলেন। এই বিষম বিপদ উপস্থিত দেখিয়া, নেস্তর নামক একজন বৃদ্ধ জ্ঞানবান্ পুরুষ গাত্রোথানপূর্বক সভাস্থ নেতৃদিগকে সম্বোধিয়া সুমৃদুভাষে কহিতে লাগিলেন, হায়! কি আক্ষেপের বিষয়! অস্ত্র গ্রীক্দের

উপস্থিত বিপদে রাজা প্রিয়াম্ ও তাহার পুত্রগণের যে কত দূর আনন্দলাভ হইবে, তাহা কে বলিতে পারে? কেন না, এই গ্রীক-দলের মধ্যে, যে ছই জন মহাপুরুষ অভিজ্ঞতা ও বাহুবলে সর্বশ্রেষ্ঠ, তাহারাই দুর্ভাগ্যক্রমে অদ্য কলহরত হইলেন। আমি সর্বাপেক্ষা বয়সে জ্যেষ্ঠ, এবং তোমাদের পূর্ব ছই পুরুষের মধ্যে যে সকল মহোদয়েরা বাহুবলে ও রণ-বিশারদতায় দেবোপম ছিলেন, তাঁহাদের সহিতও আমার সংসর্গ ছিল। তোমরা বলী বট, কিন্তু সে সকল প্রাচীন যোদ্ধাদের সহিত উপমায় তোমরা কিছুই নও। সে সকল মহাপুরুষেরাও আমার উপদেশ ও পরামর্শে কখনই অবহেলা বা অমনোযোগ করিতেন না। অতএব তোমরা আমার হিতবাক্য মনোভিনিবেশপূর্বক শ্রবণ কর। তুমি, আগেমেমন্, রাজকুলশ্রেষ্ঠ। এই হেতু এই সকল মহোদয়েরা তোমাকে সেনাধ্যক্ষপদে অভিষিক্ত করিয়াছেন; তোমার উচিত হয় না, যে এই বীরপুরুষদের মধ্যে যিনি বীরপুরুষোত্তম, তাহার সহিত তুমি মনান্তর কর। তুমি, আকিলীস্, দেবযোনি ও দেবকুলপ্রিয়। বিধাতা তোমাকে বাহুবলে নরকুলতিলকরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন। তোমারও উচিত নয়, যে তুমি এ সৈন্যাধ্যক্ষের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হও। তোমাদের ছই জনের পরস্পর মনান্তর ঘটিলে এ গ্রীকদের যে বিষম বিপদ উপস্থিত হইবেক, তাহার কোনই সন্দেহ নাই। অতএব হে বীরপুরুষদ্বয়! তোমরা স্ব স্ব রোযানল নির্বাণ করিয়া পরস্পর প্রিয় সম্ভাষণ কর।

যুদ্ধের এবস্থিধ বচনাবলী শ্রবণ করিয়া রাজা আগেমেমন্ উত্তর করিলেন, হে তাত! এই ছুরাওয়ার অহঙ্কারে আমি নিয়তই অসন্তুষ্ট! ইহার ইচ্ছা, যে এ সকলেরি উপরি কর্তৃত্ব করে। এতাদৃশী দান্তিকতা আমি কি প্রকারে সহ্য করিতে পারি! আকিলীস্ কহিলেন, তোমার এতাদৃশ বাক্যে পুনরায় যতপি আমি তোমার অধীনে কর্ম করি, তাহা হইলে আমার নিতান্ত নীচতা ও অপদার্থতা প্রকাশ হইবে। আমি এ সৈন্যদল হইতে আমার নিজ সৈন্যদলকে পৃথক্ করিয়া লইব না; কিন্তু আমি স্বয়ং এ যুদ্ধে আর লিপ্ত থাকিব না। বীরবরের এই কথাতে সত্যভঙ্গ হইল।

তদনন্তর বীরপ্রবীর আকিলীস্ স্বশিবিরে প্রস্থান করিলেন। সৈন্যাধ্যক্ষ রাজা আগেমেমন্ রবিদেবের পুরোহিতের সুন্দরী কন্যাটিকে নানাবিধ

পূজোপহার ও বলির সহিত স্বীয় সাগরযানে আরোহণ করাইয়া এবং সুবিজ্ঞ আদিস্যাসুকে নায়কপদে অভিষিক্ত করিয়া ক্রুমানগরাভিমুখে প্রেরণ করিলেন। পরে সৈন্যসকলকে সাগররূপ মহাতীর্থে দেহ অবগাহনপূর্বক পবিত্র হইতে আজ্ঞা দিলেন। অশস্ত্র সাগরতীরে মহাসমারোহে দিবাকরের পূজা সমাধা হইল। ধূপ, দীপ, প্রভৃতি নানা সুরভিজ্রব্যের সৌরভ ধূমসহযোগে আকাশমার্গে উঠিল।

পরে রাজা দুই জন রাজদূতকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, হে দূতদ্বয় ! তোমরা উভয়ে বীরবর আকিলীসের শিবিরে গিয়া ব্রীষীসা নাম্নী সুন্দরী কুমারীটিকে আনয়ন কর। যত্বপি বীরপ্রবর আকিলীস সে রূপসীকে স্বেচ্ছায় ও অনায়াসে তোমাদের হস্তে সমর্পণ না করেন, তবে তোমরা তাহাকে কহিও, যে আমি স্বয়ং সসৈন্যে তাহার শিবির আক্রমণ করিয়া স্ববলে সেই কুশোদরীকে লইব ; আর তাহা হইলে সেই রাজবিদ্রোহীর নানা প্রকার অমঙ্গলও ঘটবেক।

দূতদ্বয় রাজাজ্ঞায় একান্ত বাধিত হইয়া অনিচ্ছাক্রমে ধীরে ধীরে বন্দ্য সিন্ধুতট দিয়া মহাবীর আকিলীসের শিবিরভিমুখে চলিতে লাগিল। বীরবর দূতদ্বয়কে দূর হইতে নিরীক্ষণপূর্বক, তাহারা যে কি উদ্দেশ্যে আসিতেছে, ইহা বুঝিতে পারিয়া, উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিলেন, হে দেবমানবকুলের সন্দেশবহ ! তোমাদের কুশল ও স্বাগত তো ? তোমরা কি নিমিত্ত এত মৌনভাবে ও বিষণ্ণবদনে আসিতেছ ? এ কিছূ তোমাদের দোষ নহে, ইহাতে তোমাদের লজ্জা বা চিন্তা কি ? ইহাতে আমি কখনই তোমাদের উপর রুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হইতে পারি না। তবে যাহার সহিত আমার বিবাদ, তোমরা তাহাকে কহিও, যে তিনি কালে আমার পরাক্রমের বিশেষ আবশ্যিকতা বুঝিতে পারিবেন।

তদনন্তর বীরবর আপন প্রিয়বন্ধু পাত্ৰক্সুকে কহিলেন, সখে, তুমি এই দূতদ্বয়ের হস্তে সুন্দরীকে সমর্পণ কর ; পাত্ৰক্সু কন্যাটিকে দূতদ্বয়ের হস্তে সম্প্রদান করিলে, চারুশীলা স্বপ্রিয়বরের শিবির পরিত্যাগ করিতে প্রচুর অরুচি প্রকাশপূর্বক বিষণ্ণবদনে মুহূপদে তাহাদের সঙ্গে চলিলেন। এতদর্শনে মহাধনুর্ধর ক্রোধভরে অধীরচিত্ত হইয়া দূতদ্বয়কে পুনরাহ্বান করতঃ যেন জীমূতমস্ত্রে কহিলেন ; “তোমরা, হে দূতদ্বয় ! রাজা আগেমেমনুকে কহিও, যে আমি মরামরকুলকে সাক্ষী করিয়া এই প্রতিজ্ঞা

করিতেছি, যে আমি শত্রুদলের বিপরীতে এবং গ্রীকসৈন্যের হিতার্থে আর কখনই অস্ত্র ধারণ করিব না। রাজচক্রবর্তী রোমান হইয়া ভবিষ্যতে যে গ্রীকদলের ভাগ্যে কি লাঞ্ছনা আছে, এখন তাহা দেখিতে পাইতেছেন না; কিন্তু কালে পাইবেন।” দুতদ্বয় বরাক্রমকে সঙ্গে লইয়া চলিয়া গেলে, বীরকেশরী আকিলীস্ কৃষ্ণবর্ণ অর্ণবতটে ভাবার্ণবে একান্ত মগ্ন হইয়া বসিয়া রহিলেন। এবং কিয়ৎকাল পরে হস্ত প্রসারণ করতঃ জননী দেবীকে সম্বোধিয়া কহিতে লাগিলেন, হে মাতঃ, তুমি এতাদৃশী অবমাননা সহ্য করিবার জন্যই কি এ অধীন হতভাগাকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলে? আমি জানি যে কুলিশ-নিক্লেপী জ্যুস্ আমাকে অন্নাযুঃ করিয়াছেন বটে; কিন্তু তখাচ তিনি যে সে অল্পকাল আমাকে অতি সম্মানের সহিত অতিবাহিত করিতে দিবেন, ইহাতে আমার তিলান্নমাত্রও সন্দেহ ছিল না। কিন্তু দেখ, এক্ষণে রাজা আগেমেমনন্ আমার কি ছুরবস্থা না করিল!

যে স্থলে সাগরজলতলে আপন পিতৃসন্নিধানে থিটাস্‌দেবী বসিয়াছিলেন, সে স্থলে পুত্রের এবস্থিধ বিলাপধ্বনি তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিলে, দেবী আশ্চর্যব্যস্তে কুজ্‌ঝটিকার গায় জলতল হইতে উখিত হইলেন এবং বিলাপী পুত্রের গাত্র করপদ্যে স্পর্শ করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, রে বৎস! তুই কি নিমিস্ত এত বিলাপ করিতেছিস্? তোর মনের দুঃখ ব্যক্ত করিয়া আমাকে তোর সমতুঃখিনী কর। তাহা হইলে তোর দুঃখভারের অনেক লাঘব হইবে।

বীর-চূড়ামণি আকিলীস্ জননী দেবীর এই কথা শুনিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করতঃ রাজা আগেমেমননের সহিত আপন বিবাদ বৃত্তান্ত আত্মোপাস্ত তঁাহার চরণে নিবেদন করিলেন। দেবী পুত্রবরের বাক্যাবসানে অতি ক্ষুব্ধচিত্তে উত্তরিলেন, হায় বৎস! আমি যে তোকে অতি কুলগ্নে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলাম, তাহার আর কোনই সন্দেহ নাই। বিধাতা তোকে অন্নাযু করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু তঁাহার এ কি বিড়ম্বনা! তিনি যে তোকে সে অল্পকাল সুখসম্ভোগে ও সম্মানে অতিপাতিত করিতে দিবেন তাহা তো কোনমতেই বোধ হইতেছে না। বৎস! বিধাতা তোর প্রতি কি নিমিস্ত এত দারুণ! হায়! কি করি, এ বিষয়ে আর কাহার প্রতি দোষারোপ করিব! এবং কাহারই বা শরণ লইব? এক্ষণে কুলিশ-নিক্লেপী জ্যুস্ পূজাগ্রহণার্থে দেবদলের সহিত এতোপী-দেশে দ্বাদশ দিনের

নিমিত্ত প্রয়াণ করিয়াছেন। তিনি দেবনগরে প্রত্যাগমন করিলে এ সকল কথা তাঁহার চরণে নিবেদন করিব; দেখি, তিনি যদি এ বিষয়ের কোন প্রতিবিধান করেন। তুই রাজা আগেমেমনের সহিত কোনমতেই গ্রীতি করিস্ না; বরঞ্চ হৃদয়কুণ্ডে রোষাগ্নি নিয়ত প্রজ্বলিত রাখিস্! এই কথা কহিয়া দেবী স্বস্থানে প্রস্থানার্থে জলে নিমগ্না হইলেন।

ও দিকে সুবিজ্ঞ আদিশ্যস্ পুরোধা-ছহিতাকে এবং বিবিধ পূজোপযোগী উপহার-দ্রব্য সঙ্গে লইয়া সাগরপথে ক্রুমানগরে উত্তীর্ণ হইলেন। এবং রবিদেবের পুরোহিতকে অভিবাদনপূর্বক কহিলেন; হে গুরো! গ্রীক্-সৈন্যাদ্যক্ষ মহারাজ আগেমেমন্ আপনার অতীব সুশীলা কুমারীকে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। এবং আপনার অর্চিত দেবের অর্চনার্থে বিবিধ দ্রব্যজাতও পাঠাইয়াছেন। আপনি সেই সকল দ্রব্য সামগ্রী গ্রহণ করিয়া গ্রহপতির পূজা করুন, পূজা সমাপনান্তে এই বর প্রার্থনা করিবেন, যে আলোকবর্ষী যেন গ্রীক্দের প্রতি আর কোন বামাচরণ না করেন।

পুরোহিত এবম্বিধ বিনয়াবসানে মহাসমারোহে যথাবিধি দেবপূজা সমাধা করিলেন। এবং গ্রীক্‌যোধেরা দেবপ্রসাদ লাভ করতঃ মহানন্দে সুরাপানে প্রফুল্লচিত্ত হইয়া সুমধুর স্বরে গ্রহপতি ভাস্করের স্তুতিসঙ্গীত সংকীৰ্ত্তন করিতে লাগিলেন। গ্রহপতি স্তুতিসঙ্গীতে প্রসন্ন হইয়া পশ্চিমাচলে চলিলেন। নিশা উপস্থিত হইল। গ্রীক্‌যোধেরা সাগরতীরে শয়ন করিলেন। রাত্রি প্রভাতা হইলে সকলে গাত্রোথানপূর্বক পুনরায় সাগরযানে আরোহণ করিয়া স্বশিবিরে প্রত্যাগত হইলেন। তদবধি বীরকুলর্ষভ আকিলীস্ কুশোদরী প্রণয়িনীর বিরহানলে দগ্ধপ্রায় হইয়া এবং রাজা আগেমেমনের দৌরাভ্যে রোষপরবশ হইয়া কি রাজসভায়, কি রণক্ষেত্রে, কৃত্রাপি দৃশ্যমান হইলেন না। কিন্তু গ্রীক্‌সৈন্যেরা মহামারীরূপ রাহগ্রাস হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন।

দ্বাদশ দিবস অতীত হইল। কুলিশাস্ত্রধারী জ্যুস্ দেবদলের সহিত অমরাবতী নগরীতে প্রত্যাগত হইলেন। জলধিয়োনি বিধুবদনা খিটীস্ স্বর্গারোহণ করিয়া দেখিলেন যে, অশনিধর দেবপতি শৃঙ্গময় অলিম্পুসূনামক ধরাধরের তুল্যতম শৃঙ্গোপরি নিভূতে উপবিষ্ট আছেন। দেবী মহাদেবের পদতলে প্রণাম করিয়া অতি মুহূৰ্ত্তে ও অক্ষপূর্ণ লোচনে কহিলেন;

হে পিতঃ! যত্নপি এ দাসীর প্রতি আপনার কিছুমাত্র স্নেহ থাকে, তবে আপনি এই করুন; যে জগতীতলে তাহার ভাগ্যহীন পুত্র আকিলীসের হাসপ্রাপ্ত মানের পুনঃপরিপূরণে যেন তাহার বিপক্ষ গ্রীকসৈন্যাধ্যক্ষ রাজা আগেমেমনের অবমাননা বিলক্ষণ সম্পাদিত হয়।

দেবীর এই যাত্রা শ্রবণে দেবকুলেন্দ্র কিঞ্চিৎকাল তুষ্টীভাবে রহিলেন। দেবী দেবেন্দ্রের এবভূত ভাবদর্শনে সভয়ে তাঁহার জাহ্নুদ্বয়ে হস্ত প্রদান করিয়া সক্রমে কহিলেন, হে পিতঃ! আপনিও কি আমার হতভাগা পুত্রের প্রতি বাম হইলেন! নতুবা কি নিমিত্ত আমার বাক্যের প্রত্যুত্তর দিতেছেন না? দেবনরকুলপিতা শরণাগতার এতাদৃশ বাক্য শ্রবণে উত্তর করিলেন, বৎসে! তুমি আমার উপরে এ একটি মহাভার অর্পণ করিতেছ, কেন না, তোমার আনন্দ সম্পাদন করিতে হইলে উগ্রচণ্ডা হীরীকে বিরক্ত করিতে হয়, এমনিই সে এই বলিয়া আমার প্রতি দোষারোপ করে, যে আমি কেবল সদা সর্বদা ট্রয়নগরীয় সৈন্যদলের প্রতি অক্ষুণ্ণতা প্রকাশ করিয়া থাকি। সে যাহা হউক, এক্ষণে আমি বিবেচনা করিয়া দেখি, আর তুমিও এ বিষয়ে সতর্ক থাকিও, যত্নপি আমি শিরোধূনন করি, তবে নিশ্চয় জানিও, যে তোমার মনস্কামনা সুসিদ্ধ হইবে। এই বাক্যে দেবী ব্যগ্রভাবে একদৃষ্টে দেবপতির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া রহিলেন। সহসা দেবেন্দ্রের শিরঃ পরিচালিত হইল। শৃঙ্গধর অলিম্পুস্ থরথরে লড়িয়া উঠিল। দেবী বুঝিতে পারিলেন, যে এইবারে তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধি হইয়াছে, কেন না, দেবকুলপতি যে বিষয়ে শিরশ্চালনা করেন, তাহা কখনই ব্যর্থ হয় না। সাগরসভূতা খেটীস্ দেবী মহা উল্লাসে জ্যোতির্ময় অলিম্পুস্ হইতে গভীর সাগরে লক্ষ প্রদান করিয়া অদৃশ্য হইলেন। কিন্তু আয়তলোচনা হীরীর দৃষ্টিরোধ হইল না, তিনি পলায়মানা সাগরিকাকে স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইলেন।

তদনন্তর দেবকুলপতি দেবসভাতে উপস্থিত হইলে, দেবদল সমস্তমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। দেবকুলেন্দ্র রাজসিংহাসন পরিগ্রহ করিলে দেবকুলেন্দ্রাণী বিশালাক্ষী হীরী অতি কটুভাষে কহিলেন; হে প্রতারক! কোন্ দেবীর সহিত, কোন্ বিষয় লইয়া অত্ন তুমি নিভূতে পরামর্শ করিতেছিলে? আমি নিকটে না থাকিলে, দেখিতেছি, তুমি সর্বদাই এইরূপ করিয়া থাক। তোমার মনের কথা আমার নিকট কখনই

স্পষ্টরূপে ব্যক্ত কর না। এই কথায় দেবদেব মেঘবাহন ক্রুদ্ধভাবে উত্তরিলেন, আমার মনের কথা তোমাকে কি কারণে খুলিয়া বলিব? আমার রহস্যমণ্ডলে তুমি কেন প্রবেশ করিতে চাহ? খেতভুজা হীরী কহিলেন, আমি জানি, সাগর-তৃহিতা খেটীস্ অচ্ছ তোমার নিকটে আসিয়াছিল, অতএব তুমি কি তাহার অনুরোধে গ্রীকসেনাদলকে হুঃখ দিতে মানস করিতেছ? তুমি কি রাজা আগেমেম্বনের মানের হানি করিয়া আকিলীসের সন্ত্রম বৃদ্ধি করিতে চাহ? দেবেন্দ্রাণীর এতাদৃশ বাক্যে দেবেন্দ্রকে রোষাঘ্রিত দেখিয়া তাহাদের বিশ্ববিখ্যাত পুত্র বিশ্বকর্মা এ কলহাগ্নি নির্বাণার্থে এক স্বর্ণপাত্র অমৃতপূর্ণ করিয়া আপন মাতাকে প্রদান করতঃ কহিলেন, হে মাতঃ! আপনারা দুই জনে বৃথা কলহ করিয়া কি নিমিত্ত সুখময়ী দেবপুরীর সুখসন্তোগ ভঞ্জন করিতে চাহেন। পুত্রবরের এই বাক্যে আয়তলোচনা দেবেন্দ্রাণী নিরস্ত হইলেন। পরে দেবতারা সকলে একত্র হইয়া সমস্ত দিন দেবোপাদেয় সামগ্রী ভোজন ও অমৃত পান করিয়া কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। দেব দিনকর করে স্বর্ণবীণা গ্রহণপূর্বক নবগায়িকা দেবীর সুমধুর ধ্বনির মাধুর্য বৃদ্ধি করিয়া সকলের মনোরঞ্জে প্রবৃত্ত হইলেন। এমত সময়ে রজনীদেবীর আবির্ভাব হইল।

সুরলোকে ও নরলোকে সর্বজীবকুল নিদ্রাবৃত হইল। কিন্তু নিদ্রাদেবী দেবকুলপতির নেত্রদ্বয় এক মুহূর্তের নিমিত্তও নিমীলিত করিতে পারিলেন না। কেন না, তিনি কি রূপে আকিলীসের সন্ত্রম বৃদ্ধি, ও রাজা আগেমেম্বনের অধঃপাত সাধন করিবেন, এই ভাবনায় সমস্ত রাত্রি জাগরিত রহিলেন। অনেক ক্ষণ পরে দেবরাজ কুহকিনী স্বপ্নদেবীকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, হে কুহকিনি! তুমি দ্রুতগতিতে রাজা আগেমেম্বনের শিবিরে যাও, এবং তথায় গিয়া রাজ-শিরোদেশে দণ্ডায়মানা হইয়া এই কহিও যে, হে আগেমেম্বন! অলিম্পুস্‌নিবাসী অমরকুল দেবেন্দ্রাণী হীরীর অনুরোধে তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন, তুমি সসৈন্যে প্রশস্তপথশালী ট্রয় নগর আক্রমণ করতঃ তাহা পরাজয় কর। দেবেন্দ্রের এই আদেশ পালনার্থে স্বপ্নদেবী অতিবেগে শিবিরপ্রদেশে আবির্ভূতা হইলেন। এবং আগেমেম্বনের শিরোদেশে দাঁড়াইয়া কহিলেন, হে বীরকুল-সম্ভব রাজন! তুমি কি নিদ্রাবৃত আছ? হে মহারাজ! যে ব্যক্তির উপর এতাদৃশ অগণ্য সৈন্যদলের হিতাহিত বিবেচনার এবং তস্তাবৎ জনগণের

রক্ষার ভার সমপিত আছে, সে ব্যক্তির কি এরূপ নিশ্চিতভাবে সমস্ত রাত্রি নিদ্রায় যাপন করা উচিত? অতএব তুমি অতি ত্বরায় গাত্রোথান কর এবং দেবকুলের অনুকম্পায় বিপক্ষপক্ষকে সমরশায়ী করিয়া জয়লাভ কর। স্বপ্নদেবী এই কথা কহিয়া অন্তর্হিতা হইলেন। পরে রাজা এই বৃথা আশায় মুগ্ধ হইয়া গাত্রোথান করতঃ অতি শীঘ্র রাজ-পরিচ্ছদ পরিধান করিলেন, এবং জ্যোতির্ময় অসিমুষ্টি সারসনে বন্ধনপূর্বক স্ববংশীয় অক্ষয় রাজদণ্ড হস্তে গ্রহণ করিয়া বহির্গত হইলেন।

উষাদেবী ভূদ্রশৃঙ্গ অলিম্পুস পর্বতোপরি আরোহণ করিয়া দেবকুলপতি এবং অন্যান্য দেবকুলকে দর্শন দিলেন, বিভাবরী প্রভাতা হইল। রাজা আগেমেমনন্ উচ্চরব বার্তাবহগণকে সভামণ্ডপে নেতৃবৃন্দের আহ্বানার্থে অনুমতি দিলেন। সভা হইল। রাজা আগেমেমনন্ সভাস্থ বীরদলকে সম্বোধন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, হে বীরবৃন্দ! গত সুধাময়ী নিশাকালে স্বপ্নদেবী মাণ্ডবর নেস্তরের প্রতিমূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমার শিরোদেশে দণ্ডায়মানা হইয়া কহিলেন, “হে আগেমেমনন্! তুমি কি নিদ্রাবৃত আছ? হে মহারাজ! যে ব্যক্তির উপর এতাদৃশ অগণ্য সৈন্যদলের হিতাহিত বিবেচনার এবং তত্তাবৎ জনগণের রক্ষার ভার সমপিত আছে, সে ব্যক্তির কি এরূপ নিশ্চিতভাবে সমস্ত রাত্রি নিদ্রায় যাপন করা উচিত? অতএব তুমি অতি ত্বরায় গাত্রোথান কর, এবং দেবকুলের অনুকম্পায় বিপক্ষপক্ষকে সমরশায়ী করিয়া জয় লাভ কর।” স্বপ্নদেবী এই কথা বলিয়া অন্তর্হিতা হইলেন।

তদনন্তর আমারও নিদ্রাভঙ্গ হইল। এক্ষণে আমাদের কি করা কর্তব্য, তাহার মীমাংসা কর। আমার বিবেচনায়, ‘চল, আমরা স্বদেশে ফিরিয়া যাই’ এই প্রতারণা-বাক্যে আমি যোধদলকে স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে মন্ত্রণা দি, আর তোমরা কেহ কেহ, তাহা নয়, আইস, আমরা এখানে থাকিয়া যুদ্ধ করি, এই বলিয়া তাহাদিগকে এখানে রাখিতে চেষ্টা পাও, এইরূপ বিপরীত ভাবের আন্দোলনে যোধবৃন্দের মনের প্রকৃত ভাব বিলক্ষণ বুঝা যাইবেক।

রাজার এই কথা শুনিয়া প্রাচীন নেস্তর গাত্রোথান করিয়া কহিলেন, হে গ্রীকদেশীয় সৈন্যদলের নেতৃবৃন্দ! যত্বপি এরূপ কথা আমি আর কাহার মুখ হইতে শুনিতাম, তাহা হইলে ভাবিতাম, যে সে ভীকৃচ্ছিত জন

প্রবঞ্চনা দ্বারা আমাদেরকে লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়া এ দেশ হইতে স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে প্ররোচনা করিতেছে। কিন্তু যখন রাজা আগেমেম্নন স্বয়ং এ কথা উল্লেখ করিতেছেন, তখন এ বিষয়ে আমাদের অণুমাত্রও অবিশ্বাস করা উচিত হয় না। অতএব কিরূপে আমাদের যোধদল এখানে থাকিয়া, যে উদ্দেশ্যে আমরা অকূল ছন্তর সাগর পার হইয়া এ দেশে আসিয়াছি, তাহা সম্পন্ন করিবে, তাহার উপায় চিন্তা কর। সভা ভঙ্গ হইলে রাজদণ্ডধারী নেতা সকল স্ব স্ব শিবিরান্তিমুখে প্রস্থান করিলেন। যেমন গিরি-গহ্বরস্থিত মধুচক্র হইতে মধুমক্ষিকাগণ অগণ্য গণনায় বহির্গত হইয়া কতকগুলি বাসন্ত কুমুমসমূহের উপর উড়িয়া বসে, আর কতকগুলি দলবদ্ধ হইয়া বায়ুপথে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে থাকে, সেইরূপ গ্রীকসৈন্যদল আপন আপন শিবির হইতে বদ্ধশ্রেণী হইয়া বাহির হইল। বহু-রসনাশালী জনরব বহুবিধ বার্তা বহু দিকে বিস্তৃত করিতে লাগিল। সৈন্যদলে মহাকোলাহল হইয়া উঠিল।

তদনন্তর রাজসম্প্রদায় উর্দ্ধবাহু হইয়া, তোমরা সকলে নীরব হও, তোমরা সকলে নীরব হও, এই কথা বলিবা মাত্রেই যে যেখানে ছিল, অমনি বসিয়া পড়িল। সেই মহা-কোলাহল-স্থলে অকস্মাৎ যেন শাস্তিদেবী পদার্পণ করিলেন। রাজচক্রবর্তী আগেমেম্নন দক্ষিণ হস্তে রাজদণ্ড ধারণ করতঃ উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিলেন, হে বীরবৃন্দ! দেবকুল-ইন্দ্র যে অঙ্গীকার করিয়া আমাদেরকে এ দূর দেশে আনিয়াছেন, এক্ষণে তিনি যে অঙ্গীকার রক্ষা করিতে বিমুখ। যে কুহকিনী আশার কুহক যেন কোন দৈব ঐষধস্বরূপ আমাদেরকে এই ছরন্তু রণে ক্লান্ত হইতে দিত না, এবং আমাদের দেহ রক্তশূন্য হইলে পুনরায় তাহা রক্তপূর্ণ করিত, আমাদের বাহু বলশূন্য হইলে পুনরায় তাহাতে বলাধান করিত, এক্ষণে সে আশায় আমাদের হতাশ হইতে হইল। এ দুর্দ্ধর্ষ রিপুদল যে আমাদের বীরবীর্য্যে ও পরাক্রমে পরাভূত হইবে, এমত আর কোনই আশা বা সম্ভাবনা নাই। এই আদেশ আমি সম্প্রতি দেবেশ্বরের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি। কি লজ্জার বিষয়! আমার বিবেচনায়, আমাদের এ দুঃখের কাহিনী শুনিলে, বর্তমানের কথা দূরে থাকুক; বোধ হয়, ভবিষ্যতের বদনও ব্রীড়ায় অবনত ও মলিন হইবে। কি আক্ষেপের বিষয়! আমরা এমত প্রচণ্ড ও প্রকাণ্ড সৈন্য সহকারে এ ক্ষুদ্র রিপুদলকে দলিত করিতে

পারিলাম না ? নয় বৎসর পরিশ্রমের পর কি আমাদের এই ফললাভ হইল ? দেখ, আমাদের তরীবৃন্দের ফলক সকল ক্ষত হইতেছে, রজু সকল জীর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে, আর আমাদের চিরানন্দ গৃহে পতি-বিরহ-কাতরা কলত্রবৃন্দ, ও পিতৃ-বিরহ-কাতর শিশুসন্তান সকল আমাদের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষায় পথ নিরীক্ষণ করিতেছে। এ সকল যন্ত্রণার কি এই ফল ? কিন্তু কি করি, বিধাতার নির্বন্ধ কে খণ্ডন করিতে পারে ? এক্ষণে আমার এই পরামর্শ যে, যখন ট্রয় নগর অধিকার করা আমাদের ক্ষমতাভীত হইল, তখন চল, আমাদের এ দেশে থাকার আর কোনই প্রয়োজন নাই।

মহাবাহু সেনানীর এতাদৃশ বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া, যাহারা রাজমন্ত্রণার নিগূঢ় তত্ত্ব না জানিত, তাহাদের মন, যেমন শশ্যপূর্ণ ক্ষেত্রে প্রবল বায়ু বহিলে, শশ্যশিরঃ তদ্বহনাভিমুখে পরিণত হয়, সেইরূপ রাজপরামর্শের দিকে প্রবণ হইল। সৈন্যদল আনন্দধ্বনি করতঃ এ উহাকে আহ্বান করিয়া কহিতে লাগিল, ডিঙা সকল ডাঙা হইতে সমুদ্রজলে নামাও। চল, আমরা স্বদেশে ফিরিয়া যাই। এইরূপ কোলাহলময় ধ্বনি অমরাবতীতে প্রতিধ্বনিলে দেবকুলেন্দ্রাগী কুশোদরী হীরী নীল-কমলাক্ষী আথেনীকে সন্বেদন করিয়া কহিলেন, হে সখি, গ্রীকসৈন্যদল কি এই সকলক অবস্থায় স্বদেশে প্রস্থান করিতে উচ্চত হইল ? তাহারা কি আপনাদের পরাভবের অভিজ্ঞানরূপে হেলেনী সুন্দরীকে ট্রয় নগরে রাখিয়া চলিল ? এই জ্ঞেই কি এত বীরবৃন্দ এ দূর রণক্ষেত্রে প্রাণ পরিত্যাগ করিল ? অতএব তুমি, সখি, অতি দ্রুতগতিতে বর্মধারী যোধদলের মধ্যে আবিভূতা হইয়া সুমধুর ও প্ররোচক বচনে তাহাদিগকে সাগরযানসমূহ সাগরমুখে ভাসাইতে নিবারণ কর।

দেবীর বচনানুসারে আথেনী অলিম্পুস নামক দেবগিরি হইতে গ্রীকসৈন্যের শিবিরমধ্যে বিদ্যুৎগতিতে আবিভূতা হইলেন ; এবং দেখিলেন, যে সুকোশলী অদিস্যুস ক্ষুণ্ণচিত্তে ও মলিনবদনে স্বপোতসন্নিধানে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। দেবী তাহাকে স্পর্শ করিয়া কহিলেন, বৎস ! ও যোধদল কি লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়া স্বদেশে ফিরিয়া চলিল। তোমরা কি কেবল জগন্মণ্ডলে হাস্যাম্পদ হইবার নিমিত্ত এ দেশে আসিয়াছিলে। সে যাহা হউক, তুমি সর্বাপেক্ষা বিজ্ঞতম। অতএব তুমি অতি দ্বরায় এই

অদেশ-গমনাকাঙ্ক্ষী অক্ষৌহিণীর মনঃশ্রোতঃ পুনরায় রণসাগরাভিমুখে বহাইতে সচেষ্ট হও। অদিশ্যুস্ স্বরবৈলক্ষণ্যে জানিতে পারিলেন, যে এ দেববাক্য। এবং দেবীর প্রসাদে দিব্য চক্ষুঃ লাভ করিয়া দেবমূর্তি সম্মুখে উপস্থিতা দেখিলেন। তদর্শনে প্রফুল্লচিত্ত হইয়া রাজচক্রবর্তী আগেমেমনের রাজদণ্ড রাজাশুমতিরূপে চাহিয়া লইয়া অনেককে অনেকানেক প্রবোধ-বাক্যে সাস্বনা করিতে লাগিলেন।

লণ্ডভণ্ড এবং কোলাহলপূর্ণ সৈন্যদলকে শাস্তশীল ও শ্রবণোৎসুক দেখিয়া অদিশ্যুস্ উচ্চৈঃস্বরে কহিয়া উঠিলেন, হে বীরবৃন্দ! তোমরা কি পূর্বকথা সকল বিশ্বিত হইয়া কলঙ্কসাগরে নিমগ্ন হইতে ইচ্ছা করিতেছ? স্মরণ করিয়া দেখ, যখন আমরা এই ট্রয় নগরাভিমুখে যাত্রা করি, তখন দেবতারা কি হলে, আমাদের অদৃষ্টে ভবিষ্যতে যে কি আছে, তাহা জানাইয়াছিলেন। আমরা যৎকালে যাত্রাথে মহাসমারোহে দেবকুলপতির পূজা করি, তৎকালে পীঠতল হইতে সহসা এক সর্প ফণা বিস্তৃত করিয়া বহির্গত হইল। এবং অনতিদূরে একটি উচ্চ বৃক্ষের উচ্চতম শাখাস্থিত পক্ষিনীড় লক্ষ্য করিয়া তদভিমুখে উঠিতে লাগিল। সেই নীড়মধ্যে জননী পক্ষিণী আটটি অতি শিশু শাবকের উপর পক্ষ বিস্তৃত করিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করিতেছিল। কিন্তু সমাগত রিপুর উজ্জ্বল নয়নানলে দঙ্কপ্রায় হইয়া আত্মরক্ষার্থে পবনপথে বৃক্ষের চতুর্পার্শ্বে আর্তনাদে উড়িতে লাগিল। অহি একে২ আটটি শাবককেই গিলিল। জন্মদায়িনী এই হৃদয়কুস্তনী ঘটনা সম্পর্শনে শূন্য নীড়ের নিকটবর্তিনী হইয়া উচ্চতর আর্তনাদে দেশ পুরিতেছে, এমত সময়ে সর্প আচম্বিতে লম্বমান হইয়া তাহাকেও ধরিয়া উদরস্থ করিল। উদরস্থ করিবামাত্র সে আপনি তৎক্ষণাৎ পাষাণদেহ হইয়া ভূতলে পড়িল। দেবমনোজ্ঞ কালকষ, তৎকালে এই অদ্ভুত প্রপঞ্চের ব্যক্ততা ব্যক্তার্থে মুক্তকণ্ঠে কহিলেন, হে বীরবৃন্দ! তোমরা যে ট্রয় নগর অধিকার করিয়া রাজা প্রিয়ামের গৌরব-রবিকে চিররাহগ্রাসে নিক্ষেপ করিয়া চিরযশস্বী হইবে, দেবকুল তাহা তোমাদিগকে এই ইচ্ছিতে দেখাইয়াছেন; কিন্তু তন্নিমিত্ত নয় বৎসর কাল তোমাদিগকে ছরস্ত রণক্রান্তি সহ্য করিতে হইবেক। এই কহিয়া অদিশ্যুস্ পুনরায় কহিতে লাগিলেন, হে বীরকুল! তোমরা সে দেবভেদভেদকের কথা কেন বিশ্বিত হইতেছ? দেখ, নবম বৎসর অতীত হইয়া দশম বৎসর উপস্থিত হইয়াছে।

এই বর্তমান বর্ষে যে আমরা কৃতকার্য হইব, তাহার আর কোনই সন্দেহ নাই। তোমরা তবে এখন কি বিবেচনায় পরিপক্ব শস্ত্রপূর্ণ ক্ষেত্রে অগ্নিপ্রদান করিতে চাহ। এ কি মূঢ়তার কর্ম ?

বীরবরের এই উৎসাহদায়িনী বচনাবলী জ্ঞানদেবী আথেনীর মায়াবলে শ্রোতৃনিকরের মনোদেশে দৃঢ়রূপে বন্ধমূল হইল। এবং তাহার মুক্তকণ্ঠে বীরবরের অভিজ্ঞতা ও বীরতার প্রশংসা করিতে লাগিল। অদিশ্যুসের এই বাক্যে প্রাচীন নেস্তর অমুমোদন করিলে রাজচক্রবর্তী আগেমেমনু নেতৃদলকে যুদ্ধার্থে সুসজ্জ হইতে আজ্ঞা দিলেন। যোধসকল স্ব স্ব শিবিরে প্রবেশপূর্বক ভাবী কাল যুদ্ধ হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য স্ব স্ব ইষ্টদেবের অর্চনা করিলেন।

সৈন্যদল রণসজ্জায় বাহির হইল। যেমন কোন গিরিশিরস্থ বনে দাবানল প্রবেশ করিলে, বিভাবসুর বিভায় চতুর্দিক আলোকময় হয়, সেইরূপ বীরদলের বর্ম-জ্যোতিতে রণক্ষেত্র জ্যোতির্ময় হইল। যেরূপ কালে সারসমালা বন্ধমালা হইয়া পবনপথ দিয়া ভীষণ স্বনে কোন তড়াগাভিমুখে গমন করে, সেইরূপ শূরদল শূরনির্নাদে রিপুসৈন্যভিমুখে যাত্রা করিল। প্রতিনেতারাও স্ব স্ব যোধদলকে বন্ধপরিষ্কর হইয়া অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণপূর্বক সমরে প্রবৃত্ত হইতে আজ্ঞা দিলেন। যেমন যুধপতি যুধমধ্যে বিরাজমান হয়, সেইরূপ রাজচক্রবর্তী রাজা আগেমেমনুও সৈন্যদলমধ্যে শোভমান হইলেন। বীরপদভরে বসুমতী যেন কাঁপিয়া উঠিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এ দিকে ট্রয় নগরস্থ রাজতোরণ হইতে বীরদল রণসজ্জায় সজ্জিত হইয়া ভাস্বরকিরীটী রিপুকুল-মর্দন বীরেন্দ্র হেক্টরকে সেনাপতি-পদে অভিষিক্ত করিয়া ছহ্কার ধ্বনিতে রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইল। পদধূলি-রাশি কুঞ্জঝটিকারূপে আকাশমার্গে উখিত হইয়া রণস্থল যেন অন্ধকারময় করিল। তুই দল পরস্পর সম্মুখবর্তী হইয়া রণোদ্যোগ করিতেছ, এমনত সময়ে দেবাকৃতি সুন্দর বীর ক্ষন্দর, হস্তে বক্র ধনুঃ, পৃষ্ঠে তুণ, উরুদেশে লম্বমান অসি, দক্ষিণ হস্তে দীর্ঘ কুস্ত আক্ষালন করতঃ অগ্রসর হইয়া

বীরনাদে বিপক্ষ পক্ষের বীরকুলেশ্বকে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে আহ্বান করিলেন। যেমন ক্ষুধাতুর সিংহ দীর্ঘশৃঙ্গী কুরঙ্গী কিম্বা অশ্ব কোন বনচর অজাদি পশু সম্পর্শনে নিরতিশয় উল্লাস সহকারে বেগে তদভিমুখে ধাবমান হয়, সেইরূপ রণবিশারদ বীরকুলভিলক মানিল্যাস চিরঘৃণিত বৈরীকে দেখিয়া রথ হইতে ভূতলে লক্ষ্য প্রদান করিলেন। এবং এই মনে ভাবিলেন, যে দেবপ্রসাদে সেই চির-ঈঙ্গিত সময় উপস্থিত হইয়াছে, যে সময়ে তিনি এই অকৃতজ্ঞ অতিথির যথাবিধি প্রতিবিধান করিতে পারিবেন। কিন্তু যেমন কোন পথিক সহসা পথপ্রান্তে গুল্মমধ্যে কালসর্পকে দর্শন করিয়া ত্রাসে পুরোগমনে বিরত হয়, সেইরূপ সুন্দর বীর স্বন্দর মানিল্যাসকে দেখিয়া ভয়ে কম্পিতকলেবর হইয়া স্বসৈন্যমধ্যে পুনঃ প্রবেশ করিলেন।

ভ্রাতার এতাদৃশী ভীকৃত্য ও কাপুরুষতা সম্পর্শনে মহেষ্वास হেক্টর ক্রোধে আরক্ত-নয়ন হইয়া এইরূপে তাহাকে ভৎসনা করিতে লাগিলেন,—
 রে পামর! বিধাতা কি তোকে এ সুন্দর বীরাকৃতি কেবল স্ত্রীগণের মনোমোহনার্থেই দিয়াছেন। হা ধিক্! তুই যদি ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র কালগ্রাসে পতিত হইতিস, তাহা হইলে, তোর দ্বারা আমাদের এ জগদ্বিখ্যাত পিতৃকুল কখনই সকলক হইতে পারিত না। তোর মূর্ত্তি দেখিলে, আপাততঃ বোধ হয়, যে তুই ট্রয় নগরস্থ একজন বীর পুরুষ! কিন্তু তোর ও হৃদয়ে সাহসের লেশ মাত্রও নাই। তোরে ধিক্! তুই স্ত্রীলোক অপেক্ষাও অধম ও ভীকৃ। তোর কি গুণে যে সেই কুশোদরী রমণী বীরকুলেশ্বিতা বীরপত্নীর মন ভুলিল, তাহা বুঝিতে পারি না। তোর সেই সতত-বাদিত সুমধুর বীণা, যদ্বারা তুই প্রেমদেবীর প্রসাদে প্রমদাকুলের মনঃ হরণ করিস্, অতি ভরায়ই নীরব হইবে। আর তোর এই নারীকুল-নিগড়-স্বরূপ চূর্ণকুন্তল ও তোর এই নারীকুল-নয়নরঞ্জন অবয়ব অচিরে ধুলায় ধূসরিত হইবে। এমন কি, যদি ট্রয় নগরস্থ জনগণের হৃদয় দয়ার্জ না হইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহারা এই দণ্ডেই প্রস্তর-নিক্ষেপণে তোর কঙ্কালজাল চূর্ণ করিত। রে অধম! তোর সদৃশ স্বদেশের অহিতকারী ব্যক্তি কি আর ছুটি আছে।

সোদরের এইরূপ তিরস্কারে ও পরুষবচনে রেবাকৃতি সুন্দর বীর স্বন্দর অতি মুহূর্ত্তাবে ও নতশিরে উত্তর করিলেন—হে ভ্রাতঃ হেক্টর! তোমার এ তিরস্কার শ্রাব্য। তন্নিমিত্তই আমি ইহা সহ্য করিতেছি। বিধাতা

তোমাকে বলীকুলের কুলপ্রদীপ করিয়াছেন বলিয়া তুমি যে সৌন্দর্য্য প্রভৃতি নারীকুল-মনোহারিণী দেবদত্ত গুণাবলীকে অবহেলা কর, ইহা কি তোমার উচিত ? তবে তোমার, ভাই, যদি ইচ্ছা হয়, তুমি উভয়দলমধ্যে এই ঘোষণা করিয়া দাও, যে আমি নারীকুলোত্তমা হেলেনী সুন্দরীর নিমিত্ত মহেঘাস মানিল্যুসের সহিত একাকী যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত আছি। আমাদের দুই জনের মধ্যে যে জন জয়ী হইবে, সে জন সেই সুন্দরী বামাকে জয়-পতাকা-স্বরূপ লাভ করিবে। আর তোমরা উভয় দলে চিরসন্ধি দ্বারা এ ছরস্তু রণাগ্নি নির্বাণপূর্ব্বক, যাহারা এদেশনিবাসী, তাহারা ট্রয় নগরে ও যাহারা দ্রুতগ-তুরগ-যোনি ও কুরঙ্গনয়না অঙ্গনাময় হেলাস্দেশ-নিবাসী, তাহারা সেই সুদেশে প্রত্যাবর্তন করিও।

বীরর্ষভ হেক্টর ভ্রাতার এতাদৃশ বচনে পরমাহ্লাদে স্বকুন্তের মধ্যস্থল ধারণ করতঃ উভয় দলের মধ্যগত হইয়া স্ববলদলকে রণকার্য্য হইতে নিবারিলেন। গ্রীকযোধেরা অরিন্দম হেক্টরকে সহায়হীন সম্মুর্শনে আন্তে ব্যস্তে শরাসনে শর যোজনা করিতে লাগিল। কেহ বা পাষণ ও লোষ্ট্র নিষ্ক্ষেপণার্থে উত্তত হইতেছে, এমত সময়ে রাজচক্রবর্তী সৈন্যাধ্যক্ষ রাজা আগেমেমন্ উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, হে যোধদল ! এক্ষণে তোমরা ক্ষান্ত হও। তোমরা কি দেখিতে পাইতেছ না, যে ভাস্বর-কিরীটী হেক্টর কোন বিশেষ প্রস্তাব করণাভিপ্রায়ে এ স্থলে উপস্থিত হইয়াছেন। রাজার এই কথা শুনিয়া মাত্র যোধদল অতিমাত্র ব্যস্ত হইয়া নিরস্ত হইল। হেক্টর উচ্চভাষে কহিলেন, হে বীরবৃন্দ, আমার সহোদর দেবাকাত সুন্দর বীর স্কন্দর, যিনি এই সাংগ্রামিককুলের নিমূলকারী এ সংগ্রামের মূল কারণ, আমাদিগকে এই যুদ্ধকার্য্য হইতে বিরত করিবার জন্ত এই প্রস্তাব করিতেছেন, যে স্কন্দপ্রিয় বীরেন্দ্র মানিল্যুস একাকী তাহার সহিত যুদ্ধ করুন, আর আমরা সকলে নিরস্ত হইয়া এই আহব-কৌতূহল সম্মর্শন করি। যুদ্ধযুদ্ধে যিনি জয়ী হইবেন, সেই ভাগ্যধর পুরুষ হেলেনী ললনাকে পুরস্কাররূপে পাইবেন।

ভাস্বর-কিরীটী শুরেন্দ্র হেক্টরের এইরূপ কথা শুনিয়া স্কন্দপ্রিয় বীরেন্দ্র মানিল্যুস কহিলেন, হে বীরবৃন্দ ! এ বীরবরের এ বীরপ্রস্তাব অপেক্ষা আর কি শাস্তি ও সন্তোষ-জনক প্রস্তাব হইতে পারে ? আমার কোন মতেই এমত ইচ্ছা নয়, যে আমার হিতের জন্ত প্রাণিসমূহ অকালে

শমন-ভবনে গমন করে ; কিন্তু তোমরা, হে শূরবর্গ ! দেবী বসুমতীর বলির নিমিত্ত একটা শুভ্র মেষশাবক, সূর্য্যদেবের নিমিত্ত একটা কৃষ্ণবর্ণ মেষশাবক, এবং দেবকুলপতির নিমিত্ত আর একটা মেষশাবক, এই তিনটা মেষশাবক আহরণ করিতে চেষ্টা পাও। আর বৃদ্ধ-রাজ প্রিয়ামের আহ্বানার্থে দূত প্রেরণ কর ; কেন না, তাহার পুত্রেরা অতি অহঙ্কারী, ও অবিশ্বাসী, এবং বিজ্ঞ জনেরাও বলিয়া থাকেন, যে যৌবনকালে যৌবনমদে যুবজনের মনস্থিরতা অতীব দুর্লভ। কিন্তু প্রাচীন ব্যক্তিসমূহ ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান, এই তিন কাল বিলক্ষণ বিবেচনা না করিয়া কোন কস্মেই হস্তার্পণ করেন না।

বীরবরের এইরূপ কথা শ্রবণে উভয় দল আনন্দার্ণবে মগ্ন হইল ; রথী রথাসন, সাদী অশ্বাসন পরিত্যাগ করতঃ ভূতলে নামিয়া বসিল। এবং অস্ত্র শস্ত্র সকল রাশীকৃত করিয়া একত্রে রণক্ষেত্রোপরি রাখিল।

বীরবর হেক্টর দুই জন দ্রুতগামী সুচতুর কস্মদক্ষ দূতকে দুইটা মেষশাবক আনিতে ও মহারাজের আহ্বানার্থে নগরাভিমুখে প্রেরণ করিলেন। রাজচক্রবর্তী আগেমেমনু স্বদলস্থ এক জন দূতকে তৃতীয় মেষশাবক আনিবার জন্ত স্বশিবিরে পাঠাইলেন।

দেবকুলালয় হইতে দেবকুলদূতী ঈরীষা সৌদামিনীগতিতে ট্রয় নগরে আবির্ভূতা হইলেন, এবং রাজা প্রিয়ামের দুহিতৃ-কুলোত্তমা লঙ্কিকার রূপ ধারণ করিয়া দেবী হেলেনী সুন্দরীর সুন্দর মন্দিরে প্রবেশিয়া দেখিলেন, যে রূপসী সখীদলের মধ্যে শিল্প-কর্মে নিযুক্তা আছেন। ছদ্মবেশিনী পদ্মলোচনাকে ললিত বচনে কহিলেন, সখি হেলেনি ! চল, আমরা দুজনে নগর-তোরণ-চূড়ায় আরোহণ করিয়া রণক্ষেত্রের অন্তত ঘটনা অবলোকন করি। এক্ষণে উভয় দল রণক্ষেত্রে রণতরঙ্গ বহাইতে ক্লান্ত পাইয়াছে ; রণনিবাদ শাস্ত হইয়াছে ; কেবল ক্ষমপ্রিয় মানিল্যুস এবং দেবাকৃতি সুন্দর বীর ক্ষমর, এই দুই বীর পরস্পর হ্রস্ত কুস্তযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে। তুমি, সখি, বিজয়ী পুরুষের পুরস্কার।

দেবীর এইরূপ কথা শুনিয়া ক্রোধাদরী হেলেনীর পূর্বকথা স্মৃতিপথে আক্লট হইল। এবং তিনি পরিত্যক্ত পতি, পরিত্যক্ত দেশ, এবং পরিত্যক্ত জনক জননীকে স্মরণ করিয়া অশ্রুজলে অন্ধপ্রায় হইয়া উঠিলেন। কিঞ্চিৎ পরে শোক স্মরণপূর্বক এক শুভ্র ও সুন্দর অবগুষ্ঠিকা দ্বারা শিরোদেশ

আচ্ছাদন করিয়া ননদিনী লঙ্কিকার অগ্নীগামিনী হইলেন। সুনন্দ্রা অত্রী ও বরাননা ক্রিমেনী এই দুই জন পরিচারিকামাত্র পশ্চাতে পশ্চাতে চলিল। উভয়ে স্কিয়ান নামক নগর-তোরণ-চূড়ায় চড়িলেন। সে স্থলে বৃদ্ধ-রাজ প্রিয়াম্ বয়সের আধিক্যপ্রযুক্ত রণকার্য্যাক্রম বৃদ্ধ মন্ত্রীদলের সহিত আসীন ছিলেন।

সচিববৃন্দ দূর হইতে হেলেনী সুন্দরীকে নিরীক্ষণ করিয়া পরস্পর কহিতে লাগিলেন; এতাদৃশী রূপসী রমণীর জন্ম যে বীর পুরুষেরা ভীষণ রণে উন্মত্ত হইবে, এবং শোণিত-শ্রোতে দেবী বসুমতীকে প্লাবিত করিবে, এ বড় বিচিত্র নহে। আহা! নরকূলে একরূপ বিশ্ববিমোহন রূপ, বোধ হয়, আর কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হইতে পারে না। তথাপি পরমপিতা পরমেশ্বরের নিকট আমাদের এই প্রার্থনা যে, এ বিশ্বরমা বামা যেন এ নগর হইতে অতি দূরায় অন্ত্র চলিয়া যায়। মন্ত্রীদল অতি মৃৎস্বরে বারম্বার এই কথা কহিতে লাগিলেন।

রাজা প্রিয়াম্ হেলেনী সুন্দরীকে সম্বোধিয়া সস্নেহ বচনে এই কথা কহিলেন, বৎসে! তুমি আমার নিকটে আইস। আর এই যে রণস্বরূপ বিপজ্জ্বালে এ রাজবংশ পরিবেষ্টিত হইয়াছে, তুমি আপনাকে ইহার মূলকারণ বলিয়া ভাবিও না। এ দুর্ঘটনা আমারই ভাগ্যদোষে ঘটয়াছে। ইহাতে তোমার অপরাধ কি? তুমি নির্ভয় চিন্তে আমার নিকট আসিয়া গ্রীকদলস্থ প্রধান প্রধান নেতৃ-দলের পরিচয় প্রদানে আমাকে পরিতুষ্ট কর।

এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া রণী হেলেনী রণক্ষেত্রের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করতঃ রাজকুলপতি বৃদ্ধরাজ প্রিয়ামের নিকটবর্তিনী হইয়া তাঁহাকে বীরপুরুষদলের পরিচয় দিতেছেন, এমত সময়ে বীরবর হেক্টর-প্রেরিত দূতেরা তথায় উপস্থিত হইয়া কহিল, হে নরকুলপতি, হে বাহুবলেন্দ্র, আপনাকে একবার রণস্থলে শুভাগমন করিতে হইবেক। কেন না, উভয় দল এই স্থির করিয়াছে যে, তাহারা পরস্পর রণে প্রযুক্ত হইবে না। কেবল মহেষ্টাস মানিল্যুস ও আপনার দেবাকৃতি পুত্র সুন্দর বীর স্কন্দর এই দুই জনে দ্বন্দ্ব রণ হইবে। আর এ রণীষয়ের মধ্যে যে রণী বাহুবলে বিজয়ী হইবেন, সেই রণী এ হেলেনী সুন্দরীকে লাভ করিবেন। এক্ষণে তাহাদের এই বাহা, যে আপনি এ সন্ধিজনক প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান

করেন। আর শপথপূর্বক এই বলেন, যে আপনি আপনার এ অঙ্গীকার রক্ষা করিবেন।

বৃদ্ধরাজ প্রিয়াম্ প্রিয়তম পুত্র-প্রেমিত দূতের এই কথা শুনিয়া চকিত ও চমৎকৃত হইলেন, এবং রাজপথ সুসজ্জিত করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রাভিমুখে যাত্রা করতঃ অতি ত্বরায় তথায় উপস্থিত হইলেন। রাজচক্রবর্তী আগেমেম্বনন্ প্রথমে রাজা প্রিয়ামের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান ও সন্মম প্রদর্শন করিয়া পরে যথাবিধি দেবপূজার আয়োজন করিলেন। এবং হস্ত তুলিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিলেন, হে দেবকুলেন্দ্র! হে অসীমশক্তিশালী বিশ্বপিতঃ! হে সর্বদর্শী গ্রহেন্দ্র রবি! হে নদকুল! হে মাতঃ বসুন্ধরে! হে পাতালকৃত-বসতি নরক-শাসক দেবদল! যাঁহারা পাপাত্মাদিগকে যথাযোগ্য দণ্ড দিয়া থাকেন। হে দেবকুল! তোমরা সকলে সাক্ষী হও, আর আমার এই প্রার্থনা শুন, যে এ দ্বন্দ্ব রণ সম্পর্কে যাঁহারা কুটাচরণ করিবে, তোমরা পরকালে তাহাদিগকে প্রতারণা-রূপ পাপের যথোচিত দণ্ড দিবে।

রাজা এই কহিয়া অসিকোষ হইতে অসি নিক্ষেপ করিয়া পূজা সমাপনান্তে মেঘশাবক সকলকে যথাবিধি বলি প্রদান করিলেন। এইরূপে পূজা সমাপ্ত হইল। পরে বৃদ্ধরাজ প্রিয়াম্ রাজচক্রবর্তী আগেমেম্বনন্কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে রথীকুলশ্রেষ্ঠ! আপনি এ রণস্থলে আর বিলম্ব করিতে আমাকে অনুরোধ করিবেন না। রণরঙ্গে বৃদ্ধ ও দুর্বল জনের কোনই মনোরঙ্গ জন্মে না। এই কহিয়া রাজা স্বযানে আরোহণপূর্বক নগরাভিমুখে গমন করিলেন।

মহাবীর ভাস্বর-কিরীটি হেক্টর ও সুবিজ্ঞ অদিস্যাস্ এই দুই জন উভয় জনের রণ করণার্থে রক্তভূমিস্বরূপ এক স্থান নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন। মহাবাহু সুন্দর বীর স্কন্দর এ কালাহবের নিমিত্ত সুসজ্জ হইলেন। তিনি প্রথমতঃ সুচারু উরুত্রাণ রক্তত কুড়ুপে বন্ধন করিলেন, উরোদেশে ছুর্ভেদ্য উরুত্রাণ ধরিলেন, কন্ধদেশে ভীষণ রক্ততময়-মুষ্টি অসি বুলিল। পৃষ্ঠদেশে প্রকাণ্ড ও প্রচণ্ড ফলক শোভা পাইল। মস্তক প্রদেশে সুগঠিত কিরীটোপরি অশ্বকেশনির্মিত চূড়া ভয়ঙ্কররূপে লড়িতে লাগল। দক্ষিণ হস্তে নিশিত কুস্ত ধৃত হইল। রণপ্রিয় বীর-প্রবীর মানিল্যুসও ঐরূপে সুসজ্জ হইলেন। কে যে প্রথমে কুস্ত নিক্ষেপ করিবে, এই বিষয়ে

গুটিকাপাতে প্রথম গুটিকা সুন্দর বীর স্বন্দরের নামে উঠিল। পরে বীরসিংহদ্বয় পূর্বনির্দিষ্ট স্থানে উপনীত হইলেন। ভাবী ফল প্রত্যাশায় উভয় দলের রসনাসমূহ নিরুদ্ধ হইল বটে; কিন্তু তত্রাচ নয়ন সকল উন্মীলিত হইয়া রহিল।

দেবাকৃতি সুন্দর বীর স্বন্দর রিপুদেহ লক্ষ্য করিয়া হৃৎকান্দ শব্দে কুন্তু নিক্ষেপ করিলেন। অস্ত্র উৎকাগতিতে চতুর্দিক আলোকময় করিয়া বায়ুপথে চলিল; কিন্তু মানিল্যুসের ফলকপ্রতিঘাতে ব্যর্থ হইয়া ভূতলে পড়িল। ফলকের দৃঢ়তায় ও কঠিনতায় অস্ত্রের অগ্রভাগ কুণ্ডিত হইয়া গেল। পরে স্বন্দপ্রিয় বীরকুলেন্দ্র মানিল্যুস স্বকুন্তু দৃঢ়রূপে ধারণ করতঃ মনে মনে এই ভাবিয়া দেবকুলপতির সন্নিধানে প্রার্থনা করিলেন যে, হে বিশ্বপতি! আপনি আমাকে এই প্রসাদ দান করুন যে, আমি যেন এই অধর্ম্মাচারী রিপুকে রণস্থলে সংহার করিতে পারি; তাহা হইলে, হে ধর্ম্মমূল, ভবিষ্যতে আর কখন কোন অধর্ম্মাচারী অতিথি কোন ধর্ম্মপ্রিয় আতিথেয় জনের অনুপকার করিতে সাহস করিবে না। এইরূপ প্রার্থনা করিয়া বীরকেশরী দীর্ঘচ্ছায় স্বকুন্তু নিক্ষেপ করিলেন। অস্ত্র মহাবেগে প্রিয়াম্পুলের দীপ্তিশালী ফলকোপরি পড়িয়া স্ববলে সে ফলক ও তৎপরে বীরবরের উরস্ত্রাণ ভেদ করিলে তিনি আত্মরক্ষার্থে সহসা এক পার্শ্বে অপসৃত হইয়া দাঁড়াইলেন। পরে মহেঘাস মানিল্যুস সরোষে রিপুশিরে প্রচণ্ড খণ্ডাঘাত করিলেন। সুন্দর বীর স্বন্দর ভীমপ্রহারে ভূমিতলে পতিত হইলেন। কিন্তু রণমুকুটের কঠিনতায় খণ্ডা শত খণ্ড হইয়া ভগ্ন হইয়া গেল। বীরশ্রেষ্ঠ পতিত রিপুর কিরীটচূড়া ধরিয়া মহাবলে এমত আকর্ষণ করিলেন, যে চিবুক-নিম্নে সুনিশ্চিত কিরীটবন্ধন-চর্ম্ম গলদেশ নিষ্পীড়ন করিতে লাগিল।

এইরূপে জিষ্ণু মানিল্যুস ভূপতিত রিপুকে আকর্ষণ করিতেছেন, ইহা দেখিয়া দেবী অপ্রোদীতী স্বগোরববর্ধক জনের কাতরতায় অতীব কাতরা হইয়া সেই বন্ধন মোচন করিলেন। সুতরাং মানিল্যুসের হস্তে কেবল শিরস্ত্রাণ মাত্র অবশিষ্ট রহিল। বীরবর অতি ক্রোধভরে কিরীটটি দূরে নিক্ষেপ করিয়া কুন্তাঘাতে রিপুকে যমালয়ে প্রেরণার্থে ধাবমান হইলেন। দেবী অপ্রোদীতী প্রিয়পাত্রের এ বিষম বিপদ উপস্থিত দেখিবামাত্র তাহাকে এক ঘন মায়াঘনে পরিবেষ্টিত করতঃ বাহুদ্বয়ে ধারণপূর্বক

শূন্যমার্গে উঠিয়া সৌদামিনীগতিতে নগরমধ্যে সুবর্ণ-নির্মিত হর্ম্যে কুসুম-পরিমল-পূর্ণ শয়নাগারে শয্যোপরি প্রিয় বীরকে শয়ন করাইলেন ।

এ দিকে ভুবনমোহিনী রাগী হেলেনী তোরণচূড়ায় দাঁড়াইয়া রণক্ষেত্রের দিকে নিরীক্ষণ করিয়া রহিয়াছেন, এমত সময়ে দেবী অপ্রোদীতী সুনৈত্রার খাত্তীর রূপ ধারণ করতঃ আপন হস্ত দ্বারা তাঁহার হস্ত স্পর্শিয়া কহিলেন, বৎসে ! তোমার মনোমোহন সুন্দর বীর সুন্দর তোমার বিরহে অধীর হইয়া তোমার কুসুমময় বাসর-ঘরে বরবেশে তোমার অপেক্ষা করিতেছেন । তাঁহাকে দেখিলে তোমার একরূপ বোধ হইবে না, যে তিনি রণস্থল হইতে প্রত্যাবৃত্ত । বরঞ্চ তুমি ভাবিবে, যে তিনি যেন বিলাসীবেশে নৃত্যশালায় গমনোন্মুখ হইয়া রহিয়াছেন ।

হেলেনী সুন্দরী দেবীর এই কথা শুনিয়া চকিতভাবে কথিকার দিকে দৃষ্টি ক্ষেপণ করিয়া তাঁহার অলৌকিক রূপলাবণ্যের বৈলক্ষণ্যে বুঝিতে পারিলেন, যে তিনি কে । পরে সসম্মত কহিলেন, দেবি, আপনি কি পুনরায় এ হতভাগিনীকে মায়ায় মুগ্ধ করিয়া নব যন্ত্রণা দিতে যন্ত্রণা করিয়াছেন । আনন্দময়ী অপ্রোদীতী ইন্দীবরাক্ষীর এইরূপ বাক্যে অদৃশ্যভাবে তাহাকে সুন্দরের সুন্দর মন্দিরে উপনীত করিলেন । বীরবর কুসুমময় কোমল শয্যায় বিশ্রাম লাভ করিতেছেন, এমত সময়ে রাজ্ঞী হেলেনী তৎসন্নিধানে দেবদত্ত আসনে আসীন হইয়া মুখ ফিরাইয়া এই বলিয়া তিরস্কার করিতে লাগিলেন, হে বীরকুলকলঙ্ক ! তুমি কেন যুদ্ধস্থল হইতে ফিরিয়া আসিয়াছ ? আমার রণপ্রিয় পূর্বপতি মহেচ্ছাস মানিল্যুসের হস্তে তোমার মৃত্যু হইলে ভাল হইত । যখন প্রথমে আমাদের এই কুলক্ষণা শ্রীতির সঞ্চার হয়, তখন তুমি যে সব আত্মশ্লাঘা করিতে, এখন তোমার সে সব আত্মশ্লাঘা কোথায় গেল ? এখন তুমি কি সে সব অহঙ্কারগর্ভ অঙ্গীকার এইরূপে সুসজ্জত করিতেছ ? মহেচ্ছাস মানিল্যুসের সহিত তোমার উপমা উপনয় ভাব কখনই সম্ভব হইতে পারে না ।

সুন্দর বীর সুন্দর প্রাণপ্রিয়াকে এইরূপ রোষপরবশ দেখিয়া সুমধুর ও প্রবোধবচনে কহিলেন, হে বিশ্ববিনোদিনী ! তোমার সুধাকরস্বরূপ বদন হইতে কি একরূপ বিষরূপ গ্লানির উৎপত্তি হওয়া উচিত ? ছুট মানিল্যুস এ যাত্রায় বাঁচিল বটে ; কিন্তু যাত্রাস্তরে কোন না কোন কালে আমার হস্তে যে তাহার মৃত্যু হইবে, তাহার আর কোনই সন্দেহ নাই ।

এই কহিয়া বীরবর সোহাগে ও সাদরে কুশোদরীর কোমল করকমল নিজ করকমল দ্বারা গ্রহণ করিলেন ।

সমরান্তে ছরন্তু মানিল্যুস বিনষ্টাশন ক্ষুৎক্ষামকণ্ঠ বন-পশুর গায় রণস্থলে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করতঃ সকলকেই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, হে বীরব্রজ ! তোমরা কি জান, যে ছুষ্ঠমতি কাপুরুষ স্বন্দর কোন্ স্থানে লুকায়িত আছে ? কিন্তু কেহই সেই রণস্থল-পরিভ্রমণের কোন বার্তাই দিতে পারিল না । পরে রাজচক্রবর্তী আগেমেমন্ অগ্রসর হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, হে বীরদল ! তোমরা ত সকলেই স্বচক্ষে দেখিতেছ, যে স্বন্দপ্রিয় মানিল্যুস সমরবিজয়ী হইয়াছেন । অতএব এখন শপথানুসারে যুগাক্ষী হেলেনী সুন্দরীকে ফিরিয়া দেওয়া বিপক্ষ পক্ষের সর্বতোভাবে কর্তব্য কি না ? সৈন্যাধ্যক্ষের এই কথা শ্রবণমাত্র গ্রীক্‌যোধদল অতিমাত্র উল্লাসে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল । মর্ত্যে এইরূপ হইতে লাগিল ।

অমরাবতীতে দেব-দেবী-দল দেবেশ্বের সুবর্ণ-অট্টালিকায় রত্নমণ্ডিত সভায় স্বর্ণাসনে বসিলেন । অনন্তযৌবনা দেবী হীরা স্বর্ণপাত্রে করিয়া সকলকেই সুপেয় অমৃত যোগাইতে লাগিলেন । আনন্দময়ী সুধা পান করতঃ সকলেই ট্রয় নগরের দিকে একদৃষ্টে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন, এমত সময়ে দেবকুলেন্দ্রাণী বিশালাক্ষী হীরীকে বিরক্ত করিবার মানসে দেবকুলেন্দ্র এই গ্রানিজনক উক্তি করিলেন, কি আশ্চর্য্য ! এই অমরাবতী-নিবাসিনী ছই জন দেবী যে বীরবর মানিল্যুসের সহকারিতা করিতেছেন, ইহা সর্বত্র বিদিত । কিন্তু আমি দেখিতেছি, যে দূর হইতে রণকৌতুহল দর্শন ভিন্ন তাঁহারা আর অন্য কিছুই করিতেছেন না । কিন্তু দেখ, সুন্দর বীর স্বন্দরের হিতৈষিণী পরিহাসপ্রিয়া দেবী অপ্রোদীতী আপনার আশ্রিত জনের হিতার্থে কি না করিতেছেন । হে দেব-দেবী-বৃন্দ ! তোমরা কি দেখিলে না যে, দেবী বহু ক্লেশ স্বীকার করিয়া তাহাকে রণক্ষেত্রে আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা করিলেন ।

স্বন্দপ্রিয় রথীশ্বর মানিল্যুস যে রণে জয়লাভ করিয়াছেন, তাহার আর অণুমাত্রও সংশয় নাই । অতএব আইস, সম্প্রতি আমরা এই বিষয় বিশেষ অন্বেষণ করিয়া দেখি, যে হেলেনী সুন্দরীকে দিয়া এ রণাগ্নি নির্বাপন করা উচিত, কি এ সন্ধি ভঙ্গ করাইয়া, সে রণাগ্নি যাহাতে দ্বিগুণ প্রজ্বলিত হইয়া ট্রয় নগর অকস্মাৎ ভস্মসাৎ করে, তাহাই করা কর্তব্য ।

উগ্রচণ্ডা দেবকুলেন্দ্রাণী হীরী এইরূপ প্রস্তাবে রোষদঙ্কপ্রায় হইয়া কহিলেন, হে দেবেন্দ্র ! তুমি এ কি কহিতেছ ? যে জঘন্য নগর বিনষ্ট করিতে আমি এত পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছি, তুমি কি তাহা রক্ষা করিতে চাহ ? মেঘশান্তা দেবেন্দ্রও দেবেন্দ্রাণীর বাক্যে ক্রোধান্বিত হইয়া উত্তর করিলেন, রে জিঘাংসাপ্রিয়ে, রাজা প্রিয়াম্ ও তাহার পুত্রগণ তোমার নিকটে এত কি অপরাধ করিয়াছে, যে তুই তাহাদের নিধনসাধনে এত ব্যগ্র হইয়াছিস ? রে ছুষ্ঠে, বোধ করি, রাজা প্রিয়াম্, ও তাহার সম্ভান সম্ভতির রক্ত মাংস পাইলে তুই পরম পরিতুষ্টা হস্ ! তুই কি জানিস্ না, যে ঐ ট্রয় নগর আমার রক্ষিত ? সে যাহা হউক, এ ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া তোমার সহিত আমার আর বিবাদ বিসম্বাদে প্রয়োজন নাই । তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহাই কর । কিন্তু যেন এই কথাটি তোমার মনে থাকে যে, যদি তোমার রক্ষিত কোন নগর আমি কোন না কোন কালে বিনষ্ট করিতে চাই, তখন তোমার তৎসম্পর্কীয় কোন আপত্তিই কখন ফলবতী হইবে না । গৌরাক্ষী দেবমহিষী দেবেন্দ্রের এইরূপ বাক্য শুনিয়া অতি সুমধুর স্বরে কহিলেন, দেবরাজ ! আমার অধীনস্থ যে কোন নগর যখন তুমি নষ্ট করিতে ইচ্ছা কর, করিও, আমি তদ্বিষয়ে কোন বাধা দিব না । কিন্তু তুমি এখন এইটী কর, যে যেন ট্রয় নগরের লোকেরা এই সন্ধি ভঙ্গ বিষয়ে প্রথমে হস্ত নিক্ষেপ করে ।

দেবপতি দেবকুলেশ্বরীর অনুরোধে সুনীলকমলাক্ষী আধেনাকে হাস্তবদনে কহিলেন, বৎসে ! তুমি রণস্থলে গিয়া দেবেন্দ্রাণীর মনস্কামনা সুসিদ্ধ কর । যেমন অগ্নিময়ী উষ্ণা বিস্ফুলিঙ্গ উদ্‌গিরণ করতঃ পবনপথ হইতে অধোমুখে গমন করে, এবং সাগরগামী জনগণ ও রণোন্মত্ত সৈন্য-সমূহকে অমঙ্গল ঘটনারূপ বিভীষিকা প্রদর্শনপূর্বক ভূতলে পতিত হয়, দেবী সেইরূপ অতিবেগে ও ভয়জনক আগ্নেয় তেজে রণস্থলে সহসা অবতীর্ণা হইলেন । উভয় দল সভয়ে কাঁপিয়া উঠিল । কোলাহলপূর্ণ স্থলে সহসা যেন শান্তিদেবীর আবির্ভাব হইল । রণরসনা সহসা স্বধর্ম্য ভুলিয়া গেল । দেবী রাজা প্রিয়ামের পরম রূপবান্ পুত্র লঙ্কেশ্বরের রূপ ধারণ করিয়া ট্রয়দলের মধ্যে প্রবেশ করিলেন । এবং পশুর্শ নামক এক জন বীরবরের অধেষণে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া দেখিলেন, যে বীরেশ্বর কলকশালী কুন্তহস্ত বোধদলে পরিবেষ্টিত হইয়া এক প্রান্তভাগে দাঁড়াইয়া

আছেন। হৃদ্যবেশিনী দেবী কহিলেন, হে বীরর্ষভ পশুর্শ, তোমার যদি অক্ষয় যশোলাভের আকাঙ্ক্ষা থাকে, তবে তুমি স্বতুণ হইতে তীক্ষ্ণতম শর বাছিয়া লইয়া ক্ষুদ্রপ্রিয় মানিল্যুসকে বিদ্ধ কর।

হৃদ্যবেশিনী এই কথা কহিয়া মায়াবলে পশুর্শ বীরর্ষভের মনে এইরূপ ইচ্ছাবীজও রোপিত করিয়া দিলেন। পশুর্শ প্রচণ্ড শরাসনে গুণযোজনপূর্বক মানিল্যুসকে লক্ষ্য করিয়া এক মহাতেজস্কর শর পরিত্যাগ করিলেন; কিন্তু হৃদ্যবেশিনী অদৃশ্যভাবে মানিল্যুসের নিকটবর্তিনী হইয়া, যেমন জননী করপদ্ম সঞ্চালন দ্বারা সুপ্ত সূত হইতে মশক, কিম্বা অন্ত কোন বিরক্তিজনক মক্ষিকা নিবারণ করেন, সেইরূপ সেই গরুত্মান্ বাণ দূরীকৃত করিলেন বটে; কিন্তু শরীরের নিম্নভাগে কিঞ্চিন্মাত্র আঘাত করিতে দিলেন। শোণিত-স্রোতঃ বহিল। রুধিরধারা বীরবরের গুল্ল কায়ে সিন্দূর-মার্জিত দ্বিরদরদের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। এ অধর্ম্য কর্ম্মে রাজচক্রবর্তী আগেমেমনের রোষণি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি ক্ষতবিক্ষত ভ্রাতাকে সুশিক্ষিত ও সুবিচক্ষণ রাজবৈজ্ঞের হস্তে স্তম্ভ করিয়া পরে বীরদলকে মহাহবে প্রবৃত্ত হইতে আজ্ঞা দিলেন। রাজযোধদল আশ্বে ব্যস্তে বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ করিলেন। পুরোভাগে অশ্ব ও রথারোহী জনসমূহ, পশ্চাতে পদাতিকবৃন্দ এই ত্রি-অঙ্গ সৈন্যদল সমভিব্যাহারে রাজসৈন্যাধ্যক্ষ মহোদয় রণত্রেতে ব্রতী হইলেন।

যেমন সাগরমুখে প্রবল বাত্যা বহিতে আরম্ভ করিলে ফেনচূড় তরঙ্গনিকর পর্যায়ক্রমে গভীর নিনাদে সাগরতীর আক্রমণ করে, সেইরূপ গ্রীকযোধবল ছছকার শব্দ করিয়া রণক্ষেত্রে রিপুদলকে আক্রমণ করিল। তুমুল রণ আরম্ভ হইল। ত্রাস, পলায়ন, কলহ, বধিরকর নিনাদ, দৃষ্টিরোধক ধূলারামি, এই সকল একত্রীভূত হইয়া ভয়ানক হইয়া উঠিল। এক দিকে দেবকুলসেনানী স্কন্দ, অপর দিকে সুনীলকমলাক্ষা দেবী আথেনী বীর্যশালী বীরদলের সাহায্য করিতে লাগিলেন।

রবিদেব নগরের উচ্চতম গৃহচূড়ায় দাঁড়াইয়া উৎসাহ প্রদানহেতু উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিলেন, হে অশ্বদমী ট্রয়নগরস্থ বীরগ্রাম। তোমরা স্বসাহসে নির্ভর করিয়া যুদ্ধ কর। গ্রীকযোধগণের দেহ কিছু পাষণনির্ম্মিত নহে। আর ও দলের চূড়ামণি বীরকুলেন্দ্র আকেলিসও এ রণস্থলে

উপস্থিত নাই। সে সিদ্ধুতীরে শিবিরमध्ये অভিমানে স্থিরভাবে আছে। তোমরা নিঃশঙ্কচিত্তে রণক্রিয়া সমাধা কর।

ট্রয়নগরস্থ বীরদল এইরূপে দেবোৎসাহে উৎসাহাঙ্কিত হইয়া বৈরিবর্গের সম্মুখীন হইলে ভীষণ রণ বাজিয়া উঠিল। ফলকে ফলকাঘাত, করবালে করবালাঘাত, হস্তা ও মুমুর্ষু জনের হৃৎকার ও আর্তনাদ, এই প্রকার ও অশ্রান্ত প্রকার নিনাদে রণভূমি পরিপূরিত হইয়া উঠিল। যেমন বর্ষাকালে বহু উৎসর্গ হইতে বহু জলপ্রবাহ একত্রে মিলিত হইয়া গভীর গিরিগহ্বরে প্রবেশপূর্বক মহারবে দেশ পরিপূরণ করে, সেইরূপ ভৈরব রবে চতুর্দিক পরিপূর্ণ হইল। ভগবতী বসুমতী রক্তে প্লাবিত হইয়া উঠিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

গ্রীকসৈন্যদলের মধ্যে ত্রোমিদ নামে এক মহাবীরপুরুষ ছিলেন। সুনীলকমলাক্ষী দেবী আথেনী সহসা তাঁহার হৃদয়ে রণগৌরবের লাভেচ্ছা উৎপাদিত করিয়া দিলে বীরকেশরী হৃৎকার ধ্বনি করতঃ রিপুদলাভিমুখে ধাবমান হইলেন। যেমন গ্রীষ্মকালে লুক্ক নামক নক্ষত্র সাগরপ্রবাহে দেহ অবগাহন করিয়া আকাশমার্গে উদিত হইলে, তাহার ধ্বংসকিরণজালে চতুর্দিক প্রজ্বলিত হয়, সেইরূপ ত্রোমিদের শিরক, ফলক, ও বর্মসম্পূর্ণ বিভারাশি অনিবার বহির্গত হইতে লাগিল।

এ দুর্ধর্ষ ধনুর্ধরকে যোধদলের কালস্বরূপ দেখিয়া দেব বিশ্বকর্ষার দারেস নামক এক জন নিতান্ত ভক্তজনের দুই জন রণপ্রিয় পুত্র রথে আরোহণপূর্বক সিংহনাদে বাহির হইল। জ্যেষ্ঠ বীর রণদুর্মদ ত্রোমিদকে লক্ষ্য করিয়া স্বদীর্ঘাকার শূল নিক্ষেপ করিলেন; কিন্তু অস্ত্র ব্যর্থ হইল। বীরর্ষভ ত্রোমিদ আপন শূল দ্বারা বিপক্ষের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিলে, বীরবর সে মহাঘাতে সহসা রথ হইতে ভূতলে পতিত হইয়া কালনিকেতনে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার এতাদৃশী দুর্ঘটনায় নিতান্ত ভীত ও হতবুদ্ধি হইয়া সেই সূচারুনির্মিত যান পরিত্যাগ পুরঃসর ভূতলে লক্ষ্য প্রদান করিয়া অতিক্রমে পলায়ন-পরায়ণ হইতেছেন, ইহা দেখিয়া ত্রোমিদ তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে ভীষণ নিনাদ করতঃ ধাবমান হইলেন।

দেব বিশ্বকর্মা ভক্তপুত্রের এই ছুরবস্থা দুরীকরণার্থে তাহাকে এক মায়ামেঘে আবৃত করিলেন, সুতরাং সে আর কাহারও দৃষ্টিপথে পড়িল না। ইত্যবসরে দেবী আথেনী, দেবকুলসেনানী আরেসকে ট্রয়সৈন্যদলের উৎসাহ বর্ধনার্থে ব্যগ্রতর দেখিয়া দেবযোধবরকে সম্বোধিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, আরেস্ আরেস্, হে জনকুলনিধন! হে রক্তাক্ততাবিলাসি! হে নগর-প্রাচীর-প্রভঙ্কক! এ রণক্ষেত্রে ভাই, আমাদের কি প্রয়োজন? চল, আমরা ছুজনে এ স্থান হইতে প্রস্থান করি। বিশ্বপতি দেবকুলেশ্বর, যে দলকে তাঁহার ইচ্ছা হয়, জয়ী করুন। এই কহিয়া দেবী দেবযোধবরের হস্ত ধারণপূর্বক রণক্ষেত্র-নিকটস্থ স্কামন্দর নামক নদবরের দুর্বাদলশ্যাম তটে বিশ্রাম-লাভ-বাসনায় বসিলেন। রণস্থলে রণতরঙ্গ ভৈরব রবে বহিতে লাগিল। রাজচক্রবর্তী আগেমেমন প্রভৃতি মহাবিক্রমশালী বীরপুরুষেরা বহুসংখ্যক রিপুকে পরাস্ত করিয়া অকালে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু রণতর্ষদ ছোমিদ পরাক্রম ও বাহুবলে সর্বোপরি বিরাজমান হইলেন।

যেমন কোন নদ পর্বতজাত স্রোতসমূহের সহকারে পুষ্ট কায় হইয়া প্রবল বলে দৃঢ়নির্মিত সেতুনিকর অধঃপাত করতঃ বহুবিধ কুসুম ও শস্যময় ক্ষেত্রের আধরণ ভঞ্জন করে, এবং সম্মুখ-পতিত বস্তু সকল স্থানান্তরিত করতঃ ছুর্বার গতিতে সাগরমুখে বহিতে থাকে, সেইরূপ রণতর্ষদ ছোমিদ মহাপরাক্রমশালী জনগণকে সমরশায়ী করিয়া বিপক্ষপক্ষের বাহে আবার বলে প্রবেশ করিলেন। প্রচণ্ড ধ্বী পগুর্শ রণতর্ষদ ছোমিদকে রণমদে প্রমত্ত দেখিয়া, এ ছুর্দাস্ত শূলীকে দাস্ত করিতে নিতান্ত উৎসুক হইলেন। এবং ভীষণ শরাসনে গুণ যোজনা করিয়া এক তীক্ষ্ণতর শর তত্বদ্দেশে নিক্ষেপিলেন। ভীষণ অশনি-সদৃশ বাণ রণতর্ষদ ছোমিদের কবচচ্ছেদন করতঃ দক্ষিণ কক্ষে প্রবিষ্ট হইলে, সহসা শোণিত নিঃসরণে জ্যোতির্ময় বর্ষ বিবর্ণ হইয়া উঠিল। পগুর্শ সহর্ষে চীৎকার করিয়া কহিলেন, হে বীরবৃন্দ! তোমরা উল্লসিত চিত্তে অগ্রসর হও; কেন না, আমি বোধ করি, গ্রীকদের বলিশ্রেষ্ঠ যে শূর, সে আমার শরে অতৃ হতপ্রায় হইয়াছে। কিন্তু বীরর্ষভ পগুর্শের এ প্রগল্ভ-গর্ভ বাক্য পণ্ড হইল। দেবী আথেনীর কুপায় রণতর্ষদ ছোমিদ সে যাত্রায় নিস্তার পাইয়া পুনঃ যুদ্ধারম্ভ করিলেন। যেমন ক্ষুধাতুর সিংহ মেষপালকের অস্রাঘাতে নিরস্ত না হইয়া ভীমনাদে লক্ষ্য দিয়া মেঘাশ্রমে প্রবেশ করে, এবং সে স্থলস্থ, ভয়ে জড়ীভূত, অগণ্য

মেঘসমূহের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা, তাহাকেই বধ করে, সেইরূপ রণতুর্মদ
ছোমিদ বৈরিদলকে নাশিতে লাগিলেন।

ট্রয়নগরস্থ বীরকুলচূড়ামণি এনেশ সৈন্যমণ্ডলীকে লগুভণু দেখিয়া
বীরেশ্বর পগুর্শকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, হে বীরকুলতিলক! তুমি
আসিয়া অতি দ্বরায় আমার এই রথে আরোহণ কর। চল, আমরা উভয়ে
এই রণতুর্মদ ছোমিদকে রণে মর্দন করিয়া চিরযশস্বী হই। পরে বীরদ্বয়
এক রথোপরি আরোহ হইলে, বীরেশ এনেশ অশ্বরশ্মি ধারণ করতঃ
সারথ্যকার্য সমাধা করিতে লাগিলেন। বিচিত্র রথ অতিবেগে চলিল।
রণতুর্মদ ছোমিদের স্থিনিল্যাস নামক এক প্রিয় সখা কহিলেন, সখে
ছোমিদ! সাবধান হও। ঐ দেখ, ছই জন দৃঢ়কল্পী বীরবর এক যানে
আরোহ হইয়া তোমার নিধন-সাধনার্থে আসিতেছেন। এক জনের নাম
বীরকুলপতি পগুর্শ। অপর জন সুধন্য বীর আন্ধিশের ঔরসে হাশ্বপ্রিয়া
দেবী অপ্রোদীতীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়া এনেশাখ্যায় বিখ্যাত হইয়াছেন।
অতএব, হে সখে, তোমার এখন কি কর্তব্য, তাহা স্থির কর।

সখাবরের এই কথা শুনিয়া রণতুর্মদ ছোমিদ উত্তরিলেন, সখে, অশ্ব
আর কি কর্তব্য! বাহুবলে এ বীরদ্বয়কে শমনভবনের অতিথি করাই
কর্তব্য!

বিচিত্র রথ নিকটবর্তী হইলে, পগুর্শ সিংহনাদে রণতুর্মদ ছোমিদকে
কহিলেন, হে সাহসাকর রণপ্রিয় ছোমিদ! আমার বিছংগতি শর
তোমাকে যমালয়ে প্রেরণ করিতে অক্ষম হইয়াছে বটে; কিন্তু দেখি,
এক্ষণে আমার এ শূল তোমার কোন কুলক্ষণ ঘটাইতে পারে কি না?
এই কহিয়া বীরসিংহ দীর্ঘ কুস্ত আশ্ফালন করতঃ তাহা নিক্ষেপ করিলেন।
অস্ত্র তুর্মদ ছোমিদের ফলক ভেদ করিয়া কবচ পর্য্যন্ত প্রবেশ করিল।
ইহা দেখিয়া পগুর্শ কহিলেন, হে ছোমিদ! নিশ্চয় জানিও, যে এইবার
তোমার আসন্ন কাল উপস্থিত। কেন না, আমার শূলে তোমার কলেবর
ভিন্ন হইয়াছে। রণতুর্মদ ছোমিদ কহিলেন, হে সুধন্য, এ তোমার
ভ্রান্তিমাত্র। তোমার লক্ষ্য ব্যর্থ হইয়াছে। এখন যদি তোমার কোন
ক্ষমতা থাকে, তবে তুমি আমার এ শূলাঘাত হইতে আত্ম-রক্ষা করিবার
চেষ্টা পাও। এই কহিয়া বীরবর সুদীর্ঘ শূল পরিত্যাগ করিলেন।

দেবী আধেনীর মায়াবলে ভীষণ অস্ত্র প্রচণ্ড কোদণ্ডধারী পগুর্শের

চক্ষুর নিম্নভাগ ভেদ করিয়া চক্ষুর নিমিষে বারবরের প্রাণ হরণ করিল। বীরবর রথ হইতে ভূতলে পড়িলেন। বহুবিধ রঞ্জে রঞ্জিত তাহার জ্যোতির্ময় বর্ম ঝন্ ঝন্ করিয়া বাজিয়া উঠিল। বীর সখা পশুর্শের এই ছরবস্থা সম্পর্শন করিয়া নরেশ্বর এনেশ তাহার যুতদেহ রক্ষার্থে ফলক ও শূল গ্রহণপূর্বক ভূতলে লক্ষ্য দিয়া পড়িলেন। রণতুর্মদ ত্রোমিদ এক প্রশস্ত প্রস্তরখণ্ড, যাহা অধুনাতন ছই জন বলীয়ান পুরুষেও স্থানান্তর করিতে পারে না, অতি সহজে উঠাইয়া এনেশকে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিলেন। এনেশ বিষমাঘাতে ভগ্নোক হইয়া রণক্ষেত্রে পড়িলেন। এনেশের শেষাবস্থা উপস্থিত হইবার উপক্রম হইতেছে, এমন সময়ে দেবী অপ্রোদীতী প্রিয়পুত্রের এতাদৃশী ছরবস্থা দর্শন করিয়া হাহাকার ধ্বনি করিতে লাগিলেন, এবং আপনার সুকোমল সুশ্বেত বাহুদ্বয় দ্বারা তাহাকে আলিঙ্গনপূর্বক আপনার রশ্মিশালী পরিচ্ছদে তাহার দেহ আচ্ছাদিত করিয়া ক্ষত পুত্রকে রণভূমি হইতে দূরস্থ করিলেন।

রণতুর্মদ ত্রোমিদ দেবী আধেনীর বরে দিব্যচক্ষুঃ পাইয়াছিলেন, সুতরাং তিনি কোমলাঙ্গী দেবী অপ্রোদীতীকে দেখিয়া চিনিতে পারিলেন। এবং তাহার পশ্চাতে ধাবমান হইয়া মহারোষভরে তাহার সুকোমল হস্ত তীক্ষ্ণাশ্র শূল দ্বারা বিদ্ধন করিলেন, এবং কহিলেন, হে দেবপতিত্বহিতে ! তুমি এ রণস্থলে কি নিমিত্ত আসিয়াছিলে ? রণরঙ্গ তোমার রঙ্গ নহে। অবলা সরলা বালাকুলকে কুলের বাহির করাই তোমার উপযুক্ত রঙ্গ ! অতএব তোমার এ স্থানে আশা ভাল হয় নাই। তুমি এ স্থান হইতে প্রস্থান কর।

বিষমাঘাতে ব্যথিত হইয়া দেবী পুত্রবরকে ভূতলে নিক্ষেপ করিলে, বিভাবসু রবিদেব বীরেশ এনেশকে অসহায় দেখিয়া তাহার প্রাণ রক্ষার্থে তাহাকে এমত এক ঘন ঘন দ্বারা আবৃত করিলেন, যে কেহই তাহাকে দেখিতে পাইল না এবং কোন দ্রুতগামী অশ্বারোহী গ্রীক আসিয়াও তাহার প্রাণ বিনষ্ট করিতে সমর্থ হইল না। দ্রুতগামিনী দেবদূতী ঈরীশা দেবী অপ্রোদীতীর হস্ত ধারণ করিয়া তাহাকে সৈন্যদলের বাহিরে লইয়া গেলেন। সুর-সুন্দরীর নয়ন-রঞ্জন বর্ণ বিবর্ণ হইয়া উঠিল। রণক্ষেত্রের সন্নিধানে দেবকুল-সেনানী আরেস স্কামন্দর নদ-তীরে আপন অশ্ব ও অস্ত্রজাল মায়া-অঙ্ককারে অঙ্ককারাবৃত করিয়া স্বয়ং সে সুদেশে

বসিয়াছিলেন, ক্ষতার্ভা দেবী অপ্রোদীতী ভূতলে জাহ্নুদ্বয় নিপাতিত করিয়া দেবসেনানীকে কাতর বচনে কহিলেন, হে ভ্রাতঃ! যদি তুমি তোমার এ ক্লিষ্টা ভগিনীকে তোমার ঐ দ্রুতগতি রথখানি দাও, তাহা হইলে সে তৎসহকারে অতি দ্বরায় অমরাবতীতে উত্তীর্ণ হইতে পারে। দেখ, নিষ্ঠুর হৃদ্যাস্ত রণহর্ষদ ছোমিদ শূলাঘাতে আমাকে বিকলা করিয়াছে।

দেবসেনানী ভগিনীর এতাদৃশী প্রার্থনায় প্রার্থনাদ হইলে, দেবদূতী ঈরীশা তৎক্ষণাৎ আস্তে ব্যস্তে ক্ষতা দেবী অপ্রোদীতীকে সঙ্গে লইয়া উভয়ে এক রথারোহণে অমরাবতীতে চলিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া পরিহাসপ্রিয়া স্বজননী দেবী ছোনীর পদতলে কাঁদিয়া কহিলেন, হে জননি! দেখুন, রণহর্ষদ ছোমিদ আমাকে কি যন্ত্রণা না দিয়াছে। হায়, মাতঃ! আমি প্রিয়পুত্র এনেশের রক্ষার্থে কৃষ্ণে রণক্ষেত্রে পদার্পণ করিয়াছিলাম, তাহা না হইলে আমাকে এ ক্লেশভোগ করিতে হইত না। দেবী ছোনী ছহিতার অসহ বেদনার উপশম করণ মানসে নানা উপায় করিতে লাগিলেন।

তদনন্তর দেবকুলেন্দ্র হেমাঙ্গিনী অঙ্গনাকুলারাধ্যাকে সুহাস্ত বদনে কহিলেন, হে বৎসে! এতাদৃশ কর্ম তোমার শোভা পায় না। রণকর্ম তোমার ধর্ম নহে। স্ত্রীপুরুষকে প্রেমশৃঙ্খলে আবদ্ধ করা, এবং শুভ বিবাহে দম্পতীদলকে সুখসাগরে মগ্ন করা, এই সকল ক্রিয়াই তোমার প্রকৃত ক্রিয়া বটে! কিন্তু তুর সংগ্রাম-সংক্রান্ত কর্মে তোমার ও কোমল হস্তক্ষেপ করা কখনই উচিত নহে। সে সকল কর্মে সেনানী আরেস ও রণপ্রিয়া আধেনী নিযুক্ত থাকুক। অমরাবতীতে এইরূপ কথোপকথন হইতে লাগিল। মর্ত্যে রণক্ষেত্রে রণহর্ষদ ছোমিদ বিভাবসু রবিদেবকে অবহেলা করিয়া বীরেশ এনেশকে মারিতে চলিলেন। ইহা দেখিয়া দিনপতি পুরুষ বচনে কহিলেন, রে মুঢ়! তুই কি অমর মরকে তুল্য জ্ঞান করিস্? রণ-হর্ষদ ছোমিদ দেববরকে রোষপরবশ দেখিয়া শঙ্কাকুলচিত্তে পশ্চাদগামী হইলে, গ্রহকুলেন্দ্র জ্ঞানশূন্য এনেশকে অনতিদূরে স্বমন্দিরে রাখিলেন। তথায় তুই জন দেবী আবিভূতা হইয়া বীরেশের শুশ্রূষাদি করিতে লাগিলেন। এ দিকে রবিদেব মায়াকুহকে বীরেশ এনেশের রূপ ধারণ করিয়া রণস্থলে রণিতে লাগিলেন। সেনানী আরেসও ট্রয়নগরস্থ সেনাদলকে যুদ্ধার্থে উৎসাহ প্রদানিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

ইতিমধ্যে দেবীদ্বয়ের শুশ্রুষায় বীরেশ্বর এনেশ কিঞ্চিৎ সুস্থতা ও সবলতা লাভ করিয়া পুনরায় রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন, এবং অনেকানেক বিপক্ষপক্ষ রথীদলকে ভূতলশায়ী করিলেন। বীরচূড়ামণি হেক্টর সর্পীদন নামক বীরের পরামর্শে রণস্থলে পুনঃ দৃশ্যমান হইলেন। ট্রয়নগরস্থ সেনা বীরবরের শুভাগমনে যেন পুনর্জীবন পাইয়া মহাকোলাহলে শত্রুদলকে আক্রমণ করিল। গ্রীকদল রিপুদল-পাদোখিত ধূলায় ধূসরিত হইয়া উঠিল। বীরচূড়ামণি হেক্টর সিংহনাদ করতঃ সসৈন্যে যুদ্ধারম্ভ করিলেন। সেনানী আরেস্ ও উগ্রচণ্ডা দেবী বেলোনা বীরবরের সহায় হইলেন। সেনানী স্কন্দ কখন বা অরিন্দমের অগ্রে, কখন বা পশ্চাতে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। রণতর্জমদ ছোমিদ বীরচূড়ামণি হেক্টরের পরাক্রমে ভয়াক্রান্ত হইয়া অপসৃত হইলেন। যেমন কোন পথিক তমোময়ী নিশাতে কোন অজ্ঞাত পথে যাইতে যাইতে সহসা শ্রুত, বর্ষার প্রসাদে মহাকায়, কোন নদশ্রোতের গভীর নিনাদে ভীত হইয়া পুরোগতিতে বিরত হয়, ছোমিদেরও অবিকল সেই দশা ঘটয়া উঠিল। তিনি বীরদলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে বীরপুরুষগণ! আমার বোধ হয়, যে কোন দেব যেন বীরচূড়ামণি হেক্টরের সহকারিতা করিতেছেন, নতুবা বীরবর রণে এরূপ ছর্ব্বার হইয়া উঠিবেন কেন? মরামরে সমর সাম্প্রত নহে! অতএব এই রণে ভঙ্গ দেওয়া আমাদের উচিত।

বীরবরের এই বাক্য শ্রবণে এবং ভাস্বর-কিরীটী বীরেশ্বর হেক্টরের নখরাঘাতে বীরবৃন্দ রণরঙ্গে ভঙ্গ দিতে উত্তত হইতেছে, এমত সময়ে শ্বেতভূজা ইস্ত্রাগী হীরী দেবী আথেনীকে সম্বোধিয়া কহিলেন, হে সখি! আমরা মহেষাস মানিল্যুসের সকাশে কি বৃথা অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইয়াছি। দেখ, শোণিত-প্রিয় দেব-সেনানী অরিন্দম হেক্টরের সহকারে কত শত গ্রাক্ বীরেশ্বকে চিরনিদ্রায় নিদ্রিত ও চির-অন্ধকারে অন্ধকারাবৃত করিতেছেন। হে সখি, চল, আমরা ছুজনে এই রণস্থলে অবতীর্ণ হইয়া দেখি, যদি আমরা এ ছরস্ত্র দেবসেনানীকে কোনপ্রকারে শাস্ত করিয়া এ নরাস্তক হেক্টরের বলের ক্রটি করিতে পারি।

এই কহিয়া আয়তলোচনা দেবী আপন আশুগতি বাজীরাজিকে স্বর্ণ-রণসজ্জায় সজ্জিত করিলেন। দেবকিঙ্করী হীরী হৈমময় দেবধান

যোজনা করিয়া দিলেন। দেবীঘর তত্পরি রণবেশে আক্লট হইলেন। অমরাবতীর হৈমধার সুমধুর ধ্বনিতে খুলিল। বিমান নভঃস্থল হইতে আশুগতিতে ধরণীর দিকে আসিতে লাগিল। রণস্থলের নিকটবর্তী কোন এক নদতটে দেবদান মায়ামেঘে আবৃত করিয়া ভীমাকৃতি দেবীঘর ভীম সিংহনাদে প্রচণ্ড ধৃতা আশ্ফালন করতঃ রণস্থলে প্রবেশ করিলেন। গ্রীকৃদলের সাহসায় পুনর্বার যেন ছর্বার হতাশন-তেজে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। দেবেন্দ্রাণী হীরীও প্রবলভাষী প্রশস্তান্তঃকরণ স্তম্বরনামক কোন এক জন বীরের প্রতিমূর্ত্তি ধারণ করিয়া হৃৎকার ধ্বনিতে গ্রীকৃদলের উৎসাহ বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। সুনীলকমলাকী দেবী আথেনী রণতর্ষদ ছোমিদের সারথীকে অপদস্থ করিয়া তৎপদে স্বয়ং আরোহণ করিলেন। মহাভরে চক্রঘর যেন আর্তনাদস্বরূপ ঘোর ঘর্ঘরনাদে ঘুরিতে লাগিল। দেবী স্বয়ং অশ্বরজু ও কশা ধারণপূর্বক রক্তাক্ত সেনানীর দিকে অতি দ্রুতবেগে রথ পরিচালনা করিলেন। সুরসেনানী তর্ষদ ছোমিদকে আসিতে দেখিয়া আপন রথ ভীষণ বেগে পরিচালিত করতঃ ভীষণ শূল দ্বারা নর-রিপুকে শমনধামে প্রেরণ করিবার জন্মে বাহু প্রসারণ করিয়া ভীষণ শূল দৃঢ়তরূপে ধারণ করিলেন। কিন্তু মায়াময়ী দেবী আথেনী অদৃশ্যভাবে সে শূলের লক্ষ্য ক্ষণমাত্রে অমোঘ করিয়া দিলেন। রণতর্ষদ ছোমিদ তর্ষ আরেসকে আপন শূল দিয়া আক্রমণ করিলে, দেবী আথেনী স্ববলে ঐ অস্ত্র দ্বারা সুর-সেনানীর উদরতলে ভীমাঘাত করিলেন। দেব-বীরেন্দ্র বিষম যাতনায় গম্ভীর আর্তনাদ করিলেন। যেমন রণমদে প্রমত্ত নয় কি দশ সহস্র রথীদল একত্রীভূত হইয়া হৃৎকারিলে চতুর্দিক্ ভৈরবারবে পরিপূর্ণ হয়, বীরেন্দ্রের আর্তনাদে অবিকল সেইরূপ হইল।

শঙ্কা দেবী সহসা উভয় দলের মধ্যে দর্শন দিলেন। যেমন গ্রীষ্মকালে বাত্যারম্ভে মেঘগ্রামের একত্র সমাগমে আকাশমণ্ডল ঝটিতি অন্ধকারময় হয়, সেইরূপ ভয়জনক মালিণ্ডে মলিনবদন হইয়া নিত্য রণপ্রিয় সুররথী অমরাবতীতে চলিলেন।

দেবেন্দ্রের সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া দেব বীরকেশরী নিবেদিলেন, হে বিশ্বপিতঃ! দেখুন, আপনি কেমন একটা উন্মত্তা ও পাষণ্ডদয়া তুহিতার সৃষ্টি করিয়াছেন। দেবী আথেনীর উৎসাহ সহকারে রণতর্ষদ ছোমিদ আমার কি ছরবন্দা না করিয়াছে? এই বাক্যে দেবপতি উত্তর করিলেন,

রে ছরস্ত্র নিত্যকলহপ্রিয় দেবকুলাঙ্গার! তুই অশ্রুর উপর কোন্ মুখ
দিয়া অভিযোগ ও দোষারোপ করিস্! তুই তোর গর্ভধারিণী হীরীর খর
ও অনমনশীল স্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছিস্। সে এত দূর অদমনীয়া, যে
আমিও তাহাকে দমন করিতে অক্ষম। সে যাহা হউক, তুই আমার
ঔরসজাত, নতুবা আমি উরাগুস্পুত্র দৈত্যদলের সহিত তোকে এই মুহূর্তেই
চিরকালের নিমিত্ত কারাগারে আবদ্ধ করিতাম। এই কহিয়া দেবকুলপতি
দেবধনুস্তুরি পায়নুকে যথাবিধি ঔষধে ক্ষত সেনানীকে আরোগ্য করিতে
আজ্ঞা দিলেন।

রণস্থল হইতে দেবসেনানীকে পলায়মান দেখিয়া তজ্জননী অতীব
বীর্যবতী দেবী হীরী মহাবলবতী সহকারিণী দেবী আথেনীর সহিত
স্বর্গধামে পুনর্গমন করিলেন। তদনন্তর ক্রমে ক্রমে বীরকুলের পরাক্রমাগ্নি
রণস্থলে ঘেন নিস্তেজ হইতে লাগিল। কিন্তু ইতস্ততঃ সে পরাক্রমাগ্নি
যৎকিঞ্চিৎ প্রজ্জ্বলিত রহিল।

এমত সময়ে কোন এক ট্রয়স্থ বীরবর ছর্ভাগ্যক্রমে স্কন্দপ্রিয় বীরেশ
মানিল্যুসের হস্তে পড়িলেন। ভাগ্যহীন বীরবরের অশ্রুধর সচকিতে রথ
সহ ধাবমান হইলে পর, রথচক্র পথস্থিত কোন এক বৃক্ষের আঘাতে ভগ্ন
হইলে, বীরবর লক্ষ্য দিয়া ভূতলে পড়িলেন। এ ছরবস্থায় নিরস্ত্র হইয়া
ভগ্নরথ রথী কালদণ্ডধারী কালের স্রায় প্রচণ্ড শূলী রণপ্রিয় বীরসিংহ
মানিল্যুসকে সকাশে দণ্ডায়মান দেখিলেন, এবং সভয়ে তাঁহার জাহ্নুধর
গ্রহণ করতঃ বিনীত বচনে কহিলেন, হে বীরকুলহর্যক্ষ! আপনি আমাকে
প্রাণ দান দিউন। আমি যে আপনার বন্দী হইয়া এ মানবলীলাস্থলে
জীবিত আছি, আমার ধনাঢ্য পিতা এ সুসম্বাদ পাইলে বহুবিধ ধনে আমার
মোচনক্রিয়া সমাধা করিতে সযত্ন হইবেন! রিপুবরের এতাদৃশী কাতরতার
বীরকেশরী মানিল্যুসের হৃদয়ে করুণার সঞ্চারণ হইল। তিনি তাহার
রক্ষার উপায় করিতেছেন, এমত সময়ে রাজচক্রবর্তী আগেমেম্বনু আরক্ত-
নয়নে অগ্রগামী হইয়া পরুষ বচনে কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন,
হে কোমল-হৃদয়! ট্রয়স্থ লোকদিগের হস্তে তুমি কি এত দূর পর্য্যস্ত
উপকৃত হইয়াছ যে, তোমার অন্তঃকরণ এখনও তাহাদিগের প্রতি দয়ার্দ্র!
দেখ তাই! আমার বিবেচনায় ও পাপনগরের আবাল বৃদ্ধ বনিষ্ঠা, কি
উদরস্থ শিশু, যাহাকে পাও, তাহাকেই সমালয়ে প্রেরণ করা তোমার পক্ষে

শ্রেয়ঃ । সহোদরের এই ব্যঙ্গরূপ নিদাঘে বীরবর মানিল্যুসের হ্রৎসরোষরস্ব করুণারূপ মুকুলিত কমল শুক হইল । তিনি হতভাগা অক্রস্তুস্কে ভ্রাতৃসন্নিধানে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিলে, নিষ্ঠুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাহার উদরদেশ খর শূলে ভিন্ন করিলেন । অক্রস্তুস্ ভীমার্জুনাদে ভূপতিত হইলেন । রাজক্রবর্তী সৈন্যাধ্যক্ষ মহোদয় তাহার বক্ষঃস্থলে পদ নিক্ষেপ করিয়া সবলে শূল টানিয়া বাহির করিলেন । ক্রীব বিভাবরী অভাগা অক্রস্তুসের নয়নরশ্মি চিরকালের নিমিত্ত অন্ধকারাবৃত করিল । এবং বীরবরের দেহাগার হইতে অকালমুক্ত আত্মা বিষণ্ণবদনে যমালয়ে চলিল । গ্রীক সৈন্যদলমধ্যে যেন পুনরুত্তেজিত অগ্নির গ্নায় রণাগ্নি প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল । রণতুর্মদ ছোমিদের পরাক্রমে ট্রয়দল রণপরাজুখতার লক্ষণ প্রদর্শন করাইতে লাগিল । এতদর্শনে রাজকুলপতি প্রিয়ামের সুবিজ্ঞ দৈবজ্ঞ পুত্র হেলেহু্যস্ ভাস্বর-কিরীটী বীরেশ্বর হেক্টর ও বীরেশ এনেশকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে বীরদ্বয়, তোমরা রণপরাজুখ সৈন্যদলকে পুনরুৎসাহাঘিত কর । কেন না, তোমরা এ দলের বীরকুলশ্রেষ্ঠ ! পরে যোধগণ দৃঢ়চিত্তে ও অধ্যবসায় সহকারে রণারম্ভ করিলে, তুমি, হে ভ্রাতঃ হেক্টর, নগরাস্তরে প্রবেশ করতঃ আমাদিগের রাজ-জননী চরণতলে এই নিবেদন করিও, যে তিনি যেন অতি ত্বরায়-ট্রয়স্ব বৃদ্ধা কুলবধুদলের মধ্যে সুকেশিনী মহাদেবী আধেনীর্ন দুর্গশিরস্থিত মন্দিরে উপস্থিত হইয়া বহুবিধ উপহারে তাঁহার আরাধনা করিয়া এই বর মাগেন যে, দেবকুলেন্দ্র-বালা যেন এ রণতুর্মদ ছোমিদের হস্ত হইতে আমাদিগকে রক্ষা করেন । আমার বিবেচনায় এ রথীপতি দেবঘোনি আকিলীসের অপেক্ষাও পরাক্রমশালী । ভ্রাতার এই হিতকর বাক্য-শ্রবণে ভাস্বর-কিরীটী বীরেশ্বর হেক্টর রথ হইতে লক্ষ্য দিয়া ভূতলে পড়িলেন । এবং স্বীয় ভীষণ দীর্ঘ-ছায় শক্রপ্ল শূল আন্দোলন করতঃ হৃৎকার ধ্বনিতে রণক্ষেত্র পরিপূর্ণ করিলেন । গ্রীক সৈন্যদল বীরবরের এতাদৃশী অকুতোভয়তা সন্দর্শনে পলায়ন-পরায়ণ হইয়া পরস্পর কহিতে লাগিল, এ রথী কি মানবঘোনি, না নরমণ্ডলে নক্ষত্রমণ্ডিত আকাশ-মণ্ডল হইতে দেবাবতার ?

এ দিকে অরিস্তম ট্রয়কুলবীরেন্দু আপনাদের স্বদলকে পুনরুৎসাহ প্রদানপূর্বক সুন্দর স্তম্ভনে আশুগতি অশ্ব যোজনা করিয়া নগরাভিমুখে প্রয়াণ করিলেন । কতক্ষণ পরে বীরকেশরী ফিয়ান্-নামক নগরতোরণ-

সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। অমনি চতুর্দিক্ হইতে কুলবালা কুলবধু ও কুলজননীগণ বহির্গত হইয়া সুমধুর স্বরে, কেহ বা ভ্রাতা, কেহ বা প্রণয়ী জন, কেহ বা স্বামী, কেহ বা পুত্র, এই সকলের কুশলবার্তা অতীব বিকল হৃদয়ে জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন। কিন্তু বীরপতি তাহাদিগকে এই কহিয়া বিদায় করিলেন, যে তোমরা এ সকল প্রিয়পাত্রের মঙ্গলার্থে মঙ্গলকারী দেবদলের আরাধনা কর। কেন না, অনেকের ছুর্ভাগ্য আসন্নপ্রায়, এই কহিয়া রাজপুত্র অতিদ্রুতগমনে রাজ-অট্টালিকার নিকটবর্তী হইলেন। রাজরাণী হেকাবী রাজা প্রিয়ামের রাজহর্ম্যা হইতে পুত্রকুলোত্তম বীরবর হেক্টরকে দর্শন করিয়া তৎসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন, এবং স্নেহার্জ হইয়া তাহার কর গ্রহণপূর্বক কহিলেন, বৎস! তুই কি নিমিত্ত রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া নগরমধ্যে আসিয়াছিস্। তুই কি এ জঘন্য রিপুদলের জিঘাংসায় দেবপিতা দেবেন্দ্রকে তুর্গস্থিত মন্দিরে বন্দিতে আসিয়াছিস্, তুই কিয়ৎকাল এখানে অবস্থিতি কর। এই দেখ, আমি স্বর্ণপাত্রে করিয়া প্রসন্নকারক দ্রাক্ষারস আনিয়াছি। তুই আপনি তার কিঞ্চিদংশ পান কর, কেন না, ক্লান্ত জনের ক্লান্তিহরণার্থে সুধারূপ সুরাই পরম ঔষধ। আর কিঞ্চিদংশ দেবকুলপতির তর্পণার্থে ভূমিতে ঢালিয়া দে। ভাস্বর-কিরীটী রণীকুলেশ্বর হেক্টর উত্তর করিলেন, হে জননি! তুমি আমাকে সুরাপান করিতে অশুরোধ করিও না। কেন না, তাহার মাদকতা শক্তি আছে, হয় ত, তাহার তেজে বাহুবলের অনেক অনিষ্ট হইতে পারিবে, আর আমি, হে ভগবতি! এ অপবিত্র রক্তাক্ত হস্ত দিয়া পাত্র গ্রহণ করতঃ দেবেন্দ্রের তর্পণার্থে সুরা ঢালিয়া দি, ইহা কোন মতেই যুক্তিযুক্ত নহে। এই উদ্দেশেই নগর প্রবেশ করি নাই। আমি তোমার নিকট এই যাচঞা করিতোছ, যে তুমি, হে রাজমাতঃ, অবিলম্বে ত্রয়স্থ বৃদ্ধা অতি মাননীয় কুলবধুদলের সহিত তুর্গশিরস্থ স্কেশিনী মহাদেবী আথেনীর মন্দিরে গিয়া নানাবিধ উপহারে দেবীর পূজা করিয়া এই বর প্রার্থনা কর, যে তিনি যেন রণতুর্মদ তোমাদের পরাক্রমাগ্নি হইতে আমাদিগকে রক্ষা করেন। আমি ইত্যবসরে একবার স্কন্দরের সুন্দর মন্দিরে যাই, দেখি, যদি সে ভীকৃ কাপুরুষের হৃদয়ে রণপ্রবৃত্তি জন্মাইতে পারি, হায়, মাতঃ! তুমি যখন এ কুলদ্বারকে প্রসব করিয়াছিলে, তখন বসুমতী দ্বিধা হইয়া কেন তাহাকে গ্রাস করেন নাই। তাহা হইলে কখনই এ বিপুল রাজকুলের এতাদৃশী

ছর্গতি ঘটিল না। রাজকুলভিলক এই কহিলে, দেবী হেকাবী ক্রুতগতিতে আপন সুগন্ধময় মন্দির হইতে বহুবিধ পূজোপহারের আয়োজন করিলেন। এবং দূতীদ্বারা বৃদ্ধা ও মাণ্ডা কুলবতীদলকে আহ্বান করতঃ মহাদেবীর মন্দিরাভিমুখে চলিলেন। তেয়ানীনাম্নী কিসীশনামক কোন এক মাননীয় ব্যক্তির ইন্দুনিভাননা ছহিতা, যিনি মহাদেবীর নিত্য সেবিকা ছিলেন, মন্দির-দ্বার উদঘাটন করিলে রমণীদল ক্রন্দনধ্বনিতে মন্দির পরিপূর্ণ করিলেন। এবং মনে মনে নানা মানসিক করিয়া এই বর প্রার্থনা করিলেন, যে দেবকুলেন্দ্রবালা রণভূমি ছোমিদেব এবং অশ্রুগ্ৰীক্‌যোধের বাহবল দুর্বল করিয়া ট্রয়নগরস্থ কুলবধু ও শিশুকুলের মান ও প্রাণ রক্ষা করেন। কিন্তু ছর্ভাগ্যবশতঃ সুকেশিনী মহাদেবী এ বর প্রদানে বিমুখ হইলেন।

এ দিকে অরিন্দম হেক্টর সুন্দর বীর স্বন্দরের বিচিত্র পাষণ-নির্মিত সুন্দর মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, যে বিলাসী আপন সুচারু বর্ম, ফলক, ও অস্ত্র শস্ত্র প্রভৃতি রণপরিচ্ছদ সকল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিতেছেন। বীরবর হেক্টর তাহাকে পরুষ বচনে ভৎসনা করিয়া কহিতে লাগিলেন, রে ছরাচার ছর্মতি! তোর নিমিত্ত শত শত লোক শোণিতপ্রবাহে রণভূমি প্লাবিত করিতেছে। আর তুই এখানে এরূপ নিশ্চিন্ত অবস্থায় বিশ্রাম লাভ করিতেছিস। হায়, তোরে ধিক্।

দেবাকৃতি সুন্দর বীর স্বন্দর ভ্রাতার এতাদৃশ বচনবিশ্বাসে উত্তরিলেন, হে ভ্রাতঃ! তোমার এ তিরস্কার-বাক্য অনপযুক্ত নহে। সে যাহা হউক, তুমি ক্ষণকাল এখানে অপেক্ষা কর, আমাকে রণসজ্জায় সজ্জিত হইতে দাও। নতুবা তুমি অগ্রগামী হও। আমি অতি দ্রুত তোমার অনুসরণ করিব। এই কথায় বীরবর হেক্টর কোন উত্তর না করাতে হেলেনী রূপসী অতি সুমধুর ভাষে কহিলেন, হে দেবর! এ অভাগিনীর কি কুক্ষেণে জন্ম; দেখুন, আমি সতীধর্ম্যে ও কুললঙ্কারে জলাঞ্জলি দিয়া কেমন ভীকৃষ্টি জনকে বরণ করিয়াছি। আমার কি ছর্ভাগ্য! কিন্তু ও আক্ষেপ এক্ষণে বৃথা। আপনি অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া আসন পরিগ্রহ-পূর্বক কিয়ৎকালের নিমিত্ত বিশ্রাম লাভ করুন। হেক্টর কহিলেন, হে ভদ্রে! আমার বিরহে দূর রণক্ষেত্রে রণীবৃন্দ অতীব কাতর, অতএব আমি এ স্থলে আর বিলম্ব করিতে পারি না। কেন না, আমার এই

ইচ্ছা, যে আমি পুনঃ রণযাত্রার অগ্রে একবার স্বগৃহে প্রবেশ করিয়া প্রিয়তমা পত্নী, শিশু-সন্তানটী ও তাহাদের সেবা-নিযুক্ত সেবক-সেবিকাদিগকে দেখিয়া যাই। কে জানে, যে আমি এই রণভূমি হইতে আর পুনরাবর্তন করিতে পারিব কি না। এই বলিয়া ভাস্বর-কিরীটী হেক্টর দ্রুতগতিতে স্বধামে চলিলেন। এবং গৃহে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, যে শ্বেতভুজা অঙ্কমোকী সে স্থলে অস্থপস্থিত, শুনিলেন, যে রণে গ্রীকদের জয়লাভ হইতেছে, এই সম্বাদে প্রিয়স্বদা আপন শিশু-সন্তানটী লইয়া তাহার সুবেশিনী দাসী সমভিব্যাহারে রণক্ষেত্র-দর্শনাভিপ্রায়ে যাত্রা করিয়াছেন। এই বার্তা শ্রবণমাত্র বীরকেশরী ব্যগ্রচিত্তে তদভিমুখে বায়ুবেগে চলিলেন। অনতিদূরে অরিন্দম, চিরানন্দ ভার্য্যার সাক্ষাৎকার লাভ করিলেন, এবং দাসীর ক্রোড়ে আপনার শিশু-সন্তানটীকে দেখিয়া ওষ্ঠাধর স্নেহাঙ্কুরে সুহাসাবৃত হইয়া উঠিল। কিন্তু অঙ্কমোকী স্বামীর স্কন্ধে মস্তক রাখিয়া রোদন করিতে করিতে গদগদস্বরে কহিতে লাগিলেন, হায় প্রাণনাথ! আমি দেখিতেছি, এই বীরবীর্য্যই তোমার কাল হইবে, রণমদে উন্মত্ত হইলে এ অভাগিনী কিম্বা তোমার এ অনাথ শিশু-সন্তানটী, আমরা কেহই কি তোমার স্মরণপথে স্থান পাই না। হায়! তুমি কি জান না, যে আমাদের কুলরিপুদের যোধবর্গ তোমার নিধনসাধনে নিরবধি ব্যগ্র? আর যদি তাহাদের এতাদৃশ মনস্কামনা ফলবতী হয়, তবে আমাদের উভয়ের যৎপরোনাস্তি হৃদশা ঘটিবে। বরঞ্চ ভগবতী বসুমতী এই করুন যে, তিনি যেন এ বিষম বিপদ উপস্থিত হইবার পূর্বেই দ্বিধা হইয়া এ হতভাগিনীকে আশ্রয় দেন। হে নাথ! তোমার অভাবে এ ধরণীতলে এ অভাগিনীর ভাগ্যে কি কোন সুখভোগ সম্ভবে। তোমা ব্যতীত, হে প্রাণেশ্বর! আমার আর কে আছে? জনক, জননী, সহোদর, সকলেই এ হতভাগিনীর ভাগ্যদোষে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন, হে নাথ! তোমা বিহনে আমি ষথার্থই অনাথা কাল্জালিনী হইব। তুমি আমার জীবনসর্ব্বস্ব! তুমি আমার প্রেমাকর। অতএব আমি তোমাকে এই মিনতি করিতেছি, যে তুমি তোমার এই শিশু-সন্তানটীকে পিতৃহীন, আর এ অভাগিনীকে ভর্তৃহীনা করিও না। রিপুদের সহিত নগর-তোরণ-সম্মুখে যুদ্ধ কর, তাহা হইলে রণ-পরাজয়কালে পলায়ন করা অতি সহজ হইবে। ভাস্বর-কিরীটী

মহাবাহু হেক্টর উত্তরিলেন, প্রাণেশ্বর, তুমি কি ভাব, যে এ সকল
 ছর্ভাবনার আমারও হৃদয় বিদীর্ণ হয় না। কিন্তু কি করি, যদি আমি
 কোন ভীকৃতার লক্ষণ দেখাই, তাহা হইলে বিপক্ষদের আর আত্মপক্ষের
 সীমা থাকিবে না। এবং আমাদেরও বিলক্ষণ ব্যাঘাতেরও সম্ভাবনা,
 তাহা হইলেই এই ট্রয়স্থ পুরুষ ও সুবেশিনী স্ত্রীদের নিকট আমি আর
 কি করিয়া মুখ দেখাইব। বিশেষতঃ যদি আমি বিপদের সময়ে উপস্থিত
 না থাকি, তাহা হইলে আমাদের এ বিপুল কুলের গৌরব ও মান কিসে
 রক্ষা হইবে। প্রিয়ে, আমি বিলক্ষণ জানি, যে রিপুকুল রণজয়ী হইয়া
 অতি অল্পদিনের মধ্যেই এ উচ্চপ্রাচীর নগর ভস্মসাৎ করিবে, এবং
 রাজকুলতিলক প্রিয়াম্ তাঁহার রণবিশারদ জনগণের সহিত কালগ্রাসে
 পতিত হইবেন। কিন্তু রাজকুলেশ্বর প্রিয়াম্ কি রাজকুলেশ্রাণী হেকুবা
 কিম্বা আমার বীরবীর্য্য সহোদরাদিগণ এ সকলের আসন্ন বিপদে আমার
 মন যত উদ্ভিগ্ন হয়, তোমার বিষয়ে, হে প্রেয়সি! আমার সে মন
 তদপেক্ষা সহস্রগুণ কাতর হইয়া উঠে। হায় প্রিয়ে! বিধাতা কি
 তোমার কপালে এই লিখেছিলেন, যে অবশেষে তুমি আরগস্ নগরীর
 কোন ভিত্তিগীর আদেশে, অশ্রুজলে আর্দ্রা হইয়া নদ নদী হইতে জল বহিবে,
 এবং ভ্রষ্ট জনসমূহে ইঙ্গিত করিয়া এ উহাকে কহিবে, ওহে, ঐ যে
 স্ত্রীলোকটি দেখিতেছ, ও ট্রয়নগরস্থ বীরদলের অশ্বদমী হেক্টরের পত্নী
 ছিল। এই কথা কহিয়া বীরবর হস্ত প্রসারণপূর্বক শিশু-সন্তানটিকে
 দাসীর ক্রোড় হইতে লইতে চাহিলেন, কিন্তু জ্ঞানহীন শিশু কিরীটের
 বিদ্যুতাকৃতি উজ্জলতায় এবং তত্পরিস্থ অশ্বকেশরের লড়নে ডরাইয়া
 ধাত্রীর বক্ষনীড়ে আশ্রয় লইল। বীরবর সহাস্র বদনে মস্তক হইতে
 কিরীট খুলিয়া ভূতলে রাখিলেন, এবং প্রিয়তম সন্তানের মুখচুম্বন করিয়া
 কহিলেন, হে জগদীশ! এ শিশুটিকে ইহার পিতা অপেক্ষাও বীর্য্যবন্তর
 কর। এই কথা কহিয়া দাসীর হস্তে শিশুকে পুনরর্পণ করিয়া শিরোদেশে
 কিরীট পুনরায় দিয়া যুদ্ধক্ষেত্রাভিমুখে যাত্রার্থে প্রেয়সীর নিকট বিদায়
 লইলেন। সুন্দরী রাজ-অট্টালিকাভিমুখে চলিলেন বটে; কিন্তু মুহূর্হ
 পশ্চাৎভাগে চাহিয়া প্রিয়পতির প্রতি সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করতঃ
 মেদিনীকে অশ্রুবারিধারায় আর্দ্র করিতে লাগিলেন।

এ দিকে সুন্দর বীর স্কন্দর দেদীপ্যমান অস্ত্রালঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া, যেমন বন্ধন-রজ্জুমুক্ত অশ্ব গভীর হেয়ারব করিয়া উচ্চপুচ্ছে মন্দুরা হইতে বহির্গত হয়, সেইরূপ নগরতোরণ হইতে বাহিরিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ*

[হেক্টর এবং সুন্দর বীর স্কন্দর রণভূমে ফিরিয়া আইলে ট্রয়দলের মহানন্দ জন্মিল। পরে হেক্টর গ্রীকদলস্ব বীরদিগকে দ্বন্দ্বযুদ্ধার্থে আহ্বান করিলে আয়াসনামক এক দেবাস্ত্রজ বীরবর তাহার সহিত ঘোরতর রণ করিলেক, কিন্তু কাহারও পরাজয় হইল না, উভয় দলের অনেক সৈন্য বিনষ্ট হইলে পরে সন্ধি করিয়া উভয় সৈন্য স্ব স্ব শব্দ শোকবিগলিত নয়নাসারে ধৌত করিয়া ক্ষুদ্র হৃদয়ে সর্বত্রাসী বৈদ্বানরকে বলিস্বরূপ প্রদান করিল। গ্রীকেরা শিবির সম্মুখে এক প্রাচীর রচিত করিয়া তৎসন্নিধানে এক গভীর পরিখা খনন করিল।]

রজনীযোগে লেম্নস্ দ্বীপ হইতে তত্রস্থ লোকপাল ঈশনপুল উনীয়স্-প্রেরিত এক সুরাপূর্ণ পোত শিবিরসন্নিধানে সাগরতীরে আসিয়া উতরিলে, গ্রীকযোধেরা কেহ বা পিতল, কেহ বা উজ্জ্বল লৌহ, কেহ বা পশুচর্ম, কেহ বা বৃষভ, কেহ বা রণবন্দী, এই সকলের বিনিময়ে সুরা ক্রয় করিয়া সকলে আনন্দে পান করিতে লাগিল। ট্রয় নগরেও এইরূপ আনন্দোৎসব হইল। পরে দীর্ঘকালী অশ্বদমী ট্রয়স্থ যোধসকল যে যাহার স্থানে বিশ্রাম লাভ করিতে লাগিল। দেবকুলপতির ইচ্ছামত আকাশ-মণ্ডল সমস্ত রাত্রি উজ্জ্বল হইয়া অশনিস্বনে চারি দিক্ প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল।

রজনী প্রভাতা হইলে উষাদেবী পূর্বাশা হইতে ভগবতী বসুমতীর বরাঙ্গ যেন কুসুমময় পরিধানে পরিহিত করিলেন। অমরাবতীতে দেবসভা হইল। দেবকুলনাথ গভীর স্বরে কহিতে লাগিলেন, হে দেবদেবীবৃন্দ! তোমরা আমার দিকে মনোভিনিবেশ কর। আমার এ ইচ্ছা যে, কি দেবী কি দেব কেহই কি গ্রীক কি ট্রয় সৈন্যদলের এ রণক্রিয়ায় কোন সাহায্য না করেন। যিনি আমার এ আঙ্গা অবজ্ঞা করিবেন, আমি তাঁহাকে বিস্তর শাস্তি দিব, আর তাঁহাকে এ আলোকময়

* এ স্থলে ৭৮ পাতা হারাইয়া গিয়াছে, এক্ষণে সময়াভাবে গ্রন্থকার পুনরায় লিখিতে সমর্থ হইলেন না।

স্বর্গ হইতে তিমিরময় পাতালে আবদ্ধ করিয়া রাখিব, যদি তোমাদের মধ্যে কেহ আমার রণপরাক্রমের পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা কর, তবে আইস, এক সুবর্ণ-শৃঙ্খল ত্রিদিবে উদ্ধতন করিয়া তোমরা ত্রিদিবনিবাসী সকল এক দিক্ ধরিয়া আকর্ষণ করিয়া দেখ, তোমাদিগের সর্বপ্রধান জ্যাস্কে স্থলযুক্ত করিতে পারক হও কি না। কিন্তু আমি মনে করিলে তোমাদিগকে সসাগরা সঙ্গীপা বসুমতীর সহিত উচ্ছে তুলিতে পারি। অতএব আমি তোমাদের মধ্যে বলজ্যেষ্ঠ। অশ্রাশ্র দেবদেবীনিকর দেবেশ্বরের এই গভীর বাক্য সসন্ত্রমে শ্রবণ করিয়া নীরবে রহিলেন। সুনীলকমলাক্ষী দেবী আথেনী কহিলেন, হে দেবপিতঃ! হে পুরুষোত্তম! আমরা বিলক্ষণ জানি, যে তুমি পরাক্রমে ছর্ব্বার। কিন্তু গ্রীকৃদলের ছুখে আমার অন্তঃকরণ সদা চঞ্চল। তথাপি তোমার এ আজ্ঞা অবজ্ঞা করিতে কোন মতেই সাহস করিব না। রণকার্যে হস্ত নিক্ষেপ করিব না। কিন্তু এই মিনতি করি, যে তাহাদিগকে হিতকর পরামর্শ দিতে আপনি আমাকে অনুমতি দেন। মেঘ-বাহনং সহাস বদনে উত্তর করিলেন, হে প্রিয় ছুহিতে! তোমার এ মনোরথ সুসিদ্ধ কর, তাহাতে আমার কোন বাধা নাই।

এই কহিয়া দেবকুলপতি ব্যোমযানে আরোহণ করিলেন। এবং পিতলপদ, কুঞ্চিত-কাঞ্চন-কেশর-মণ্ডিত আশুগতি অশ্বসমূহে পৃথিবী ও তারাময় নভস্থলের মধ্য দিয়া অতিক্রমে উৎসময়ী বনচরযোনি ঈডানামক গিরিশিরে উত্তীর্ণ হইলেন। সে স্থলে গার্গর নামে দেবপতির এক সুরম্য উপবন ছিল। সেই স্থলে দেবনাথ ব্যোমযান মায়া-মেঘে আবৃত করিয়া আপনি আসীন হইয়া রণক্ষেত্রের প্রতি দৃষ্টি করিতে লাগিলেন।

বিভাবরী প্রভাতা হইলে দীর্ঘকেশী গ্রীকৃগণ স্ব স্ব শিবিরে প্রাতঃক্রিয়াদি সমাধা করিয়া ভোজনান্তে রণসজ্জা গ্রহণ করিলেন। ও দিকে ট্রয় নগরের রাজতোরণ উদ্ঘাটিত হইলে, রণব্যগ্র রথারূঢ় পদাতিকগণ ছহুঙ্কারে বহির্গত হইল। দুই সৈন্য পরস্পর নিকটবর্তী হইলে ফলকে ফলকাঘাতে কুন্তে কুস্তাঘাতে ভৈরবারব উদ্ভবিত্তে লাগিল। কতক্ষণ পরে আর্দ্রনাদ ও প্রগল্ভতাসূচক নিনাদে চতুর্দিক্ পরিপূর্ণিত হইল। এবং ক্ষণমাত্রেই ভূতলে শোণিত-স্রোতঃ বহিতে লাগিল। এইরূপে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত মহাহব হইতে লাগিল।

রবিদেব আকাশমণ্ডলের মধ্যবর্তী হইলে দেবকুলপতি সহসা

ঈড়াগিরিচূড়া হইতে ইরন্দস্রোতঃ বায়ুপথে মুহমূহ বিস্তৃত করিতে লাগিলেন। ও বজ্রগর্জনে জগজ্জনের হ্রংকম্প উপস্থিত হইল। পাণ্ডুগণ শঙ্কা গ্রীক্দিগকে সহসা আক্রমণ করিল। এমন কি রাজকুলচক্রবর্তী আগেমেমনাদি বীরকুলচূড়ামণিরাও বীরবীর্যে জলাঞ্জলি দিয়া শিবিরভিমুখে ধাবমান হইলেন। কেবল বৃদ্ধ রথী নেস্তর রথের অশ্ব সুন্দর বীর স্বন্দরনিক্শিপ্ত শরে গতিহীন হওয়াতে পলায়ন করিতে সক্ষম হইলেন না। দূরে সামর্থ্যশালী রথী হেক্টরের দ্রুত রথ সৈন্যদল হইতে সহসা বহির্গত হইয়া রণক্ষেত্রভিমুখে ধাইতেছে, এই দেখিয়া রণবিশারদ ছোমিদু বীরবর আদিস্যুসকে ভৈরবে সম্বোধিয়া কহিতে লাগিলেন, কি সর্বনাশ! হে বীরকেশরী, তুমিও কি এক জন ভীকু জনের শ্যায় পলায়নপরায়ণ হইলে। ঐ দেখ, কৃতান্তরূপে অরিন্দম হেক্টর এ দিকে আসিতেছে, আইস, আমরা এ বৃদ্ধ বীরকে আপনাদের বক্ষরূপ ফলকে আশ্রয় দিয়া এ বিপদ-স্রোত হইতে রক্ষা করি।

বীরবরের এই বাক্য ভয়ঙ্কর কোলাহলে প্রলীন হওয়াতে বীরপ্রবর আদিস্যুসের কর্ণগোচর হইতে পারিল না। বীরপ্রবীর শিবিরভিমুখে চলিতে লাগিলেন। এই দেখিয়া রণতুর্মদ ছোমিদু বৃদ্ধ বীর নেস্তরের রথাগ্রে উগ্রভাবে গিয়া দাঁড়াইলেন এবং কহিলেন, হে নেস্তর, তোমার বাহুযুগলে কি আর যুবজনের বল আছে, যে তুমি ঐ আগন্তক রিপুকুলকৃতান্তকে দেখিয়া এখানে রহিয়াছ, তুমি শীঘ্র আমার রথে আরোহণ কর।

বৃদ্ধ বীরবর আপন রথ রণতুর্মদ ছোমিদের সারথি দ্বারা সসারথি করিয়া ছোমিদের রথে আরোহণপূর্বক রশ্মি গ্রহণ করিয়া স্বয়ং সে বীরবরের সারথ্যক্রিয়া নিৰ্বাহ করিতে লাগিলেন। রথ অতি শীঘ্র বীরকেশরী হেক্টরের রথের নিকট উপস্থিত হইল, এবং রণতুর্মদ ছোমিদু কৃতান্তদণ্ডস্বরূপ দণ্ডাঘাতে ট্রয়রাজকুলের নিত্য ভরসাস্বরূপ ভাস্বর-কিরীটী হেক্টরের সারথিকে মরণপথের পথিক করিলেন। অতিদ্রুত আর এক জন সারথি রাজকুমারের রথারোহণ করিলে, বীরকেশরী ক্ষুণ্ণ ও রোষান্বিত চিত্তে জলদপ্রতিম-স্বনে ঘোরনাদ করিয়া উঠিলেন। এবং তদুপে কুলিশনিক্শেপী কুলিশী বজ্রাঘাতে রণকোবিদ ছোমিদের অশ্বদলকে ভয়াতুর করিলেন। আশুগতি অশ্বদল সভয়ে ভূতলশায়ী হইল। এবং মহাতন্বে বৃদ্ধ সারথিবর এতাদৃশ বিহ্বলচিত্ত হইলেন, যে অশ্বরশ্মি তাঁহার হস্ত হইতে

চ্যুত হইল। তখন তিনি গদগদ বচনে কহিলেন, হে ছোমিদ! তুমি কি দেখিতে পাইতেছ না, যে বিশ্বপিতা দেবেন্দ্র ঐ দুর্দ্ধর্ষ ধর্মীকে অল্প সময়ে ছুনিবার করিতে অতীব ইচ্ছুক। অতএব ইহার সহিত এ সময়ে রণরঙ্গে প্রবৃত্তি মতিচ্ছন্ন মাত্র। ছোমিদ কহিলেন, হে তাত, এ সত্য কথা বটে; কিন্তু পলায়ন সাধন দ্বারা এ দুঃস্থ হেক্টরের আত্ম-প্লাঘা বৃদ্ধি করা কোন মতেই আমার মনোনীত নহে। বৃদ্ধবর উত্তর করিলেন, হে ছোমিদ! তোমার এ কি কথা! তোমার পরাক্রম পরকূলে সর্ববিদিত; যতপি হেক্টর তোমাকে ভীরা ভাবিয়া হয়ে জ্ঞান করে, তবে ট্রয় নগরে তোমার হস্তে বীরবৃন্দের বিধবা গৃহিণীদলকে দেখিলে তাহার সে ভ্রান্তি দূরীভূত হইবে।

এই কহিয়া বৃদ্ধ রথী শিবিরান্তিমুখে রথ পরিচালিত করিতে লাগিলেন। হেক্টর গম্ভীর নিনাদে কহিলেন, হে ছোমিদ! তুমি কি এক জন ভীরা কুলবালার ছায় বীরব্রতে ব্রতী হইতে চাহ না? হে বলীজ্যেষ্ঠ! এই কি তোমার রণব্রতের প্রতিষ্ঠা! বীরবরের এই কথা শুনিয়া রণতুর্মদ ছোমিদ রণেচ্ছুক হইয়া ফিরিতে চাহিলেন; কিন্তু ঘন ঘনঘটার গর্জনে এবং সৌদামিনীর অবিরত স্মরণে ভীত হইয়া সে আশা পরিত্যাগ করিলেন। বীরেশ্বর হেক্টর উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, হে ট্রয়স্থ বীরবৃন্দ! আইস! আমরা অসাহসে গ্রীকৃদলের রচিত প্রাচীর আক্রমণ করি, আর মুঢ়দিগকে দেখাই, যে আমাদের ছুনিবার্য্য বীরবীর্য্য ওরূপ অবরোধে রুদ্ধ হইবার নহে, আর আমাদের বায়ুপদ অশ্বাবলী ওরূপ পরিখা অতি সহজে লক্ষ্য দিয়া উল্লঙ্ঘন করিতে পারে। চল, আমরা ত্বরায় যাই। আমার বড় ইচ্ছা যে ঐ স্বর্ণকলক, বাহার খ্যাতি জগজ্জনবিদিতা, তাহা কাড়িয়া লই; ও রণতুর্মদ ছোমিদের বিশ্বকর্ম্মার বিনির্ম্মিত কবচও অঙ্গিসাৎ করি। হেক্টরের এই প্রলম্ব বাক্যে ভগবতী হীরী সরোষে যেন সিংহাসনোপরি কম্পমানা হইয়া উঠিলেন। মহাগিরি অলিম্পুসও সে আকস্মিক চালনায় থর থর করিয়া অধীর হইয়া উঠিল। দেবরাণী সক্রোধে নীরেশ পশ্বেদনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে মহাকায় ভূকম্পকারী জলদলপতি! গ্রীকৃদলের এ অবস্থা দেখিয়া তোমার কি দয়ার লেশমাত্র হয় না। জলরাজ বরুণ উত্তর করিলেন, হে কর্কশভাষিণী হীরী! তুমি ও কি কহিলে! আমি কি দেবকুলেশ্বরের সহিত বন্দ করিতে সক্ষম?

দেবদেবীতে এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে ট্রয়দলস্থ অশ্বাবলী ও ফলকধারীদলে সেনানী স্কন্দরূপী অরিন্দম হেক্টর প্রাচীররূপ অবরোধ ভেদ করিয়া গ্রীকসৈন্যের শিবিরাবলীতে ও তন্নিকটস্থ সাগরযান-সমূহে হুহুকার নিনাদে অগ্নি প্রদান করিতে উদ্যত হইলেন। এ দুর্ঘটনা দেখিয়া গ্রীকদলহিতৈষিণী বিশালনয়নী দেবী হীরী রাজচক্রবর্তী আগেমেমননের হৃদয়ে সহসা সাহসাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া দিলেন। সৈন্যাধ্যক্ষ মহোদয় এক পোতের উচ্চ চূড়ায় দাঁড়াইয়া গম্ভীর স্বরে কহিতে লাগিলেন, হে গ্রীক যোধদল! এ কি লজ্জার বিষয়! তোমাদের বীরতা কি কেবল তোমাদের মধ্যেই দেদীপ্যমান। তোমরা কি হেক্টরকে একলা দেখিয়া, রণপরাজুখ হইতে চাহ। হে প্রজাপতি দেবকুলেন্দ্র! আপনার চিরসেবায় কি আমার এই ফল লাভ হইল। এরূপ লজ্জারূপ তিমিরে কোন দেশে কোন রাজার কোন কালে গৌরবরবি ম্লান হইয়াছে। হে পিতা! তুমি অত এ সেনাকে এ বিষম বিপদ হইতে মুক্ত কর! রাজচক্রবর্তীর এতাদৃশ করুণারসাম্বিত স্তুতিবাক্যে দেবকুলপতির হৃদয়ে করুণারসের সঞ্চার হইল। রাজহৃদয় শাস্তকরণ-বাসনায় দেবরাজ পক্ষিরাজ গরুড়কে একটা যুগশাবক ক্রম দ্বারা আক্রমণ করাইয়া খমুখে উড়াইলেন। এই সুলক্ষণ লক্ষ্য করিয়া গ্রীকযোধসকল বীরপরাক্রমে হুহুকার ধ্বনি করতঃ আক্রমিত রিপুদলের সহিত যুদ্ধিতে আরম্ভ করিলেন। উভয় দলের অনেকানেক বীর পুরুষ সমরশায়ী হইল। ভাস্বরকিরীটী বীরেশ্বরের বাহুবলে গ্রীকসৈন্যমণ্ডলী চতুর্দিকে লণ্ডভণ্ড হইতে লাগিল। বীরকেশরী সর্বভূকের শ্যায় সর্বব্যাপী হইলেন।

শ্বেতভূজা দেবী হীরী প্রিয়পঙ্কের এ দুর্গতিতে নিতান্ত কাতরা হইয়া দেবী আথেনীকে কহিতে লাগিলেন, হে সখি! হে দেবকুলেন্দ্রহৃদে! আমরা কি গ্রীকদলকে এ বিপজ্জ্বাল হইতে মুক্ত করিতে যথার্থই অশক্ত হইলাম। ঐ দেখ, রিপুকুলাস্ত দুর্দাস্ত হেক্টর এক শরে অত গ্রীকদলের সর্বনাশ করিল। দেবী আথেনী উত্তরিলেন, এ ত বড় আশ্চর্য্যের বিষয়, যতপি আমার পিতা দেবপতি ও ছরাত্মার সহায় না হইতেন, তবে ও এতক্ষণ কোথায় থাকিত! কিন্তু আইস! তোমার রথে তোমার বায়ুগতি অশ্ব যোজনা কর! আমি ক্ষণমধ্যে দেবধামে প্রবেশ করিয়া রণবেশ ধারণ করিয়া আসি। দেখি, রণক্ষেত্রে আমাকে দেখিয়া

ভাস্করকিরীটী প্রিয়াম্পুত্রের হৃদয়ে কি আনন্দভাবের আবির্ভাব হয়। ভগবতী হীরী মনোরঞ্জে ত্বরিতগতিতে আপন তুরদম-অঙ্গ রণপরিচ্ছদে আচ্ছাদিত করিলেন।

দেবী আধেনী আপন নিত্য অতীব মনোরম বসন পরিত্যাগ করিয়া কবচাদি রণভূষণে বিভূষিত হইয়া আগ্নেয় রথে আরোহণ করিলেন। যে ভীষণ শূল দ্বারা দেবী রোষপরবশা হইয়া মহা মহা অক্ষৌহিণীকে রণক্ষেত্রে এক মুহূর্ত্তে ক্ষত বিক্ষত করেন, সেই ভয়গর্ভ শূল দেবীর হস্তে শোভিতে লাগিল, শ্বেতভুজা দেবী হীরী সারথ্যকার্যে নিযুক্তা হইলেন। অমরাবতীর কনক-তোরণ আপনা আপনি সহজে খুলিল। নভোমণ্ডলে ভীষণ স্বনে ব্যোমযান ভূতলাভিমুখে ধাইতেছে এমন সময়ে ঈড়া নামক শৃঙ্গধরের তুঙ্গতম শৃঙ্গ হইতে মহাদেব দেবীদ্বয়কে দেখিয়া অতিরোষে গরুড়াতী দেবদুতী ঈরীষাকে কহিলেন, তুমি, হে হৈমবতী দেবদুতি! অতিশীঘ্র ঐ ছুটী ছুটী কলহপ্রিয়া দেবীকে অমরাবতীতে ফিরিয়া যাইতে কহ। নচেৎ আমি এই দণ্ডে প্রচণ্ড আঘাতে উহাদিগের রথ চূর্ণ করিয়া দিব! এবং বাজীত্রজকে খণ্ড করিয়া ফেলিব। দেবদুতী দেবাদেশে বাত্যাগতিতে চলিলেন। এবং দেবীদ্বয়কে অমরাবতীতে ফিরাইয়া দিলেন। কতক্ষণ পরে দেবকুলেন্দ্র আপন সুচক্র ও সুন্দর স্তম্ভনে অলিম্পুষের শিরস্থিত নিত্যানন্দ ভবনে পুনরাগমন করিলেন। এবং আপনার উগ্রচণ্ডা পত্নী দেবী হীরীকে কহিলেন, যত দিন পর্য্যন্ত রাজচক্রবর্তী আগমেম্বন বীরচক্রবর্তী আকিলীষের রোষাগ্নি নির্বাণ না করে, তত দিন ভাস্করকিরীটী হেক্টরের নাশক পরাক্রমে গ্রীকদলের এই অনির্বচনীয় দুর্ঘটনা ঘটবে। অমরাবতীতে এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে দিননাথ জলনাথের নীল জলে যেন নিমগ্ন হইয়া আপন কাঞ্চন কিরণজাল সংবরণ করিলেন। রজনী সমাগমে গ্রীকদল আনন্দসাগরে ভাসিলেন। কিন্তু ট্রয়স্থ বীরবরেরা অসম্ভুষ্টিচিত্তে রণকার্যে পরাভূত হইলেন। ভীমশূলপাণি হেক্টর উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, হে বীরবৃন্দ! ভাবিয়াছিলাম, যে অস্ত্র রণে গ্রীকদলের গৌরবরবিকে চির রাহগ্রাসে নিপতিত করিব; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বিরামদায়িনী নিশাদেবী, দেখ, আসিয়া উপস্থিত হইলেন; সুতরাং আমাদের এক্ষণে বিরামলাভেই প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। কিন্তু অস্ত্র এই স্থলেই আমাদের অবস্থিতি।

কেহ কেহ নগর হইতে সুখাচ্ছ পিষ্টকাদি দ্রব্য ও সুপেয় সুরাদি পানীয় দ্রব্য আনয়ন কর, এবং নগরবাসী জনগণকে সাবধানে রজনীযোগে নগর রক্ষার্থে কর, এবং বাজীরাজীর রথবন্ধন নিৰ্বন্ধন কর, এবং তাহাদিগের খাচ্ছ দ্রব্য সকল তাহাদিগকে প্রদান কর, দেখি, কোন গ্রীক্‌ষোধ আগামী কল্য আমাদিগের পরাক্রম হইতে নিষ্কৃতি পায়।

বীরবরের এই বাক্যে ট্রয়স্থ যোধনিকর মহানন্দে সিংহনাদ করিল। এবং তাঁহার বাক্যানুসারে কৰ্ম করিল। অগ্নিকুণ্ড জ্বলাইয়া রণীগণ রণসাজে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া রণভূমিতে বসিল, যেমন অভ্রশূণ্ড নভোমণ্ডলে নক্ষত্রমণ্ডলী নক্ষত্ররাজের চতুর্পার্শ্বে দেদীপ্যমান হওতঃ তুঙ্গশৃঙ্গ শৈলসকল ও দূরস্থিত বন উপবন আলোক বর্ষণে দৃশ্যমান করায়, এবং মেঘপালদলের আনন্দ উৎপাদন করে, সেইরূপ গ্রীক্‌শিবির ও স্বন্দসু নদস্রোতের মধ্যস্থলে ট্রয়দলস্থ অগ্নিকুণ্ডসমূহ শোভিতে লাগিল। এক সহস্র অগ্নিকুণ্ড জ্বলিল। প্রতি কুণ্ডের চতুর্পার্শ্বে পঞ্চাশৎ রণবিশারদ রণী বিরাজ করিতে লাগিলেন। রণীযুধের সন্নিধানে অশ্বাবলী ধবল যব ভক্ষণ করিতে লাগিল, এইরূপে সকলে কনক-সিংহাসনাসীনা উষার অপেক্ষায় সে রণক্ষেত্রে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

রাজকুলেন্দ্র বৃদ্ধ প্রিয়াম্বন্দন অরিন্দম হেক্টর এইরূপ স্বদলবলে রণক্ষেত্রে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। গ্রীক্‌শিবিরে এক মহাতঙ্ক উপস্থিত হইল। অনেকানেক বলীগণ সভয়ে পলায়ন-তৎপর হইল। সৈন্তের এরূপ সাহসশূণ্যতায় নেতা মহোদয়েরা ব্যাকুলচিত্ত হইয়া উঠিলেন। যেমন ছই বিপরীত কোণ হইতে বেগবান্ বায়ু বহিতে আরম্ভ করিলে মকর ও মীনাকর সাগরে জলরাশি অশান্তভাবে স্কুরিতে থাকে, গ্রীক্‌ সেনাপতিদলের মনও সেইরূপ বিকল ও বিহ্বল হইয়া উঠিল।

রাজচক্রবর্তী আগেমেম্বনন্ অতীব ব্যথিত হৃদয়ে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এবং রাজবন্দীবৃন্দকে অতি যত্নস্বরে নেতৃবৃন্দকে সভামণ্ডপে আহ্বান করিতে আজ্ঞা করিলেন। সভা হইল, রাজচক্রবর্তী জলপূর্ণ প্রস্রবণের দ্বারা অনর্গল অশ্রুবিন্দু নিপাত ও দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ

করুণ: কহিলেন, হে বাহুবল, হে গ্রীককুলনাশক, হে অধিপতিগণ! দেখ, নির্দয় দেবকুলপিতা অত্যাচার আমাকে কি বিপজ্জালে পরিবেষ্টিত করিয়াছেন। যাত্রাকালে তিনি আমাকে যে আশা ভরসা দিয়াছিলেন, তাহা ফলবতী করিতে, বোধ হয়, তিনি নিতান্ত অনিচ্ছুক। হায়! আমরা কেবল বিফলে বহু প্রাণ হারাইবার জন্ত এ কুদেশে কুলগ্নে আসিয়াছিলাম। এক্ষণে চল, আমরা দূর জন্ম-ভূমিতে ফিরিয়া যাই! এ মহানগর দ্রুত পরাভূত করা আমাদের ভাগ্যে নাই। রাজচক্রবর্তীর এই বাক্যে গ্রীকদল স্বশোকে যেন অবাক হইয়া রহিল। কতক্ষণ পরে রণতুর্মদ ছোমিদ উঠিয়া কহিতে লাগিলেন, হে রাজচক্রবর্তী সৈন্যাধ্যক্ষ মহোদয়! আমি যাহা কহিতে বাঞ্ছা করি, সে লাঞ্ছনা-উক্তি আপনি বিরক্ত হইবেন না। দেবকুলপিতার ভয়ে আমরা সকলেই তোমার অধীন বটি; কিন্তু এরূপ পদপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির উপযুক্ত পরাক্রম তোমাতে নাই। তুমি এ কি কহিতেছ? বীরযোনি হেলাসের পুত্র গোত্র কি এতাদৃশ বীর্ঘ্যবিহীন, যে তাহারা স্বদেশে ফিরিয়া যাইবে। যদি তোমার এমত ইচ্ছা হয়, তবে তুমি প্রস্থান কর। তোমার ঐ পথ তোমার সম্মুখে প্রতিবন্ধকবিহীন। আর কেহই এরূপ করিতে বাসনা করে না। আর কেহই ত্রাসে পরবশ হইয়া এরূপ বাসনা করে না। রণবিশারদ ছোমিদের এ কথায় সকলে প্রশংসা করিলেন। বিজুবর নেস্তর কহিলেন, হে ছোমিদ! তুমি যথার্থ কহিয়াছ! এ দেশ পরিত্যাগ করা কোন মতেই যুক্তিসিদ্ধ নহে। কিন্তু এ স্থলে এ বিষয়ের আন্দোলন করাও অসুচিত, অতএব হে রাজচক্রবর্তী! তুমি প্রধান প্রধান নেতা মহোদয়গণকে আপন শিবিরে আহ্বান কর, এবং তদগ্রে কতিপয় রণকোবিদ বাহুবলশালী বীরদলকে পরিখার সন্নিকটে এ শিবিরের রক্ষা কার্যে প্রেরণ কর। বিজুবরের এ আজ্ঞা রাজা শিরোধার্য করিলেন। রাজশিবিরে প্রথমে লোকনাথ দলের পরিভোষার্থে উপাদেয় ভোজন পান সামগ্রী দাসদলে আনয়ন করাইলেন। ভোজন পানে ক্ষুধা ও তৃষ্ণা নিবারিত হইলে, বৃদ্ধ নেস্তর কহিতে লাগিলেন, হে রাজচক্রবর্তী! আমি যাহা কহিতেছি, আপনি তাহা বিশেষ মনোযোগ করিয়া শ্রবণ করুন। আমার বিবেচনায় বীরকেশরী আকিলীসের সহিত কলহ করা আপনার অতীব অশ্রায় হইয়াছে, কেন না, আপনি বিলক্ষণ জানিবেন যে, বীরকুলহর্যাকের বাহুবলস্বরূপ আত্মতা ব্যতীত এমন কোন

আবরণ নাই, যে তদ্বারা আপনি ঐ ভাস্কর-কিরীটী হেক্টরের নাশক
অস্ত্রাঘাত হইতে এ সৈন্যের রক্ষা করিতে পারেন। বিজ্ঞবরের এই কথায়
রাজচক্রবর্তী কহিলেন, হে ভগবন্! হে তাত! আপনি যাহা কহিতেছেন,
ভাষ্য স্বার্থ। কিন্তু আমি রোষ-পরবশ হইয়া যে তুষ্ক্য করিয়াছি, এই
তাহার সমুচিত দণ্ড বটে! এক্ষণে ভগ্ন শ্রীতি-শৃঙ্খল পুনর্বৃত্ত করিতে
আমি সেই অম্পৃষ্টা কুমারী ব্রীষীশা সুন্দরীর সহিত তাহাকে বিবিধ মহার্হ
ধন দিতে প্রস্তুত আছি, এমন কি, যতপি ভগবান্ দেবকুলপিতা আমাদিগকে
রূগজয়ী করেন, তাহা হইলে আমার রাজপুরে তিনটি পরম সুন্দরী
নন্দিনীর মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা করেন, তাহার সহিত বিনা পণে উহার
পরিণয়ক্রিয়া সমাধা করিব। আর যৌতুকরূপে জনসমাকীর্ণ সপ্তখানি
গ্রাম দিব। যে ব্যক্তি সাধনা করিলে বর্ষবর্তী না হয়, সকলে তাহাকে
ঘৃণা করে, এমন কি, কৃতান্ত দেব দেবকুলোদ্ভব হইয়াও এই দোষে নিখিল
জগন্মণ্ডলে ঘৃণাম্পদ হইয়াছেন। বীরকেশরীকে কহিও, যে এই সকল
দ্রব্যজাত গ্রহণ করিয়া সে আমার পুনরায় আজ্ঞাকারী হউক! আমি
এ সৈন্যদলের অধ্যক্ষ এবং বয়সেও তাহার জ্যেষ্ঠ!

রাজবাক্যে বিজ্ঞবর নেস্তর মহা সম্ভষ্ট হইয়া কহিলেন, হে রাজকুলপতি!
এই তোমার উপযুক্ত কৰ্ম্ম বটে! অতএব এই নেতৃদলের মধ্য হইতে
কতিপয় বিজ্ঞতম জনকে এ সুবার্তা বহনার্থে বীরকেশরীর শিবিরে প্রেরণ
কর। আমার বিবেচনায়, দেবপ্রিয় ফেনিক্স, মহেঘাস আয়াস ও অভিজ্ঞ
অদিস্যুসের সহিত হুয়াস ও উরুবাভীস্ দূতদ্বয়কে এ কার্য সাধনার্থে
প্রেরণ করিলে ভাল হয়। কিন্তু যাত্রাগ্রে শান্তিজল ইহাদের উপরি সেচন
কর, আর তোমরা সকলে মঙ্গলার্থে মলদাতা জ্যুসের সকাশে
প্রার্থনা কর।

পরে পঞ্চজন ধীরে ধীরে উচ্চ বীচিময় সাগরতটপথ দিয়া বীরকেশরী
আকিলীসের শিবিরাম্বিমুখে চলিলেন, এবং বসুধাপরিবেষ্টিত
জলদলপতিক্কে মঙ্গলার্থে স্তুতি করিতে লাগিলেন। বীরকেশরীর শিবির
সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে তিনি এক সুনিশ্চিত মধুরধ্বনি বীণা
সহকারে বীরকুলের কীর্ত্তি সংকীৰ্ত্তন করিয়া আপন চিত্তবিনোদন
করিতেছেন। সখা পাত্ৰরুস্ নীরবে সম্মুখে বসিয়া রহিয়াছেন। সর্বাগ্রে
দেবোপম অদিস্যুস্ শিবিরদ্বারে উপনীত হইলেন। বীরকেশরী পঞ্চ

জনের সহসা সন্দর্শনে চমৎকৃত হইয়া আসন পরিত্যাগ করতঃ তাহাদিগের হস্ত আপন হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিয়া কহিলেন, হে বীরেন্দ্রবর ! আসিতে আজ্ঞা হউক ! এই কহিয়া বীরকেশরী অতিথিবর্গকে সুন্দরাসনে বসাইলেন । এবং পাত্ৰরুসূকে কহিলেন, হে সখে ! তুমি উত্তম পাত্ৰ দ্বারা উত্তম সুরা শীঘ্র আনয়ন কর । কেন না, অত্র আমার এ বাসস্থলে আমার পরমপ্রিয় মহোদয়গণ শুভাগমন করিয়াছেন । বীর অতিথিবর্গের আতিথ্য ক্রিয়া সুচারুরূপে সমাধা হইলে অদিশ্যসু কহিতে লাগিলেন, হে দেবপুষ্ট ধর্মী, আমরা যে কি হেতু তোমার এ শিবিরে আগমন করিয়াছি, তাহার কারণ শ্রবণ কর । আমাদের জীবন মরণ অধুনা তোমারি হস্তে । কেন না, এ দলের সঙ্কটকারী-হেক্টর স্বলে আমাদের শিবির-সম্মিকটে অবস্থিতি করিতেছে, এবং তাহার এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা যে, আমাদের পোত সকল ভস্মসাৎ করিয়া আমাদের যমালয়ে প্রেরণ করিবে । অতএব তুমি মনোনিকুন্তনকারী রোষ অন্ত করিয়া পুনরায় স্বকুন্তে আমাদের রক্ষা কর ।

রাজচক্রবর্তী আগেমেমননু তোমার সহিত সন্ধি করিতে অত্যন্ত ব্যগ্র । এবং তোমাকে কুশোদরী ত্রীমীশার সহিত বহুবিধ ধন দিতে প্রস্তুত । এবং তাহার তিন লাবণ্যবতী ছহিতার মধ্যে, যাহাকে তোমার ইচ্ছা, তাহার সহিত তোমার পরিণয় দিতে সম্মত আছেন, কিন্তু যত্বপি, হে রিপুসুদন, এ সকল বস্তু গ্রহণে তোমার রুচি না হয়, তথাচ রিপুপীড়িত গ্রীক্বোধ-দলের প্রতি তুমি দয়া কর । এবং তাহাদিগের প্রাণদানে তাহাদিগকে কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ কর । আর এই সুযোগে নিষ্ঠুর রিপু হেক্টরকেও ষোর রণে বিনষ্ট করিয়া অক্ষয় ষশঃ লাভ কর ।

বীরকেশরী আকিলীসু উত্তর করিলেন, হে অদিশ্যসু, আমি তোমাদিগের নিকট আমার মনের কথা মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করিব । সে কপট ব্যক্তি নরকঙ্কার তুল্য আমার নিকট স্থগিত ; যে তাহার মনঃভেদবাক্য রসনাকে কহিতে দেয় না । এরূপ ব্যক্তি নরাধম । রাজচক্রবর্তী আগেমেমননের সহিত আমার ভগ্ন প্রণয়শৃঙ্খল আর কোন মতেই শৃঙ্খল হইতে পারে না ।

দেখ ! যেমন বিহঙ্গী পক্ষবিহীন ও আত্মরক্ষাক্রম শিশু শাবকগুলির পালনার্থে বহুবিধ আয়াস সহ্য করিয়া বহুবিধ খাড়াব্য আনয়ন করে,

আপন জীবনাশায় জলাঞ্জলি দিয়া তাহাদিগের রক্ষণাবেক্ষণ করে, সেইরূপ আমি এ সেনার হিতার্থে কি না করিয়াছি; কত শত কৃতান্তসদৃশ রিপুকুলান্তক রিপুর সহিত ঘোরতর সমর করিয়াছি। কিন্তু ইহাতে আমার কি ফল লাভ হইয়াছে। তোমরা সকলে স্বস্থানে ফিরিয়া যাও। কল্য আমি সাগরপথে স্বজন্মভূমিতে ফিরিয়া যাইব।

বীরকেশরীর এই নিষ্ঠুর বাক্যে মুগ্ধচিত্ত হইয়া তাঁহাকে বিবিধ প্রবোধবাক্যে সাধিলেন। কিন্তু তাঁহাদিগের যত্ন অকর্মণ্য ও বিফল হইল। বীরকেশরী আকিলীসের হৃদয়কুণ্ডে প্রচণ্ড রোষাগ্নি পূর্ববৎ অলিত রহিল। দূত মহোদয়েরা বিষন্ন বদনে রাজশিবিরে প্রত্যাগমন করিলে রাজচক্রবর্তী জিজ্ঞাসা করিলেন, হে প্রশংসাভাজন অদিশ্যাস্! হে গ্রীকুলের গৌরব! কি সংবাদ। তোমরা কি কৃতকার্য হইয়াছ। অদিশ্যাস্ উত্তর করিলেন, মহারাজ! বীরকেশরী আকিলীস্ এ সেনার হিতার্থে রণ করিতে নিতান্ত অনভিলাষুক। কল্য প্রত্যুষে তিনি সাগরপথে স্বদেশে ফিরিয়া যাইবেন। এ কুসংবাদে রাজচক্রবর্তীকে নিতান্ত কাতর ও উন্মনা দেখিয়া রণতুর্মদ ছোমিদু কহিলেন, মহারাজ, এ ছরস্তু প্রগল্ভী মুঢ়ের নিকট আপনার দূত প্রেরণ করা অতীব আশ্চর্য্য হইয়াছে। কেন না, আপনার বিনীতভাবে তাহার আত্মপ্লাঘা শত গুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহার যাহা ইচ্ছা, সে তাহাই করুক। হয় ত, কালে দেবতা তাহাকে রণোৎসুক করিবেন। এক্ষণে আমাদের সকলের বিশ্রাম লাভ করা আবশ্যিক। প্রত্যুষে হৈমবতী উষা সন্দর্শন দিলে তুমি আপনি পদাতিক ও বাজীরাজী ও রথগ্রামে পরিবেষ্টিত হইয়া সমরক্ষেত্রে বীরবীর্য্যে কার্য্য সমাধা কর। দেখ, ভাগ্যদেবী কি করেন। রণবিশারদ ছোমিদের এতাদৃশী মন্ত্রণা নেতৃগোত্রে প্রশংসনীয় হইল। পরে সকলে গাত্রোথান করতঃ যে যাহার শিবিরে বিরাম লাভার্থে গমন করিলেন।

অগ্ন্যাশ্রয় নেতৃবৃন্দ স্ব স্ব শিবিরে স্বচ্ছন্দে নিদ্রাদেবীর উৎসর্গ প্রদেশে বিরাম লাভ করিতে লাগিলেন। কিন্তু বিরামদায়িনী রাজচক্রবর্তী আগমেম্মনের শিবিরে যেন অভিমানে প্রবেশ করিলেন না, সুতরাং লোকপাল মহোদয় দেবীপ্রসাদে বঞ্চিত হইলেন। যেমন, সুকেশা দেবী হীরীর প্রাণেশ দেবকুলপতি যৎকালে আসার, কি শিলা, কি তুষার-বর্ষণেচ্ছুক হন, বাত্যারম্ভে আকাশমণ্ডল এক প্রকার ভৈরব রবে পরিপূর্ণ

হয়, অথবা যেমন, কোন দেশে রণরূপ রাক্ষস নরকুলের গ্রাসাভিপ্রায়ে আপন বিকট মুখ ব্যাদান করিবার অগ্রে এক প্রকার ভয়াবহ শব্দ সে দেশে সঞ্চারিত হয়, সেইরূপ রাজ-শয়নাগার মহারাজের হাহাকারপূর্বক আর্তনাদে ও দীর্ঘনিশ্বাসে পুরিয়া উঠিল। যত বার তিনি রণক্ষেত্রবর্তী বিপক্ষ পক্ষের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, অগ্নিকুণ্ডমণ্ডলীর একত্র সংগৃহীত অংশুরাশি দর্শনে তাঁহার দর্শনেন্দ্রিয় অন্ধ হইয়া উঠিল। অনিলানীত মুরলী ও বেণু প্রভৃতি অগ্ন্যাগ্ন্য বিবিধ সঙ্গীতযন্ত্রের সুমধুর বিস্তৃত তানলয়ে মিশ্রিত কোলাহল ধ্বনিতে শ্রবণালয় যেন অবরুদ্ধ হইয়া উঠিল। যত বার তিনি স্বসৈন্যের প্রতি দৃষ্টি পরিচালনা করিলেন, তাহাদিগের নিরানন্দ অবস্থায় তিনি আক্ষেপ ও রোষে কেশ ছিঁড়িতে লাগিলেন। কতক্ষণ পরে যে শয়্যাক্ষেত্র ছূর্তাবনারূপ কৃষীবল তীক্ষ্ণ কণ্টকময় করিয়াছিল, সে শয়্যা পরিত্যাগ করিয়া মহারাজ গাত্রোথান করিলেন।

প্রথমে বন্ধদেশ সুবর্ণকবচে আবৃত করিলেন। পরে পদযুগে সুন্দর পাছুকাষয় বাঁধিলেন। এবং পৃষ্ঠদেশে এক প্রশস্ত পিঙ্গলবর্ণ সিংহচর্ম ধারণ করিয়া দক্ষিণ হস্তে স্বীয় সুদীর্ঘ শূল লইলেন। স্কন্দপ্রিয় বীরকেশরী মানিল্যুসও স্বশিবিরে সৈন্যের তুর্দশাজনিত ব্যাকুলতায় নিদ্রা পরিহরণ করিয়া শয়্যা ত্যাগ করিলেন, এবং রণের বেশ বিদ্যাস করিয়া স্বীয় রাজভ্রাতার শিবিরান্তিমুখে যাত্রা করিতেছেন, এমত সময়ে পশ্চিমধ্যে রথীভ্রমের সমাগমন হইল। কনিষ্ঠ কহিলেন, হে বন্দনীয়! আপনি কি নিমিত্ত এ সময়ে এ পরিচ্ছদে শয়্যা পরিত্যাগ করিয়াছেন, আপনার কি এই ইচ্ছা যে, রিপুদলে কোন গুণ্ডচরকে গুণ্ডভাবে প্রেরণ করেন! এ ঘোর তিমিরময় রজনীযোগে এ অসাধ্য অভীষ্ট সিদ্ধি করিতে কাহার সাধ্য হইবে।

রাজচক্রবর্তী উত্তর করিলেন, হে ভ্রাতঃ! আমি সুমন্ত্রণার্থে বিজ্ঞবর তাত নেস্তরের শিবিরে যাত্রা করিতেছি। আমার বিলক্ষণ বোধ হইতেছে যে, দেবকুলপতি প্রিয়াম্বনন্দন অরিন্দম হেক্টরের নিতান্ত পক্ষ হইয়াছেন। নতুবা কোন একেশ্বর নরঘোনি বলী এরূপ অদ্ভুত কর্ম করিতে পারে? মমে করিয়া দেখ, গত দিবসে এ তুর্দান্ত অশাস্ত ব্যক্তি কি না করিয়াছিল। গ্রীকসেনার স্মৃতিপথ হইতে ইহার অদ্বিতীয় পরাক্রমের উদ্ভাপ কি শীঘ্র দূরীকৃত হইবে। হে দেবপুত্র ভ্রাতঃ! রিপুকুলত্রাস আয়াস ও অগ্ন্যাগ্ন্য

সুপ্তজনকে গিয়া ডাকিয়া আন। আমি বিজ্ঞবর তাত নেশুরের সন্নিকটে যাই। মহারাজ এইরূপে প্রিয় ভ্রাতার নিকট বিদায় লইয়া বিজ্ঞবর নেশুরের শিবিরে প্রবেশপূর্বক দেখিলেন, প্রাচীন রণসিংহ কোমল শয্যাশায়ী হইয়া রহিয়াছেন। একখানি ফলক দুইটা শূল এবং ভাস্বর শিরক, এই সকল বিচিত্র পরিচ্ছদ নিকটে শোভিতেছে। মহারাজের পদধ্বনিতে নিদ্রা ভঙ্গ হইলে, বৃদ্ধ যোধপতি কহিলেন, তুমি, এ ঘোর অন্ধকার রাত্তিকালে নিদ্রা পরিহার করিয়া, আমার এ শয়নমন্দিরে সহসা উপস্থিত হইলে কেন। কারণ কহ। নতুবা নীরবে আমার নিকটবর্তী হইলে তোমার, আর নিস্তার থাকিবে না, তুমি কি চাহ। দেখ, যদি স্বরসংযোগে তোমাকে চিনিতে পারি। মহারাজ উত্তর করিলেন, হে তাত! হে গ্রীকবংশের অবতংস! আমি সেই হতভাগা আগেমেমন্ন! যাহাকে দেবরাজ ছুস্তর বিপদর্শবে মগ্ন করিয়াছেন। এ ছুরবস্থা হইতে যে আমি কি প্রকারে নিষ্কৃতি পাই, এই সম্পর্কে তোমার পরামর্শাভিলাষে এক্রপ স্থানে আসিয়াছি। আমি দুর্ভাবনায় একেবারে যেন জীবন্মৃত ও হতজ্ঞান। হে তাত! দেখ, রণদুর্বার হেক্টর স্ববলে আমাদের শিবিরদ্বারে থানা দিয়া রহিয়াছে। কে জানে, তাহার কৌশলে অত্ন নিশাকালে আমার কি অনিষ্ট ঘটে। বিজ্ঞবর সন্নেহ বচনে কহিলেন, বৎস! আগেমেমন্ন! আমার বিবেচনায় ত্রিদশাধিপতি হেক্টরকে এত দূর আমাদের অপকার করিতে দিবেন না। কিন্তু চল, আমরা উভয়ে অগ্ন্যান্ত নেতৃবৃন্দের সহিত এ বিষয়ের পরামর্শ করিগে। আমরা যে বিষম বিপজ্জালে বেষ্টিত, তাহার কোনই সন্দেহ নাই। এই কহিয়া বৃদ্ধবর আন্তে ব্যস্তে রণশস্ত্র ধারণ করিয়া রাজচক্রবর্তীর সহিত দেবোপম জ্ঞানী অদিশ্যাসের শিবিরে গমন করিলেন। অদিশ্যাস্ অতিশীঘ্র বীরদ্বয়ের আহ্বানে শিবিরের বহির্গত হইলেন। পরে তিন জনে একত্রে রণদুর্মদ ছোমিদের শিবির-সন্নিকটে দেখিলেন যে, বীরকেশরী রণসজ্জায় নিদ্রা যাইতেছেন। তাঁহার চতুর্পার্শ্বে শূলীদলের চ্যুত শূলাগ্র বিছাতের গায় চক্‌মক্ করিতেছে! প্রাচীন রণসিংহ পদস্পর্শনে সুপ্ত রথীর নিদ্রাভঙ্গ করিয়া কহিলেন, হে ছোমিদ! এ কাল নিশাকালে কি তোমার সদৃশ বীর পুরুষের এক্রপ শয়ন উচিত। রণবিশারদ ছোমিদ চকিত হইয়া গাত্রোখান করিয়া কহিলেন, হে বৃদ্ধ! তোমার সদৃশ ক্রান্তিশূণ্য জন কি

আর আছে! এ সৈন্যে কি কোন যুবক পুরুষ নাই, যে সে তোমাকে বিরাম সাধনে অবকাশ দান করে। এই কহিয়া চারি জন প্রহরীদিগের দিকে চলিলেন। যেমন বহু পশুময় বনের নিকটে মাংসাহারী পশুগণের দুরস্থিত ঘোর নিনাদ শ্রবণে সতর্ক হইয়া মেষপালদলেরা স্ব স্ব মেষপালের রক্ষার্থে বিরামদায়িনী নিজায় জলাঞ্জলি দিয়া অস্ত্র হস্তে জাগিয়া থাকে, বীরবরেরা দেখিলেন, যে প্রহরীদল অবিকল সেইরূপ রহিয়াছে। বৃদ্ধবর সন্তোষোক্তি ও সাহসোত্তেজক বচনে কহিলেন, হে বৎসদল! প্রহরী-কার্য্য সমাধা করিতে হইলে বীর বীর্য্যশালী জনগণের এইরূপই উচিত। অতএব তোমরাই ধন্য! এই কহিয়া বীরবরেরা পরিখা পার হইয়া এক শবশূণ্ড স্থলে বসিয়া নিভূতে নানা উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন।

বিজ্ঞবর নেস্তুর কহিলেন, আমাদের মধ্যে এমত সাহসিক ব্যক্তি কে আছে, যে সে গুপ্তচর-কার্য্যে কৃতকার্য্য হইতে পারে। রণবিশারদ ছোমিদু কহিলেন, আমার সাহসপূর্ণ হৃদয় এ কঠিন কর্ম্ম আমাকে উৎসাহ প্রদান করে, তবে যদি আমি কোন একজন সঙ্গী পাই, তাহা হইলে, মনোরঞ্জের আরও বৃদ্ধি হয়। বীরবরের এই কথা শুনিয়া অনেকেই তাঁহার সঙ্গে যাইবার প্রসঙ্গ করিলেন, কিন্তু তিনি কেবল বিবিধ কৌশলী অদিশ্যাসূকে সহচর করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। বীরদ্বয় ছদ্মবেশ ধরিলেন। এবং অতি তীক্ষ্ণ অস্ত্র সকল দেহাচ্ছাদন-বস্ত্রে গোপনে সঙ্গে লইলেন। উভয়ে যাত্রা করিতেছেন, এমত সময়ে দেবী আথেনী বায়ুপথে একটী বক পক্ষী উড়াইলেন। সূত্রাং ঘোর তিমিরযোগে বীরযুগল সেই শুভ শকুন দেখিতে পাইলেন না। তথাচ পক্ষপরিচালনার শব্দে দেবীদত্ত সুলক্ষণ তাঁহাদিগের বোধগম্য হইল। মহাদেবীর বিবিধ স্তুতি করণাস্ত্রে সিংহদ্বয় সে ঘোর অন্ধকারময় রজনীযোগে শবরাশি, ভগ্ন অস্ত্রস্তুপ ও কৃষ্ণবর্ণ শোণিতস্রোতের মধ্য দিয়া নির্ভয় হৃদয়ে রিপুদলাভিমুখে নীরবে চলিলেন।

কতক্ষণ পরে দেবাকৃতি অদিশ্যাসূ কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া সহচরকে অতি যুৎসরে কহিলেন, সখে ছোমিদু! বোধ হয়, যেন কোন একজন অরিপক্ষের শিবিরদেশ হইতে এ দিকে আসিতেছে। আমি এক আগন্তুক জনের পদধ্বনি শুনিতে পাইতেছি। কিন্তু এ কি কোন গুপ্তচর, না তক্ষর যুতদেহ হইতে বস্ত্রাদি চুরি করণাভিলাষে আসিতেছে, এ নির্ণয় করা ত্বকর। আইস! আমরা উহাকে আমাদেরিগের শিবিরভিমুখে যাইতে

দি। পরে পশ্চাৎগ হইতে উহার পলায়নের পথ রুদ্ধ অতি সহজ হইবে। এই কহিয়া বীরহয় যুতদেহপুঞ্জমধ্যে ভূতলশায়ী হইলেন। অভাগা আগন্তুক জন অকুতোভয়ে ও দ্রুতগমনে গ্রীক শিবিরভিমুখে চলিতে লাগিল। অকস্মাৎ বীরহয় গাত্রোথান করিয়া তাহার পশ্চাতে ধাবমান হইলেন। যেমন ভীক্ষুদণ্ড শুনকহয় বনপথে আর্ন্তনিদাদী কুরদ কি শশকের পশ্চাতে ধাবমান হয়, বীরহয় সেইরূপ পলায়নোন্মুখ চরের অভিমুখে উর্দ্ধ্বাঙ্গে প্রাণপণে দৌড়িলেন। মহাতন্ডে অভাগা সহসা গতিহীন হইল। এবং অকাতরে কহিল, “হে বীরহয়! তোমরা আমার প্রাণদণ্ড করিও না। আমাকে রণবন্দী করিয়া রাখ, আমার নাম দোলন। আমার পিতা আমাকে মুক্ত করিতে অনেক অর্থ দিবেন, তাহার কোনই সন্দেহ নাই; কেন না, আমি তাঁহার একমাত্র পুত্র।” প্রিয়শ্বদ অদিস্যাস্ প্রিয়বচনে কহিলেন, “হে দোলন, তোমার ভয় নাই। তোমাকে বধ করিলে আমাদের কি ফল লাভ হইবে। কিন্তু তুমি আমাদের সহিত চাতুরি করিও না, করিলে প্রচুর দণ্ড পাইবে। হেক্টর কোথায়? এবং শিবিরের কোন পাশ্বে সৈন্যদল নিতান্ত ক্লান্ত অবস্থায় নিদ্রায় বশীভূত হইয়া রহিয়াছে?” দোলন রোদন করিতে করিতে কহিল, “হায়! হেক্টরই আমার এই বিপদের হেতু! সে আমাকে নানা লোভ দেখাইয়া এই পথের পথিক করিয়াছে। তাহার সহিত নেতৃবৃন্দ দেবযোনি ঈল্যাসের সমাধিমন্দির-সম্মিধানে পরামর্শ করিতেছে। কোন বিচক্ষণ বীর শিবির রক্ষা কর্ষে নিযুক্ত নাই। তথাচ স্থানে স্থানে ঘোষণয় অস্ত্র ধারণ করতঃ অতি সতর্কে আছে, কিন্তু যদি তোমরা শিবিরে প্রবেশ করিতে চাহ, তবে যে দিকে ট্রাকীয়া দেশের নরপতি হ্রীশ্যাস্ শয়ন করিতেছেন, সেই দিকে যাও। কেন না, নরেন্দ্র কেবল অত্র সায়ংকালে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, এবং তাঁহার সঙ্গীবর্গ পথশ্রান্ত হইয়া নিতান্ত অসাবধানে নিদ্রাদেবীর সেবা করিতেছে। রাজেশ্বর হ্রীশ্যাসের অশ্বাবলী ত্রিভুবনে অতুল্য, তাঁহার রথ সুবর্ণরজতে নির্মিত, এবং তাঁহার হৈম বর্ষ্য এতাদৃশ অমুপম যে তাহা কেবল দেববীর পুরুষেরই উপযুক্ত। হে রিপুবিমুখকারী বীরহয়! দেখ, আমি তোমাদের সম্মুখে সত্য ব্যতীত মিথ্যা কহি নাই, অতএব তোমরা আমাকে, হয় ত, রণবন্দী করিয়া শিবিরে প্রেরণ কর, নচেৎ এ স্থলে গাঢ় বন্ধনে বন্ধন করিয়া রাখিয়া যাও।” প্রাণভয়ে বিকলাত্মা দোলন এইরূপে

রিপুঘরের নিকট কাকুতি মিনতি করিতেছেন, এমনত সময়ে নির্দয়হৃদয় ছোমিদু সহসা তাহার গলদেশে প্রচণ্ড খড়্গাঘাত করিলেন। মস্তক ছিন্ন হইয়া ভূতলে পড়িল।

তৎপরে বীরঘয় অতি সাবধানে ট্রাকীয়া দেশস্থ সৈন্যভিমুখে চলিলেন, এবং সহসা তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন, অনেক বীর পুরুষ শমনাগারে চলিলেন। রাজেশ্বর হ্রীশ্যসুও অকালে কালগ্রাসে পড়িলেন, রাজার অনুপমা অশ্বাবলী একত্রে বন্ধন করিয়া বীরঘয় শিবিরভিমুখে অতি দ্রুতবেগে চলিতে লাগিলেন। ট্রয়-সৈন্যে সহসা মহাকোলাহল ধ্বনি হইয়া উঠিল।

এ দিকে বীরঘয় হ্রীশ্যসু রাজেশ্বরের অসদৃশ অশ্বাবলী অপহরণ করিয়া আশুগতিতে স্বদলে রণভিমুখে চলিলেন। যে স্থলে রাজচক্রবর্তী আগমেম্মন ও বৃদ্ধ নেন্তুরাদি পরিখার সন্নিকটে নিভূতে বসিয়াছিলেন, সে স্থলে আগন্তুক বীরঘয়ের পদধ্বনি শ্রুত হইলে রাজচক্রবর্তী ত্রস্ত ও সোৎকর্ণ ভাবে নেন্তুরাদি সঙ্গী জনকে কহিলেন, “বোধ হয়, কতিপয় অশ্বারোহী জন পদাতিকদলে অতিক্রম গতিতে এ দিকে আসিতেছে। অতএব সকলে সাবধান,” এক জন কহিলেন, “এ বৈরী নহে, ঐ দেখ বিবিধ কৌশলশালী অদিশ্যসু ও রিপুগর্ভবর্ষকারী ছোমিদু কয়েকটি রণতুরঙ্গ সঙ্গে করিয়া আসিতেছে।” রাজা মিত্রঘয়কে অমিত্রচ্ছলে দর্শন করিয়া পরমাহ্লাদে কহিলেন, “হে গ্রীকুলগোরব-রবি অদিশ্যসু, তোমাকে কোন দেব এ তুর্লভ প্রসাদ দান করিয়াছেন, তুমি কি এই অশ্বাবলী অংশুমালীর একচক্র রথ হইতে কৌশলচক্রে অপহরণ করিয়াছ, এরূপ অপরূপ অশ্বাবলী কি আর এ বিশ্বখণ্ডে আছে?”

মহেষ্वास অদিশ্যসু রাজপ্রবীর হ্রীশ্যসের নিধন ও বাজীরাজার অপহরণ বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বর্ণন করিলে সকলে আনন্দচিত্তে শিবিরে গমন করিলেন, ক্লান্ত বীরযুগল চলোন্নি সাগরে রক্তার্জ দেহ অবগাহন করতঃ সুরভি তৈলে সুবাসিত করিলেন। পরে সুখাণ্ড দ্রব্যে ক্ষুধা নিবারণ করিয়া প্রথমে মহাদেবী আথেনীর তর্পণার্থে ভূতলে কিঞ্চিৎ সুরা সিঞ্চন করতঃ অবশিষ্ট ভাগ স্তম্ভহৃদয়ে পান করিতে লাগিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

হেমাজিনী দেবী উষা বরাজপতি অরুণের শয্যা পরিত্যাগ করিয়া মরামরকুলে আলোক বিতরণার্থে গাত্রোথান করিলেন। দেবকুলেন্দ্র বিবাদদেবীনাগ্নী কলহকারিণী নিষ্কুপা দেবীকে রণোৎসাহ প্রদানার্থে গ্রীক্‌শিবিরে শ্রেরণ করিলেন। দেবী বিবিধ কৌশলকুশল মহেষ্টাস অদিশ্যুসের শিবিরদ্বারে দাঁড়াইয়া ভৈরবে ছুঁছকার ধ্বনি করিলেন ; এবং স্বমায়ায় গ্রীক্‌যোধবৃন্দকে রণানন্দপ্রিয় করিলেন। আর কেহই সাগরপথে জন্মভূমিতে প্রত্যাগমন করিতে তৎপর হইলেন না। রাজচক্রবর্তী উচ্চৈঃস্বরে বীরনিকরকে সমরসজ্জা ধারণ করিতে অমুমতি দিলেন। এবং আপনি বিবিধ বিচিত্র রণপরিচ্ছেদে স্বীয় মহাকায় সমাচ্ছাদন করিলেন। হেমবর্ষের বিভা নভোমণ্ডল পর্য্যন্ত ভাতিতে লাগিল। গ্রীক্‌কুলহিতৈষিণী দেবকুলরাণী হীরী ও বিজ্জকুলারাধ্যা দেবী আথেনী রাজসেনানীর উৎসাহার্থে আকাশে কুলিশনাদ করিলেন। বীররাজী রাজচক্রবর্তীর সহিত পদত্রজে শিবির হইতে রণক্ষেত্রাভিমুখে বহির্গত হইলেন। সারথিবৃন্দ বাজীরাজীর সহিত স্তন্দনবৃন্দ পশ্চাতে পশ্চাতে আনিতে লাগিল। চতুর্দিক্‌ বিভীষণ কোলাহলে পরিপূর্ণ হইল।

ও দিকে এক প্রত্যস্তপর্বতের শিরোদেশে ট্রয়নগরীয় সেনা রণকার্যার্থে সুসজ্জ হইল। এনৈশাদি বীরবরেরা অমরাকৃতিতে বীরকেশরী হেক্টরের চতুর্পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন। যেমন কোন কুলক্ষণ নক্ষত্র ঘনাচ্ছন্ন আকাশে উদয় হইয়া ক্ষণমাত্র স্বীয় অশুভ বিভায় অসঙ্গল ঘটনার বিভীষিকায় দর্শক জনের অন্তঃকরণে ভয় সঞ্চার করতঃ পুনরায় মেঘাবৃত হয়, বীরকেশরী ট্রয়নগরীয় সৈন্যমধ্যে গ্রীক্‌সৈন্যের দর্শনপথে সেইরূপ প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন ; এবং তাঁহার বর্ষ্য হইতে যেন এক প্রকার কালাগ্নির তেজ বাহির হইলে লাগিল।

যেমন কোন ধনী জনের শস্যক্ষেত্রে কৃষীবলের অস্রাঘাতে শস্যশীঘ্র চতুর্দিকে পতিত থাকে, এইরূপ ছুই পক্ষ হইতে বীরবৃন্দ ভূতলশায়ী হইতে লাগিল। নিষ্কুপা কলহকারিণী বিবাদদেবী হৃদয়ানন্দে উচ্চ চীৎকার প্রকাশ করিতে লাগিলেন ; কিন্তু অগ্ন্যাগ্ন দেব দেবীরা স্বীয় স্বীয় সুন্দর মন্দির হইতে রণক্ষেত্রের প্রতি দৃষ্টি নিষ্ক্রেপ করিতে লাগিলেন।

যে সময়ে আটবিক জন অটবী প্রদেশে নানা বৃক্ষ কাটিতে কাটিতে ক্ষুধার্ত হইয়া ক্ষণকাল নিজ নিত্যক্রিয়ায় পরাভুত হয়, ও আহাৰাদি ক্রিয়াতে ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ করে, সেই কাল উপস্থিত হইল। দিনকর আকাশমণ্ডলের মধ্যস্থলে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। রাজচক্রবর্তী সৈন্যাধ্যক্ষ মহোদয় হর্যাক্ষ-পরাক্রমে রিপুব্যুহে প্রবেশ করিলেন। অনেকানেক রণী জন অকালে শমনালয়ে গমন করিতে লাগিলেন। যেমন রক্তদন্ত শোণিতাক্ত ক্রমশালী পরাক্রমী যুগরাজকে, শাবকবৃন্দ নাশ করিতে দেখিলেও কুরঙ্গ তাহাকে কোন বাধা দেয় না, বরঞ্চ কম্পিত হৃদয়ে উর্দ্ধ্বাসে গহন কাননপথ দিয়া পলায়ন করে, সেইরূপ ট্রয় দলস্থ কোন নেতার এতাদৃশ সাহস হইল না যে, তিনি রাজচক্রবর্তীর সম্মুখবর্তী হইয়া তাহাকে নিবারণ করেন। যেমন ঘোর দাবানল প্রবল বায়ুবলে ছৰ্ব্বার হইলে চতুর্দিকে বৃক্ষ ও বৃক্ষশাখাবলী তাহার শিখাত্রাসে ভস্মসাৎ হইয়া যায়, সেইরূপ রাজচক্রবর্তীর অস্ত্রাঘাতে রিপুদল পড়িতে লাগিল। পদাতিক পদাতিকে ঘোর রণ হইল। সাদীদলের সিংহনিদাদ অশ্বাবলীর হেঁষা রবে মিশ্রিত হইয়া কোলাহলে রণক্ষেত্র পূর্ণ করিল। উভয় দলে অগণ্য রণীগণ আৰ্ত্তনাদে প্রাণত্যাগ করিল। এ সময়ে কুলিশ-নিষ্ক্রেপী দেবেন্দ্র অরিন্দম হেক্টরকে এ স্থল হইতে দূরে রাখিলেন। সুতরাং তাহার বিহনে ট্রয়নগরস্থ সেনা রণরঙ্গে ভকোৎসাহ হইল, এবং রাজচক্রবর্তীর অনিবার্য্য বীরবীর্য্য সহ্য করিতে অক্ষম হইয়া নগরাভিমুখে ধাবমান হইতে লাগিল। যেমন ক্ষুধাতুর কেশরী ভীষণ নিনাদে কোন মেঘ কিম্বা বৃষপাল আক্রমণ করিলে পশুকুল উর্দ্ধ্বাসে পলায়ন করে, এবং পশ্চাতে পড়িলে যে সে হৃদ্যন্তু রিপুর গ্রাসে পড়িবে, এই আশঙ্কায় সকলেই পুরঃসর হইবার প্রয়াসে যথাসাধ্য বেগে ধাবমান হয়, এবং সকলেরই এই দৃঢ় অধ্যবসারে মূখমধ্যে এক মহা বিষম গোলযোগ উপস্থিত হয়, এবং এ উহার পদচাপনে ও শৃঙ্গাঘাতে গতিহীন হইয়া পড়ে, সেইরূপ ট্রয়স্থ সৈন্যদল রণক্ষেত্র হইতে পলায়নতৎপর হইল। যাহারা যাহারা হুর্ভাগ্যক্রমে সর্বপশ্চাতে পড়িল, কেশরীর শ্যায় রাজচক্রবর্তী প্রচণ্ডাঘাতে তাহাদিগের প্রাণদণ্ড করিতে লাগিলেন। অনেকানেক রথীশূণ্য রথ ঘোর ঘর্ঘরে নগরাভিমুখে ধাইল। কিন্তু সে সকল রথের অলঙ্কারস্বরূপ বীরবরেরা ধরাতলে পড়িয়া গৃহানন্দ, প্রেমানন্দ, স্নেহানন্দ, এ সকলে

জীবনানন্দের সহিত জলাঞ্জলি দিলেন। এইরূপে রাজচক্রবর্তী প্রায় নগরতোরণ পর্য্যন্ত গমন করিলেন। ইহা দেখিয়া দেবকুলপিতা অমরাবতী হইতে উৎসফেনি ঈডাশিরঃ প্রদেশে উপনীত হইলেন, এবং হৈমবতী দেবদুতী ঈরীষাকে কহিলেন, “হে হেমান্নিনি! তুমি দ্রুতগতিতে বীরকেশরী হেক্টরকে গিয়া কহ, যে যতক্ষণ গ্রীকসৈন্যাদ্যক্ষ রাজচক্রবর্তী আগেমেমন্ শূল বা শর নিক্ষেপণে ক্ষতাক্ত হইয়া রণে ভঙ্গ না দেন, ততক্ষণ প্রিয়াম্পুত্র যেন স্বয়ং রণে প্রবৃত্ত না হন, বরঞ্চ অন্যান্য বীরপুঞ্জকে রণক্রিয়া সাধনার্থে উৎসাহ প্রদান করেন।” যেমন বায়ু-তরঙ্গ বায়ুপথে চলে, দেবদুতী সেই গতিতে যেন শূন্যদেশ ভেদ করিয়া বীরকেশরীর কর্ণকুহরে দেবাদেশ প্রকাশ করিল। বীরকেশরী রথ হইতে ভূতলে লক্ষ্য দিয়া ভয়বিহ্বল ঘোষদলকে আশ্বাস প্রদান করিলেন। বীরসিংহের সিংহিনাদে ও তাহার বীরাকৃতি সন্দর্শনে সে রণক্ষেত্রে ভীকৃত্যও যেন একেবারে আত্মস্বভাব বিস্মৃত হইয়া বীরকার্য্যোপযোগী হইয়া উঠিল। রাজচক্রবর্তীও অসামান্য পরাক্রমে রিপুদলকে দলিতে লাগিলেন।

ঈপীত্ব নামক অস্ত্রের এক পুত্র বীরদর্পে রাজচক্রবর্তীর সম্মুখবর্তী হইল। কিন্তু রাজচক্রবর্তীর ভীষণ শূলাঘাতে ভূতলে পতিত হইয়া আপন নবপরিণীতা বনিতার অপরূপ রূপলাবণ্যাদি দর্শন আশায় চিরকালের নিমিত্ত জলাঞ্জলি দিলেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতার এতাদৃশ ছুরবস্থা অবলোকনে কয়ন নামে বীর পুরুষ মহা রুষ্ঠভাবে তীক্ষ্ণতম কুস্ত্র দ্বারা লোকান্তে রাজা আগেমেমননের বাহু ভেদ করিলেন। তত্রাচ রাজচক্রবর্তী রণরঙ্গে বিরত না হইয়া ভীমপ্রহরী কয়নকে ভীম প্রহারে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু মুহূর্ত্ত মধ্যে যেমন গর্ভবতী রমণী সহসা প্রসব-বেদনায় কাতরা হয়, এবং সে অসহ্য পীড়ায় তাহার কোমলাঙ্গ শিথিল ও অবশ হয়, রাজ-সার্বভৌমও সেইরূপ বিকল হওতঃ দ্রুতে রথারোহণ করিয়া সারথিকে শিবিরভিমুখে রথ চালাইতে আজ্ঞা দিলেন। কশাঘাতে অশ্বাবলী এরূপ দ্রুত ধাবনে ঘর্ষজনিত ফেনায় আবৃত হইল। এইরূপে ঘোরতর রণ করিয়া অধিকারী মহোদয় যুদ্ধকর্ম্মে ভঙ্গ দিলেন। তদর্শনে প্রিয়াম্পুত্র কুলচূড়ামণি হেক্টরের স্মরণপথে দেবাদেশ আকৃষ্ট হইল। যেমন কোন ব্যাধ শুভ্রদন্ত শুনকবৃন্দকে কোন বরাহ কিম্বা সিংহকে আক্রমণ করিতে সাহস প্রদান করে, সেইরূপ রিপুসুদন স্কন্দোপম অরিন্দম হেক্টর স্ববলকে

অগ্রসর হইতে অহুমতি দিলেন। এবং যেমন প্রচণ্ড বাত্যা আকাশমণ্ডল হইতে কোন কোন সময়ে নীলোন্মিয় সাগর আক্রমণ করে, আপনিও সেইরূপে রিপুদলে প্রবেশ করিলেন। ঘোরতর রণ হইল। অনেকানেক বীরবর ভূতলে শয়ন করিলেন। কি নেতা কি নীত ব্যক্তি কেহই তাহার শরসংঘাতে অব্যাহতি পাইল না। যেমন প্রবল বায়ুবলে জলদল আন্দোলিত হইলে তরঙ্গসমূহ হইতে আকাশপথে অগণ্য ফেনকণা উড়িয়া পড়িতে থাকে, সেইরূপ প্রকাণ্ড বীরবরের প্রচণ্ড দণ্ডাঘাতে মস্তকমণ্ডল চতুর্দিকে পতিত হইতে লাগিল। একরূপ ভয়াবহ ঘটনা দর্শনে কৌশল-শালী অদিস্যুস্ রণতুর্মদ জোমিদকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, “সখে, আমরা কি সহসা বীরবীর্যরহিত হইলাম?” এই কহিয়া উভয়ে ট্রয়স্থ দৈম্বদল আক্রমণ করিলেন। যেমন ভীষণদন্ত বরাহদ্বয় আক্রমী খচক্রকে আক্রমিয়া লণ্ড ভণ্ড করে, বীরদ্বয় রিপুচয়কে সেইরূপ করিলেন। রিপুমর্দন হেক্টর রিপুদ্বয়কে দূর হইতে দেখিয়া তাহাদের অভিমুখে ছহুকারে ধাবমান হইলেন, সে কাল ছহুকার শ্রবণে রণবিশারদ জোমিদ শশকচিন্তে সূচতুর অদিস্যুস্কে কহিলেন, “সখে, ঐ দেখ, ভয়ঙ্কর হেক্টর যেন নিধনতরঙ্গরূপে এ দিকে বহিতেছে, আইস, দেখি, আমাদের ভাগ্যে কি আছে;” এই কহিয়া রণতুর্মদ জোমিদ আপন শূল আগস্তক বীরহর্যাককে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিলেন। রিপুঘাতী অস্ত্র দেবদন্ত কিরীটে লাগিল।

এক পার্শ্ব হইতে বীর সুন্দর স্কন্দর এক নিশিত শর শরাসনে যোজনা করিয়া রণতুর্মদ জোমিদের পদবিদ্ধন করিয়া আনন্দরবে কহিলেন, “হে পরম্পদ জোমিদ! আমার শর চাপ হইতে বৃথা নিক্ষিপ্ত হয় না। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে তোমার উদরদেশ ভিন্ন করিয়া তোমাকে চিররণবিরত করিতে পারে নাই।” অকুতোভয় জোমিদ উত্তর করিলেন, “রে ধর্মী, রে গ্নানিকারক, রে অলকালঙ্কৃত অঙ্গনাকুলপ্রিয় তুর্মতি! তোর অস্ত্রাঘাতে আমার কি হইতে পারে? তোর অস্ত্র নিক্ষেপণ অবলা রমণী ও শিশুর স্তায়। তোর যদি রণস্পৃহা থাকে, তবে সম্মুখ-রণে বিমুখ হইস্ কেন?” বিখ্যাত শূলী সখা অদিস্যুস্ পরম যত্নে তাঁর ক্ষতস্থল হইতে টানিয়া বাহির করিলে জোমিদ বিষম যাতনায় অস্থির হইয়া রণস্থল হইতে শিবিরান্তিমুখে রথারোহণে চলিলেন। শূলবৃক্ষ অদিস্যুস্ একাকী

রণক্ষেত্রে রহিলেন, প্রাণ অপেক্ষা মান প্রিয়তর বিবেচনায় প্রাণপণে যুদ্ধিতে লাগিলেন। যেমন গুল্মাবৃত বরাহকে আক্রমণার্থে কিরাতবৃন্দ সুনকবৃন্দ সহকারে গুল্মের চতুর্পার্শ্বে একত্রীভূত হইয়া অবস্থিতি করে, আর যখন সে রক্তদস্ত কৃতান্তদূত বাহির হয়, তখন সকলে সতয়ে কেবল দূর হইতে অস্ত্রনিষ্ক্ষেপ করিতে থাকে, ত্রয়স্থ যোধেরা গ্রীক্‌যোধবরকে সেইরূপে আক্রমণ করিল।

সুকস নামক এক মহাবীর পুরুষ সরোষে অদিশ্যসের দৃঢ় ফলকে শূল নিষ্ক্ষেপ করিলেন। অস্ত্র দুর্ভেদ্য ফলক ভেদ করিয়া কবচ ছিন্ন ভিন্ন করতঃ চর্ম পর্য্যন্ত ভেদ করিল। কিন্তু সুনীলকমলাক্ষী দেবী আত্মনী এ প্রাণসংশয় অস্ত্র বীরেশ্বরের শরীরাত্ম্যস্তরে প্রবেশ কারতে দিলেন না। বশস্বী অদিশ্যস্ বিষমাঘাতে ব্যথিত হইয়াও প্রহারকের প্রাণ সংহার করিলেন। পরে স্বহস্তে শূল টানিয়া বাহির করিলেন। লোহরঞ্জনে বীরদেহ যেন রঞ্জিত হইয়া উঠিল। বীরবরের এই অবস্থা দেখিয়া ত্রয়স্থ যোধদল তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলে তিনি উচ্চে আর্তনাদ করতঃ অপসৃত হইতে লাগিলেন।

স্কন্দপ্রিয় মানিল্যাস্ রিপুকুলত্রাস আয়াস্কে কহিলেন, “সখে, বোধ হইতেছে, যেন মহেষাস সমরক্ষেত্রে আর্তনাদ করিতেছে, কে জানে, কৌশলীশ্রেষ্ঠ কি বিপজ্জালে পরিবেষ্টিত হইয়া পড়িয়াছেন।” এই কহিয়া বীরদ্বয় দ্রুতগতিতে স্বর লক্ষ্য করিয়া সমরক্ষেত্রের দিকে ধাবমান হইলেন। কতক দূর গিয়া দেখিলেন, যে যেমন কোন এক শাখাপ্রশাখাময় বিষণ-বিশিষ্ট যুগ কিরাতের শরাঘাতে ব্যথিত হইয়া রণপথ রক্তাক্ত করতঃ পলায়ন করে, মহেষাস অদিশ্যস্ সেইরূপ রক্তার্জ কলেবরে ধাবমান হইতেছেন, এবং যেমন সেই যুগের পশ্চাতে পিঙ্গল শৃগালজাল তৎমাংসাভিলাষে দলবদ্ধ হইয়া তাহার অগ্নুসরণ করে, ত্রয়নগরস্থ যোধদল মহাঘণাঃ অদিশ্যসের বিনাশার্থে সেইরূপ হুহুকার ধ্বনি করতঃ দলে দলে তাঁহার পশ্চাতে চলিতেছে, কিন্তু এতাদৃশ অবস্থায় দীর্ঘকেশর কেশরী সহসা নয়নাকাশে উদিত হইলে যেমন সে শৃগালদল ভয়ে জড়ীভূত হইয়া পলায়ন করে, সেইরূপ বলস্তুস্তস্বরূপ রিপুত্রাস আয়াস্কে দেখিয়া রিপুদলের সেই দশাই ঘটিল। এবং তাহারা প্রাণভয়ে দলভ্রষ্ট হইয়া, যে যে দিকে সুযোগ পাইল সে সেই দিকে পলায়ন করিতে চেষ্টা করিতে

লাগিল। কিন্তু যেমন বারিদ-প্রসাদে মহাকায় নদশ্রোতঃ পর্বত হইতে গভীর নিনাদে বহির্গত হইয়া কি বৃক্ষ, কি গুল্ম, কি পাষণথণ্ড, যাহা অগ্রে পড়ে, তাহাই অনিবার্য বলে বহিয়া লইয়া যায়, সেইরূপ দুর্ভেদ্য ফলকধারী আয়াস্ অশ্ব, পদাতক, রথ, প্রচণ্ডাঘাতে লণ্ড ভণ্ড করিতে লাগিলেন। অনেক সেনা ভূতলশায়ী হইল, কিন্তু বীরবর হেক্টর এ দুর্ঘটনার বিন্দু বিসর্গও জানিতেন না। কেন না তিনি সৈন্যের বামভাগে ক্ষমদ্র নদতটে রণব্যাপারে ব্যাপ্ত ছিলেন। যে সকল মহা মহা বীর সে স্থলে সাহস-ভরে যুদ্ধিতেছিলেন, তাহারা সকলেই বিমুখ হইলেন, পরে ভাস্বর-কিরীটী রথী আয়াসের পরাক্রম প্রকাশে বীর রোষে তদভিমুখে রথ পরিচালিত করিলেন। শত শত মৃতদেহ ও অস্ত্ররাশি রথচক্রে চূর্ণ হইয়া রথ ও রথবাহন বাজীরাজীকে রক্তপ্লাবিত করিল। অরিন্দমের সমাগমে রিপুসুদ আয়াসের বীর-হৃদয়ে সহসা যেন ভয় সঞ্চার হইল, এবং তিনি আপন দুর্ভেদ্য ফলক ফেলিয়া আরক্তনয়নে শত্রুদলের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করতঃ শিবিরভিমুখে চলিলেন। যখন কোন ক্ষুধাতুর সিংহ বৃষপরিপূর্ণ গোর্ষ্ঠ অক্রমণার্থে দেখা দেয়, তখন সে গোর্ষ্ঠ-পরিবেষ্টনকারী রক্ষকদল তীক্ষ্ণদস্ত শুনকব্যূহ সহকারে তাহাকে নিবারণ করিবার জন্ত শলাকাবৃষ্টি ও মুহমূহ বৃহদাকার অলাতাবলী প্রোজ্জ্বলিত করিলে, যেমন সে পশুরাজ কৃতকার্য না হইয়া বিকট কটাক্ষে নিবারকদলকে অবহেলা করিয়া নিশাবসানে স্বগহ্বরে ফিরিয়া যায়, বীরেশ্বর আয়াস্ সেইরূপ অনিচ্ছায় ও প্রাণভয়ে রণরঙ্গে ভঙ্গ দিলেন। রিপুত্রাস আয়াস্কে এতদবস্থ দেখিয়া রিপুকুল ত্রাসে জ্বলাঞ্জলি দিয়া তাহার অনুসরণ করিতে আরম্ভ করিলে উরিপ্লুস নামক যশস্বী রথী তাহাদিগকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু দেবাকৃতি রথী ক্ষমদ্র তীক্ষ্ণতম শরে তাহার দেহ ক্ষত করাতে তিনিও রণে বিমুখ হইলেন। এইরূপে প্রধান প্রধান নেতৃবৃন্দ রণানন্দে নিরানন্দ হওয়াতে রথ, পদাতিক, বাজীরাজী সকলে মহাকোলাহলে রণভূমি পরিত্যাগপূর্বক শিবিরভিমুখে দৌড়িয়া চলিল। সৈন্যদলের রণভঙ্গারব বীরকেশরী আকিলীসের শিবিরাত্যন্তরে যেন প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। বীরবর সচকিতে বিশেষ প্রিয়পাত্র পাত্রকুসূকে আহ্বান করিয়া উভয়ে একত্রে বহির্গত হইয়া গ্রীকৃদলের ছুরবস্থা সম্পর্শনে সহাস্য বদনে কহিলেন, “হে প্রিয়তম! গ্রীকেরা যে দিন আমার পদতলে

অবনত হইবে, সে দিন আর অধিক দূরবর্তী নহে। ঐ দেখ, হৃদাস্ত হেক্টরের কুস্তাঙ্কালনে কি ফল হইয়াছে। আমা ব্যতীত দেবনরঘোনি কোন্ যোধ প্রিয়াম্পুত্রকে রণে নিবারণ করিতে পারে। আমারও এ হৃদয় তাহার বীর্য্যে সমরে ভূরি ভূরি কাঁপিয়া উঠে। সে যাহা হউক, তুমি এক্ষণে পিতা নেস্তরের নিকট হইতে রণবার্তা লইয়া আইস।” পাত্রুসু অমনি দেবোপম সখার আজ্ঞা পালনে প্রবৃত্ত হইলেন।

বৃকরাজ নেস্তর পাত্রুসুকে স্নেহগর্ভ বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, “বৎস! তোমার ও দেবসদৃশ সখার মঞ্চল তো? দেখ তোমার সে প্রিয় বন্ধুর বিহনে আমাদিগের কি ছর্ঘটনা না ঘটতেছে? তুমি যদি পার, তবে তাহার রোষাগ্নি নিব্বাণ করিয়া তাহাকে আমাদিগের সহকারার্থ আন, নচেৎ স্বয়ং তাহার বীর-পরিচ্ছদে স্বদেহ আচ্ছাদন করিয়া রণক্ষেত্রে দেখা দেও। দেখি, যদি এ ছলনায় রিপুকুল ভয়াকুল হইয়া আমাদিগকে ঋণকাল ক্রান্তি দূরীকরণার্থে অবসর দেয়,” বৃক মন্ত্রীর এই কুমন্ত্রণায় আয়ুহীন পাত্রুসু সখার শিবিরভিমুখে ব্যগ্রপদে যাইতেছেন, এমত সময়ে ক্ষতকলেবর উরিপ্লুসুকে কতিপয় যোধ ফলকোপরি বহন করিয়া সেই স্থলে উপস্থিত হইল। সরল-হৃদয় পাত্রুসু রাজবীর উরিপ্লুসুকে এ হৃদয়কুস্তনী অবস্থায় দেখিয়া তাহার শুক্রযাক্রিয়ায় সঘত্রে রত হইলেন। সুতরাং তদগো সখার শিবিরে যাইতে পারিলেন না।

রণক্ষেত্রে বিপক্ষদলে ঘোরতর রণ হইতে লাগিল। কিন্তু ট্রয়দল রিপুকুলবিনাশকারী হেক্টরের সহকারে নিব্বাধে পরিখা পার হইতে লাগিল। যেমন ব্যাধদল শুনকদলে কোন তীক্ষ্ণদস্ত নির্ভীক বন-শুকর অথবা মৃগরাজকে আক্রমণ করিলে বিক্রমশালী পশু ঋণ-নিক্ষিপ্ত শলাকামালা অবহেলা করিয়া প্রহারক-দলকে সংহারার্থে ভীষণ গর্জন করতঃ তাহাদিগের প্রতি ধাবমান হয়, বীরসিংহ হেক্টর সেইরূপ করিতে লাগিলেন, এবং যেমন যে দলের অভিমুখে সে পশু রোষতাপে তাপিতচিত্ত হইয়া ধায়, সে দ্যুতগতিতে প্রাণভয়ে পলায়নোন্মুখ হয়, সেইরূপে নিধন-তরঙ্গরূপ হেক্টর হৃদ্যার বাহবলরূপ শ্রোতে গ্রীকসেনারা রণে ভঙ্গ দিয়া চতুর্দিকে পলাইতে লাগিল। ট্রয়নগরস্থ পদাতিক দল বীরকেশরীর সহিত সাহসে পরিখা পার হইল। কিন্তু রথারোহী বীরদলের পক্ষে সে পরিখাতরণে নানাবিধ বাধা দেখিয়া রিপুদমী পলিছ্যন্ন উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন,

“হে বীরবৃন্দ ! আমার বিবেচনায় রথ ও অশ্বারোহণে এ পরিখাতরণক্রিয়া অতীব অবিবেচনীয় ; কেন না, ইহার পথের অপ্রশস্ততানিবন্ধন প্রত্যাবর্তনকালে রথ ও অশ্বসমূহের বর্তমানতায় এ অপ্রশস্ত পথ রুদ্ধ হইলে আমাদের বিষম বিপদের সম্ভাবনা।” বীরবরের এই হিতোপদেশ বাক্য সকলেরই মনোনীত হইল। এবং চতুরঙ্গদলে সকলেই রথ ও তুরঙ্গম হইতে ভূতলে লক্ষ্য দিয়া পদব্রজে ধাবমান হইলেন। প্রতি সৈন্যদলের পুরোভাগে সুন্দর বীর স্কন্দর মহেষ্वास এনেশ, রিপুমর্দন সর্পাদিন, রিপুবংশধ্বংস গৌকস প্রভৃতি নেতৃবর্গ হুহুকার নিনাদে পরিখা পার হইলেন। এবং এক এক দ্বার দিয়া শিবিরভিমুখে চলিলেন। যেমন হেমস্তাস্ত্রে বারিদপটলী ভূষারকণা বৃষ্টি করে, সেইরূপ উভয় দল হইতে চতুর্দিকে অস্ত্রজাল পড়িতে লাগিল। এবং বীরকুলের শিরস্ত্রাণ নিস্ত্রিংশপুঞ্জে বাজিয়া ঝন্ ঝন্ স্বনে শিবিরদেশ পরিপূর্ণ করিল। দেবদেবী গ্রীকদলের এ তুরবস্থা সন্দর্শনে হৈমহর্ষ্যাময়ী অমরাবতীতে পরম নিরানন্দ হইলেন। কিন্তু দেবকুলকাস্তুর ত্রাসে কেহই কিছু করিতে পারিলেন না। যে স্থলে রিপুকুলাস্তক হেক্টর প্রিয় ভ্রাতা রিপুদমন পলিছ্যম্নের সহকারে মহাহবে প্রবৃত্ত ছিলেন, সে স্থলে তাঁহারা উভয়ে আকাশমার্গে এক অদ্ভুত শকুন দেখিতে পাইলেন। সহসা এক বিক্রমশালী পক্ষিরাজ রক্তাক্ত ক্রমে এক প্রকাণ্ডকলেবর বিষধর ধারণ করিয়া উড়িতেছে। তীব্র বেদনায় ভুজঙ্গের অঙ্গ আকুঞ্চিত হইতেছে, তথাচ সে বৈরিনির্ঘাতনার্থে তাহার গ্রীবদেশে দংশন করিল। পক্ষিরাজ এ অসহনীয় দংশন-পীড়ায় কাকোদরকে ছাড়িয়া দিলে সে ভূতলে সৈন্যমধ্যে পড়িল। পক্ষিরাজ শূন্য ক্রমে স্বনীড়ে উড়িয়া চলিল। পলিছ্যম্ন বীর ভ্রাতাকে কহিলেন, “হে হেক্টর ! এ কি কুলক্ষণ দেখিলাম, এ প্রপঞ্চ ব্যর্থ নহে। আমি বিবেচনা করি, যে বিপক্ষ-দলকে রণক্ষেত্রে বিনষ্ট করা আমাদের ভাগ্যে নাই। এই ক্ষত ভুজঙ্গের শ্যায় বিপক্ষচতুরঙ্গ দল আমাদের সৈন্যের ক্রমপরাক্রমে আক্রান্ত হইয়াও তাহার গলদেশে দংশন করিবে, সন্দেহ নাই। অতএব হে ভ্রাতঃ ! আইস আমরা ঐ সকল সাগরযান ভস্মসাৎ করিবার আশায় জলাঞ্জলি দিয়া পরিখার অপর পারে যাই।” ভাস্বরকিরীটী হেক্টর ভ্রাতার এইরূপ বাক্যে বিরক্ত হইয়া কহিলেন, “হে পলিছ্যম্ন ! তুমি এ কি কহিতেছ ? স্বজন্মভূমির রক্ষাকার্য্য এত দূর পর্য্যন্ত শুভ, ও কর্তব্য

কার্য্য, যে তাহা হইতে কোন কুলক্ষণ দর্শনে পরাভূত হওয়া উচিত নয়।”
বীরত্বয় এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে দেবকুলপতির
ঔরসজাত নরদেবাকৃতি রথী সর্পীদন স্ববলে সিংহনিদানে রণক্ষেত্রে প্রবেশ
করিলেন। যেমন যুগেন্দ্র কোন পর্বতকন্দরে বহুদিন অনশনে উন্নতপ্রায়
হইয়া আহার অশেষণে বাহির হইয়া বক্রশৃঙ্গ বৃষপালকে দূর হইতে দেখিতে
পাইলে পালদলের ভৈরব রব ও শলাকাবৃন্দে অবহেলা করিয়া বৃষসমূহকে
আক্রমণ করে এবং প্রাণান্তেও আহার লাভ লোভে বিরত হয় না,
সেইরূপে রিপুকুলমর্দন সর্পীদন রিপুকুলকে আক্রমণ করিলেন, বীরদলের
পদচালনে ধূলারাশি আকাশমার্গে উঠিতে লাগিল।

দেবকুলপতি উৎসযোনি ঈডা পর্বতশৃঙ্গ হইতে গ্রীক্‌দলের প্রতিকূলে
এক প্রবল বাত্যা বহাইলেন। অনেকানেক বীর অকালে সমরশায়ী
হইলেন। মহাযশাঃ হেক্টর কালরাত্রিরূপে শত্রুদলের মধ্যে উপস্থিত
হইলেন। এবং তাঁহার বর্ষ হইতে কালাগ্নিতেজ বাহির হইতে লাগিল।
গ্রীক্‌সেনা সভয়ে পোতাভিমুখে ধাবমান হইল। * * *

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

THE ASIATIC SOCIETY, CALCUTTA

THE ASIATIC SOCIETY, CALCUTTA

THE ASIATIC SOCIETY, CALCUTTA



